



২৩০

# গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ

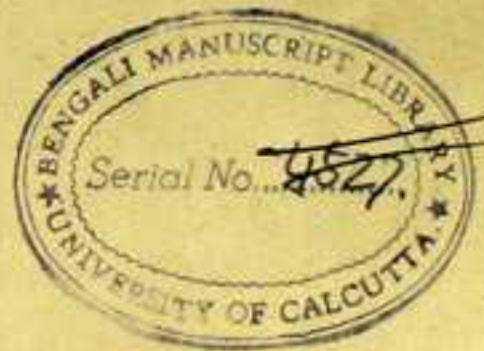
০৪০

c. u.

• ২২৭

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম.এ., পি-এচ্.ডি., ভাগবতরত্ন

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট পদক ও গ্রিফিথ-স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

মূল্য—পনের টাকা



ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট  
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্চিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজার বোডে,  
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

BCU 1224

৭১ ২৬৭২

~~4527~~

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়  
নান্দানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড  
৪৭ গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলিকাতা ১৩



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষরূপে যিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের  
বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সাহিত্য-রসিক  
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের করকমলে

## সূচীপত্র

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ভূমিকা                       | ১৮০-২১৮০  |
| ভূমিকা-পরিশিষ্ট              | ২১৮০-৩১৮০ |
| সাংকেতিক চিহ্নব্যাখ্যা       | ৩১৮০      |
| পদসূচী                       | ৩১৮০-৪১৮০ |
| <b>গোবিন্দদাসের পদাবলী</b>   | ৩-৩২২     |
| বন্দনা ১-৪৮                  |           |
| অষ্টকালীয় লীলা ৪২-১১৩       |           |
| চিহ্নপীত ১১৪-১৪৮             |           |
| বাল্যলীলা ও গোর্ধ ১৪৯-১৫৫    |           |
| শ্রীকৃষ্ণের রূপ ১৫৬-১৭৩      |           |
| শ্রীরাধার রূপ ১৭৪-১৮৫        |           |
| শ্রীরাধার পূর্বরূপ ১৮৬-২১২   |           |
| শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরূপ ২১৩-২৬৫ |           |
| অহরূপ ২৬৬-২৭৫                |           |
| মিলন ও সন্তোষ ২৭৬-৩১২        |           |
| স্বয়ংদোতা ৩১৩-৩৪২           |           |
| অভিসার ৩৪৩-৩৮০               |           |
| বনবিহারাদি লীলা ৩৮১-৪০০      |           |
| বাসকসজ্জা ৪০১-৪২০            |           |
| বিপ্রলজ্জা ৪২১-৪৩৪           |           |
| খণ্ডিতা ৪৩৫-৪৫১              |           |
| মান ৪৫২-৪৬৬                  |           |
| কলহাস্তদ্রিতা ৪৬৭-৪৮২        |           |
| দানলীলা ৪৮৩-৫০২              |           |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| ১৮০-২১৮০  | নৌকাখণ্ড ৫৪০-৫৪২                           |
| ২১৮০-৩১৮০ | দোল ও স্থলন ৫৪৩-৫৫০                        |
| ৩১৮০      | রাসলীলা ৫৫১-৫৭৫                            |
| ৩১৮০-৪১৮০ | রসালস ও কুণ্ডভঙ্গ ৫৭৬-৫৮৩                  |
|           | রসোদ্গার ৫৮৪-৬০০                           |
| ৩-৩২২     | প্রেমবৈচিত্র্য ৬০১-৬১১                     |
|           | বিবাহ ৬১২-৬৮২                              |
|           | ভাবোন্মাদ ৬৮৩-৬৮৪                          |
|           | প্রার্থনা ও মনঃশিক্ষা ৬৮৫-৬৯২              |
|           | বিবিধ ৬৯৩-৭২৮                              |
|           | পরিশিষ্ট (ক) গোবিন্দ আচার্যের পদ ৭২৯-৭৬০   |
|           | পরিশিষ্ট (খ) গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ ৭৬১-৭৮৪ |
|           | পরিশিষ্ট (গ) গোবিন্দনামধারী একাধিক         |
|           | অর্কাচীন কবির পদ ৭৮৫-৮৫৪                   |
|           | পরিশিষ্ট (ঘ) মৈথিলীভাষার কবি গোবিন্দ-      |
|           | দাসের দুইটি পদ ৮৫৫-৮৬০                     |

### গোবিন্দদাসের যুগ

৩২৫-৪৬৮

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| প্রথম অধ্যায়—কবির জীবনী ও কালনির্ণয় ৩২৫-৪০৭   |
| দ্বিতীয় অধ্যায়—কবির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ৪০৭-৪২৫ |
| তৃতীয় অধ্যায়—আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী ৪২৬-৪৪৩      |
| চতুর্থ অধ্যায়—সামাজিক পটভূমিকা ৪৪৪-৪৫৭         |
| পঞ্চম অধ্যায়—আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা          |

৪৫৮-৪৭৩

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ষষ্ঠ অধ্যায়—গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভা ৪৭৩-৪৮৮ |
|----------------------------------------------|



## ভূমিকা

কোন কবির কাব্যরচনার রস ভালভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার সময়ের আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ জানা প্রয়োজন। শেখপীরের (১১৬৪-১৬১৬) সমসাময়িক মহাকবি গোবিন্দদাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু গোবিন্দদাসের কোন্টা আসল রচনা, কোথায় কোথায় তাহা পাওয়া যায়, তাঁহার অকৃত্রিম পদাবলীর সংখ্যা কত তাহা প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যিক। সেইজন্য আমি প্রথমে চিরঞ্জীবের পুত্র, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত পদগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংকলন ও ব্যাখ্যা করিয়াছি।

### গোবিন্দ আচার্য্য

নানা কারণে এই কাব্য সহজ নহে। গোবিন্দ নামে একাধিক কবি ছিলেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে গোবিন্দদাসের রচনা বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন; তাঁহার নাম গোবিন্দ আচার্য্য। কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার গৌরগণোদেশদীপিকায় শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্ব-নিরূপণের পরই ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

পৌৰ্ণমাসী ব্রজে যাসৌ গোবিন্দানন্দকারিণী।

আচার্য্যশ্রীলগোবিন্দো গীতপঞ্চাদিকারকঃ।

লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য্যের ও কেশব ভারতীর পূর্বেই এই গোবিন্দ আচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া ইহাকে আমি শ্রীচৈতন্যের অপেক্ষা বয়সে বড় বলিয়া মনে করি। পৌৰ্ণমাসী দেবী শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনির মাতা। হুতরাং সম্বন্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঠানদিদি। এদিক্ দিয়া বিচার করিলেও গোবিন্দ আচার্য্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। গোবিন্দ আচার্য্যের গীতপঞ্চের কথা যে শুধু কবিকর্ণপুরের দ্বায় সংস্কৃতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানিতেন তাহা নহে, ষোড়শ শতাব্দীর আপামরসাধারণ বৈষ্ণব-

ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার পদাবলী সুপরিচিত ছিল। সেইজন্য নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য দেবকীনন্দন তাঁহার বৈষ্ণববন্দনায় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্বগুণশালী।

যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী।

—অনুবাগবলী, পৃ: ৪৮

গোবিন্দ আচার্য্যের কবিধ্যাতি শ্রীগোরাধের পূর্ববঙ্গ-গমনের পূর্বেই (অনুমান ১৫০৫-১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাই বাহু ঘোষের বড় ভাই গোবিন্দ ঘোষ যখন প্রভুর পূর্ববঙ্গ-গমন উপলক্ষ্যে পদ রচনা করেন, তখন ভণিতায় বৈষ্ণব-আদর্শে গোবিন্দদাস না লিখিয়া গোবিন্দ ঘোষ লিখিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ২২-৩৩ ব্রষ্টব্য)। কেননা শুধু গোবিন্দদাস লিখিলে তাঁহাকে লোকে গোবিন্দ আচার্য্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতে পারে। তিনি ঘোষ-উপাধি-সহ নাম উল্লেখ করার রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়া তাঁহার ছোট ছই ভাই মাধব ঘোষ ও বাহু ঘোষও নিজ-নিজ পদে ভণিতা দিবার সময় ঐ রীতি পালন করেন। অল্পকাল কারণে কুলীনগ্রামের মালাধর বহুর বংশধর রামানন্দ বহু স্বরচিত পদে কোলিক উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা তাহা না করিলে ঐ পদ অধিকতর প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ে আরোপিত হইতে পারে। গোবিন্দ আচার্য্যের রচনামূল্যে চণ্ডীদাস, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতির রচনারীতির তুল্য ছিল। গোবিন্দ ঘোষের রীতিও ঐ এক ধরণের। কিন্তু গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির ভাষা ও আলাদারিক রীতি অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করেন। হুতরাং তাঁহার পক্ষে আর গোবিন্দ আচার্য্যের পদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইবার জন্য কোলিক উপাধিযুক্ত ভণিতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই।

বর্তমান গ্রন্থে ৩২টি পদ (৭২২-৭৬০) গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া নির্দেশ করা হইল। এই ৩২টি



পদের মধ্যে একটীতে ( ৭২২ ) শ্রীচৈতন্যের সম্মান-  
গ্রহণের পর পুরী যাইবার বিষয় পাওয়া যায়।

কলহ করিয়া ছালা, আগে পহ চলি গেলা  
ভেটিবারে নীলাচল যায়।

বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষন্ন মন  
পদচিহ্ন অচুসারে ধায়।

এই পদের ভণিতায় আছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনে কহয়ে

নূতন কিশোর বয়েস।

গোবিন্দদাস কহে নুই সে দেখছ

সার্কভৌম মন্দিরে প্রবেশ।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে একপ প্রত্যক্ষদর্শীর মত কথা  
বলিতে গোবিন্দ কবিরাজ অথবা গোবিন্দ চক্রবর্তী পারেন  
না। একমাত্র গোবিন্দ আচাৰ্য্যই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন  
উঠিতে পারে যে, গোবিন্দ আচাৰ্য্য কি শ্রীচৈতন্য  
নিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুর হইতে পুরী গিয়াছিলেন?  
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে, একজন  
গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন—

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।

সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ।

—চৈ. ভা. ৩২

এই গোবিন্দ প্রভুর সম্মানসম্বন্ধে সেবক গোবিন্দ হইতে  
পারেন না, কেননা তিনি অনেক পরে পুরীতে যাইয়া  
প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে  
হয় যে, এই গোবিন্দই গোবিন্দ আচাৰ্য্য। প্রভুর সঙ্গে  
তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়াই কবিকর্ণপুর তাঁহাকে  
শ্রীকৃষ্ণলীলার পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে  
আরও যে তিনটি পদ ( ৭৩০—৭৩২ ) আমি গোবিন্দ  
আচাৰ্য্যের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাঁহার  
প্রত্যেকটীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। নরহরি  
সরকার, বাহু ঘোষ, বহু রামানন্দ প্রভৃতির সরল, সহজ,  
মর্ম্পর্শী ভাষার সহিত এই তিনটি পদের ভাষার ও  
ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেকটীতেই

প্রভুর বিরহ-কাতরতা দেখিয়া কবির আকুলতা ভণিতার  
মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক যুগে পদাবলীসাহিত্যের আলোচনার  
প্রবর্তক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'গোবিন্দদাস-  
কৃত পদাবলী'তে লেখেন 'অনেকগুলি পদকর্তার নাম  
গোবিন্দদাস। সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।'।  
হুতরাং গোবিন্দদাস নামে যে কয়েকজন কবি ছিলেন  
তাঁহা গত শতাব্দীর শেষপাদেও জানা ছিল।  
ঐ সম্বলনে ৩৮০টি মাত্র গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ  
আছে।

### গোবিন্দ চক্রবর্তী

ব্রজবুলিতে লেখা পদে গোবিন্দদাস ভণিতা থাকিলেও  
সব ক্ষেত্রে উহাকে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়া  
স্বীকার করা চলিবে না। কেননা গোবিন্দদাস কবিরাজের  
সমসাময়িক এবং তাঁহারই গুরু শ্রীনিবাস আচাৰ্য্যের শিষ্য  
গোবিন্দ চক্রবর্তীও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া খ্যাতি-  
লাভ করিয়াছেন। ইহার কবিখ্যাতির কথা প্রেমবিলাস,  
অমরাগবলী, কর্ণানন্দ, ভক্তিবন্ধাকর ও নরোত্তমবিলাসে  
নাই; কেননা কবি-হিসাবে ইনি গোবিন্দদাসের সহিত  
কোনমতেই তুলনীয় হইতে পারেন না। কিন্তু ইনি  
একদিকে শাস্ত্রচর্চায়, অত্রদিকে গীতব্যাচচর্চায় নৈপুণ্যলাভ  
করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া কীৰ্ত্তনের মধ্যে ভাব বা  
দশাগ্রস্ত হইতেন। যাহারা ভক্তিগ্রন্থ অমূল্যলন করিয়া  
শ্রীনিবাস আচাৰ্য্যের শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ  
করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়া  
একটি শ্লোক কর্ণানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দো গ্রামদাসস্তথৈব

শ্রীব্যাসঃ শ্রীগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা।

বট চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থাহুশীলিনঃ

নিস্তারিতাপিলজনাঃ কৃতবৈকব্দেবনাঃ।

যত্নন্দনদাস গোবিন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলেন—

চক্রবর্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম।

কি কহিব তাঁর কথা সব অল্পপাম।



কায়মনোবাক্যেতে প্রভু করে সেবা ।

প্রভুপদ বিনা যিহো না মানে দেবী দেবা ॥

এস্থলে প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য । ঐ গ্রন্থের অন্তত  
পাওয়া যায়—

প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাম ।

বাল্যকালেতে যিহো ভজন অহুপাম ॥

প্রেমমুত্তি কলেবর—বিখ্যাত ধীর নাম ।

ভাবক-চক্রবর্তী খ্যাতি বোরাঙ্কুলি গ্রাম ॥

ভক্তিরত্নাকরে ইহার গীতবাঞ্চে নিপুণতার কথা  
আছে—

আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্তী ।

গীত-বান্ধ-বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমুত্তি ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ ভাগ

নরহরি চক্রবর্তী ইহার ভাবক-চক্রবর্তী নাম পাইবার  
বিবরণও দিয়াছেন—

চক্রবর্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ ।

সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥

শ্রীভাবক-চক্রবর্তী হৈল তাঁর খ্যাতি ।

কে বা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তিরীতি ॥

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম বিলাস

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার  
পদামৃতসমুদ্রের ঢিকায় গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া  
নিম্নলিখিত পদগুলি নির্দেশ করিয়াছেন—

(১) লাখবাণ কাঞ্চন জিনি ।

রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের মুক্তি যাউ নিছনি ॥

—১৩১, পদামৃতসমুদ্র (পৃ: ৩১)

(২) মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ ।

কি খেনে গোরাঙ্গ দেখিয়া আর্লু ॥

—১৩২, ই (পৃ: ৩৩)

এই পদটির প্রথম চারি চরণ নরহরি চক্রবর্তী সংলিখিত  
গীতচন্দ্রোদয়ে পাওয়া যায় ; যথা—

ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন মনি ।

কি ছার চাপায় কলিকা গনি ॥

ধির বিছুরি করিয়া একে ।

সেহ নহে গোরা অঙ্গের রেখে ॥

—গীতচন্দ্রোদয়, পৃ: ৩৩

(৩) শচীর কৌয়র গোরাঙ্গ সুন্দর

দেখিলুঁ আখির কোণে ।

—১৩৩, পদামৃতসমুদ্র (পৃ: ৩৩)

(৪) মরিব মরিব মই নিচয়ে মরিব ।

পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নাহিব ॥

—১৭৩, ই (পৃ: ৩৭১)

প্রথম তিনটি পদ গোরাঙ্গের রূপ দেখিয়া নদীয়া  
নাগরীদের উক্তি । 'লাখবাণ কাঞ্চন জিনি' পদে  
শ্রীগোরাঙ্গের রূপলাবণ্য দেখিয়া নাগরীরা মুগ্ধ হইয়াছেন  
এই কথা আছে । ইহার মধ্যে আপত্তিজনক কিছু নাই ।  
কিন্তু দ্বিতীয় পদটিতে যে বলা হইয়াছে নাগরীদের  
দেখিয়া শ্রীগোরাঙ্গ

হাসিয়া রসিয়া মন্দিরা সঙ্গে ।

কৈল ঠাঠাঠারি কি রস-রঙ্গে ॥

ইহা ইতিহাসের নাক্ষ্যের বিরোধী । বিশ্বস্তর মিশ্রের কথা  
দূরে থাকুক, কোম স্ককচিসম্পন্ন ভক্তলোক এরূপ ঠাঠাঠারি  
করেন না । বৃন্দাবনদাস তাঁহার অনেক উদ্ধৃতির কথা  
বলিয়া লিখিয়াছেন—

সব পরস্পর প্রতি নাহি পরিহাস ।

দ্বী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ ॥

কিন্তু নাগরীভাবের উপাসকগণের নিকট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ  
বিশ্বস্তর মিশ্র অপেক্ষা কৃষ্ণের তত্ত্বরূপ নাগর গোরাঙ্গ  
অধিকতর সত্য ছিলেন । তাই এই ধরণের পদ রচিত  
হইয়াছিল । তৃতীয় পদটিতেও শ্রীগোরাঙ্গ

রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, রসময় কথা কয় ।

এই তিনটি নাগরীভাবের পদকে এবং গোবিন্দদাস  
নামাঙ্কিত আরও আটটি পদকে (১৩৪ হইতে ১৭১), যাহার  
মধ্যে সাতটি পদকল্পতরুতে দৃষ্ট হইয়াছে, আমি গোবিন্দ  
চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া ধরিয়াছি । এই এগারটি  
শ্রীগোরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় পদে গোবিন্দদাস নাম আছে, গোবিন্দ-



দাসিয়া নাই। প্রথম পদে (৭৬১) ('লাখবাণ কাকন জিনি' ইত্যাদিতে) 'পামরি গোবিন্দদাস' শব্দ আছে। কবিরাজ গোবিন্দদাসের কোন ভণিতায় পামরি বিশেষণ নাই। 'তিল এক শয়নে সপনে ঘো মঝু বিণে' পদটির ভণিতায় 'পামরি গোবিন্দদাস মরি যায়ব' (৭৮০) দেখিয়া উহাকেও গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। পদটির ভাষা দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে গোবিন্দদাস কবিরাজের মনে হইলেও বিশেষ অবধান-পূর্বক আলোচনা করিলে ঐ ভাষার খঞ্জতা দেখা যাইবে। কবিরাজ গোবিন্দদাস কখনও 'করি বিছুরাই' (বিছুরি অর্থে), 'মরমে মঝু সাধার' (মোর মনে সাধার অর্থে), 'মাজি আনল তছু তীরে' (যমুনার তীরে অনল বা চিতাঙ্গি মাজাইয়া অর্থে) ব্যবহার করেন নাই। পরবর্তী 'কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি' (৭৮৪) পদটি আগের পদের উত্তরে বলা হইয়াছে, সেজন্য এটিও গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা। এটিতেও ভাষার দৈন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'জিবনে না বান্ধব খেহা', 'কবছ নহত নিরুঁরাই', 'কাহে পরমাদসি এহ' (কেন একপ প্রমাদ করিতেছ অর্থে)। পদামৃতসমুদ্রের পূর্বোল্লিখিত চতুর্থ পদটির (৭৭০) ভণিতা গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেত ধরি।

এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণের হরি।

এই পদের চীকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী 'তোমার প্রাণবল্লভকে আনিব' বলিয়া শ্রীরাধাকে মরিতে নিষেধ করিতেছেন। গোবিন্দদাসের কোন পদে গোবিন্দদাসিয়া ভণিতা নাই; অথচ একপ ভণিতায়ুক্ত একটি পদকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিতেছেন। হুতরাং একপ ভণিতায়ুক্ত আর চারটি পদকেও আমরা গোবিন্দ চক্রবর্তীর লেখা বলিয়া ধরিয়াছি; যথা—

(১) ওই দেখহ অহুরাগ

আঁওল কাণ্ডন আগে।

আগে মঝু কছু আশ আছিল

নিচয় নাগর আওবে।

এই পদ সম্পর্কে পদকল্পতরুর সকলয়িতা বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন যে, ১৮০২ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার ব্যব-মাস্যার পদগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বিজ্ঞাপতি ঠাকুরের রচনা, পরবর্তী দুইটি অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের ও ভাদ্রমাসের পদ গোবিন্দ কবিরাজের এবং অবশিষ্ট ছয় মাসের পদ 'গোবিন্দচক্রবর্তীঠাকুরস্য বর্ণনম'।

(২) নন্দনন্দন, সঙ্গে শোহন, নওল গোকুল-কামিনি।

তপন-নন্দিনি, তীরে ভালি বনি, ভুবনমোহন লাবনি।

—৭৮০, তর ১২৮০

(৩) পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভমরা।

পিয়া বিহু মধু না খায় ঘুরি বলে তারা।

—৭৮১, তর ১১৫৫

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর হুলাল।

এই সে পুরবে ছিল গোকুলের গোপাল।

—৭৮২, তর ২০৮৭

পদামৃতসমুদ্রে চারটি ও পদকল্পতরুতে ছয়টি পদ একুনে দশটি পদকে ঐ দুই গ্রন্থের সকলয়িতারা গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া ধরিয়াছেন। আমি তাহাদের প্রদত্ত সূত্র অহুসরণ করিয়া সর্বসমেত ২৪টি পদ (৭৬১ হইতে ৭৮৪) ঐ কবির লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

এই গ্রন্থ সকলিত ও পদাবলী অংশ মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সকলিত বৈষ্ণব-পদাবলী বাহির হইয়াছে। তাহাতে তিনি ২৪টি পদ গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর বলিয়া অহুমান করিয়াছেন। আমার উল্লিখিত ২৪টি পদের মধ্যে হরেকৃষ্ণবাবু ১৯টি পদকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া মানিয়াছেন। আমার ৭৬৮ ও ৭৭২ সংখ্যক পদ দুটিকে তিনি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তিনি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া অহুমিত ২৪টি পদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভণিতায় "গোবিন্দদাস" বা "গোবিন্দদাসিয়া" পাঠ ধরিয়াছেন। আমরা কিন্তু স্বপদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্ণনামৃত, পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক সকলগ্রন্থে এসব পদের



ঐক্যপ কোন ভণিতা পাই নাই। “ভাবে ভবল তহু” ইত্যাদি পদটির ভণিতায় হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন— “গোবিন্দদাসিয়া বলিহারি”, কিন্তু ক্ষণদায় (১০১১) পাঠ—“গোবিন্দদাস বলিহারি”, পদ্যমৃতসমুদ্রের (৪২২) ভণিতাও “গোবিন্দদাস বলিহারি।” পদকল্পতরুর (২০২৩) পাঠও উহাই। “চিত চোর গৌর অঙ্গ” ইত্যাদি পদটিতেও তিনি ভণিতা দিয়াছেন—“গোবিন্দদাসিয়া করত আশ।” কিন্তু ভক্তিরত্নাকর (৮৮২ পৃঃ) এবং পদকল্পতরুর (২১১২) পাঠ “আশ করত গোবিন্দদাস।”

প্রাচীন ও প্রামাণিক সঙ্কলনগ্রন্থগুলির পাঠকে অগ্রাহ্য করিয়া কোনো পুথির পাঠকে মানিতে হইলে প্রমাণ করা উচিত যে, ঐ পুথি পূর্বোক্ত মুদ্রিত প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থগুলি হইতে প্রাচীনতর ও বিশ্বকৃতর। অথচ কোনো আকর পুথির উল্লেখমাত্র হরেকৃষ্ণবাবু কোথাও করেন নাই।

### রসমঞ্জরী

যে সমস্ত গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পীতাম্বরদাস ‘রসমঞ্জরী’তে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দদাস ‘সিকান্ত-চন্দ্রোদয়ে’ গোবিন্দদাসের পদ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা রসের লক্ষণাদি দৃষ্টান্ত-সংযোগে দেখাইতেছেন বলিয়া কবির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কোন অলঙ্কারের গ্রন্থেই কবিদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না।

পীতাম্বরদাসের পিতা রামগোপালদাস ‘বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাক’ অর্থাৎ ১৫৬৫ শকে বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রসকল্পবল্লী রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের পরিপূরক রূপে পীতাম্বর ‘রসমঞ্জরী’ গ্রন্থ লেখেন। খুব সম্ভব ১৬৬০ হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রসমঞ্জরী রচিত হয়। ইহাতে গোবিন্দদাসের নামাঙ্কিত নিম্নলিখিত ২৪টি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তারকা-চিহ্নিত ৬টি পদ কেবলমাত্র রসমঞ্জরীতে পাওয়া যায়, অঙ্গ কোথাও দেখা যায় না।

- (১) গুরুজন নয়ন বিদ্রুত মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ। (পৃঃ ৫)—৩৫৮
- (২) হরি রহ কাননে কামিনী লাগি। জাগরে জর জর মনসিজ আগি। (পৃঃ ৫)—৩৬২
- \* (৩) যাকা নিশাকর কিরণ নিহারি। যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি।—৩৭২
- (৪) সজ্জনী অব তুহে করহ পয়াণ। পশ্বে মিলব তুহ কান। (পৃঃ ১১)—৪০৬
- \* (৫) পবন পরশে চলিত মৃদু পল্লব। শুনইতে বসন্তবাল। (পৃঃ ১৩)—৩৮৪
- (৬) পরিজন সকল মন্দির ত্যজি গেলহি। চান্দ গহন দিন লাগে। (পৃঃ ১৪)—৪১৪
- \* (৭) অপকূপ রমণী অভিলষ। সঙ্কেত কাননে সেজ বিছাই। (পৃঃ ১৫)—৪০১
- (৮) দেখে মধি অটমীক রাতি। আধ রজনী বহি রাতি। (পৃঃ ১৭)—৪১১
- (৯) হরি হরি কি ভেল পাণ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি দায়ত। (পৃঃ ১৮)—৪০৫
- (১০) রত্নপতি রাতি বিরহজ্বরে জাগরি দোতি উপেখলি রাম। (পৃঃ ১৯)—৪২৩
- \* (১১) মাধব তরুতলে রাই। তুয়া পথ পুন পুন চাই। (পৃঃ ২০)—৪১৯
- (১২) সঙ্কেত লাগি রজনী হম জাগরি সহচরীগণ করি মঙ্গ। (পৃঃ ২২)—৪৩০
- \* (১৩) শরীরী উজোরল চান্দে। হেরি ধনি ফুকারিয়া কান্দে। (পৃঃ ২৩)—৬৪০
- \* (১৪) রসের হাটে বিকে আইলাঞ সাজাঞ পসার। গাহক নহিল বে ঘোবন ভেল ভার। (পৃঃ ২৫)—৭১৬
- (১৫) চাতক সম হরি সঙ্কেত করইতে। দ্বার খসাইতে রাধা। (পৃঃ ২২)—৩৭৭ (রসমঞ্জরীতে ভণিতা নাই)
- (১৬) আজ তুহ শব্দ দেবা। জাগর পুণকলে প্রাতহি ভেটলু। (পৃঃ ৩৪)—৪৪১



- (১৭) শ্রামের তহু কিয়ে তিমির বিরাজ। সিন্দূর চিহ্ন  
কিয়ে আরকত সাজ। ( পৃ: ৩৫ )—৪২৭
- (১৮) কাহু সাধলি বেরি বেরি। সৌরূপ নয়নে না  
হেরি ( পৃ: ৩৬ )—৫১৪
- (১৯) কাহু উপেক্ষল মোয়। অব তহু ঘন ঘন রোয়।  
( পৃ: ৩৭ )—৫০৯
- (২০) আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি জাহু উপরে  
রাখি ( পৃ: ৪৮ )—৩০২
- (২১) আকুল চিকুর অলকাকুল সমরী। সীথি বনাই  
বান্ধহ পুন কবরী। ( পৃ: ৪৯ )—১১১
- (২২) কালি হাম কুঞ্জে কাহু যব ভেট। নিরমদ নয়ন  
বয়ন করু হেট ( পৃ: ৫০ )—৬১৯
- (২৩) যাহা লাগি গুরু গঞ্জে মন রঞ্জলু, দুঃখজন কি  
কি নাহি কেল ( পৃ: ৫১ )—৬১৮
- (২৪) অতমিত যামিনি কান্ত। বিকল ভেল মণিমস্ত।  
( পৃ: ৫৬ )—৬২৪

এই ২৪টি পদের মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদটি একেবারে  
অন্তর্ভুক্তের রচনা; যথা—

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজাঞা পসার।  
গাহক নহিল রে ঘোবন ভেল ভার।  
বড় হুং পাই সখি বড় হুং পাই।  
শ্রাম অহুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই।  
অরাজক দেশেরে মদন দুঃখচার।  
আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার।  
বসন্ত দুঃখ কত অনলে পুড়ায়।  
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায়।  
মাতল ভ্রমবারে রসে মাগে তায়।  
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায়।  
দাক্ষণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়।  
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়।  
তে না বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।  
ঘোবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ।  
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।  
গোবিন্দদাসের তহু ধরনী লোটায়ে।

এই পদটির রচয়িতা যে গোবিন্দদাস তিনি খুব সম্ভব  
গোবিন্দ আচার্য। ইহার রচনারীতির সঙ্গে গোবিন্দ  
কবিরাজের রচনারীতির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না;  
অথচ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত পদাবলীর সঙ্গে  
ইহার মিল খুব বেশী।

### সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়

মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সর্বসাকুল্যে ৬০টি পদ  
উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নয়টি পদ গোবিন্দদাস  
কবিরাজের; যথা—

- (১) ঢল ঢল সজল, জলদতহু শোহন,  
মোহন আভরণ সাজ।  
অরুণ নয়ন গত, বিজুরী চমকেতনি,  
দগধল কুলবতী লাজ।—১৯২
- (২) রতন মন্দির মাঝে হৃন্দরী সখি সঞ্চে রস পরগাই।  
হসইতে খসই কতহি মণি মোতিম দশন  
কিরণ অবছাই।—২২১
- (৩) এ দূতি হৃন্দরি করু অবধান।  
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ।  
তুহু সে চতুর দূতি কি কহবি হাম।  
ঐছে করিবি যাহে সিদ্ধি হউ কাম।—২৩৩  
( এই পদটি সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অন্য কোথাও  
নাই )
- (৪) কাহুকো বচন শুনি গদগদ ভাব।  
মিললি সহচরী রাইকো পাশ।  
কহতহি সহচরী শুন বর গৌর।  
তুয়া লাগি হালত নন্দকিশোর।—২৫২  
( এই পদটি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদ-  
ব্রতাবলীতে [ ৭২ ] ছাপিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে  
ইহা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। )
- (৫) মদন কিরাত, কুহুম শরে দাক্ষণ, বন বৃন্দাবন মাঝ।  
সো দিন তৌহারি, চরণ শরণ করি, পরিহারি পৌরুষ  
লাজ।



হৃদয় তুয়া দিঠি অধির সন্ধান ।

মনোরথ জোরে, নয়ন শরে হানল, অস্থির হামারি

পর্যায় ॥—৩২২

(৬) চরণে ধরিয়া হরি, হার পরায়লি, গাধি আপন নিজ  
হাত ॥

সো নাহি পহিরলু, দূরহি ভারলু, মানিনী অবনত

মাথ ॥—৫০৭

পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—

চরণে লাগিয়া হরি, হার পিঙ্কায়ল, যতনে গাধি

নিজ হাথ ।

(৭) শ্রামক কোলে, যতনে ধনি শুতলি,

মদন লালসে তহু ভোর ।

ঘন ঘন চূষন, নিবিড় আলিঙ্গন, জহু কাকনে

মণি জোর ॥—৬০৩

(৮) গোষ্ঠে বিজই ব্রজরাজ কিশোর ।

জননী-বিরচিত বেশ উজোর ॥—১৫০

(৯) কাহ্নু বিরস কথি লাগি ।

কিয়ে মোর করম অভাগি ।

হাম যব গেলু পিয়া পাশ ।

পিয়া দীর্ঘ ছাড়ল নিখাস ॥—৬১৪

নবম পদটি সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অল্প কোথাও নাই ।

গোবিন্দদাস কবিরাজ কৃত এই নয়টি পদ রসের  
দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া সর্বশেষে একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন  
শৈলীর পদ উল্লিখিত হইয়াছে । সেটি এই—

এই ত মাধবীতলে, আমার লাগিয়া পিয়া,

যোগী যেন বসিয়া ধিয়ায় ।

পিয়া বিনে হিয়া মোর, ফাটিয়া না যায় গো,

নিজ পরায় নাহি যায় ।

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে ।

আমারে ছাড়িঞা পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া,

এই বিধি লিখিল করমে ।

আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কোতুক রঙ্গে,

তুল তুলি বিহরই বনে ॥

নব কিশয়ল তুলি,

সেজ বিছায়লি,

রস পরিপাটীর কারণে ॥

আমারে লইয়া কোরে,

শয়নে স্বপনে হেবে,

যামিনী আগিয়া পোহায় ।

সো মোর গুণের পিয়া,

মথুরা রহিল গিয়া,

কৈছনে দিবস গোঞায় ॥

অনেক দিবস হৈল,

পিয়া কেনে না আইল,

কাক মুখে না শুনি সংবাদ ।

গোবিন্দদাসের বাণী,

শুন রাধে ঠাকুরাণী,

এ বড় দারুণ বিষাদ ॥—৭৫৪

এই পদের সঙ্গে রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত ‘রসের হাটে বিকে  
আইলাঞ’ পদের ভাবাগত মিল লক্ষ্য করিবার মতন ।

এই পদটিও গোবিন্দ আচার্যের রচনা মনে হয় ।

### ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ৮

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বা অষ্টাদশ শতকের  
প্রথমেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সংকলন  
করেন । তিনি ১৬২৬ শকাব্দে বা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে  
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সম্পূর্ণ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন  
বলিয়া প্রবাদ । সুতরাং ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ইহার  
পূর্বে সংকলিত হইয়া থাকিবে । ইহার পূর্ব বিভাগ মাত্র  
প্রকাশিত হইয়াছে । হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয়  
লিখিয়াছেন যে উহার উত্তর বিভাগ শ্রীকৃন্দাবনের  
শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীল অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর  
নিকট ও পশ্চিম বিভাগ তত্ত্বতা নিখার্ক গ্রন্থালয়ে আছে  
( শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ: ১৪৮৪ ) । পূর্ব বিভাগে  
৩১৫টি পদ আছে ; তন্মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ  
বা বল্লভ নাম দিয়া ৫১টি পদ রচনা করিয়াছেন ।  
সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পদ গৃহীত হইয়াছে গোবিন্দ-  
দাসের রচনা হইতে । গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত  
৭৭৭৮টি পদ অর্থাৎ সমগ্র পদাবলীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ  
ইহাতে স্থান পাইয়াছে । এগুলির মধ্যে ২৩টি পদ  
পদকল্পতরুতে নাই । একটি পদের ( ২২১ সংখ্যক  
‘অপকল্প গোরা নটরাজ প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর



বিহরে নবদীপ মাঝ' ) রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এ পদটি ক্ষণদাতে বাহুদেব দত্তের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু পদকল্পতরুতে ( ২২২৫ ) উহা গোবিন্দদাস ভণিতায় দ্রুত হইয়াছে। বাহুদেব দত্তের কোন পদ অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইহার রচনাশৈলীর সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এটাকে আমি তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে করি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ক্ষণদার এতগুলি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদের মধ্যে একটীমাত্র পদের ভাষার সঙ্গে গোবিন্দ আচার্য্যের ভাষার কিছু মিল দেখা যায়। পদটি এই—

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই ।  
দেখিয়া বিদরে হিয়া সখিত না পাই ॥  
কিবা খেলে আইছ সখি কি দেখিছ তারে ।  
সে রূপ-লাবণি বনি নয়ন উপরে ॥  
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে ।  
চলে বা না চলে ধনী রস-অবলম্বে ॥  
তাঁহে মুখ মনোহর ঝলমল করে ।  
কাম-চামর করে পূর্ণ শশধরে ॥  
তখি বিরাজই শ্রম-ঘর্ষ বিন্দু বিন্দু ।  
মুক্তা-কুচিত জহু পূর্ণমীকো ইন্দু ॥  
ফুল নীলিম বাস রহে আধ উরে ।  
আধ গিরি মাঝে জহু নব জলধরে ॥  
উর আধ পর লোলে মুকুতার হার ।  
সুমেধ-শিখরে জহু স্বরনদী ধার ॥  
মধু মন রহতহি করত সিনান ।  
গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমাণ ॥

—ক্ষণদা ১৮৩

এই পদের ভাষায় ভণিতার দুই চরণ ছাড়া কোথাও ব্রজবুলি নাই বটে, কিন্তু শ্রীরাধার মুখের সঙ্গে শশধরের ও কেশের সঙ্গে চামরের তুলনা করিয়া কামদেব চন্দ্রকে চামর-বাজন করিতেছেন বলা, মুখের ঘর্ষবিন্দুর সঙ্গে মুক্তাকুচিত পূর্ণিমার চন্দ্রের উপমা দেওয়া, নীলসাদী

বুকের অর্ধেকটা ঢাকিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বতের মধ্যদেশে বা অর্ধেক অংশে যেন নূতন মেঘ উঠিয়াছে বলা, মুক্তার হারকে সুমেধ শিখরের গদ্যার ধারা বলা প্রাপুরি বিজ্ঞাপতির আলাকারিক রীতির অহসরণ। বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভণিতা 'গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ' এই পদটি যে তাঁহার হাতের রচনা তাহা বলিয়া দিতেছে। ব্রজবুলি যে সব পদে নাই সেগুলি বিশেষ বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে যে ঐগুলি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা কি গোবিন্দ কবিরাজের লেখা।

### গীতচন্দ্রোদয়

ভক্তিরত্নাকর ও নবোত্তমবিলাসের গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গীতচন্দ্রোদয় নামে এক সুবৃহৎ পদগ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। ক্ষণদাগীতচিন্তামণির আদর্শে তিনি যে গীতচন্দ্রোদয় রচনা করেন তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

সামান্তত প্রথমেতে গাব গৌরগীত ।

চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত ॥

—পৃ: ১৫

গীতচন্দ্রোদয়ের আটটি বিভাগ। তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত পূর্ব্বরাগ প্রকরণ মাত্র হরিদাস দাস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১১৭০টি পদ আছে। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত ৬১টি পদ আছে।

### পদামৃতসমুদ্র

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা জগদানন্দ, পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ, প্রপিতামহ গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ও বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শ্রীনিবাস আচার্য্য।

হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন যে রাধামোহন ঠাকুর ১১০৪ সনে অর্থাৎ ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে



জগৎগ্রহণ করেন ও ১১৮৫ সনে বা ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারের কাঁসি হইবার তিন বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃতসমুদ্র সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পদামৃতসমুদ্রে ৭৪৬টি পদ আছে; তন্মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের নিজের রচনা ২২৮টি পদ, বাহার মধ্যে ২১০টি ব্রজবুলিতে, ২৩টি বাংলায় ও ৫টি সংস্কৃতে রচিত। তাঁহার ১৮২টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের অত্যন্ত অহরাসী ছিলেন। তাই তাঁহার সংকলিত ৭৪৬টি পদের মধ্যে ২৭০টি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ পদ গোবিন্দদাসের নামাঙ্কিত। তাঁহার গ্রন্থে তিনি নিজের ও গোবিন্দদাসের ছাড়া বিজাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি আরও ৩৬ জন কবির ২৪৮টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর যে কেবল ভক্তিম্যান কবি, পণ্ডিত ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার গ্রন্থসম্পাদনার প্রণালীও ছিল বৈজ্ঞানিক। তিনি অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পাঠ মিলাইয়া পদামৃতসমুদ্র সংকলন ও তাহার টীকা রচনা করেন। টীকার অনেক স্থানে তিনি পাঠান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিত পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পদকল্পতরু-দ্বিত পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাসলীলার সুপ্রসিদ্ধ পদ ‘বিপিনে মিলল গোপ নারি’ ইত্যাদির (৫৫৬) মধ্যে পদকল্পতরুর পাঠে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম ওদাসীভ প্রকাশ করিয়া গোপীদিগকে ভ্রমাসা করিতেছেন যে তোমরা হঠাৎ রাত্রিকালে এই বনে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন?

গলিত-দলিত কবিরি বন্ধ  
কাহে ধাতুত যুবতিবৃন্দ  
মন্দির কিয় পড়ল দন্দ  
বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

‘সুন্দর কবরী-বন্ধন খলিত হইয়াছে—এরূপ যুবতিবৃন্দ

(তোমরা) কি জন্ত (বনে) বাবিত হইতেছ? গৃহে কি কলহ উপস্থিত হইয়াছে? বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলটা দ্বীগণ কি (তোমাদিগকে) বেষ্টিত করিয়াছে? (কুলটাদের সাহচর্য্য কুলবতীগণের গৃহত্যাগের বলবৎ কারণ বটে)।’ “মন্দির কিয় পড়ল দন্দ”, ঘরে কি স্বগড়া বাধিয়াছে? এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু হঠাৎ কুলটারা যাইয়া গোপীদের গৃহ কেন বেঠেন করিবেন? আর করিলেই বা গোপীরা বনে চলিয়া আসিবেন কেন? স্বগদাগীতচিন্তামণিতে ‘বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী’ স্থলে আছে ‘বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনী’। বিশিখ অর্থে তীর—বিশিখ-বাহিনী মানে তীরন্দাজ বাহিনী। হঠাৎ ঐ বাহিনী তোমাদের ঘর ঘেরিয়া ফেলিয়াছে কি? তাই তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্ত বনে আসিয়াছ?

পদকল্পতরুতে ‘ভীতক চীত ভুজগ হেরি’ ইত্যাদি (৩৬৭) পদটিতে পাঠ আছে—তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—তুয়া অভিসার রভসে বর নাগরি। অভিসারে ‘অবশ হইয়া’ বলা অপেক্ষা অভিসারের রভসে অর্থাৎ রসের আবেশে সেই শ্রেষ্ঠনাগরী হাত দিয়া কণীর মণি ঢাকিয়া দেয় বলা অনেক বেশী মনোবহু। ‘আওয়ে মধুজতু মধুর যামিনী’ (৬৩৩) ইত্যাদি পদকল্পতরু-দ্বিত পদে বিরহিণী রাধার অবস্থা সথক্কে দ্বিতী মাধবকে বলিতেছেন—

বিরহ-জরে জরি কনয়া মজরি  
রহল রূপক ছাই।

রূপ পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়াছে। ইহা অতিশয়োক্তি বটে, কিন্তু রূপের আবাব ছাই থাকে কি? পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—

বিরহজরে জরি কনক মঞ্জরী  
রহল রূপক ছায়।

বিরহজরে সস্তম্ভ হওয়ায় সেই কনকমঞ্জরী এখন ঘেন তাহার পূর্ণরূপের ছায়াতে পরিণত হইয়াছে। ইহা অনেক বেশী সুন্দর নয় কি?

রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকায় গোবিন্দদাস কবিরাজ কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক দুর্ভ্রম ও অপ্রচলিত শব্দের



অর্থ না দিলে কবির বহু পদই আমাদের নিকট চুর্য্যোধ্য  
রহিয়া বাইত। ছই একটি উদাহরণ দিলে রাধামোহন  
ঠাকুরের নিকট আমরা কত ঋণী বুঝা যাইবে। বিরহের  
এই পদটী ধরুন—

কুণ্ড কুণ্ডর ভেল কোকিল শোকিল  
বৃন্দাবন বনদাব।  
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন  
মারুত মারুত ধাব।  
কতয়ে আরাধব মাধব।  
তোহে বিহু বাধাময়ি ভেল রাধা।  
কঙ্কণ ঝঙ্কন কিঙ্কিনি শঙ্কিনি  
কুণ্ডল কুণ্ডলীভাণ।  
পাবক পাবক কাজর জাগর  
মুগমদ মদকরি মান।  
মনমথ মনমথে চড়ল মনোরথে  
বিষম কুসুম শর গোরি।  
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিথনে  
না জানিয়ে কিয় ভেল গোরি ॥—৬৫২

ইহাতে শোকিল, কন্দন, ঝঙ্কন, শঙ্কিনি, কুণ্ডলীভাণ,  
মুগমদ, মদকরি প্রভৃতির অর্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য  
নহে। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় আমাদের মুঞ্চিল  
আগে হইতেই বুঝিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

“শোকিল শোককারকঃ। বনদাব বনাগ্নিঃ। মন্দ  
দুঃখদ ইত্যর্থঃ। কন্দন ক্রন্দন ক্রন্দয়তীত্যর্থঃ। মারুত ধাব  
ধাবিত্বা মারয়তীত্যর্থঃ। বাধাময়ী দুঃখময়ী। কঙ্কন  
উঘেজকঃ। শঙ্কিনি শঙ্কাদায়িকা। কুণ্ডলী সর্পঃ। পাবক  
বহিরূপঃ। জাগর জদি অং জাগরবতীত্যর্থঃ। মদকরি  
মান মদযুক্তকরিণং মদুতে। সাম্যং ভীষণত্বাংশে  
জ্যেয়ম্।

যেমন শব্দার্থ ব্যাখ্যা, তেমনি অন্তর্নিহিত ভাবের  
মর্মোদ্ঘাটনেও রাধামোহন ঠাকুর অসুত নৈপুণ্য প্রদর্শন  
করিয়াছেন।

তরুণ অরুণ, সিন্দূর বরণ, নীল গগনে হেরি।  
তোহারি ভরমে, তাসঞ্চে বোধয়ে, মানিনী বদন ফেরি।

কাহ্ন হে রাইক ঐছন কাজ।

আটপ্রহরে, তো বিহু শাজই, আটহ্ন নাগিক শাজ ॥—৬৭১  
ইহা পড়িয়া আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে রাধা  
দিনের আটপ্রহরে আটরকমের নাগিকার রূপ কি ভাবে  
ধারণ করিতেছেন। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর ব্যাখ্যা  
করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, সকালবেলায় নীল আকাশের  
সূর্য্যের রক্তিম আভা দেখিয়া রাধা খণ্ডিতা নাগিকার রূপ  
ধারণ করিয়া কানাইকে যেন বলিতেছেন যে তুমি তোমার  
ভালবাসার লোকের সিন্দূর মাখিয়া আমার কাছে  
আসিয়াছ? এইভাবে তাঁহার কলহাস্তরিতা প্রভৃতি রূপেরও  
ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। “অত্র প্রথমতঃ প্রাতঃ সময়ে  
নীলাভাকাশে অরুণং দৃষ্ট্বা অন্তর্নায়িকাসিন্দূরযুক্তা ভবন্ত্যং  
মত্বা খণ্ডিতা, ‘প্রাণসহচরি’ ইত্যাদিনা কলহাস্তরিতা,  
‘নয়ন মুদি কহে’ ইত্যাদিনা উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলঙ্কা চ।  
‘ধ্বজন ধ্বনি শুনি’ ইত্যাদি চরণে বাসকসজ্জা। ‘নীল  
নিচোল’ ইত্যাদিনাভিসারিকা। ‘ঘুমল তো সঞ্চে’  
নিদ্রাযুক্তা অং মত্বৈত্যর্থঃ অত্র স্বাধীনভর্তৃকা। ‘কোকিল  
কলরব’ ইত্যাদিনা প্রোদিতভর্তৃকা ইত্যর্থো।” রাধামোহন  
নিজে একজন কবি। তাই গোবিন্দদাসের কবিতার  
পটভূমিকা ব্যাখ্যায় তিনি অনেক স্থানেই স্বতীত্র অনন্ত-  
সাধারণ রসাত্মকতার পরিচয় দিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্রে ২৬০টী গোবিন্দ কবিরাজের পদের মধ্যে  
২০টী এমন ঘাড়া পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হয় নাই। আমার  
মাতামহ স্বপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনবিহারদ অষ্টমতমাস পণ্ডিত  
বাবাজী মহোদয়ের পদামৃতসমুদ্রের পুথি মুদ্রিত পুথি  
অপেক্ষা বিস্তৃততর। সেইজন্য ঐ পুথির পাঠই অধিকাংশ-  
স্থলে পদের মূল পাঠরূপে প্রদত্ত হইল।

### পদকল্পতরু

পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলনের ২০১২৫ বৎসরের মধ্যে  
বৈষ্ণবদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পদকল্পতরু সঙ্কলন  
করেন। ইনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীআচার্য্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।  
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন।



যাহার বিগ্রহে গৌর-শ্রেণের নিবাস ।  
যেন শ্রীআচার্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ।  
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান ।  
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ।  
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া ।  
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া ।  
সেই মূল গ্রন্থ অল্পসারে ইহা কৈল ।  
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥

‘যাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া’ বলিতে বৈষ্ণবদাস যদি বুঝাইতে চাহেন যে পদামৃতসমুদ্রের সকল পদই তিনি পদকল্পতরুতে স্থান দিয়াছেন, তাহা হইলে সে কথা সত্য হয় না। গোবিন্দদাসেরই ২০টি এমন পদ পদামৃতসমুদ্রে আছে, যাহা পদকল্পতরুতে নাই। রাধামোহন ঠাকুরের ২২৮টি পদ পদামৃতসমুদ্রে আছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে মাত্র ১৮২টি পদ দ্রুত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের ‘শুন শুন সুই কহিছ তোরে’ ইত্যাদি পদটি পদামৃতসমুদ্রের ৪২৩ পৃষ্ঠায় দ্রুত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে এটি নাই।

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৪৭০টি পদ আছে, তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১০টিকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়াছেন, এবং তিনটি (২৬১, ১৬৪০, ১৬৭১) বিজ্ঞাপতি ও গোবিন্দদাসের যুক্ত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদাস অল্প কোন কবির এত অধিক-সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করেন নাই। তাহার সঙ্কলিত ১৩০১ পদের শত-করা প্রায় ১১ ভাগ গোবিন্দ কবিরাজের পদ। তিনি পদগুলি সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে ইহাদের অধিকাংশই আজ পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত থাকিয়া যাইত।

বাংলাদেশের ও বাংলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য যে সতীশচন্দ্র রায়ের মতন সুপণ্ডিত, সুরসিক ও পদাবলী-সাহিত্যের জহরী পদকল্পতরু সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি এই বিপুল-সংখ্যক পদের পাঠোদ্ধার, পাঠনির্ণয় ও ব্যাখ্যা করিতে একক যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া উঠে। তাহার টীকার সাহায্য লইয়া আমি গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে সকল স্থানে তাহার প্রদত্ত

ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি নাই। কিন্তু তাহার প্রতি সম্মতবশতঃ তাহার ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা বতস্তভাবে ঐসব পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রত্যেক পদের নীচে আকর-নির্দেশ (reference) দেওয়া আছে। তাহার সাহায্যে অল্পসঙ্কীর্ণ পাঠক আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন।

পদকল্পতরু সম্পাদনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী নাম দিয়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দে এক অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৬০টি পদ পদরসদার, পদরত্নাকর, বাঁকুড়ার প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ঐগুলির মধ্যে আমি তিনটিকে (৬৮৬, ৬৯২, ৬৯৩) গোবিন্দ আচার্যের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বায় ব্যক্তিও কিন্তু গোবিন্দদাসের তেরটি পূর্বপ্রকাশিত পদকে অপ্রকাশিত পদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; যথা—

- (১) ৬১—সজল জলদ অঙ্গ মনোহর ইত্যাদি—কণদা  
১২৮ ও গীতচন্দ্রোদয় ১৭০ পৃঃ
- (২) ৬২—মউর শিখণ্ডক-মণ্ডিত ইত্যাদি—কীর্ত্তনানন্দ  
৬৮, গীতচন্দ্রোদয় ১০৫
- (৩) ৬৪—করি জলকেলি অলি সঙ্গে বালা ইত্যাদি  
—কীর্ত্তনানন্দ ১২২, গী ৩৫৬
- (৪) ৬৯—তুয়া মুখ-চন্দ-কোটি জিনি শোভিত ইত্যাদি  
—সংকীর্ত্তনামৃত ১২২
- (৫) ৭০—পাপ চকোর চন্দ বলি ধাবই ইত্যাদি—  
সং ১২১
- (৬) ৭৭—দেখ সখি রাধামাধব মঙ্গ—কণদা ২৬/১১
- (৭) ৭৮—ছহঁ মুখ দরশি বিহসি ছহঁ লোচন—  
কী ১৮৭
- (৮) ৮০—সজনী করহ পয়ান, পহু মিলব তুয়া কান—  
রসমঞ্জরী পৃঃ ১১
- (৯) ৯৫—সজল নয়নে রজনী জাগি—সমুদ্র ১৮৯



- (১০) ৯৯—দূর সঞ্চে নয়নে নয়নে জনি হেরবি—ক্ষণদা  
২০১২, তরু ৪২৭
- (১১) ১০৫—যব ধনি কাহ্ন কয়ল তহি কোর—কী ১২০
- (১২) ১১৬—জাগি শ্রাম-কোরে বৈঠলি নারি—কী ২০১
- (১৩) ১১৭—সখিগণ মেলি যে করল পয়ান—সং ১০০

পদাবলী সংকলন করা যে কত কঠিন কাজ তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে এই তালিকা দিলাম। ডাঃ স্বকুমার সেনও সংকীর্ণনামুতে (৩২৯) প্রকাশিত 'শুনিয়া মধুর মুরলি তান' ইত্যাদি পদটি অপ্রকাশিত মনে করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে ছাপিয়াছিলেন।

প্রাচীন সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরু এবং সংকীর্ণনামুত ছাড়া অন্য কোনখানিতেই পদসূচী নাই। তাহার উপর একই পদ কোন গ্রন্থে 'শুন শুন' বলিয়া, কোন গ্রন্থে 'মঙ্গলী' বলিয়া, আবার অন্য গ্রন্থে তৃতীয় চরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কোন পদটি নূতন, কোনটি পূর্বপ্রকাশিত তাহা বাহির করা সহজসাধ্য নহে।

### সংকীর্ণনামুত

দীনবন্ধুদাস ১৬৯০ শকে ( ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ) ৪২৪টি পদ লইয়া সংকীর্ণনামুত সংকলন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত পদের সংখ্যাই ২০৭, যদিও তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

পূর্বপূর্ব মহতের যত পদাবলী ।  
তাহারি সংগ্রহ করি হইঞা কুতূহলী ।  
কদাচিৎ ছুই এক স্বকৃত বর্ণন ।  
মধ্যে মধ্যে দিব রস সংলগ্ন কারণ ।

স্বকৃত পদের পরেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক পদ তিনি লইয়াছেন গোবিন্দদাসের রচনা হইতে। গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা তাঁহার গ্রন্থে ১৫৪ অর্থাৎ শতকরা একত্রিশ ভাগের বেশী পদ গোবিন্দ কবিরাজের। বাধা-মোহন ঠাকুরের দ্বারা দীনবন্ধুদাসও একাধারে কবি, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। তাঁহার

প্রপিতামহ ত্রীঠাকুর হরি, পিতামহ নন্দকিশোর, পিতা বল্লবীকান্ত ঠাকুর বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ছাপাখানার প্রচলন হয় নাই, হাতে লিখিয়া বা লিখাইয়া বই সংগ্রহ করিতে হইত, তখনও একটা সংস্কৃতিমান পরিবারে কিরূপ লাইব্রেরী থাকিত তাহার আভাস দীনবন্ধুদাস দিয়াছেন—

পূর্ব প্রতি পুরুষের যোগ্যতা অনন্ত ।  
পাণ্ডিত্যে সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ ।  
স্তবমালা স্তবাবলী বিদগ্ধমাধব ।  
গোবিন্দলীলামুত আর ললিতমাধব ।  
বিষমঙ্গল কর্ণামুত রসামুতদিবু ।  
ব্রহ্মসংহিতা ভাগবতামুত নানাছন্দ ।  
সন্দর্ভ দশম টিপ্পনী আদি যত ।  
ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিত শত শত ।  
ইতিহাস পুরাণ আগম অলঙ্কার ।  
নব্য প্রাচীন স্মৃতি সাহিত্য অপার ।  
পদ পদাবলী কত করিল বর্ণন ।  
প্রাচীন আনিঞা কত করিল লিখন ।

এইরকম একটা লাইব্রেরী হাতের কাছে পাইয়াছিলেন বলিয়া দীনবন্ধুদাস অনেক পদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকাদির তুলনা করিতে পারিয়াছেন ও বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত অষ্টকালীয় নিত্যলীলার কোন কোন পদ এত সরল ভাষায় বিনা অলঙ্কার-প্রয়োগে রচিত হইয়াছে যে, সন্দেহ হয় ঐগুলি কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনা কিনা। কিন্তু দীনবন্ধুদাস ঐ সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন—

অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীলা ।  
ত্রিগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা ।

—গু: ২

### কীর্তনানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌরহৃন্দরদাস কীর্তনানন্দ সংকলন করেন। ইহাতে ৬০ জন কবির রচিত



প্রায় ৬৫০টি পদ আছে। তাহার মধ্যে ২০১টি পদ গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত। কীর্তনানন্দে গোবিন্দদাসের এমন ৩০টি পদ আছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কিন্তু কীর্তনানন্দ অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদ দেখা যায়। তৎসত্ত্বেও অনেক স্থলে কীর্তনানন্দে প্রদত্ত পাঠের বিশেষত্ব আছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃ: ৪) লিখিয়াছেন, পদকল্পতরুর সহায়িতা বৈষ্ণবদাস ও কীর্তনানন্দের সহায়িতা গৌরসুন্দরদাস “কেহ কাহারও সংগ্রহগ্রন্থের ঘৃণাকরেও উল্লেখ করেন নাই। কীর্তনানন্দে বৈষ্ণবদাস ভণিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু পদকল্পতরুতে গৌরসুন্দরদাস ভণিতার পাঁচটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।” কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, কীর্তনানন্দের পঞ্চম পৃষ্ঠার নবমসংখ্যক পদটি বৈষ্ণবদাসের—

বৈষ্ণবদাসেতে কয় মনের হরিষে।

জন্মনিত্যলীলা প্রভু করিলা প্রকাশে।

আমার মনে হয় বৈষ্ণবদাস ও গৌরসুন্দরদাস সমসাময়িক।

### অন্যান্য গ্রন্থ

বিখ্যাত চক্রবর্তীপাদের শিষ্য নন্দকিশোরদাস উজ্জল-নীলমণি অবলম্বনে রসকলিকা নামক একখানি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে বিভিন্ন রসের দৃষ্টান্তস্বরূপ গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত ১২টি পদ দ্রুত হইয়াছে—

- ১। মন্দির বাহির কঠিন কপাট—(ভণিতাহীন) পৃ: ৩৩
- ২। কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু—(ভণিতাহীন) পৃ: ৩৩
- ৩। দেখ সখি অটমীক রাতি—(ভণিতাহীন) পৃ: ৩৬
- ৪। আকুল চিকুর চূড়পরি চন্দ্রক—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ৩৬
- ৫। আঙ্কল প্রেম পহিলে—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ৩৭
- ৬। গুন বস্ত্রভ কান, ভাল তুহঁ চতুর স্বজান—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ৩৮

- ৭। সজল নয়ানে রজনী জাগি—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ৩৯
- ৮। যাহা পহঁ অরুণ চরণে চলি যাত—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ১১৫
- ৯। তরুণ অরুণ সিন্দূর বরণ—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ১৫০
- ১০। না জানিয়ে কো মধুরাসঞ্জে আওল—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ১৫৩
- ১১। নামহি অক্রুর ক্রুর নহে যা সম—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ১৫৪
- ১২। হরি নহ নিবদয় রসময় দেহ—(ভণিতায়ুক্ত) পৃ: ১৫৫

১২২২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সংকলিত পদরত্নাবলী নামক গ্রন্থে গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত ১১টি শ্রেষ্ঠ পদ দ্রুত হইয়াছে—

- ১। ঢল ঢল কাঁচা অন্দের লাগণী
- ২। ভাল সে চন্দন চাঁদ
- ৩। কুল মরিয়া কবাট উদঘাটলু
- ৪। পৌষলি রজনী পবন বহ মন্দ
- ৫। মন্দির বাহির কঠিন কবাট
- ৬। কাহু নহ নিষ্ঠুর চলি যাত
- ৭। যহঁ যহঁ নিকসয়ে তহু তহু জ্যোতি
- ৮। ভুলে ভুলে রে দোহার রূপে নয়ন
- ৯। শরদ চন্দ পবন মন্দ
- ১০। আজু বিপিনে যাওত কান
- ১১। যাহা পহঁ অরুণ চরণে চলি যাত

১৩০৪ সালে বা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বহুমতী কার্যালয় হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে প্রায় ৪০১টি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ প্রকাশ করেন। উহাই বর্তমানে প্রচলিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বহুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর চতুর্থ খণ্ড “গোবিন্দদাসের পদাবলীর” উপজীব্য। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রকাশিত হইলে উহা হইতে কতকগুলি পদ ইহাতে সংযোজিত হয়; কিন্তু



প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর ২৪৭ হইতে ২৯২ সংখ্যক পদ ইহাতে মুদ্রিত হয় নাই। ইহা ছাড়া আর কোন পার্থক্য এই দুই সংকলনের মধ্যে নাই।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে গৌরলীলা আরম্ভ হইয়াছে ৩১৫ সংখ্যক পদে, শেষোক্ত গ্রন্থে ৩৪২ সংখ্যক পদে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আধুনিক সংস্করণে কয়েকটি পদ বেশী সংযোজন করা হইয়াছে। বর্তমান বহুমতী সংস্করণে ৪৬৫টি পদ আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে দশটি পদ দুইবার করিয়া ছাপা হইয়াছে।\* ৮০ পৃষ্ঠায় ভণিতাহীন 'বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা' পদটির দুই কলি মাত্র মুদ্রিত দেখা যায়। ৮৪ পৃষ্ঠায় 'নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ' ইত্যাদি 'শ্রীনিবাসস্বত গতিগোবিন্দ চিত্ত ভোর রে' ভণিতায়ুক্ত একটি পদও গোবিন্দদাসের স্বন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ৪৫৩টি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ আছে। ইহাতে বিস্তৃত পাঠ নির্ণয় করিবার কোথাও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। 'সহজেই কাঞ্চন গোরা' পদে (পৃ: ৭২) ভণিতায় ছাপা হইয়াছে—

পূরল জগজ্ঞান আশ।

বঙ্কিম ভেল তহি গোবিন্দদাস।

মানে দাঁড়ায় সকলের আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া গোবিন্দদাসের মন খারাপ হইয়া গেল। বরাহনগরের পুঁথিতে প্রকৃত পাঠ আছে—

পূরল জগজ্ঞান আশ।

বঙ্কিত গোবিন্দদাস।

- \* (ক) কাছার কহিব কাছুর পিরিতি—পৃ: ২০ ও ৪৪  
(খ) কুলকুহলে তরু করবীক তাক—পৃ: ২৪ ও ৪৬  
(গ) অঘরে তথল তরু নব মেহ—পৃ: ২৭ ও ৪৭  
(ঘ) মূবির মরকত মধুর মুরতি—পৃ: ৩০ ও ৮৭  
(ঙ) নিরুপম কাঞ্চন কচির কলেবর—পৃ: ৫৩ ও ৮২  
(চ) শারদ শুধাকর মণ্ডল মণ্ডন—পৃ: ৫৬ ও ৮২  
(ছ) হিমকর মলিন মলিনীগণ হাসট—পৃ: ৬৭ ও ৯১  
(জ) ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রহে—পৃ: ৭৮ ও ৯৭  
(ঝ) হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে—পৃ: ১২ ও ৯২  
(ঞ) বিপিনহি কেলি করল—পৃ: ১৪ ও ৯৮

'কহল দো খল জন দোখল কান' ইত্যাদি (বর্তমান সংকলনের ৫১১) পদটি ছাপা হইয়াছে 'কোমল মাখন জহু দেখল কান' রূপে (পৃ: ৩২)। কাছু মাখনের মতন কোমল কি না তাহার সঙ্গে মান বাড়াইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইসব দোষ সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে, বহুমতী কার্যালয় সন্তায় গোবিন্দদাসের পদ প্রচার করিয়া কবিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রচার করিতে প্রয়াস পান শান্তিপুর্নিবাসী কালিদাস নাথ মহাশয়। তাঁহার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'তে মাত্র ২২১টি পদ সংকলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে আবার ৮৬ এবং ২০৪ সংখ্যক পদ একই। স্বতরাং প্রকৃতপক্ষে ২২০টি পদ তিনি ছাপিয়াছিলেন। তিনি পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, কণ্ঠদা, সংকীর্ণনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোন সংকলন-গ্রন্থ দেখেন নাই; কেননা, তাহার ২২ সংখ্যক পদ 'কতয়ে কলাবতি যুবতি হুমরতি' ঐ সব সংকলনে থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন—“এই পদটি অল্প কোন পুঁথিতে নাই।” তিনি একখানি মাত্র প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া ঐ সংকলন করিয়াছেন। তিনি যদি পদকল্পতরুর মতন সুপ্রসিদ্ধ সংকলনগ্রন্থ অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে অন্ততঃ ৪৪০টি পদ দিতে পারিতেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গবাসী প্রেস হইতে বৈষ্ণবপদলহরী প্রকাশ করেন। ইহাতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৪২০টি পদ প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ২২২ পৃষ্ঠায় 'নিতাইর নিছনি লইয়া মরি' ইত্যাদি এবং 'নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ' ইত্যাদি দুইটি গতিগোবিন্দের পদও ছাপা হইয়াছে। ৩৬২ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের নামে 'গাইব সব মধুমাস' শীর্ষক বারমাস্তার প্রথম পদটি ছাপা হইয়াছে; উহা পদকল্পতরুর 'গাইব সব মধুমাস' (১৮০২)। এই বারমাস্তা সত্ত্বেও বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন যে, প্রথম চারি মাস সত্ত্বেও রচনা বিজ্ঞাপতির। বৈষ্ণবপদলহরীতে প্রেমবৈচিত্র্য মুদ্রিত হইয়াছে প্রেমবৈচিত্র্যরূপে



(পৃ: ৩৪৬)। এই সংগ্রহে নয়টি পদ দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।\*

পদামৃতমাধুরী ১২৩১ হইতে ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের ছাত্র নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্তৃক চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

### উপজীব্য পুথির বিবরণ

কেবলমাত্র গোবিন্দদাসের পদযুক্ত পুথির সংখ্যা প্রচুর। তাহার উপর আবার যে কোন পদাবলীসংগ্রহের পুথিতে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা সন্নিবেশিত বেনী। আমি বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থমন্দিরে গোবিন্দদাসের পদের ২৫ খানি পুথি পাইয়াছি। পুথিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সেগুলি রক্ষা করিবার কোন সুব্যবস্থা নাই। সবগুলি পুথি একটি বাগুিলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। না আছে কাঠের বা কার্ডবোর্ডের পাটা; না আছে খেকরা বা অন্য কোন বস্তুর আচ্ছাদন। পুথিগুলির কোন ভাল তালিকা পর্যন্ত নাই। গোবিন্দদাসের সমস্ত পুথিগুলির ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে।

এই পুথিগুলির মধ্যে ৪ (৩) সংখ্যক পুথিখানি খুব মূল্যবান। ইহার পত্রসংখ্যা ১-৬৩; তবে চতুর্দশ পত্রখানি নাই। হাতের লেখা সুন্দর। পদগুলিও অতি মনোরম। আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি বলিয়া মনে হয়। পুথির মালিক গৌরবরণ দাস, পিতা ৩রাধারমণ অধিকারী, ওরফে রামরতন ভট্টাচার্য। ১৩৩৭ সালে

শ্রীযতীন্দ্রকুমার গোস্বামী পুথিখানি গ্রন্থমন্দিরে দান করেন। ইহাতে প্রায় ২৮০টি গোবিন্দদাসের পদ আছে। পদগুলি ও তাহাদের ক্রমবিজ্ঞাপনরীতির সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথির ও ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস নাথ কর্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দদাস-পদাবলীর অনেক মিল দেখা যায়। দুই চারিটি পদ একটু আগেপিছে সাজানো। আমার ধারণা—বরাহনগরের ঐ পুথি, সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথি এবং কালিদাস নাথের উপজীব্য পুথির আঁকর হইতেছে গোবিন্দদাসের স্ব-নির্দীক্ষিত পদাবলী।

গোবিন্দদাস স্বরচিত পদের একটি সম্বলন করেন। ভক্তিরসাকরে এইরূপ একটি ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ আছে।

গোবিন্দ কবিরাজ খেতরি হইতে।

আইলা বিদায় হৈয়া বধুরি গ্রামেতে।

নির্জনে বসিয়া নিজ গীতরত্নগণে।

করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে।

—ভক্তিরসাকর, পৃ: ১০০৫

সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথিখানি ১১৮৩ সালে ৭ই কানুন তারিখে অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ গোস্বামী নকল করেন। ইহার পদসংখ্যা ২২২, কিন্তু 'বিরহক বেদনে' ইত্যাদি পদটি ৮২ ও ২০৭ সংখ্যায় দুইবার ধরা হইয়াছে। পদগুলি নিম্নলিখিত ৩৩টি বিষয় লইয়া রচিত—

- (১) গৌরচন্দ্রের রূপ, (২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, (৩) গোষ্ঠলীলা, (৪) শ্রীরাধার রূপ, (৫) শ্রীরাধার পূর্বরাগ, (৬) শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, (৭) শ্রীরাধার স্বয়ংদোতা, (৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদোতা, (৯) শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদ্বী, (১০) রূপোল্লাস, (১১) বাস, (১২) সম্ভোগ, (১৩) রসালস, (১৪) রসোল্লাস, (১৫) অম্বরূপ, (১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভিসারোৎকর্ষা, (১৯) অভিসার, (২০) অভিসারাহরণ, (২১) বাসক-মজ্জা, (২২) উৎকর্ষিতা, (২৩) বিপ্রলজ্জা, (২৪) পণ্ডিতা, (২৫) কলহাস্তবিতা, (২৬) প্রোদিতপ্রোদনী, (২৭) ভবনবিরহ, (২৮) মাধুর, (২৯) বারমাসিয়া,

\* (ক) হরধ্বনি বারি ঝরি ভরি ভারত—পৃ: ২৮৬ এবং ২৯২

(খ) জগৎ বজ্রাঙ্কুশ পঞ্চম কলিতম্—পৃ: ২৯৩ এবং ৩৮২

(গ) ইন্দু অমিলা বয়ন আগোয়ল—পৃ: ৩০২ ও ৩১৭

(ঘ) আনহি ছল করি হুঁসল করে ধরি—পৃ: ২৭২ ও ৩৩০

(ঙ) তমু তমু মিলনে উপজল প্রেম—পৃ: ২৭০ ও ৩৩৩

(চ) ও নব জনমর অঙ্গ—পৃ: ৩০১ ও ৩০৮

(ছ) মনমগ্ন মকর ডরহি ডর কাতর—পৃ: ৩২৩ ও ৩৫৫

(জ) আকুল প্রেম পহিলে হেরিহু—পৃ: ৩৬১ ও ৩৬৫

(ঝ) আঁচরে মুখশী গোয়—পৃ: ৩১৯ ও ৩৭৩



(৩০) স্বাধীনভক্তকা, (৩১) কাণ্ডখেলা, কেলি,  
(৩২) দান, (৩৩) নৌকাবিলাস।

আমরা এই পুথিকে সা. প. (১) সংকলিত দ্বারা  
নির্দেশ করিয়াছি। ইহার পদগুলি একেবারে ভেজালহীন,  
খাঁটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। পদগুলির মধ্যে কেবল চারিটি  
প্রায় খাঁটি বাংলায় লিখিত, অস্তিত্ব সবগুলি ব্রজবুলিতে  
রচিত। ঐ চারিটি পদ হইতেছে—

৬৫—চিকণ কালা, গলায় মালা—( বরাহনগর  
৫৭ সংখ্যা )

১৪৫—মুক্তি যদি বলে। পাসরো। কাল—  
( বরাহনগর ১৩৩ সংখ্যা )

২৮৫—এই বৃন্দাবন পথে নিতি নিতি করি—  
( কালিদাস নাথ ১৪১ )

২৮৭—শুন শুন হৃদয় হৃদয় কানাই  
'চিকণ কালা' পদটির শেষ দুই চরণে গোবিন্দদাস  
কবিরাজের অতুলনীয় রচনাতত্ত্বের নিদর্শন দেখা যায়—

শ্রবণে চকল, মকর কুণ্ডল, পিঙ্কন পিয়ল বাস।

বাতা উতপল, চরণযুগল, নিছনি গোবিন্দদাস।

'চিকণ কালা গলায় মালা' যে কবি লেখেন, তাঁহার কাছে  
আমরা আশা করি 'কাণ্ডখেলা হুলিতেছে'; কিন্তু ঐ পদে  
রহিয়াছে 'শ্রবণে চকল' আর তাহার ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়া  
'মকর কুণ্ডল', 'পহিষণ পীত বাস' না বলিয়া কবি ঐ শব্দের  
অর্থকর বাড়াইয়া লিখিয়াছেন 'পিঙ্কন পিয়ল বাস'। চরণ-  
যুগলকে রক্ত উৎপলের সঙ্গে তুলনা দেওয়াও কবির বৈশিষ্ট্য-  
দ্রোতক। 'মুক্তি যদি বলে। পাসরো। কাল' পদটিতে একটু  
আধটু ব্রজবুলির আভাস যে নাই তাহা নহে :

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে  
এছন পড়ল অকাঙ্কে।

ঐ পদের ধ্বনিই মেলে 'পিয়াল কথা কি পুছসি রে সখি,  
পরান নিছনি দিয়ে' পদে (৫২৮)। 'এই বৃন্দাবন পথে,  
নিতি নিতি করি গতাগতে' পদেও 'গতাগতে', 'বরজ  
যুবরাজ', 'কহতহি' প্রভৃতি শব্দকে একেবারে খাঁটি বাংলা  
বলা যায় না। পরবর্তী পদটিতে 'গোরস জানিয়ে' 'নারীর  
বেশন' ইত্যাদি শব্দও কবিকে চিনাইয়া দেয়।

ঐ চারিটি পদকে গোবিন্দদাস কবিরাজের অকৃত্রিম  
রচনা বলিয়া ধরিলে নিম্নলিখিত পদগুলির রচয়িতার  
সন্দেহও কোন সন্দেহ উঠে না।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।

দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াধ না পাই ॥ (২৫১)

পদটির শেষের দিকে যে উপমার বাহ্যিক দেখা যায় তাহা  
গোবিন্দদাস কবিরাজের নিজস্ব ভঙ্গী :

ফুল নীলিম বাস রহে আধ উরে।

আধ গিরিমাঝে যেন নব জলধরে ॥

উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে।

স্বমেক শিখরে যেন সুরধুনী ধারে ॥

'কাহারে কহিব কাহুর পিরিতি

তুমি সে বেদনী সই' (৫২৫) ইত্যাদি পদে

কমল কোরক ভয়মে কি কৈল

গুণেত ঘূণিত তহু ॥

এই ছন্দ ও শব্দভঙ্গি গোবিন্দদাস কবিরাজের স্বকীয়।  
তাঁহার রচিত ৭০৭টি পদের মধ্যে ২০১২৫টি এইরূপ বাংলা  
পদ, বাকী সবগুলি ব্রজবুলির পদ।

সাহিত্য-পরিষদের ১৮৪ ও ১৮৫ সংখ্যক পুথিও  
গোবিন্দদাসের পদাবলীর। শেষোক্ত পুথিখানার আরম্ভ  
হইয়াছে গোবিন্দদাসের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের  
বন্দনা করিয়া :

'পছ মোর শ্রীনিবাস গুণধাম' ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের পদের তিনখানি প্রাচীনতম পুথি  
আমি ব্রজমণ্ডল হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম পুথিখানি  
শ্রীবৃন্দাবনের কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মহাস্ত নিত্যধামগত  
নরহরিদাস মহাস্ত মহারাজ আমাকে দিয়াছিলেন। পুথি-  
খানি আদ্যস্তবিহীন। ইহাতে ২৬ খানি পত্র আছে।  
ইহার সবগুলি পদই গোবিন্দদাসের। পুথির বয়স  
আড়াইশত বৎসরের কম নহে। অনেক স্থলে কালি মুছিয়া  
গিয়াছে এবং তুলোট কাগজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে  
চারটি নূতন পদ পাইয়াছি। দ্বিতীয় পুথি শ্রীবাধাকুণ্ডে  
আমার মাতামহ অম্বতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের  
কীৰ্ত্তনের ছাত্র গদাধরদাস বাবাজী মহোদয়ের নিকট



হইতে পাইয়াছিলাম। এই \*পুথিও খণ্ডিত। ইহাতে ১১৭টি গোবিন্দদাসের পদ ছিল; কিন্তু আমি সপ্তম পদের পরই ২৩ সংখ্যক পদ এবং ৮২ সংখ্যক পদের পর ২৩ সংখ্যক পদ একুনে ২৭টি পদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে ৩৪, ৩৭, ৪৮ ও ৭৮ সংখ্যক পদ অত্র কোন পুথিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তৃতীয় পুথিখানি গোবর্দ্ধনে পাইয়াছি। এখানির বয়সও আড়াই শত বৎসরের কম নহে। হস্তাক্ষর সুন্দর ও নির্ভুল। অষ্টম পত্র হইতে ৩৭ পত্র পর্যন্ত পাইয়াছি। ইহাতে তিনটি অপ্রকাশিতপূর্ব পদ পাইয়াছি। ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগিবে এই আশায় পুথি তিনখানি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছি। আমার মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক অষ্টদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি হইতেও কয়েকটি নূতন পদ পাইয়াছি। ঐ পুথিতে তাঁহার প্রিয় ৫০৭টি পদ সংগৃহীত আছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ অষ্টকালীয় লীলা লইয়া যে কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা দীনবন্ধুদাস তাঁহার সঙ্কীর্ণনামুতে উল্লেখ করিয়াছেন—

অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীলা।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা।— পৃ: ২

এই অষ্টকালীয় লীলা বিষয়ক একাঙ্গ পদের সবচেয়ে সুন্দর, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পুথি হইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১ সংখ্যক পুথি। নকলের তারিখ ১০৭৫ সাল দেওয়া আছে। উহা যদি বাংলা সাল হয় তবে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইবে এবং মল্লাদ হইলে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। বরাহনগরের ৪র্থ পুথি এবং ২০ সংখ্যক পুথিও একাঙ্গ পদের। সাহিত্য-পরিষদের ১৮২ সংখ্যক পুথির নাম দণ্ডাঙ্গিকা গ্রন্থ। উহাতেও ৫১টি পদ ছিল। প্রথম পাতানা থাকায় বর্তমানে ৪২টি পদ রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০ পুথিও একাঙ্গপদের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির একটি প্রকরণে একাঙ্গপদ বলিয়া কতকগুলি পদ আছে। পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় লীলা প্রকরণে গোবিন্দদাসের যে সব পদ আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি একাঙ্গপদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ হয়তো নিজে ৫১টি পদ প্রথমে নির্ধাচন করিয়াছিলেন। তাবপর পুথির লিপিকর বা মালিকরা নিজ নিজ রুচি অহুসারে গোবিন্দদাসের রচনা হইতে আর দুই চারিটি করিয়া পদ উহাতে অদল-বদল করিয়া সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপও হইতে পারে যে কবি স্বয়ং ৫১টি পদ নির্ধাচন করেন নাই; পরবর্তী সময়ে রসিক ভক্তেরা উহা বাছিয়াছিলেন। কিন্তু কবি নিজে এরূপ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার মনে হয়। অষ্টকালীয় লীলার পদগুলি সাধকজনের কণ্ঠহার।

সাহিত্য-পরিষদের ১২০ সংখ্যক পুথিতে ২৩টি চিত্রগীত আছে। আমরা অত্রান্ত পুথি ও গ্রন্থে আরও ১১টি এইরূপ অহুপ্রাসযুক্ত পদ পাইয়াছি। এই পুথির প্রথম পদ 'কাঁচা কাকুন কাঁতি কমলমুখি' (১১৮)। আমরা ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে অ-বর্ণের অহুপ্রাসযুক্ত একটি পদও পাইয়াছি; যথা—

অবনত আনন আচরে গোই ইত্যাদি (১১৪)।

ইহা ছাড়া ১৮৬ সংখ্যক পুথিতেও কয়েকটি অহুপ্রাস-যুক্ত বিরহ চিত্রগীত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ সংখ্যক পুথির নাম চিত্রগীত; উহাতে ২৪টি পদ আছে। পুথির তারিখ ১০৬৮ সাল, কিন্তু পুথিখানি মল্লভূমিতে লিপিত বলিয়া ঐ তারিখকে মল্লাদ ধরা উচিত মনে হয়। তাহা হইলে উহার তারিখ হইবে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক 'বৈকব পদাবলী' পুথিখানিকে আমি সা.প. ২ সঙ্কেতচিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছি। এই পুথিখানির মতন নির্ভুল সুন্দর-হস্তাক্ষরযুক্ত পুথি খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ১৬৩ পত্র আছে; ২১, ২২, ২৩, ২৮, ১০৬ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। খণ্ডিত পুথিখানিতে ৭৭০টি পদ রহিয়াছে। নির্ধাচিত পদগুলি খুব সুন্দর। এই পুথিতে গোবিন্দদাসের ২৮০টি পদ রহিয়াছে। পদকল্পতরুর মান পর্ধ্যায়ের ৩২৮ সংখ্যক ও সংকীর্ণনামুতের ৪০৭ সংখ্যক পদের (বর্তমান গ্রন্থের ৪৮৫) আরম্ভটা যেন মাঝখান হইতে, সহসা অর্থ বুঝিতে বেশ কষ্ট হয়; যথা—



গৌরধ জাগাই শিঙ্গারব করতহি  
জটিল ভীষ্ম আনি দেল।

গৌরধ মানে এখানে গরুর বক্ষক। কিন্তু আপাতত মনে হয় বুঝি গৌরধনাথের কথা বলা হইতেছে। ঐ পদটির প্রথমে যে আরও খানিকটা ছিল তাহা এই পুথি হইতে জানা যাইতেছে; যথা—

মুকুট উতারি জটাজুট বান্ধল  
পহিরল ফটীক মাল।  
চন্দন উতারি ভসম চড়াওল  
বাউলবেশ বনাল।  
পিতধটি ছোড়ি কোপিন পহিরল  
শঙ্খ কি কুণ্ডল কানে।  
ময়ূরক পুচ্ছ হাথ ধরি মাধব  
আওল জাবট গ্রামে।

তারপর জাবট গ্রামে জটিলার বাড়ীতে গৌরধকদিগকে শিঙ্গার শব্দে জাগানোর কথা আছে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিগুলির মধ্যে কোনটাই সওয়াশ দেড়শ বছরের চেয়ে কম প্রাচীন নহে। ১৮৩ সংখ্যক পুথিখানির বয়স তো ১৮৩ বৎসর। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একখানি হালের লেখা পুথিতে কিন্তু এমন অনেকগুলি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা আমার দেখা অন্য কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। এই পুথিখানির ক্রমিক সংখ্যা ৬২০৪। ১২২০ সালে বা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেহালাব ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এই পুথি সংকলন করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরের সঙ্গে পুথির হাতের লেখার মিল নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পুথিখানি সংগ্রহ করেন। ইহাতে প্রায় চার হাজার বৈষ্ণব-পদাবলী আছে। পদানুতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংকলনগ্রন্থে নাই এমন পদের সংখ্যা প্রচুর। আধুনিক কালের অহুলিপি হইলেও, বর্ণাঙ্কিতে ইহা সেকালের অনেক পুথিকেও হার মানাইয়াছে। অনেক স্থলেই বানান সেকালের পুথির ধরনের। বিভিন্ন রসের পদসংগ্রহ করিতে যাইয়া সংকলয়িতা অনেক ভাল ভাল

পদ ৩৪ বার করিয়া ৩৪ পর্ধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ পুথির শেষে নিধুবাবু, হাজি ঠাকুর, গিরিশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি প্রেমের গান রহিয়াছে। এগুলি অবশ্য পদসংকলন 'সমাপ্ত' লিখিবার পর দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় বৈষ্ণব-পদগুলি কোন প্রাচীন পুথি হইতে লইয়াছেন। তবে সে পুথি পদকল্পতরুর পরে সংকলিত হইয়াছিল, কেননা ইহাতে বৈষ্ণবদাসেরও পদ আছে (১০০ পৃষ্ঠায়)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথিখানিতে শুধু গোবিন্দদাসের নহে, অজ্ঞান বৈষ্ণব কবিরও অপ্রকাশিত অনেক নূতন পদ আছে।

### গোবিন্দদাসের খ্যাতি ও পরিচয়

গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধু নিজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই; তাঁহার পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণও কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় ভক্তিতাবের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ দামোদর সম্বন্ধে তিনি সঙ্গীতমাধব নাটকে বলিয়াছেন—

পাতালে বাহুকির্বল্য স্বর্গে বজ্রা বৃহস্পতিঃ।

গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা ধণে দামোদরঃ কবিঃ।

—ভক্তিরসাকর, পৃঃ ১৭

নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—

রামচন্দ্র গোবিন্দ এ ছই সহোদর।

পিতা চিরজীব মাতামহ দামোদর।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।

যেহৌ মহাকবি নাম বিদিত জগতে।

—ভক্তিরসাকর, পৃঃ ১৭

গোবিন্দদাসের পিতা চিরজীবের কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীচৈতন্যশাখাতে আছে—

ধণ্ডাবানী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।

নরহরিদাস চিরজীব স্থলোচন ১১১০৭৮

সঙ্গীতমাধব নাটকে গোবিন্দদাস তাঁহার পিতাকে সুপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন।

রামেন্দু অর্থাৎ রামচন্দ্র কবিনৃপতি বা কবিরাজ



গদ্যাতীরে সবজনি নগরে গৌড়ভূপতির অধিপাত্র, ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির জ্ঞান সুপরিচিত চিরঞ্জীব সেনের ঔরসে ও সুনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবাবী অর্থাৎ নবোত্তম ঠাকুরের সহিত অভিন্না ছিলেন (ভক্তিরত্নাকর ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কথা হইতে জানা যাইতেছে যে চিরঞ্জীব সেন গৌড়ভূপতির একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এই বিষয়ের উপর পূর্বে কোন সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় অনেকেই চিরঞ্জীব সেনকে সুনন্দার পিতা শ্রীধরের দামোদরের আশ্রিত ঘরজামাই বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব সেন পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথ আচার্য্য প্রতাপরুদ্রকে দেখাইতেছেন কোন্ কোন্ ভক্ত গৌড় হইতে আসিয়াছেন :

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।

খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর স্থলোচন ॥

চৈঃ চৈঃ ২।১১।১২

চিরঞ্জীব সেন হয় হসেন শাহের ( ১৪২৩-১৫১২ ) না হয় তাহার পুত্র নাসির উদ্দীন আবুল মজফর নসরৎ শাহের ( ১৫১২-১৫৩২ ) অমাত্য ছিলেন। শেষোক্ত স্থলতানের অমাত্য থাকাই বেশী সম্ভব। ডাঃ স্থলীকুমার দে অহুমান করেন যে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর পঞ্চাবলীর ১৫৭ সংখ্যক পদটি এই চিরঞ্জীবের রচনা।

গোবিন্দদাসের বড় ভাই রামচন্দ্রও কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ।

ভগবান্ বঙ্গবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলো।

কবিরাজা ইমে খ্যাতা জগদ্ব্যষ্টৌ মহীতলে।

উত্তমা ভক্তি-সদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥

কর্ণানন্দ, পৃঃ ১২০

এই অষ্ট কবির মধ্যে অন্ততঃ সাতজন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ইহাদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—

য

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের নিধান।

শ্রীদাস গোকুলানন্দাচার্য্য দয়াবান্।

ভক্তিমুণ্ডি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।

যারে দেখি কাঁপে মহা পাণ্ডু সমাজ।

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি বৈহো।

যার ভাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তৈহো।

কর্ণপুর কবিরাজ পরম সুদীর।

শুনি তাঁর কাব্য কোহো হৈতে পারে স্থির।

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।

যার ভাতা রূপ নিপু বীর ভৌমালায়।

পঞ্চকুটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।

পূর্ববাস কটাই কবীন্দ্র ভক্ত্যাভুল।

ভক্তিরত্নাকর, দশমতরঙ্গ, পৃঃ ৩১২

এখানে দুইজন গোকুলের নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রথম গোকুলানন্দ আচার্য্যকে নরহরি চক্রবর্তী দয়াবান্ বলিয়াছেন আর শেষের পঞ্চকুটের সেরগড়বাসী গোকুলকে কবীন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শেষোক্ত গোকুলই অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। নরহরি চক্রবর্তী গোপীরমণের কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু চতুর্দশ তরঙ্গে লিখিয়াছেন যে গোবিন্দ চক্রবর্তী কর্তৃক অস্থগীত উৎসবে বেয়াকুলিগ্রামে—

শ্রীহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।

অধিকা হইতে তৈহো কবিলা গমন।

ঐ পৃঃ ১০৪১

পদকল্পতরুতে রামচন্দ্র কবিরাজ, বঙ্গবীকান্ত, কর্ণপুর কবিরাজ ও ভগবান্ কবিরাজের কোন পদ দ্রুত হয় নাই। গোপীরমণের একটি ( ১৬০৮ ), গোকুলদাসের একটি ( ২২৭৫ ) এবং নৃসিংহের দুইটি ( ১১১২ ও ১৩২৪ ) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র ভণিতায় যে দুইটি পদ ( ২০৬৫ ও ২১৮৬ ) পদকল্পতরুতে আছে তাহার প্রথমটিতে কানীশ্বর, অভিরাম, পুরুষোত্তম পণ্ডিত ও নরহরি দাসের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে 'গদাধর নরহরি বহে নৃপ চাক্রা' থাকায় উহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছাত্রভোগের কায়স্থ



অমিদার কুলীনগ্রামের পুরন্দর খাঁ উপাধিক গোপীনাথ বহুর জামাতা রামচন্দ্র খাঁর রচনা বলিয়া মনে হয়। আমি সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে রামচন্দ্র ভণিতায় এমন একটি পদ পাইয়াছি যাহার রচনাভঙ্গীর সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজের অভিন্নরূপ বন্ধু নরোত্তম ঠাকুরের রচনাইশৈলীর পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এটি খুব সম্ভব গোবিন্দদাস কবিরাজের বড় ভাইয়ের রচনা। পদটি এই—

✓ কাহারে কহিব মনের কথা  
কেবা যায় পরিত্যক্ত।  
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন  
সদাই চমকে চিত ॥  
গুরুজন আগে বসিতে না পাই  
সদাই ছল ছল আঁধি।  
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে  
সব শ্রামময় দেখি ॥  
সখি সঙ্গে যদি জলেবে যাই  
সে কথা কহিলে নয়।  
যমুনার জল আকুল কবরি  
ইথে কি পরাণ রয় ॥  
কুলের ধরম রাখিতে নারিছ  
কহিল সভার আগে।  
✓ রামচন্দ্র কহে শ্রাম নাগর  
সদাই মরমে জাগে।

না. প. (২) ৪৭ পত্র

গোবিন্দদাস কবিরাজের খ্যাতি তাঁহার জীবনকালেই বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। শ্রীজীব গোস্বামীকে গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে নিজের রচিত পদাবলী পাঠাইতেন এবং শ্রীজীব উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীজীবের ছুইখানি পত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম পত্রখানির ভাবানুবাদ—

সমস্ত বৈষ্ণবগণের প্রশংসনীয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তমদাস, শ্রীগোবিন্দদাস যাহারা আমাদের মতন লোকের স্বথের আধার ও সম্পদরূপ তাহাদিগকে শ্রীবন্দন হইতে জীব নামক আমি আলিঙ্গনপূর্বক

নিবেদন করিতেছি—আমার বিশেষ কাম্য আপনাদের কুশল। স্নেহসূচক পত্র প্রাপ্তির জগ্ন পুনরায় তাহাই ইচ্ছা করি। সেই পত্রে আমার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গীত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত কলাগণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছি। তারপর, যে পুনঃপুনঃ নিত্যস্মরণকার্য্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা 'সেবাসাধকরূপেণ' ইত্যাদি শব্দে ভক্তিরসাম্বত-সিকুতে ব্যক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে সাধকরূপে বাহ্য দেহের দ্বারা সিদ্ধরূপে নিজ ইষ্টসেবার অহরূপ চিন্তন-তন্ময় দেহের দ্বারা ইহাই অর্থ। আবার সে বিষয়ে সিদ্ধরূপে রাগানুসারেই কাল, দেশ ও লীলার বহুবিধ ভেদ আছে। এ সম্বন্ধে আর কত লিখিব? সাধকরূপে সেবা আবার তিন প্রকার প্রক্রিয়ায় আগমাদি অহুসারে বৃদ্ধিতে হইবে। শ্রীমদ্ আচার্য্য মহাশয় (শ্রীনিবাস আচার্য্য) তাহা উপদেশ করিবেন। তিনি আমাদের সর্ব্বস্বই। অধিক কি। ১৪ই বৈশাখ। (ভক্তিরত্নাকর পৃ: ১০৩৪; কর্ণানন্দ পৃ: ২৬তে মূল সংস্কৃত পত্র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় পত্রখানি কেবলমাত্র গোবিন্দদাস কবিরাজকে লেখা। উহার ভাবানুবাদ—

পরম প্রেমাম্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু—জীবের কৃষ্ণস্বরণ। শ্রীমান্ আপনার শুভচিন্তনের দ্বারা অত্রত্য কুশল; তত্রত্য কুশল অধিকাদিক ইচ্ছা করি। আপনিই আমার মিত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব আপনার কুশল শুনিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করি। সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাস্থক আপনার স্বরচিত গীতসকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার অনুভবের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ সঙ্গীতের আশায় আবার পুনঃপুনঃ অন্তঃস্থিবেশ করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে দয়া করিয়া অবহিত হইবেন।

অপর, পূর্বে শ্রামদাস যদুবাদকের হাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর জগ্ন বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; তাহা সেখানে পৌছাইল কিনা অথবা তিনি তাহা বৃদ্ধিতে পারিলেন কিনা তাহা লিখিয়া আমাকে সন্দেহমুক্ত



করিবেন। আর কি লিখিব? আপনি স্বতঃই দয়া  
ও শুভযুক্ত। এই নিবেদন। চৈত্র শুক্ল তৃতীয়া।  
নবোত্তম কবিরাজের প্রতি শুভাশীর্বাদ। এই নিবেদন।  
অত্র শ্রীকৃষ্ণদাসের (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের) নমস্কার।  
(ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ১০৩৬এ মূলপত্র ত্রুটব্য)

গোবিন্দদাস কবিরাজের শুধু খ্যাতি-প্রতিপত্তি  
দেখাইবার জ্ঞান নহে, তাঁহার অন্তর্জীবনের গতি বুঝিবার  
জ্ঞানও এই পত্র দুখানি অত্যন্ত মূল্যবান। কবি সিদ্ধদেহের  
চিন্তা কি ভাবে করিতেন তাহা অল্পত্র বিবৃত হইয়াছে।  
শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন, গোড়ে গ্রন্থপ্রেরণের ইতিহাস,  
কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন প্রভৃতি সখ্যদেও পত্র দুখানির  
মূল্য অসীম। শেষোক্ত পত্রখানি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে  
শ্রীনিবাস আচার্য প্রথমবার বন্দাবন হইতে ফিরিবার  
সময় গোপালদেবের রচিত সকল গ্রন্থই লইয়া যান নাই।  
সনাতন গোপালদেবের বৃহত্তাগবতামৃত পরে জামদাস খোল-  
বাদকের হাত দিয়া পাঠানো হইয়াছিল। বীরহাথীর কর্তৃক  
শ্রীনিবাস আচার্যের গ্রন্থচুরির পরও যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ  
বাচিয়া ছিলেন তাহা ঐ কৃষ্ণদাসের নমস্কার হইতে জানা  
যাইতেছে।

ব্রজমণ্ডলের ভক্তগণ গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তি সখ্যদে  
কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা শ্রীজীব গোপালদেবের কোন  
অনুগত জনের রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে জানা  
যায়। “শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরি-চক্ৰবর্ত্তানিলেনানীতঃ  
কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্। শ্রীমজ্জীবন্ত-  
জিহ্বাপাশ্রয়জুহো ভূদ্বান্ সমুদ্রাদয়ন্ সর্ষপ্তাপি চমৎকৃতিঃ  
ব্রজবনে চক্রে কিমন্তং পরম্। (অনুগতবল্লী, ৪১ পৃঃ)  
অর্থাৎ চক্ৰল বসন্ত সমীরণে আনীত শ্রীগোবিন্দ  
কবিরাজরূপ চন্দনগিরির কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট কবিতাবলীর  
পরিমল শ্রীমজ্জীবন্তরূপ কল্লতরুর আশ্রিত ভক্তরূপ  
ভূদ্বাসমুদ্রকে উদ্গাদিত করিয়া ব্রজবনের সকলকেই চমৎকৃত  
করিয়াছিল।

গোবিন্দদাসের একজন সমসাময়িক বড় কবি ছিলেন  
শ্রীবল্লভ। গোবিন্দদাস তাঁহার নামে দুইটি পদ (৭০,  
২০৪) উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বল্লভ যে তাঁহার

সমসাময়িক তাহা বল্লভের রচিত নিম্নলিখিত পদটি হইতে  
বুঝা যায়—

প্রভু আচার্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।  
✓রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমবসনয়।  
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।  
উজ্জল ভক্তি-কথা কবির অরণ।  
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।  
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান।  
এককালে কোথা গেল না পাই দেখিতে।  
দেবিবার দায় রহ না পাই শুনিতে।  
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিহ সেখানে।  
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে।  
শুনিতে যখন হেন কহিলে সে কথা।  
ভিটা সোড়রিয়া কাদে কুকুর এমতি আছ কোথা।  
বল্লভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল।  
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল।

গৌরপদভঙ্গি, ২৪ নং, পৃ: ৩২২

এই বল্লভ গোবিন্দদাস কবিরাজের কবিত্ব সখ্যদে  
লিখিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ  
কাব্যবস অমৃতের খনি।  
বাগদেবী বাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে  
অলৌকিক কবিশিরোমণি।  
✓ব্রজের-মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা  
গাইলেন কবি বিজ্ঞাপতি।  
তাহা হইতে নহে নূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ  
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিজ্ঞাপতি।  
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিজ্ঞাপতি পহঁ  
পবলোকে করিলা গমন।  
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে  
সে সকল করিল পূরণ।  
এমন হৃদয় তাহা আচার্য্যরত্ন শুনি ঘাহা  
চমৎকার ভাবে মনে মনে।



তাই গুরু মহানন্দে      কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে  
উপাধিটা করিলা প্রদানে ।  
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি      সাধন ভজন ভক্তি  
অতুলন এ মহীমণ্ডলে  
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি      কবিকুলের যেন রবি  
এ বল্লভ দঢ় করি বলে ।

গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সং., পৃঃ ৩২১

সমসাময়িক কবির এই রচনা হইতে জানা যাইতেছে যে গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের আদেশক্রমে গোবিন্দদাস বিজ্ঞাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করেন এবং তিনি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপতি নামে পরিচিত ছিলেন ।

গোবিন্দদাসের তিরোধানের শতাব্দিক বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার স্মরণে লেখেন—

জয় গোবিন্দ বিদিত মহীমাঝে ।  
প্রেম রতন ধন      বিতরণ পণ্ডিত  
নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ।  
পরম বিচিত্র      কাব্য-বিজ্ঞাস কি  
রচন স্বকৌশল নহে অবগাহ ।  
তিথিন বাণ সম      বেদই হিয় শির  
ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ।  
বৃন্দাবিন      সমাজ রাজত হি  
শ্রীমজ্জীব জগত-জন-প্রাণ ।  
প্রমুদিত চিত-পর      শংসি পরম্পর  
কর নিত গীত অমিয়া-রস পান ।  
শ্রীল নরোত্তম      রামচন্দ্র সহ  
উমডই হিয় স্বথ কহই না যায় ।  
গায়ই অখিল      লোক অতি উনমত  
নরহরি কুমতি বিমুগ্ধ ভেল তায় ।

ভক্তিবন্ধন, পৃঃ ১০৩৭

গোবিন্দদাসের পদ যে তীক্ষ্ণ শরের মতন অস্ত্রে ও মস্তিকে যাইয়া বিদ্ধ হয় এ কথা নরহরি স্বার্থহীন বলিয়াছেন ।  
রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে সাত-জনকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকল্পিত্রপে বন্দনা করিয়াছেন—

বিজ্ঞাপতিশচিৎসদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ ।  
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশচ নন্দনঃ ।  
শ্রীগোবিন্দকবীজ্যোত্স্নঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীজ্যকঃ ।  
পৃথিব্যাং ধনুধন্যাস্তে বর্ষস্তে সিদ্ধকপিণঃ ।  
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্ত বারিধিতুলাকান্ ।

এই শ্লোক মুদ্রিত পুস্তকে তুল ছাপা আছে । আমি সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭২ সংখ্যক পুথি ও পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথির পাঠ দিলাম ।

সপ্তসমুদ্রতুলা এই সপ্ত কবিরের মধ্যে জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ সংস্কৃতে, বিজ্ঞাপতি মৈথিলী ভাষায় ও চণ্ডিদাস, গোবিন্দ কবিরাজ ও সিদ্ধ কৃষ্ণ কবিশ্রেষ্ঠ ( অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ) বাংলায় পদ রচনা করিয়াছেন । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এখানে রাধামোহন ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ( কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলতঃ পদকর্তা নহেন, যদিও চরিতামৃতের অনেক কবিতা পদরূপে গৃহীত হইতে পারে ) । রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন । তিনি গোবিন্দদাস প্রভৃতির সহিত শ্রীনিবাস আচার্যের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ।

শ্রীনিবাসাচার্যবরঃ সততঃ সনরোত্তমঃ ।

সরাসচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে ।

পৃঃ ৪

বৈষ্ণবদাসও পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছেন—

জয় কবিরাজ      রাজ রস-সায়র  
শ্রীযুত গোবিন্দদাস ।  
ঐছন কথিছ না      হেরিয়ে ত্রিভুবনে  
প্রেম-মুরতি পরকাশ ।  
ধাকর গীতে      সুধারস বরিধয়ে  
কবিগণ চমকয়ে চীত ।  
শুনইতে গরু      ধরু তব হোয়ত  
ঐছন রসময় গীত ।

—তরু ১৮



গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও একজন কবি ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি মাত্র পদ দীনবন্ধুদাসের সংকীর্ণনামুতে পাওয়া যায়। পদটি এই—

যব ধরি পেখলু কালিন্দী তীর।  
নয়নে স্বরএ কত বারি অধীর।  
কাহে কহব সখি মরমক খেদ।  
চীতহিঁ না ভাএ কুহুমিত শেজ।  
নবজলধর জিনি বরণ উজোর।  
হেরইতে হুদি মাহা পৈঠল মোর।  
তব ধরি মনসিজ হানএ বাণ।  
নয়নে কাহু বিহু না হেরিএ আন।  
দিব্য সিংহ কহে শুন ব্রজরাম।  
রাই কাহু এক তহু দুই এক ঠাম।

সংকীর্ণনামুত—১২১ পদ

‘আধ আধ দিটি অফলে যব ধরি পেখলু কান’ (২০৪) এবং ‘রূপে ভরল দিটি, সোভরি পরশ মিটি’ (২৬৭) এই দুইটি পদের ভাব লইয়া দিব্যসিংহ ঐ পদটি লিখিয়াছেন।

কর্ণানন্দে (পৃ: ১২৩) আছে

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।

প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্ত ভুঙ্গ।

মনে হয় তিনি কবিত্ব অপেক্ষা ভক্তির জগ্ন বেষ্ট খ্যাত ছিলেন।

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি ‘গোবিন্দ-বতিমঞ্জরী’ গ্রন্থের (হরিদাস দাস কর্তৃক ৪৫২ গোরাঙ্গে প্রকাশিত) একাদশ শ্লোকে নিজেকে ‘শ্রীদিব্যসিংহাজ’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেন গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সে সম্বন্ধে সুন্দর একটি শ্লোক লিখিয়াছেন—

যজ্ঞান্তে পুরুষক্রমেণ নিয়তঃ সঙ্কর্মকর্মাধিকঃ  
তচ্চেন্দ্রান্দমতিঃ স্বয়ং ন কুরুতে গচ্ছন্তঃ স নিন্দাপ্পদম্।  
উৎপন্নো হি শুকাধয়ে পরিচিতঃ পৈকৈশ্চ বক্তা ন চে-  
ত্বেদংগাঃ কিময়ং ভবেয় হি ভবেদেবং স সন্দিহতে।

অর্থাৎ যাহার বংশাশ্রমে নিরন্তর সঙ্কর্মকর্মাধি চলিয়া আসিতেছে সে যদি মন্দমতি হইয়া নিজে সে সকলের অহুষ্ঠান না করে, তবে সে নিন্দাভাজন হয়। শুক-বংশে উৎপন্ন ও পক্ষসমূহের দ্বারা শুক বলিয়া পরিচিত হইয়াও যদি সে বক্তা না হয়, তাহা হইলে লোকের মনে স্বভাবতঃই এই সন্দেহ জাগে যে এ শুকবংশে জন্মিয়াছে কিনা (ব্যঞ্জন এই যে, আমি কবিবংশে জন্মিয়া যদি কবিতা রচনা না করি তাহা হইলে লোকের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে যে, আমি ঐ বংশের ছেলে কি না)। যাহার পিতা, পিতামহ, পিতামহের মাতামহ কবি, তাহার পক্ষে এক্ষপ উক্তি করা অশোভন নহে। ঘনশ্যাম বিশেষ করিয়া পিতামহের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তাব্দ গীতিগুণপঙ্কজরচনাঃ কর্ত্ত্বাঃ স্পৃহা জায়তে  
গর্কস্বাবদহো অহং কবিরিতি প্রায়েণ বর্বো ন হি।  
শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাস্থকথনঃ শ্রীজীবগোদামিনঃ  
শ্রীগোবিন্দকবেবিচিত্রকবিতা বাবদ্ব কর্ণঃ ব্রজেৎ।

—গোবিন্দবতিমঞ্জরীর নবম শ্লোক

অর্থাৎ শ্রীমদ্রূপ ও সনাতনের এবং শ্রীজীব গোদামী-পাদের ও শ্রীগোবিন্দকবির বিচিত্র কবিতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণরঞ্জে প্রবিষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বা সুন্দর গুণপঙ্কজাদি রচনা করিতে স্পৃহা হয় এবং হয়! ততক্ষণ পর্য্যন্তই ‘আমি কবি’ এই অভিমান ধর্ম হয় না। ঘনশ্যাম তাহার পিতামহের গুরুপুত্র গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে গোবিন্দগতির কাব্যপ্রিয়তা ও সঙ্গীতনিপুণতার কথা বলিয়াছেন।

গোবিন্দবতিমঞ্জরীতে ঘনশ্যাম স্বরচিত ৪৬টি ব্রজ-বুলির পদ উদাহরণ দিয়া রসশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দদাসের রচনারীতির দ্বারা কতটা প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত পদটি হইতে বুঝা যাইবে—





দূর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি ।  
 যৌবনজল তাহে শ্রামের কঁাতি ॥  
 দেখে সখি না বুঝিয়ে দৈব কি রীতি ।  
 তহি ভারল মনু নিরমল চিত ॥  
 ধৈরজ্ঞ আদি সকল গুণ মেলি ।  
 নিশি দিশি বসিয়া করতহি কেলি ॥  
 মো সব গুণ অব আকুল হোয় ।  
 চরণে লাগি পুন রোওই মোয় ॥  
 না বুঝিয়ে তহ যো নিজ ঘর খোই ।  
 রহইতে শকতি অবধি কর কোই ॥  
 কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত ।  
 বিপত্তি সময়ে কর সব বিপরীত ॥  
 ধৈর্য পদ অবলম্বন কেল ।  
 মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল ॥  
 কহ ঘনশ্রামের দাস উচিত ।  
 ব্যাধি লেহ তুহ শ্রামের চিত ॥

পদসংখ্যা ৩

কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরহৃদয়দাস ঘনশ্রামকে গোবিন্দদাসস্বরূপ বলিয়াছেন—‘দাস ঘনশ্রাম কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাসস্বরূপ’। কমলাকান্ত লিখিয়াছেন—‘শ্রীঘনশ্রামদাস কবি শশধর, গোবিন্দ কবি সম ভাষা’। আমাদের মনে হয় ঘনশ্রাম ব্রজবুলি অপেক্ষা সুদা বাংলায় পদরচনায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ একটি পদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে দ্রুত হইয়াছে। যথা—

ভকতিব্রতন খনি উখাড়িয়া প্রেমমণি  
 নিজগুণ সোনায়ে মুড়িয়া ।  
 উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠাই  
 দান করে জগত জুড়িয়া ॥  
 শুনিয়া নিতাইর গুণ কেমন করয়ে মন  
 তাহা কি করিতে পারি ভাই ।  
 লাগে লাগে হয় মুখ তবে সে মনের দুখ  
 নিতাইচাঁদের গুণ গাই ॥  
 এমন দয়ার ঠাই কোথাও শুনিয়া নাই  
 আছুক দেখার কাজ দূরে ।

(যার) নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়  
 তার লাগি কেবা নাহি বুঝে ॥  
 পাষণ সমান হিয়া সেহো যায় মিলাইয়া  
 যার গুণ গাইয়ে শুনিতে ।  
 কহে ঘনশ্রামদাস যার নাহি বিশোয়াস  
 সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে ॥

—ক্ষণদা ৫২

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি নরহরি চক্রবর্তীর (ওরফে ঘনশ্রামের) পিতার গুরু বিখ্যাত চক্রবর্তীর দ্বারা সঙ্কলিত হয়। সুতরাং এই পদটি গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্রামের রচনা; চক্রবর্তীর রচনা ক্ষণদাতে দ্রুত হইতে পারে না। গোবিন্দরতিমঞ্জরীর উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, পদকল্পতরুর ২০১৫, ২০১০, ২৫২১, ১৫০, ১৫১, ৫৫, ১৫৫, ৫০৭, ৫২১, ৩৮৪, ৪৬৭, ৩৫০, ২০২১, ১৬০৮, ১৬০৩, ১৬০৫, ১৬২৭, ১৭২৫, ১৬২৮, ৫৬, ১৮১৬, ১৮১৭, ১২৭১, ১৬২৬, ১২৮৮, ২০১০ ও ২৭৫০ সংখ্যক পদ ঘনশ্রাম কবিরাজের রচনা। তরুর ১৬৩৫ সংখ্যক পদটি গোবিন্দরতিমঞ্জরীর ৩০ সংখ্যক পদ এবং উহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রসমঞ্জরীতে (পৃ: ৫৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সময়েই ঘনশ্রামের কবিত্বাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা একসঙ্গে ‘কবিনৃপবংশজ’ ঘনশ্রাম-বলরামের নাম করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় এই বলরামও গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্রস্বামীয়। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত বলরাম-নামাঙ্কিত পদ ব্রাহ্মণ বলরামের রচনা কি বৈষ্ণব বলরামের রচনা সে আলোচনা এখানে করিব না। তবে সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে আমি এমন একটি পদ পাইয়াছি যাহা গোবিন্দদাসের পৌত্রস্বামীয় বলরামেরই রচনা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পদটি গোবিন্দদাসের অল্পপ্রাথম্য চিত্রগীতের অন্তর্ভুক্ত রচিত। যথা—

কমল কুবলয় কুহুদ কিশলয়  
 কতহঁ সেজবি লাগি ।  
 কত বিধি কুর কয়ল কুহুম তব  
 কুহুমে মারল আগি ॥



কি কহ কামিনি কঠিন বেদন  
কেনে কহইতে পার।  
কুলিশ তুয়া নেহ কতহি তহুদহ  
কাহু কি জীবই আর।  
কতহি যুবতি কান্দে উনমতি  
কোরে হি করি নেল।  
কেশ না বাধই কাতরে বিলপই  
লোরে করদম কেল।  
কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি  
কোই করু আশোয়াস।  
কাপয়ে থরহরি নয়ান মুদিত করি  
কি কহ বলরাম দাস।

—সং. প. (২), ২৮ পত্র

### ভণিতাবিভ্রাট

পদাবলী-সাহিত্যে একই পদ বিভিন্ন কবির নামে প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত বহু আছে। অনেক স্থলে এক পদের কয়েকটি চরণের সহিত অন্য কবির নামে প্রচলিত অন্য এক পদের কয়েকটি চরণের সম্পূর্ণ মিলও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দদাসের—

রাধামাধব নীপ-মূলে।  
কেলিকলাবস দান ছলে।  
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।  
নিভৃত নীপ-মূলে বৈঠল রাই।

—তরু ১০৬৭

এই চার চরণ ভণিতাহীন ১৪০৫ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য চরণ স্বতন্ত্র। যেমন—

দুহুঁ দোহা দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।  
পুলকে পুরল তহু জরজর অঙ্গ।  
দোহা দোহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।  
চান্দ মিলল অহু লুবধ চকোর।

দুহুঁ জন জদয়ে মানে পরকাশ।  
সখিগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস।

—তরু ১৪০৫

এই ভণিতাহীন পদের এক পাঠান্তর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীতে (পৃ: ১১৬) প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে 'সখিগণ' স্থলে জ্ঞানদাস পাঠ আছে। তিনি কোন্ পুঁথিতে ইহা পাইয়াছেন, তাহা কতদিনের প্রাচীন, কতটা প্রামাণিক সে কথা কিছুই বলেন নাই। গোবিন্দদাসের জায় প্রতিভাবান্ কবি যে জ্ঞানদাসের পদ হইতে প্রথম চারি চরণ চুরি করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না।

'পহিলি রাধা মাধব মেলি' ইত্যাদি পদটি ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে (২০১০) জ্ঞানদাস ভণিতায় দৃঢ় হইলেও হরেকৃষ্ণবাবু জ্ঞানদাসের পদাবলীতে ইহাকে স্থান দেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে (পৃ: ৭৪), সংকীর্ণনামুতে (২২), তরুতে (৫২) এবং কীর্তনানন্দে (১৭০ পৃ:) পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতাতেই দেখা যায়। হরেকৃষ্ণবাবু 'সুন্দরি আর কত সাধসি মান' ইত্যাদি পদটিতে ক্ষণদায় (২৪১০) প্রদত্ত জ্ঞানদাসভণিতা মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন— 'পদকল্পতরুতে এই পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে।' কিন্তু 'পদকল্পতরুর পূর্বে সংকলিত বলিয়া আমরা ক্ষণদাগীতচিন্তামণির প্রমাণ অহুনায়ে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় গ্রহণ করিলাম' (পৃ: ২৫২)। প্রথমোক্ত পদ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি এই নীতি মানিয়া লন নাই। তবে আলোচ্য পদটি জ্ঞানদাসের না গোবিন্দদাসের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যে সংকলন পূর্ববর্তী তাহার পাঠই যদি ঠিক বলিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে দানের 'শুন শুন স্বজন কানাই, তুমি সে নূতন দানী' পদটি জ্ঞানদাসের বলিয়া মানা যায় না, কেননা তরুতে (১৩৭৫) জ্ঞানদাস-ভণিতা থাকিলেও, তাহার পূর্বে সংকলিত সংকীর্ণনামুতে (২৫২) ভণিতা আছে গোবিন্দদাসের। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু এটিকে জ্ঞানদাসের পদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন (পৃ: ১১০)। সেইরূপ 'কত কত ভুবনে আছে বরনারী' পদটিও সংকীর্ণনামুতে (৩৪) গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে, যদিও তরুতে



( ৫১৭ ) জ্ঞানদাস-ভণিতা পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণবাবু (পৃ: ২৪৬) জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। 'সহজই শ্রাম স্বকোমল শীতল' ইত্যাদি পদটি কীর্ত্তনানন্দে (পৃ: ১৫২) গোবিন্দদাস-ভণিতায় দ্রুত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষণদায় ( ৭১৫ ) ইহা জ্ঞানদাস-ভণিতায় আছে। 'কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল' ইত্যাদি পদটিকে হরেকৃষ্ণবাবু জ্ঞানদাসের পদ বলিয়াছেন (পৃ: ৬৪)। বোধ হয় সতীশচন্দ্র রায় সংকলিত অপ্রকাশিত 'পদ-রত্নাবলীতে' ( ১২২ ) ঐরূপ ভণিতা দেখিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নরহরি চক্রবর্তী ঐ পদটি গীতচন্দ্রোদয়ে ( ১৫৭ পৃ: ) এবং পরবর্তী কালে গৌরহন্দর দাস কীর্ত্তনানন্দে ( ৭৮ পৃ: ) গোবিন্দদাস-ভণিতাতেই ধরিয়াছেন। রচনাভঙ্গী দেখিয়া পদটি গোবিন্দদাসের বলিয়াই মনে হয়।

'রসের হাটে আইলাম মাজাইয়া পসার' পদটি তরুতে ( ৩০৫ ) কাহুরাম-ভণিতায় দ্রুত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে এটি গোবিন্দদাসের পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি অবশ্য পদটি কোন্ গোবিন্দদাসের তাহা বলেন নাই।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ( ১৬১ ) 'তপতকাঞ্চন কান্তি কলেবর' ইত্যাদি পদটি অনন্তদাস-ভণিতায় দেখা যায়। কিন্তু পদকল্পতরুতে ( ৭৮৮ ) ইহার ভণিতায় আছে গোবিন্দদাসের নাম। রচনাভঙ্গী হইতে এটি কাহার রচনা তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

'নাচে গোরা প্রেমে ভোরা' পদটি ক্ষণদায় ( ২০১ ) কৃষ্ণদাস-ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে ( ২০৭৭ ) ইহার ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম দেখা যায়। পদটিতে গোবিন্দদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য, অল্পপ্রাসাদি অলঙ্কার দেখা যায় না।

'অপরূপ গোরা নটরাজ' ইত্যাদি পদটির ভণিতায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদায় 'বাসুদেব দত্ত' নাম দিয়াছেন, কিন্তু পদকল্পতরুতে ( ২২২৫ ) ইহার ভণিতায় আছে গোবিন্দদাসের নাম। পদরসসারের পুঁথিতেও গোবিন্দদাস-ভণিতা আছে। পদটি আলঙ্কারিক ভঙ্গীতে লিখিত,

সেইজন্ত গোবিন্দদাসের রচনা হওয়াই বেশী সম্ভব। বাসুদেব দত্তের নামাঙ্কিত অল্প কোন পদ পাওয়া যায় নাই; তিনি যে পদ লিখিতেন এমন কথাও বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় না।

'মদন মদালসে শ্রাম বিভোর' ইত্যাদি পদটির ভণিতায় 'ক্ষণদাতে ( ২৫১০ ) গোবিন্দদাসের নাম, সংকীর্ত্তনামুতে ( ২০৬ ) মথুরেশদাসের নামে এবং পদকল্পতরুতে ( ২০০৮ ) বিজ্ঞাপতির নাম পাওয়া যায়। পদটিতে গোবিন্দদাসের ছাপ সম্পষ্ট বলিয়া এটিকে আমি 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'তে স্থান দিয়াছি।

'কি রূপ দেখিলু' মধুর মুরতি' ইত্যাদি পদটি পদ-কল্পতরুতে দ্বিজ ভীমের ভণিতাসহ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে ( পৃ: ১৬১ ) ইহার শেষ চরণ হইতেছে 'রাতা উতপল চরণযুগল নিছনি গোবিন্দদাস।' খুব সম্ভব পদটি গোবিন্দদাসেরই।

'রজনী গোড়ায়লি রতিস্বখসাধে' পদটি যখন পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, তখন পদকল্পতরুতে ( ৪০৭ ) 'গোবিন্দদাস চললি আণ্ডসারি, আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি' ভণিতাকে অপ্রামাণিক বলিতে হয়। 'উলসিত মকু হিয়া আজু আওব পিয়া' পদটি তরুতে ( ১৭০৪ ) গোবিন্দদাসের ভণিতায় থাকিলেও, রসমঞ্জরীতে মাধব ঘোষের ভণিতায় দেখা যায়। উভয় পদের প্রথম চারি চরণ একেবারে এক, কিন্তু পরবর্তী চরণগুলি পৃথক্। গোবিন্দদাস ভণিতায়ুক্ত পদে উনিশটি চরণ, আর মাধব ঘোষের পদে ১১টি মাত্র চরণ। মাধব ঘোষের যে সাতটি চরণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের কোন মিল নাই তাহা এই—

সজ্জনি সবহ বিগদ দূরে গেল।

স্বপ্ন সম্পদ যত                      সন্তে ভেল অজুগত

সো পিয়া অহুকুল ভেল।

সব তহু পুলকিত                      ওছইতে স্তম্বরি

রাইক অমিঞা সিনান।

মাধব ঘোষ কহে                      হৃদয় জুড়ায়ব

তহু ভেল গদগদ মান।



সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে 'কাহুর বিরস কথি লাগি' পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু তরুতে (১৬১০) এই পদের ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে। 'লাখবাণ কনক কবিল কলেবর' পদটিতে (তরু ২১৪০) গোবিন্দদাসের প্রিয় 'চলনা' 'দোলনা' 'বয়না' 'নয়না' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এটিকে তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কীর্তনানন্দে (পৃ: ২২) ইহা বলরামদাস-ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।

নিদান দেখিয়া আইলু পুন।

ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে (২৮), পদামৃতসমুদ্রে (পৃ: ১২০) এবং গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃ: ২২) চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু কীর্তনানন্দের (পৃ: ১৫২) ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম আছে। কীর্তনানন্দের প্রমাণ এখানে নিতান্ত দুর্বল বলিয়া মনে হয়।

পদকল্পতরুতে প্রদত্ত ভণিতায় যে মাঝে মাঝে ভুল আছে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় 'মথুরা সঞ্চে হরি করি পথ চাতুরি' ইত্যাদি পদামৃতসমুদ্রে (পৃ: ৩৮২) দ্রুত পদটি হইতে। পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুর নিজে বলিতেছেন যে, এই পদটি গোবিন্দদাসকৃত; কিন্তু বৈষ্ণবদাস তরুতে (১২৮৪) এই পদের ভণিতা ধরিয়াছেন—

এ রাধামোহন কহ ইহ অল্পপম নহ

প্রাণদ ঐছন ক্ষেম।

পদামৃতসমুদ্রে দ্রুত পাঠ হইতেছে—

গোবিন্দদাস কহ অল্পপম আর নহ

প্রাণদ যৈছন ক্ষেম।

'রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবনে আলুয়া আলস-ভরে' ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে (১০৮৩ ও ২৮৩৫) এবং পদামৃতসমুদ্রে (পৃ: ২৩৬) দাস জগন্নাথ-ভণিতায় দ্রুত হইয়াছে। কিন্তু পদরসসারে উহার ভণিতায় আছে 'ছিজ চণ্ডীদাস' এবং পদকল্পতরুর ক-চিহ্নিত পুথির ভণিতার পাঠ 'জ্ঞানদাস রস'। কীর্তনানন্দে (পৃ: ২২৮) এই পদের ভণিতা হইতেছে—

ধীরি করি গেল, নাহি কর রোল, দাস গোবিন্দ কর।

এই পদটি হয় জগন্নাথদাসের না হয় গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা। 'হরি হরি বড় দুখ রইল মরমে' ইত্যাদি পদটি তরুতে (২২৮৭) গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক প্রাচীন পুথিতে এটি নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতায় দেখা যায়।

'মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলু' ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে (৩০৪) 'কান্দয়ে কাহুরাম দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসসারে পদটিতে 'কান্দই গোবিন্দদাস' পাঠ পাইয়া উহা গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া অপ্রকাশিত পদরসাবলীতে (পৃ: ২৭) প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে (পৃ: ২৫) 'রমনা সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই' ইত্যাদি পদটিও গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া দ্রুত হইয়াছে, কিন্তু রসমঞ্জরীতে দ্রুত (পৃ: ১০) ঐ পদের কোন ভণিতা নাই।

'আর কিয় কনককবিল তহু স্বন্দর' ইত্যাদি প্রেম-বৈচিত্ত্যের পদটি পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে; কিন্তু ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত রসকল্পবলীতে উহা বল্লভ চৌধুরীর ভণিতায় দেখা যায়। তরুর ৭৭০ পদটিও প্রেমবৈচিত্ত্যের এবং উহার ভণিতায়ও বল্লভদাস নাম আছে। তরুর মতে 'কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই' (১০৫২) এবং 'মকু পদ দংশল মদনভুজঙ্গ' (১০৭৬) পদ দুইটি গোপাল অর্থাৎ রসকল্পবলীর সকলয়িতার রচনা। ইনি কি একদিকে চণ্ডীদাসের চংয়ের পদ এবং অন্তদিকে গোবিন্দদাসের মত আলাপ্যিক রীতির পদরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন?

### গোবিন্দদাস কি মৈথিল কবি?

গোবিন্দদাস মৈথিল কবি ছিলেন এই কথা প্রথমে প্রচার করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। তিনি ১৩৩১ সালের 'মাসিক বহুমতী'র কান্তিক সংখ্যায়, ১৩৩৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৫ ভাগ, পৃ: ৭১-৭৬), ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (পৃ: ১২৬-২০৬) ও আষাঢ় (পৃ: ৩৪৩-৩৫২) সংখ্যা



প্রবাসীতে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের Modern Review পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রবাবুর প্রথম প্রবন্ধ মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হইবার দেড় বছরের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে সিউড়ীতে অতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে উহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠান। ১৩৩৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সংখ্যায় এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। সতীশবাবুর পরলোক-গমনের পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ( ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ) এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পদকল্পতরুর ভূমিকায় ( পৃ: ৬৯-৮১ ) মুদ্রিত হয়। পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের উপসংহারে সতীশবাবু লেখেন, 'গোবিন্দ কবিরাজের আলোচ্য পদাবলী মিথিলার পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের স্বদেশী গোবিন্দদাস-নামক কল্পিত কবির রচিত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত দাবী করিতে অগ্রসর হন নাই।'

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( ৩৬ খণ্ড, পৃ: ৬৯-১২৮ ) অধ্যাপক স্বকুমার সেনও নগেন্দ্রবাবুর যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন। তিনি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত গোবিন্দ কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব' নাটকের একটি শ্লোক হইতে কবির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার দুইটি যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের বিজ্ঞাপতিবন্দনায় ( এই সম্বলনের ৪৫ সংখ্যক পদ ) আছে—

রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী-

লীলা ক্ষুরব কি মোয়।

স্বকুমারবাবু বলেন যে ইহা 'বৈষ্ণব ছাড়া কাহারও লেখা সম্ভব নহে'। বিজ্ঞাপতি যে রাধাকৃষ্ণের লীলা গান করিয়াছিলেন একথা মিথিলাবাসী স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিজ্ঞাপতিকে শৃঙ্গারবর্ষের কবি ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন না। স্বকুমারবাবুর অন্ততম প্রবল যুক্তি এই যে, ১০৬০ হইতে ১০৬৩ সাল বা ১৬৫৪ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নকল করা শ্রীসঙ্গনীকান্ত দাসের একখানি পুথিতে গোবিন্দদাসের অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে পাঁচটি পদ এ পর্য্যন্ত

কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। গোবিন্দদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় বসিয়া কবিতা লিখিলে এই পুথিতে তাঁহার অতগুলি পদের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়।

সতীশচন্দ্র রায় ও স্বকুমার সেনের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিবার কোন প্রয়াস না করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা-নাথ দীক্ষিত মহাশয় 'গোবিন্দগীতাবলী' এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রমানাথ বা 'শৃঙ্গারভজন' নাম দিয়া গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদ প্রকাশ করেন। তাঁহারা উভয়েই দাবী করেন যে, এই পদগুলির রচয়িতা মৈথিল গোবিন্দ বা, বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজ নহে। 'শৃঙ্গারভজনে' বলা হইয়াছে যে মৈথিল কবি চণ্ডা বা বিজ্ঞাপতির পদ সংগ্রহের সময় গোবিন্দদাসেরও পদ সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ 'শৃঙ্গারভজন' 'বৈষ্ণব পদলহরীর' ৩৫টি পদের দেবনাগরী অক্ষরে রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নহে।

পাটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গোবিন্দগীতাবলী' ও 'শৃঙ্গারভজন' মৈথিলী ভাষার এম. এ. পরীক্ষার একটি স্বতন্ত্র পত্রের পাঠ্য। গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিয়া একাধিক ব্যক্তি ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন। স্বতরাং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এ বিষয়ে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাস যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মৈথিল কবি ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপে বলা হয় যে, মিথিলার কুলজীতে আছে যে ঘরভাদা জেলার লোহনা গ্রামে ( ঝঞ্ঝরপুর রেল ষ্টেশনের নিকট ) কৃষ্ণদাস ঝার চার পুত্র ছিল—গঙ্গাদাস, গোবিন্দদাস, হরিদাস ও রামদাস। রামদাস হুন্দর ঠাকুর মহারাজের মনোরঞ্জনার্থ 'আনন্দ-বিজয় নাটিকা' লেখেন এবং উহাতে নাকি কবি গোবিন্দদাস বা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় ( উদ্ পুস্তককে আধার পর মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দদাসজীকে সম্বন্ধ মে অচ্ছা প্রকাশ ডালা জা সক্তা হায়—গোবিন্দগীতাবলীর ভূমিকা, পৃ: ১০ )। ১৩৩৩ সালে মহেশ বা আনন্দ-বিজয় নাটিকা ( মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮ ) প্রকাশ করেন। উহার চতুর্থ শ্লোকটি পূর্ব ও পর অংশসহ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।



স্বভাব—

ইদং হি কাত্যায়নগোত্রস্ত কুজোলীকুলনন্দনস্ত  
যস্মিন্ গৰ্জ্জতি রোমদণ্ডকপটেনায়ত্নরত্নাকরা  
নাতথস্তি বপুর্বিদ্রখনয়ো বিখ্যাতসংখ্যাবতাম্ ।  
শ্রীগোবিন্দঘনেন তেন গুরুণা কারুণ্যপুণ্যাস্তনা  
সিক্তশ্রামরশাখিনো নবরসং রামস্ত রম্যং কলম্ ॥  
এতচ্চ মিথিলাবিলাসিনীহৃদয়মন্দিরসুন্দরনরেশায় তেনো-  
পহারীকৃতম্ ।

ইহার সাদা অর্থ মনে হয় এই—

কাত্যায়ন গোত্রের কুজোলীকুলের সন্তান রামের যে  
রম্য কলম তাহা তৎকর্তৃক মিথিলাবিলাসিনীদের হৃদয়-  
মন্দিরে যে সুন্দর নরেশ আছেন তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত  
হইল । ( সেই রাম কিরূপ ? ) যিনি গৰ্জ্জন করিলে  
অসংখ্য বিখ্যাত জনের শরীররূপ যে বৈদূর্য্যমণির খনি  
রোমদণ্ডচ্ছলে ( রোমাঞ্চচ্ছলে ) অথত্বোৎপাদিত বত্নাকুর  
সকল বিচ্ছুরিত হয়, সেই গুরু ( মহান ) গোবিন্দঘনের  
( গোবিন্দরূপ মেঘ ) কারুণ্যপুণ্যজাল অভিষিক্ত কল্প-  
তরুর নবরসযুক্ত রাম । শ্লোকটির ভাষা আদর্শস্থানীয়  
নহে ; মৈথিলী ভাষায় পদ রচনাতেও এই রামদাস বিচিত্র  
ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা—

মানস-মীন-তরঙ্গিনী রে, বিহ রচল অগাধা ।

যাহা হউক উক্ত শ্লোকটি হইতে কি করিয়া সিদ্ধান্ত  
করা যায় যে, রামদাসের বড় ভাই গোবিন্দ খুব বড় কবি  
ছিলেন ? গোবিন্দের গৰ্জ্জনে লোকের রোমাঞ্চ হইত ;  
সে রোমাঞ্চ ভয়ে, বিস্ময়ে বা আনন্দে হইতে পারে ।  
তারপর আরও মুস্থিল এই যে, এই অস্পষ্ট শ্লোকটি  
'আনন্দবিজয়ের' সব পুঁথিতে পাওয়া যায় না । ১২২০  
সম্বতের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মজঃফরপুর  
হইতে শ্রীভুবনেশ্বর সিংহ ঐ নাটক যখন সম্পাদনা করেন  
তখন তিনি তাঁহার উপজীব্য পুঁথিতে ঐ শ্লোক পান নাই ।

গোবিন্দদাসের দুইটি পদের ভণিতায় ( ৪৬০ ও  
৬৩২ ) প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ দেখা যায় । উহার  
মধ্যে—

শুন শুন নিরদয় হৃদয়মাধব সে যে সুন্দরী রাই ( ৬৩২ )

পদটির 'বৈষ্ণবপদলহরী' ( পৃঃ ৩৭২ )তে এবং 'শৃঙ্গার-  
ভঞ্জে' ( ১১১৪ ) প্রদত্ত ভণিতায় আছে—

প্রতাপ আদিত্য এ রসে ভাসিত

দাস গোবিন্দ গান ।

এই প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা । ইনি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে  
জাহাঙ্গীরের সেনাপতি কর্তৃক পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত  
হন ( History of Bengal II—স্তর যত্নাথ সরকার  
সম্পাদিত, পৃঃ ২৬৪ ) । সুতরাং পদটি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের  
পূর্বে রচিত হইয়াছিল । গোবিন্দ ঝার যে সময় নির্দেশ  
করা হইয়াছে তাহার অন্ততঃ এক পুরুষ আগে গোবিন্দ  
কবিরাজ জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে ।

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী ১৬৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ  
রামদাস ওঝার পৃষ্ঠপোষক সুন্দর মহারাজা যখন মিথিলায়  
রাজত্ব করিতেছিলেন তখন রচিত হয় । রসমঞ্জরীতে  
গোবিন্দদাসের ২৩টি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে । বলা যাইতে  
পারে যে, মিথিলার কবি ঐ সব পদ রচনা করার সঙ্গে  
সঙ্গে ওগুলি বাংলাদেশে আমদানী হয় এবং বাঙ্গালী কবি  
রসের উদাহরণস্বরূপে মৈথিল কবির পদ ব্যবহার করেন ।  
কিন্তু একরূপ যুক্তির একটু খুঁত এই যে, রসমঞ্জরীর রচনা-  
কালে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামেরও কবিখ্যাতি এত  
বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পীতাম্বর তাঁহারও পদ উদ্ধৃত  
করিয়াছেন ( পৃঃ ৫৭ ) । এই হিসাবেও মৈথিল গোবিন্দ  
ঝার যে সময় নির্দেশ করা হয় তাহার দুই পুরুষ আগে  
গোবিন্দদাসের সময় ।

'মরকত মঞ্জু-মুকুর মুখমণ্ডিল মুখরিত মুরলী স্বতান'  
( ১৫২ ) ইত্যাদি পদটির ভণিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর  
প্রথমে সংকলিত গীতচন্দ্রোদয়ে, ঐ শতকের মধ্যভাগে  
সংকলিত পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে এবং ১৭৭৭  
খ্রীষ্টাব্দের লেখা সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুঁথিতে  
আছে—

রায় সন্তোষ-মধুপ-অহুসঙ্কিত

নন্দিত দাস গোবিন্দ ।

ঐ সন্তোষ রায় যে নবোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা তাহা রাধা-  
মোহন ঠাকুর স্বকৃত টীকায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন ।





কীর্তনানন্দে ঐ পদটির ভণিতায় ছাপা হয়—‘কত কত ভকত মধুপ অহুসঙ্কিত বঞ্চিত দাস গোবিন্দ’। বৈষ্ণবপদ-লহরীতে উহাই বিদ্রুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—‘কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত বঞ্চিত দাস গোবিন্দ’। উহা হইতে গোবিন্দগীতাবলী ( ২৬ ) ও শৃঙ্গারভঞ্জে ( ২১২৬ ) ঐ ভণিতা গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃত ভণিতা হইতে গোবিন্দ কবিরাজের সময় নির্ণয় করা যায়।

গোবিন্দদাস যে তাঁহার সমসাময়িকদের নাম উল্লেখ করিয়া ‘মধুপ অহুসঙ্কিত’ লিখিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কুহুমিত কুজ কল্লভ কানন’ ( ১৬২ ) ইত্যাদি পদটির ‘রায় বসন্ত মধুপ অহুসঙ্কিত নন্দিত দাস গোবিন্দ’ ভণিতা হইতে। গোবিন্দগীতাবলী ( ১২ ) ও শৃঙ্গারভঞ্জে ( ২১১১ ) ঐরূপ ভণিতা দেওয়া হইয়াছে, যদিও বৈষ্ণবপদ-লহরী ( পৃ: ৩০২ )তে নন্দিত স্থানে ‘নিন্দিত’ ছাপা হওয়ায় মৈথিলী সংস্করণেও অনর্থক কবি নিন্দিত হইয়াছেন। রায় বসন্ত বাঙ্গালী কবি। তাঁহার সম্বন্ধে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কর্ণানন্দে আছে—

রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।

বৃন্দাবন যাবার লাগে চিন্তে অবিরত ॥

রায় বসন্তকে পত্র দিয়া শ্রীজীবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। ভক্তিবক্তাকরে ( পৃ: ২২ ) আছে—

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।

বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিজ্ঞাবসন্ত ॥

অত্র একটা পদেও ( ১৫৬ ) গোবিন্দদাস বসন্তরায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দগীতাবলী ( ২১ )তে ‘ভুলল যাহে বিজ্ঞরাজ বসন্ত’ স্থলে ‘ভুলল যাহে কতুরাজ বসন্ত’ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় ঐ পদটির কোথাও বসন্ত কতুর কোন প্রসঙ্গ নাই। শৃঙ্গারভঞ্জে ( ২১২১ ) বসন্তরায়ের নাম বজায় আছে। বসন্তরায় গোবিন্দদাস বার পূর্ববর্তী এবং গোবিন্দ কবিরাজের সমকালীন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত ৫১টা পদ পদকল্পতরুতে গৃহীত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ আর একজন বাঙ্গালী কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন বল্লভ। ‘আধক

আধ-আধ দিঠি অকলে’ ( ২০৭ ) ইত্যাদি পদটির শেষে আছে—

গোবিন্দদাস ভণে

শ্রীবল্লভ জানে

রসবতি রস মরিয়ায়।

গোবিন্দগীতাবলী ( ১০৮ ) ও শৃঙ্গারভঞ্জে ( ১৮ ) এই পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। বল্লভও গোবিন্দদাস কবিরাজের ছাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। তাঁহার রচিত ২৫টা পদ পদকল্পতরুতে সংকলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২৮২ ও ২২৮৩ সংখ্যক পদ দুইটা নরোত্তম দাসের উপর।

গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙ্গালী কবি ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি খাটি বাংলা শব্দের প্রয়োগে, যাহা অবাদ্বালীর পক্ষে বুঝা সহজ নহে। হৃদয় মন্দিরে মোর কাহ্ন ঘুমাওল ( ৫২৬ )।—এই পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোবিন্দগীতাবলী ( ১১০ )তে ‘ঘুমাওল’ শব্দের মানে লেখা হইয়াছে, ‘ঘুমায়া প্রদক্ষিণ করায়’। কাহ্ন বাধার হৃদয়মন্দিরে নিদ্রিত হইলেন এই অর্থটা দীক্ষিত মহাশয় ধরিতে পারেন নাই। ‘শৃঙ্গার-ভঞ্জনের’ ( ১১২ ) সংকলয়িতা বিপদ্ এড়াইবার জন্ত পাঠ ধরিয়াছেন—

হৃদয় মন্দিরে মোর কাহ্ন লুকাওল।

ঐ পদের শেষের দিকে আছে—

ভাবে ভরল তহু পরিজন বাঁচিতে

গৃহপতি শপথিক ঠাম।

গোবিন্দগীতাবলীতে ‘ভাবে ভরল তহু’র পরিবর্তে ‘ভোর ভরল মন’ এবং ‘শপথিক’ স্থানে ‘গৃহপতি শপথিক ঠাম’ লেখা হইয়াছে। উহার মানে যে কি তাহা টীকাকার বলেন নাই। ‘শৃঙ্গারভঞ্জে’ পাঠ দেওয়া হইয়াছে—‘ভার ভরল মন পরিজন বাহিত গৃহপতি সৌতিন ঠাম’। মূলপদের ‘বাঁচিতে’ অর্থ বকনা করিবার জন্ত এবং ‘গৃহপতি শপথিক ঠাম’ মানে ঘরের স্বামীর নাম লইয়া শুধু আমি শপথ করি অর্থাৎ ঘরের লোকজনকে ভুলাইবার জন্ত ‘সোয়ামির মাথা খাই, সত্যি বলছি,’ এইরূপ বলি। ‘পরিজন বাহিত’ প্রভৃতি পাঠ ধরিলে দাঁড়ায় যে বাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের জন্ত যে পুলক সঞ্চার হয়



তাহা আয়ানের পরিজনদের বাহিত এবং গৃহপতিও শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার প্রার্থী বলিয়া তিনি শ্রীরাধার 'সৌতিন ঠান' হইয়াছেন। 'শৃঙ্গারভঞ্জন' প্রকাশক অবশ্য 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক অপেক্ষা বেশী চতুর, তাই কোথাও তিনি কোন শব্দের বা পদের কোন প্রকার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পান নাই।

'ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ' (৬৫৪) ইত্যাদি পদেও 'নিদ্রার মধ্যে কথা বলে' অর্থ বুঝিতে না পারায় 'গোবিন্দ-গীতাবলী'তে পাঠ ধরা হইয়াছে (৩৪১)—

ঘুময় আলাপয় কত পরবন্ধ।

মানে না করিয়া দিলেও ঐ সকলনের ১১০ সংখ্যক পদের টীকা হইতে পাঠক বুঝিবেন যে কানাই পাণ্ডচারি করিতে করিতে ( ঘুমতা ফিরতা হ্যায় ) আলাপ করেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে 'রতন আলিঙ্গন করি কত ছন্দ' কি করিয়া সম্ভব হয়? ঘুমের মধ্যে নাগিকাকে ভাবিয়া কোলবাশিশকে আলিঙ্গন করা চলে, কিন্তু পাণ্ডচারি করিতে করিতে তাহা করা সম্ভব কি? শৃঙ্গারভঞ্জে ( ১১৩৫ ) উহার সমাধান করা হইয়াছে 'পরবন্ধ' শব্দটিকে 'পরবন্ধ' রূপে পরিবর্তিত করিয়া। অর্থ—কানাই খাটের উপর চলাফেরা করে ও আলিঙ্গন করে; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় অল্পপস্থিত নাগিকাকে আলিঙ্গন করিবেন কিরূপে? 'কবিপতি বিজ্ঞাপতি মতি মানে' (৪৬) ইত্যাদি পদে—

সো স্থখসার সার সব রসিকক

কঠহি কঠ পরায়ল বনিয়া।

'পরায়ল' শব্দের অর্থ পরাইল ও 'বনিয়া' শব্দের অর্থ বানাইয়া। কিন্তু গোবিন্দগীতাবলীতে (৪) 'পরায়ল' শব্দের মানে লেখা হইয়াছে 'ভাগ গয়া' আর 'বনিয়া' শব্দের অর্থ বণিক্‌সমাজ বা জনসাধারণ। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'শৃঙ্গারভঞ্জে' ( ২১১১ ) বিজ্ঞাপতির লিখিত চারিটি পদ গোবিন্দদাসের একটি পদরূপে ধরা হইয়াছে। পদকল্পতরুর 'গাবই সব মধুমা' ( ১৮০২ ), 'মোহই মাধবি-মাস' ( ১৮০৩ ), 'বিক্তি রহ নিশিবাস' ( ১৮০৪ ), 'অস্তরে আওয়ে আষাঢ়' ( ১৮০৫ )

পদকয়টি সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন যে, ঐ কয়টি 'বিজ্ঞাপতিঠকুর'। কিন্তু বৈষ্ণবপদলহরীতে (৪৩২) ভুল করিয়া ঐ পদ কয়টি 'গাবই সব মধুমা' শীর্ষকে ছাপা হওয়ায় উহা হইতে লওয়া 'শৃঙ্গারভঞ্জে' অস্বরূপ ভুল করা হইয়াছে। মিথিলায় 'শৃঙ্গারভঞ্জন' সংকলিত হইলে চণ্ডা বা একপ ভুল করিতেন না। 'শৃঙ্গারভঞ্জে'র ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, মৈথিল কবি চণ্ডা বা যখন নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণের জ্ঞাত বিজ্ঞাপতির পদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তিনি 'শৃঙ্গারভঞ্জে'র পদগুলিও সংগ্রহ করেন। নগেন্দ্রগুপ্তের বিজ্ঞাপতি ১৩১৬ সাল বা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর বিজ্ঞাপতি প্রকাশের চার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১২ সালে বা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবপদলহরী প্রকাশিত হয়। উহার অধিকাংশ পদই আবার ১৩০৪ সাল বা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর' দ্বিতীয় ভাগ বাহাতে গোবিন্দদাসের প্রায় ৪৩১টি পদ আছে তাহা হইতে লওয়া। বৈষ্ণবপদলহরী ও প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর পদগুলি আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর সকলন গ্রন্থগুলি হইতে সংকলিত। তবে 'শৃঙ্গারভঞ্জন' অথবা 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদকেরা একবারও কোথাও বৈষ্ণবপদলহরীর নাম করেন নাই। কিন্তু উভয় সকলয়িতাই যে বৈষ্ণবপদলহরীকে আকর-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই ভূমিকাসংগৃহীত তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এইখানে মাত্র দুই-একটি প্রমাণ দিব—

(ক) বৈষ্ণবপদলহরীতে 'ও নব জলধর অঙ্গ' (২২০) পদটি ভুল করিয়া দুইবার ( ১৪২ ও ৩০৪ ) ছাপা হইয়াছে। শৃঙ্গারভঞ্জেও উহা দুইবার দেওয়া হইয়াছে ( ২১৬ এবং ২১৫৮ )।

(খ) বৈষ্ণবপদলহরীতে 'মাধবী মাসে সাধ বিহি বাধল' পদটিতে ( ৬৫৩ ) কান্তিক মাসের শেষে গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে, তারপর আবার 'আঘন মাস রাস রসায়ন' হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু পদটির শেষে ভণিতা নাই। আসল ব্যাপার এই যে, কবি 'আঘন মাস রাস রসায়ন' হইতে



পদটি আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসে শেষ করিয়া ভণিতা দিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবপদলহরীর সঙ্কলনিতা অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ বৃত্তিতে না পারিয়া বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিলেন। শৃঙ্গারভঞ্নেও ( ১১১২ ) ঠিক এই উল্টা-পাল্টা ভাবে পদটি ছাপা হইয়াছে।

(গ) 'এ ধনি এ ধনি করু অবধান' ( ১১২ ) পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে রতিবিলাসের পর সাজাইয়া দিতেছেন। বৈষ্ণবপদলহরীর ভণিতায় 'গোবিন্দদাস গুণ গায়ব তোরি' আছে। 'তোরি' শব্দটি মৈথিলী ভাষায় চলে না। তাই শৃঙ্গারভঞ্নে উহাকে বদলাইয়া করা হইয়াছে 'গোবিন্দদাস পুনি গায়ব হোরী'। ঐ পদের কোথাও হোরি বা হোলির কোন প্রসঙ্গ নাই। 'গায়ব হোরী' বলিতে যদি অশ্লীল গালাগালি করিব বোঝায় তাহাও ঐ পদের অর্থের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয় না।

(ঘ) গোবিন্দগীতাবলীতে বৈষ্ণবপদলহরাকে অঙ্কভাবে অহুসরণ করিতে বাইয়া কতকগুলি মারাত্মক রকমের বিকৃত পাঠ ছাপা হইয়াছে। যথা—'এ ধনি না করু পসাহন আন' ( ১৮২ ) ইত্যাদি পদটির অর্থ হইতেছে যে, হে সুন্দরি আর অস্ত্র প্রসাদন করিও না; এমনিই তোমাকে দেখিয়া মধুহনন মুগ্ধ। কিন্তু লহরীতে এই সুন্দর পদটি ( পৃ: ৩০৭ ) ছাপা হইয়াছে—

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান।

এই পাঠবিকৃতি গোবিন্দগীতাবলীতেও ( ৬১ ) দেখা যাইতেছে।

গোবিন্দ গীতাবলীর অনেকগুলি পদ বহুমতীর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর চতুর্থ ভাগ হইতেও গৃহীত হইয়াছে। সেখানেও এইরূপ পাঠবিভ্রাট ঘটিয়াছে; যথা—

কহল মো খলজন দোখল কাণ ( ৫১১ )

অর্থাৎ আমি বলিলাম যে ছুটলোক কানাইয়ের দোষ দিল। পুথি পড়িতে না পারায় বহুমতী সংস্করণে ছাপা হইয়াছে—'কোমল মাখন জহু দেখল কান'। গোবিন্দ-গীতাবলীতে ( ২৮২ ) ঐ ভুলের প্রতিশ্রুতি করিয়া লেখা হইয়াছে—

'কোমল মাখন জহু দেখল কান'।

পদটির পরবর্তী চরণে আছে—

তুহঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান।

যোথে বিমুখ যব চলু বর নাহ।

অব কাতর দিঠে মনু মুখ চাহ ॥

রাগ করিয়া বিমুখ হইয়া যিনি চলিয়া যান, তাঁহার চেহারা কোমল মাখনের মতন নিশ্চয়ই দেখায় না।

'শৃঙ্গারভঞ্ন' ( ১৮১ ) এ স্থলে লহরীকে ( ৪০৬ ) অহুসরণ করায় এই ভুলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপতি মৈথিল কবি হওয়া সত্ত্বেও বাদ্রালীরা তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। গোবিন্দদাসও যদি মিথিলার কবি হইতেন তাহা হইলেও গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার আদর বিন্দুমাত্র কম হইত না।

তবে গোবিন্দদাসের স্বকৃত নাটক 'সঙ্গীতমাধব', তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ব্রজবুলির রচয়িতা গোবিন্দদাস বাংলাদেশের তেলেরি বুধুরির পশ্চিম-পাড়া নিবাসী কবি। 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক এই সব বিষয় আলোচনা না করিয়াই লিখিয়াছেন—"মৈথিলী কো বংগলা সিদ্ধ করনে কে প্রযত্ন মৈ গোবিন্দদাস কী ভাষা কী কাকী কতর ব্যোঠকী গই হৈ। ইহা তক কি উহে বংগালী সিদ্ধ করনে কে লিয়ে কতিপর পুস্তকৌ সৈ উনকা 'কাল্লনিক' জীবন চরিত্র ভী হুঁস দিয়া গয়া হৈ।" তিনি প্রমাণস্বরূপ বিখ্যকোষের প্রবন্ধ হইতে দেখাইয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের জীবনী ভক্তমাল, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে আছে। কিন্তু তিনি ঐসব গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা আমাদের বিতর্কে ঐ তিনখানি গ্রন্থের চেয়েও সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলির উপর বেশী জোর দিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—আমরা গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রায় প্রত্যেকটি পদ বহু প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থে ও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি। বাংলাদেশে ও ব্রজমণ্ডলে যেখানে যেখানে পুথি সংগৃহীত আছে সেখানেই গোবিন্দদাসের পদযুক্ত অনেক পুথি দেখা যায়। ইহার মধ্যে আমি



বৃন্দাবনের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের, বরাহনগর পাট-বাড়ীর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পুঁথি আলোচনা করিয়াছি। গোবিন্দদাস ঝার পদসম্বলিত একখানি পুঁথিও আজ পর্যন্ত মিথিলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি গোবিন্দদাস মৈথিল কবিই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পদসংগ্রহের একখানি প্রাচীন পুঁথিও কি মিথিলায় রক্ষিত হইত না?

অবশ্য গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিল কবি ছিলেন। তাঁহার দুইটি পদ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লোচন কবি-সম্বলিত রাগতরঙ্গিণীতে দ্রুত হইয়াছে। পদ দুইটি আমি এই গ্রন্থের 'খ' পরিশিষ্টে দিলাম। উভয় পদেই সোরজদেবীর পতি কংসনারায়ণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কংসনারায়ণ যে বীরসিংহের উপনাম তাহা মিত্র মজুমদার সংস্করণ বিজ্ঞাপতি গ্রন্থে (পৃ: ১৫১, পাদটীকা) আমি দেখাইয়াছি। ১৪৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিংহ যে মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সেতু-দর্পণী হইতে জানা যায়। বিজ্ঞাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে ইহাকে 'সংগ্রামে রিপুবাজকংসদলনঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ' বলিয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীদ্রুত প্রথম পদটির ভণিতায় শুধু 'গোবিন্দবচনসারে' আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পদটিতে 'দাস গোবিন্দ ভণ' পাওয়া যায়।

লাহোরিয়াসবাই হইতে শ্রীমধ্বনাথ দীক্ষিত ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে 'গোবিন্দগীতাবলী' প্রকাশ করেন অথবা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরমানাথ ঝা যে 'শৃঙ্গারভঞ্জন' মুদ্রিত করাইয়াছেন তাহাতে মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের এই দুইটি পদ নাই। হয়তো তাঁহারা পদ দুইটি লক্ষ্য করেন নাই; করিলেও বিজ্ঞাপতির সমসাময়িক গোবিন্দদাসকে

তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। উভয় গ্রন্থেই সখী বা মঞ্জরী-ভাবেব সাধনামূলক পদগুলি সম্বলিত হইয়াছে।

### উপসংহার

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদ-কল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন (পৃ: ৬২)—"এখনও গোবিন্দ কবিবাজের প্রায় সাড়ে পাঁচশত পদ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় যে আজ পর্যন্ত গোবিন্দদাসের একটি সর্কাঙ্গসম্পন্ন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ বিষয়ের প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছি।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে এতদিনে এ বিষয়ে প্রয়াস করা গেল; কিন্তু এই সংস্করণকে সর্কাঙ্গসম্পন্ন করিবার মতন বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই। আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মালবিকা চাকী এম. এ. এই গ্রন্থের অধিকাংশের এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জলিকা গুহ, এম. এ. কিছু অংশের প্রেসকপি তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

পরিশেষে নবোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অহুসরণ করিয়া বলি—

শ্রীগৌরানন্দ প্রভু মোর যে বলান বাণী।

তাহা বিনা ভালমন্দ কিছুই না জানি।



## ভূমিকা—পরিশিষ্ট

‘শৃঙ্গারভঞ্জন’, ‘গোবিন্দগীতাবলী’, ‘বৈষ্ণব পদলহরী’ ও ‘বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী’র (চতুর্থ খণ্ড) পদগুলির পারস্পরিক তুলনামূলক স্বচী ।

[ লহরী = বৈষ্ণব পদলহরী ; শৃ = শৃঙ্গারভঞ্জন ; গো = গোবিন্দগীতাবলী ; বৈ = বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ]

| লহরী | শৃ   | গো  | পদ                                 | আকর*        |
|------|------|-----|------------------------------------|-------------|
| ৩১২  | ১।১  | ২১০ | এ ধনি এ ধনি কর অবধান               | সমুদ্র ৪৭৫  |
| ৩২০  | ১।২  | ১১০ | হৃদয় মন্দিরে মোর কাহ্ন ঘূমাওল     | ৭১০         |
| ৩১৭  | ১।৩  | ২০৪ | আকুল কুটিল অলকাকুল সখরি            | ২৭০৪        |
| ৩১৮  | ১।৪  | —   | ধনৌ মুখ পঙ্কজ কুহুমে মাজই          | ক. বি. ১০৪৮ |
| ৩২১  | ১।৫  | ২২২ | কাজল তিমির ভরম জহু রুচি            | ৭০৮         |
| ৩২২  | ১।৬  | —   | বেহুক ফুব বুক মদনানলে              | ৭০৭         |
| ৩২৪  | ১।৭  | ১২০ | দরশনে লোর নয়ন যুগ কাঁপি           | গী ২৭৩      |
| ৩২৫  | ১।৮  | ১০৮ | আধক আধ আধ দিঠি অকলে                | ২৩৪         |
| ৩২৬  | —    | ১০২ | ঘাহা দরশনে তহু পুলকে               | গী ২৭৩      |
| ৩২৭  | ১।২  | ২১৪ | যব হরি পাণি পরসে ঘন কাঁপদি         | ২৩৩         |
| ৩৩১  | ১।১০ | ২১৮ | নব ঘন কিরণ বরণ নব নাগর             | ৬২৫         |
| ৩৩২  | ১।১১ | —   | ঘন রসময় তহু অন্তর গহিন            | ৭০৪         |
| ৩৩৩  | ১।১২ | —   | যো গিরি গোচর বিপিনহি সঙ্কর         | ৭০৬         |
| ৩৩৪  | ১।১৩ | ২২৩ | পহিলহি কুল তুল সম উয়ল             | ৭০২         |
| ৩৩৫  | ১।১৪ | —   | শ্রামর তহু কিয়ে তিমির বিরাজ       | সং ১২৭      |
| ৩৩৬  | ১।১৫ | —   | সজনি কি কহব বাইক সোহাগি            | ৭১৬         |
| ৩৩৭  | ১।১৬ | ১৮৩ | শ্রাম কোরে যতনে ধনৌ শুভলি          | ৭৬৫         |
| ৩৩৮  | ১।১৭ | ১৭২ | বোদতি রাধা শ্রাম করি কোর           | ৭৬৬         |
| ৩৩৯  | ১।১৮ | —   | নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই          | ৭৭১         |
| ৩৪০  | ১।১৯ | ১৮০ | রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ              | ৭৬৭         |
| ৩৪১  | ১।২০ | —   | কত পরকায়ে তাহি পরিচয় দেল         | ৭৬৮         |
| ৩৪৪  | ১।২১ | ১০৪ | রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি       | ৭২৪         |
| ৩৪৫  | ১।২২ | ১০৫ | শুনইতে অহঙ্কণ যছু নব গুণ গুণ ( ? ) | ২০১         |
| ৩৪৬  | ১।২৩ | ১০৬ | নব নব গুণ গুণ অবণ রসায়ন           | ২০২         |
| ৩৪৭  | ১।২৪ | ১০৭ | সো কুলবতী অতি ছলহ গতাগতি           | ২১০         |
| ৩৪৮  | ১।২৫ | ১৭৭ | পিরাতির রীত কোন অবহাগক             | ২৪০         |

\* আকর-নির্দেশে সাক্ষেতিক চিহ্ন-ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সঙ্কেত ব্যবহৃত হইয়াছে—পদকল্পতরুর কেবল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ।



| লহরী | শ্র  | গো  | পদ                             | আকর             |
|------|------|-----|--------------------------------|-----------------|
| ৩৪৯  | ১১২৬ | ২৯৪ | সাজল কুহমে শেজ পুন সাজাই       | সং ১২৩          |
| ৩৫০  | ১১২৭ | ২৩০ | বাসিত বারি কর্পূরিত তাহুল      | ৩০৮             |
| ৩৫১  | —    | ২৩১ | উজোর রাতি শেজ বন কিশলয়        | ক্ষণদা ২৩৯      |
| ৩৫২  | ১১২৮ | —   | উগর শশধর দীপক জারল             | ক্ষণদা ১২১৩     |
| ৩৫৩  | ১১২৯ | ২৯১ | হরিণী নয়নী তেজি নিজ মন্দির    | ৩১৯             |
| ৩৫৪  | ১১৩০ | ২৯২ | কতুপতি রাতি বিরহজ্বরে জাগরি    | ৩২০             |
| ৩৫৫  | ১১৩১ | ২৭৭ | পদ নিহারি বারি কর লোচনে        | ৩৬৬             |
| ৩৫৬  | ১১৩২ | —   | মাধব কি কহব সো বর নারী         | ক. বি. ১৪৭১     |
| ৩৫৭  | ১১৩৩ | ২৭৪ | উত্তর না পাই যাই যথা সখি       | ৩৬৩             |
| ৩৫৮  | ১১৩৪ | —   | তোহারি সংবাদে জাগি সব যামিনী   | সী. প. (১), ২০০ |
| ৩৫৯  | ১১৩৫ | ২৮৮ | কতুপতি রাতি উজোরল চন্দ         | ৩১৪             |
| ৩৬০  | ১১৩৬ | ২৯৩ | ভুজগে ভরল পথ কুলিশ             | ৩৪৩             |
| ৩৬১  | ১১৩৭ | —   | কাহুক সঙ্কেতে কেশ বনি আয়লু    | সং ১২৪          |
| ৩৬২  | ১১৩৮ | ২৯২ | কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি | ৩৬২             |
| ৩৬৩  | ১১৩৯ | —   | দেখ সখি অষ্টমীক রাতি           | ক্ষণদা ৮১০      |
| ৩৬৪  | ১১৪০ | —   | কপটক কন্দ সো বহনন্দন           | সং ১২৬          |
| ৩৬৫  | ১১৪১ | ২৯৬ | কহ মাধব কোন কলাবতী সোই         | ৩৭১             |
| ৩৬৬  | ১১৪২ | —   | আদরে বাদর করি কত বরখসি         | ৩৭৬             |
| ৩৬৭  | ১১৪৩ | ২৯৭ | ভগমগ অরুণ উজাগর লোচন           | ৩৮৩             |
| ৩৬৮  | ১১৪৪ | ৩০৪ | আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক    | সং ৩৭২          |
| ৩৬৯  | ১১৪৫ | ২৩৮ | সহজেই গোরাই রোখে তিন লোচন      | স ১৭১           |
| ৩৭০  | ১১৪৬ | ২০২ | রজনী গোড়ায়লি রাতি স্থখ সাধে  | ৪০৭             |
| ৩৭১  | ১১৪৭ | ২৪০ | যামিনী জাগি অলস দিষ্টি পড়জে   | সমুদ্র ১৭৭      |
| ৩৭২  | ১১৪৮ | ২৪১ | নখপদ হৃদয় তোহারি              | সমুদ্র ১৭৪      |
| ৩৭৩  | ১১৪৯ | —   | কাহা নখ চিহ্ন চিহ্নি তুহঁ      | সমুদ্র ১৭৫      |
| ৩৭৪  | ১১৫০ | ২৩৭ | জানহুঁ এ হরি তোমারি সোহাগ      | ৪২৫             |
| ৩৭৫  | ১১৫১ | —   | মাধব অপরূপ পেখহুঁ রামা         | ৪২২             |
| ৩৭৬  | ১১৫২ | —   | চাঁদবদনী তুহঁ রামা             | ৪০৮             |
| ৩৭৭  | ১১৫৩ | —   | গুরুজন বচন শ্রবণে তুহঁ ধারলি   | ৪০২             |
| ৩৭৮  | —    | ১২৩ | মনমথ মকর ভরহি ভর কাতর          | ৬২৩             |
| ৩৭৯  | ১১৫৪ | —   | রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব       | ৪৩০             |
| ৩৮০  | ১১৫৫ | ২৭০ | তোহারি কোর পর যো হরি           | ৪১৯             |
| ৩৮১  | ১১৫৬ | ২৩৪ | তুহঁ রহু হৃদয়ি বাসক গেহ       | ৪৪৮             |



| লহরী                                   | শ্রু | গো  | পদ                            | আকর         |
|----------------------------------------|------|-----|-------------------------------|-------------|
| ৩৮১                                    | ১।৫৭ | ২৭২ | হৃদয়ক মান গোপসি তুহঁ ঘোরি    | ৫৭৭         |
| ৩৮২                                    | ১।৫৮ | ২০৫ | পদ্মিনী পুন পরবোধহঁ তোয়      | ৫৫০         |
| ৩৮৩                                    | ১।৫৯ | ২৮০ | বদন না কর মলিন ছাঁদ           | ৫৮২         |
| ৩৮৪                                    | ১।৬০ | ২২৮ | মুগ্ধি জ্ঞান হরি রাইক পরিহারি | ২০৩২        |
| ৩৮৫                                    | ১।৬১ | —   | সখীগণ বচন না শুনল মানিনী      | ২০৪০        |
| ৩৮৬                                    | ১।৬২ | ২৪৩ | রাই অনাদর হেরি রসিকবর         | ৪৩১         |
| ৫৮৭                                    | ১।৬৩ | ২৪২ | রাইক সংবাদ কো আনি দেয়ব       | ক. বি. ১৫৫২ |
| ৫৮৮                                    | ১।৬৪ | ২৫৩ | সুন্দরি আর কত সাধসি মান       | ৪৮২         |
| ৫৮৯                                    | ১।৬৫ | —   | তেজল তুয়া সঙ্গে অঙ্গসঙ্গহি   | ৪২০         |
| ৩৯০                                    | ১।৬৬ | —   | তো বিহু স্বথময় শয়ন তেজল     | ৫৩১         |
| ৩৯১                                    | ১।৬৭ | —   | প্রেম আগুনি মনহি গনি গনি      | ৫৩৮         |
| ৩৯২                                    | ১।৬৮ | —   | নবীন মলিনীদল জিনি তহু         | ১২৮         |
| ৩৯৩                                    | ১।৬৯ | ২৬৫ | কামিনি কাহু কহল কত মোয়       | ৫৭৪         |
| ৩৯৪                                    | ১।৭০ | ২৬২ | কাহু উপেখি রাই মহীতলে লেখই    | ৫৩৬         |
| ৩৯৫                                    | ১।৭১ | ৩০৪ | গোরখ জাগাই শিখাশনি            | ৩২৮         |
| ৩৯৬                                    | —    | ২৮১ | সুন্দরি জানলু তুয়া দুঃখভাণ   | ৫৮৮         |
| ৩৯৭                                    | ১।৭২ | ২২৮ | শুন ধনি কহ তুয়া কানে         | ৫২৩         |
| ৩৯৮                                    | ১।৭৩ | ২২২ | রসবতী রাধা রসময় কান          | ৫২২         |
| ৩৯৯                                    | ১।৭৪ | ৩০১ | ইহ মধু যামিনী মাহ             | ৬০২         |
| ৪০০                                    | ১।৭৫ | —   | কোরে রহিতে ছহ মানহ দ্ব        | ৬০৫         |
| ৪০১                                    | ১।৭৬ | ৩০১ | প্রাণপ্রিয় ছখ শুনি শশিমুখী   | ৫৮০         |
| ৪০২                                    | ১।৭৭ | ২৪৮ | আকুল প্রেম পহিলে নাহি         | ৪৩৩         |
| ৪০৩                                    | ১।৭৮ | ২৪২ | কুলবতী হোই নাচনে জানি         | ৪৩৪         |
| ৪০৪                                    | ১।৭৯ | ২৪৬ | শুনইতে কাহু মুরলীরব মাধুরী    | ৪৩৫         |
| ৪০৫                                    | ১।৮০ | ২৪৭ | চরণে ধরি হরি হারি পিধায়ল     | ৫৩৬         |
| ৪০৬                                    | ১।৮১ | ২৮২ | কহল মো খল জনে দোখল            | ৪৩৭         |
| মহাজনপদাবলীর বিকৃত পাঠ—‘কোমল মাখন জহ’। |      |     |                               |             |
| ইহাই গোবিন্দগীতাবলীর পাঠ               |      |     |                               |             |
| ৪০৭                                    | ১।৮২ | ২৬৬ | তিল এক শয়নে স্বপনে যো        | ৪৫০         |
| ৪০৮                                    | ১।৮৩ | ২৬৭ | কি কহিলি কঠিনি কালিদহে        | ৪৫১         |
| ৪০৯                                    | ১।৮৪ | ২৫২ | শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়     | ৪৫৭         |
| ৪১০                                    | ১।৮৫ | ২৭৩ | রাইক বিনয় বচন শুনি           | ৪৫৪         |
| ৪১১                                    | ১।৮৬ | ২৮৪ | যাকর চরণ নখর কচি              | ৪৫৩         |



| লহরী | শৃ    | গো  | পদ                                                    | আকর            |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|
| ৪১২  | ১।৮৭  | —   | একে তুর্হ নাগরী সব গুণে                               | ৪৫৪            |
| ৪১৩  | ১।৮৮  | ২৫৮ | সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি                                | ৪৫৫            |
| ৪১৪  | ১।৮৯  | ২৫০ | পরবশ দেহ নাহি বাধে                                    | ৪৫৬            |
| ৪১৫  | ১।৯০  | ৩০২ | শুন বল্লভ কান                                         | ৪৫৭            |
| ৪১৬  | ১।৯১  | ২৫৬ | রোথে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে                          | ৪৫৮            |
| ৪১৭  | ১।৯২  | ২৫৭ | হরি যব হরিথে বাথি                                     | ৪৫৯            |
| ৪১৮  | ১।৯৩  | —   | আঙ্কল প্রেম পহিলহি না হেরিছ<br>লহরী ৪০২এর পুনরাবৃত্তি | ৪৬০            |
| ৪১৯  | ১।৯৪  | ২৫২ | সুন্দরি কত সম্ভাষ্যব তোয়                             | ৪৬১            |
| ৪২০  | ১।৯৫  | —   | না জানিয়ে কোন মথুরা সঙ্গে আসল                        | ১৬০০           |
| ৪২১  | ১।৯৬  | —   | নামহি অজুর জুর নীচাশয়                                | ১৬০২           |
| ৪২২  | ১।৯৮  | —   | হরি হরি নিরদয় রসময় দেহ                              | ১৬২৪           |
| ৪২৩  | ১।৯৭  | —   | হরি নাকি যাবে মধুপুর                                  | পদরসসার, অ ১২১ |
| ৪২৪  | ১।৯৮  | —   | কাঁপল উতপল লোরে নয়ন                                  | ১৬০১           |
| ৪২৫  | ১।১০০ | —   | যাহে লাগি গুরুগুণে মন                                 | ১৬০২           |
| ৪২৬  | ১।১০১ | —   | কালি হাম কুণ্ডে কাহু যব ভেট                           | ১৬০৩           |
| ৪২৭  | ১।১০২ | —   | কামিনি করি বিহি মোরে                                  | ১৬১৪           |
| ৪২৮  | ১।১০৩ | —   | অতমিত যামিনীকান্ত                                     | ১৬২৩           |
| ৪২৯  | ১।১০৪ | —   | কাহু হে নিঠুর চলত যো মধুপুর                           | ১৬২৫           |
| ৪৩০  | ১।১০৫ | —   | চলবহু মাথুর চলব মুরারি                                | ১৬৩৭           |
| ৪৩১  | ১।১০৬ | ৩৪৯ | হৃদয় বিদারত মনমথ বান                                 | ১৬৪৬           |
| ৪৩৪  | ১।১০৭ | ৩৩৪ | উয়ল নব নব মেহ                                        | ১৭৩১           |
| ৪৩৫  | ১।১০৮ | ৩২৪ | যো মুখ দরশনে নিমিষ না সহই                             | ১২৫১           |
| ৪৩৬  | ১।১০৯ | ৩২৭ | বিরহ আনলে যদি দেহ উপেক্ষি                             | ১২৫৪           |
| ৪৩৭  | ১।১১০ | ৩২৫ | যাহা পছ' অরুণ চরণে চলি যাত                            | ১২৫৩           |
| ৪৩৯  | ১।১১১ | —   | গাইব সব মধুমাস                                        | ১৮০২-৫         |
| ৪৪০  | ১।১১২ | —   | মাধবী মাসে সাধ বিহি বাধল                              | ১৮১৪           |
| ৪৪১  | ১।১১৩ | ৩৬০ | তৈথনে সাজল সখি দুই চারি                               | অ ১২৩          |
| ৪৪২  | ১।১১৪ | ৩৫৮ | শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব                             | ১৭২০           |
| ৪৪৩  | ১।১১৫ | —   | জন্ম হেমলতা সম সে ধনী                                 | শা. প. (১) ২০৩ |
| ৪৪৪  | ১।১১৬ | —   | মাধব তুর্হ যব নিকরুণ ভেল                              | —              |
| ৪৪৫  | ১।১১৭ | —   | করতলে চাঁদ বয়ান রহ থির                               | ১৭২৭           |
| ৪৪৬  | ১।১১৮ | —   | তোহে রহল মধুপুর                                       | ১৮১৮           |



ভূমিকা—পরিশিষ্ট

২৫/০

| নং    | শ্রু  | গো  | পদ                                     | আকর         |
|-------|-------|-----|----------------------------------------|-------------|
| ৪৪৭   | ১।১১২ | —   | আঁচরে মুখশী গোয়                       | ১৭৪         |
| ৪৪৮   | ১।১২০ | ২৮২ | মাধব কি কহব ধনিক সস্তাপ                | ৩১৫         |
| ৪৪৯   | ১।১২১ | —   | শুন শুন গ্রামচন্দ প্রেমক               | ১৬৮২        |
| ৪৫০   | ১।১২২ | ৩৫১ | তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম                | ১৬৮৪        |
| ৪৫১   | ১।১২৩ | —   | মুদ্রিত যব রহ নারী                     | ১৬৮৮        |
| ৪৫২   | ১।১২৪ | ৩৫২ | মাথুর দূর করি গুরু তাহি মানি           | ১৬৯১        |
| ৪৫৩   | ১।১২৫ | ৩৫৬ | শিশিরক শীত সমাপলি হৃন্দরী              | ১৭১৭        |
| ৪৫৪   | ১।১২৬ | ৩৫৭ | টারল হৈমেন শিশিরক অস্ত                 | ১৭১৮        |
| ৪৫৫   | ১।১২৭ | ৩৫৯ | ফাগুণে গনইতে গুণগণ তোঁর                | ১৭২১        |
| ৪৫৬   | ১।১২৮ | ৩৬১ | মদন মোহন মুরতি মাধব                    | ১৭২২        |
| ৪৫৭   | ১।১২৯ | ৩৬২ | একে বিরহানল দহই কলেবর                  | ১৭২৪        |
| ৪৫৮   | ১।১৩০ | ৩৬৩ | কাননে কামিনী কোই না যায়               | ১৭২৮        |
| ৪৫৮ খ | ১।১৩১ | ৩৬৬ | তুহঁ বিছুরলি গোরা                      | ১৭৩৩        |
| ৪৫৯   | ১।১৩২ | ৩৬৯ | পরখি পেখুচ পুরুষ                       | ১৭৪০        |
| ৪৬০   | ১।১৩৩ | ৩৬৭ | ঝর ঝর জলধর ধার                         | ১৭৪০        |
| ৪৬১   | ১।১৩৪ | —   | ভাল ভেল মাধব তুহঁ রহ দূর               | ১৭৫২        |
| ৪৬২   | ১।১৩৫ | ৩৬১ | ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ                 | ১৮৩০        |
| ৪৬৩   | ১।১৩৬ | ৩৬৩ | এক দিবস হাম মথুরা                      | ১৮৪৮        |
| ৪৬৪   | ১।১৩৭ | ১১৩ | কি কব রাইক লেহা                        | ক. বি. ২৪৩৮ |
| ৪৬৫   | ১।১৩৮ | ১১৪ | কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি                     | ১৮৮৬        |
| ৪৬৬   | ১।১৩৯ | ১১৫ | গুরুজন গজন বোল                         | ১৮৯০        |
| ৪৬৭   | ১।১৪০ | ১১৬ | কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল                       | ১৮৯৩        |
| ৪৬৮   | ১।১৪১ | ৩১২ | নন্দনন্দনে নিচয়ে নিরখিহু              | ১৮৯৪        |
| ৪৬৯   | ১।১৪২ | ৩১৩ | নিখলি ( রিকলি স্থলে ) রাজনগর মাহা তোয় | ১৮৯৫        |
| ৪৭০   | ১।১৪৩ | ১১৭ | আপনা তীর তরণ                           | ১৮৯৬        |
| ৪৭১   | ১।১৪৪ | ১১৮ | দারু দারুণ দয়িত দূষণ                  | ১৯০১        |
| ৪৭২   | ১।১৪৫ | ১১৯ | এতদিন গগন অধিন রহ                      | ১৯০৪        |
| ৪৭৩   | ১।১৪৬ | ১২০ | ছোড়ল স্বধম্য কুহুম শয়ান              | ১৯১১        |
| ৪৭৪   | ১।১৪৭ | ৩১৪ | যোয়ত পদ নয়নে বরু নীর                 | ১৯১২        |
| ৪৭৫   | ১।১৪৮ | ৩১৫ | ঘন গ্রাম তরু তুহঁ কিয়ে                | ১৯১৪        |
|       |       |     | ( "ঘন গ্রামের তরু তহঁ" গুরু পাঠ )      |             |
| ৪৭৬   | ১।১৪৯ | ৩১৬ | বাসিত বিশদ বাস গেহে                    | ১৯২০        |
| ৪৭৭   | ১।১৫০ | ৩১৭ | নীরস সরসিজ কামর বয়না                  | ১৯২১        |



| লহরী | শৃ    | গো। | পদ                                              | আকর        |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------|------------|
| ৪৭৮  | ১।১৫১ | ৩১৮ | ভ্রম ভবন বনে জহু আগুয়ান                        | ১২২২       |
| ৪৭৯  | ১।১৫২ | ৩১৯ | হিরণক হার হৃদয়ে নাহি                           | ১২২৩       |
| ৪৮০  | ১।১৫৩ | ৩২০ | তুয়া পথ ঘোই রোই দিন                            | ১২৩৪       |
| ৪৮১  | ১।১৫৪ | ৩২১ | নিশি দিশি জাগরি                                 | ১২৩৫       |
| ৪৮২  | ১।১৫৫ | ৩২২ | তুহঁ রহ নিকরণ মধুপুর                            | ১২৩৬       |
| ৪৮৩  | ১।১৫৬ | ৩২৩ | অঙ্গে অঙ্গে জর মরমে                             | ১২৩৮       |
| ৪৮৪  | ১।১৫৭ | —   | কুণ্ডভবনে ধনী তুয়া গুণ                         | ১২৩৭       |
| ৪৮৫  | ১।১৫৮ | ৩৪২ | যব দুহু নাগল নব নব লেহ                          | ১৮৩৩       |
| ৪৮৬  | ১।১৫৯ | ৩২৬ | ধৈরজ না রহ অথ পরিয়ক                            | ১২৬২       |
| ৪৮৭  | ১।১৬০ | ৩২৮ | তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ                           | ১২৬৩       |
| ৪৮৮  | ১।১৬১ | ২২৪ | নাগরী শেষ দশা শুনি                              | ১২৬৭       |
| ৪৮৯  | ১।১৬২ | ২২৫ | দূরে কর বিরহিণী দুখ                             | ১২৬৮       |
| ৪৯০  | ২।২   | ১   | ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতঃ                        | ৩৭৯        |
| ১৩০  | —     | ৭২  | চললি রাজপথে রাই জুনাগরি                         | ১৩৩৩       |
| ১৩১  | ২।৩   | ৫   | কাঞ্চন মনিগণ জহু নিরমাণল                        | ১২১৮       |
| ১৪০  | ২।৪   | ৬   | বাজিত ডমক রবাব পাখোয়াজ                         | ১২৬৬       |
| ১৪১  | ২।৫   | —   | কালিন্দী তীর স্বধীর সমীরণ                       | ১২৬৮       |
| ১৪২  | ২।৬   | ৭   | ও নব জলধর অঙ্গ                                  | ১২৭২       |
| ১৪৩  | ২।৭   | ৮   | নন্দনন্দন সঙ্গে মোহন                            | ১২৮০       |
| ১৪৪  | ২।৮   | ৯   | শ্রামের রঙ্গ ( "অঙ্গ" শুদ্ধ পাঠ ) অনঙ্গ তরঙ্গিম | ২৭১২       |
| ১৪৫  | ২।৯   | ১০  | নীরদ নীল নয়ন নীরজ নিন্দিত                      | ২৭১৩       |
| ১৪৬  | ২।১০  | ১১  | বহন ( শুদ্ধ পাঠ "বহল" ) বারিদ বরণ বন্ধুর        | ২৭১৪       |
| ১৪৮  | ২।১১  | ১২  | কুহুমিত কুঞ্জ কল্লতরু কানন                      | ২৪২২       |
| ১৪৯  | ২।১২  | ১৩  | বৃকভাঙ্গ-নন্দিনী নন্দ-নন্দন                     | ক. বি. ২৮৮ |
| ১৫০  | ২।১৩  | ১৪  | শিশিরক অস্তরে আওরে বসন্ত                        | ১৪২৮       |
| ১৫১  | ২।১৪  | ১৫  | ঋতুগতি বিহরই নাগর শ্রাম                         | ১৪৩৪       |
| ১৫২  | ২।১৫  | ১৬  | খেলত কাণ্ড বৃন্দাবন চাঁদ                        | ১৪৩৬       |
| ১৫৩  | ২।১৬  | —   | নটবর ভঙ্গী কাণ্ডবঙ্গী                           | ১৪৬৭       |
| ১৫৪  | ২।১৭  | ১৭  | কাণ্ড খেলত নব নাগর রাগ                          | ১৪৭০       |
| ১৫৫  | ২।১৮  | ১৮  | তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি                       | ১৪৮৯       |
| ১৫৬  | ২।১৯  | ১৯  | মুদ্রির মরকত মধুর মুরতি                         | ১৩০৮       |
| ১৫৭  | ২।২০  | ২০  | জয় জয় যদুকুল জলনিধি                           | ১২         |
| ১৫৮  | ২।২১  | ২১  | স্বরপতি ধ্বজকি শিখণ্ডক চুড়ে                    | ২৪৩৪       |



| লহরী | শৃ   | গো | পদ                                                     | আকর         |
|------|------|----|--------------------------------------------------------|-------------|
| ১৫২  | ২।২২ | ২২ | অভিনব নীল জলদ তহু                                      | ২০          |
| ১৫০  | ২।২৩ | ২৩ | অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জর                              | ২৪২৪        |
| ১৬১  | ২।২৪ | ২৪ | কুবলয় নীলবতন দলিতাঞ্জন                                | ২৪২৩        |
| ১৬২  | ২।২৫ | ২৫ | অঞ্জন গঞ্জন জগজ্ঞনরঞ্জন                                | ২৪১২        |
| ১৬৩  | ২।২৬ | ২৬ | মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল                              | ২৪১৫        |
| ১৬৪  | ২।২৭ | ২৭ | কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর                               | ২৪৩৭        |
| ১৬৫  | ২।২৮ | —  | কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি                               | ২৪৩২        |
| ১৬৬  | ২।২৯ | ২৮ | অভিনব জলধর অঙ্গ                                        | ১২          |
| ১৬৭  | ২।৩০ | ২৯ | কুন্দন কুসুম অকোমল কাঁতি<br>( কানড় কুসুম কোমল কাঁতি ) | ২৪১৪        |
| ১৬৮  | ২।৩১ | ৩০ | নব নীরদ তহু তড়িত লতা জহু                              | ২৪১৬        |
| ১৬৯  | ২।৩২ | ৩১ | মন্দনন্দন চন্দ চন্দন                                   | ২৪১৯        |
| ১৭০  | ২।৩৩ | ৩২ | তহু ঘন গঞ্জন জহু দলিতাঞ্জন                             | ২৪২০        |
| ১৭১  | ২।৩৪ | ৩৩ | চাঁচর চিকুরে চড়ে মনি                                  | ২৪২৫        |
| ১৭২  | ২।৩৫ | —  | মুখরিত মুরলী মিলিত                                     | ২৪২৬        |
| ১৭৩  | ২।৩৬ | —  | কুন্দন কনক কলিত কর                                     | ২৪২৮        |
| ১৭৪  | ২।৩৭ | ৩৫ | শ্রাম সুধাকর ভুবন মনোহর                                | ২৪৩০        |
| ১৭৫  | ২।৩৮ | ৩৬ | রাধারমণ রমণীমোহন                                       | ২৪৩১        |
| ১৭৬  | ২।৩৯ | ৩৭ | মুখমণ্ডল জ্বিত শরদ সুধাকর                              | ২৪৪২        |
| ১৭৭  | ২।৪০ | ৩৮ | সুন্দরী রাধা আও বে বনি                                 | ৩২৭০        |
| ১৭৮  | ২।৪১ | ৩৯ | ইন্দু অমিয়া বয়ান আগোরল<br>( বৈ ২৩৩ )                 | ১০৩৪        |
| ১৭৯  | ২।৪২ | ৪০ | মুরতি শিঙ্গারিলী রসবিহারিলী<br>( বৈ ৩২০ )              | ২৪৬৪        |
| ১৮০  | ২।৪৩ | ৪১ | শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন                                 | ২৪৬৩        |
| ১৮১  | ২।৪৪ | ৪২ | নিরুপম কাকন কচির কলেবর                                 | ২৪৬৫        |
| ১৮২  | ২।৪৫ | ৪৩ | জয়তিজয় বৃষভাসু-মন্দিরী                               | ২৪৬৬        |
| ১৮৩  | ২।৪৬ | ৪৪ | ধনি কানাড়া ছাঁদে বাঁধে                                | ২৪৬৮        |
| ১৮৪  | ২।৪৭ | ৪৫ | ধনি ধনি রাধা আওয়ে বনি                                 | ক্ষণদা ১৩।৭ |
| ১৮৫  | ২।৪৮ | ৪৬ | নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব                               | ৭০          |
| ১৮৬  | ২।৪৯ | ৪৭ | চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন                                  | ২২৭         |
| ১৮৭  | ২।৫০ | ৪৮ | মধুর মধুর তুয়া রূপ                                    | ৪৬          |
| ১৮৮  | ২।৫১ | ৪৯ | ঢল ঢল সজল জলদ তহু                                      | ৭৩          |



গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ

| লহরী | শ্রু | গো | পদ                                    | আকর        |
|------|------|----|---------------------------------------|------------|
| ১৮২  | ২।৫২ | ৪২ | চুড়ক চুড় ময়ুর শিখণ্ডক              | ৭৪         |
| ১২০  | ২।৫৩ | ৫০ | সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি              | ১৩২        |
| ১২২  | ২।৫৪ | ৫১ | মরকত দরপন বরণ উজোর                    | ৭৫         |
| ১২৩  | —    | ৮৫ | সজল জলধর অঙ্গ মনোহর                   | কণদা ১৮।৪  |
| ১২৫  | ২।৫৪ | ৫২ | নিরমল বদন কমলবর                       | সং ১৬      |
| ১২৬  | ২।৫৬ | ৫৩ | কালিয় দমন দিন মাহ                    | গী ৫৮৭     |
| ১২৭  | ২।৫৭ | ৫৪ | রতন মন্দির মাহ বৈঠলি                  | গী ৩৬৬     |
| ১২৮  | ২।৫৮ | ৫৫ | হেরইতে হেরি না হেরি                   | গী ৪০৪     |
| ১২৯  | ২।৫৯ | ৫৬ | ধাঁহা ধাঁহা নিকশয়ে তহু               | কণদা ১২।৩  |
| ২০০  | ২।৬০ | ৫৭ | রতন মঞ্জীর ধনী লাবণি                  | গী ৩৭২     |
| ২০১  | ২।৬১ | —  | সহচরী মেলি চলল বর                     | গী ৩৫৫     |
| ২০২  | ২।৬২ | ৫৮ | কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল               | সং ১৫      |
| ২০৩  | ২।৬৩ | ৫৯ | আজু মুণ্ডি পেখমু রাই                  | ক. বি. ৪২০ |
| ২০৮  | ২।৬৪ | ৬০ | জলদহি জলদ বিজুয়ী দিঠি                | ১০৭৩       |
| ২১০  | ২।৬৫ | ৬১ | এ ধনৌক রূপ না সহে নয়ান               | ১০৩৫       |
|      |      |    | ( শুদ্ধ পাঠ "এ ধনি না করু পসাহন আন" ) |            |
| ২১১  | ২।৬৬ | ৬২ | এখনি আঁচরে বদন কাঁপাও                 | ১০৩৮       |
|      |      |    | ( শুদ্ধ পাঠ "এ ধনি" )                 |            |
| ২১২  | ২।৬৭ | ৬৩ | শুনইতে চমকই গৃহপতিরাব                 | গী ২১৫     |
| ২১৩  | ২।৬৮ | ৬৪ | লোচন শ্রামক বচনহি                     | গী ২২৩     |
| ২১৩খ | ২।৬৯ | ৬৫ | তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর              | গী ১৪০     |
| ২১৪  | ২।৭০ | ৬৬ | মাধব ধৈরজ না কর গমনে                  | ১৬৩        |
| ২১৫  | ২।৭১ | ৬৭ | কাঞ্চন গোঁরি ভোরি বৃন্দাবনে           | গী ১৮      |
| ২১৬  | ২।৭২ | ৬৮ | আঁচরে মুখশশী গোয়                     | কণদা ১২।৪  |
| ২১৭  | ২।৭৩ | ৬৯ | রত্নিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে        | সং ৫৭      |
| ২১৮  | ২।৭৪ | ৭০ | শুন শুন শুন হৃদয় নাগররাজ             | ২১৩        |
| ২১৯  | ২।৭৫ | ৭১ | হৃদয়ি তুয়া বড়ি হৃদয় পাষাণ         | গী ৩৮২     |
| ২২০  | ২।৭৬ | ৮৬ | গহন বিরহক লাগি                        | গী ৩২৫     |
| ২২১  | ২।৭৭ | ৮৭ | কাঞ্চন জ্যোতি ( বৃথি ) কুহুমময় গোঁরি | কী ১৫৬     |
| ২২২  | ২।৭৮ | ৮৮ | কতয়ে কলাবতী যুবতী হুমুরতি            | সং ১৮      |
| ২২৩  | ২।৭৯ | ৮৯ | চম্পকদাম হেরি চিত অতি                 | গী ৩২৪     |
| ২২৩খ | ২।৮০ | ৯০ | মঞ্জুল রঞ্জন নিকুঞ্জ মন্দির           | গী ৩২৭     |
| ২২৪  | ২।৮১ | ৯১ | চাঁদ নেহারি চন্দনে তহু                | ২১৮        |



| লহরী | শৃ    | পে। | পদ                                                  | আকর            |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| ২২৫  | ২।৮২  | ২২  | কিয়ে হিমকর কিয়ে নিরকর                             | কী ১৫৮         |
| ২২৬  | ২।৮৩  | ২৩  | রসবতী সরস পরশ স্বথরঙ্গে<br>( শুদ্ধ পাঠ "মুখবন্ধে" ) | সমুদ্র ১১৪     |
| ২২৭  | ২।৮৪  | ২৪  | রাধানাম আধ শুনি চমকই                                | কর্ণদা ১২।৬    |
| ২২৮  | ২।৮৫  | ২৫  | করতল মধ্যমে ( শুদ্ধ পাঠ "কুহুমে" )<br>সো মুখ মাজল   | কর্ণদা ১৭।১০   |
| ২২৯  | ২।৮৬  | ২৬  | মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব                            | ৬২১            |
| ২৩০  | ২।৮৭  | ২৭  | পতি অতি দুর্মতি কুলবতী নারী                         | ৬৩০            |
| ২৩১  | ২।৮৮  | ১২১ | মধুমুখ কমল বিমল রস                                  | ৬৪৬            |
| ২৩২  | ২।৮৯  | ১২২ | পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত                             | সং ১২১         |
| ২৩৩  | ২।৯০  | ১২৩ | মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর                               | ৬২৩            |
| ২৩৪  | ২।৯১  | ১২৪ | মদন কিরাত কুহুমশর দারুণ                             | ৬২৩খ           |
| ২৩৫  | ২।৯২  | ১২৫ | কনকলতা কিয়ে কিশলয় ( বিকশল ) পহুমিনী               | ৬২৪            |
| ২৩৬  | ২।৯৩  | ১২৬ | কাননে কুহুম তোড়সি কাঁহে                            | ৬২৯            |
| ২৩৭  | ২।৯৪  | ১২৭ | এ ধনি পহুমিনি পড়ল অকাজ                             | ১০৪১           |
| ২৩৮  | ২।৯৫  | ১২৮ | কীরক মুখে শুনি জ্বরতী                               | ২৮৬৩           |
| ২৩৯  | ২।৯৬  | ১৩১ | কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম                               | ২৭০            |
| ২৪০  | ২।৯৭  | ১৩২ | সবছ' বধুজন চলু বৃন্দাবন                             | সং ৭১          |
| ২৪১  | ২।৯৮  | ১৩৩ | হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী                            | ১৩৩            |
| ২৪২  | ২।৯৯  | ১৩৪ | দিনমণি কিরণে মলিন মুখ                               | ক. বি. ৮০ পৃঃ  |
| ২৪৩  | ২।১০০ | ১৩৫ | মাথহি তপন তপত পথ বালুক                              | ১০০৪           |
| ২৪৪  | ২।১০১ | ১৩৬ | পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ                             | ৩২৬            |
| ২৪৫  | ২।১০২ | ১৩৭ | হিমকতু যামিনী যামুন তীর                             | ৩৩৭            |
| ২৪৬  | ২।১০৩ | ১৩৮ | অধরে ডহর ডর নব মেহ                                  | ৩৪২            |
| ২৪৭  | ২।১০৪ | ১৩৯ | মন্দির বাহির কঠিন কপাট                              | ৩৮৭            |
| ২৪৮  | —     | ১৪০ | কুলবতী কঠিন কবাট উদ্ঘাটলু                           | ৩৮৮            |
| ২৪৯  | ২।১০৫ | ১৪১ | নীলিম মুগমদে তহু অহলেপন                             | ৩৮৯            |
| ২৫০  | ২।১০৬ | ১৪২ | গুরুজন নয়ন বিদুস্তদ মন্দ                           | ১৪২            |
| ২৫১  | ১।১০৭ | ১৪৩ | অধর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ                                | রসমঞ্জরী পৃঃ ৩ |
| ২৫২  | ২।১০৮ | ১৪৪ | মেঘ যামিনী চলল কামিনী                               | ২২৩            |
| ২৫৩  | ২।১০৯ | ১৪৫ | গগনহি নিমগন দিনমণি                                  | ২২৪            |
| ২৫৪  | ২।১১০ | ১৪৬ | মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি                              | ১০০৮           |
| ২৫৫  | ২।১১১ | ১৪৭ | সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান                           | ক. বি. ৭৮২     |



| সংখ্যা                                    | শ্রু  | গো  | পদ                        | আব্দ        |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-------------|
| ২৫৭                                       | ২/১১২ | ১৪৮ | চলু গজগামিনি হরি অভিসার   | ২২২         |
| ২৫৮                                       | ২/১১৩ | ১৪৯ | আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ | ১০০০        |
| ২৫৯                                       | ২/১১৪ | ১৫০ | কটক গাঢ়ি কমলসম পদতল      | ১০০১        |
| ২৬০                                       | ২/১১৫ | ১৫১ | ভীতক চিত ভুজগ হেরে        | ১০০২        |
| ২৬১                                       | ২/১১৬ | ১৫২ | যব ধনী ঘর সঞ্চে ভেল বাহির | ১০০৩        |
| ২৬২                                       | ২/১১৭ | ১৫৩ | কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভরে | ৩০৫         |
| ২৬৩                                       | ২/১১৮ | ১৫৪ | আদরে আশুসরি রাই হৃদয়ে    | ৭৫৪         |
| ২৬৪                                       | ২/১১৯ | ১৫৫ | মাধব কি কহব দৈব বিপাক     | ২৭২         |
| ২৬৫                                       | ২/১২০ | ১৫৬ | বিপিনে মিলল গোপনারী       | ১২৫৬        |
| ২৬৬                                       | ২/১২১ | ১৫৭ | ঐছন বচন কহল যব কান        | ১২৫৭        |
| ২৬৭                                       | ২/১২২ | ১৫৮ | কি করব যুগমদ লেপনে তোর    | সমুদ্র ১৪৩  |
| ২৬৮                                       | ২/১২৩ | ১৫৯ | শরতচন্দ পবন মন্দ          | ১২৫৫        |
| ২৬৯                                       | ২/১২৪ | ১৬০ | নবযৌবনী ধনী জগ জিনি       | ১০৬৫        |
| ২৭০                                       | ২/১২৫ | ১৬১ | ঘন ঘন নীপ সমীপহি          | ক্ষণদা ১২৭২ |
| ২৭১                                       | ২/১২৬ | ১৬২ | গুরু ছক বঞ্চ উজোরল        | ১০১৪        |
| ২৭২                                       | ২/১২৭ | ১৬৩ | বয়স সমান সঙ্গে নব        | ১০২৩        |
| ২৭৩                                       | ২/১২৮ | ১৬৪ | কজ চরণযুগ যাবক রঞ্জন      | ১০৩৭        |
| ২৭৪                                       | ২/১২৯ | ১৬৫ | কুতূপতি রাতি রজনী উজোরল   | ৩১৩         |
| ( শুদ্ধ পাঠ "মধুকুতু রঞ্জন উজোরল হিমকর" ) |       |     |                           |             |
| ২৭৫                                       | ২/১৩০ | ১৬৬ | আশুয়ে কুসুমে বণ রাই      | ক্ষণদা ২৭৭৭ |
| ২৭৬                                       | ২/১৩১ | ১৬৭ | হরি রহ কাননে কামিনী লাগে  | ১১২৬        |
| ২৭৭                                       | ২/১৩২ | ১৬৮ | সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান | ১১০৬        |
| ২৭৮                                       | ২/১৩৩ | ১৬৯ | আজু লো শিখারে ধনী রে      | ২২২২        |
| ২৭৯                                       | ২/১৩৪ | ১৭০ | কালিয় দমন জগতে তুয়া     | ১০৫২        |
| ২৮০                                       | ২/১৩৫ | ১৭১ | রাইক আগমন বাত             | ১০৫৩        |
| ২৮১                                       | ২/১৩৬ | ১৭২ | অছিনস করি স্থল করে        | ১৭২         |
| ২৮২                                       | ২/১৩৭ | ১৭৩ | দূর সঞ্চে নয়ানে নয়ানে   | ৫২৭         |
| ২৮৩                                       | ২/১৩৮ | ১৭৪ | সুন্দরি ধরবি বচন হামার    | ৭৫০         |
| ২৮৪                                       | ২/১৩৯ | —   | পহিলহি রাধা মাধব কেলি     | গী ২৪২      |
| ২৮৫                                       | ২/১৪০ | —   | স্বরত তিয়াসে ধরল পহ পানি | সং ২০       |
| ২৮৬                                       | ২/১৪১ | —   | ধরি সখি আচর ভই উপচক       | ১০০         |
| ২৮৭                                       | ২/১৪২ | —   | পহিল সন্তান চির অমৃতবাণী  | ক, বি. ৮১৮  |
| ২৮৮                                       | ২/১৪৩ | —   | রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল     | ১৪৮৭        |



| ল   | শৃ    | পে। | পদ                                     | আকর          |
|-----|-------|-----|----------------------------------------|--------------|
| ২২০ | ২।১৪৪ | —   | সৌরভে আগোরি রাই সুনাগরী                | সমুদ্র ৭১    |
| ২২১ | ২।১৪৫ | —   | অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ                 | সং ২১        |
| ২২২ | ২।১৪৬ | —   | কাহুবদন হেরি উছলিত                     | পী ১২৫       |
| ২২৩ | ২।১৪৭ | —   | তহু তহু মিলনে উপজল                     | ২৬৪          |
| ২২৪ | ২।১৪৮ | —   | দুইজন নিতি নিতি নব অহু                 | ২৮৭          |
| ২২৫ | ২।১৪৯ | —   | পহিল সমাগম রাধা কান                    | ২৭৫          |
| ২২৬ | ২।১৫০ | ২২০ | কুটিল কটাক্ষ বিশিখ                     | ৭০৫          |
| ২২৭ | ২।১৫১ | —   | হিমন্তু নিশি দিশি                      | ৩৩২          |
| ২২৮ | ২।১৫২ | ১৭৮ | রতিরণ রত্নভূমি বৃন্দাবন                | সমুদ্র ৪৭১   |
| ২২৯ | ২।১৫৩ | —   | পেথহু রে সখি যুগল কিশোর                | সমুদ্র ৪৭১   |
| ৩০০ | ২।১৫৪ | —   | দুই জন আওল কুঙ্কর মাহ                  | ২২২          |
| ৩০১ | ২।১৫৫ | —   | বৃন্দাবিনে বিহরই মাধব                  | ১৪২২         |
| ৩০২ | ২।১৫৬ | —   | দরশনে নয়নে নয়ন শর                    | কর্ণদা ২৫।৮  |
| ৩০৩ | ২।১৫৭ | —   | তুয়াওনে কুলবতী বদ্রত                  | কর্ণদা ২।২   |
| ৩০৪ | ২।১৫৮ | —   | ও নব জলধর অঙ্গ                         | ১২৭২         |
| ৩০৫ | ২।১৫৯ | —   | দেখ রাধা মাধববদ্র                      | কর্ণদা ২৬।১১ |
| ৩০৬ | ২।১৬০ | —   | মকু পদ দংশল মদন ভূজঙ্গ                 | ১০৭৬         |
| ৩০৭ | ২।১৬১ | —   | রজনী জনিত নাগরি নাগর                   |              |
|     |       |     | ( শুদ্ধ পাঠ "রজনী উজাগরি নাগর নাগরি" ) | সং ৫০        |
| ৩০৮ | ২।১৬২ | —   | দেখি সখি গোরী শুভল শ্রামক কোর          | ১৫১০         |
| ১১০ |       | ৩   | জয় জয় শ্রীলরাম রঘুনন্দন              | ২৪০৭         |
| ১১৪ |       | ৪   | কবিপতি বিজ্ঞাপতি মতিমান                | ২৩৮৬         |
| ১৩৭ |       | ৭৩  | চিকুর চোরায়াসি চামর কঁাতি             | ১৩৭৩         |
| ৪৩  |       | ৭৪  | মন্দির বাহির ধল অতি সুন্দর             | ২৬২৩         |
| ৪৪  |       | ৭৫  | অপরূপ মোহন শ্রাম                       | ২৬২৫         |
| ১৭  |       | ৭৬  | নিজ মন্দির তেজি চলিল                   | ২৭৬২         |
| ১১২ |       | ৭৭  | আজু বিপিনে আওল কান                     | ১৩০৫         |
| ১২০ |       | ৭৯  | গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর              | ১৩০৬         |
| ৪০  |       | ৮০  | সাঁজ সময়ে গৃহ আওত                     | ২৬৮৬         |
| ৮   |       | ৮১  | নিজগৃহে শয়ন করল যব কান                | ২৭৬১         |
| ১৫  |       | ৮২  | যশোমতি যতনহি                           | ২৭৬৭         |
| ১৬  |       | ৮৩  | শিরপরি ধারি যতন করি                    | ২৭৬৮         |
| ৪৬  |       | ১৩০ | কাননে কুহুম ভেল পরকাশ                  | ১০৫৭         |



গোবিন্দগীতাবলীর অন্ত্যস্ত পদ বহুমতীর 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী চতুর্থ খণ্ড—গোবিন্দদাসের পদাবলী' হইতে গৃহীত।

| বৈ   | গো  | পদ                            | আকর                         |
|------|-----|-------------------------------|-----------------------------|
| ৪৬০  | ২   | ভজহু রে মন নন্দনন্দন          | ৩০৩২                        |
| ২৫৭  | ৭৮  | গোবিন্দ আঁওত গোধন সঙ্গে       | অ ১২০                       |
| ১৩   | ৮৪  | মত্ত মউর শিখওক মজিত           | কী ৬৮                       |
| ৪৮   | ২২  | কাঁহা কুমুদিনী কাঁহা উয়ল     | সা. প. (১) ৭৮               |
| ৪২   | ১০০ | কান-কথা শুনি গদগদ ভাষ         | সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃ: ১৩৮ |
| ৫০   | ১০১ | সজনি কাহে মিনতি কর মোহে       | অ ৭৩                        |
| ১৬৩  | ১০২ | পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি   | রসমঞ্জরী পৃ: ১৪             |
| ১৬৪  | ১০৩ | রজনী উজোরল চান্দে             | অ ৮৭                        |
| ৩৬   | ১১২ | মুদিত নয়নে হিয়া ভুজুগু চাপি | ২৩                          |
| ২২   | ১২২ | শ্রাম অভিসারে চললি স্বন্দরী   | অ ৮০                        |
| ২৪৬  | ১৭৫ | সখীগণ মেলি যে করল পয়ান       | অ ১১৭                       |
| ২৪৭  | ১৭৬ | কেলি-অবশেষে ও বরনাহ           | অ ১১৮                       |
| ২২২  | ১৮১ | নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই     | ৭৭১                         |
| ২৩০  | ১৮২ | বহুকণ পরিচয় ভেল              | ৭৭২                         |
| ২৩১  | ১৮৩ | আর কিয়ে কনক কবিল তহু         | ৭৭৩                         |
| ৪৪১  | ১৮৪ | সখীগণ সঙ্গে চলল বরবদ্বী       | ২৭৭২                        |
| ৪৪১খ | ১৮৫ | আন ছলে আন পথে গমন             | ২৭৮৩                        |
| ২১৮খ | ১৮৭ | রজনী প্রভাতে উঠিয়া নাগর তেজল | পদরসসার, অ ২০               |
| ২৮৫  | ১৮৮ | জাগি শ্রামকোর বৈঠল নারী       | কী ২৩১                      |
| ২২১  | ১৮৯ | বনমাহা কুহুম তোড়ি সব সখীগণ   | সং ৩৪৭                      |
| ৬৮   | ১২০ | কালি যে পেথলু কালিম মাজ       | অ ১০৮                       |
| ৬৫   | ১২২ | দুহু মুখ দরশি বিহসি দুহু      | অ ৭৮                        |
| ৪৪২  | ১২৩ | রাধা মাধব দুহু তহু মিলন       | ২৮৩১                        |
| ৩২৮  | ১২৪ | সময় জানি সখী মিলল আই         | ২৪৮৬                        |
| ৩২২  | ১২৫ | গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান      | ২৫১৮                        |
| ৪০০  | ১২৬ | রামক নীলবসন কাহে পিঙ্ক        | ২৫৩২                        |
| ৪০৪  | ১২৭ | রাধাবদন চাঁদ হেরি হুলল রে     | ২৫৫৪                        |
| ৪০৭  | ১২৯ | কাহুক দরশন ভেল                | ২৫২৪                        |
| ৫২   | ২০০ | লেহু ছলহু কুল রামা            | অ ৭৫                        |
| ৬৩   | ২০১ | আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কাহু     | অ ৭৬                        |





ভূমিকা—পরিশিষ্ট

৩৮০

| বৈ  | পে। | পদ                                                            | আকর            |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ৪৫০ | ২০২ | নিরমল রাতি বৈঠল দুহজন<br>( শুদ্ধ পাঠ "বিবমল রতি বৈঠল দুহজন" ) | ২৮৩২           |
| ২৩৫ | ২০৩ | মধু চরণযুগ ঘাবক রজন                                           | ক. বি ৩২৩      |
| ৩২৫ | ২০৪ | নিশি অবশেষে জাগি সব                                           | ২৪৭৮           |
| ৪২৭ | ২০৫ | নিশি অবশেষে কোকিল ঘন                                          | ২৭৫০           |
| ৪২৮ | ২০৬ | হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই                                     | ২৭৫২           |
| ৪৫২ | ২০৭ | শ্রমজলে ভিগল দুহক শরীর                                        | ২৭৮৪           |
| ৪১০ | ২০৮ | সখীগণে কাহু পুছত কত বার                                       | ২৬৩২           |
| ৪২৬ | ২১১ | রতিরস অবশ অলস অতি                                             | ২৭৪৫           |
| ৪৩২ | ২১২ | যতনহি রাই লেই চলু মন্দির                                      | ২৭৭৪           |
| ৪৪০ | ২১৩ | নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী                                  | ২৭৭৫           |
| ৭৫  | ২১৪ | তহু তহু মিলনে উপজল প্রেম                                      | ২৭৬৫           |
| ৭৬  | ২১৬ | বিপিনহি কেলি কয়ল দুহ                                         | ২৭৬৬           |
| ৪৫১ | ২১৭ | বেশ বনাই বদন পুন হেরই                                         | ২৮৪৬           |
| ৪৫৩ | ২১৯ | তহি স্বগমন করল বররঙ্গিণী                                      | ২৮৬৪           |
| ৮৪  | ২২১ | যো গিরি-গোচর বিপিনহি                                          | ৭০২            |
| ৩৩৮ | ২২৬ | মধুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি                                   | সমুদ্র ৩৮২ পৃঃ |
| ৩৩৯ | ২২৭ | অধর স্বধারসে লুবধক মানস                                       | ১২৮৮           |
| ৪২  | ২২৯ | তুয়া মুখচন্দ্র কোটি জিনি                                     | অ ৬২           |
| ১০১ | ২৩২ | কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি                                       | অ ৮১           |
| ১০২ | ২৩৩ | রমণী সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই                                    | অ ৮২           |
| ১২৭ | ২৩৬ | কাঁহা নখচিরু তুহ সুন্দরি                                      | ৪২৪            |
| ১৪৯ | ২৪৪ | তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গ হি                                   | ৪২০            |
| ১৫০ | ২৪৪ | চাঁদবদনি তুহঁ রামা                                            | ৫০৮            |
| ১৫১ | ২৪৫ | গুরুজন বচন অবণে তুহঁ                                          | ৫০৯            |
| ২২২ | ২৬০ | তেরছ নয়নে ধনি হেরই বাম                                       | অ ২৪           |
| ২২৩ | ২৬১ | সজল নয়নে ধনি হেরই বাম                                        | অ ২৫           |
| ২২৪ | ২৬২ | যত তোহে যতনে কহলুঁ বেরি                                       | অ ২৬           |
| ২২৫ | ২৬৩ | সুন্দরি ঐছে বিদগধ মন                                          | অ ২৭           |
| ২২৮ | ২৬৫ | কত পরকারে তাহি পরিচয়                                         | ৭৬৮            |
| ১৫৫ | ২৬৮ | তু বিহু স্বধময় শয়ন তেজল                                     | ৫৩১            |
| ১৫৪ | ২৭১ | মাধব অপরূপ পেখলুঁ রামা                                        | ৫২৯            |
| ১৬৮ | ২৭২ | সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর                                         | ৫৪৩            |



| বৈ                   | গো। | পদ                             | আঁকর            |
|----------------------|-----|--------------------------------|-----------------|
| —                    | ২৭৫ | সঙ্কত লাগি বজ্রনি হম জাগরি     | রসমঞ্জরী পৃ: ২২ |
| ২৭৬                  | ২৭৬ | কাহুক সন্দেহে বেশ বনি আয়লু    | ৩৬১             |
| ১৬৫                  | ২৭৮ | হরিণ-নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির | অ ৮৮            |
| —                    | ২৮৩ | অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙ্গ        | অ ২৮            |
| —                    | ২৮১ | একে তুহ নাগরি সব গুণ আগোরি     | ৪৫৪             |
| ১০৩                  | ২৮৬ | কুঞ্জে কুসুম হেরি পর নেহারই    | অ ৮৩            |
| ১০৮                  | ২৯০ | মাধব মনমথ ফিরত অহেরা           | ৩১৮             |
| ২৭০                  | ৩০৩ | তোহারি হৃদয় বেগি বদরিকাশ্রম   | ১৩৫২            |
| ২২৪                  | ৩০৬ | এ ধনি জনি কহ কাহুক সন্দেহ      | অ ১০২           |
| ২২৫                  | ৩০৭ | ঝরত নয়ন লোরে পরিপূরিত         | অ ১০০           |
| ২২৬                  | ৩০৮ | উপেখল রাই জানি বর নাগর         | অ ১০১           |
| ২২৭                  | ৩০৯ | নাগর পুন ঘাই পদ ধরি সাধই       | অ ১০২           |
| —                    | ৩১০ | সজল পঙ্কজ দল পদুমিনি আনি       | গী ২৪০          |
| —                    | ৩১১ | দূতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত      | অ ১০৪           |
| ২৬৩                  | ৩২২ | গোষ্ঠে গোচর গৃহ গোপাল          | ১৩০৭            |
| —                    | ৩৩০ | শুন মাধব তুহঁ সে রহলি মধুপুর   | অ ১২৭           |
| ৩০০                  | ৩৩৫ | যব ধনি কাহু কয়ল তহি কোর       | কী ১২৩          |
| ২২২                  | ৩৩৮ | নবদমন কানন শোহন কুণ্ড          | ১৫৫২            |
| —                    | ৩৪০ | আঘন মাস রাস রস গায়র           | ১৮১৪            |
| —                    | ৩৪৪ | সজনি মধুপুর চলব মুবারি         | অ ১২২           |
| ৩১৬                  | ৩৪৫ | কতহঁ যতন করি প্রেম বাঢ়ায়লু   | ২৮০৭            |
| ৩১৭                  | ৩৪৬ | প্রেমক অঙ্গুর জাত আত ভেল       | ১৬৪০            |
| ৩১৮                  | ৩৪৭ | কহিতে কহিতে ধনি মুরছতি         | অ ১২৪           |
| ৩১৯                  | ৩৪৮ | ধনি কেনে মদল নয়ান             | অ ১২৫           |
| ২৫৮ ( প্রাচীন কবির   | ৩৫০ | পরান পিয়া সখি হামারি          | ১৬৭১            |
| গ্রন্থাবলী পৃ: ৩৫৭ ) |     |                                |                 |
| ২৬২ ( প্রাচীন কবির   | ৩৫৫ | উলসিত মকু হিয়া                | ১৭০৪            |
| গ্রন্থাবলী পৃ: ৩৫৯ ) |     |                                |                 |



## সাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যাখ্যা

- ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি (৬২০৪) গী—গীতচন্দ্রোদয়, হরিদাস দাস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত।  
(ক. বি. ৯৭ বলিলে এই পুথির ৯৭ সংখ্যক পদ (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)  
বুঝিতে হইবে) তরু—পদকল্পতরু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।  
(পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- ক. বি. ৩০১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১ সংখ্যক পুথি; উহাতে একার পদ আছে। ঐ পুথির তারিখ ১০৭৫ সাল ভ—ভক্তিরত্নাকর—বহরমপুর সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- গো—গোবর্দ্ধনের পুথি বস—বসুমত্তরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- ব—বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের পুথি (সংখ্যার দ্বারা কোন পুথি তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে) সমুদ্র—পদামৃতসমুদ্র, রামনারায়ণ বিজ্ঞানতত্ত্বের প্রথম সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- বু—বৃন্দাবনের পুথি সং—সংকীর্ণনামৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। (পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- রা—রাধাকৃষ্ণের পুথি সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—রাসবিহারী মাধ্যাতীর্থের সংস্করণ।
- সা. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি (১৮৩ সংখ্যক পুথি ১ এবং ২০১ সংখ্যক পুথি ২ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে) ক্ষণদা—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—রাধানাথ কাবাসীর সংস্করণ। ক্ষণদার সংখ্যা ও পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা ৯৩—অর্থ নবম ক্ষণদার তৃতীয় পদ।
- অ—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, মতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। (পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)
- কী—কীৰ্ত্তনানন্দ, বনওয়ারিলাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)



## পদসূচী

প্রথম চরণে গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর থাকিলে তাহাও দ্রুত হইয়াছে; যথা ৬০১ সংখ্যক পদের আরম্ভ পদ-কল্পতরুতে—“আর কিয় কনককয়িত তহু”; ৩০৬ সংখ্যক পদের ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে আরম্ভ “কি পেখলু রে সখি যুগল কিশোর”, পদামৃতসমুদ্রে “পেখলো রে সখি।” এই জাতীয় পাঠান্তর পদসূচীতে স্বতন্ত্রভাবে পদের আরম্ভ হিসাবে উল্লিখিত হইল। তাহা না হইলে শুধুমাত্র আরম্ভ দেখিয়া পুরাতন পদকে নূতন পদ বলিয়া মনে হইতে পারে।

|                                  |     |                               |     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| অকুরের মূর্ত্তি ধরি দারুণ বিধাতা | ৭৫৬ | অদিত পক্ষে শশী দিনে দিনে      | ৭১২ |
| অঙ্গে অনঙ্গ-জ্বর মরম বিষম শর     | ৬৬৭ | আওয়ে কুহমে বনি রাই রমণীমণি   | ১৭৫ |
| অচপল চীতরতন তৌহে সৌপল            | ২৫৭ | আওয়ে মধুকতু মধুর যামিনি      | ৬৩৩ |
| অঙ্কন গঙ্কন জগজ্জন রঞ্জন         | ১৫৮ | আওয়ে মধুমঙ্গল ভালি           | ৬৬  |
| অতহুস্মনর গৌর কিশোর              | ৩৭  | আকুল কুটিল অলককুল সমরী        | ১১১ |
| অতমিত যামিনিকন্ত                 | ৬২৩ | আকুল চিকুর চাক শিখি চন্দ্রক   | ৪৪১ |
| অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাদ শিরে       | ৩৫  | আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরলু   | ৫০৪ |
| অধর সুধারসে লুবধক মানস           | ৩৩২ | আঘন মাস বাসরস-সায়র           | ৬৫৩ |
| অস্তরে উথলল প্রেম তরঙ্গ          | ৪৭২ | আঁচরে মুখশশী গায়             | ২০৫ |
| অনাথ সমান রাই রহিলা পড়িয়া      | ৭৬০ | আজ তুঙ্গ শঙ্কর দেবা           | ৪৪১ |
| অপরূপ গোরা নটরাজ                 | ৩০  | আজু কেনে আরে সখি তহু মোর      | ৬১২ |
| অপরূপ মোহন শ্রাম কিশোর বয়স      | ১০৩ | আজু কৈছে তেজলি গেহ            | ৩৬৫ |
| অপরূপ রমণী অভিলাষ                | ৪০১ | আজু বিপিনে যাওত ( আওত ) কান   | ১৫৭ |
| অপরূপ হেমমণি ভাস                 | ২১  | আজু মুক্তি পেখলু রাই          | ২৬০ |
| অপূর্ণ বীণার গান শুনিয়া অবণে    | ৮১২ | আজু যো পেখলু গোবি কিশোরী      | ২৩২ |
| অবনত আনন আঁচরে গোই               | ১১৪ | আজু শচিনন্দন নব অভিষেক        | ১৮  |
| অবলা কি গুণ জানি ধরে             | ৭৪৪ | আজু শিঙ্গারে ধনি রে চলু বালা  | ৩৫২ |
| অবশেষে ইন্দুরেখি ধীরে ধীরে       | ৪২৩ | আদরে আওদরি রাই হৃদয়ে ধরি     | ৩০২ |
| অবহু সখিগণ বৃষ্টি কহতহি          | ৫২৪ | আদরে বাদর করি কত বরিধিসি      | ৪৩৮ |
| অভিনব গোবি বসতি পতিগেহ           | ২৮২ | আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কাহু     | ৩৩৩ |
| অভিনব জলধর অঙ্গ                  | ১৭১ | আধক আধ আধ দিটি অকলে           | ২০৪ |
| অভিনব নীল জলদতহু চরচর            | ১৬২ | আন ছলে আন পথে গমন কয়ল        | ৭৫  |
| অভিনব বদ্বিনি সঙ্গে বিনোদিনী     | ৫৫০ | আনহি ছল করি জ্বল করে ধরি      | ৬৭  |
| অধর ভরি নব নীরদ কাঁপ             | ৩৫২ | আঙ্কল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু | ৫০৩ |
| অধরে ডগ্বর ভরু নব মেহ            | ৩৪৬ | আনন্দনীর স্বতনে হরি বাবত      | ১১০ |
| অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির       | ১৬৪ | আপনা জানিয়া স্বজন দেখিয়া    | ৮০৬ |





|                                  |     |                                  |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| আর কিয়ে কনক কথিত তহু            | ৬০১ | এতেক মঙ্গলা করি সব সখী মেলি      | ৮০৩ |
| আশ্র আশ্র বিনোদিনী বশ্র সিংহাসনে | ৭৪৫ | এ দূতি হৃন্দরি কর অবধান          | ২৩৩ |
| ইথে অস্তরে হরি মন্দিরে গেল       | ২৩  | এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও           | ১৮৩ |
| ইন্দু অমিয়া বয়ান আগোরল         | ১৮১ | এ ধনি এ ধনি কর অবধান             | ১১২ |
| ইহ মধুযামিনি মাহ কাহে            | ৪৭৪ | এ ধনি এ ধনি বচন শুন নিদান        | ২৪৬ |
| উজ্জর জলধর শ্রামর অদ             | ১৭১ | এ ধনি জনি কহ কাহুক সন্দেশ        | ৪৫১ |
| উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়          | ৪১৮ | এ ধনি না কর পসাহন আন             | ১৮২ |
| উজোর শশধর দীপক জারল              | ৪১৬ | এ ধনি পছমিনি পড়ল অকাজ           | ৩৭৩ |
| উঠহ নাগর হরি আলিস পরিহরি         | ৫৪  | এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান       | ১৮২ |
| উতর না পাই যাই সখি কুঞ্জহি       | ৪২৬ | এ নব নাবিক শামর চন্দ             | ৫৪১ |
| উদয় করয়ে মেঘ গরজে গভীর         | ৬৭২ | এ রাস মণ্ডল মানো যুগল কিশোর      | ৫৭২ |
| উপেখল রাই জানি বর নাগর           | ৪২৪ | এ সখি অপরূপ পেখলু রামা           | ২৫৫ |
| উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া    | ৫৮৪ | এ সখি কহইতে কহই না জান           | ২০২ |
| উয়ল নব নব মেহ                   | ৬৪৮ | এ সখি কি কহব করম হামার           | ৭১১ |
| কতুপতি বিহরই নাগর শ্রাম          | ৫৪৪ | এ সখি শ্রামসিদ্ধ করি চোর         | ৫৮২ |
| কতুপতি রাতি উজাগর জরজর           | ৪২৪ | এ সখি হেরি রতন মোহে ধন           | ২১১ |
| কতুপতি রাতি উজোরল চন্দ           | ৪১৫ | এছন কাহুন সে হেন রূপগুণ          | ৭২০ |
| কতুপতি রাতি বিরহ জরে জাগরি       | ৪২৩ | এছন বচন কহল যব কান               | ৫৫৭ |
| কতুপতি রাতি রজনী উজোরল           | ৪১০ | এছন শুন রূপমঞ্জরি চলতহি          | ৪৩৪ |
| এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া | ৭৫৪ | ও অবলা চিরবিরহ বেয়াধিনি দশমীদশা | ৬৬৭ |
| এই বৃন্দাবন পথে নিতি নিতি        | ৫৩০ | ওই দেখহ অহুবাগে আওল              | ৭৭২ |
| এই মনে বনে দানী হইয়াছ           | ৫৩০ | ও নব জলধর অদ                     | ২২০ |
| এক অনেক এক পুন রাজসি             | ১   | ও নব নাগর রসের সাগর              | ৩৪০ |
| একদিন মহাপ্রভু নবদীপ পুরে        | ৭৩০ | কঙ্ক চরণযুগ যাবক-রঞ্জন           | ৩৪৭ |
| এক দিবস হাম মধুরা সমাগম          | ৬৫৬ | কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল           | ৩৬৬ |
| একলা যাইতে বমুনা ঘাটে            | ২৭৫ | কত কত আদরে ভরি কর কোর            | ৪৬৫ |
| একে তুহ নাগরি সব গুণে আগরি       | ৫১৩ | কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি       | ২৪২ |
| একে বিরহানল দহই কলেবর            | ৬৪৫ | কত পরকারে তহি পরিচয় দেল         | ৬০৭ |
| একে সে লোকের কথা সহনে            | ৭২৭ | কতয়ে কলাবতি যুবতি স্মরতি        | ২২৩ |
| এ কোন রঙ্গ তোর দেবি জিজ্ঞাসিল    | ৮২৪ | কতহ প্রেমধন হিয় মাহা গাঁচি      | ৪০২ |
| এ গল্পগামিনি তো বড়ি সিয়ান      | ৫০৬ | কতহ যতন করি প্রেম বড়াইলু        | ৬৪২ |
| এত দিনে গগনে অখিন রহ হিমকর       | ৬৬০ | কতহ যতন করি রাই সুনাগরি          | ২৬  |
| এত রূপের মাহুষ কত নাহি দেখি      | ৭৪০ | কদম্বমূল মণ্ডপে হরি              | ২৮২ |
| এতেক বচন যদি গোপীগণ কৈল          | ৮০০ | কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি          | ৪০২ |



|                                 |     |                                    |     |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| কনকলতা কিয় বিকশল পদ্মিনি       | ৩২৩ | কাহুক বিরহে স্বধামুখী জরজর         | ৭২৩ |
| কন্দল কুসুম স্বকোমল কীতি        | ১৭০ | কাহুক মুখে শুনি গদগদ ভাব           | ২৫২ |
| কপট কোঁ কন্দ সোঁ যত্ননন্দন      | ৪১৭ | কাহুক সন্দেহে বেশ বনি আয়লু        | ৪০৮ |
| কবিপতি বিজ্ঞাপতি মতি মানে       | ৪৬  | কাহুক নহ নিষ্ঠুর চলত ঘোঁ মধুপুর    | ৬২৫ |
| করতলে কুসুমে সোঁ মুখ মাজল       | ৩৪১ | কাহুক বদন হেরি উছলিত অন্তর         | ২৭২ |
| করতল বদনচাঁদ রত ধীর             | ৬৪৬ | কাহুক বিরস কথি লাগি                | ৬১৪ |
| করি জলকেলি অলি সঙ্গে বাল্য      | ২৫০ | কাহুক লাগিয়া জাগিয়া পোহাইছ       | ৪৩১ |
| করিয়ে পুরুষ বেশ রাধারে যতনে    | ৮৩৪ | কাহুক সাধলি বেরি বেরি সোঁ রূপ      | ৫১৪ |
| কলহ করিয়া ছলা আগে পহঁ চলি গেলা | ৭২২ | কান্দয়ে কীটিকা রাগী               | ৭৮৭ |
| কলি তিমিরাকুল অখিল জীব হেরি     | ৬   | কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল       | ৬১২ |
| কহল মোঁ খলজন দোখল কান           | ৫১০ | কামিনি কাহুক কহল কত মোয়           | ১১৫ |
| কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল      | ৬৪৩ | কাল্য কেলিকদম্বতলে ওনা নব          | ২১৬ |
| কহে বৃন্দা সহচরি শুন ওহে        | ৮০৮ | কালি দমন দিন মাহ                   | ২২২ |
| কাঁচা কাঁকন কীতি কমলমুখি        | ১১৮ | কালিন্দী কিনারে নাগর রায়          | ৬২৭ |
| কাঁকন মণিগণে জহু নিরমাওল        | ৫৭৪ | কালিন্দী তীর স্বধীর সমীরণ          | ৫৭৫ |
| কাজর ভ্রমর তিমির জহু তহুঁকচি    | ৫২১ | কালি যে পেখলুঁ কালিম সাজ           | ৫২৭ |
| কাঁকন কমলক কাশ্তি কলেবর         | ৩৮  | কালিরূপ দেখি তখন                   | ৮৪৪ |
| কাঁকন কমল পবনে উলটায়ল          | ২৩১ | কালি হাম কুঞ্জে কাহুক যব ভেট       | ৬১৮ |
| কাঁকন গোরী ভোরি বৃন্দাবনে       | ১২৪ | কালিয় অঙ্গন কান কুটিল হাস         | ১৫২ |
| কাঁকন যুধি কমলময় গোরি          | ২২৬ | কালিয় গঙ্গন কান কুটিল হাস         | ৩২২ |
| কানন কুঞ্জে কুসুম পরকাশ         | ১০৫ | কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই         | ৩৩০ |
| কানন কুসুম তোড়সি কাহে গোরি     | ৩২৪ | কালিয় দমন দিন মাহ                 | ২২২ |
| কাননে কামিনি কোই না যায়        | ৬৪৭ | কাহারে কহিব কাহুক পিরিতি           | ৫২৫ |
| কাননে সবহঁ কুসুম পরকাশ          | ৩৮৭ | কাহে পুন গৌর কিশোর অবনত            | ৩১  |
| কানড় কুসুম কোমল কীতি           | ১৭০ | কাঁহা কুমুদিনী কাঁহা উয়ল হিমকর    | ২৬৮ |
| কাহুক আনিতে সোই সহচরি           | ৭০১ | কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহঁ সুন্দরি | ৪৪৪ |
| কাহুক উপেখলুঁ মোয়              | ৫০২ | কি করব গোরস দান                    | ৫০৫ |
| কাহুক উপেখি ধনি ভাবই একাকিনি    | ৪২২ | কি করব যুগমদ লেপন তোর              | ৩৪৮ |
| কাহুক উপেখি রাই মহি লেখই        | ৪৬৩ | কি করব রাইক লেহা                   | ৬৫৭ |
| কাহুক গোষ্ঠগমনে বিরহাতুর        | ৭২  | কি করব রে সখি কহনে না জান          | ২৮২ |
| কাহুক কথা শুনি গদগদভাব          | ২৫২ | কি করব রে সখি রাইক সোঁহাগি         | ৩৭৭ |
| কাহুক দরশন ভেল সহচরি            | ৭৭  | কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি       | ৭৮৪ |
| কাহুক প্রবোধ করি চতুর সহচরি     | ৫২৩ | কি খেনে হেরিলাম শ্রাম রাগ          | ৭৪১ |
| কাহুক প্রবোধ করি সহচরি যাই      | ২৬৪ | কি পেখিলু বরজরাজকুলনন্দন           | ২১৪ |



|                                |     |                                   |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| কি পেখলু রে সখি যুগলকিশোর      | ৩০৬ | কুহুমিত কুণ্ড কলপতরু কানন         | ১৬২ |
| কিবা শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে    | ২২২ | কুহুম ভুড়ি ছুঁ সেজ বিছায়ল       | ৩১৪ |
| কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তায়    | ১৭৬ | কুহুমে ভরল নব পল্লব দোল           | ৩২৪ |
| কি যে শুনি হৃদাময় মুরলীর বব   | ৫৫৩ | কৃষ্ণ লাগি উপায় না রাধ           | ৮২৮ |
| কি রিতি করব অব হামে            | ৭৭৬ | কেলি অবশেষ ও বর নাহ               | ৩২৭ |
| কি রূপ দেখিছ মধুর মুরতি        | ২০২ | কেশর মুক্তিকা আনি অঙ্গে           | ৮১০ |
| কি শুনি হৃদা মুরলী বব          | ৭০২ | কোই করয়ে জনি রোথে                | ৭৭৭ |
| কিশোর বয়সমণি কাকন অভরণ        | ২৬২ | কোথা যাও পরাণ রাধার               | ৭৫২ |
| কিশোরি কিরণে দুই অতি ভেল ভোর   | ৩০৪ | কোন সখী নৃত্যগীতে শান্তিযুক্ত হয় | ৫৬৮ |
| কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি  | ৭৩৪ | কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর          | ৪৭৫ |
| কি হেরিলাম কদম্বের তলে         | ২১৭ | ধিতিতলে হুতলি বালা                | ১২০ |
| কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে    | ২৮৮ | খেলত কাণ্ড বৃন্দাবন চান্দ         | ৫৪৫ |
| কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর ঝর   | ২৩৮ | খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে     | ৭২০ |
| কীরক মুখে শুনি জরতি আগমন       | ৮৭  | গগনহি নিমগন দিনমণি কীতি           | ৩৬১ |
| কুক্ষিত অলক উপরে অলি মাতল      | ১২৬ | গগনহি মগন সগন রজনীকর              | ৫১  |
| কুক্ষিত কেশিনি নিরূপম বেশিনি   | ৩৪৩ | গলে অম্বর ধরি জোরি যুগল কর        | ৪৮৭ |
| কুণ্ড কুণ্ডর ভেল কোকিল শোকিল   | ৬৫২ | গহন বিরহগহ লাগি                   | ২২৭ |
| কুণ্ডভবনে ধনি তুয়াগুণ গনি গনি | ৬৬৬ | গহন বিরহক আগি                     | ২২৭ |
| কুণ্ডর বরগামিনী রাই            | ৭০৮ | গিরি পরিহরি করিলেন শ্রীহরি        | ৮৩৭ |
| কুণ্ডে কুহুম হেরি পছ নেহারই    | ৪১৩ | গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয়       | ৭২৫ |
| কুটিল কটাধ-বিশিখ ঘন বরিধন      | ২২৬ | গুরুজন গজন বোল গৃহপতি             | ১২২ |
| কুটিল কুণ্ডল কুহুম কাচনি       | ১১২ | গুরুজন জাগল ভেল বিহান             | ৫২  |
| কুটীলা কুমতি তখন হেরিয়া       | ৮৩২ | গুরুজন নয়ন বিধুস্তদ মন্দ         | ৩৫৮ |
| কুটীলা চলিল গোপীদের ঘরে        | ৮৪৭ | গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান           | ৩৩৮ |
| কুন্দ কনক কলিত কর কঙ্কণ        | ১১৬ | গুরুজন বচন শ্রবণে তুই ধারলি       | ৪৫২ |
| কুন্দন কনয়া কলেবর কীতি        | ৪   | গুরু দুক বকউ উ জোর চন্দ           | ৩৭১ |
| কুন্দন কুহুম হৃকোমল কীতি       | ১৭০ | গোখুর ধূলি উছলি ভর অম্বর          | ১৫৩ |
| কুন্দ কুহুমে ভরি কবরি ভার      | ৩৮০ | গোঠহি মাকহি করল পয়ান             | ৬২  |
| কুবলয় কন্দল কুহুম কলেবর       | ১১৭ | গোঠে গোচর গুট গোপাল               | ১২১ |
| কুবলয় কুহুম কলেবর             | ১১৭ | গোঠে প্রবেশ করায়ল গোপণ           | ২১  |
| কুবলয় নীল রতন দলিতাঙ্গন       | ১৬৩ | গোঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর           | ১৫০ |
| কুলবতি কঠিন কপাট               | ৩৫৪ | গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া            | ৭৮৮ |
| কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই      | ৫০৫ | গোধন সঙ্গে সঙ্গে বহুদমন           | ৭১  |
| কুল-মরিষাদ কপাট উদঘাটলু        | ৩৫৪ | গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে            | ২০  |





গৌরথ জাগাই শিখারব করত  
গৌরাক্ষপ সদাই পড়িছে মোর মনে  
গৌরি স্নানাগরি অধরে অধর ধরি  
গোলোক ছাড়িয়া পছ কেনে বা অবনী  
গৌর নটবর হেরি গত দিবাকর  
গৌরবরণ তহু শোহন মোহন  
গৌরান্ন করুণাসিন্ধু অবতার  
গৌরান্ন পতিতপাবন অবতারা  
গৌরি আরাধন ছলে চলু কানন  
গৌরি আরাধন ছলে রহ  
ঘন ঘন দীঘ নিখাস ছোড়ত  
ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে  
ঘন রসময় তহু অন্তর গহিন  
ঘন শ্রামর তহু তুহু কিষে  
ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ  
চটপটি ধূলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল  
চণ্ডীদাস চরণ চিন্তামণিগণ  
চন্দন চান্দ লিখি চুখই কাহ্ন  
চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত  
চম্পক লতি অতি ধূলিহি ধুসর  
চম্পক সোন কুহুম কনকচল  
চরণে লাগি হরি হার পিঙ্কায়ল  
চল চল চঞ্চল চলিতহি যাও  
চল চল বৃন্দাবন গ্রাম দেখি গিয়া  
চল চল মাধব তোহে পরণাম  
চলচল মাধব মোহে সঙ্গ করি  
চলবহু মাথুর চলব মুরারি  
চল বৃন্দাবনে ধনি চল বৃন্দাবনে  
চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে  
চলল ( চলিলহি ) মন্দিরে নওল কিশোরি  
চললি রাজপথে রাই স্নানাগরি  
চলু অভিসারে বিনোদিনী রাধে  
চলু গজগামিনি হরি অভিসার  
চাতক সম হরি সঙ্কেতে ববইতে

|     |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
| ৪৮৫ | চাঁচড় চিকুর চুড় পরি চক্রক        | ১৬৫  |
| ৭৬৭ | চাঁদনি রজনী উজাগরি নাগরি           | ৪২১  |
| ৭১২ | চাঁদবদনী চললি অভিসার               | ৫৫১  |
| ৭৩২ | চান্দ নেহারি চন্দনে তহু লেপই       | ২৩৭  |
| ৭৭১ | চান্দ বদনি তুহু বামা               | ৪৫৮  |
| ২৭  | চারি চৌগুণ করল একু মেলি            | ৭০৬  |
| ৬   | চিকণকালী গলায় মালা বাজন নূপুর     | ১৭০  |
| ২৮  | চিত অতি চপল চরিত গতি তোরি          | ১২৪  |
| ৩২৮ | চিত্রা চাতুরি চরণে ধরি রোওত        | ৪৮৮  |
| ১৫১ | চীত চোর গৌর অঙ্গ রঙ্গে             | ১৫   |
| ৪৩৩ | চুড়ক চুড়ে শিখণ্ডি-শিখণ্ডক        | ১৩০  |
| ৪০৭ | চেন বা না চেন তুমি হইয়াছ ভূস্বামি | ৮১৪  |
| ৫৮২ | চৌদিশে চকিত নয়নে ঘন               | ৫৮৪  |
| ১২৩ | ছিদামে লইয়া সঙ্গে বিপিনে বিহরে    | ৮২০  |
| ৬৫৪ | ছোড়ল স্থখময় কুহুম শয়ান          | ১২৫  |
| ৫০২ | জদম হেমলতা সম সো ধনী               | ৬৩৫  |
| ৪৭  | জটিলার ঘরে বঙ্গে                   | ৮৪৬  |
| ২৪৪ | জলদবরণ এক যুবা                     | ৭৪২  |
| ২২৫ | জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক         | ৩১৭  |
| ৪৮২ | জয় জগতারণ কারণ ধাম                | ৪০   |
| ৩   | জয় জয় বিজই কুণ্ডে কুঞ্জর         | ৩২০  |
| ৫০৭ | জয় জয় বৃষভাহনন্দিনী              | ১৭২  |
| ৭৪২ | জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন         | ৪১   |
| ৩৮৫ | জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম         | ২৪   |
| ৭২১ | জয় জয় শ্রীনবদীপ-সুধাকর           | ৭১৩  |
| ৬৩৪ | জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম           | ২    |
| ৬২৭ | জয়তি জয় বৃষভাহনন্দিনি            | ১৭২  |
| ৭৩২ | জয় বে জয় বৃষভাহনকর্তা            | ৮০২  |
| ৭৫৮ | জয় বে জয় বে জয় ঠাকুর নরোত্তম    | ৪৮   |
| ৩১২ | জয় শচীনন্দন কর অবধান              | ৮১২  |
| ৫২২ | জাগি শ্রাম কোরে বৈঠলি নারি         | ৫৮১  |
| ৩৫০ | জানলুঁ যে হরি তোহারি সোহাগ         | ৫৪৮  |
| ৩৬৩ | জোয়ত পছ নয়নে ঝরু নীর             | ১২৬  |
| ৩৭৭ | ঝরু ঝরু জলধর ধার                   | ১২৭৮ |



|                                   |     |                                 |          |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|----------|
| ঝাপল উতপত লোরে নয়ান              | ৬১৫ | তোহারি কোরণর ঘো হরি তোয়        | ৪৬১      |
| কুরত গৌর কিশোর                    | ১২৮ | তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম পামরি   | ৬৬৬      |
| টাবল হৈমন শিশিরক অন্ত             | ১২০ | তোহারি সংবাদে জাগি সব যামিনি    | ৪২০      |
| ভগমগ অরুণ উজাগরে লোচন             | ৪০২ | তোহারি হৃদয় বেগি বদরিকাশ্রম    | ৫৩৪      |
| চরচর কাঁচা অঙ্গের লাগি            | ২১০ | তোহে ( তোহি ) বহল মধুপুর        | ৬৪০, ৬৭৮ |
| চলচল কাঁচা কাকন মণি               | ৭৪০ | খীর বিছুরি সম বালা              | ১৩১      |
| চলচল সজল জলদ তহু শোহন             | ১২২ | খোই কলাবতি মানে                 | ৭৭৮      |
| তহু ঘন গগন জহু দলিতাজন            | ১৬৮ | দরশনে নয়ন নয়ন শরে হানল        | ৩০৮      |
| তহু তহু মীলনে উপজল প্রেম          | ২২৪ | দরশনে লোর নয়ন যুগ কাঁপি        | ৫৮৫      |
| তহু রুচিহারী কিরণমণি কীতি         | ২৪৫ | দাক দাকন দয়িত-দুয়             | ১৩২      |
| তপত কাকন কাস্তি কলেবর             | ২৫  | দিনমণি কিরণ মলিন মুখমণ্ডল       | ৩৮৩      |
| তবে ভগবতি বলে শীঘ্রগতি            | ৮০২ | ছুই ছুই গোপিনি অন্তরে কৃষ্ণ     | ৫৬৭      |
| তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি          | ৫৭০ | ছরজন বচন শ্রবণে তুহঁ ধারনি      | ৪৫২      |
| তরু তরু নব কিশলয় লাগি            | ৩২২ | ছুহঁ ক দরশনে উপজল প্রেম         | ১০৬      |
| তরুতলে বৈঠাই পদ নেহারই            | ২৪৩ | ছুহঁ কর অচেতন দেখি বনদেবি       | ৩২৬      |
| তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ             | ৬৭১ | ছুহঁ জন আওল কুঙ্কম মাহ          | ২২৮      |
| তাপিনি তীর তীর তরু তরু            | ১৩০ | ছুহঁ জন নিতি নিতি নব অহবাগ      | ২২৫      |
| তাহিঁ সুগমন করল বরদ্বিনি          | ৮৮  | ছুহঁ জন যহি বনকৌতুক মাজি        | ৩৩৬      |
| তিল এক শয়নে সপনে ঘো মনু বিনে     | ৭৮৩ | ছুহঁ মুখ দরশি বিহসি ছুহঁ        | ৩১২      |
| ত্রিভুবনবিজয়ি মদন মহারাজ         | ৫৩২ | দৃতিক বচন শুনি ধনি অহুরাগিনী    | ৩৮৬      |
| তুঙ্গ বচন প্রকাশি অঙ্গ দেবি       | ৪২২ | দৃতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত       | ৫১২      |
| তু বিহু সুখময় শেজ তেজল           | ৪৬২ | দৃতি কহে শুন শুন নাগর শ্রাম     | ৫২৩      |
| তুহঁ কি না জানসি বালা             | ৫১৮ | দৃতি তুমি বৃন্দাবনে হও আগুসার   | ৮১৭      |
| তুহঁ বিছুরলি গোরি বহলি মধুরা      | ৬৪২ | দৃতিমুখে শুনইতে নাগর কান        | ৬০০      |
| তুহঁ বহ গরবিনি বাসক গেহ           | ৪৬৬ | দৃতিমুখে শুনইতে রাইক চরিত       | ২৬৩      |
| তুহঁ বহ নিকরুণ মধুপুর মাহ         | ৬৬৫ | দৃতি হিত ভালমন্দ না জানিয়ে নাহ | ৪০২      |
| তুয়া অপক্লপ রূপ হেরি             | ১২৮ | দূর সঞে নয়নে নয়নে জনি হেরবি   | ৪৫৩      |
| তুয়া গুণে কুলবতী বরত সমাপলি      | ২৭৮ | দূরে কর বিরহিনি দুখ             | ৬৭৩      |
| তুয়া পথ জোই রোই দিন যামিনি       | ৬৬২ | দেখত বেকত গৌর চন্দ              | ১৭       |
| তুয়া মুখচন্দ্র কোটি জিনি         | ২৬৫ | দেখ দেখ নাগর গৌর স্বধাকর        | ৭৬৮      |
| তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গি         | ৪৫৭ | দেখ দেখ রাধামাধব সঙ্গ           | ৩১১      |
| তেবছ নয়নে ধনি হেরই বামে          | ৪৭৮ | দেখ দেখি ওহে নাগর               | ৮০৬      |
| তৈথনে সাজল সখি ছুই চারি           | ৬৩০ | দেখ মাই বশোমতী কোরে কানাই       | ১৪২      |
| ত্রৈলোক্য আধার কৃষ্ণ নন্দের নন্দন | ৭২২ | দেখ রাধামাধব মেলি               | ২২০      |





পদসূচী

৩৫২/১

|                              |     |                                   |     |
|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| দেখ সখি অটমীক রাত্রি         | ৪১১ | নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি        | ৫৫৪ |
| দেখ সখি নাগর নাহ সজ্জান      | ৪৭৭ | নবীন নলিনীদল জিনি তম্বু           | ২৫৬ |
| দেখ সখি যুগল কিশোর           | ৩০৬ | নয়নক অঞ্জে অধর তেল রঞ্জিত        | ৪৩৬ |
| দেখ সখি গোরি শুভল শ্রামকোর   | ৫৭৮ | নয়নক কোণে না হেরি নিজ নাহ        | ১৮৭ |
| দেবি কহে জটিলারে শুনহ বচন    | ৭২১ | নয়ানভূষণ শ্রাম দরশন              | ৬৮৩ |
| দেবি রাই শ্রাম সাধি          | ৮৩১ | নয়ানে হের রে হের যুগল মাধুরি     | ৭২৮ |
| ধনি কানড়-হাদে বাধে কবরী     | ১৮০ | না কর পরের বোলে ইহা পরতিত         | ৪৪২ |
| ধনি কেনে মদল নয়ান           | ৬৪৪ | না করি শিরে দেও হাত               | ২৬১ |
| ধনি কোরে বিনোদ নাগর ভুললা    | ৬০২ | নাগর টেব্রে টেব্রে হেরই রাই বয়ান | ৫৬২ |
| ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে  | ১৮১ | নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই          | ৪৮০ |
| ধনি ধনি রমণি শিরোমণি রাই     | ৫৮  | নাগর সঙ্গে সঙ্গে যব বিলসই         | ৬০৫ |
| ধনি ধনী রাধা আওয়ে বনি       | ১৭৪ | নাগরি শেষ দশা শুনি নাগর           | ৬৭২ |
| ধনি না কর পসাহন আগ           | ৩৫৫ | নাচে গোরা প্রেমে ভোরা             | ৩২  |
| ধনী মুখপঙ্কজ কুহুমে মাজই     | ৩৭২ | নাচে শচীনন্দন দেখি রূপসনাতন       | ৩৩  |
| ধরি সখি আচরে ভই উপচক         | ২৮১ | না জানিয়ে কো মথুরা সঙ্গে আয়ল    | ৬১৩ |
| ধরি সখি পানি পরশে ঘন কাপনি   | ৫৮৭ | নামহি অকুর কুর নাহি               | ৬১৬ |
| ধৈরজ না রহে স্থ পদিক         | ১৩৩ | নারীক বেদন যো সব নাহি জানত        | ৬২৩ |
| ধ্বজবজ্রাকুশ পঙ্কজকলিতম্     | ৪৩৫ | নারী পুরুষ অব জগমন পীড়য়ে        | ৭১৫ |
| নথপদ হৃদয়ে তোহারি           | ৪৪৩ | নারীরূপ ধরি যদি যেতে পার শ্রাম    | ৮০২ |
| নটবর বেশ কেশপাশ              | ৫৬৪ | নাহি উঠল তীরে সকল সখীগণ           | ৮৫  |
| নটবর ভদ্রী ফাও বদ্রী         | ৫৪৬ | নাহি উঠিল দৌহে কুণ্ডল তীর         | ৮০  |
| ননদি মোর কৃষ্ণ নিধি          | ৮৪০ | নিকড়ে নাগরবর তুমি সে আমার        | ৮২১ |
| নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ        | ৪২  | নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী       | ৬২০ |
| নন্দনন্দন চন্দচন্দন          | ১৬১ | নিকুঞ্জে গুঞ্জই মত্ত মধুকর        | ৭০৪ |
| নন্দনন্দন নিচয় নিরখলু       | ১৩৪ | নিজগণ সঙ্গে সঙ্গে কত ধায়ত        | ৭১৬ |
| নন্দনন্দন রাজভূষণ            | ৪৫৬ | নিজগৃহে শয়ন করল যব কান           | ৬১  |
| নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন         | ৭৮০ | নিজগৃহে শয়ন করল যদুবাঈ           | ১০৪ |
| নব অম্বাগিণী নব অম্বাগ       | ২৮৪ | নিজ তম্বু জারি দহন সঙ্গে কাছর     | ৪৭৬ |
| নবঘন কানন শোভনপুঞ্জ          | ৫৪২ | নিজ মন্দির তেজি চললি নিতম্বিনি    | ১০১ |
| নবঘন কিরণ নব নাগর            | ৫২২ | নিজ মন্দির ধনি বৈঠলি বিবহিণী      | ৭০  |
| নব নব কুহুম তোড়ি সব সখীগণ   | ৭৬  | নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতি         | ২২  |
| নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন     | ২৭২ | নিজ্ঞা অচেতন রাণী কিছই            | ৭৮৫ |
| নব নীরদ তম্বু তড়িতলতা জম্বু | ১৬০ | নিধুবনে শ্রাম বিনোদিনী জোর        | ৩০৩ |
| নব যৌবনি ধনি চলু অভিসার      | ৩৮৮ | নিধু আপন পরভাস                    | ৭৭৪ |



|                                      |     |                                  |     |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| নিরদয় হে তুমি আর কি                 | ৮১৬ | পহিলিহি কুলতুলসম উয়ল            | ৫২৪ |
| নিরমল বদন কমলবর মাধুরি               | ২২২ | পহিলিহি রাধামাধব মেলি দরশন       | ২৮৩ |
| নিরমল রাতি বৈঠল ছহজন                 | ৩৩২ | পহিলিহি রাধামাধব মেলি পরিচয়     | ২৮৫ |
| নিকপম কাঞ্চন কচির কলেবর              | ৩৪২ | পহিলে শুনিলু হাম শ্রাম দুআখর     | ১২২ |
| নিকপম হেম জ্যোতি জিনি বরণা           | ১০  | পহ মোর শ্রীশ্রীনিবাস             | ২   |
| নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব             | ১২১ | পাতিয় শমনক লাই                  | ৭৭৫ |
| নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরত           | ৫৩  | পাপ চকোর চান্দ বলি ধাওল          | ৩২৭ |
| নিশি অবশেষে জানি সব সখীগণ            | ৪২  | পাপী শাউন মাস                    | ৬৫১ |
| নিশি দিশি জাগরি মধুপুত্র নাগরি       | ৬৬৩ | পিরিতিক রীত কোন অবগাহই           | ২৭৪ |
| নীরদ নয়ন নীরঘন সিকনে                | ১১  | পিয়র কথা কি পুছসি রে সখি        | ৫২৭ |
| নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ            | ১৩৫ | পিয়র ফুলের বনে পিয়র ভ্রমরা     | ৭৮১ |
| নীরদ সরসিজ কামর বয়না                | ৬৬১ | পুলক পুরল অঙ্গ নিজগুণ শুনি       | ৭৩৩ |
| নীল মলিনীদল তহু অহুরঞ্জই             | ৩৫৭ | পুলক বলিত অতি ললিত হেমতলু        | ৭   |
| নীলবতন কিয় নবঘনঘটা                  | ১২৫ | পেখলু অপকুব রামা                 | ১৮৪ |
| নীলাচলে কমকাচল গোরা                  | ২০  | পেখলো রে সখি যুগল কিশোর          | ৩০৬ |
| নীলিম যুগমদে তহু অহুলেপন             | ৩৫৭ | পৌখলি রজন পবন বাহে মন্দ          | ৩৪৪ |
| নৃপুত্রের কহুহুহু পড়ি গেল সাড়া     | ৭২৬ | প্রতি অঙ্গে রতিচিহ্ন আখি         | ৪৪০ |
| পটাদর পরি অব নব নাগরি                | ৭২৫ | প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস   | ৭৫১ |
| পতি অতি দুঃমতি কুলবতী নারী           | ৩২৫ | প্রাতবে তুহঁ চলব মথুরাপুর        | ৬২০ |
| পতিতপাবন অবতার                       | ৭১৪ | প্রাণপিয়া দুখ শুনিঞা শশিমুখি    | ৪৬২ |
| পতিতপাবন প্রভুর চরণ                  | ৬৮৬ | প্রিয় সখী গমন করল প্রতি বনে বন  | ৬৮  |
| পতিতপাবনী ধনি শ্রীরাধা ঠাকুরাণী      | ৮১৮ | প্রেম আগুনি মনহিঁ গুণগুনি        | ৪৬৪ |
| পতিত হেরিয়া কান্দে ধির নাহিক বাঞ্চে | ৮   | প্রেমক অধুর জাত আত ভেল           | ৬২৮ |
| পদতলে ভকত কল্লতরু সঞ্চর              | ৯   | প্রেমে চরচর কনয়া কলেবর          | ১২  |
| পদ্মিনি পুন পরবোধও তোয়              | ১৩৬ | প্রেমভরে চরচর কনয়া কলেবর        | ১২  |
| পদ নেহারি বারি ঝর লোচনে              | ৪২৫ | ফাগু খেলত বর নাগর রায়           | ৫৪৭ |
| পদ পিছল নিশি কাজর কাঁতি              | ৭০৭ | ফাগুনে গনহিতে গুণগণ ভোর          | ১৩৮ |
| পবন পরশে চলিত মুহু পল্লবে            | ৩৮৪ | ফুলের কুণ্ডল ফুলের হার           | ৮০১ |
| পরখি পেখলু পুরুষ উত্তম               | ১৩৭ | বটুকে পেটুক কহ শুন দেবি          | ৮৩০ |
| পরবশ দেহ থেহ নাহি বাঞ্চে             | ৫১২ | বড়াই আসিয়া বলে অতি বড় কুতূহলে | ৭৪৭ |
| পরান পিয় সখি হামারি পিয়া           | ৬২২ | বদন না কর মলিন ছান্দ             | ৪৭০ |
| পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি          | ৪১৪ | বদন নিছাই মোছি মুখমণ্ডল          | ২৪  |
| পহিল সমাগম রাধা কান                  | ২৮৬ | বধুর পিরিতে আমার না পুরিল সাধে   | ৭৫৮ |
| পহিল সন্তায়ণ চির অহুরাগি            | ৭০৩ | বনকে কুহুম তোড়ি সব সখীগণ        | ৩১৮ |



বনঘন কানন শোভন কুঞ্জ  
বনদেবী নহি আমি নন্দের তনয়  
বনমাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ  
বন্ধুয়া পাইয়া ধনি মাতল গরবিনি  
বয়স সমান সঙ্গে নব রত্নিনি  
বহুধনে পরিচয় ভেল  
বহুল বারিদ বরণ বন্ধুর  
বাক্তত ভঙ্ক রবাব পাখোয়াজ  
বাটল রতিরস বৈঠল ছুঁ জন  
বামপদ বাড়াইয়া নারীর স্বভাব  
বারত নয়ন লোরে পরিপূরিত  
বাসিত বারি কপূরিত তাধূল  
বাসিত বিশদ বাসগেহে বৈঠত  
বাধিতে বাধিতে চুড়া তিলক হইল  
বিজন বনে বনে ভ্রমই ছুঁ  
বিজ্ঞাপতি পদযুগল সরোরুহ  
বিজ্ঞাপতি যুগচরণ সরোরুহ  
বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা  
বিপিনহিঁ কেলি কয়ল ছুঁ  
বিপিনে মিলল গোপনারি  
বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল  
বিরমল রতিরগ বৈঠল ছুঁ জন  
বিরস বদনে গোরা কেনে আছে বসি  
বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি  
বিরহ বেদনে সো বর নারি  
বিরহিণী আকুলি ভূতলে স্ততলি  
বিলাস করেন রাই কুঞ্জে শ্রামসনে  
বিহির কি রীতি পিরিতি আরতি  
বীজই বনে বনে ভ্রমই ছুঁ  
বুঝিয়া গোপিকা অঙ্গ দহিছে অনঙ্গে  
বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া  
বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব  
বৃষভানন্দিনী নন্দনন্দন  
বৃষভানন্দিনী নব অহরাগিণী

৫৪২ বৃষভানুপুরেতে আনন্দকলরব  
৮৩৫ বেনন সঞ্চে যব বসন উতারলুঁ  
৭৬ বেণুক ফুকে বৃকে মদনানল  
৬১১ বেশ বনাই বদন পুন হেরই  
৩৭২ বেড়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দন  
৬০৮ ব্রজনিজজন সঙ্গে কত কত ধাওত  
১৩২ ব্রজরাজনন্দন রাজভূষণ  
৫৫৮ ব্রজের পূজিতা পৌর্ণমাসী ভগবতী  
৩০৫ ভজ কৃষ্ণ বৈকব ঠাকুর  
৮১১ ভজহঁ রে মন নন্দনন্দন  
৪৮১ ভাহুকিরণ যছু অঙ্গ না পরশই  
৪০৪ ভাহুনন্দিনি নন্দনন্দন  
১৪০ ভাবে ভরল তহু অহুপাম রে  
৭৪৩ ভালই হইল রাই ভালই হইল  
৩২৩ ভাল ভেল মাধব তুহঁ রহ দূর  
৪৫ ভাল হৈল আইলা গোপী  
৪৫ ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী  
৫৩৭ ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি  
৭২ ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পাত শত  
৫৫৬ ভ্রমই গহন বনে গৌর কিশোর  
৭৪ ভ্রমই ভবন বনে জহু অগেয়ান  
৮১ ভ্রমর গতিক ধনি ঘন বাজে বাগ  
৭৩১ মকুপদ দংশল মদন ভুজঙ্গ  
৬৭০ মকু মুখ বিমল কমলবর পরিমল  
৬৭৫ মঞ্জু চরণযুগলবাকরজন  
৬৬৪ মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে  
৮৪২ মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত  
৭৭২ মধুরা সঞ্চে হরি করি পথ চাতুরি  
৩২৩ মণি মঞ্জির ধনি চরণে  
৭২৮ মণিময় নৃপূর যতনে আনি ধনি  
৫৮০ মদন কিরাত কুসুমশর দাক্ষণ  
৩০০ মদন মদালসে শ্রাম বিভোর  
৭০৫ মদনমোহন তহু গৌরাঙ্গ সুন্দর  
৩৮২ মদনমোহন মুরতি মাধব

৭৮৬  
৫৮৮  
৫২৩  
৫৭  
৫৬১  
৬৫  
৪৫৬  
৮২২  
৬৮৭  
৬৮৫  
৪২৩  
৪০০  
১৩  
৮০৪  
৬৫০  
৮০৩  
২১২  
৫৬৭  
৪০৫  
৩২১  
১৪১  
৫৬২  
৩০১  
৩২৬  
১৮৫  
২৩৬  
১৮৬  
৬৮২  
৫৮৩  
৩৭০  
৩২২  
৩১০  
৩৩  
১৪৩



|                              |     |                               |         |
|------------------------------|-----|-------------------------------|---------|
| মধুকতু রজনি উজোরল হিমকর      | ৪১০ | মৃগধিনি নারী মান না জানয়ে    | ৩২৮     |
| মধুপুর নারী হাসি কহত ফেরি    | ৬৩১ | মৃকি জানহ' হরি রাইক পরিহরি    | ৪৭৭     |
| মধুর মধুর তুয়া রূপ          | ২০০ | মৃকি যদি বলে। পাসরো। কান      | ২০৩     |
| মধুর মুরলি শব্দ করসি         | ৪৬০ | মুদিত নয়নে হিয়া তুজযুগ চাপি | ২২৮     |
| মনমথ মকর ভরহি' ডর কাতর       | ৩২১ | মুদির মরকত মধুর মুরতি         | ১৪২     |
| মনমন্দ মধুর তান              | ৮২৩ | মুরছিত যব রহ নারি             | ৬৬৮     |
| মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলু   | ৪২৭ | মুরতি শিঙ্গারিনি রাসবিহারিনি  | ১৭৮     |
| মন্দির বাহির কঠিন কবাট       | ৩৫৩ | মুরলী অতি স্বমধুর তান         | ৫৫১     |
| মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর | ১০২ | মুরলী মিলিত অধরে নবপল্লব      | ৩২০     |
| মরকত দরপণ বরণ উজোর           | ১৮৮ | মুরলী শিখিলে যদি বিনোদিনী রাই | ৭৫৩     |
| মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল    | ১৫২ | মেঘ যামিনি চলল কামিনি         | ৩৬০     |
| মরিব মরিব সহি নিচয়ে মরিব    | ৭৭৩ | মো যেনে মলু মো যেনে মলু       | ৭৬২     |
| মরুজ উপাঙ্গ বীণা বেণু মাধুরি | ৫৬৫ | মোহন বিজয়ী বনে দূরে গেও      | ৫৩৮     |
| মাথহি' তপন তপত পথ-বালুক      | ৩৬২ | মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফলফুল       | ৫৬৩     |
| মাথুর ছত করি গরুতহি মানি     | ৬৩২ | যছকর উপরে চিরদিন গিরিবর       | ২২০     |
| মাধব আজু মোর শুভদিন ভেল      | ৭২৬ | যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে     | ৬০০ (ক) |
| মাধব এক নিবেদন তোয়          | ৫২৭ | যতিধনে গোরাক্ষপ আয়লু হেরি    | ৭৭০     |
| মাধব এ তোমার কেমন চরিত       | ৭৫৫ | যব কক জলকেলি আলি সঞ্চে        | ২৫০     |
| মাধব কি কহব দৈব বিপাক        | ৩৭৪ | যব তোহে যতনে কহলু' বেরি বেরি  | ৫০১     |
| মাধব কি কহব ধনিক সম্ভাপ      | ৬৭৫ | যব ছহ' লাগল নব নব নেহ         | ৬৫৫     |
| মাধব কি কহব সো বরনারি        | ২৩৫ | যব ধনি কাছ কয়ল তহি কোর       | ৩১৩     |
| মাধব তরুতলে রাই              | ৪১২ | যব ধনি ঘর সঞ্চে ভেল বাহার     | ৩৬৮     |
| মাধব তুহ' যব নিকরুণ ভেল      | ৬৩৭ | যব বিহি বালি সঞ্চে লেহ ঘটায়ল | ২৫৩     |
| মাধব তোহে মুনিগণ অবশেষ       | ২০৭ | যব লহ লহ হাসি মরমে            | ৫৪২     |
| মাধব ধৈরজ না কর গমনে         | ২০৮ | যব হরি পাণি পরশে ঘন কাপলি     | ৫৮৭     |
| মাধব বিরহে মুরছি নব নারি     | ৭১০ | যমুনাক তীর বন বানীর কুঞ্জ     | ৩২২     |
| মাধব রাধা পেখলু আই           | ৬৮০ | যমুনাক তীরে তরুতল স্থনীতল     | ৭০২     |
| মাধব বিরহ বিয়াধিনি রাই      | ৭২৪ | যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই     | ২৫১     |
| মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল       | ৪২৬ | যশমতি যতনহি সখি সঞ্চে         | ২৭      |
| মাধব সো অতি সুন্দরি বাল্য    | ৬৭৬ | যশোদা বলেন বাণী সে যে         | ৮৪৮     |
| মুকুট উপরি জটাজুট বান্ধল     | ৪৮৫ | যাকর চরণ নথর কচি হেরইতে       | ৫০৮     |
| মুখছিজরাজ অলককুলসঞ্চিত       | ২০৭ | যামিনি জাগি অলস দিঠি পঙ্কজ    | ৪৪৬ (খ) |
| মুখমণ্ডল জিতি শব্দ স্বধাকর   | ১৭২ | যামিনি জাগি জাগি জগজীবন       | ৬৫৮     |
| মুখরিত মুরলি মিলিত মুখমোদন   | ১৪৪ | যামিনি শেষে বেশ করব তুহ'      | ৫৫      |



পদসূচী

৪৮০

যাহে লাগি গুরু গঞ্জে মন রঞ্জলু  
 যাহা দরশনে তহু পুলকহি ভরই  
 যাহা পহ অরুণ চরণে চলি যাত  
 যাহা যাহা নিকসই তহু তহু জোতি  
 যুখে যুখে গোপী লইয়া যশোদানন্দন  
 যেই হইতে শঠ নাগর উঠিয়া  
 যে জন তুয়া সঞ্চে অঙ্গ সঙ্গহি  
 যে দিগে পদারি আখি দেখি শ্রামময়  
 যো গিরি গোচর বিপিনহি সঙ্কর  
 যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই  
 যো ঘটপদসম সবহ কুসুমে রম  
 রঙ্গকথা আলাপনে আছে সব  
 রঙ্গ দেবি সখি রঙ্গ ভঙ্গি করি  
 রঙ্গিনি সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে  
 রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত  
 রঞ্জনি উজাগর লোচনে কাজর  
 রঞ্জনি উজাগরি নাগর নাগরি আখি  
 রঞ্জনি উজাগরি নাগর নাগরি শূতল  
 রঞ্জনি উজোরল চান্দে  
 রঞ্জনি গোড়ায়লি রতিস্থখসাধে  
 রঞ্জনি প্রভাতে উঠিয়া নাগর  
 রঞ্জনি প্রভাতে চলল বররঙ্গিনি  
 রতন খারি ভরি চিনি কদলী  
 রতন মঞ্জরি ধনি লাবনি শায়র  
 রতন মন্দিরে ছহ নাগর নাগরি  
 রতন মন্দির মাহা বৈঠলি স্থন্দরি  
 রতি অবসানে শ্রাম হিয়ায়  
 রতিরণ তুমুল পুলককুল  
 রতিরণ পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত  
 রতিরণ রঙ্গভূমি বৃন্দাবন  
 রতিরস অবশ অলস অতি পুণিত  
 রতিরস ছরমে শ্রাম হিয়ে শূতলি  
 রমণি সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই  
 রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ

৬১৭ রসবতি রাধা রসময় কান  
 ৫৮৬ রসবতি সরস পরশ মুখবন্ধে  
 ৬৬২ ( রসময় ) না কর পরের বোলে ইহ পরতিত  
 ২২৪ রসিয়া রমণী যে  
 ৫৬২ রসের হাটে বিকে আইলাম সাজাঞা  
 ৭৫০ রাই অচেতন নিরখিতে সহচরি  
 ৪৫৭ রাই অনাদর হেরি রসিকবর  
 ২১৫ রাইক আগমন বাত শুনইতে  
 ৫২০ রাইক মান বিরহ জানি সো সখি  
 ৬৬৮ রাইক মানে বিকল মন  
 ৪৫০ রাই করল যব গাঢ়ই মান  
 ৬২৪ রাইক রূপ মরমে যব লাগল  
 ৪২০ রাইক শেষ দশা শুনি ভগবতী  
 ১২৭ রাইক সংবাদ কো আনি দেয়ব  
 ৫৬৬ রাই কহে বাণী আমি অভাগিনী  
 ৪৩৭ রাই কাহু বিলসই নিকুজভবনে  
 ৫৭৬ রাইক হৃদয়ভাব বুঝি মাধব  
 ৫৭৭ রাই চল চল আর কেন বিলস  
 ৪২৮ রাইতহু পিরিতি পদার  
 ৪৪৬ রাইবেশে সুবল এসে  
 ৭৪৮ রাকী নিশাকর কিরণ নিহারি  
 ৬৩ রাজনন্দিনি তহু দুকুল উজোর  
 ৮৬ রাতি দিবসে রহ ধন্দ  
 ২৩০ রাধানাম আধি শুনি চমকই  
 ৭৮ রাধা বচন আধতনি  
 ২২১ রাধা বদনচাঁদ হেরি তুলল  
 ৩১৬ রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল  
 ৩৩৫ রাধামাধব ছহ তহু মীলল  
 ৪৪৮ রাধামাধব নীপ মূলে  
 ৩০৭ রাধামাধব পহিলহি মেলি  
 ১১৩ রাধারমণ রমণি মনমোহন  
 ৫৭২ রাধারে উতলা দেখি কহিছে ললিতা  
 ৪১২ রাধাশ্রাম ছহ রে বিহরে কুজবনে  
 ৬০৬ রাধাশ্রাম দৌহে রে বিহরে কুজবনে

৪৭০  
 ২৪২  
 ৪৪২  
 ৭৬৫  
 ৭৩৭  
 ২৬২  
 ৪৫৫  
 ৩৩১  
 ৫০২  
 ৮০৭  
 ৪২৫  
 ২৪০  
 ৭১৮  
 ৪৮৩  
 ৫২৫খ  
 ২৮৭  
 ৪৫৪  
 ৭২৩  
 ৮১৫  
 ৮২৫  
 ৩৭২  
 ৬২৮  
 ৬৫২  
 ২৪১  
 ২৪১  
 ২২  
 ২২১  
 ১০২  
 ৫৩২  
 ২৮৩  
 ১৬৭  
 ৮৩৮  
 ৫৭১  
 ৭৩৬



|                                 |      |                              |     |
|---------------------------------|------|------------------------------|-----|
| রাধাশ্রাম নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া | ৫৫২  | শীতল ছলহ কর দেয়ল পায়       | ৬২২ |
| রাধাশ্রাম নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ    | ৫৭৩  | শুকসারীর ঘন                  | ৭৮০ |
| রাধাশ্রাম পাশা খেলা অতি মনোহর   | ৮০৫  | শুনইতে অহুধন যছু নবগুণগণ     | ২৭১ |
| রাধে দেখ এক মুরতিমোহন           | ২১৮  | শুনইতে কাহু মুরলি রব মাধুরি  | ৫০৬ |
| রামক নীল বসন কাহে পিঙ্গ         | ৬০   | শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব       | ১৮২ |
| রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে         | ৭৫২  | শুনইতে মাধব বিরহ বেয়াতুল    | ২৪৮ |
| রীতুলি রাজনগর মাহা তোই          | ১৪৫  | শুনইতে সব অঙ্গ উলসিত মোর     | ২২২ |
| রূপ হেরি আখি মোর পুন নাহি       | ২১২  | শুন কমলিনী বহুদিন হইতে       | ৮৫৪ |
| রূপে ভরল দিটি সোঙরি পরশ মিটি    | ২৬৭  | শুন ধনি কহি তুয়া কানে       | ৪৭২ |
| রে কুটিলে দেখ আমায়             | ৮৪৫  | শুন বহুবল্লভ কান             | ৫১৭ |
| রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনা          | ৫২০  | শুন মাধব অব নাহি জিয়ত রাধা  | ৬৭৭ |
| মোদতি রাধাশ্রাম করি কোর         | ৬০৪  | শুন মাধব কোন কলাবতি সোই      | ৪৩৬ |
| ললিত কমল ছলবালা                 | ১৪৬  | শুন রে বানর আমার উত্তর       | ৮৪২ |
| ললিতা উল্লাস প্রাণী স্বর্ণের    | ৭২৪  | শুনলহ মাধুর চলত মুরারি       | ৬২৬ |
| ললিতা বিশাখা সঙ্গে ক্রীড়া করে  | ৭২২  | শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়    | ৫১৫ |
| ললিতা ললিত বচনে রহ              | ৪৮৬  | শুন শুন ধনি সুন্দরি রাধে     | ৭০২ |
| লাখবাণ কনক কমিল কলেবর           | ২৬   | শুন শুন নাগর কান তুরিতে বেশ  | ৫৮২ |
| লাখবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া      | ২৩   | শুন শুন গ্রামর চন্দ          | ৬৩৩ |
| লাখবাণ কাঞ্চন জিনি              | ৭৬১  | শুন শুন মই গৌরাঙ্গ চাঁদের    | ৭৬৬ |
| লীলাছলে কেন কাঞ্চনগোরা          | ৫৪৩  | শুন শুন শুন স্বজন কানাই      | ৫৩১ |
| লেহ ছলহ কুলরামা উর              | ২৭৭  | শুন শুন সুন্দর নাগররাজ       | ২৩৪ |
| লোচন গ্রামর বচনহ গ্রামর         | ১২০  | শুন সুন্দর গ্রাম ব্রজবিহারী  | ৬২২ |
| শব্দর বরতে আজু পরবেশলো          | ৪৪৫  | শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই | ২৭০ |
| শব্দেব শব্দ ঘন ঘন্টার           | ৮২২  | শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব       | ৬৩২ |
| শচীর কৌয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর       | ৭৬৩  | শুনিঞা মধুর মুরলীতান         | ৫৫২ |
| শর্করী উজোরল চান্দে             | ৬৪১  | গ্রামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম   | ১০৭ |
| শরদ চন্দ পবন মন্দ               | ৫৫৫  | গ্রাম অভিসার চলি সুন্দরি     | ৩৭৫ |
| শরদ সুধদ নিশি রাস পরিচ্ছেদ      | ৫৬০  | গ্রাম উপেখি রাই ক্ষিতি লেখত  | ৪২৮ |
| শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন          | ১৭৭  | গ্রামক কোরে যতনে ধনি শূতল    | ৬০৩ |
| শাঁওনে সঘনে গগনে ঘন গরজন        | ৬৫৩খ | গ্রাম নব জলধর অঙ্গ           | ১৭১ |
| শারদ কোটি চাঁদ সঞ্চে সুন্দর     | ৭৬২  | গ্রাম নাগর মনোহর             | ৫৪৮ |
| শির পর ধারি যতন করি ধয়লহি      | ২৮   | গ্রামর তহু কিয়ে তিমির       | ৪২৭ |
| শিশিরক অন্তরে আ ওয়ে বসন্ত      | ৩২৫  | গ্রাম সুন্দর রূপ অমিয়া রসের | ৩২৮ |
| শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি       | ১৪৭  | গ্রাম সুধাকর ভুবন মনোহর      | ১৬৬ |



|                                  |     |                               |     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| শ্রামক কোলে যতনে ধনি             | ৩০০ | সজনি কাহে মিনতি করু মোহে      | ২৭৬ |
| শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম        | ২০১ | সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি    | ৭২২ |
| শ্রমজলে ভীগল হুঁক শরীর           | ৮২  | সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি     | ১২২ |
| শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর ছুলাল  | ৭৮২ | সজনি হোর দেখ প্রেমভরঙ্গ       | ৬০১ |
| শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ | ৬২১ | সজনি করহ পয়ান পদ মিলব        | ৪০৬ |
| শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূষণ        | ৪৩  | সজল জলধর অঙ্গ মনোহর           | ১৮৭ |
| শ্রীজয়দেব কবীন্দ্র স্বকৃতক      | ৪৪  | সজল নয়নে বয়নি জাগি          | ৫০০ |
| শ্রীপদকমল সুধারস পানে            | ৬৮৮ | সজল পঙ্কজদল পতুমিনি           | ৪৮২ |
| শ্রীবাস পণ্ডিত বিগ্রহ গেহে       | ৩৬  | সব সখীগণ মেলি কয়ল পয়ান      | ৮৪  |
| শ্বেতরক্তে নীলোৎপল               | ৮১৩ | সবহু আপন ভবনে গেল             | ৪৫২ |
| সই বড়ই লাগল ধন                  | ৩৩৪ | সবহু গায়ত সবহু নাচত          | ২২  |
| সই রে বলি কি আর কুল ধরমে         | ৭৩৫ | সবহু বধুজন চলু বৃন্দাবন       | ৩৮২ |
| সকালে গোধন লঞা গোঠে চলি          | ৭৫৬ | সভে মনে মনে করয়ে ভাবনে       | ৮২৩ |
| সখাগণ সঙ্গ ছাড়ি নন্দনন্দন       | ৫৪০ | সময় জানি সব সখীগণ আই         | ৫২  |
| সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন      | ৬৪  | সকল কাকলি ভাদিয়া পড়ে        | ৭৬৪ |
| সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে সব ধায়ত       | ৬৫  | সহচর সঙ্গে রঙ্গে শচীনন্দন     | ৩৪  |
| সখি আমার কি কাজ ভূষণে            | ৮৫২ | সহচরি বদন চাহি ধনি আকুল       | ৫২৮ |
| সখি কহ তুয়ানন সরস অহুপ          | ৬০২ | সহচরি মেলি চলল বরদ্বিনি       | ২৩২ |
| সখি কো কহ প্রেমক রঙ্গ            | ৬০১ | সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু মাধব    | ৩৩৭ |
| সখীগণ বচন না শুনল মানিনি         | ৪৬৮ | সহজই কাকন গোরা                | ১৬  |
| সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ           | ১০৮ | সহজই শ্রাম অকোমল সুশীতল       | ২৪৭ |
| সখীগণ মেলি কয়ল জয়কার           | ৮২  | সহজেই গোবি রোথে তিন লোচন      | ৪৪২ |
| সখীগণ মেলি বহু ভরছন কেল          | ৪৪২ | সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল      | ৩০২ |
| সখি জনি কহ পরলাপ                 | ৫২২ | সকল সময় গৃহে আওল যতুপতি      | ১৫৫ |
| সখি লই সদনে রাইক দরশনে           | ৫২৫ | সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই       | ৪০৩ |
| সখীগণ সঙ্গে চললি বরদ্বিনি        | ৭০  | সাজলী মধুপুর যাওব মুরারি      | ৬২১ |
| সখি হে হেন দিন হইবে হামারি       | ৬৮৩ | সারি সারি মনোহারি নব ব্রজবালা | ৫৬১ |
| সখীগণ মেলি করল পয়ান             | ৩১৫ | সাঁঝ কি সময় যব ধনি সুন্দরি   | ৬২৫ |
| সখীজনে পুছত বারহি বার            | ৮৩  | সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজহৃত   | ২৫  |
| সখীসঙ্গে রূপের কথা               | ৭২৭ | সিনান দোপার সময় জানি         | ৬২৬ |
| সঙ্কেত লাগি রজনি হম জাগরি        | ৪৩০ | সুখ অব ধারহ চীতহি রাই         | ৬৭৪ |
| সজনি অপকূপ পেথহ আজ               | ৩৭০ | সুদেবি সুমতি অতি রাই মোহাগিনি | ৪২১ |
| সজনি আজু কত অপকূপ রঙ্গ           | ৩৭৬ | সুন্দর শ্রামব অঙ্গ রঙ্গ       | ১৫৪ |
| সজনি আজু নিজ মন্দির মাথ          | ৫২৮ | সুন্দরি অভিসারে করল পয়ান     | ৩৭৮ |



|                                     |      |                                           |     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|
| হৃন্দরি আঁচরে বদন কাঁপাও            | ১৮৩  | সো সখি বচনে নাগররাজ                       | ৫০৩ |
| হৃন্দরি এঁছে বিদগ্ধ মন              | ৫২২  | সৌরভে আগরি রাই হুনাগরি                    | ২২৩ |
| হৃন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়            | ৫১০  | হরি অভিসারে চলল বরহুন্দরী                 | ৩৬৪ |
| হৃন্দরি কান্দে ছুটি হাত দিয়া মাথে  | ৬১০  | হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী                  | ৩৫৬ |
| হৃন্দরি জানলু তুয়া ছুর ডান         | ৪৭১  | হরিণ নয়নি তেজি নিজ মন্দির                | ৪২২ |
| হৃন্দরি ঝটকর মনোহর বেশ              | ৮৫১  | হরিণ নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির তুহারি পরশ | ৪২১ |
| হৃন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান          | ৩৮১  | হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ                   | ৬২৪ |
| হৃন্দরি তুহঁ বড়ি হৃদয় পাষণ        | ২৫৬  | হরি নাকি যাবে মধুপুর                      | ৭৫৭ |
| হৃন্দরি তুয়া গুণ গণিতে গণিতে       | ৮৫০  | হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোহই                 | ৫৬  |
| হৃন্দরি ধরবি বচন হামার              | ২০৬  | হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর                 | ৫২১ |
| হৃন্দরি ন করু পসাহন আন              | ৩৫৫  | হরি বহু কাননে কামিনি লাগি                 | ৩৬২ |
| হৃন্দরি ভালে তুহঁ হরিণী নয়ান       | ৫২০  | হরি হরি কি কহব গৌর চরীত                   | ৬২২ |
| হৃন্দরি রমণি জনম ধনি তোঁর           | ২৫৪  | হরি হরি কী ভেল পাঁপ পরাণ                  | ৪০৫ |
| হৃন্দরি সখি সঞে করল পয়ান           | ৬২   | হাসি হাসি কালো শশী                        | ৮৪৩ |
| হৃন্দরি সহহিঁ রাগবি কাজে            | ৪৮৩  | হিমপত্নী নিশি দিশি                        | ২২৭ |
| হৃন্দরি সহচরি হুখ ধরি মাথে          | ৭০০  | হিমপত্নী যামিনি যামুনতীর                  | ৩৪৫ |
| হৃন্দরী রাধা আঁওয়ে বলি             | ৩৪৩  | হিমকর কিরণে নলিনী হাসত                    | ৫০  |
| হুবল লইয়া সঙ্গে শিশুনি বিহার রঙ্গে | ৭১৭  | হিমকর মলিন নলিনগণ হাসউ                    | ৫০  |
| হুবলে দেখিয়া রাই বহু প্রশংসিল      | ৮২৬  | হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই                 | ১৪৮ |
| হুবলে নাগর কহিছে কথা                | ৫২২৭ | হৃদয়ক মান গোপসি তুহঁ থোরি                | ৪৬৭ |
| হুরত তিয়াসে ধরল পহঁ পাণি           | ২৮০  | হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ                     | ৬২৭ |
| হুরধুনি তীর তীর মাহা বিলসই          | ১৪   | হৃদয় মন্দিরে মোর কাহু ঘুমাওল             | ৫২৬ |
| হুরধুনি বারি ঝারি ভরি চারই          | ১২   | হেথা কুটিলা কুচক্রি ব্রজে                 | ৮৪১ |
| হুরপতি ধহু কি শিখওক চুড়ে           | ১৫৬  | হেমরস এক অশ্রুজ করে ধরি                   | ৭০১ |
| হৃদ্যপূজার স্থানে নারিকেল কদলি      | ৮২৭  | হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে                   | ১০০ |
| সো কুলবতি অতি ছলহ                   | ২৭৩  | হেরইতে হেরি না হেরি                       | ২৫৮ |
| সোওরি বৃন্দাবন নিধুবন               | ৬৮১  | হেরি মুখচন্দ্র স্বধারস লহরী               | ২৬৬ |
| সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর               | ৫০২  | হোর কি দেখি গো বড়াই                      | ২১৩ |
| সো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলো       | ৫১৪  | হোর দেখে অপরূপ গৌরাটাদেব                  | ২২  |



# গোবিন্দদাসের পদাবলী





## বন্দনা

(১)

এক অনেক এক পুণ্য রাজসি

কনকভরণ আকার।

অভরণ-নামরূপ সব হেরই

কনক হেরি<sup>৩</sup> বণিজার ॥

গোবিন্দ ঘট মাহা তুহ<sup>৪</sup> কিয়ে ছাপি।

যো<sup>৫</sup> জগ-জীবন জীব বহিরন্তর

পুরণ সিন্ধুসম ব্যাপি ॥

তহু মন বচন শক্তি সব তো সঞে<sup>৬</sup>

কোই না হেরই তোই।

গোবিন্দদাস দিঠি সবহ<sup>৭</sup> নেহারই

দিঠি<sup>৮</sup> না নেহারই কোই ॥

সা. প. (১)—৪১ ; সা. প. (২)

(পত্র ৩৭) ; বরাহনগর ৪ (৩)

পদ ৩২।

**পাঠান্তর**—সা. প. (১) পুথিতে—(১) এক পণ (২) হেরত (৩) সো জগ-জীবন (৪) তো সহে (৫) দিঠি নেহারই কোই।

**শব্দার্থ**—রাজসি—বিরাজ করিতেছে। অভরণ-নামরূপ—অলঙ্কারের নাম ও আকার। বণিজার—বণিক। ঘট মাহা—ঘটের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। ছাপি—লুকাইয়া থাকা। তো সঞে—তোমা হইতে। পুরণ সিন্ধু—পূর্ণ সমুদ্র।

**ব্যাখ্যা**—এক হইয়াও তুমি বহু ; পুনরায় এক রূপেই বিরাজিত রহিয়াছ ( গোপালতাপনী শ্রুতিতে আছে—‘একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি’ )। তুমি যেন স্বর্ণের অলঙ্কারের মতন। সাধারণ লোকে দেখে যে অলঙ্কার-গুলির নাম পৃথক পৃথক, রূপও বিভিন্ন ধরণের (যেমন হার, কুণ্ডল, বলয়, করণ ইত্যাদি) ; কিন্তু সোনার ব্যবসা যে করে সে ঐ সব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র সোনা কতটা আছে তাই দেখে ( সে নাম ও রূপে ভুলে না )।

হে গোবিন্দ ! তুমি কি এই ঘটরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে লুকাইয়া আছ ? তুমি জগতের জীবন। তুমি জীবসমূহের অন্তর ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ণ সমুদ্রের মতন বিরাজমান। জীবের দেহ, মন, বাক্য প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই তোমা হইতে সঞ্চারিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তোমাকে ঐ সকল শক্তির কারণ বলিয়া কেহই লক্ষ্য করে না। গোবিন্দদাসের ( যে গোবিন্দের দাস, তাহার ) দৃষ্টি সব কিছু দেখে, কিন্তু তোমার যে সর্বদ্রষ্টা চক্ষু তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না।

কবি এখানে গোবিন্দ সন্থকে দুইটা উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন—স্বর্ণ ও সমুদ্র। স্বর্ণের উপমাটা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীজীবের সর্বদাসাদিনীতে এবং সমুদ্রের উপমাটা সনাতন গোস্থামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ উপমাঘর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে গোবিন্দদাস অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের কথা এই কবিতায় বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ( ১০।৮।৭।২৬ )

ন হি বিকৃতিং ভাজন্তি কনকস্ত তদাস্বতয়া

স্বকৃতমহুপ্রবিষ্টমিদমাস্বতয়াবসিতম্ ॥

অর্থাৎ স্বর্ণপ্রার্থী ব্যক্তির স্বর্ণের বিকারস্বরূপ কুণ্ডল প্রভৃতি পাইলে স্বর্ণাত্মক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন না ; গ্রহণই করেন। সেইরূপ বিবেকিগণ জাগতিক সমস্ত বস্তুকে সংরূপ বলিয়া মিথ্যা মনে করেন না ; সং বলিয়াই জানেন। ইহাই যুক্তিসূক্ত, কেননা বিবেকিগণ ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জড়বর্গকে ও তাহাতে অহুপ্রবিষ্ট বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপকে সদরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব স্বর্ণের বণিকদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দিয়াছেন। যথা—“তেবাং কনকমাত্রং মুগয়মাণানাং কনকবণিজাং হি কনকবিকায়ে হৃদরকুণ্ডপাকারত্যাগং দৃষ্টির্নাস্তি, শুদ্ধকনকমাত্রগ্রাহিত্বাং, তথাস্ববিদ্যামপীতি ভাবঃ।” গোবিন্দদাস ইহা পড়িয়াই স্বর্ণের বণিকদের কেবলমাত্র স্বর্ণেরই প্রয়োজন, আভরণের নাম ও রূপের ভেদে প্রয়োজন নাই লিখিয়াছেন। শ্রীজীব সর্বদাসাদিনীতে বলিয়াছেন—“তদেবাং স্বগতভেদে অপরিহার্যো স্বর্ণরত্নাদি-



ঘটিতককুণ্ডলবদ্ বসন্তরপ্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্।” অর্থাৎ স্বর্ণ কুণ্ডলরূপ ধারণ করিলে স্বর্ণের সহিত কুণ্ডলের ‘স্বগতভেদ’ হইয়াছে মনে হয়<sup>১</sup>। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে সোনা ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করে নাই, উহা স্বর্ণই রহিয়াছে। এজন্ত উহাতে স্বগতভেদ হয় নাই। “কুণ্ডল এখানে একমাত্র স্বর্ণেরই অপেক্ষাকৃত। কুণ্ডলের আকার স্বয়ংসিদ্ধ নহে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতিও কদাপি স্বয়ংসিদ্ধ বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-নিরপেক্ষ নহে। সুতরাং এখানেও স্বগতভেদ নাই।”—হনুমানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ-কৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ পৃ: ২৭।

সমুদ্রের উদাহরণ দিয়া সনাতন গোষ্ঠামী বৃহত্তাগবতা-মুতে ( ২।২।১২৬ ) লিখিয়াছেন—“যথা সমুদ্রস্ত প্রদেশাদে-কস্মাদেব জায়মানান্তরঙ্গা একস্মিন্নেব দেশে লীয়মানা জলময়ত্বাদিনা। সমুদ্রাদভিন্না গান্ধীর্ঘ্য-রত্নাকরত্বাদি-গুণা-ভাবাদ্ভিন্নাশ্চ, কেবলং তস্মিন্নগ্ন্যাং পৃথক্বেদনাদৃশ্যমানা ঐক্যাং গত্যাঃ সমুদ্রস্বরূপং প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে; তথা স্বকারণে ব্রহ্মাংশে তেজস্বাদিহানীয়ে মুক্ত্যা লীয়মানা জীবা ব্রহ্মৈক্যাং গত্যা ইত্যুচ্যতে, ন অপরিচ্ছিন্নমুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্তিস্তেবাং স্বভাবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাং।” ইহার ভাবার্থ এই যে “কাহারও কাহারও মতে ‘ব্রহ্ম হইতে জীব উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই লীন হয়, কাজেই ব্রহ্মের ও জীবের সহিত অভেদ সদৃশ’। বাহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের মতে ও যুক্তিতে ব্রহ্মের অশেষস্বরূপ অসম্ভব হয় না, অল্পপরিমিত স্থখেরই অসম্ভব হয়। যেমন, সমুদ্রের একদেশ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া একদেশেই লীন হইয়া জলময় হইয়া যায়। তখন জলময়ত্ব হেতু সেই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে জানা যায় না। কারণ, সেই তরঙ্গ তখন সমুদ্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই

অংশে সেই সকল তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু সেই তরঙ্গে গান্ধীর্ঘ্য ও রত্নাকরত্বাদি গুণের অভাববশতঃ অর্থাৎ সমুদ্রের স্বর্ণ বর্তমান থাকে না বলিয়া ঐ তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন। কেবল সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ভিন্নরূপে প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ যেখানে উৎপন্ন, সেইখানেই বিলয় হয়, এজন্ত সেই সময় পৃথকরূপে দেখা যায় না বলিয়া ঐক্য বলা হয়; কিন্তু কোন অংশে লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন। সেইরূপ স্বকারণ তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মাংশে মুক্তিদশায় লীন হইলে জীব ব্রহ্মৈক্যা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে মুক্ত জীবসকলও অপরিচ্ছিন্নঘনমুখ প্রাপ্ত হয় না। কারণ জীবসকল স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং মুক্তিতে অপৃথক্ দর্শনহেতুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরন্তু ব্রহ্মের কোন অংশবিশেষে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন।”—(প্রপঞ্চাশ্রমের বৃহত্তাগবতা-মুত সংস্করণ, টীকার তাৎপর্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯-৩৭০

শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভে ( ৫১ অমুচ্ছেদ ) লিখিয়াছেন যে ব্রহ্ম কেবল দশভোক্ত্যকসহায়—একমাত্র নিজের শক্তিই তাঁহার সহায়। তাঁহার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় অতঃ কোনও তত্ত্ব নাই; এজন্ত তিনি অদ্বয়। তিনিই শক্তি-সমূহের পরম আশ্রয়। তাঁহা ছাড়া কোন শক্তি থাকিতে পারে না।

কবিশেখরের গোপালবিজয়ের পুথিতেও আছে—

এক স্বর্ণে তেন নানা অলঙ্কার।

তেন নারায়ণ সব দেব অবতার ॥

৩

পদঃ যোর শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।

দীনহীন-তারণ

প্রেম রসায়ন

ঐছন মধুরিম নাম ॥

কাঞ্চন<sup>২</sup> বরণ

হরণ তত্ত্বস্থললিত

কৌমিক বসন বিরাজে।

১ ছেদ তিন প্রকারের—(১) স্বজাতীয় ( যেমন আম গাছ হইতে কাঠাল গাছের ভেদ। উভয়েই গাছ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক ), (২) বিজাতীয় ( যেমন গাছ হইতে পাহাড়, নদী, মানুষ প্রভৃতির ভেদ ) আর (৩) স্বগত ভেদ ( যেমন গাছের শাখা, পত্র, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতি একই গাছের, অথচ তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে )।



প্রেম<sup>১</sup> নাম করি                      কহত ভাগবতে  
 ঐছে<sup>২</sup> বরণ তহু সাজে ॥  
 নিজ নিজ ভকত                      পারিষদ<sup>৩</sup> সহি  
 প্রকটহি চরণাবিন্দ ।  
 নিরবধি বদনে                      নাম<sup>৪</sup> বিরাজিত  
 রাধে কৃষ্ণ<sup>৫</sup> গোবিন্দ ॥  
 যুগলভজনগুণ                      লীলা<sup>৬</sup> আশ্বাদন  
 গ্রন্থ-কলপতরু হাতে ।  
 তুয়া বিনে অধমে                      শরণ কো দেয়ব  
 গোবিন্দদাস অনাথে ॥

সা. প. ১৮৫ সংখ্যক পুথির                      ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ১০৪২, তর ১০  
 প্রথম পদ                      কী ২২

পাঠান্তর—(১) জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম—  
 তরু (২) চম্পকবরণ—কী (৩) প্রেম নাম কহি কহত  
 ভাগবতে—তরু (৪) সেই বরণ অহুসারে তহু সাজে—  
 ভক্তিরত্নাকর । (৫) পারিষদগণ প্রকটহি চরণাবিন্দে  
 —কী (৬) মধুর নাম ভপতহি—কী (৭) রাধে কৃষ্ণ  
 গোবিন্দে—কী (৮) লীলারস আশ্বাদন—কী ।

ব্যাখ্যা—কাকনবরণধরণ তহু—স্বর্ণের ( অথবা  
 পাঠান্তরে চাঁপা ফুলের ) মতন তাঁহার দেহের রং ।  
 তাই বলা হইয়াছে যে সোনার বর্ণ চুরি করিয়া তাঁহার  
 দেহের রং তৈয়ারী করা হইয়াছে ।

প্রেম নাম করি কহত ভাগবতে ঐছে বরণ তহু সাজে—  
 ভাগবতে ( ১০।৮।১৩ ) যাহাকে পীতবর্ণ ভগবান্ ( গৌর-  
 অঙ্গ ) বলা হইয়াছে সেই মূর্তিমান্ ‘প্রেমরূপ’ শ্রীচৈতন্তের  
 মতন যাহার গায়ের রং ও সাজসজ্জা । সতীশচন্দ্র রায়  
 মহাশয় ঐ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—  
 “এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে  
 অষ্টমাধ্যায়ে গর্গ মুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুক্ত ‘কৃষ্ণ’ নাম কীর্তন  
 করিয়া—

আসন বর্ণাশ্রয়ো হস্ত গুরুতোহহুযুগং তনুঃ ।  
 শুক্লো রক্তশুখা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক দ্বারা যুগভেদে ভগবানের যে বিভিন্ন বর্ণ-

ধারণ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিযুগে ভগবানের যে  
 পীতবর্ণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেহকান্তিও  
 তদনুরূপ ছিল । প্রবাদ আছে যে, গৌরাঙ্গপ্রভু আরও  
 দুইবার অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট  
 প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । শ্রীনিবাস আচার্য্যের নানাবিধ  
 অদ্ভুত মহিমা দর্শনে তাহাকে পরবর্তী ভক্ত বৈষ্ণবগণ  
 শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অন্ততর অধস্তন অবতার বলিয়া স্বীকার  
 করিয়াছেন । পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই শ্রীআচার্য্য প্রভুর  
 মন্বশিষ্টা ; হুতরাং তিনিও যে পূর্বোক্ত প্রবাদ অহুসারে  
 আচার্য্য প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিয়া  
 তাঁহার পোষকতায় শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকের  
 উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।”

কিন্তু আমাদের নিকট সতীশবাবু এই ব্যাখ্যা কিছু  
 কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় । পদকল্পতরুর অনেক  
 আগেই নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছিলেন ।  
 আর উহাতে পাঠ ধরা হইয়াছে—“প্রেম নাম করি কহত  
 ভাগবতে” ; কীর্তনানন্দেও পাঠ—“প্রেম নাম করি  
 কহতহি ভাগবতে সেই বরণ তহু সাজে” ।

প্রেমবিলাসে ( পৃঃ ৭ ) আছে যে শ্রীচৈতন্ত  
 জগন্নাথ সম্মুখে প্রভু বোড় হাত করি ।  
 শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি ।  
 আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া ।  
 চৈতন্তদাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া ।  
 জগন্নাথের হস্ত দেখি প্রভুর হস্ত হইল ।  
 আজ্ঞা ক্রমে চৈতন্তদাসে প্রেম পাঠাইল ।

তাহাতেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইল ।

শ্রীনিবাসের মহিমা প্রচারের জন্য “কর্ণানন্দ” ও “অচ-  
 রাগবল্লী” লিখিত হয় । ঐ দুই গ্রন্থেও শ্রীনিবাসকে  
 শ্রীচৈতন্তের অবতার বলা হয় নাই । শ্রীচৈতন্তের প্রকট  
 কালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল ; তাহা হইলে  
 অবতারত্বের প্রশ্নই উঠে না । অচরাগবল্লী বলেন ( পৃঃ ৮ )

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত অবতরী ।  
 শেষ লীলা নীলাচলে প্রকট বিহরি ।  
 সেকালে লভিলা জগ আচার্য্য ঠাকুর ।



ভক্তিরত্নাকরেও আছে ( পৃ: ৬১ ) যে শ্রীনিবাস  
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগুণ শুনি প্রেমাবেশে ।  
 শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্র চলয়ে উল্লাসে ॥  
 নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগুণ সনে ।  
 করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে ॥  
 কতোদূরে শুনি শ্রীচৈতন্য সঙ্গোপন ।  
 এছে হইল দেখে যেন না রহে জীবন ॥

এই উক্তির পোষকতায় নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তমবিলাসে  
 ( দ্বিতীয় বিলাস ) শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজের  
 একটি শ্লোক ও ভক্তিরত্নাকরে ( তৃতীয় তরঙ্গ, পৃ: ১০১ )  
 শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য মুসিংহ কবিরাজ কৃত নবপঙ্ক্তের  
 শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতগুলি প্রামাণিক গ্রন্থের  
 মধ্যে কোনখানিতেই শ্রীনিবাসকে শ্রীচৈতন্যের অবতার  
 বলা হয় নাই। 'প্রেম নাম করি' পাঠের অর্থ—শ্রীনিবাস  
 আচার্য প্রেমের সহিত হরেকৃষ্ণ নাম লইয়া ভাগবত পাঠ  
 করেন। তাঁহার বর্ণ এবং তঁহার সাজ একই রকম।

HAR / ✓ ৩

গৌরী

চম্পক-সোন-কুহুম কনকাচল  
 জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে ।  
 উন্নত গীম সীম নাহি<sup>১</sup> অহুভব  
 জগজ্ঞানমোহন ভঙনি ( রে )<sup>২</sup> ॥  
 জয় শচী-নন্দন<sup>৩</sup> ( রে ) ।

ত্রিভুবন-মণ্ডন<sup>৪</sup> কলিযুগ-কাল-  
 ভূজগ-ভয়-খণ্ডন ( রে ) ॥ ৫

( বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর  
 গরগর অন্তর প্রেমভরে ।

লহ লহ হাসনি গদগদ ভাবণি  
 কত মন্দাকিনী নয়নে বারে ॥

নিজ-রসে<sup>৬</sup> নাচত নয়ন ঢুলায়ত  
 গায়ত কত কত<sup>৭</sup> ভকতহি<sup>৮</sup> মেলি ।

যো রসে ভাসি অবশ মহিমগুল  
 গোবিন্দদাস তহি<sup>৯</sup> পরশ না ভেলি ॥

সা. প. (১) ১, ক. বি. ২০৫০, কণ্ঠা ১৫১২, ভক্তিরত্নাকর পৃ: ৬১, সমুদ্র ১৮, কী ১০৭, তর ৩

পাঠান্তর—(১) ভক্তিরত্নাকরে সীম নাহি স্থলে সীম  
 নহ (২) কণ্ঠায় জগমনমোহন ভঙনি নাই। (৩) কণ্ঠায়  
 রে নাই। (৪) ত্রিভুবনমণ্ডল স্থলে ত্রিভুবন-বন্দন।  
 কণ্ঠাতেও তাই। (৫) নিজ রসে নাচতের পরিবর্তে  
 নিজগুণে নাচত (৬) কত কত স্থলে কত শত। ভকতহি<sup>৮</sup>  
 স্থলে ভকত।

টীকা—ততঃ শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃতঃ সর্বাসম্বল-  
 ধ্বংসকারকঃ শ্রীমদগৌরচন্দ্র চম্পকশোণ ইত্যাদি গীতঃ  
 লিখতি। তৎকৃতে গ্রন্থেহস্ত দাক্ষিণাত্যশ্রীরাগো দৃষ্টতে  
 কিন্তু পূর্বাপরঃ গৌরীরাগেণ গানং শ্রুতমতো গৌরীরাগো  
 লিখিতঃ। তল্লক্ষণং যথা কাস্তং মনোজকুচধূমনিপীড়িতাঙ্গঃ  
 কামং নিবেশ্য হরিচন্দনলিপ্তপীঠে। কল্লজপুষ্পমধুপায়স-  
 পিষ্টকাদৈঃ সংভোজয়ত্যবিরতঃ মধুমাসি গৌরীতি।  
 অস্তার্থঃ স্বগমঃ।

ব্যাখ্যা—রাধামোহন ঠাকুর এই পদকে সকল  
 অমঙ্গলের ধ্বংসকারক বলিয়াছেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ  
 গোবিন্দদাসের নিজের হাতে লেখা বা অথবা কোন  
 প্রামাণিক পুথি দেখিয়াছিলেন, তাই বলিতেছেন যে  
 উহাতে এই পদটিতে দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ দেখা যায়, কিন্তু  
 পরস্পরাক্রমে তিনি গৌরী রাগ শুনিয়াছেন বলিয়া উহাই  
 লিখিলেন। তিনি স্বগম বলিয়া ইহার অর্থ করেন নাই।

গৌরের তঁহার লাবণ্য চম্পক, শণের ফুল ও সোনার  
 গিরিকে জয় করিয়াছে ( জিতল )। তাঁহার গ্রীবা উন্নত,  
 তাঁহার অহুভবের সীমা পাওয়া যায় না; তাঁহার  
 অদ্বন্দ্বী জগতের সকলের মনকে মোহিত করে।  
 শচীনন্দন ত্রিভুবনের শোভা বা পাঠান্তরে ত্রিভুবনের  
 সকলের দ্বারা বন্দিত। কলিযুগরূপ কালদর্পের ভয়কে  
 তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার দেহ বিপুল পুলকাবলীতে  
 আকুল, আর তাঁহার অন্তর প্রেমভরে গরগর। তিনি  
 মুহুমন্দ হাস্ত করেন; তাঁহার বাক্য গদগদ; তাঁহার নয়নে



কত মন্দাকিনী করে। তিনি নিজের রসে বা নিজের  
ওণে নাচেন ও নয়ন ঢুলান; কত শত ভক্ত মিলিত হইয়া  
তীহার ওণগান করেন। সমস্ত পৃথিবী যে রসে ভাসিয়া  
অবশ হইল, গোবিন্দদাসের তাহাতে স্পর্শ পূর্ণাঙ্গ ঘটিল  
না।

৮

তথা রাগ

কুন্দন-কনয়া-কলেবর কাঁতি।  
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি ॥  
প্রেম-ভরে ঢর-ঢর লোচনে চায়।  
কত মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায় ॥  
দেখ দেখ গৌরা ওণ-মণি।  
করণায় কো বিহি মিলায়ল আনি ॥  
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।  
গাই গাওয়ায়ে আপন ওণ-গাম ॥  
নাচি নাচায়ে বধির জড় অন্ধ।  
কতিহঁ না পেখিয়ে ঐছন বন্ধ ॥  
আপহি ভোরি ভুবন করত ভোর।  
নিজপর নাহি সভারে করু কোর ॥  
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারি।  
গোবিন্দদাস তহিঁ যাও বলিহারি ॥

সাঁ. প. (১)—২; ব ১, ব ২২২,

কণক ২১০, মনু ৮০, তরু  
২১১৪, সাং ২০, কী ৩৪।

পাঠান্তর—তরু—(১) পুলক (২) বরবর (৩) জপিয়া  
জপয়ে জপয়ে—ক. বি. (৪) গাওয়ায়ে গাওয়ায়ে—ক. বি.

টীকা—ততঃ শ্রবণাদিজনিত শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগগান-  
সম্পাদনার্থঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ কুন্দনকনয়াকলেবরকাঁতি  
ইত্যাদিনা শ্রবতি। ওণগাম ওণগ্রামঃ ওণসমূহঃ।

শব্দার্থ—কুন্দন—উজ্জল। কনয়া—সোনার। কাঁতি  
—কান্দি। বন্ধ বা পরবন্ধ—প্রবন্ধ, অল্পমান। ভোরি—

ভুলিয়া, বিহ্বল হইয়া। ভোর—মত্ত, বিহ্বল। কোর—  
কোল। ওণগাম—ওণসমূহ।

ব্যাখ্যা—শ্রীগৌরদেবের অঙ্গের কান্দি উজ্জল সোনার  
মতন। সব সময়ে তীহার দেহে পুলকাবলী দেখা যায়—  
অর্থাৎ ভাবে শরীর রোমাঙ্কিত। তিনি প্রেমপূর্ণ নয়নে  
অবলোকন করেন, তীহার চোখ দিয়া কত মন্দাকিনী  
যেন বহিয়া যায় (শ্রীকৃষ্ণবিরহে অশ্রু পতিত হয়)।  
কোন করুণাময় বিধি এমন গৌরা ওণমণিকে আনিয়া  
মিলাইল? (তিনি প্রকৃত আচার্য্য—তাই নিজে আচরণ  
করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন; তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং, অথচ  
কৃষ্ণনাম জপেন লোককে শিখাইবার জন্ত)। তিনি নিজে  
নিজের মধুর নাম জপ করিয়া সকলকে জপ করা শেখান,  
কৃষ্ণের ওণসমূহ স্বয়ং গাহিয়া অপরের দ্বারা গাওয়ান।  
তিনি নিজে নাচিয়া অন্ধ, জড় ও কালাদেরও নাচান।  
এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি স্বয়ং বিহ্বল  
হইয়া জগৎকে মত্ত করেন। তীহার আপন পর জ্ঞান  
নাই, সকলকেই তিনি কোল দেন। সমস্ত নরনারী প্রেমে  
ভাসিল। গোবিন্দদাস তীহার বলিহারি দেয়।

গান্ধার রাগ

জহ্ননদতরু বদন অশ্রুজে  
মঘনে হরি হরি বোল।  
নয়ন অশ্রুজে বহই স্বরধুনি  
কধু-কধুবে দোল ॥  
দেখ দেখ গৌর দ্বিজবর-রাজ  
সঙ্গে সহচর স্বঘড়-শেখর  
উত্তল নবদীপ মাক ॥  
তরুণ প্রেম ভরে দিন রজনী নাচত  
অরুণ চরণ অণীব।  
করণ দিঠি জলে এ মহি ভাসল  
বরণ নিলায় গভীর ॥





ভাবে টলমল

অঙ্গ ঝলমল

মধুর মধুরিম হাস।

বচন গদগদ

চলত আধপদ

গদত গোবিন্দ দাস ॥

বরাহ—১—(৩)

শ্রী ১৮, তরু ২২১৩, কী ৮৬

ক.বি. ২৪০২ (খ)

**পাঠান্তর**—(১) কগরে—কী এবং ক. বি. (২) তরল  
প্রেমে দিন রজনী নাচত—গী (৩) দিন রজনী নাহি  
জানত—কী (৪) করুণ প্রেমজলে অবনি ভাসল (৫) নিলয়  
বরুণ—তরু (৬) ভাবে টলমল প্রভৃতি পাঠ গীতচন্দ্রোদয়ের।  
তরুতে পাঠ :

কবহ নাচত, কবহ গাওত, কবহ গদগদ ভাব।  
অখিল জগ-জনে, প্রেমে পুরল, বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. পাঠ :

ভাবে গরগর, নয়ন চরচর, মধুর মধুরিম হাস।

(৭) বদত—কী ও ক. বি.

**শব্দার্থ**—জঘনদ—জঘনদ, স্বর্ণ। অধ্বজ—পদ্ম।  
কদু—শব্দ। কদর—গ্রীবা। স্বঘড়—স্বনিপুণ, উদার।  
মহি—পৃথিবী। বরুণ-নিলয়—বরুণের নিবাসস্থল অর্থাৎ  
সমুদ্র।

**ব্যাখ্যা**—(প্রভুর) দেহ স্বর্ণবর্ণ, তিনি বদনকমলে পুনঃ  
পুনঃ হরি হরি বলেন; তাঁহার নয়ন-কমল হইতে যেন  
গঙ্গার ধারা বহিতেছে; শব্দের দ্বারা স্বদৃশ্য গ্রীবা ফুলিতেছে।  
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের যিনি রাজা সেই গৌরচন্দ্রকে দেখ; তিনি  
উদার শ্রেষ্ঠ সহচরদিগকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের মধ্যে  
উদিত হইয়াছেন। নবীন প্রেমের ভরে তিনি দিনরাত্রি  
নাচিতেছেন, তাঁহার অরুণ চরণ অস্থির হইয়াই আছে।  
জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাঁহার নয়নজলে পৃথিবী  
ভাসিয়া গেল, যেন গভীর সমুদ্রে পরিণত হইল। তাঁহার  
অঙ্গ ঝলমল করিতেছে। দেহ ভাবে টলমল করিতেছে।  
মুখে তাঁহার মধুর মধুর হাসিটি লাগিয়া আছে। তাঁহার  
কথা গদগদ। তিনি ধীরে ধীরে অঙ্গ পদ যেন চলেন—  
এই কথা গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

সিন্ধুড়া রাগ দশকোষী তালো

গৌরাদ করুণা-সিন্ধু অবতার

নিজগুণে গীথিয়া নাম চিন্তামণি, জগতে পরায়লি হার।

কলি তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি

বদন-চন্দ্র পরকাশ।

লোচন-প্রেম-স্বধারস-বরিয়ণে

জগ-জন-তাপ-বিনাশ ॥

ভকত-কলপতরু অন্তরে অন্তর

রোপলি ঠামহি ঠাম।

যছু পদ-তল অবলম্বনে পঙ্খিক

পুরল নিজ নিজ কাম ॥

ভাব-গজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চন

ঐছন পছক বিলাস।

সংসার-কাল-কুট-বিষে দগধল

একলি গোবিন্দদাস ॥

শ্রী. প (১)—৩

কদমা ১৮. ১.

ব ১ (৪), ক. বি. ২৩৩৭

নমুস ২১, তরু ২২১৫

**পাঠান্তর**—ক. বি. (১) লোচনে (২) বরিসয়ে  
(৩) জগজনে (৪) রোপহ (৫) তছু (৬) একলে।  
একলা—ব।

**টীকা**—ততঃ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগোচিতবর্ণনময়গীতার্থ-  
স্বরূপায় সর্বসিন্ধিকবপরমকারুণিকবর - শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য  
গোবিন্দকবিরাজকৃতঃ 'গৌরাদ করুণা সিন্ধু অবতার'  
ইত্যাদি গীতমাহ। গীতশাস্ত্র সিন্ধুড়ারাগ স্বরূপং  
যথা — উৎফুল্লপঙ্কজগলয়করন্দপানমত্তালিভক্তিভরৈরপি  
দুয়মানা। কাস্তং পদাস্তমিলিতং কটু ভাবয়ন্তী মানোরতা  
বসতি সিন্ধুতে সিন্ধোড়া ইতি। স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ  
করুণাসিন্ধুরবততার প্রাচুর্ভূতবান্। করুণাশব্দেন বক্ষ্য-  
মাণ ক্রিয়য়া চ ক্ষীরাক্রিয়তি তুচ্ছীকৃত ইতি ভাবঃ।  
তদ্বিবরণং যথা ক্ষীরাক্রিনা চিন্তামণিরদ্বানি সর্বোভ্যো ন-  
দন্তানি অয়ন্ত নাম চিন্তামণীনাং চিন্তামাত্রাভীষ্টদাতৃণাং  
হাবান্ কৃদ্বা দরিত্রেভ্যোপি দন্তবান্। ততশ্চক্রোহভুং



তস্ত্র কেবলরাত্রিবিলাসিত্বং ত্রাসো বুদ্ধিশ্চাতি অস্ত্র বদন-  
চন্দ্রস্ত তু তদভাবঃ । তদুদ্ভূতামৃতস্ত্র কেবলমিজ্ঞাদয়ো দেবাঃ  
পাতরঃ । অনেন তু প্রেমামৃত বৃষ্টিদানেন বাবজ্জগজ্জনস্ত্রা-  
ধ্যাত্মিকাদিতাপবিনাশাদিপূৰ্ণকমমরত্বঃ কৃতমিতি ভাবঃ ।  
তত্রৈকঃ কল্পদ্রুমোহভূৎ সোপ্যমরাবতীস্থো লোকাদৃশ্তো  
যেথাঃ পুনর্দৃশ্তেবামপি কামনাপেক্ষকঃ । অনেন তু  
ভক্তকল্পতরবঃ সৰ্ব্বত্রৈব রোপিতা স্তবশিখাদিরূপতৎপোত  
প্রপোতাশিখাশ্চাপি রক্ষিত ইত্যাম্ব্যং । তত্রৈবাবত-  
নামা গজোহভূৎ সোপ্যতিমহতে সুরাধিপায় দত্তঃ অনেন তু  
অকিঞ্চনেভ্যোপি দরিদ্রেভ্যোপি ভাবগজেন্দ্রা কাকুতৈ-  
রাবতা দত্তাঃ । এবমেবং প্রকারশ্চমৎকারকারকঃ প্রভো-  
ক্ষিলাসঃ । সংসারকালকূট ইত্যাদি চরণস্তার্থঃ স্পষ্টঃ  
পক্ষে স্রবতী স্তোতি । সংসারএব মহোষণপ্তিজগন্নাশকঃ  
কালকূটঃ শ্রীকল্পবস্ত্রলীর্ণ কারবঃ কৃষ্ণকণ্ঠবাঃ শ্রীগোবিন্দ-  
দাস কবিরাজ ইত্যর্থঃ । করুণাসিন্ধু অবতার ইত্যনেন  
ময়ি করুণাং কৃপা পূৰ্ণবৎ সৰ্ব্বকাৰ্য্যং করিষ্যতি সম্প্রতি  
তৎপ্রকারেণ মম উগ্ৰমঃ সম্পূর্ণো ভবিষ্যতীতি প্রতি-  
পাদিতম্ ।

শব্দার্থ—পরায়লি—পরাইলেন । ঠামহি ঠাম—স্থানে  
স্থানে । পহিক—পথিক । চড়ায়ল—চড়াইলেন । অকিঞ্চনে  
—দরিদ্রকে । পহক—প্রভুর ।

ব্যাখ্যা—রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় 'গৌরাঙ্গকরুণা-  
সিন্ধু অবতারের' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ  
কীরসমুদ্র অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বীরসমুদ্রে যে  
রত্নাদি উঠিয়াছিল তাহা সকলকে দেওয়া হয় নাই ; কিন্তু  
গৌরাঙ্গকরুণাসিন্ধুতে যে নামচিন্তামণি উঠিয়াছে, তাহা  
জগতের সকলের গলায় হারস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ।  
শ্রীগৌরাঙ্গের বদনচন্দ্র প্রাকৃতিক চাঁদ অপেক্ষা অনেক  
শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহাতে ত্রাসবুদ্ধি নাই—সৰ্বদাই পূৰ্ণচন্দ্র ।  
ইনি কেবল ইজাদিদেবতাকে অমৃত দেন না, সকলকে  
প্রেমামৃত দান করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়  
বিনাশ করেন । ইনি সৰ্বত্র ভক্তরূপ কল্পতরু রোপণ  
করিয়াছেন, সকলে তাহার ছায়া ও ফলভোগ করিতেছে ।  
সংসাররূপ কালকূটের বিষে তহু দগ্ধ হইল একমাত্র

গোবিন্দদাসের । কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে কল্পের  
ছায়া গোবিন্দ কবিরাজ কালকূট পান করিয়া কৃষ্ণকণ্ঠ  
হইয়াছেন । তাহার কণ্ঠে সৰ্বদা কৃষ্ণনাম স্মৃতি হইতেছে  
ইহাই ব্যঙ্গ্যর্থ । সমুদ্রমন্থনে যে ঐরাবত উঠিয়াছিল তাহা  
ইন্দ্রই অধিকার করিয়াছিলেন ; শ্রীগৌরাঙ্গকরুণাসিন্ধু  
হইতে যে ভাব-ঐরাবতের উদ্ভব হইল, তাহাতে দরিদ্রতম  
ব্যক্তিও চড়িতে পাইল । এইরূপ আমাদের প্রভুর বিলাস ।

✓ ৭

বিভাষ

পুলক-বলিত অতি ললিত হেমতহ  
অহুখন নটন-বিভোর ।

কত অহুভাব অবধি নাহি পাইয়ে

প্রেম-সিন্ধু নয়নহি<sup>১</sup> লোর ।

জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার ।

কলিযুগ-রারণ- মদ-নিবারণ

হরিশ্ৰমি জগতে বিধার ।

নিজরসে ভাসি হাসি খেনে রোয়ই

আকুল<sup>২</sup> গদগদ বোল ।

প্রেমভরে গরগর না চিনে<sup>৩</sup> আপন পর

পতিত জনেরে দেই কোর ।

ইহ রস-সাগরে<sup>৪</sup> মগন সুবাস্তব

দিন রজনী নাহি জান ।

✓ গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই

শ্রীবল্লভ পরমাণ ।

মা. প. (১)—৪ ; ৪১—৫, লি. ২৮৬, তক ২২৪, কী ২৩৩  
ক. বি. ৬৪০২

পাঠান্তর—(১) পাবই—কী (২) নয়ন হিলোল—

ক. বি. (৩) গদগদ আকুল বোল—কী (৪) চিহ্নে—ব

(৫) ইহ রসে নিমগন—ব এ রস-সাগরে—ক. বি.

শব্দার্থ—অহুখন—সৰ্বদা । নটন-বিভোর—নৃত্যে



উন্নত। লোর—অশ্রুজল। বারণ—হস্তী। বিখার—  
বিস্তার। সাগরে—মাগরে। রোয়ই—ক্রন্দন করে।

ব্যাখ্যা—শ্রীগোরাধের সুন্দর হেমতলু অতিশয়  
পুলক-যুক্ত; তিনি সব সময়েই মৃত্যু বিভোর হইয়া  
আছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কত অমৃত্যু তাহার  
সীমা পাই না; নয়নে তাঁহার যেন প্রেমসিকু উথলিয়া  
উঠিয়াছে। ভুবনের মঙ্গলকারক সেই অবতারের জয়।  
তিনি কলিযুগরূপ হস্তীর মদ নিবারণ করিলেন এবং  
জগতে হরিধ্বনি বিস্তার করিলেন। তিনি নিজের  
রসেই ভাসেন; কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, আকুল  
হইয়া গদগদ স্বরে কথা বলেন। তিনি প্রেমভরে গরগর।  
আপন পর তিনি চিনেন না—পতিতজনকে ধরিয়া  
আলিঙ্গন দান করেন। এই রসের সমুদ্রে দেবতা ও  
অসুর সকলে মগ্ন হইল। দিনরাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া  
যায় তাহারা জানে না। ঐ প্রেমসিকুর একটিমাত্র  
বিন্দুর জন্ত গোবিন্দদাস ক্রন্দন করিতেছেন—এই কথার  
প্রমাণ দিবেন তাঁহার কবি-বন্ধু শ্রীবরভ।

তথা রাগ

তথা রাগ

পতিত হেরিয়া কান্দে খির নাহিক<sup>১</sup> বান্দে  
করণ নয়নে চায়।

নিরুপম হেম জিনি<sup>২</sup> উজোর গৌর তল  
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥

গোরা পহ<sup>৩</sup>র<sup>৪</sup> নিছনি লইয়া মরি।

(ও রূপ মাধুরী পিরীতি চাতুরী  
তিলে<sup>৫</sup> পাসরিতে নারি ॥)

বরণ আশ্রম কিকন অকিকন

কারো কোন দোষ নাহি মানে।

কমলা-শিব-বিহি<sup>৬</sup> ছল্লভ<sup>৭</sup> প্রেম-ধন  
দান করল জগ<sup>৮</sup> জনে।

ঐছন সদয়

হৃদয় প্রেমময়<sup>৯</sup>

গৌর ভেল পরকাশ।

প্রেম-ধনে ধনী

করল অবনী

বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

না প. (১)—৫.

ব ১ (৬)

কণদা ১২১, তরু ২২১৩,

কী ৫৭

পাঠান্তর—(১) নাহি—তরু (২) জয়—কণদা

(৩) গৌরাধের নিছনি—তরু (৪) তিল আধ—তরু

(৫) বিধি—তরু (৬) ছলহ—কী (৭) জনে জনে—কী

(৮) রসময়—কী।

শব্দার্থ—খির—স্বৈর্য্য। উজোর—উজ্জল। নিছনি—

সংস্কৃত নির্মলনীয় দ্রব্য। বাংলায়—বালাই বা অমদল।

বরণ—বর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি। আশ্রম—গৃহস্থ, সন্ন্যাসী

আদি। কিকন—যাহার কিছু আছে। অকিকন—যাহার

কিছু নাই। বিহি—বিধি।

ব্যাখ্যা—প্রভু পতিতজনকে দেখিয়া করুণায় ক্রন্দন  
করেন; তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত তাঁহার হৃদয়ে  
আর স্বৈর্য্য থাকে না; তিনি তাহাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে  
চাহেন। অতুলনীয় স্বর্ণের চেয়েও উজ্জল যে গৌরচন্দ্রের  
দেহ তাহা ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। গৌরাধের  
বালাই লইয়া মরি। তাঁহার রূপমাধুর্য্য ও প্রেমচাতুর্য্য এক  
তিলের জন্তও ভুলিতে পারি না। তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ  
চণ্ডাল, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, ধনী দরিদ্রের কোন ভেদ নাই।  
তিনি কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। যে  
প্রেমনিধি লক্ষ্মী, শিব ও ব্রহ্মার দুর্লভ তাহা জগতের  
সকলকে দান করেন। এইরূপ করুণাময় ও রসময় গৌর-  
চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন; তিনি পৃথিবীর সকলকে প্রেমধনে  
ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল।

৯

সিকুড়া অথবা বসন্তরাগ

পদতলে ভকত

কল্পতরু সঞ্চক<sup>১</sup>

সিক্ত প্রেম মকরন্দ।



ধাকর ছায়<sup>১</sup> স্বরাস্বর নববর  
পরমানন্দ নিবদন ॥

পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ ।

জগম হেম- ধরাদর<sup>২</sup> উয়ল  
কীয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥

নয়ন নিবদ জিনি কত মন্দাকিনি  
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে ।

নিত্যানন্দ চন্দ্র রাম<sup>৩</sup> দিনমণি  
অমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥

ধাকর চরণ সমাধয়ে শরর  
চতুরানন কর আশে<sup>৪</sup> ।

সোপহ<sup>৫</sup> পতিত কোরে ধরি কান্দই<sup>৬</sup>  
কি কহব গোবিন্দদাসে<sup>৭</sup> ॥

সা. প. (১)—৭, ব ১ (৮),

তর ৩০৪

ব ২২২, ক. বি. ২০৬২

ব ২২২তে পাঠান্তরঃ—(১) সঙ্কর (২) ছায়ে  
(৩) কল্লতর (৪) আশ (৫) কান্দয়ে (৬) গোবিন্দদাস ।

ক. বি. পাঠান্তর—(৭) অভিরাম দিনমণি ।

শব্দার্থ—সঙ্কর—সঙ্করণ করেন, চলাফেরা করেন ।

মকরন্দ—ফুলের মধু । ছায়—ছায়ায় । স্বরাস্বর—দেবতা  
ও অস্বর । নিবদন—নিবন্ধ । ধরাদর—পর্কত । উয়ল—  
উদ্ভিত হইল । নীরদ—মেঘ । সমাধয়ে—সমাধিময় হইয়া  
ধ্যান করে ।

ব্যাখ্যা—প্রভুর পদতলে ভক্তরূপ কল্লতরুগণ বিচরণ  
করেন; তিনি সকলকে প্রেমরূপ মধুর দ্বারা সিক্ত  
করেন । তাঁহার ছায়ায় স্বর, অস্বর<sup>৮</sup> ও মানবগণ পরমানন্দে  
বিনা কলহে বর্তমান থাকেন । গৌরচন্দ্ররূপ নটরাজকে  
দেখিলাম । সোনার পাহাড় কি আজ চলমান হইয়া  
নবদ্বীপের মাঝে উদ্ভিত হইল? জলধারা বর্ণন করে যে  
মেঘ তাহাকেও জয় করিয়াছে তাঁহার নয়ন—কেননা ঐ  
নয়ন হইতে কত মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়া  
ত্রিভুবনকে তরঙ্গ দ্বারা পূর্ণ করিল । নিত্যানন্দরূপ চন্দ্র  
ও রামরূপ ( পাঠান্তরে অভিরাম ঠাকুর, নিত্যানন্দের  
সঙ্গী ) সূর্য্য খ্রীষ্টচৈতন্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরেন । গাহার

চরণ শরর সমাধিস্থ হইয়া ধ্যান করেন, ভগ্না আশা করেন,  
তিনি পতিত জনকে কোলে ধরিয়া ক্রন্দন করেন ।  
গোবিন্দদাস কি বলিবেন !

ভক্তকে কল্লতরু বলা হইয়াছে কেননা ভক্তের নিকট  
যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায় । বৈষ্ণব-  
দর্শনে ভক্তের স্থান ভগবানের অপেক্ষা নীচে নহে ।

১০

কানড়া

নিরুপম হেম-জ্যোতি জিনি<sup>১</sup> বরণা ।

সদ্বিত-রদ্বি তরদ্বিত<sup>২</sup> চরণা ॥

নাচত গৌর গুণমনিয়া ।

চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া ।

শরদ<sup>৩</sup> ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না ।

অহনিশি প্রেমে করে কর নয়না<sup>৪</sup>

বিপুল-পুলক-পরিপূরিত দেহা ।

নিজসে ভাসি না পায়ই খেহা ॥

জগত্তরি পুরল প্রেম<sup>৫</sup>-আনন্দা ॥

মহিমাহো<sup>৬</sup> বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥

সা. প. (১) ৮, ব ১ (৯),

স ২২৬, তর ২০৭৬

ক. বি. ২৪০২ (এইচ)

পাঠান্তর—(১) জিতি—স (২) সদ্বিত রদ্বিত বাজিত  
চরণা—স, সদ্বিত রদ্বিত বদ্বিত চরণা—ক. বি. (৩)  
শরদ-চন্দ্র নিন্দা—স (৪) বয়না—স (৫) এহেন আনন্দা  
—স (৬) মহিমা বঞ্চিত—তর ও ক. বি. ।

টীকা—সদ্বিত রদ্বি সঙ্গীতরঙ্গযুক্ত; অতএব তরদ্বিতঃ  
চরণঃ যদ্বা সদ্বিতরঙ্গতরদ্বিতচরণা ইতি পাঠঃ ॥

শব্দার্থ—বরণা—বর্ণবিশিষ্ট । সদ্বিতরদ্বি—সঙ্গীতের  
ধিনি রস গ্রহণ করেন এবং সেই রসের আবাদনের ফলে  
তরদ্বিত-চরণা—গাহার চরণ তাল বাধিয়া উঠানামা করে ।  
পাঠান্তরে—সদ্বিতরঙ্গতরদ্বিতচরণা—সঙ্গীতের রঙ্গে গাহাব  
চরণ তরদ্বিত । বয়না—বদনা । খেহা—শৈব্যা । পদকল্প-



তরুর পাঠে মহিমা বঞ্চিত—গোবিন্দদাস প্রভুর মহিমা হইতে বঞ্চিত; কিন্তু উৎকৃষ্টতর পাঠ বরাহনগরের গ্রন্থ-মন্দির ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে পাওয়া যায়—উহা হইতেছে মহিমহো অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে বঞ্চিত।

যেন বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছে। তাঁহার ভাবরূপ কদম্ব যেন ছুটিয়াছে অথবা (কদম্বের সমূহ অর্থে) তাঁহার ভাব-সমূহ বিকশিত হইয়াছে। ঈশ্বর গৌরকিশোরকে দেখিলাম, যেন অভিনব এক হেমকল্লতরু গন্ধার তীর উজ্জল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার চরণরূপ কমলের তলায় ভক্তরূপ ভ্রমরগণ বন্ধার করেন ও মত্ত হইয়া থাকেন। অবিরত প্রেমরতনফল বিতরণ করায় সকলের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহার চরণে বঞ্চিত দীনহীন গোবিন্দদাস দূরে রহিল।

১১ ✓  
শ্রীরাগ

নীরদ-নয়ন                      নীর ঘন সিকনে  
পুলক-মুকুল অবলম্ব।

স্বৈদ মরন্দ                      বিন্দু বিন্দু চ্যুত  
বিকসিত ভাব-রূপে ॥

কি পেখলু<sup>২</sup> নটবর গৌর কিশোর।  
অভিনব হেম                      কল্লতরু সঞ্চক  
স্বরধুনি-তীরে<sup>৩</sup> উজোর ॥

চকল চরণ                      কমলতলে বন্ধক  
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

(পরিমলে লুবধ                      স্বরাস্বর ধাবই  
অহনিশি রহত আগোর<sup>৪</sup> ॥

অবিরত প্রেম                      রতনফল বিতরণে  
অখিল মনোরথ পূর।

তাকর চরণে                      দীনহীন বঞ্চিত  
গোবিন্দদাস রহ দূর ॥)

সা. প. (১)—১০, ব ১ (১০),  
ক. বি. ৪৫৪, ২৪০২ (সি)

শ্রী ১৮, স ৩০, কী ২৬৩,  
তরু ৩৭

পাঠান্তর—(১) নীরঘন সঞ্চক—গী (২) 'কি' নাই—  
গী (৩) তরী—স (৪) আগোর—স।

শব্দার্থ—নীরদ—জলবর্ষা মেঘ। ঘন—গাঢ়। মরন্দ—  
মকরন্দ, মধু। আগোর—আগলাইয়া থাকা, রক্ষা করা।

বাখ্যা—নীরদরূপ নয়ন হইতে গাঢ় অশ্রুধারা  
পতিত হইতেছে; সেই বারিপাতের ফলে দেহরূপ কল্ল-  
তরুতে পুলকরূপ মুকুল জন্মিয়াছে। তাঁহার ঘনরূপ মধু

১২

কেদার

প্রেমভরে ঢরঢর<sup>১</sup>                      কনয়া কলেবর  
নটন রসে ভেল ভোর।

ই দিন যামিনী                      আবেশে অবশ  
প্রিয় গদাধর কোর ॥

গোরা পহ<sup>২</sup> করুণাময় অবতার।  
যো গুণ কীর্তনে                      পতিত দূরগত

সভাই পাওল নিস্তার ॥  
হরি হরি বলি                      ভুজযুগ তুলি

পুলকে দ্বিগুণ তহু।  
অরুণ দিঠি জলে                      অবনি ভাসল

সুমেরু<sup>৩</sup> সিক্তিত জহু ॥  
ঈশং হাসনি                      মধুর ভাসনি

পাষণ মিলাই<sup>৪</sup> যায়।  
অখিল জগজন                      প্রেমে পুরল

দাস গোবিন্দ গায় ॥  
সা. প. (১) ৩, ব ১৭                      কী ১৭২  
ক. বি. ২৩৩১

কীর্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) প্রেমে ঢরঢর (২)  
গোরা করুণাময় অবতার (৩) স্বরনদী ধারা বহে জহু  
(৪) মিলায়ে।



লহরী ২২ ভনিতা—

সো প্রেমসিকু      বিন্দু নাহি পাওল  
পামরি গোবিন্দ দাস।

শঙ্কার্থ—কনয়া—সোনার। ছুরগত—দুর্গত। স্রমেক  
দিকিত জহু—প্রভুর নয়নজলে শুধু অবনীই ভাসে নাই,  
যেন স্রমেক পর্বত পর্য্যন্ত দিকিত হইয়াছে। পাঠান্তরে—  
স্রম নদী ধারা বহে জহু—তাঁহার অরুণ নয়নের জলে  
অবনী ভাসিল, যেন গঙ্গার ধারা নয়নে বহিল। স্রমেক  
পাঠই অধিকতর কবিত্বময় মনে হয়। মধুর ভাসনি—  
তাঁহার মধুর আলাপে পাষণ্ডহৃদয় ব্যক্তিও বিগলিত হয়।

১৩

গান্ধার

ভাবে ভরল হেম      তহু অহুপাম রে<sup>১</sup>  
অহনিশি নিজরসে ভোর।  
নয়নযুগল প্রেম      জলে বর বররে<sup>২</sup>  
ভুজ তুলি হরি হরি বোল ॥  
নাচত গৌর      কিশোর মোর পহ রে  
অভিনব নবদ্বীপ-চাঁদ ॥  
ভাবভরে<sup>৩</sup> হেলন      ভাবভরে দোলন  
প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাঁদ ॥  
জিতল নীপফুল      পুলক-মুকুল রে  
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।  
রসভরে গরগর      চলই খলই রে  
গোবিন্দ দাস বলিহারি ॥

সা. প. (১)—১১, ক. বি. ২৪-২,  
ব ১-১১

ক্ষ ১-১১, স ৪২২,  
তর ২-২৮

পাঠান্তর—(১) ভাবে ভরল তহু অহুপম হেম রে—  
ক্ষ (২) টরটর—ক্ষ (৩) 'ভাবভরে হেলন' প্রভৃতি পদকল্প-  
তরুতে ও পদ্যমুতসমুদ্রে নাই, অথচ উহা না দিলে  
'নবদ্বীপ চাঁদের' মিল হয় না। কণদাগীতচিন্তামণিতে  
উহা আছে।

শঙ্কার্থ—অহুপম—অতুলনীয়। মনমথ ফাঁদ—প্রতি-  
অঙ্গ এতই সুন্দর যে মনে হয় যেন কামদেব ফাঁদ পাতিয়া  
রাখিয়াছেন রমণীমনকে ধরিবার জন্য। জিতল—জয়  
করিল। নীপফুল—কদম্বফুল অঙ্গে রোমাবলী পুলকে উচু  
হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন কদম্বফুল ফুটিয়াছে।  
খলই—খলিত হন অর্থাৎ চলিতে বাইয়া পড়িয়া যান।

১৪

স্বরট সারঙ্গ

স্বরধুনি-তীর      তীর মহা বিলসই<sup>১</sup>  
সম-বয়<sup>২</sup> বালক সঙ্গ।  
করতল-তাল-      বলিত<sup>৩</sup> হরি হরি ধনি  
নাচত নটবর-ভঙ্গ ॥  
জয় শচি-নন্দন      দ্বিতুবন-বন্দন<sup>৪</sup>  
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।  
জগ অম্বরঞ্জন<sup>৫</sup>      ভয়-ভয়-ভঞ্জন  
সংকীর্্তন পরচার ॥  
চম্পক-গৌর      প্রেম-ভরে কম্পই  
কম্পই<sup>৬</sup> সহচর কোর।  
অঙ্গহি অঙ্গ      পুলককুল<sup>৭</sup> আকুল  
কল্প নয়নে স্বক লোর ॥  
ধনি ধনি ভাঙনি      চতুর শিরোমণি  
বিদগধ-জীবনজীব।  
গোবিন্দদাস      এ হেন রসে বঞ্চিত  
অবহ অবগে নাহি পীব।

সা. প. (১)—১২, ব ১-১২,  
ক. বি. ২৪-২ (বি)

স ৪৪৪, তর ১-২২

পাঠান্তর—(১) বিহরই—ব ১ (২) রসময়—ক. বি.  
(৩) বোলত—ক. বি. (৪) ভবন আনন্দময়—ক. বি.  
(৫) জগজ্ঞনরঞ্জন—ক. বি. (৬) কম্পই—স (৭) কনয়াকুল।  
শঙ্কার্থ—তীরমাহা—তীরের মধ্যে। বিলসই—বিলস  
করেন। সমবয়—সমান বয়স যাহাদের। জগ অম্বরঞ্জন



বা জগজ্জনন—পৃথিবীর লোকদিগকে যিনি সৃষ্টি করেন। ভব ভয় ভঞ্জন—জন্মের বা পৃথিবীর ভয়কে যিনি বিনষ্ট করেন। সহচর কোর—সহচরের কোলে। কল্প—পদ্ম। বিদগ্ধ-জীবনজীব—বিদগ্ধজনের অর্থাৎ রসিক ও পণ্ডিত লোকের জীবনের জীবন। শ্রবণে—কর্ণে। পীবে—পান করে।

ব্যাখ্যা—প্রতি অঙ্গেই রোমাক পুলক দেখা দিয়াছে; তাহাতে তিনি আকুল হইয়াছেন। কমল-নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। হে সখি, হে সখি, শ্রীগৌরাদ্ধ জন্ম বিধয়ে চতুর শিরোমণি, তিনি রসিক-জনের জীবনের জীবন। গোবিন্দদাস এইরূপ রসে বঞ্চিত হইলেন—তিনি কর্ণের দ্বারা এই রসরূপ অমৃত পান করিলেন না।

১৫

তথা রাগ

চীত চোর<sup>১</sup> গৌর-অঙ্গ  
রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ  
মদনমোহন-ছন্দুয়া<sup>২</sup>।  
হেম-বরণ-হরণ দেহ  
পুলক তরুণ করুণ মেহ  
তপত-জগত-বন্ধুয়া<sup>৩</sup>।  
ভাবে অবশ<sup>৪</sup> দিবস রাতি  
নীপ-কুহুম পুলক-পাতি  
বদন শরদ ইন্দুয়া<sup>৫</sup>।  
সঘনে বোদন সঘনে হাস  
আনহি বরণ বিরস ভাষ  
নিবিড়<sup>৬</sup> প্রেম-সিদ্ধুয়া<sup>৭</sup>।  
অমিয়া জিতল মধুর বোল  
অরুণ চরণে মজির বোল  
চলত মন্দ মন্দুয়া<sup>৮</sup>।  
অখিল ভুবন প্রেমে ভাস<sup>৯</sup>।

আশ করত গোবিন্দদাস

প্রেম-সিদ্ধু-বিন্দুয়া<sup>১০</sup>।

ম। প (১) ১৩, ক. বি. ২৪১২  
(এল), ব ১-১৩;

ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৮৮৯,  
তুলা ২১১২

ভক্তিরত্নাকরে পাঠান্তরঃ—(১) চিত্ত চোর (২) ছান্দুয়া (৩) বিবশ (৪) নয়নে সলিল সিদ্ধুয়া (৫) আনন্দে ভাস।

শঙ্কার্থ—চীতচোর বা চিত্তচোর—মন চুরি করিয়াছেন যিনি। ছন্দুয়া বা ছান্দুয়া—শোভা। হেমবরণ হরণ দেহ—খাঁহার গায়ের রং দেখিয়া মনে হয় সোনার বর্ণকে যেন চুরি করিয়া আনিয়াছে। করুণ মেহ—করুণাময় মেঘ। তপত-জগত-বন্ধুয়া—তাপতপ্ত জগতের বন্ধু। নীপ কুহুম পুলকপাতি—কদম্বপুষ্প তুল্য পুলকাবলী; শরদ ইন্দুয়া—শরতের চন্দ্র। আনহি বরণ—অগ্রবর্ণ হইয়া যান। মজীর—নুপুর। বোল—শব্দ।

ব্যাখ্যা—গৌরাদ্ধ আমাদের মনকে হরণ করিয়াছেন, তাঁহার শোভা বা সৌন্দর্য্য মনকেও মোহিত করে; তিনি আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তাঁহার দেহের রং সোনার মতন। অভিনব করুণাময় মেঘস্বরূপ তিনি—যেন তাপদগ্ধ জগতের বন্ধুস্বরূপ। তিনি ভাবে দিবারাত্র ভোর থাকেন, তাঁহার দেহে কদম্বপুষ্প স্বরূপ পুলকাবলী। শরৎকালীন চন্দ্রের মতন তাঁহার বদন; তিনি সশব্দে বোদন করেন, সশব্দে হাস্ত করেন। ভাবে তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া যায়; তাঁহার আলাপ ছঃখময় হয়; তিনি যেন নিবিড় প্রেমসমুদ্র। তাঁহার মধুরবাণী অমৃতের চেয়েও মিষ্ট; তাঁহার অরুণ (রক্তাভ) চরণে নুপুর বাজে; তিনি ধীরে ধীরে চলেন। তাঁহার রূপায় সমগ্র জগৎ প্রেমে ভাসিল। গোবিন্দদাস সেই প্রেমসিদ্ধুর একটি বিন্দুমাত্র আশা করে।

১৬

ব্রহ্মই

সহজই কাকন গোরা

মদন-মনোহর বয়সে কিশোরা<sup>১১</sup>।



তাঁহে ধরু নটবর-বেশ  
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাবের আবেশ<sup>২</sup> ॥  
নাচত নবদ্বিপ-চন্দ ।  
জগ-মন নিমগন<sup>৩</sup> প্রেম-আনন্দ ।  
বিপুল পুলক অবলম্বে ।  
বিকশিত ভেল তহি<sup>৪</sup> ভাব-কদম্বে<sup>৫</sup> ॥  
নয়নে গলয়ে ঘন লোর ।  
ধেনে হাসে খেনে কান্দে ভকতহি কোর<sup>৬</sup> ॥  
রস-ভরে গদগদ বোল  
চরণ-পরশে মহি<sup>৭</sup> আনন্দ-হিলোল ॥  
পূরল জগ-জন আশ  
বঞ্চিত ভেল তহি<sup>৮</sup> গোবিন্দদাস<sup>৯</sup> ॥

সা. প. (১)—১৪. ব ১-১৪,  
ক. বি. ২৪০২ (এম)

ক. ৭১২, গী ২৫, স ৪০০,  
তরু ২০৮৪, কী ৭২

পাঠান্তর—(১) বয়স কিশোরা—ক, গী, ব ১ ;  
(২) রসের আবেশ—ক, গী (৩) জগজন নিমগন—ক  
(৪) বিকশিত কিয়ে নব ভাবকদম্ব—গী (৫) ভাবে  
বিভোর—ক (৬) ক্ষতি (৭) বঞ্চিত ও রসে গোবিন্দদাস ।

শব্দার্থ—নিমগন—নিমগ্ন । তহি—তাঁহাতে, ভাব-  
কদম্বে—ভাবরূপ কদম্ব পুষ্প, তাঁহার দেহে কদম্বের মতন  
পুলকাবলী দেখা যায় । লোর—অশ্রুজল । কোর—  
কোলে । মহি—পৃথিবী । আনন্দ হিলোল—আনন্দের  
তরঙ্গ । পূরল জগজন আশ—পৃথিবীর সকল লোকের  
আশা পূর্ণ হইল ।

১৭

তুড়ী

দেখত বেকত গৌর-চন্দ<sup>১</sup>  
বেচল ভকত-নথত-বৃন্দ  
অখিল-ভুবন উজ্বর কারি  
কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া ।  
অগতি-পতিত-কুন্দ-বন্ধু  
হেরি<sup>২</sup> উজল<sup>৩</sup> রসক সিদ্ধ

হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি  
উদিত<sup>৪</sup> দিনহি<sup>৫</sup> রাতিয়া ॥  
সহজে<sup>৬</sup> সুন্দর মধুর দেহ  
আনন্দে আনন্দে না বাঞ্চে খেহ  
চুলি চুলি চুলি চলত থলত  
মত্ত-করিবর-ভাতিয়া ।  
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর  
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল  
রোয়ত হাসত ধরনি থসত  
শোহত পুলক-পাতিয়া ॥  
অসিম<sup>৭</sup>-মহিমা-কো কর<sup>৮</sup> ওর  
নিজপদ ধরি<sup>৯</sup> করই কোর  
প্রেম-অমিয়া হরখি ধরখি  
তরঙ্গিত মহি মাতিয়া ॥  
যো রসে উত্তম অধম ভাল  
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস  
কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল  
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ।

সা. প. (১)—১৫, সা. প. ১২০,  
ব ১-১৫, ক. বি. ২৪০২ (জ)

ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৮৮২, স ৪৫৬,  
তরু ১০৩০

পাঠান্তর—(১) গৌরাদ—স । নিশ্চয়ই ভুল পাঠ,  
কেন না ছন্দপতন হয় । (২) হেরত—স (৩) উজল—ভ  
(৪) উদয়—স (৫) সহজ—স (৬) মহিম—ভ, কী (৭)  
নিজপদ দেই—কী

শব্দার্থ—বেকত—বাক্ত, প্রকাশিত । নথতবৃন্দ—  
নক্ষত্রবৃন্দ । উজ্বরকারি—উজ্জলকারী । কুন্দকনক  
কাঁতিয়া—কুন্দ ও স্বর্ণের কাঁতি বিশিষ্ট । কুন্দবন্ধু—বাহার  
মদ বা গরুর কু, অথবা পাঠান্তরে কুন্দবন্ধু—অগতি-পতিত-  
রূপ কুন্দের বন্ধু যে চন্দ্র । 'কুন্দ' পাঠ ভক্তিরত্নাকরে  
আছে, কিন্তু কুন্দই ভাল পাঠ মনে হয় । খেহ—দৈর্ঘ্য ।  
থলত—খলিত হন অর্থাৎ পড়িয়া যান । ঘটন—ঘটনা ।  
রোয়ত—ক্রন্দন করেন । ধরনি থসত—মাটিতে পড়িয়া  
যান । শোহত—শোভা পায় । পুলক পাতিয়া—পুলক-  
পংক্তি । অসিম—সীমা নাই যার, পাঠান্তরে মহিম—মহৎ ।



ওর—সীমা। হরখি বরখি—হর্ষের সহিত বর্ষণ করেন।  
তরখিত—দ্রাস বা ভয়যুক্ত।

ব্যাখ্যা—দেখ গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের উদয় হইল, ভক্তরূপ নক্ষত্রবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল, তাই সমস্ত পৃথিবী তাঁহার কুন্দ ও কনকতুলা কাঙ্ক্ষিতে উজ্জল হইল। যাহার গতি নাই এমন পতিত ও কুমদযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি বন্ধু। তাঁহাকে দেখিলে রসের সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠে। তিনি হৃদয়গহ্বরের অঙ্ককার হরণ করেন। প্রাকৃতিক চন্দ্র কেবল রাত্রিকালে উদ্ভিত হয়; কিন্তু তিনি দিন ও রাত্রিতে সমানভাবে উদ্ভিত থাকেন। সহজেই তাঁহার স্তন্য ও মধুর দেহ। তাহাতে আবার আনন্দের আতিশয্যো হৈয়া নাই; তাই যন্ত্রগঞ্জের দ্বায় তিনি চুলিয়া চুলিয়া চলেন; চলিতে চলিতে তাঁর পদ স্থলিত হয়। তিনি নৃত্যে উন্নত; (মর্কদা) মুকুন্দ, মাধব, গোবিন্দ বলিতেছেন; কখনও হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও ভূমিতে পড়িয়া ঘাইতেছেন; তাঁহার অঙ্গে পুলকাবলী শোভা পাইতেছে। তাঁহার মহৎ মহিমার সীমা কোথায়? নিজ ও পর ভেদাভেদ জ্ঞান না রাখিয়া তিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন। (তাঁহার নর্তনে) ভয় পাইয়া (শেষে) পৃথিবী মাতিয়া উঠেন। উত্তম ও অধম সকলে এ রসে ভাসিল। একলা গোবিন্দদাস ইহাতে বঞ্চিত হইল; না জানি তাহার কাঠের মতন কঠিনহৃদয় কে গড়িল?

পুন পুন নিবঞ্চিত গোরা মুখ ইন্দু  
উছলল প্রেম-সুধারস-সিন্ধু ॥  
জগতরি পূরল প্রেম-তরঙ্গে।  
বঞ্চিত গোবিন্দদাস সো' পরসঙ্গে ॥

স্ব. প. (১)—১৬, ব ১-১৬,  
ক. বি. ২১০৭

তত্ত্ব ১৪৬০

পাঠান্তর—(১) নয়নে—ক. বি. (২) পদকল্পতরুতে  
'সো' নাই।

শব্দার্থ—আনন্দকন্দ—আনন্দের আকর। কাঞ্চনদেহা—সোনার মত রং যে দেহের। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।  
পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।

ব্যাখ্যা—আজ শচীনন্দন গৌরাঙ্গের নূতন অভিষেক। সেই আনন্দের আকররূপকে নয়ন ভরিয়া দেখ। নিত্যানন্দ অধৈত বহু রঙ্গে মিলিত হইয়া প্রেমে উন্নত ভক্তগণ সঙ্গে গান করিতেছেন। তাঁহার অতুলনীয় কাঞ্চনতুলা দেহ দেখিয়া সকলেরই নয়নরূপ ঘন মেঘ হইতে বারি বর্ষিত হইতেছে। গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র বারংবার দেখিতে দেখিতে প্রেমরূপ সুধার সমুদ্র উছলিয়া উঠিল। (চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উছলিয়া উঠে)। পৃথিবী ভরিয়া প্রেম-তরঙ্গ ব্যাপ্ত হইল। কেবল সেই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল।

(১৮)

ভৈরবী

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।  
আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ।  
নিত্যানন্দ অধৈত মিলি বহু রঙ্গে।  
গাও উনমত ভকতহি' সঙ্গে ॥  
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন-দেহা।  
রাখিয়ে সবহ' নয়ন' ঘন মেহা

(১৯)

ধনেশী

হরধুনি-বারি      বারি ভরি টারই  
পুন ভরি পুন ভরি টারি।  
কো জানে কাহে      লাগি অভি সিকই  
লীলা বুঝই না পারি ॥  
হেরইতে মনু মনে লাগি রহ  
সীতাপতি শ্রীঅধৈত পহ ॥  
নব নব তুলসী      মঞ্জুল মঞ্জরী  
তাহি দেই হাসি হাসি।



কবছ' গৌর পিত      কামর লোহিত  
কবছ' মুরতি পরকাশি ॥

ভাহিনে রহ পুরু      ষোত্তম পণ্ডিত  
কামদেব রহ' বাম ।

অপক্লপ চরিত      হেরি সব চমকিত  
গোবিন্দদাস গুণধাম ॥

মা. প. (১) ২০, ব. ২০, ক. বি.      ত্রু ১৪৭০  
পৃ: ১০\*

পদকল্পতরুতে এই পদটি নিত্যানন্দ-অভিষেকের পর 'পূর্বাভিষেক' এই পর্ধ্যায়ে ধৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে 'অষ্টমের অভিষেক' পর্ধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এটি অষ্টম কর্তৃক গৌরাদেব অভিষেকের পদ। কিন্তু কামদেব ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত উভয়েই অষ্টম শাখার ভক্ত হওয়ায় এটিকে অষ্টমের অভিষেকের পদ বলিয়াই ধরা সমীচীন হইবে। কামদেবের পুরা নাম কামদেব চৈতন্যদাস। অষ্টমশাখার পুরুষোত্তম পণ্ডিত সম্বন্ধে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজান ।  
প্রভু ধারে দিলা আচার্য্য গোসাক্ষির স্থান ॥

২০

বসন্ত

নীলাচলে কনকাচল গৌরা ।  
গোবিন্দ-ফাগুরদে ভেল ভোরা ॥  
দেব-কুমারি নারিগণ লদে<sup>১</sup> ।  
পুলক-কদম্ব-করষিত-অদে<sup>২</sup> ॥  
ফাগুয়া খেলত গৌরতহু ।  
প্রেমক সুধা-সিদ্ধ মুরতি জহু ॥  
ফাগু-অরুণ তহু অরুণহি চীর ।  
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর ॥  
কণ্ঠহি লোলত অরুণিত মাল ।  
অরুণ ভকতসব গাওয়ে<sup>৩</sup> রসাল ॥

কত কত ভাব বিধারল অদ্ব ।  
নয়ন ঢুলাওত প্রেম-তরঙ্গ ॥  
হেরি গদাধর লহ লহ হাস ।  
সো নাহি সমুদ্রল গোবিন্দদাস ॥

ব ১-১৭, ক. বি. ১৩৪৬

দ ৪৩১, ত্রু ১৪৬৩

পাঠান্তর—(১) সঙ্গ—স (২) অদ্ব—স (৩) গায়—  
ক. বি. ।

শব্দার্থ—কনকাচল—সোনার পাহাড় সদৃশ।  
গোবিন্দ-ফাগুরদে—শ্রীকৃষ্ণের ফাগুখেলারদে। পুলক-কদম্ব  
—পুলকসমূহ দেহে শোভা পাইতেছে। করষিত—  
সম্মিলিত। চীর—বস্ত্র। নীর—জল। লোলত—চুলিতেছে।  
মাল—মাল্য। রসাল—সুস্বাদু। বিধারল—বিস্তৃত করিলেন,  
প্রকাশ করিলেন। লহ লহ—লঘু লঘু। সমুদ্রল—  
বুকিল।

ব্যাখ্যা—ফাগুখেলায় সব লালে লাল হইয়া গিয়াছে;  
প্রভুর দেহ, বসন, নয়ন, এমন কি নয়নের নীর, গলার  
মালা, সব লাল হইয়াছে।

২১

সুহৃৎ

অপক্লপ হেম-মণি ভাস ।  
অখিল ভুবনে<sup>১</sup> পরকাশ ॥  
চৌদিগে পারিষদ তারা  
দুরে করু কলি-আক্ষিয়ারা ॥  
অভিনব গৌরা দ্বিজ-রাজ ।  
উয়ল নবদ্বিপ মাঝ ॥  
পুলকিত হির-চর-জাতি ।  
প্রেম-অমিয়া রসে মাতি ॥  
কেহো বিধুমণি সম কান্দে ।  
কেহো হাসে কুমুদিনি ছান্দে ॥  
কেহো<sup>২</sup> কেহো ভকত চকোর ।  
নারি পুরুষ নাহি ওর ॥



গোবিন্দ দাস হীন\* চকোর ।

কচি-লব লাগি বিতোর ॥

সং. প. (১)—২, ক. বি. ২৩৫২

ক. ৮/১, স. ৪২২, তরু ২০৭৬

পাঠান্তর—(১) ভুবন—ক (২) কেহো কেহো প্রভৃতি  
কণদাতে নাই (৩) তরুতে 'হীন' শব্দ নাই ।

শব্দার্থ—হেম-মণি ভাস—হেমমণির তুল্য দীপ্তিশালী,  
অপূর্ণ । পারিষদ তারা—এই অপূর্ণ চন্দ্রের চারিদিকে  
তাঁহার ভক্ত-বৃন্দরূপ তারা । স্থির-চর-জাতি—স্থাবর জন্ম  
প্রভৃতি । বিধুমণি সম কান্দে—চাঁদ কুমুদে প্রেম, কোন  
ভক্ত চাঁদের ভূমিকা লইয়া কাঁদিতেছে, আবার কেহ  
কুমুদিনীর তুল্য কাঁদিতেছে । নারি পুরুষ নাই ওর—  
নারী ও পুরুষের সীমা নাই । কচি-লব লাগি—কাস্তির  
একটু কণার জন্ত ।

২২

কামোদ

সবহু গায়ত সবহু নাচত  
সবহু আনন্দে বাধিয়া ।  
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে  
বেকত গৌরাদ-কাঁতিয়া ॥  
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাওত  
চলত কত কত ভাতিয়া ।  
বদন গদগদ মধুর হাসত  
খসত মোতিম পাতিয়া ।  
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি  
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া ॥  
অরুণ লোচনে বরুণ করতহি  
এ তিন ভুবন ভাসিয়া ।  
এ সুখ সাগরে লুবধ জগ-জন\*  
মুগধ ইহ দিন বাতিয়া ।  
দাস গোবিন্দ রোয়ত অহুখন  
বিনু কণ আধ লাগিয়া ॥

ক. বি. ৮৪৬

তরু ২০৮০

পাঠান্তর—ক. বি.—(১) জনে

শব্দার্থ—আনন্দে বাধিয়া—আনন্দে বঞ্চিত হইয়াছেন  
অথবা আনন্দে অভিনন্দন জানাইতেছেন । গৌরাদ  
কাঁতিয়া—গৌরাদের কাস্তিসমূহ । বাওত—বাজিতেছে ।  
ভাতিয়া—শোভা করিয়া । খসত মোতিম পাতিয়া—  
গৌরাদের মধুর হাসিতে যেন মুক্তাপংক্তি করিয়া  
পড়িতেছে । বরুণ করতহি—জল করিতেছে । রোয়ত—  
ক্রন্দন করে ।

২৩

বিহাগড়া

লাধবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া  
মিলিয়া বিজুরি-সমূহে\* ।  
বিহি অতি বিদগ্ধ অমিয়ার মাচে ভরি  
নিরমিল গৌর-সুদেহে ।  
সজনী\* ইহ অপরূপ গোরা রাজে ।  
রসময়-জলবি মাঝে নিতি মাজল  
মাজল লাবণি মাজে ॥  
কোটি কোটি কিয়ে শবদ-সুধাকর  
নিরমজল মুখ-চাঁদে ।  
জগমন মখন সঘন রতি-নাথক  
নাগরী\* হেরি হেরি কান্দে ॥  
কলমল অঙ্গ-কিরণ মণি-দরপণ  
দীপ-দিপতি জিনি\* শোভা  
অতয়ে সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে  
লাগল লোচন লোভা ॥

গী. ৪, তরু ২১৩০

পাঠান্তর—(১) তাতে মিলি বিজুরি সমূহে—গী  
(২) সজনি অপরূপ গৌরাদ রাজে (৩) নাগর—তরু  
(৪) কক—তরু ।

শব্দার্থ—পদটিতে কষ্ট করিয়া শব্দযোজন্য প্রয়াস  
দেখা যায় । এটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদও হইতে পারে ।



নাগরীদের ক্রন্দনও এই অহুমান সমর্থন করে। কিন্তু  
স্পষ্টতঃ নাগরীভাব ইহাতে নাই।

**শব্দার্থ**—লাথবাণ—লাথবার যে সোনা শোধন করা  
হইয়াছে। অমিয়া মাচে ভরি—গৌরাঙ্গকে সৃষ্টি করিবার  
জন্ত যে ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা অমৃত দিয়া  
তৈয়ারি। অতয়ে—অতএব।

২৪

তথা রাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নাম।  
কলি-মদ<sup>১</sup>-মথন নিত্যানন্দ নাম ॥  
অপকুপ<sup>২</sup> হেম-কলপ-তরু জোর।  
প্রেম-রতন ফল ধরল<sup>৩</sup> উজোর।  
অধাচিত বিতরই কাহে<sup>৪</sup> না উপেখি।  
ঐছন সদয়-হৃদয় নাহি দেখি ॥  
যে নাচিতে নাচয়ে<sup>৫</sup> বধির জড় অন্ধ।  
কান্দিতে অখিল ভুবন-জন কান্দ ॥  
তেঞি অহুমানিয়ে ছুই<sup>৬</sup> পরমেশ।  
প্রতি দরপণে জহু রবির আবেশ ॥  
তাহে যে না দেখি কোন জনেত প্রকাশ<sup>৭</sup>।  
মলিন মুকুরে নহে বিধ<sup>৮</sup> বিকাশ ॥  
গোবিন্দ দাস কহে তাহা<sup>৯</sup> কি বিচার।  
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

নিত্যানন্দরূপ বলরামের জয়। ইহারা দুই জন যেন  
দুইটি অপূর্ণ স্বর্ণনির্মিত কল্পবৃক্ষ। এই বৃক্ষদ্বয়ে উজ্জল  
প্রেমরত্নরূপ ফল ধরিয়াছে। সেই ফল না চাহিলেও  
সকলকে ইহারা বিতরণ করেন—কাহাকেও বাদ দেন  
না—ইহাই তাঁহাদের অপূর্ণত্ব। স্বর্গের কল্পতরু যাচকেবই  
মাত্র বাসনা পূর্ণ করে—কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দ-রূপ কল্পবৃক্ষ  
না চাহিতেই প্রেমরত্নরূপে ফল প্রদান করে। ইহাদের  
মত সদয়হৃদয় ব্যক্তি আর কোথাও দেখা যায় না।  
ইহারা নাচিলে জড়, কালা, অন্ধ সকলেই নাচে; আর  
ইহারা কাঁদিলে সমগ্র ভুবন কাঁদে। তাই অহুমান হয়  
ইহারা দুইজন পরমেশ্বর। প্রতি দরপণে সূর্যের প্রতিফলনের  
মত সমস্ত মানবের হৃদয়মুকুরে তাঁহাদের ভাব প্রতিফলিত  
হয়। তবে যে কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয়  
না দেখা যায়, তাহার কারণ তাহাদের চিত্তরূপ দর্পণ  
মলিন। মলিন দর্পণে কিছু প্রতিবিম্বিত হয় না। গোবিন্দ-  
দাস বলেন ইহা আর বিচার করিয়া কি হইবে; সেই  
প্রাণী যাহার হৃদয়ে গৌর-নিতাইয়ের ভাব প্রতিফলিত  
হইল না কোটি কল্পেও তাহার নিস্তার নাই।

২৫

তথা রাগ

তপত-কাঙ্কন কাঙ্ক্ষি কলেবর  
উগ্রত ভাঙুর<sup>১</sup> তদ্বী  
করিবর-কর জিনি বাহর সুবলনি  
বিহি সে গঢ়ল<sup>২</sup> বহ রঙ্গী  
গোরাঙ্গ জগ-মনহারী।  
আপন বৈদগধি বিদাতা প্রকাশিত  
বধিতে কুলবতি নারী।  
আপদ<sup>৩</sup>-মস্তক পূর্ণ পুলকিত<sup>৪</sup>  
প্রেমে ছল ছল আঁখি।  
আপন গুণ শুনি আপহি<sup>৫</sup> রোয়ত  
হেরি কান্দয়ে পশুপাখী।

সা. প. (১)—১২, ক. বি. তর্ক ২৩৩৫, সা. ২১, কী ১৮  
২৩৩১

**পাঠান্তর**—(১) মল—সং (২) অরূপ—তরু (৩) ধরল  
সং (৪) কাহ—কী (৫) নাচি নাচায়—কী (৬) ইহ  
রসে থাকর নাহি বিশ্বাস—কী (৭) বিধু—তরু  
(৮) আর—কী।

**শব্দার্থ**—কলিমদমথন—কলিকালের গর্জ খর্জকারী।  
কলপতরু জোর—যুগল কল্পবৃক্ষ। উজোর—উজ্জল।  
ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ও কলির গর্জ খর্জকারী



চান্দ চন্দ্রিকা  
জিনিয়া মধুর মুখ হাস।  
মধুর বচনে  
অমিয়া সিকনে  
নিছনি গোবিন্দদাস।

তরু ১৮৮, সং ৩২৪

সংকীর্ণনামৃতে পাঠান্তর—(১) ভাটর (২) বিহি  
গঢ়ল (৩) আপাদ (৪) পুলকে পূর্ণিত (৫) আপনি  
(৬) জিনিঞা (৭) সিচনে।

ব্যাখ্যা—প্রভুর অঙ্গের কান্তি তপ্ত কাকনের মতন;  
তাঁহার জ্বর ভঙ্গী উন্নত; বাহর লাখনা হস্তীর শুণ্ডকে  
পরাজিত করে। বিধাতা অত্যন্ত রসিক তাই এমন রূপ  
সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের রসবৈদগ্ধ্য বিধাতা তো প্রকাশ  
করিলেন, কিন্তু এদিকে যে কুলবতী নারী প্রভুর রূপ  
দেখিয়া প্রাণ হারায়! তাঁহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত  
সর্বদা পুলকে রোমাঙ্কিত, চোখ দুইটি প্রেমে ছল ছল।  
তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কেহ কৃষ্ণের লীলা গান করিলে  
তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না। তাহা দেখিয়া  
মিহির দূরে থাকুক, পশুপক্ষীও ক্রন্দন করে। তাঁহার  
মুহুমধুর হাস্তের শোভা চাঁদ, চন্দ্রমল্লিকা, কুমুদ ও মল্লিকা  
পুষ্পের কান্তিকে পরাজিত করে। তাঁহার মধুর বচনে যে  
অমৃত সিক্ত হয় তাহার বালাই লইয়া গোবিন্দদাস  
যেন মরে।

শরদ-ইন্ধু জিনি সুন্দর বয়না।  
প্রেম-আনন্দে পরিপূর্ণিত নয়না।  
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।  
ধির নাহি বাঞ্চে পড়ত পছ চলিয়া।  
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।  
বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গে অমুখিয়া।

তরু ২১৪

ব্যাখ্যা—প্রভুর দেহের রং লাখনার বিশোধিত  
হইয়াছে এমন সোনার মতন। তাঁহার দেহের গঠন  
স্বমেক পাহাড়কেও পরাজিত করিয়াছে এমন সুন্দর।  
তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে—তিনি  
কিছুতেই দৈর্ঘ্য রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহার কটাক্ষে  
ভুবন মোহিত হয়। দেখে আজ্ঞাচলিতবাহু সুন্দর  
শচীনন্দনকে দেখে। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহার গতি।  
কি সুন্দর মালতীর মালা তাঁহার গলায় হুলিতেছে।  
তাঁহার বদন শরৎকালের চন্দ্রের শোভাকেও হারাইয়া  
দেয়। নয়নে তাঁহার প্রেমানন্দ। তিনি দুই চারি পদ  
অস্থির চরণে চলিয়া ভাবে চলিয়া পড়েন; দৈর্ঘ্য ধরিতে  
পারেন না। গোবিন্দদাস বলেন গোরা খুবই রসিক।  
তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গীদিগকে আমি বলিহারি দিই।

২৬

বেলোয়ার

লাখনা কনক কমল কলেবর।  
মোহন সুমেক জিনিয়া স্থান।  
গদ গদ নীর খীর নাহি বাঙ্কই।  
ভুবন-মোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধান।  
দেখরে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।  
আজ্ঞাচলিত ভুজ বাহু সুবলনা।  
ময়-মত্ত হাতি ভাতি গতি চলনা।  
কিয়েরে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা।

২৭

কামোদ

গৌর-বরণ তরু  
শোহন মোহন  
সুন্দর মধুর স্থান।  
অমুপম অরুণ  
কিরণ জিনি অঙ্গর  
সুন্দর চাক বয়ান।  
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।  
কলি-বুগ-কলুষ  
তিমির-বর-নাশক  
নবদিপ-চাঁদ উজোর।  
ভাবহিঁ ভোর  
ঘোর ছহঁ লোচন  
মোচন ভব-নন্দ-বন্ধ।

০৪০  
c.u.  
229

BCU 1224



নব নব প্রেমভর      বরতহু হৃন্দর  
উদল ভকতজন মদ্র ।

লহ লহ হাস      ভাব মুহু বোলত  
শোহত গতি অতি মন্দ ।

দিন-জনে নিজ বিজ      দেই সব তাবল  
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ।

৩৪ ১০২

শঙ্কার্থ—শোহন—শোভন, হৃন্দর । হুঠান—হুঠাম, হৃন্দর ভঙ্গী যুক্ত । অহর—বদন । বয়ান—বদন । কলিযুগকলুষভিত্তির-বর-নাশক—কলিযুগের কলুষ বা পাপরূপ ঘোর অন্ধকারকে যিনি নাশ করেন । উজোর—উজ্জল । মোচন ভব-মদ-বদ্ধ—সংসাররূপ নদের বদ্ধন হইতে যিনি মুক্ত করেন । বরতহু—বরণীয় দেহ যুক্ত । উদল—উদিত হইলেন । লহ লহ হাস—মুহুমুদ হাস্ত । শোহত—শোভা পায় । দিনজনে—দীন ব্যক্তিদিগকে । বিজ—বীজমস্ত্র ।

চরণ-কমল কিবা      নথর উজর-শোভা  
গোবিন্দ দাস সে বঞ্চিত ।

৩৪ ২১৮

শঙ্কার্থ—অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের মূল-রূপ ; কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহাকে অবতারী বলা হইয়াছে । কলি-ভূজঙ্গম দেখি—কলিকাল-রূপ সর্পকে দেখিয়া । ধনুস্তরি—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ ; ধনুস্তরিকে ভগবানের অবতার-রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হইয়াছে । অবনী—পৃথিবী । বানা—সংস্কৃত বয়ন হইতে ; ধজা বা পতাকা । পরশে ধরণী উলসিত—প্রচু বারবার ভূমিতে মুদ্রিত হইয়া পড়েন, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া ধরণী যেন উলসিত হন ।

২৯

মল্লার

হোর দেখ অপরূপ      গোরাচাঁদের চরিত  
কে তাহে উপমা দিবে ।

প্রেমে ছল ছল      নয়ন-যুগল  
ভকতি যাচয়ে সব জীবে ॥

হুমেক জিনিয়া অদ্ব      গমন মাতঙ্গ  
রূপ জিনি কত কোটি কাম ।

না জানি কিবা ভাবে      আপাদ-মস্তক  
পুলকে জপয়ে শ্রাম শ্রাম ॥

গৌর বরণ      সুধাময় তহ  
কিরণ ঠামহি ঠাম ।

ভকত হেরি হেরি      সমান দয়া করি  
যাচত মধুর হরিনাম ॥

গোবিন্দদাসক      চীত উনমত  
দেখিয়া ও মুখ-চাঁদে ।

মায়ের স্তন ছাড়ি      হৃদয়ের বালক  
গোরা গোরা বলি কান্দে ॥

৩৪ ২১৯

২৮

ভাটিয়ারি

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন অবতারী

কলি-ভূজঙ্গম দেখি      হরিনামে জীব রাগি  
আপনি হইলা ধনুস্তরি ॥

কলি-যুগে চৈতন্য      অবনী করিলা ধনু  
পতিত-পাবন যার বানা ।

পূরবে রাধার ভাবে      গৌরাঙ্গ হইলা এবে  
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোনা ।

গদাধর আদি যত      মহা মহা ভাগবত  
তার সব গোরা-গুণ গায় ।

অখিল-ভুবন-পতি      গোলোকে যাহার স্থিতি  
হরি বলি অবনী লোটায়ে ॥

মোঙরি পূরব-গুণ      মূরছয়ে পুন পুন  
পরশে ধরণী উলসিত ।

৬৪ ২৬৭২

৫২৭



শঙ্কার্থ—হোর—সামনে, অদূরে। যাচয়ে—যাচিয়া  
যাচিয়া দেন, না চাহিতে দেন। মাতঙ্গ—হস্তী। রূপ  
জিনি কত কোটি কাম—কত কোটি কন্দর্পদেবের রূপকে  
পরাজিত করিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য। ঠামহি ঠাম—  
স্থানে স্থানে; তাঁহার দেহের নানা স্থানে যেন চক্ষুরিণ।

৩০

কেদার

অপরূপ গোরা নট-রাজ।  
প্রকট প্রেম বিনোদ নাগরঃ  
বিহরেঃ নবদ্বীপ মাঝে ॥  
কুটিল-কুস্তল গন্ধ-পরিমল  
চন্দন-তিলক-ললাট।  
হেরি কুলবতি লাজ-মন্দির-  
দ্বারে দেওল কপাট ॥  
অধর বাকুলি-বন্ধু বন্ধুর  
মধুর বচন রসাল।  
কুন্দ-হাস প্রকাশ স্নানর  
ইন্দু-মুখ উজ্জয়ার।  
করিবর-কর জিনি বাহু স্থবলনি  
দোদরি গজমতি হার।  
স্রমেয় শীঘর উপরে বৈছন  
বহই সুরধুনি-ধার ॥  
রাতুল চরণ-যুগল পেখলু  
নখর বিধুমণি জোর।  
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল  
গোবিন্দদাস-মন ভোর ॥

ক. বি. ২৫২৪

কল্যা ২২১১, তঙ্গ ২৩২৪

ক্ষণদার পাঠান্তর—ভকত ভ্রমরা, সৌরভে আকুল,  
বাহুদেব দত্ত বহু ভোর। ক্ষণদাতে অধর বাকুলি-বন্ধু  
ইত্যাদি ছই চরণ নাই।

ক. বি. পুথির পাঠান্তর—(১) বিনোদ নবনাগর  
(২) বিহরই।

শঙ্কার্থ—প্রকট প্রেম—তিনি যেন মৃতিমান প্রেম-  
স্বরূপ। লাজমন্দির দ্বারে দেওল কপাট—রূপ দেখিয়া  
কুলবতীর মন চঞ্চল হইয়া উঠায় লজ্জার দরজায় যেন  
কপাট বন্ধ করিল। বাকুলি-বন্ধু—বাকুলি ফুলের সদৃশ।  
বন্ধু—সদৃশ। বন্ধুর—প্রিয় সখার।

মন্তব্য—নাগিকার রূপ বর্ণনায় বিস্তারিত ও বড়  
চণ্ডীদাস বহুবীর স্তনকে স্রমেয়র সঙ্গে ও গজমতি হারকে  
গজাধারার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’তে এই পদটি বাহুদেব দত্তের  
ভনিতায় সংলিখিত হইয়াছে। বাহুদেব দত্তের নামে  
কোন পদ পদকল্পিতক বা অন্য কোন সংকলন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়  
নাই। বাহুদেব দত্ত শ্রীমদ্রূপপ্রভুর সঙ্গে কীর্তন গান  
করিতেন; তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ দত্তও মহাপ্রভুর প্রিয়  
পরিকর ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—

যতপি মুকুন্দ আমি সঙ্গে শিশু হইতে।

তাঁহা হইতে অধিক স্থখ তোমারে দেখিতে ॥

চ. চ. মধ্য ১১১১৩৮

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বাহুদেব দত্তের নিকট  
বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩১

পাহিড়া

কাহে পুন গৌর কিশোর  
অবনত-মাথে লিখত মহি-মণ্ডল  
নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥  
কনক-বরণ তহু স্বামর ভেল জহু  
জাগরে নিদ্র নাহি ভায়।  
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন  
ছলছল লোচনে চায় ॥



খেপে খেপে বদন পানি-তলে ধারই  
ছোড়ই দীঘ নিশাস ।  
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী  
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

শঙ্কার্থ—যাবক বরণ—আলতার মতন রং । নয়ন-  
অশ্রুজে—কমল নয়নে । আনন্দ-কন্দ—আনন্দের আকর  
স্বরূপ ।

ক. বি. পুঃ ১/০

তর ১৮৮২

শঙ্কার্থ—লিখত মহি-মণ্ডল—বিরহের চিন্তাদশায়  
গৌরাঙ্গ মাটিতে লিখিতেছেন । নয়নে গলয়ে ঘনলোর—  
চোখ দিয়া ঘন ধারায় অশ্রু পড়িতেছে । কনক-বরণ  
প্রভৃতি—সোনার মত যে গায়ের রং বিরহে তাহা ঝামার  
মতন হইয়াছে । জাগরে নিদ্দ নাহি ভায়—সব সময়  
জাগিয়াই আছেন, চোখে নিদ্রা নাই । বদন পানিতলে  
ধারই—গালে হাত দিয়া ভাবেন । তারল—জ্ঞান  
করিলেন ।

৩২

মল্লার

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা  
ঘন ঘন বলে হরি ।  
খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্বরণ  
খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী ॥  
যাবক বরণ কটির বসন  
শোভা করে গোরা রায় ।  
কখন কখন যমুনা বলিয়া  
স্বরধুনী-তীরে ধায় ।  
তাতা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই  
ঝন ঝন করতাল ।  
নয়ন-অশ্রুজে বহে স্বরধুনী  
গলে দোলে বনমাল ॥  
আনন্দ-কন্দ গৌর চন্দ্র  
অকিঞ্চনে বড় দয়া ।  
গোবিন্দদাস করত আশ  
ও পদ-পঙ্কজ-ছায়া ॥

তর ২০৭৭

৩৩

স্বহই

মদনমোহন তহু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।  
ললাটে তিলক শোভে উজ্জ্বল মনোহর ॥  
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল ।  
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥  
শুভ্র বজ্রহস্ত রহে বেড়িয়া শরীরে ।  
হৃৎস্বরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ।  
অধরেতে মুহু হাস শ্রীভুজ তুলিয়া ।  
পুরুবের নিকুঞ্জ লীলা মনেতে পড়িয়া ॥  
গদাধরের সঙ্গে গৌর আনন্দে বিভোর ।  
হেরিয়া ভকতগণ স্থখের নাহি ওর ॥  
গৌর গদাধরের কেলিবিলাস ।  
দূরহি নেহারত গোবিন্দ দাস ॥

বরানগর পুথি ৭ (খ) ১০০

৩৪

সহচর সঙ্গে সঙ্গে শচীনন্দন বিহরই স্বরধুনি-তীর ।  
নানাবিধ কৌতুক কেলি বিশারদ সত্তে রসময় রসধীর ॥  
অপরূপ গৌরবিলাস ।  
নাচত গাওত যন্ত্র বাজাওত কৈ কৈ হাস পরিহাস ।  
গদাধর সঙ্গে পহু সরস সম্ভাবই পুলকে পূবল প্রতি অঙ্গ ।  
নাহ নাহ বচন কঠি হি কেবল প্রকাশয় ভাবকদম ॥  
ছোড়ি নিশাস তহি মহি গিরল গদাই ।  
পুরুবোত্তম পাশ ।  
গদাধর কোর লই ভাব সম্বরণ কর  
না বুকল গোবিন্দ দাস ।

ক. বি. ২০৮২



৩৫

ভৈরবী

অঈত আচার্য্য গৌরান্ধ-শিরে ।  
 টারত জাহ্নবীবারি ধীরে ধীরে ॥  
 স্নান সমাপন যব তছু ভেল ।  
 নিতাই হেম-অঙ্গ মুছাওল ॥  
 পট্ট বসন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত ।  
 গৌর কলেবর করল বেষ্টিত ॥  
 চূয়াচন্দন তব আনি গদাই ।  
 গোরা অঙ্গে লেপে স্থখে অবগাই ॥  
 গৌরীদাস শিরে ধরল ছত্র ।  
 নরহরি ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জয়ে গাত্র ॥  
 অদভূত আনন্দ শ্রীবাসগেহে ।  
 গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাহে ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ১৪৩

৩৬

ভৈরবী

শ্রীবাস পণ্ডিত-বিগ্রহ-গেহে ।  
 রত্ন সিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে ।  
 বপু সঞ্জে জ্যোতি নিকসয়ে কত ।  
 জহু উদয় ভেল ভাহু শত শত ॥  
 তা হেরিয়া সীতাপতি নিতাই ।  
 করু অভিষেক আনন্দে অবগাই ॥  
 কলসি ভরি সুরধুনী-বারি ।  
 আনি বস্মাওল করি সারি সারি ॥  
 ঝারি ভরি অঈত মন আনন্দে ।  
 স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে ॥  
 গোবিন্দদাস অতি মতি মন্দ ।  
 না হেরল সো অভিষেক আনন্দ ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ১৪৩

৩৭

ভূপালী

অতহুহুন্দর গৌর-কিশোর ।  
 হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর ॥  
 জাহ্নলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল ।  
 তহিঁ অলি গুণই শবদ রসাল ॥  
 লোল বিলোকনে নয়ন-হিলোর ॥  
 রসবতি হৃদয়ে বাঙ্কল প্রেম-ভোর ॥  
 পুলক-পটল-বলয়িত ছিরি অঙ্গ ।  
 প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরি-তরঙ্গ ॥  
 গোবিন্দদাস আশ করু তায় ।  
 গৌর-চরণ-নখ-কিরণ-ঘটায় ॥

তরু ২১৫৬

শব্দার্থ—অতহুহুন্দর—কন্দর্পের জায় রূপবান্ ।  
 হেরইতে নয়নে—তাঁহার ভাব ও রূপ এমনই হুন্দর যে  
 তাঁহাকে দেখিলেই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা পতিত হয় ।  
 শবদ রসাল—ভ্রমরদের শব্দ অতি মধুর । লোল  
 বিলোকনে—চকল দৃষ্টিতে । হিলোর—হিলোল, তরঙ্গ ।  
 পুলকপটল বলয়িত—পুলকসমূহ বলয়া অথবা বালার মত  
 হইয়াছে, অর্থাৎ রোমাঞ্চপুলকই তাঁহার দেহের অলঙ্কার-  
 স্বরূপ হইয়াছে । ছিরি অঙ্গ—শ্রীঅঙ্গ ।

৩৮

সারঙ্গ

কাকন কমলক কান্তি কলেবর  
 বিহরই সুরধুনি তীর ।  
 তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই  
 কুন্দ কুহুম করবীর ।  
 সম-বয় সকল সখাগণ সঙ্গি  
 সরস রতন-রসে ভোর ।  
 গজবর-গমন গঞ্জি গতি মন্থর  
 গোপতে গদাধর কোর ॥



অপরূপ গৌরান্দ-রঙ্গ ।

পূর্ব প্রেম পরমানন্দে পূরিত

পুলক-পটলময় অঙ্গ ।

নিরুপম নদিয়া নগর পর নিতি নিতি

নব নব করত বিলাস

দীনে দয়া কর

ছুরিত ছুঃখ হর

কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

তঙ্গ ২৬২৮

শব্দার্থ—কাকন কমলক—সোনার পদ্ম । পুলক-  
পটলময় অঙ্গ—অঙ্গ ভাবজনিত রোমাকে পূর্ণ । ছুরিত  
ছুঃখ—পাপজনিত ছুঃখ । হর—হরণ করে ।

৩৯

গাঙ্গার

নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ সনাতন

গান করে স্বরূপ দামোদর ।

গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ

বাস্তবোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥

প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে

বামে নাচে প্রিয় গদাধর ।

নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কড়

ভাবাবেশে ধরে ছুঁহার কর ॥

নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পহঁ হরি হরি

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উঠেঃস্বরে ।

সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন

পবন করয়ে রায়ের করে ॥

শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস

প্রভুর সান্নিধ্য ভাবাবেশ ।

ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন

গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ২০৭

মন্তব্য—নবদ্বীপে বা পুরীতে কখনও রূপ সনাতন  
এক সঙ্গে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর সহিত মিলিত হন নাই ।

৪০

বেলোয়ার

জগ জগ-তারণ-কারণ ধাম ।

আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দ রাম ² ।

উগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত

সহজে অধির-গতি জিতি³ মাতোয়ার

ভাইয়া অভিরাম বলি যন যন ডাকই⁴

গৌর-প্রেম-ভবে চলই না পার ॥

গদগদ আধ⁵ মধুর বচনামৃত

লহ লহ হাস-বিকাশিত গণ্ড ।

পায়ও-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন

কনয় খচিত অবলম্বন-দণ্ড ॥

কলিযুগ কাল- ভুজঙ্গমে দংশল⁶

দগধল স্বাবর জগদ্রম দেখি ।

প্রেমসুধারস জগ ভরি বরিখল⁷

গোবিন্দদানকে কাঁছে উপেরি ॥

সা. প (১)—১৮, ক. বি. ২৭২৭

ফলাদা ৭৮, পৃ ২২৪, তঙ্গ ৪

ফলাদার পাঠান্তর—(১) নাম (২) জিনি (৩) ফুকরই  
(৪) মধুর (৫) ভুজঙ্গম সম্ম । এই পাঠ অপেক্ষা গৌর পাঠ  
'ভুজঙ্গমে দংশল' অধিকতর সঙ্গত মনে হয় । (৬) জগতরি  
প্রেম সুধারস বরিখত ।

শব্দার্থ—জগ-তারণ-কারণ ধাম—জগতের তারণের  
বা উদ্ধারের কারণ-স্বরূপ কাণ্ডকার্ণব বাহার ধাম  
বা আশ্রয়স্থল ; আনন্দ-কন্দ—আনন্দের আকর-স্বরূপ  
নিত্যানন্দরূপ বলরাম । জিতি মাতোয়ার—মদ্যপের  
নয়নের অস্থির গতিকে হারাওয়া দিয়াছে বাহার আরক্ত  
নয়ন । কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড—নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য  
বৃন্দাবনদাস খ্রীষ্টচতুস্তাগবতে লিখিয়াছেন যে নিতাই  
সর্বদা অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্বর্ণদণ্ড লইয়া



চলিতেন। কলিযুগ কাল প্রভৃতি—কলিযুগরূপ কালসর্পে  
দংশন করিয়াছে তাই স্বাবর জন্ম সব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,  
তাঁহা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রেমস্বধারস জগতে বর্ণন  
করিলেন। কেবল গোবিন্দদাস কেন উপেক্ষিত হইল ?

৪১

আশাবরী

জয় জয় রাম' রাম রঘুনন্দন  
জনকস্থতা নিজ কাষ্ঠ' ।  
স্বর নর বানর খচর নিশাচর  
বহু গুণ গায়ে অনন্ত ।  
জয় জয় দুর্জাদল, নব জলধর'  
কঙ্ক-নয়ন বন-বীর ।  
ভাহিনে নিহিত শর, বামে ধনুর্ধর'  
জলনিধি কোটি গভীর' ।  
শ্রীপদ-পাদুক ধর ভরতাত্মজ  
চামর ছত্র নিছোরি ।  
শিব চতুরানন সনক সনাতন  
শতমুখ রহ করঘোড়ি ॥  
হৃদয়ে আনন্দিত' মাকুত-নন্দন  
অভয় চরণ কর সেবা ।'  
গোবিন্দদাস-হৃদয়ে অবধারল  
হরি নারায়ণ অধিদেবা' ॥

ভক্তিরত্নাকর পৃ: ৩২,

তরু ২৪০৭

গৌরপদতরঙ্গিণী ( পৃ: ৩৩৯ )-তে এই পদের আরম্ভ  
হইয়াছে—

জয় শিব স্কন্দর, বিশ্ব পরাংপর পরমানন্দানন্দকারী  
তরুর পাঠান্তর—(১) শ্রীল (২) রতিকান্ত (৩)  
দুর্জাদল নব স্তামল স্কন্দর (৪) বামে ধনুর্ধর ভাহিনে  
নিহিত শর (৫) জলধি কোটি গভীর (৬) ভকত আনন্দন  
(৭) চরণ কমল কর সেবা (৮) হরি নারায়ণ দেবা ।

মন্তব্য—শিখর ভূমির রাজা হরি নারায়ণ

আচার্যের স্থানে শিষ্য হইতে তাঁর মন ।

ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, পৃ: ৫৮৩

কিন্তু তিনি রামমতে দীক্ষা লইতে চান জানিয়া শ্রীনিবাস  
আচার্য পত্র দ্বারা রত্নক্ষেত্র হইতে ত্রিমল ভট্টের পুত্রকে  
পঞ্চকুটে ( পঞ্চকোটে, পাঁচোটে ) আনাইয়া দীক্ষা  
দেওয়াইলেন। পঞ্চকোটের রাজ্যসীমা বর্ধমান হইতে  
পরেশনাথ পাহাড় পর্যন্ত ছিল। হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ  
পঞ্চকোটের ৬৭ সংখ্যক রাজা। রাজবংশের পত্রাদি  
অনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ছিল ১৫১১ হইতে ১৫১৭  
শক অর্থাৎ ১৫৮৯ হইতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪২

গৌরী

নন্দ-মন্দন গোপীজন-বল্লভ  
রাধা-নায়ক নাগর স্তাম ।  
সো শচীনন্দন নদিয়া-পূবন্দর  
স্বর-মুনিগণ মনমোহন ধাম ॥  
জয় নিজ-কাষ্ঠা- কাষ্ঠি কলেবর  
জয় জয় প্রেমসী ভাব-বিনোদ ।  
জয় ব্রজ সহচরী লোচন-মঙ্গল  
জয় নদিয়া-বধু নয়ন-আমোদ ॥  
জয় জয় শ্রীদাম স্তদাম স্ববলার্জুন  
প্রেম-প্রবর্তন নবদল-রূপ ।  
জয় রামাদি স্ব- নর প্রিয় সহচর  
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥  
জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়াত্মজ  
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ ।  
জয় জয় সঙ্কর- গণ-ভয়-ভঞ্জন  
গোবিন্দদাস আশ-অনুভব ॥

তরু ৫

শব্দার্থ—জয় রামাদি প্রভৃতি—রাম বা অভিরাম,



হৃদবানন্দ প্রভৃতি সহচর বাহার একপ নিত্যানন্দ ।  
নিত্যানন্দ বলরামের অবতার । সজ্জন-গণ-ভয়-ভঞ্জন—সাপু  
ব্যক্তির ভব-ভয় ভঞ্জন করেন যিনি তাঁহার জয় হউক ।  
আশ-অহুবন্ধ—আশা ও অবলম্বন-স্বরূপ ।

ব্যাখ্যা—শচীনন্দন যিনি তিনিই পূর্বে নন্দের নন্দন,  
বাধার দয়িত, গোপীজনবল্লভ, গ্রাম নাগর ছিলেন ।  
তিনি দেবতা ও মুনিগণের চিত্তের মনোরম আশ্রয়স্থল-  
স্বরূপ । শ্রীগোবিন্দ শ্রীবাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন  
করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন । সেইজন্ত বলা হইয়াছে যে  
ভাবে আনন্দিত তাঁহার জয় হউক । শ্রীদাম, হৃদাম, হুবল,  
অঙ্কন প্রভৃতি ব্রজের গোপ সখাদের প্রেম তিনি বৃদ্ধি  
করিয়াছেন ।

৪৩

শ্রীজয়দেব কবি কবি-কুল-ভূষণ  
পদ্মাবতী-হৃদয়-বিলাসী ।  
যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত  
বাগরানী জহু দাসী ।  
মধুর কোমল কান্ত পদাবলী  
যছুক লেখনি মুখে ক্ষুরে ।  
গোবিন্দ হৃদয় স্বরূপ রাম সনে  
আশাদি বাসনা পূরে ।  
সাজ সজ্জা করি রাই সপিনী কো  
যোই ভেজল অভিসারে ।  
যছু আদেশে কাহু বৃষভাহু-সুতাকো  
ভেটত কুল মাঝারে ।  
কত কমলিনী মানভরে অধোমুখী  
কাল বয়ান নাহি হেবে ।  
লাঙ্কিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী  
রাইক মান লাগি ফিরে ।  
ভুবনে অতুলন যছু পদ-মণিগণ  
অমিয় সদৃশ যছু ভাষ ।

তছু পদ-সর্বোজ্ঞে মনু মন মাতৃক  
চাহে ইহ গোবিন্দ দাস ।

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ৩৭২

মন্তব্য—জয়দেবের গীতগোবিন্দে লাঙ্কিত নীলমণি  
বিদেশিনী সাজিয়া বাধার মান ভাঙাইয়াছিলেন এমন  
কোন প্রসঙ্গ নাই । গোবিন্দদাস কি জয়দেবের এমন  
কোন রচনা পাইয়াছিলেন বাহাতে ঐ লীলা আছে ?

৪৪

চৌরি

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর স্বরতক  
যছু পদপল্লবছাহে ।  
তাপ তাপিত মনু হৃদয় বিয়াকুল  
জুড়াইতে করু অবগাহে ।  
জয় জয় পদ্মাবতী রতি-সেব  
বাধারমণ চরিত রস বর্ণনে  
কবিকুলগুরু শ্রীজয়দেব ।  
যজ্ঞপি সুনীচ কদাচার বাসিত চিতে  
অছু কর যব কোই ।  
চূষট ঘটিত সুহীন অধিকৃত  
মহত করু বলে হোই ।  
তৃণ ধরি দশনে চরণপর নিবেদিয়ে  
মনু মানস কর পূর ।  
গোবিন্দদাস কোই অধমাদম  
রাই কাহু জহু ফুণ ।

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ৩৭২

ব্যাখ্যা—জয়দেব কবিদের প্রধান এবং স্বরতক বা  
কল্পতরুর জায় ; তাঁহার পদপল্লবের চায়ায় আমার তাপ-  
তপ্ত ব্যাকুল হৃদয় জুড়াইবার জন্ত অবগাহন করি ।  
জয়দেব গীতগোবিন্দে নিজেকে পদ্মাবতীচরণচারণ  
বলিয়াছেন । তিনি বাধারমণের চরিত-রসের বর্ণনা  
করিয়া কবিকুলের পূজনীয় হইয়াছেন । যদিও আমি



অত্যন্ত নীচ কদাচার, তথাপি মহতের রূপা ছাড়া বাহা  
পাওয়া দুর্বট ও বাহা অত্যন্ত হীনজনেই পায় তাহা লাভ  
করিয়া উদ্ধার পাইব। আমি দহে তৃণওজ্জ্ব ধারণ করিয়া  
চরণে নিবেদন করিতেছি যে আমার মনোবাসনা পূর্ণ  
কর। আমার জায় অবশেষে চিত্তে যেন বাধাক্ষেপ লীলা  
ক্ষুদ্রিত হয়।

৪৫

মঙ্গল

বিজ্ঞাপতি-পদ যুগল সরোরুহ-

নিশ্চিন্দিত মকরন্দে।

তছু<sup>১</sup> মনু মানস মাতল মধুকর

পিবইতে করু অহুবন্ধে।

হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।

রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী-

লীলা ক্ষুব্ধ কি মোয়।

জহু বাঙন করে ধরব সুধাকর

পঙ্গু চরণ কিয়ে শিখরে।

অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোঁজব

মিলব কলপতরু-নিকরে।

সো নহ অন্ধ করত অহুবন্ধি<sup>২</sup>

ভকত-নথর-মণি-ইন্দু।

কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ

হাম কি না পায়ব বিন্দু।

সোই বিন্দু হাম বৈথনে পায়ব

তৈথনে উদিত নয়ান।

গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারণল

ভকত-রূপা বলবান।

মকরন্দে—পদধররূপ কমল হইতে নিঃসৃত মধু। তছু মনু  
মানস ইত্যাদি—তাহাতে আমার মনরূপ মত্ত মধুকর  
পান করিতে আরম্ভ করুক। অহুবন্ধ—আরম্ভ, আশ্রয়।  
বাঙন—বামন। জহু বাঙন করে ইত্যাদি—যেমন বামন  
হইয়া চাঁদ ধরিতে চায় অথবা পঙ্গু হইয়া পাহাড়ের  
চূড়ায় চড়িতে চায়। কিথা অন্ধ দশদিকে ধাবিত হইয়া  
কল্পতরুসমূহ খোঁজে। সো নহ অন্ধ ইত্যাদি—নিজেকে  
অন্ধের সহিত তুলনা করিয়া কবির মনে হইল তিনি  
অন্ধ কিসে? তিনি অন্ধ নহেন। ভক্তের নথমণিরূপ  
চন্দ্ৰের কিরণছটায় দশদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমি  
তাহার এক বিন্দু কিরণ যখন পাইব তখন আমার নয়ন  
(জ্ঞান-নয়ন) প্রকাশিত হইবে। অতয়ে—অতএব।  
অবধারণল—নিশ্চয় করিল যে ভক্তের রূপাই বলবান।

মন্তব্য—বিজ্ঞাপতিকে এখানে পরম ভক্ত রূপে বর্ণনা  
করা হইয়াছে। তাঁহার জায় ভক্তের রূপাতেই গোবিন্দ-  
দাসের জায় কবিচিত্তে 'রসিক শিরোমণি নাগর নাগরীর'  
লীলা ক্ষুদ্রিত হইবে। এই পদের রচয়িতা মৈথিল  
গোবিন্দদাস বা হইতে পারেন না, কেননা মিথিলাতে  
ব্রাহ্মণেরা কখনও বিজ্ঞাপতিকে বাধাক্ষেপের ভক্ত বলিয়া  
স্বীকার করেন নাই। আর বাধাক্ষেপের প্রেমকে 'লীলা'  
রূপেও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। ভক্তের রূপাতে  
চিত্তে লীলা ক্ষুদ্রিত হইবে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের  
নিজস্ব ধারণা।

৪৬

সারঙ্গ

কবি-পতি বিজ্ঞাপতি মতিমানে।

লাপ গীতে জগচীত চোরায়ল

গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে।

ভুবনে আচয়ে যত ভারতি-বাণি

তাকর সার সার পদ সকয়ে

বাঞ্চল গীত কতহ<sup>৩</sup> পরিমাণি।



যো সুখ-সম্পদে শব্দর ধনিয়া  
সো সুখ সার সার সব রসিকক  
কঠর্হি কঠ পরায়ল বলিয়া ॥  
আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহা ।  
সো আনন্দ-রস জগতরি বরিখল  
সুখময় বিজ্ঞাপতি-রস-মেহা ॥  
যত যত রস-পদ কবলহি বন্ধে ।  
কোটি হ' কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে  
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥  
সো রস শুনি নাগর বর-নারি ।  
কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই  
ঐছন রসময় চম্পু বিধারি ॥  
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে  
এত সুখ-সম্পদ কহইতে আন মন  
বৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

ভঙ্গ ২০৮৩

ব্যাখ্যা—বিজ্ঞাপতি কাবকুলের শ্রেষ্ঠ, তিনি মতিমান ।  
তিনি গোবিন্দ ও গৌরীর ( গৌরবর্ণা রাধার, গৌরীর  
নহে, কেননা শিব-গৌরীর গীতের কথা এই পদে কোথাও  
দেখা যাইতেছে না ) সরস রসগান করিয়া লক্ষ গীত রচনা  
করিয়া জগতের চিত্ত চুরি করিয়াছেন । পৃথিবীতে যত  
কবিদের শ্রেষ্ঠ পদ আছে তাহাদের সার সংগ্রহ করিয়া  
তিনি কত কত গীত রচনা করিলেন । যে সুখসম্পদ অর্থাৎ  
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ আনন্দের সম্পদে শব্দর ধনী, সেই সুখের  
সার সব রসিকের কণ্ঠে কণ্ঠে মালা করিয়া পরাইলেন । যে  
আনন্দে নারদ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, সেই আনন্দ বিজ্ঞা-  
পতিরূপ সুখময় রস-মেঘ জগৎ ভরিয়া বর্ষণ করিল । তিনি  
যত যত রসপদ রচনা করিয়াছেন তা কোটি কর্ণ পাইলেও  
শ্রবণ করিতে পারিতাম—কিন্তু তাহাতেও আনন্দে ধন্দ  
লাগিয়া যাইত । সেই রসগান শুনিয়া নাগর কৃষ্ণ ও বরনারী  
রাধা 'কি চমৎকার', 'কি চমৎকার' বলিলেন—তাহাদের  
চিত্ত চমৎকৃত হইল । এমন সেই রসময় চম্পুর বিস্তার ।  
মতিমন্দ গোবিন্দদাস এত সুখ-সম্পদ থাকিতে আবার  
পদরচনা করিতে চান—যেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চান ।

মন্তব্য—গোবিন্দ-গোবিন্দ-সরস-রসগানে—ইহার অর্থ  
যদি গোবিন্দ ও শব্দর-গৌরীর গানে করা যায় তাহা  
হইলে "যো সুখ-সম্পদে শব্দর ধনিয়া"র সঙ্গে সামঞ্জস্য  
থাকে না । বাংলাদেশে বিজ্ঞাপতির হরগৌরীর গানগুলি  
প্রচলিত ছিল না । গোবিন্দদাসের এই পদে হর-গৌরীর  
গানের উল্লেখ না থাকায় ইহাকে কিছুতেই গোবিন্দ দ্বার  
রচনা বলা যায় না । "সো রস শুনি নাগর বর-নারি"—  
ইহা গোড়ীয় বৈকব ধর্ম্মের মত্তরীভাবের সেবার  
পরিচায়ক । রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তন করিয়া মত্তরীগণ  
যুগল কিশোরের সেবা করেন । আর বিজ্ঞাপতির সেই  
লীলা-গান শুনিয়া রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং চমৎকৃত হইয়াছেন ।  
গোবিন্দদাসের এই ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কুমারদম্ভব  
গান' কবিতার ভাব তুলনীয় ।

৪৭

ভাটিয়ারী

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| চণ্ডীদাসচরণ            | চিন্তামণিগণ     |
| শিরে করি ভূষা ।        |                 |
| শরণাগত জনে             | হীন অকিঞ্চে     |
| করুণা করি পূর্ব আশা ॥  |                 |
| হরি হরি তব মনু         | অকুশল যাব ।     |
| রসিক মুকুটমণি          | প্রেমধনেহি বনী  |
| কৃপা নিবধিলে যব পাব ॥  |                 |
| হৃদয় শুধি মোহে        | এসে প্রবোধিব    |
| যৈসে ঘুচেয়ে আধিয়ার । |                 |
| শ্রাময় গৌরী           | বিলাসরস কিঙ্কিত |
| মনু চিতে কক পরচার ॥    |                 |
| দুর্ভ'ক চরিত           | বদন ভরি গাওব    |
| রসিক ভকতগণ পাশ ।       |                 |
| ক্ষম অপরাধ             | সাধ মনু পূর্ব   |
| কহ দীন গোবিন্দদাস ॥    |                 |

২২৭



মন্তব্য—যে চিন্তামণির জয় দিয়া লীলাশুক বা বিব-  
মঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত আরম্ভ করিয়াছেন, চণ্ডীদাসকে সেই  
চিন্তামণির গণভূক্ত বলিয়া গোবিন্দদাস বর্ণনা করিয়াছেন।  
সম্ভবতঃ ইহা চণ্ডীদাসের রামী সম্পর্কিত ঘটনার ইঙ্গিত  
বহন করে। এই পদেও পূর্বোক্ত পদের স্থায় “শ্রামর  
গৌরীর বিলাসরস” বর্ণনা করার কথা আছে। চণ্ডীদাস  
হরগৌরী সম্বন্ধে কোন পদ লেখেন নাই, সুতরাং নিশ্চয়ই  
গৌরবর্ণা রাধার কথা এখানে গোবিন্দদাস উল্লেখ  
করিয়াছেন। পূর্বপদেও তাই।

৪৮

ভাটিয়ারি

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম  
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।  
যা কর' মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর  
রামচন্দ্র কবিরাজ।  
প্রেম-মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলি  
অদ্বৈত অঙ্গ বিরাজ।  
নৃপআসন থে- তরি মাহা বৈঠি  
সদ্বিহ ভকতসমাজ।  
সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত  
অহুদিন করত বিচার।  
রাধামাধব যুগল-উজ্জল-রস  
পরমানন্দ স্থ সাধ।  
শ্রী সংকীর্ণন বিষয়রসে উনমত  
ধর্মধর্ম নাহি জান।  
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত  
রোয়ত করম গেয়ান।  
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো সেই ভকতি ধন  
তাক গৌরব করু আপ।  
সাংখ্য মীমাংসক তর্কদিক্ যত  
কল্পিত দেখি পরতাপ।

অভকত চৌর স্বদ্রহি<sup>৩</sup> ভাগি রহ  
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।  
দীন হীন জনে দেওল ভকতিধনে  
বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

ভক্তিরাশিকর—পৃ: ৩১

তর ১১

পাঠান্তর—তর (১) থাকে (২) ভাজত (৩) দ্রহি।

ব্যাখ্যা—প্রেমভক্তির মহারাজ ঠাকুর নরোত্তমের জয়  
হউক। তাহার অন্তর্ভুক্ত বন্ধু (অভিন্নকলেবর—কলেবর  
বা দেহ নিশ্চয়ই উভয়ের ভিন্ন ছিল। কিন্তু উহার  
অভিন্নরূপ বন্ধু ছিলেন বলিয়া কবি উহাদিগকে অভিন্ন-  
কলেবর বলিয়াছেন) রামচন্দ্র কবিরাজ (কবির জ্যেষ্ঠ-  
ভ্রাতা) হইতেছেন সেই মহারাজের মন্ত্রী। ঠাকুর মহাশয়ের  
প্রতি অঙ্গে প্রেমের মুকুটমণির ভূষণরূপ ভাবসমূহ  
বিরাজ করে অর্থাৎ দেহে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি  
শোভা পায়। তাহার নৃপ আসন বা রাজধানী হইতেছে  
বেতরী (রাজসাহী জেলায়)। সেইখানে তিনি ভক্ত-  
সমাজের সঙ্গে বিরাজ করেন। সনাতনরূত বৃহত্ত্বাগবতা-  
মৃত ও রূপ গোপ্যামীরূত লঘুভাগবতামৃত ও ভাগবতের  
বৈষ্ণবতোষণী টীকাকে কবি সনাতন-রূপ-রূত গ্রন্থ  
ভাগবত বলিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ সর্বদা তিনি আলোচনা  
করেন। তিনি সংকীর্ণনের বিষয় অর্থাৎ আশ্রয় যে  
বৃন্দাবন-লীলা তাহার রসে উন্নত। তিনি ধর্মধর্ম  
কিছুই জানেন না—অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ দুইকেই  
পরিহার করেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়  
আছে—

পাপ না করিহ মন অধম যে পাপী জন  
তারে মূই দূরে পরিহারি।  
পুণ্য যে স্থখের ধাম তার না লইহ নাম  
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।  
যোগ, দান, ব্রত ইত্যাদি তাহার ভয়ে পলায়ন করে;  
কর্ম ও জ্ঞান ক্রন্দন করে। ঠাকুর মহাশয় বলেন—  
যোগী ছাসী কর্মী জ্ঞানী অল্পদেবপূজক ধ্যানী  
ইহলোক দূরে পরিহারি।





ধর্ম কর্ম দুঃখশোক

যেবা থাকে অজ্ঞ যোগ

ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী।

বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সাধকগণ কর্ম ও জ্ঞানের পন্থা পরিহার করেন। ভাগবত শাস্ত্রসমূহ যে ভক্তিদ্বন্দ্ব প্রদান করেন তিনি তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাংখ্য, মীমাংসা ও জায় দর্শন প্রভৃতি তাহার প্রতাপ দেখিয়া কাঁপেন। অভক্তরূপ চোর দূরে চলিয়া যায়, নিকটে আসে না। ঠাকুর মহাশয় দীনহীন জনকে প্রেমভক্তিরূপ ধন বিলাইয়াছেন, কেবল গোবিন্দদাসই বঞ্চিত হইলেন।

ব্যাখ্যা—রাত্রির সম্মুখবিলাসের পর রাধা ও কৃষ্ণ অকাতরে নিদ্রা বাইতেছেন। উষাকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহারা নিজে জাগাইতে সাহস পাইলেন না। বৃন্দার নির্দেশে শারী, শুক, কোকিল প্রভৃতি কলধরে গান করিতে লাগিল—তাঁহারা সকলে মিলিয়া জটীলা আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিল। তাহাতে রাধার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মঞ্জরী-ভাবাপন্ন কবি তাঁহাদের মুখ ধোয়াইবার জন্য ঝারি হাতে করিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

## অষ্টকালীয় লীলা

## ১) নিশান্ত লীলা

(৪২)

তথা বাগ

নিশি-অবশেষে জাগি সব সখীগণ

বৃন্দাদেবি-মুখ চাই।

রতি-রস আলসে স্মৃতি রহল ছুঁ

তুরিতহি দেহি জাগাই।

তুরিতহি করহ পরান।

রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে

নিকটহি হোত বিহান।

সারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ

স্বপ্নরে দেহ জাগাই।

জটীলা-গমন সবহ মেলি ভাংহ

শুনইতে জাগহ রাই।

বৃন্দাবচনে সকল পক্ষগণ

মধুর মধুর কর ভাষ।

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়াই

হেরতহি গোবিন্দ দাস ॥

মা. প. ১৮৮—১ম পত্র,

তল ২৪৭৮

ক. বি. ৩০১, ক. বি. ১০৫, ব. ১,

(৫০)

রামকলি

হিমকর<sup>১</sup> মলিন মলিনগণ হাসউ<sup>২</sup>

অরুণ-কিরণ হেরি ধোর।

কোকিল বোল ভ্রমর<sup>৩</sup> কুল আকুল

তেজল কুমুদিনি-কোর।

কৈছে গুমায়ত<sup>৪</sup> যুগলকিশোর।চোঙকি<sup>৫</sup> কহত শুক শারিক জোর।কিশলয়-শয়নে নিচল তহু কামর<sup>৬</sup>

মরকত কাঞ্চন গোবি।

কিয়ে কুহুম-শর-তৃণ শূন ভেল

কিয়ে ছুঁ রতিরসে ভোরি।

সহচরি ছোড়ি মন্দিরে জনি যাওত<sup>৭</sup>

জাগহ স্বন্দরি রাধে।

গোবিন্দদাস পহ শুনইতে কাতর

কোন কয়ল রস বাদে<sup>৮</sup>।

মা. প. (১)—১২৮, ব. ২২,

স. ৪০৩, কী ২০২,

ক. বি. ১০২৬

তল ১৪২১, ২৪৮৪

পাঠান্তর—(১) হিমকর কিরণে মলিনী হাসত—কী

(২) হাসত—স (৩) ভ্রমরি—স (৪) গুমায়ল—কী

(৫) চমকি—কী (৬) কামর—কী। নিশ্চয়ই পুথির তুল;



কেননা কামর শব্দের এখানে কোন সম্বন্ধি হয় না।

\*(৭) আওত—স (৮) বাধে—স।

**ব্যাখ্যা—**অরুণ কিরণ অল্প প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া কমলগণ যেন হস্তে ফুটিয়া উঠিল। কোকিল কুজন ও ভ্রমর গুজন করিতে লাগিল। হিমকর বা চন্দ্র মানমুখে কুমুদিনীর কোড় ত্যাগ করিল। উষাকাল সমাগত দেখিয়া শুক ও শারী দম্পতি চমকিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে এখনও কিশোর কিশোরী কেমন করিয়া নিজা যাইতেছে! (তাঁহাদের কি ভয় ভাবনা নাই!) কচিপাতার শয্যা মরকত শ্রাম ও সোনার বরণ গৌরী নিশ্চল দেখে নিজা যাইতেছে। তাঁহাদের অঘোরে নিজা যাওয়া দেখিয়া তাহারা বলিতেছে মদনদেবের তুণে সকল বাণই কি ফুটাইয়া গিয়াছে, তাই উহারা চূপ করিয়া আছেন? অথবা উভয়ে রতিরসে মত্ত হইয়া শুইয়া আছেন! সখীরা যেন মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া না যায়। হৃন্দরী রাধে জাগো। উঠ। গোবিন্দদাসের প্রভু কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন কে রসে বাধা দিল?

✓ (৫১)  
ললিত

গগনহি মগন মগন রজনীকর

চলু চরমাচল-ওর

পদুমিনি-বদন মধুপ ঘন চুষই

তেজই কুমুদিনী-কোর।

জাগহ' রে বুধভানুকুমারি।

শ্রামর-কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি

পুন বোলত শুক শারি।

যামিনি-তিমির গীর নাহি হেরিয়ে

পরশি অরুণ-রুচি-রঙ্গ।

নাগরি নীল পটাকলে অহঃ

\*চোরি-রভস-বস এতহ' সুধারস

দুরজন বহ পথ জোহি।

গোবিন্দদাস কহ জানি চল এ মগি

পিক বোলত ওহি ওহি।

না. প. (১)—১২৩

তাল ২৪৮৪, কী ২০২

**কীর্তনানন্দে পাঠান্তর—**

(১) কুমুদিনীকর মধুপ ঘন চুষই

ধায়ল কমলিনীকোর।

(২) অরু (৩) চোরিক রভস এতহতুয়া ধাধশ

দুরজন বহ পথ জোহি

বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল তুরিত হি

শ্রাম জাগাই।

**শব্দার্থ—**রজনীকর—চন্দ্র। চরমাচল—অস্তাচল।

ওর—দিকে। ভোরলি—মত্ত হইল। পটাকল—পটাবর, বেশমি সাড়ীর আঁচল। অহঃ—চিহ্ন। জোহি—নিবীক্ষণ করিয়া।

**ব্যাখ্যা—**চন্দ্র তারাগণ-সহ অস্তাচলের দিকে মগ্ন হইতেছে। ভ্রমর কুমুদিনীর আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া পদুমিনীর মূখ পুনঃপুনঃ চুষন করিতেছে। (কেননা স্বর্ঘ্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে ও কুমুদ নিমীলিত হইবে)। হে বুধভানুকুমারি জাগো। শুক ও শারী বলিতেছে শ্রামের কোলে কি গৌরী ফের মত্ত হইল। রাত্রির অন্ধকার আর দূর দেখিতেছি না, তাহাতে উষার অরুণ কিরণের ভাতি যেন স্পর্শ করিয়াছে। উহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নাগরীর নীল (কালো) সাড়ীর আঁচলায় যেন বিরহরূপ অনলের ছাপ লাগিয়াছে। চুরি করা সন্তোষরস এতই মধুর যে দুর্জনেরা পথপানে চাহিয়া আছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন এই সব জানিয়া সখী চল; কোকিল ওহি ওহি ডাকিতেছে।

৫২

তথা রাগ

সময় জানি সব সখীগণ আই।

আনন্দে মগন ভেল দুহ-মুখ চাই।



হুহুজন-সেবন সখিগণ কেল ।  
চৌদিগে চান্দ হেরি রহি গেল ।  
নীলগিরি বেটি কিয়ে কনকের মাল ।  
গোরি-মুখ সুন্দর কলকে রসাল ।  
বানরি রব দেই কণ্ঠখটি নাদ ।  
গোবিন্দদাস কহ শুনি পরমাদ ॥

গুরুজন পরিজন ননদিনী\* হুহুজন  
তুহু কি না জান ইহা\* রীত ।  
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরি  
বিঘটল\* কাহুক পিরীত ।

মা. প. ১৮৮—১ম পত্র,  
ক. বি. ১০৩২, ব. ১

তর ২৪৮৬

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে জানিয়া সব সখীরা আসিলেন। তাঁহারা রাধামাধবের মুখ দেখিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। সখীরা দুই জনেরই সেবা করিলেন। চারিদিকে তাঁদের আলো রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা একটু দেবী করিতে লাগিলেন অথবা চাঁদ এই সব লীলা ও সখীদের দেখিয়া একটু যেন থাকিয়া গেলেন। শ্রাম যেন নীল পাহাড়, আর তাঁহাকে বেঠন করিয়া আছেন শ্রীরাধারূপ স্বর্ণ মালা। গৌরীর মুখের আভা অতি সুন্দর ও সুমধুর। সখীরা যখন এইরূপে রাধাশ্রামের মিলনদৃশ্য উপভোগ করিতেছেন তখন বানরী ডাকিয়া উঠিয়া প্রভাতের সঙ্কেত করিল। গোবিন্দদাস ইহা শুনিয়া প্রমাদ বা বিপদ গণনা করিলেন।

৫৩ ১.১.  
বিভাস

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই\*  
জাগল রসবতি রাই ।  
বানরি-নাদে চমকি উঠি বৈঠল  
তুরিতহি শ্রাম জাগাই ॥  
শুন বর নাগর কান ।  
তুরিতহি বেশ বন্যহ বিচিত্র করি  
যামিনি ভেল অবসান ॥  
শারী শুক পিকু কপোত কুহরত\*  
মউর মউরি করু নাদ ।  
নগরক লোক জাগি সব বৈঠব  
তবহি পড়ব পরমাদ ॥

মা. প. ১৮৮—২য় পত্র,  
ক. বি. ১০৩৩, ব. ১

তর ২৭৪০, মা. ৫১, ২০৮,  
২৪২, ৩০৬

পাঠান্তর—সং (১) কুহকর (২) শারি শুক কপোত  
কীর ঘন কুহরই (৩) ননদি (৪) জানতহি (৫) বিঘটব ।  
মা. প. পুথির আরম্ভ—সারি শুক পিক ঘন ঘন কুহরই  
শুনইতে জাগল রাই ।  
জটিল গমন শুনি ধনি তহু কাপই  
তুরিতে সে শ্রাম জাগাই ।

শব্দার্থ—তুরিতহি—শীঘ্র। পরমাদ—বিপদ। বিঘটল  
—ভাঙ্গিয়া গেল; এখানে বিরহ হইল।

ব্যাখ্যা—রাত্রির শেষে কোকিলের পুনঃ পুনঃ ডাক শুনিয়া রসবতী রাধা জাগিয়া উঠিলেন; তারপর বানরীর শব্দে চমকিত হইয়া শ্রামের উপর উঠিয়া বসিলেন। তিনি সত্বর শ্রামকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র আমার বিচিত্র বেশভূষা করিয়া দাও। রাত্রি শেষ হইল। শারী, শুক, কোকিল, কপোত, ময়ূর, ময়ূরী সব ধ্বনি করিতেছে। নগরের লোক জাগিয়া উঠিলে বড়ই বিপদ ঘটবে। আমাকে গুরুজন পরিজন, ননদিনী ও হুহুজন লোকদের ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়—তোমাকে আর কি বলিব, তুমি তো তাদের রীতিনীতি সবই জান। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—কাহুর প্রেমে বিরহ ঘটিল; সুন্দরী উঠিয়া চলিলেন।

৫৪

ভৈরবী

উঠহ নাগর হরি আলিস পরিহরি  
দুমেতে না হও অচেতন ।  
দারুণ গোকুলের লোক হেন বেলায় যদি দেখে নাথ  
কি বলিয়া বলিবে বচন ॥





গবাক্ষে বদন দিয়া অরুণ নেহারিয়া  
ভাঙ্গি গেল তারাগণের হাট ।  
নূপুর ঘুচায়ে পছ এই বেলায় চল তছ  
নিশবদে ঘুচায়ে কপাট ॥  
এ হেন স্নন্দর মুখে সিন্দুর কজল বুক  
হের এসো মুছাই নিজ বাসে ।  
গোকুল লোকের মাঝে কেমনে বসিবে লাজে  
দেখিয়ে করিবে উপহাস ॥  
আমি আর বলিব কি পারিতে বিদায় দেই  
সকলি গোচর রাঙা পায় ।  
গোবিন্দদাস চল কান্দিতে কান্দিতে খোজে  
লোরে পথ না দেখিতে পায় ॥

ক. বি. ১১১০

শঙ্কার্থ—অরুণ নেহারিয়া—উষার অরুণ আভা  
দেখ । নূপুর ঘুচায়ে—নূপুর খুলিয়া ; উহা পায়ে থাকিলে  
শব্দ হইবে ও লোকে বুঝিয়া ফেলিবে । সিন্দুর কজল  
বুকে—রাত্রির বিলাসের চিহ্ন । বাধাক্ষেপের বিচ্ছেদ হইল  
দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস আর চোখের জল সামলাইতে  
পারিতেছেন না । কান্দিতে কান্দিতে তিনি ক্লক্কে  
ধুঁজিতেছেন । অশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন  
হইল যে তিনি পথ দেখিতে পাইতেছেন না ।

৫৫

ভূপালী

যামিনিশেষে বেশ করব তুহ  
অতয়ে কয়ল অম্ববন্ধ ।  
উদিত হ' অরুণ তবহ কিছু না বুঝিয়ে  
তোহারি হৃদয়-পরবন্ধ ॥  
মাধব তুহ বড় নীলজ-রাজ ।  
নাগরিমা-গুণ গৌরব চাতুরি  
অতি রসে ভুবব আজ ॥  
লিখইতে তিলক বদন ঘন মাজসি  
চিকুর পরশি হাসি মন্দ ।

অঙ্কইতে নয়ন-চুপল ঘন চুখনে  
কামর ভেল মুখচন্দ ।  
চলইতে গেহ সঘন পরিবস্তনে  
দুবরি ভৈ গেল অঙ্গ ।  
গোবিন্দদাস কহই কো সমুঝাই  
বাধামাধব-রঙ্গ ॥

না. প. (১) ২৭৮

স. ৫৭৪, তর ২৭৩৭, কী ১২৩

পাঠান্তর—(১) নিবদন্দ—স, হৃদয়বন্ধ—কী ।

শঙ্কার্থ—অতয়ে—অতএব । কয়ল অম্ববন্ধ—আশ্রয়  
লইলাম । পরবন্ধ—প্রবন্ধ, চেষ্টা । অঙ্কইতে—কাজল  
পরায়িতা দিতে । পরিবস্তন—আলিঙ্গন । দুবরি—দুর্গল ।

ব্যাখ্যা—রাত্রিশেষে তুমিই আমার বেশ বানাইয়া  
দিবে বলিয়া তোমাকেই অবলম্বন করিলাম । অরুণ উদিত  
হইতে যাইতেছে তবুও তোমার আশ মিটিল না ; তোমার  
মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না । মাধব তুমি  
নির্লজ্জদের রাজা । আজ অতিরস করিতে যাইয়া তাহাতে  
তোমার নাগরালির গুণ, গৌরব ও চাতুর্য্য সব ভুবিলে  
দেখিতেছি । তিলক আঁকিতে বার বার মুখ ঘষিতেছ ;  
চুল ছুঁইয়া একটু একটু হাসিতেছ । নয়নে অশ্রু  
পরায়িতা ঘন চুখনে আমার চাঁদপানা মুখখানি মলিন  
করিয়া দিলে । বাড়ীতে যাইবার সময় গাট আলিঙ্গন  
করিয়া দেহ দুর্গল করিয়া দিলে । গোবিন্দদাস বলেন  
বাধামাধবের রঙ্গ কে বুঝিবে ।

৫৬

বিভাস

হরি নিজ আঁচরে রাই-মুখ মোছই  
কুঙ্কমে বর তছ মাজি ।  
অলক তিলক দেই সীধি বনায়ই  
চিকুরে কবরি পুন মাজি ॥  
সিন্দুর দেয়ল সীধে ।  
কতহঁ যতন করি উরপর লেখই  
মৃগমদ-চিত্রক পাতে ॥



মণিময় মঞ্জির চরণে পরায়লি  
উর পর দেওল হার।

কপূর তাধুল বদন ভরি দেয়ল  
নৌছই তহু আপনার ॥

নয়নহি অঞ্জন করল স্বরঞ্জন  
চিবুকহি মুগমদ-বিন্দে।

চরণকমলতলে যাবক লেখই  
কি কহব দাস গোবিন্দে ॥

ক. বি. ৩০১ (মূলের পাঠ),  
ক. বি. ২৩০৭, ব ২১

তরু ২৭৫২, সাং ৫২, ৩৩৭,  
কী ১২৭

পাঠান্তর—(১) বনাওল—সং (২) সংকীর্ণনামুতে  
'মণিময় মঞ্জির' ইত্যাদি চরণ নাই। মণিমঞ্জির আনি—তরু  
(৩) পর—সং।

শব্দার্থ—উরপর—বক্ষের উপর। নৌছই—নির্মম্বন  
করিয়া। যাবক—আলতা।

একটি প্রাচীন শ্লোকে এই ভাবটি পাওয়া যায়—

সিন্দূরবিন্দুঃ রমণীললাটে  
নিধায় কেশে কবরীং বিধায়।  
যত্নেন নেত্রে দলিতাঞ্জনেন  
সজ্জীকৃতেন নাগরমাধবেন ॥

(সংকীর্ণনামুতে উদ্ধৃত)

৫৭

বিভাস

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে  
পদতলে পড়ি বারে বার।  
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে  
নিজ তহু নহে আপনার ॥  
বিনোদিনী কোরে অগোরল কান  
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব  
হিমকর করত পয়ান<sup>২</sup>।  
কাহুক চিত খীর করি হৃন্দরি  
কুঙ্কসি গমন কএল<sup>৩</sup>।

বসনহি কাপি অঙ্গ মণি-মঞ্জির  
নিজ-মন্দিরে চলি গেল ॥  
রতন-শেজ পর বৈঠল রসবতি  
সখিগণ ঘন মুখ চাই।  
রঞ্জন পোহায়ল গুরুজন জাগল  
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

ক. বি. ১০৪১, ক. বি. ৩০১  
(মূলপাঠ)

তরু ২৮৪৩, কী ১২৭

পাঠান্তর—(১) হৃন্দরী—তরু। (২) তরু ও ক. বি.  
পুঁথিতে—'দিনকর করত পয়ান'; কিন্তু ইহার সঙ্গে  
'রঞ্জন পোহায়ল গুরুজন জাগল' একেবারে অসঙ্গত হয়।  
তাই আমি 'দিনকর' স্থানে 'হিমকর' পাঠ বসাইয়া  
দিয়াছি। (৩) কুঙ্কসি বাহির ভেল—তরু।

ব্যাখ্যা—মাধব শ্রীরাধার বেশ রচনা করিয়া বারবার  
তাঁহার মুখখানি দেখিতেছেন, বারবার তাঁহার পায়ের  
উপর পড়িতেছেন। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল  
পড়িতেছে। নিজের দেহের উপর যেন নিজের কোনও  
জোর নাই। হৃন্দরীর কোলে কানাই মুখ লুকাইয়া  
বলিলেন আমাকে বিদায় দাও—রাত্রি শেষ হইতেছে—  
চাঁদ অস্ত যাইতেছে। রাধা কানাইয়ের চিত্তের স্থৈর্য্য  
বিধান করিয়া কুঙ্কসি বাহিরে গেলেন। বসনে মণিমঞ্জীর  
লুকাইয়া (কেমনা তাহার আলোকে তাঁহাকে লোকে  
চিনিয়া ফেলিবে) নিজের গৃহে গমন করিলেন। রত্নশয্যার  
উপর রসবতী বসিলেন। সখীরা ডাকিয়া হাকিয়া বলিতে  
লাগিল—রঞ্জনী প্রভাত হইল, গুরুজন জাগিল।  
গোবিন্দদাস বলিহারি যাইতেছেন।

৫৮

কামোদ

ধনি ধনি রমণি-শিরোমণি রাই।  
লোচন-ওত করত নাহি মাধব  
নিশি নিশি রস অবগাই ॥



করতলে কুহুমে ও<sup>২</sup> মুখ মাজই  
অলক তিলক লিখি ভোর।  
সজল-বিলোকনে পুন পুন হেরই  
আকুল গদগদ বোল।  
লোচন-খঞ্জে<sup>২</sup> অঞ্জে<sup>২</sup> রঞ্জই  
নব কুবলয় শ্রুতিমূল।  
অতসি-কুহুম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি  
কৃপণ হেম সমতুল।  
যাবক-চীত চরণ পর লীখই  
মদন-পরাজয়-পাত।  
গোবিন্দদাস কহই ভালে কাহুক  
ভেলহ<sup>২</sup> আরকত হাত।

ক. বি. ২৬৪৫

স ৪০০, তর ২০১৩, ২৭৪০

পাঠান্তর—(১) ঘো—স (২) খঞ্জে—স।

শব্দার্থ—লোচন-ওত—চোখের আড়াল। অবগাই—  
অবগাহন করিয়া। যাবক-চীত—আলতার চিত্র।

ব্যাখ্যা—রমণীদের প্রধানা রাই ধন্য ধন্য। মাধব  
তাঁহার প্রেমের বসে অবগাহন করিয়া দিনরাত্রি কখনও  
তাঁহাকে চোখের আড়াল করেন না। নিজের করতলে  
কুহুম লইয়া মাধব রাধার মুখ মার্জনা করিয়া দিতেছেন।  
প্রেমে ভোর (উদয়) হইয়া অলকাতিলক রচনা  
করিতেছেন। বারংবার সজল চোখে তাঁহাকে দেখিতেছেন  
আর গদগদভাবে কথা বলিতেছেন। তাঁহার কর্ণমূলে নব  
নীলোৎপল পরাইয়া দিতেছেন আর শ্রীরাধা-প্রদত্ত অতসী  
(মসিনা) ফুলের মালা কৃপণের স্বর্ণের ভায়া অতিবস্ত্রে  
নিজের কোমল হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। শ্রীরাধার  
পদতলে আলতার চিত্র অঙ্কন করিয়া যেন মদনের পরাজয়-  
পত্র লিখিয়া দিতেছেন। মদন শ্রীরাধামাধবের নিকট  
পরাজুত হইয়াছেন এই বার্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণে  
লিখিয়া দিতেছেন। গোবিন্দদাস বলেন—ভালই হইল,  
কানাইয়ের হাত আরক্ত হইল, হুতরাং আলতা  
পরানোর জন্ত হাতের লাল দাগ দেখিতে পাইয়া সখীরা  
তাঁহাকে লজ্জা দিবেন।

“মদন-পরাজয়-পাতের” ব্যাখ্যায় সতীশচন্দ্র রায়  
মহাশয় লিখিয়াছেন ‘মদন কর্তৃক নিজের পরাজয়-পত্র  
পত্ররূপ (শ্রীরাধার) চরণের উপর আলতার চিত্র  
অঙ্কিত করিতেছেন। শ্রীরাধা কন্দর্পের মূর্তিমতী শক্তি-  
রূপিণী বলিয়া শ্রীরাধার নিকট পরাজয়ে প্রকারান্তরে মদন  
কর্তৃক পরাজয়ই প্রমাণিত হইতেছে।’ কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে  
কোথাও রাধাকে মদনের শক্তি বলা হয় নাই।  
হুতরাং টানিয়া বুনিয়া একরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন  
দেখি না।

২১ ৪৯ ✓✓

প্রভাত-লীলা

বিভাস

গুরুজন জাগল ভেল<sup>২</sup> বিহান।  
গৃহে নিজ কাজ সমাপন যান।  
কোই সখি<sup>২</sup> দধি-মখন কর তাহি।  
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি।  
কোই সখি গুরুজন-সেবন কেল।  
কনক-কুস্ত লই কোই চলি গেল।  
কুহুম তোড়ি কোই গাঁথহি হার।  
কোই ঘর বাহির করত বিহার।  
নিতি নিতি ঐছন করত হি রীত।  
গোবিন্দদাস কহে অহুপ চরীত।

ক. বি. ৩০১ (মূলপাঠ), সা. প.

তর ২৪১৮

১৮২—২৪ পাতা, ক. বি. ১০৪২,

৮—৬

পাঠান্তর—সা. প. পুঁথিতে (১) ভৈগেল  
(২) সখিগণ।

শব্দার্থ—তোড়ি—তুলিয়া। অহুপ চরীত—অতুলনীয়  
চরিত্র।



৬০

রামকেলি

রামক নীল বসন কাহে পিঙ্ক ।  
অরুণ উদয় নাহি ভাগয়ে নিন্দ ।  
ব্রজ-কুল চান্দ নিছনি যাও তোর ।  
অঙ্গ-বিতঙ্গ কত যে তহু মোড় ।  
ফাগু ভরল কিয়ে লোচন লোর ।  
কাহা লাগল হিয়ে কণ্টক আঁচোড় ।  
ঝামর ভেল নিল-উতপল দেহ ।  
না জানিএ পাপ-দিষ্টি দেয়ল কেহ ।  
মঙ্গল সিনান করাব আছু গেহ ।  
তবহ ভুজাব দধি-ওদন এহ ।  
এতহি শুনল যব যশোমতি ভাব ।  
আঁচর ঝাঁপি নিবারল হাস ।  
গোবিন্দদাস কহ ব্রজ-অধিদেবি ।  
উনহি নিরাপদ গৌরিক সেবি ।

ক. বি. ৩০১ (মূল), সা. প. তর ২৫৩৯, সং ৫৪  
(১)—১০১, ক. বি. ১০৬০,  
পৃ ২২, ব ১

পাঠান্তর—(১) না ভাবই—সং (২) লাল কাহা  
লোচন জোর—সং (৩) গৌরিক—সং ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের সঙ্গে শ্রীরাধার নীল  
বসনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলাসচিহ্ন  
সব দেখা যাইতেছে । কিন্তু মা যশোদা বিস্তর বাৎসল্য  
রসের বশবর্তী হইয়া ভাবিতেছেন যে ছেলের কাপড়ের  
সঙ্গে বোধ হয় বলরামের কাপড় বদল হইয়াছে । আর  
তাহার বুকে বুঝি কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছে । রাজি-  
জাগরণে তাহার চোখ লাল ; কিন্তু মা ভাবিতেছেন বুঝি  
কেহ চোখে আবীর দিয়াছে । কানাইয়ের চেহারা মলিন  
দেখিয়া মা ভাবিতেছেন কেহ বুঝি তাহার প্রতি পাপ-  
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে । তাহার প্রতিবিধান করিবার  
জন্ত তিনি প্রথমে কানাইয়ের মঙ্গলমানের ব্যবস্থা করিবেন ।  
পরে তাহাকে দইভাত খাইতে দিবেন । মায়ের কথা  
শুনিয়া কানাই আঁচলে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিলেন ।

গোবিন্দদাস যেন ব্রজদেবী মা যশোদাকে বলিতেছেন,  
তোমার কানাই গৌরীকে (স্পষ্টার্থ—মহামায়া দেবীকে ;  
গূঢ় অর্থ—গৌরাঙ্গিনী রাধাকে) উপাসনা করিয়া  
নিরাপদ আছে ।

হয়ত গোবিন্দলীলামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব  
লইয়া এই পদ রচিত হইয়াছে—

উত্তীর্ণ কুখ্যাং মুখমার্জনাং তে  
বালস্য বাসঃ কিমিতি স্বদে ।  
ইতি ক্রবাণাপনিমায় নীলঃ  
বাসস্তদঙ্গাদবদন্ত সার্থ্যাম্ ।

৬১

তথা রাগ

নিজ গৃহে শয়ন করল বর কান ।  
জননি জাগাওত' ভৈগেল' বিহান ।  
আলস তেজি উঠহ' যত্নরায় ।  
আগত ভাহু বজনি চলি যায় ।  
প্রাতহি দোহন করত যত্নচান্দ' ।  
তুরিতহি' দেয়ল' দোহন ছান্দ ।  
শয়ন উপেখি চলল বর কান ।  
নুপুরক নাহে জাগল পাঁচবাণ ।  
নিকটহি গোঠ মিলল যব আয় ।  
গোবিন্দদাস মটুকি লই ধায় ।

ক. বি. ৩০১, ব ১, তর ২৫৩১, সং ৫৪

পাঠান্তর—পদকল্পতরুতে (১) জাগায়ত (২) তেল  
(৩) উঠল (৪) প্রাতহি দোহ করত যত্নচান্দ (৫) লেওল ।  
শব্দার্থ—বিহান—প্রাতঃকাল । তুরিতহি—দীর্ঘই ।

৬২

গোঠকি' মাঝহি করল শয়ান ।  
গোখন দোহন করত হি কান ।  
ঘন হাথারব বৎসক বাব ।  
হ' হ' গরজি দেখু সব ধাব ।



হৃন্দর অপরূপ শ্রামর চন্দ ।  
দোহিত দেখু করত ছন্দ বন্দ ।  
দোহন গরজন বড়ই গভীর ।  
ঘন ঘন দোহন করত যতবীর ॥  
গোরস-ধার বিরাজিত অঙ্গ ।  
হুমেকশিখরে যেন শোভিত গঙ্গ ।  
মুটকি অটুকি লেই রাখত চারি ।  
গোবিন্দদাস পছন্দ বলিহারি ॥

শঙ্কার্থ—বাসিত—হুবাসিত, হৃগন্ধ । ধায়ত—বেগে  
যায় । জিনি—জয় করিয়া । সীথে—সিঁথিতে । উজোরল  
মোতি—উজ্জল মোতি । কণুক—কাঁচুলি । তাড়ক—  
এক রকম কানের গহনা । হাটক—স্বর্ণ । অবগহি তাড়ক  
ইত্যাদি—কানে গহনা, গলায় মণিময় সোনার হার  
বিরাজিত ।

ক. বি. ৩০১ (মূল),

তরু ২৪৪৫, সাং ৫৬

ক. বি. ১০৬২

পাঠান্তর—তরু—(১) গোঠিহি ।

শঙ্কার্থ—গঙ্গ—গঙ্গা । মুটকি—মাটির বড় হাড়ি ।

(৬৩)

বিভাস

বজনি প্রভাতে চলল বর-রত্নিনি  
নদি-অবগাহন রঙ্গে ।  
হুবাসিত তৈল হলদি লই ধায়ত  
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গে ॥  
গজবরগতি জিনি গমন হুমহর  
চাঁদ জিনিয়া মুখ-জোতি ।  
কবরি বিরাজিত মণিময় হরচিত  
সীথে উজোরল মোতি ॥  
নীল বসন মণি- বলয় বিরাজিত  
উচ-কুচ-কণুক ভার ।  
অবগহি তাড়ক মণিময় হাটক  
কণ্ঠে বিরাজিত হার ॥  
চরণ কমলসম রাতুল আতুল  
ঝুন ঝুন নুপুর বাজ ।  
গোবিন্দদাস কহ ওরূপ হেরইতে  
ভুলল বিদগধ-রাজ ॥

গ) পূর্বাহ্ন-লীলা

(৬৪)

সারঙ্গ

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন  
ভোজন করু দোন্ ভাই  
রোহিণি দেবি করত পরিবেশন  
রসবতি দেওত বাঢ়াই ॥  
কনক খারি ভরিপূর ।  
বিবিধ মিঠাই নবনি দধি শাকর  
অন্ন ব্যঞ্জন হুমধুর ॥  
ভোজন কেলি কহনে নাহি ধায়ত  
কো কক আনন্দ-ওর ।  
ভোজন সারি শয়ন করু পালকে  
হুমময় নন্দকিশোর ॥  
ঘো কিছু শেষে রহল খারিপূর  
ভোজন কয়লহি গোরি ।  
গোবিন্দদাস ঝারি লেই ঠাড়াই  
চামর ঢুলাওত খোরি ॥

সা. প. ১০২, ২১২ পত্র, ব ১ (১৮)

তরু ২৭৭০

পাঠান্তর—সা. প. (১) ছই (২) রতন (৩) করতহি ।

ব্যাখ্যা—রোহিণী দেবী বলরামের মাতা । রসবতি  
দেওত বাঢ়াই—রোহিণী দেবী পরিবেশন করিতেছেন,  
আর রসবতী শ্রীরাধা জিনিসপত্র আগাইয়া দিতেছেন ।  
শাকর—শর্করা, চিনি । আনন্দ ওর—আনন্দের সীমা ।  
গোদি—গোয়াকী শ্রীরাধা । গোবিন্দদাস ঝারি লেই

ক. বি. ৩০১, ক. বি. ১০৬০,

তরু ২৭৬০

ব ১



ঠাড়াই—কবির মঞ্জরীভাবের সেবার কথা ব্যক্ত করা  
হইয়াছে। গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া  
আছেন—ভোজন শেষ হইলে মুখ ধোয়াইয়া দিবেন বলিয়া।  
আঁচাইবার পর তিনি একটু চামর ঢুলাইবেন।

৬৫ ৮.৮.

সুহৃৎ

ব্রজ নিজ জনসঙ্গে কত কত ধাপ্ত  
আর কত কুলবতী নারী।  
জয় জয়কার করত নব বধূগণ  
কনক কুন্ত ভরি বারি।  
আনন্দ কোঁ কহ ওর।  
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরি  
হেরইতে দুহঁ দিঠি লুন্ধ চকোর।  
নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত  
দুহঁ মন ভৈগেল ভোর।  
প্রেম রতন ধন দোহে দুহঁ পিয়াওল  
দুহঁ চিত দুহঁ কর চোর।  
চলইতে চরণ অধির যত্নন্দন  
শিখিল পীত পটবাস।  
নিজ নিজ মন্দিরে সব কোই আয়ল  
কহতহি গোবিন্দদাস।

ক. বি. ১০৭২, ব. ১

(একাল পদের বিশেষ পদ)

তঙ্গ ২৭৭২, সং ৩৩ পৃ:

শঙ্কার্থ—রসবতী ঠাড়ে—রসবতী রাধা অট্টালিকার  
উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। হেরইতে দুহঁ দিঠি—লুন্ধ  
চকোর যেমন চাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে,  
শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য তাকাইয়া  
আছেন। নয়নে নয়নে কত—উভয়ের চোখে চোখে  
দেখা হইল, তাহাতে কতই না প্রেমরসের সৃষ্টি হইল;  
দুইজনের মনই বিভোর হইল। ভোর—বিহ্বল, মত্ত।

৬৬

বেলোয়ার

আওত রে মধুমঙ্গল তালি।  
হেরি সখাগণ<sup>১</sup> দেই করতালি।  
চলইতে চরণ পড়য়ে<sup>২</sup> তিন বন্ধ।  
ভালে কলঙ্কিত<sup>৩</sup> কালিন্দী-পঙ্ক।  
কহইতে বদনে করত<sup>৪</sup> কত ভঙ্গ।  
নাচত মঘনে<sup>৫</sup> বাজাওত অঙ্গ।  
ভোজন সবরস<sup>৬</sup> সব অহুবঙ্গ।  
অবিরত প্রাতে লাগাওত দন্দ।  
মধু-গুড় লোভিত বাউল চীত<sup>৭</sup>।  
বন্ধক দেওই যজ্ঞপবীত।  
কতিহঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।  
করইত প্রীত দেই দশ গালি।  
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ-গাম।  
দ্বিজ-পায়ে কয়ল লাখ পরণাম।

ক. বি. ১১১

তঙ্গ ২৫৪২, কী ৩২০

কীর্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) সব বালক মেলি  
(২) পড়ই (৩) বিরাজিত (৪) করয়ে (৫) মঘন  
(৬) সবরস (৭) লোভে উলসিত চিত্ত।

ব্যাখ্যা—মধুমঙ্গল চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর সৃষ্টি।  
তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্ক রূপে অঙ্কন করা হইয়াছে। মধু-  
মঙ্গল ভোজনপটু ব্রাহ্মণ বালক বলিয়া গোবিন্দদাস  
তাহাকে 'ভোজনসর্বস্ব' বলিয়াছেন। তিনি যজ্ঞোপবীত  
বন্ধক দিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত। তাহার  
চলনভঙ্গী বিচিত্র, কেননা পা তিন জায়গায় ঝাঁক হইয়া  
পড়ে। কপালে তাহার ঘম্মার পক্ষ লাগিয়াছে। কথা  
বলিবার সময় তিনি মুখের কত ভঙ্গী করেন! বারবার  
নাচিতে নাচিতে অঙ্গ বাজাইয়া থাকেন অর্থাৎ গায়ে তাল  
ঠুকেন। তাহার সব অহুবঙ্গ বা প্রযত্ন কেবল খাইবার  
জন্য। সকালে উঠিয়াই তিনি ক্রমাগত ঝগড়া বাধাইয়া  
দেন। তাহার চালচলন এমনই অদ্ভুত যে ভালবাসিয়া  
কিছু করিতে বা বলিতে গেলে দশ কথা শুনাইয়া দেন।  
এই কথা-চিত্রটি অতুলনীয়।



৬৭

সারঙ্গ

আনহি ছল করি স্বপ্নের করে ধরি  
গমন করল বনমাহি  
তরু তরু হেরি কুহুম তহি তোড়ই  
যতনহি হার বনাই।  
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।  
সুন্দরি মনে করি ভাবই পথ হেরি  
আকুল মন নহে খীর।  
নব নব পল্লবে শেজ বিছায়  
নব কিশলয় তহি রাখি।  
কুহুম ঘোরি চীত ভেল আকুল  
হেরইতে চির-খির আখি।  
তৈখনে মদন দিগুণ তহু দগধল  
জর জর শ্রামর-অঙ্গ।  
গোবিন্দদাস-পহি স্বপ্ন কোরে করি  
চর চর নয়ন-তরঙ্গ।

ক. বি. ৩০১, ৭১৪, ১০৭৪,  
ব. ১ (একর পদের দ্বাবিংশ  
পদ)

তরু ২৫৭৮, নং ১৪৪

পাঠান্তর—সং—(১) বনমাই (২) তরু তরু কুহুম  
হেরি তহি তোড়ল (৩) কাতরে (৪) ধোরি (৫) দুখ  
দেওল (৬) গর গর শ্রামর চক্র (৭) মদনতরঙ্গ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে সখাদের সঙ্গে খেলা করিতে  
ছিলেন। সেই সময় কোন ছল করিয়া স্বপ্নের হাত ধরিয়া  
বনের মধ্যে গমন করিলেন। ফুলগাছগুলি দেখিয়া তাহা  
হইতে ফুল তুলিয়া যত্নসহকারে হার বানাইলেন। মাধব  
রাধাকুণ্ডের তীরে ঘাইয়া বসিলেন। রাধাকুণ্ডে রাধার  
কথা মনে করিয়া তাহার পথপানে চাহিয়া রহিলেন;  
মিলন-আশায় মন আকুল হইল; কিছুতেই স্থির হয় না।  
নূতন নূতন পল্লব দিয়া শয্যা বিছাইলেন। তাহার উপর  
নূতন কিশলয় রাখিলেন। কুহুমের ঘোর বা গাঢ় রং  
দেখিয়া চিত্ত আকুল হইল; তাহার প্রতি দৃষ্টি যাইতেই  
চক্ষু যেন তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া থাকিল। সেই সময় মদন

যেন দিগুণ জোরে তহু দগ্ধ করিল। শ্রামের অঙ্গ জর্জর  
হইয়া গেল। গোবিন্দদাসের প্রভু স্বপ্নকে কোলে করিয়া  
(রাধার অভাবে) অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

৬৮

প্রিয় সখী গমন করল প্রতি বনে বন  
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।  
সুশীতল করি কুঞ্জ অতি সোহন  
মলয় পবন বহে ধীর।  
স্বপ্নসখা করু কোর।  
সহচরী পথ হেরি অস্তর গর গর  
চর চর নয়নকো লোর।  
সচকিত নয়নে নেহারই সহচরী  
আকুল শ্রামর চন্দ।  
রঙ্গ পট্টাধরে মুখরুচি মোছই  
বসন চুলায়ত মন্দ।  
কপূর তাম্বুল বদনহি পূরল  
সচকিত ভেল পীতবাস।  
সুন্দরী গমন করল অব নিকটহি  
কহতহি গোবিন্দদাস।

ক. বি. ৩০১, ব. ১ (একর  
পদের চতুর্দশ পদ)

শব্দার্থ—শোহন—শোভন।

৬৯

ভাটিয়ার

সুন্দরি সখি সঙ্গে করল পড়াণ।  
রঙ্গ-পট্টাধরে বাঁপল সব তহু  
কাজরে উজোর নয়ান।  
দশনক জোতি মোতি নহ সমতুল



হসইতে খসে মণি জানি ।  
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল  
বচন কহয়ে পিকু-বাণি ॥  
কর-পদ-তল খল-কমল-দলারূপ  
মঞ্জির রুহু রুহু বাজ ।  
গোবিন্দদাস কহ রমণি-শিরোমণি  
জীতল মনমথ-রাজ ॥

তরু ২৫২০

শঙ্কার্থ—কাজরে উজোর নয়ান—কাজলে চক্ষু  
উজ্জল হইল । দশনক জ্যোতি—দশের জ্যোতিঃ মতির  
শোভাকেও হার মানায় । পিকু-বাণি—কোকিলের  
তুলা স্বর । খল-কমল-দলারূপ—স্থলপদ্মের স্থায় অরূপ ।  
জীতল—জয় করিল ।

পাঠান্তর—তরু (১) চলল (২) যতন করি লেওল  
(৩) কদলি উপহার (৪) শঙ্খ (৫) নৃত্যত ।

(৬) কুণ্ডক তীরে মিলল বর নাগরি  
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস ।—ক. বি. ৩০১

(৭) গোবিন্দদাস পহ রসময় নাগর  
নয়নক ইন্দ্রিতে কাজ পরকাশ ॥—ক. বি. ৩০১

শঙ্কার্থ—ভাষ্-আরাধন লাগি—হৃদ্যপূজার জন্ত ।

হার মনোহর—সুন্দর মালা । দরশনে বিবিধ বিকার—  
উভয়ের দেহে অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিকার  
দেখা দিল ।

৭১

সারঙ্গ

৮) মধ্যাহ্ন-লীলা

৭০

বরাড়ী

সখিগণ সঙ্গে চললি বর-রঙ্গিনি  
ভাষ্-আরাধন লাগি ।  
বহ উপহার কর্পূর তাহুল  
লেওল গুরুজনে মাগি ॥  
সুগন্ধি চন্দন নেল ।  
চিনি কদলী সর হার মনোহর  
সখিগণ হাতহি দেল ।  
জয় জয়কার হলাহলি ঘনঘন  
ঘণ্টা শব্দ ঘন ঘোর ।  
কেলি করত কত কোকিল কুহরত  
নৃত্যতি মউরক জোর ।  
কুণ্ডক তীর মিলল দুহুঁ দুই কর  
দরশনে বিবিধ বিকার ॥  
গোবিন্দদাস কহ তার যত উপজল  
কো ইহ কহই না পার ॥

গোধন সঙ্গে সঙ্গে যত্ননন্দন  
বিহরই যমুনাতীর ।

দাম শ্রীদাম হৃদাম মহাবল  
গোপ গোপাল সঙ্গে বল বীর ।

বাজত ঘন ঘন মুহু মুহু বেণু ॥

হৈ হৈ রবে হাথারব গরজন  
আনন্দে মগন চরয়ে সব দেখ ॥

সম বয় বেশ কেশ পরিমণ্ডিত  
চুড়ে শিখণ্ডক কুহুম উজোর ।

মণিময় হার গুজানব মণ্ডল  
হেরইতে জগজন মন ভোর ॥

বলয় নিশান কনয় কটি কিঙ্কিনি  
নুপুর রহু রুহু বাজ ।

গোবিন্দদাস পহ নিতি নিতি ঐছন  
বিহরই নবঘন বিদগধরাজ ॥

বৃ ১ (২১), ক. বি. ২০৮২

সমুদ্র ৪১১, তরু ১০১২,  
সং ১০৭

পাঠান্তর—(১) বাজত ঘন ঘন বিধাণ বেণু—তরু ;  
ঘন ঘন বাজ বেণু—সং (২) চরত—তরু ও সং (৩)

ক. বি. ৩০১, ১০৭০, ব. ১  
(একর পদের বড়বিশ পদ)

তরু ২৭৭০  
সং ৪০৫



জগজন মন কক ভোর—তরু ও মং (৪) বলয় বিশাল  
কনক কটি—তরু (৫) বিপিন সমাজ—তরু।

শব্দার্থ—উজোর—উজ্জল। মঞ্জুল—সুন্দর।

৭২

শ্রীবাগ

কাহুক<sup>১</sup> গোঠ গমনে বিরহাতুর  
ধৈরজ ধরই না পারি।  
ব্রজগত যত জন সঙ্গি ধাওল  
অক<sup>২</sup> যত কুলবতি নারি।  
সজনী দেখে দেখে ব্রজ-জন-নেহ<sup>৩</sup>  
নয়নে নয়নজল অঙ্গে পুলককুল  
ভাবে অবশ ভেল দেহ<sup>৪</sup>।  
তিল এক বিরহ কলপ সম<sup>৫</sup> মানই  
চীত-পুতলি সম হেরি।  
ব্রজ-কুল-নন্দন বহুত যতনে পুন  
ঘরহি পাঠাওল ফেরি।  
কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে  
সবজন করল পরাণ।  
সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে  
গোবিন্দদাস পিছে ধান।

ক. বি. ১১২

স. ৪১০, তরু-২৭৭০, কী ৩২১

তরু ও কীর্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) কাহুক  
(২) আর (৩) নেহা (৪) দেহা (৫) করি।

ব্যাখ্যা—কানাই যখন গোষ্ঠে গমন করিলেন তখন  
ব্রজের সকল জনই বিরহে ব্যাকুল হইলেন। তাহারা দৈর্ঘ্য  
ধারণ করিতে পারিলেন না, তাই তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই  
দৌড়াইলেন। কুলবতী রমণীরাও ঘরে রহিলেন না—  
কানাইয়ের পিছে পিছে ছুটিলেন। সখি, ব্রজজনের প্রেমের  
প্রকৃতি দেখ। তাহাদের প্রত্যেকের নয়নে জল, দেহ  
পুলকে পূরিত ও ভাবে অবশ। এক তিলের বিরহকেও  
তাহারা কল্পকালস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহাদিগকে

চিত্রে অঙ্কিত পুতুলের মতন প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়।  
শ্রীকৃষ্ণ অনেক যত্ন করিয়া তাহাদিগকে ঘরে ফেরত  
পাঠাইলেন; তাই কাতর অন্তরে সকলে নিজ নিজ  
গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সখী রাইকে নিজের বাড়ীতে  
লইয়া গেলেন; গোবিন্দদাস তাহার পিছনে পিছনে  
চলিলেন।

৭৩

সহই

নিজ-মন্দিরে ধনি বৈঠলি<sup>১</sup> বিরহিনি  
প্রিয়-সহচরি-মুখ চাহি<sup>২</sup>।  
যাহা যত্ননন্দন করত গোচারণ  
তুরিতে গমন করু তাহি<sup>৩</sup>।  
সজনী ধনিক<sup>৪</sup> বিলম্ব জনি<sup>৫</sup>।  
সহচরি-হাত<sup>৬</sup> মাখে ধরি সুন্দরি  
বোলত মধুরিম বাণি।  
বংশীবট-তট কদম নীকট  
খোজবি ধীর সমীর।  
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জ<sup>৭</sup> কুসুম বন  
স্থানিতল<sup>৮</sup> কুণ্ডক তীর।  
কালিন্দী<sup>৯</sup>-পুলিন সখন বৃন্দাবন  
নিধুবনে কেলিবিলাস।  
কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বন গোবর্দ্ধন কানন  
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস।

ক. বি. ৩০১, ১০৭৫, ব ১  
(একর পদের ত্রয়োবিংশ পদ)

তরু ২৭৭৫, স. ৪২৮

পাঠান্তর—(১) অহরাগ—স (২) যাই—তরু  
(৩) তাই—তরু (৪) খেনেক—তরু (৫) বিলম্ব কর  
জানি—তরু (৬) 'সহচরি হাত' প্রভৃতির পরিবর্তে  
পদামৃতসমুদ্রে

হামারি পরাণ রহইতে যৈছনে  
তুরিতে সখাদহ আনি।



(৭) বিলাস—স (৮) শীতল—স (৯) কালিন্দী-পুলিন  
ইত্যাদির পরিবর্তে পদ্যমৃতসমুদ্রে

ও মুখচন্দ্র দরশে পুন শীতল

হোয়ব তোহারি নয়ান ।

ঐছন প্রেম কথিহ নাহি হেরিয়ে

গোবিন্দদাস কর গান ॥

শব্দার্থ—সজ্জনী বনিক বিলস জনি—সখি একটুও  
যেন দেবী করিও না । নিধুবনে কেলিবিলাস—নিধুবনে  
যেখানে কেলিবিলাস হয় সেইখানেও খোজ করিও ।

(৭৪)

ভূপালী

বিবিধ মিঠাই আচর ভরি দেল ।

অলখিতে আওল অলখিতে গেল ॥

নগরক লোক কোই লখই না পারি ।

ঐছে গতাগতি করু সুকুমারি ॥

বেশ বনাই কাহু বল বীর ।

গোধন লই চলু যমুন তীর ॥

গোপ গোপাল সঙ্গে কত ধাব ।

বেণু বিঘাণ ঘোর ঘন রাব ॥

সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস ।

এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১০৭১, ব ১

তরু ২৭৭১

(একাল পদের উল্লিখিত পদ)

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবেন, তাঁহার স্খা  
লাগিবে; তাই বাধিকা সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া  
প্রাণনাথের আঁচল ভরিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিয়া আবার  
সকলের অগোচরেই চলিয়া গেলেন । নগরের লোক  
কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না । এমন ভাবেই  
সুকুমারী যাতায়াত করেন । এদিকে বেশভূষা করিয়া  
কানাই ও বলরাম গোধন লইয়া যমুনার তীরে চলিলেন ।  
সঙ্গে তাঁহাদের গোপ গোপালকগণ ধাইতেছেন; বেণু ও

বিঘাণের উচ্চ ধ্বনিতে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ  
সুবল সখার সঙ্গে বিলাস করিতেছেন । এক মুখে গোবিন্দ-  
দাস এমন মধুর লীলা কেমন করিয়া বর্ণনা করিবেন ।

(৭৫)

তথা বাগ

আন ছলে আন পথে গমন করল দুহ

সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে ।

সরস রসাল

নবিন<sup>১</sup> নব মঞ্জরী

বিকসিত ফুল-ফল-পুঞ্জে ।

দুহ<sup>২</sup> জন<sup>৩</sup> মৌলন তেল ।

রসময় রসিক

রমণি-রস-শেখর<sup>৪</sup>

বহুবিধ কৌতুক কেল ॥

মদন-মহোদধি

নিমগন দুহ<sup>২</sup> জন

ভুঞ্জে ভুঞ্জে বন্ধন-ছন্দ ।

তরুণ তমাল কিয়ে

কনক-লতাবলি

নব জলধরে জহু<sup>৫</sup> ঝাঁপল চন্দ ।

দৃঢ় পরিব্রজনে

মগন দুহ<sup>২</sup> ক মন<sup>৬</sup>

ঘাম-বিন্দু মুখে স্থানর জোতি ।

গোবিন্দদাস পহ

রতিজয়-পণ্ডিত<sup>৭</sup>

জলধরে যৈছে বিধারল মোতি<sup>৮</sup> ।

ক. বি. ১০১, ২৫৭৭, ব ২১

স। ১৮৭, তরু ২৭৮০

(২২)

পাঠান্তর—সং (১) নৃতন (২) বহুজন (৩) রমণ  
রসে নাগরি (৪) কিয়ে (৫) মগন বহু দুহ জন  
(৬) রতিজয়-পণ্ডিত (৭) যৈছন জলদে বিধারল মোতি ।

শব্দার্থ—মদন-মহোদধি—কামের মহাসমুদ্রে । নব  
জলধরে—নৃতন মেঘ যেন চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল ।  
জলধরে যৈছে বিধারল মোতি—শ্রীকৃষ্ণের গায়ে ঘর্মবিন্দু  
দেখিয়া কবির মনে হইতেছে মেঘের গায়ে বৃষ্টি মতি  
বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।



৭৬

গাঙ্গার

বনমালা কুহুম তোড়ি সব সখীগণ  
সরস সমরু করু তাঁহি ।  
মার ত বদন নেহারি কুহুম শর  
শোহত সমরক মাহি ।  
কো করু মরমক কেলি  
নওল কিশোরী নওল বর নাগরি  
ললিতা বিশাখা সখি মেলি ।  
মণিময় ভূষণ তহু তহু শোহন  
কহু কহু নুপুর বাজে ।  
গোবিন্দদাস কহে রমণীশিরোমণি  
জিতল বিদগধ-রাজ ।

ক. বি. ১০৮০, ব ( একাদশদ )

তরু ১৪২৩, ২৩১০, ২৪৪০  
( শেষ দুই চরণ )

পাঠান্তর—বরাহনগর একাদশ পদের আরম্ভ—  
নব নব কুহুম তোড়ি সব সখীগণ

ব্যাখ্যা—সখীরা বনের মধ্যে ফুল তুলিয়া লইয়া  
সরস যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া  
কুহুমশর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । যুদ্ধের মধ্যে তাঁহারা  
শোভা পাইতেছেন । নবীনা কিশোরী নব নাগরী  
ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীর সহিত মিলিয়া যে ক্রীড়া  
করিতেছেন সেই মনোরম কেলি কে বর্ণনা করিতে  
পারে? তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহ মণিময় ভূষণে  
শোভিত । নুপুর কহু কহু বাজিতেছে । গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন রমণীশিরোমণি বিদগ্ধ রসিকরাজকে জয়  
করিলেন ।

৭৭

ভূপালী

কাহুক দরশন ভেল ।  
সহচরি তুরিতহি গেল ।

কাহু-কখন শুনি ভোরি ।  
বেশ বনাগলি গোবি ।  
প্রিয় সহচরি করি সদ ।  
বসনভূষণ করি অঙ্গ  
নব নব নাগরি বালা ।  
ধৈছন চান্দকি মালা ।  
বাওত কত কত তানে ।  
কত রস করতহি গানে ।  
রসিক রমণি রসে ভাস ।  
শুনতহি গোবিন্দদাস ।

ক. বি. ৩০১, সা. প. ১৮২ বট পত্র,

তরু ২৪২৪

ক. বি. ১০৮, ব ১ ( ২৫ )

পাঠান্তর—সা. প.—(১) বনাগত (২) রাগ (৩) কত  
(৪) সঙ্গে চল ।

শব্দার্থ—তুরিতহি—শীঘ্রই । ভোরি—মত্তা । বাওত—  
বাজাইতেছে ।



৭৮

বরাড়ী

রতনমন্দিরে দুহ নাগর নাগরি  
বৈঠল সখিক সমাজ ।  
নাগর-ইঙ্গিত করণে বৃন্দা সখি  
তুরিতহি বৃন্দল কাজ ।  
যোই নিদয়ে সিধু স্ববাসিত বর মধু  
তবহি আনি আগে দেল ।  
আপে ভোজন করি সকলে তুজায়ল  
যতনহি কোতুক কেল ।  
কো করু প্রেম-তরঙ্গ ।  
সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক  
তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ ।  
চুলি চুলি পড়ত বলত অবলাগণ  
দু-যুমে ব-বাধ না পারি ।



এত কহি নিজ নিজ কুণ্ডক মন্দিরে  
শয়ন করত সব নারি ॥  
রাধামাধব কুণ্ডগৃহ-তলপহি  
যাই করল পরবেশ ।  
গোবিন্দদাস বিথারল রতি-রগ  
কত কত ভাব বিশেষ ॥

তর ২৬৩২

অঙ্গে করল দুই নব নব বেশ ।  
কবরি বনায়ল বাঙ্কল কেশ ।  
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান ।  
গোবিন্দদাস দুই ক গুণ গান ॥

ক. বি. ৩০১, ব. ১ (১৪)

তর ২৬৫, ২৭৬৬

শব্দার্থ—জলমাহা—জলের মধ্যে । মুক্ছে অনঙ্গ—  
কামদেব স্বয়ং ইহাদের রূপ দেখিয়া মুচ্ছা যান ।

শব্দার্থ—যেই নিন্দয়ে সিধু সুবাসিত বর মধু—  
মঞ্জকেও হারাইয়া দেয় এমন ভালো সুগন্ধ মধু । যু-যুমে  
ব-বাধ না পারি—নেশা হওয়ায় শব্দ জড়াইয়া যাইতেছে ।  
তুলনীয় : উজ্জলনীলমণিতে—

করোতি নাদং মুরলীরলীরলী  
ব্রজাঙ্গনারুদ্রধনং ধনং ধনম্ ।  
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে  
হরে ! ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা ॥—উজ্জল ১১৮৮  
অর্থাৎ শ্রীরাধা মুরলী স্থানে রলী রলী, রুদ্রধন ধন  
ধন, ললিতা লিতা লিতা ও ভজতে জতে জতে এই  
কয় শব্দ অধিক প্রয়োগ করিলেন । তলপহি—তল বা  
শয্যা ।

মন্তব্য—মধুপান লীলা কবিকর্ণপুরকৃত আনন্দবৃন্দাবন-  
চম্পু ( ২০।১৬৫ ), অলঙ্কারকৌস্তভ ( ৫।১৫ ; ৫।১৭ ),  
কৃষ্ণাঙ্কিককৌমুদী ( ৬।৩৮-৬২ ) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-  
কৃত গোবিন্দলীলামৃতে ( ১৩।১১৪, ১৪।৭৭—১২২ এবং  
১৫।৫—৭ ) বর্ণিত হইয়াছে ।

৭৯

তথা রাগ

বিপিনহি কেলি করত দুই মেলি ।  
জলমাহা পৈঠই করত হি কেলি ।  
নাহি উঠত দুই মোছলহি অঙ্গ ।  
দুই রূপ নিরখিতে মুক্ছে অনঙ্গ ॥

৮০

ধানশী

নাহি উঠল দৌহে কুণ্ডক তীর ।  
তহু তহু লাগল পাতল চীর ।  
অঙ্গে বনায়ল নব নব বেশ ।  
কুণ্ডক মাঝে করল পরবেশ ।  
বিবিধ মিঠাই কতহু উপহার ।  
ভোজন করু তহি কত পরকার ॥  
রাইক যতনে সেই শ্রামবায় ।  
বহুবিধ ভুজল হরিষ হিয়ায় ।  
যো কিছু শেষ বহল পুন খারি ।  
সখি সঙ্গে ভোজন করল বরনারি ।  
তাহুল খাই শয়ন দুই কেল ।  
অলসে আকুল দৌহে নিদ গেল ।  
সখিগণ তাহি শয়ন করু কুণ্ডে  
কুসুম-শেজ রচিত বসপুণ্ডে ।  
নিতি নিতি ঐছন দুই ক বিলাস ।  
বীজন করতহি গোবিন্দদাস ॥

তর ১১১১

শব্দার্থ—পাতল চীর—পাতলা কাপড় যেন গায়ে  
বসিয়া রহিয়াছে । ভুজল—ভোজন করিলেন । হরিষ  
হিয়ায়—আনন্দিত চিত্তে । বীজন করতহি—বাতাস  
করিতেছেন ।



৮১

তথা বাণ

বিরমল রতিরগ বৈঠল দুহু জন  
মুছই আনন-চন্দ্র ।  
দুহু জন বদনে তামুল দুহু দেয়ল  
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥  
দুহু মুখ দুহু রহি চাই ।  
আহা মরি মরি বলি পুন বদন ঘন চুছই  
দুহুই দোহা তহু বিলুঠাই ॥  
নীলপীত বসন শোভিত দুহু তহু  
মণিময় আভরণ সাজ ।  
যেছে রসিকবর রমণি রস-নাগরি  
তৈছন বিদগধ-রাজ ॥  
কতহি যতন করি বিধি নিরমায়ল  
দুহু তহু একই পরাণ ।  
বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব  
গোবিন্দ দাস গুণ গান ॥

ক. বি. ১১০৫

তরু ২৮০২

পাঠান্তর—তরু—(১) মোছই দুহু-মুখ-চন্দ্র (২) আহা  
মরি বলিয়া বদন ঘন চুছই (৩) শোভিত ভেল (৪) যৈছন  
(৫) গোবিন্দদাস পরমাণ

শব্দার্থ—মুছই আননচন্দ্র—মুখচন্দ্র মুছিলেন । বসন  
ঢুলায়ত মন্দ—ধীরে ধীরে বসন ঢুলাইয়া বাতাস করিতে  
লাগিলেন ।

৮২

গান্ধার

অম-জলে ভীর্গল সকল শরীর ।  
তহু তহু লাগল পাতল চীর ।  
পুরল মনোরথ বৈঠল তাই ।  
বসন ঢুলায়ত রসবতি রাই ।  
রসময় নাগর রসবতি গোরি ।  
দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ভোরি ॥

শুভল বিদগধ নাগর যায় ।  
রতি রসে মগন দুহু নিন্দ যায় ।  
সকল সখি মেলি বিনোদিনী রাই ।  
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই ॥  
পল এক জাগি বৈঠল পিত-বাস ।  
জল সেবন কর গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ৩০১, ২৪৭২, ৮১ (৩০)

তরু ২৭৮৪, সং ৩০১

পাঠান্তর—

(১) করসে মুরলী যতনে চোরাই  
রসবতি রাখল আচরে ছাপাই ॥—সং

মন্তব্য—মুরলী চুরির লীলা বিদগ্ধমাধবে ৪১৩৪ শ্লোকে  
বর্ণিত হইয়াছে । ঐ নাটকের ৪১৩৫ শ্লোকে আছে—  
যা নিশ্চ্যতি নিকৈতকর্ম্মরচনারস্তে করন্তন্তনঃ  
রাজৌ হস্ত করোতি কৰ্ণবিধিঃ যা পত্ন্যরহাদপি ।  
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবিবিক্ষংসনঃ  
ধৃষ্টা গোকুল-মঙ্গলস্ত মুরলী সেয়াং মমাত্মদ বশা ।

অর্থাৎ ঘরের কাজ করিতে আরম্ভ করিলে যে করকে  
সুস্থিত করিয়া দেয়, রজনীতে পতির কোলে শয়ন করিয়া  
থাকিলে যে সেখান হইতে টানিয়া আনে, আর গুরুজনের  
সামনেই গৌরীদের নীবি খুলাইয়া দেয়, সেই গোকুল-  
নন্দের ধৃষ্টা মুরলী আজ আমার বশাপন্ন হইয়াছে ।

৮৩ ✓✓  
পটমঞ্জরী

সখীজনে পুছত বারহি বার ।  
কোন চোরাওল মুরলী হামার ।  
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই ।  
কাহা পুন ছোড়লি কাহা পুন চাই ॥  
সরবস ধন তুয়া কোন চোরায়া ।  
কাতর নয়নে নেহারএ কাহ ।  
সখীগণ মোহে মুরলি দেহ দান ॥  
কর সঞে মুরলী কুণ্ণ গৃহ মাঝ ।  
গোবিন্দদাস পহ যুবতিসমাঝ ॥

ক. বি. ৩০১, ১০৮৪, ৮১ (৩১)

সং ৩০২, তরু ২৬০২



**পাঠান্তর**—তরু (১) সখীগণে কাহ্ন পুছত কতবার  
(২) কাঁহা কাঁহা প্রেম ছোড়ি করব উপায়—সং (৩) দিল  
আন—সং (৪) করগছি—সং ।

**ব্যাখ্যা**—শ্রীকৃষ্ণ বংশী হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া  
সখীগণকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “আমার  
মুরলী কে চুরি করিল?” বিনোদিনী রাধা মধুর হইতেও  
মধুর স্বরে বলিলেন, “কোথায় তুমি ফেলিয়া আসিয়াছ  
আর কোথায় খুঁজিতেছ? তোমার সর্বস্ব ধন কে চুরি  
করিয়া লইল?” কানাই কাতর দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন  
এবং বলিতেছেন—“সখীগণ আমাকে মুরলী দাও।” কুণ্ড-  
গৃহের মধ্যে সখীদের হাত ধরিয়া গোবিন্দদাসের প্রভু  
যুবতীসমাজে মুরলী প্রার্থনা করিতেছেন।

**মন্তব্য**—গোবিন্দলীলামতে (১০।৫৫-৬৬ শ্লোকে)  
রাধার বিরুদ্ধে বংশীচুরির অভিযোগ আনা হইয়াছে।

৮৪

বরাড়ী

সব সখীগণ মেলি করল পয়ান<sup>১</sup> ।  
কৌতুকে কেলি-কুণ্ডে অবগান ॥  
জলমাহা পৈঠল সখীগণ মেলি ।  
হুহ জন সমর করত জল-কেলি ॥  
বিধারল কুন্তল জরজর অঙ্গ ।  
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥  
সখীগণ বেড়ল শ্রামর<sup>২</sup>-চন্দ ।  
গোবিন্দদাস হেরি<sup>৩</sup> রহ ধন্দ ॥

ক. বি. ৩০১, ১০৮৫

তরু ২৬৪৭

**পাঠান্তর**—ক. বি. (১) সখীগণ মিলি হুহ করল  
পয়ান (২) নাগর (৩) গোবিন্দদাস পহ ।

**শব্দার্থ**—অবগান—অবগাহন । বিধারল—বিকৃত  
করিল, এখানে চুল এলোমেলো হইল ।

৮৫

তথা রাগ

নাহি উঠল তিরে সবহ<sup>১</sup> সখীগণ  
রসবতী নাগরী রাই<sup>২</sup> ।  
বসন নিচোড়ি মোছই সব তহ  
সখীগণ বেশ বনাই ॥  
বিনদিনি-বেশ করত বর কান ।  
চিকুর সাঙারি কবরি পুন বাঙ্কই  
অলক তিলক নিরমান ॥  
দীধি বনাইয়া<sup>৩</sup> উর পর লেখই  
মৃগমদ-চিত্র নিশান<sup>৪</sup> ।  
রতি-জয়-বৈধ চরণমুগ লেখই  
আরকত বেশ বনান<sup>৫</sup> ॥  
কতহ<sup>৬</sup> যতন করি বেশ পরায়ল<sup>৭</sup>  
নুপুর দেয়ল রদে<sup>৮</sup> ।  
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে  
মুহুরে কতহ<sup>৯</sup> অনঙ্গে ॥

ক. বি. ৩৪১, ১০৮৬, ১১(৩৩)

তরু ২৬৪০, সং ১০১, ২৬৭, ২৯১

**পাঠান্তর**—সং (১) রসবতী নাগর রাই (২) সব বেশ  
বনাই (৩) মৃগমদ পত্র নিশান (৪) বাবক তাঁহ নিরমান  
(৫) নুপুর পরাওই (৬) বসন পরাওই অঙ্গে ।

৮৬ √, √.

তথা রাগ

রতন ধারি<sup>১</sup> পর চিনি কদলী সব  
আনল<sup>২</sup> রসবতি রাই ।  
শীতল কুন্তল স্বর্ণক পরিমল  
বৈঠল নাগর রাই<sup>৩</sup> ॥  
ভোজন কর ব্রজবায়<sup>৪</sup> ।  
বাসিত বারি স্নকপূর তাড়ল<sup>৫</sup>  
সখীগণ দেওত বাঢ়ায়<sup>৬</sup> ॥



আগোর চন্দন শ্রাম-অঙ্গে লেপন<sup>১</sup>  
বীজই কুহুমক বায়।  
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহ<sup>২</sup>  
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

ক. বি. ১০৮৭, ব ১ ( ৩৪ )      স. ১০২, ২১৮, ২৩৮, তর  
২৩৪২

পাঠান্তর—সং (১) থালি (২) আনলি (৩) তহি<sup>৩</sup>  
বৈঠল দুহ<sup>৪</sup> যাই (৪) যত্নবায় (৫) স্থনীতল নীর কর্পূর  
তাম্বুল (৬) রসবতি দেই বাঢ়ায় (৭) ঘন ঘন লেপন  
(৮) বধে নেহারই।

৮৭

ভাটিয়ারি

কীরক মুখে শুনি<sup>১</sup>      জ্বরতি-আগমন  
চলু সতে রবিক মন্দিরে।  
গন্ধ মাল্যবর      বোড়শ উপচার  
আর কত কত উপহারে ॥  
দেখ বিগ্র-বেশধর শ্রাম।  
জ্বরতিক আগে      যাই কহই শুন।  
বিশ্বশর্ষ মকু নাম ॥  
সো শ্রাম বচন      মুরতি হেরি<sup>২</sup> তৈখন  
পরণাম করি কহে সোয়<sup>৩</sup>।  
ধৈরজ-প্রকৃতি      দেখি চিতে লাগল  
অতয়ে বরণ কৈলু<sup>৪</sup> তোয়।  
নিতি নিতি আসি      পূজায়বি স্বরদেব  
দেয়বি শুভ-বর জোই।  
গোধন রতন      পূরণ মকু সূতক  
বধুক সতীপণ হোই ॥  
শ্রাম কহত তব      ঐছন হোয়ব  
পূজবি পশুপতি স্বর।  
রয়নী দিন মাহা      নীতি পূজায়ব  
তবহি<sup>৫</sup> মনোরথ পূর ॥

পুনহি কহত উহ      ঐছন হোয়ব  
তেজিয়ান তুহ<sup>৬</sup> ব্রজচারি।  
শুনি এত বচন      চাহি পুন আনন  
মনহি হাসই ব্রজ-নারি ॥  
নানাবিধ বরণ      পূজন করি কতক্ষণ  
আর কত কত বর-রঙ্গ।  
যোই করত মোই      প্রেমক সঙ্গতি  
অতয়ে নহত তছু ভঙ্গ।  
বেলি অবমান      হেরি সতে আকুল  
গমন কয়ল নিজ গেহ।  
গোবিন্দদাস কহ      আপন বশ নহ  
বিরহে অবশ সব দেহ ॥

ক. বি. ৩৪

স. ৪৪৮, তর ২৮৬৩

পাঠান্তর—স (১) কীর মুখহি শুনি (২) লবি  
(৩) পরণাম করি কহে অহে।

শব্দার্থ—কীরক—টিয়াপাখী, শুক পক্ষী। রবিক  
মন্দিরে—স্বর্গামন্দিরে। জ্বরতিক আগে—বৃদ্ধার সম্মুখে  
(এখানে জটিলার সামনে)। প্রেমক সঙ্গতি—প্রেমের  
সহিত।

৮৮

তথা রাগ

তাহি<sup>১</sup> স্বগমন কয়ল বর-রঙ্গিণি  
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।  
তহি<sup>২</sup> জয়শর্ষ তলাতলি ঘনঘন  
ভাঙ্গ-আরাধন-কেলি ॥  
দ্বিজবর বিদগধ-রাজ।  
স্ববাসিত কুহুম স্বগন্ধি চন্দন  
কর্পূর-পূর কর সাজ ॥  
বহ উপভোগ তাম্বুল আদি দেওল  
চিনি কদলক ফুল-হার।



স্থবাসিত করি খীর দধি শাকর  
সেবন বহু পরকার ॥  
কুহুমক অঞ্জলি দেয়ল সখি মেলি  
আনন্দে কোঁ করু গুর ॥  
গিরিবরে কনক-লতাবলি বেচল  
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

“সুন্দরবদনী” পাঠ ভাল ; কেননা সুন্দরবদনীই কুচভার  
ও কবরী ॥

৫। অপরাহ্ন-লীলা

৯৬ ✓✓✓

গোবিন্দ আঁওত গোধন সঙ্গে ।

যৈছন কমল নেহারয়ে দিনকর  
ঐছন ব্রজ-বধু রঙ্গে ॥

বেলি-অবসান হেরি যদুনন্দন  
বেণু পুরিতে ধেমু কীরে ।

গহন-গুহা গিরি কাননে যত ধেমু  
মীলল যামুন-তীরে ॥

চুয়া চন্দন গন্ধ চতুঃসম  
হেম-কলস ছুঁই পাশে ।

ধূপ দীপ সখি মঙ্গল গাঁওত  
শ্রাম-দরশ-রস আশে ॥

বনমালি-গলে বনমাল বিভাজিত  
তাহে নব ধাতু প্রকাশ ।

কুকিত অলক ভাল করি মীলিত  
বলিহারি গোবিন্দদাস ॥

অ ১২\*

৮৯

তথা রাগ

সখিগণ মেলি কয়ল জয়কার ।  
শ্রামের অঙ্গে দেয়ল ফুলহার ॥  
নিজ-মন্দিরে ধনি কয়ল পয়গ ।  
বনমাহা গমন করল বরকান ২ ॥  
সখিগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরি ।  
মণিময়ভূষণ অঙ্গে উজোরি ৩ ॥  
শঙ্খশঙ্ক ঘন জয়-জয়-কার ।  
সুন্দরবদনী কবরি কুচভার ॥  
হেরি মদন কত পরাভব পাব ।  
গোবিন্দদাস ছুঁই রস গাব ৪ ॥

ব্যাখ্যা—গোবিন্দ গোধন সঙ্গে লইয়া আসিলেন ।  
কমলিনী বেক্সপ আগ্রহের সঙ্গে দিনকরের দিকে দৃষ্টি  
নিক্ষেপ করে ব্রজবধুও সেইরূপ রঙ্গে তাঁহার মুখ দেখিতে  
লাগিলেন । বেলা শেষ হইতেছে দেখিয়া যদুনন্দন  
বাশীধ্বনি করিলে গোসমূহ ফিরিয়া আসিল । বনে,  
গুহাতে, পাছাড়ের উপরে যেখানে যত ধেমু ছিল সব  
আসিয়া যমুনার তীরে মিলিল । সখীরা চুয়া, চন্দন ও  
চতুঃসম গন্ধ ( দুইভাগ মৃগনাভি, তিনভাগ কুহুম এবং  
একভাগ কর্পূরের মিশ্রণ ) স্বর্ণকলস, ধূপ, দীপ প্রভৃতি  
লইয়া শ্রাম দর্শনের আশায় মঙ্গল গান করিতে লাগিল ।  
বনমালীর গলে বনমালা সুশোভিত, তাহাতে নবধাতুর  
প্রকাশ । তাঁহার চাঁচর কেশ কপালের উপর পড়িতেছে ।  
শোভা দেখিয়া গোবিন্দদাস বলিহারি ঘাইতেছেন ।

মা. প. ১৮২, ৮ম পত্র,  
ক. বি. ৩০১, ১০৮২

সং ১০০, তরু ২৮৬৪

পাঠান্তর—সং (১) বনখল রহব সুনাগর কাহ্ন  
(২) মণিভূষণে সব অঙ্গ উজোরি (৩) গুণ গাব । তরুতে  
“সুন্দর বদন” আছে । তাহা অপেক্ষা সংকীর্ণনামুত্তর



৯১

তোড়ী

গোষ্ঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ  
 সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল ।  
 বৎসক বাড়ি ছাড়ি ধেমুগণ  
 ঘন ঘন দোহন কেল ।  
 সুন্দর স্তানর অঙ্গ ।  
 রত্ন পট্টাধর হার মনোহর  
 গোখুলি ধূসর অঙ্গ ।  
 নব নব পরব গুচ্ছ স্তম্ভিত  
 চুড়ে শিখওক বেড়ল দাম ।  
 মকরাকৃতি মণি- কুণ্ডল দোলনি  
 হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম ।  
 বন-ফুল-মাল বিরাজিত উর পর  
 কিঙ্কিনি-রণরবি নুপুর পাহ ।  
 গোবিন্দদাস পহ জগমন-মোহন  
 ব্রজ যুবতিগণ হরষিত তায় ।

ক. বি. ৩০১, ১০২৩,  
 ব ২ (১২২ পৃ)

তর ১০২০

৯২ ✓

পুরী

নিজ মন্দিরে বাই বৈঠল রসবতি  
 গুরুজন নিরখি আনন্দ ।  
 শিরিদ-কুহুম জিনি তহু অতি সুকোমল  
 ঢল ঢল ও মুখ-চন্দ ।  
 নিতি নিতি ঐছন রীত ।  
 রসবতি রসিক—মনোহর নাগর  
 অপক্লপ ছহঁক চরিত ।  
 বিবিধ মিঠাই খারি তরি পুরতি  
 ভোজন করতহি গোরি ।  
 কর্পূর তাগুল বদন পরিপুরিত  
 কুহুম চন্দন ঘোরি ।

নিজ-গৃহ-কাজ সমাপল সখিগণ  
 গুরুজন-সেবন কেল ।

গোবিন্দদাস দীপ তহি মাজাওল  
 বেলি অবসান ভৈগেল ।

ক. বি. ৩০১, ১০২০

তর ২৮০০

৯৩ ✓

ইথে অন্তরে হরি মন্দিরে গেল ।  
 সঙ্গে সখা ব্রজবালক মেল ।  
 ব্রজহৃত প্রবেশিত নিয় নিয় ঠাম ।  
 গোপিকা-মনোরথ কাম ।  
 নিজহৃত পাই সঙ্গে করতহি কোর ।  
 ভোজন করায়ত যত হোত বিভোর ।  
 তব নন্দক মন্দিরে নন্দকিশোর ।  
 নিরখি যশোমতী হোত বিভোর ।  
 চরণ পাখালি মুছই সব অঙ্গ ।  
 ভোজন করায়ত প্রেমতরঙ্গ ।  
 মুখ কর ধোই দেয়ত গুয়া পান ।  
 রতন পালতে শুতায়ল কান ।  
 তব যশোমতি চলল গৃহকাজে ।  
 শুতি রহল হরি মন্দির মাঝে ।  
 গোবিন্দদাস চিতে হরষিত ভেল ।  
 শয়ন তেজি হরি কুণ্ঠহি গেল ।

মন্তব্য—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি ( পৃ: ১০৪ )  
 হইতে ডাঃ হুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়  
 ( ৩৬ খণ্ড ) প্রকাশিত ।

৯৪

তথা রাগ

বদন মিছাই মোছি মুখ-মণ্ডল  
 বোলত হুমধুর বাণি ।  
 বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আওসি  
 তুয়া লাগি বিকল পরাণি ।



নন্দন-করে ধরি বাণী ।  
কতহঁ যতন করি যশোমতি সুন্দরি  
মন্দিরে বৈসায়লি আনি ॥  
স্বাসিত তৈল সুশীতল জল দেই  
মাজল যতনহি অঙ্গ ।  
কুস্তল মাজি সাজি পুন বাস্কল  
চুড় শিখণ্ডক বদ্ধ<sup>১</sup> ॥  
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন  
যতনে পিঙ্কায়ল বাস ।  
বাসিত কুহুম হার উরে লবিত  
কি কহব গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১০২০, ব ১ (৪১)

সং ১০২, তর ২৮০৬

পাঠান্তর—সংকীৰ্ত্তনামৃতে “বেলি অবদানে” হইতে  
“মন্দিরে বৈসায়লি আনি” পর্য্যন্ত নাই। (১) চুড়হি  
কুহুম অঙ্গ—সং।

শঙ্কার্থ—হার উরে লবিত—বুকে হার ছলিতেছে।

### ৯ সায়াহ্ন-লীলা

৯৫

গৌরী

সাক্ষ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ-সুত<sup>১</sup>  
যশোমতি আনন্দ-চীত ।  
দীপ আলি<sup>২</sup> খালিপব ধরলহি আরতি  
করতহি গাওত গীত ॥  
বলকত ও মুখ-চন্দ ।  
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেচল  
হেরইতে রতি-পতি পড়লহি ধন্দ ।  
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ  
বাজাওত সখীগণ জয় জয়কার ।  
বরিষত কুহুম রমণীগণ<sup>৩</sup> হরষিত  
আনন্দে জগ-জন নগর বাজার ॥

ভামির অঙ্গ মনোহরি মুরতি<sup>৪</sup>  
বনি বনমাল আচ্ছাদি বিরাজ ।  
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে  
সংশয় জীবন যৌবনে পড়ু বাজ<sup>৫</sup> ॥

ক. বি. ১০২৪, ব ১ (৪২)

তর ২৮০৬, সং ১০৮

পাঠান্তর—সং (১) সন্ধ্যা সময় গৃহে আওল যতুপতি  
(২) প্রদীপ জ্বারি (৩) দেবগণ (৪) মনোহর স্বরচিত  
(৫) সংশয় যৌবনে পড়লহি বাজ ।

৯৬ W.V.

তথা বাগ

কতহঁ যতন করি বাই স্নানাগরি  
কয়লহি বহ উপহার ।  
কনক খারি ভরি চিনি কদলীসর  
চন্দন মনোহর মাল ।  
প্রিয় সহচরি-হাতে দেল ।  
তুরিতহি নন্দ মহলমাথা মীলল  
যশোমতি-আগে লই গেল ।  
বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল  
চিনি কদলী উপহার ।  
ধির সর নবমীত দধিকর শাকর  
বহবিধ রস-প্ৰকার ।  
ভোজন করায়ল বহ সুখ পাওল  
কপূর তাহুল দেল ।  
যো কিছু অবশেষ রহল খারিপব  
গোবিন্দদাস লই গেল ॥

তর ২৮০৬

শঙ্কার্থ—মহল—বিভাগ, যথা আন্দরমহল সদরমহল ।  
এই আরবি শব্দটী সনাতন গোস্থানী বৃহত্তাগবতামৃতে  
ব্যবহার করিয়াছেন ।



৯৭

তথা রাগ

যশোমতি যতনহি      সখি সঞে কহতহি  
তুরিতে পয়ান কর তাই ।  
হামারি সন্দেশ      কহবি সব গুরুজনে  
আনবি রসবতি রাই ॥  
বতন খারি ভরিপুর ।  
বিবিধ মিঠাই      খার দধি শাকর  
বহ উপহার মধুর ॥  
কপূর তাপুল      হার মনোহর  
বাসিত চন্দন-কটোর ।  
সহচরি খারি      চীর দেই বাঁপল  
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

ক. বি. ৩০১

তরু ২৭৬৭

৯৮

ধানশী

শিরপর খারি      যতন করি ধয়লহি  
রাইক মন্দিরে গেল ।  
যশমতি বচন      কহল সব গুরুজনে  
সো সব অহুমতি দেল ॥  
সুন্দরি সখি সঞে কয়ল পয়াণ ।  
বঙ্গ পট্টাঘরে      বাঁপল সব তহু  
কাজরে উজ্জর নয়ান ।  
দশনক জোতি      মোতি নহে সমতুল  
হসইতে থসে মণি জানি ।  
কাকন কিরণে      বরণ নহে সমতুল  
বচন কহয়ে পিকু-বাণি ॥  
করুণদতল থল-      কমলদলারূপ  
মঞ্জির ঝুহু কুহু বাজ ।

গোবিন্দদাস কহ      রমণি শিরোমণি

জীতল মনমথ রাজ ।

তরু ২৭৬৮

৯৯

তথা রাগ

রাধাবদন-চাঁদ হেরি ভুলল  
শ্রামর নয়ন-চকোর ।  
ছন্দ বন্ধ বিহু ধবলী ধাওত  
বাছুরি কোরে আগোর ॥  
শুনহি দোহত মুগধ মুরারি ।  
সুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি  
হেরি হসত ব্রজনারি ॥  
লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত  
পুন লেই ছান্দন ভোর ।  
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল  
গোবিন্দদাস হেরি ভোর ॥

স. প. (১) ৫১

তরু ২৭৬৯

ব্যাখ্যা—শ্রামের নয়নরূপ চকোর রাধার বদনরূপ চন্দ্র দেখিয়া মজিল। শ্রীকৃষ্ণ দুধ দোহাইতে বাইতেছেন, কিন্তু রাধাকে দেখিয়া এমনি সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন যে ধবলীকে ছান্দন দড়া দিয়া বাঁধেন নাই, সে পলায়ন করিয়াছে, অথচ তাহার বাছুরটিকে শ্রীকৃষ্ণ কোলে আগলাইয়া আছেন। মুক্ত মুরারি গাভীর বাট নাই তবুও খালি খালি অঙ্গুলি চালনা করিতেছেন, যেন দুধ দোহাইতেছেন। তাহা দেখিয়া ব্রজনারীরা হাসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। সলজ্জ হাশ্মে তাঁহার দৃষ্টি কুঞ্চিত হইল। তিনি পুনরায় ছান্দন দড়ি হাতে লইলেন। কিন্তু ধবলীভ্রমে বণ্ড ধবলের পায়ে উহা বাঁধিলেন। শ্রীরাধার রূপ তাঁহাকে এমন পাগল করিয়াছে। ইহা দেখিয়া গোবিন্দদাস বিভোর হইলেন।

১০০

তথা রাগ

হেবইতে বিনোদিনী ভুলল রে ।  
গোধন-দোহন তেজল রে ॥





চাঁদ চকোরে জুহু পায়ল রে ।  
রাই প্রেমভরে ভাসিল রে ।  
মুখি অবনিতলে পড়িল রে ।  
অরুণ লোচনে লোর ঢরকল রে ।  
করে পছ কোরে আগোরল রে ।  
অঙ্গে পুলক অতি পুরল রে ।  
ছুই মুখ সুন্দর শোহন রে ।  
গোবিন্দদাস-মনমোহন রে ॥

ব.৪, ক. বি. ৩০১, ১০৬৬

তরু ২৩৩, ১৪৪৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বিনোদিনীকে দেখিয়া তুলিলেন ।  
গাভী দোহন ছাড়িয়া দিলেন । চকোর ঘেন চাঁদ লাভ  
করিল । শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমভরে ভাসিলেন । প্রেমাবেগে  
মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন । অরুণ নয়নে অশ্রু  
ঝলমল করিতে লাগিল । প্রভু ( শ্রীকৃষ্ণ ) হাত দিয়া  
ধরিয়া তাঁহাকে আগলাইলেন ও ক্রোড়ে লইলেন ।  
তাঁহাতে দেহ পুলকে ভরিয়া গেল । উভয়েরই মুখ  
সুন্দর ও শোভন ; তাহা দেখিয়া গোবিন্দদাসের মন  
মোহিত হইল ।

১০১

সুহই

নিজ মন্দির তেজি চললি বরষাধিনী  
নন্দ-মহল গেহ যাই ।  
ঝলমল করত অঙ্গমণিভূষণ  
বদনকিরণ তাহ ছাই ।  
যশোমতি নিরখি আনন্দ ।  
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দয়ে  
মনমথে লাগল ধন্দ ।  
সুবাসিত অর ব্যঞ্জন অতি সুমধুর  
পাক করল তহি গোই ।  
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি  
লখই না পারই কোই ।  
চন্দন ঘোরি কুহুম তহি রাখল  
কপূর তাহুল মুখ-বাস ।

সুবাসিত বারি স্বাধি ভরি রাখল  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ব.১ (১৭), ক. বি. ৩০১, ১০৬৬

তরু ২৭৬২

শব্দার্থ—গোই—গোপন থাকিয়া, লুকাইয়া । লখই—  
লক্ষ্য করিতে ।

প্রদোষ-সীলা

৭১ ১০২ ~.v.

সিন্ধুড়া প্রাচীন

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর  
তহি সাজয়ে অহুপাম ।  
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পট্টাঘর  
লহিত মুকুতা-দাম ।  
শোভা বলি অপকূপ ।  
গোপ গোপাল সভাজন দ্বিজগণ  
বৈঠল ব্রজকে ভূপ ।  
কোই কোই গায়ত কোই বাজায়ত  
নাচত ধরতহি তাল ।  
কোই চামর লই বীজন করতহি  
উজর দীপ রসাল ।  
কনক সম্পূটপর কপূর তাহুল  
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ ।  
গোবিন্দদাস ভণ অপকূপ মোহন  
তহি উপনীত রসরাজ ॥

ব.১ (৪০), ক. বি. ১০২৭

তরু ২৩৩৩

মন্তব্য—নন্দমহারাজের সভার বর্ণনা । বোধ হয়  
সামিগ্রানা টাঙ্গাইয়া সভা বসিত ।

১০৩

সুহই

অপকূপ মোহন শ্যাম ।  
কিশোর বয়স অহুপাম ॥



সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই ।  
সকল সভাজন চীত চোরাই ॥  
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ ।  
চাঁদবদনে কত মধুরিম হাস ॥  
নয়ন যুগল নীল কমল সমান ।  
হেরইতে যুবতিক অখির পরাণ ॥  
তিলক বিরাজিত ভাঙ-বিভঙ্গ ।  
ফুলধর করে লেই মুরছে অনঙ্গ ॥  
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস ।  
এক মুখে কি কহিব গোবিন্দদাস ॥

ব ১ (৪৪), ক. বি. ১০৯৮  
একাল পদের চুয়াশিশ পদ

তরু ২৩২৫

শব্দার্থ—অখির পরাণ—প্রাণ অখির হয় ।

ওগুত ভ্রমরা ভ্রমরি উত্তরোল ।  
মধু-লোভে মাতল আনন্দে ভোল ॥  
তাহি গমন কর বিদগধ-রাজ ।  
রণবন কিরি নি নুপুর বাজ ॥  
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জে ।  
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে ॥  
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ ।  
অবহ না স্থলরি কয়ল পরাণ ॥  
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ ।  
চৌদিশে হেরত গোবিন্দদাস ॥

ব ২ একাল পদের ৪৬  
নাথক পদ

তরু ২৮১১

পাঠান্তর—ব—(১) কাননে কুহুম সব পরকাশ  
(২) বিভোর (৩) চৌদিশে হেরতহি ।

১ নৈশ লীলা

১০৪

ভূপাণী

নিজ গৃহে শয়ন ক'ল যদুয়ায় ।  
সবজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায় ॥  
মন্দরাজ তব ভোজন কেল ।  
নিজ নিজ মন্দিরে সন্তে চলি গেল ॥  
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল ।  
চরাচর সব ঘো বাহা গেল ॥  
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ ।  
গোবিন্দদাস পছ শুনি উনমাদ ॥

ব ১ (১২) একাল পদের  
শততামিশ পদ  
ক. বি. ১০৬০

তরু ২৮১০

১০৫

তথা রাগ

কানন কুঞ্জে কুহুম পরকাশ ।  
শারি-শুক-পিকু-মধুরিম ভাব ॥

১০৬

হুঁক দরশনে উপজল প্রেম ।  
মরকত বৈছন কাকন (?) হেম ॥  
কনক লতাবলী তরুণ তমাল ।  
নবজলধর বৈছে বিজুরি রসাল ॥  
কমল মধু বৈছে পাওল ভুঙ্গ ।  
হুঁ তহু প্রবল মদন তরঙ্গ ॥  
হুঁক অধরামৃত হুঁ কর পান ।  
গোবিন্দদাস কহে হুঁ সে হুজান ॥

ব—২ (১২২) একাল পদের ত্রয়োদশ পদ

১০৭

মটরাগ

ভ্রামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম  
ললিত-ত্রিভঙ্গিম-ধারী ।  
ভাঙ-বিভঙ্গিম বঙ্গিম চাহনি  
বঙ্গিম ভঙ্গি নেহারি ॥



রসবতি সঙ্গে রসিকবর যায় ।  
অপরূপ রাস-বিলাস কলাবসে  
কত মনমথ মুরছায় ।  
কুহুমিত কেলি- কদম্ব-কদম্বক  
হরচিত শীতল ছায় ।  
বাকুলিবন্ধু মধুর অধরে ধরি  
মোহন মূলি বাজায় ।  
কামিনি-কোটি- নয়ন-নিল-উতপল-  
পরিপূজিত মুখ-চন্দ ।  
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ  
জগ-মানস-শশ-কন্দ ।

সা. প. (১) — ৩১,  
ক. বি. ২৬০২, ২২৫৩

তর ২৭১২

শব্দার্থ—অনন্দ তরঙ্গিম—কাম যেন তরঙ্গিত  
হইতেছে। ভাঙ—ভ্র। বিভঙ্গিম—ভঙ্গি। কেলিকদম্ব-  
কদম্বক—কেলিকদম্ব-সমূহ। বাকুলিবন্ধু—বাকুলির বন্ধু  
(সদৃশ) অধর (উভয়ই লাল)। কামিনি-কোটি-নয়ন-  
নিল-উতপল-পরিপূজিত মুখ-চন্দ—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র যেন  
কোটি কামিনীর নয়নরূপ নীল পদ্মের দ্বারা পূজিত  
হইয়াছে। জগ-মানস-শশ-কন্দ—জগতের মনরূপ শশক  
ধরিবার ফাঁদ।

১০৮

কদার

সখিগণ মেলি করত কত রঙ্গ ।  
কত রস গাওত নয়নক ভঙ্গ ।  
কোই কোই নাচত কোই ধরু তাল ।  
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল ।  
নাগর নাগরি ছুঁ ভেল ভোর ।  
হরপি হরপি সখিগণ কর কোর ।  
বাটল প্রেম সবহঁ সখি জানি ।  
কুহুম-শেজ বিছায়ল আনি ।

নাগরি নাগর বৈঠল তার ।  
সখিগণ আনি ছলে আনি ধলে যায় ।  
নিতি নিতি এইছন রস পরকাশ ।  
চরণ সেবন কর গোবিন্দদাস ।

ব ১—৪৮, একত্র পদের আটচরিত পদ। তর ২৮২২

শব্দার্থ—নয়নক ভঙ্গ—কটাক্ষক্ষেপ। হরপি হরপি—  
হর্ষে হর্ষে।

১০৯

গাছার

রাধামাধব দুহঁ তহু মীলল  
উপজল আনন্দ-কন্দ ।  
কনক লতায় তমাল জহু বেটল,  
রাহ গরাসল চন্দ ।  
যেছন কমলে ভ্রমরা বহ মাতি ।  
জলদে বেটল জহু তড়িত লতারলি  
রতি-পতি বিদরয়ে ছাতি ।  
নীলমণি রতন কাকনে জহু বেটল  
ঝামর ভেল মুখ-জোতি ।  
শ্রম-ভরে ধেন বিন্দু বিন্দু চোয়ত  
যেছন জলদে বিধারল মোতি ।  
নারি পুরুষ দুহঁ লখই না পারিয়ে  
অপরূপ ছুঁ-জন-রঙ্গ ।  
গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি এইছন  
উপজয় রস-পরসঙ্গ ।

ক. বি ১১০৪

কী ২১৪ একত্র পদের উনপঞ্চাশ পদ।

তর ২৮৩১

সা ২৩৪

পাঠান্তর—সং (১) তহু (২) আনি আনি ছন্দ (৩)  
তমাল বেটল যেন (৪) রাহ ধয়ল কিএ চন্দ (৫) 'যেছন'  
নাই (৬) জলদ কোরে কিএ (৭) নীলরতন-জড়িত কিএ  
কাকন (৮) আনন্দ উপজয়ে (৯) কত কত রস  
পরসঙ্গ।



শকাখ—কনক লতায়ে তমাল জল বেচল—শ্রীকৃষ্ণরূপ  
তমাল বৃক্ষকে যেন শ্রীরাধারূপ স্বর্ণলতা ঘেরিয়াছে।  
চোয়ত—চুয়াইতেছে।

১১০

ললিত

আনন্দ-নীর                      যতনে হরি বারত  
অলক তিলক নিরমাই।  
কুঞ্চিত লোচনে              হরিমুখ হেরাইতে  
ধরহরি কাপয়ে রাই।  
দেখ সখি<sup>১</sup> রাধা-মাধব-নেহ।  
নাগরি বেশ                      বনাওত নাগর  
ভাবে অবশ ছুই<sup>২</sup> দেহ।  
কোরহি বাতি                      পুনহ হরি সাজত  
পীন পয়োধর জোর।  
ঘামল কর-পদজ              জলে ধোয়ল  
মুগমদ-চীত<sup>৩</sup> উজোর।  
মরমক বোল                      কহত ছুই<sup>৪</sup> আকুল  
য়োধল গদগদ ভাষ।  
অধর বিলোকনে              ইদ্রিতে কি কহল  
না বুঝল গোবিন্দদাস।

সা. প. (১) ২৭২, ক. বি. ১০৪১      স. ৪৭৩, তরু ২৭০২, সা. ২৪৪,  
কী. ১২৬

পাঠান্তর—সং (১) বারই (২) দেখ দেখ (৩) -চিত্র।

ব্যাখ্যা—কেলিবিলাসের পরে শ্রীরাধাকে বিদায়  
দিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজের আনন্দাশ্র সংবরণ করিয়া  
অলকাতিলক নিৰ্মাণ করিলেন। শ্রীরাধা চক্ষু কুঞ্চিত  
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিতে দেখিতে ধরহরি কাপিতে  
লাগিলেন। সখি দেখ রাধামাধবের অপূর্ণ প্রেম। নাগর  
নাগরীর বেশ বানাইলেন; ছুইজনেরই দেহ ভাবে অবশ  
হইল। কোলে দৃঢ় করিয়া বাধিয়া (বাতি) পুনরায়  
হরি পীনপয়োধর যুগল সাজাইতে লাগিলেন। ভাবের  
আবেগে তাঁহার করকমল ঘম্মাক্ত হইল এবং সেই জলে

মুগমদের দ্বারা অঙ্কিত উজ্জল চিত্র দুইয়া গেল। মর্মে  
কথা দুইজন পরস্পরকে বলিতে বলিতে আবুল হইলেন;  
তাঁহাদের গদগদ বাণী কষ্ট হইল। অধরপানে চাহিয়া  
উভয়ে ইদ্রিতে কি বলিলেন তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে  
পারিলেন না।

১১১

ভূপালী

আকুল কুটিল অলককুল সমরী।  
সীথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী।  
তহি<sup>১</sup> সমরেহ<sup>২</sup> মিন্দুরক বিন্দু।  
কুন্তুমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু।  
এ হরি রতি-রস অবশ রসাল।  
বিঘটিত বেশ বনাই পুনবার।  
কাজরে উজোরহ চলাচল-ভ্রমরী।  
শ্রুতি-অবতংসহ কিশলয় চমরী।  
পীন-পয়োধরে থির কর আপি।  
মুগমদে রজহ নথ-পদ ছাপি<sup>৩</sup>।  
বিগলিত কদু-বলয়গণ মোর।  
সীথে<sup>৪</sup> পীড়ায়হ নুপুর জোর।  
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।  
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক।

রসমঞ্জরী—পৃ. ৪২, ক. বি. ১০৪২,      স. ২০১১, স. ৪৫৭, তরু ২৭০৪,  
সা. প. (১) ২৭৩      কী. ১২৪

পাঠান্তর—সং (১) নপুরেহ (২) আপি (৩) চরণ।

ব্যাখ্যা—বর্তমান ও পরের পদে স্বাধীনভর্তৃকার বর্ণনা  
করা হইয়াছে।

সদা কাস্ত করে যার আদেশ পালন।

স্বাধীনভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ।

—রসমঞ্জরী

শ্রীরাধা স্বাধীনভর্তৃকা হইয়া বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ!  
আমার আকুল ও কুঞ্চিত কেশপাশ সামলাইয়া ফের  
কবরী বাধিয়া দাও আর সীথিও ঠিক করিয়া দাও।



বেথা সমান করিয়া সিন্দূরের বিন্দু দাও। আমার  
মুখচন্দ্র কুঙ্কুম দিয়া মাজিয়া সাজাও। হে কৃষ্ণ, রত্নিরসে  
আমি অবশ ও অলস হইয়াছি, তুমি আমার বিশৃঙ্খল বেশ  
পুনরায় ঠিক করিয়া দাও। আমার লোচনরূপ ভ্রমরী  
কাজল দিয়া উজ্জল করিয়া দাও। আমার কানের গহনা  
কিশলয় ও চমরী দ্বারা শোভিত কর; পীনপয়োধরে স্থির  
কর অর্পণ করিয়া (চপল হইয়া কবের অস্থিরতা ঘটাইও  
না) মুগমদের দ্বারা এমন করিয়া রঞ্জন কর যেন নখচিহ্ন  
লুকাইয়া থাকে। আমার শঙ্খবলয় খসিয়া পড়িয়াছে;  
তাহা এবং নূপুরজোড়া সোজা করিয়া পরাও। আলতার  
দাগ মুছিয়া গিয়াছে, ফের পায়ে উহা আঁকিয়া দাও।  
গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষ উহা দেখিতে পাইতেছেন।

গীতাবলীর

“পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গোরে।

মুগমদবিন্দুভিরপয় শোরে।”

ইত্যাদি পদের ভাব লইয়া লেখা।

১১২

ভূপালী

এ ধনি এ ধনি কর অবধান।  
কহ পুন কি করব অহুচর কান।  
পহিলিহি তোহারি বচন-পরমাণে°।  
কিশলয়ে সাজলোঁ মদন-শয়ানে°।  
চন্দ্রক-পবন সঘন তহু দেল।  
যতিথণে° শ্রম-জল সব দূরে গেল।  
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সধরী।  
বকুল-মাল সঞ্চে বাফলোঁ কবরী°।  
অগ্ননে রঞ্জিলোঁ এ দুহ° নয়না।  
তাপুলে পুরলো পঙ্কজ-বয়না।  
মুগমদে লিখইতে উচ কুচ-জোর।  
কাপে চপল কর-পল্লব° মোর।

ইথে যদি রোখবি কাকন-গোরি।

গোবিন্দদাস গুণ গাবউ তোরি।

ক ২-১১৩, ল ৪৭৭ পুঃ

তরু ২৭৫৮, কী ১২৫

পাঠান্তর—ক (১) বচন পরমাণ (২) মদন শয়ান  
(৩) অতিথণে (৪) কর-পঙ্কজ

ক্ষণদায় ক্রিয়াপদগুলি সাজহু, রঞ্জিহু ইত্যাদিরূপে ও  
তরুতে সাজলু°, রঞ্জিলু° রূপে আছে। পদামৃতসমুদ্রের পাঠ  
মূলে গৃহীত হইল।

ব্যাখ্যা—রতি-সন্তোগের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—  
অন্দরি শোন শোন, ইহার পর আর তোমার সেবক  
কানাই কি করিবে বল। প্রথমেই তোমার কথা অহুসারে  
(বচনপরমাণে) কিশলয় দ্বারা মদনশয্যা সাজাইলাম।  
ময়ূরের পাখা দিয়া (চন্দ্রক-পবন) তোমার দেহে জোরে  
জোরে বাতাস করিলাম, তোমার শ্রমজল বিদূরিত হইল।  
তোমার বিগলিত কেশপাশ যত্ন করিয়া সধরণ কারিয়া  
বকুলফুলের মালা দিয়া কবরী বাদিলাম। অগ্নন দিয়া  
দুই নয়ন রঞ্জিত করিয়া দিলাম। হে কমল-বদনি, তোমার  
মুখে পান দিলাম। তোমার হৃদয় কুচযুগলে মুগমদ  
লেপিবার সময় যদি আমার করপল্লব চপল হইয়া কাপিয়া  
থাকে তবে হে স্বর্ণবর্ণী গৌরি রাগ করিও না। রাগিলে  
কিন্তু গোবিন্দদাস তোমার গুণ গাহিবে।

১১৩

তথা রাগ

রতি রস-অবশ° অলস° অতি পুণ্ডিত  
শূতলি° নিভৃত-নিকুণ্ডে।  
মধু-লোভে ভ্রমর° ভ্রমরিগণ° স্বতরত°  
বিকশিত ফল-ফুল পুণ্ডে।  
বিনোদিনী° মাধব-কোব।  
তমালে বেড়ল জহু° কনক-লতাবলি°  
দুহ° রূপ আতি উজোর।





ভুজে ভুজে ছন্দ- বন্ধ করি হৃন্দরি  
শ্রামর কোরে ঘুমায়ে ।

রতি-রসে আলিস<sup>১</sup> ছহঁ তহু ঢর ঢর  
প্রিয়-সখি চামর ঢুলায়ে ॥

স্ববাসিত বারি<sup>২</sup> কারি ভরি রাখত<sup>৩</sup>  
মন্দিরে<sup>৪</sup> ছহঁ জন পাশ ।

মন্দির নীকটে পদ-তলে স্ততলি<sup>৫</sup>  
অহুচরি<sup>৬</sup> গোবিন্দদাস ॥

সাঁ. প. ১৮২-৪১ সংখ্যক পদ

তরু ২৭৪৫, সং ১৬৭

ব ১—৪১, ক. বি. ১১০৬

একত্র পদের শেষ পদ

পাঠান্তর—সং (১) অলসে (২) অবশ (৩) শূতল  
(৪) মুহু (৫) রাখা (৬) তরুণ তমালে যৈছে (৭) অবশ  
(৮) নীর (৯) কারি ভরি সহচরি (১০) রাখল (১১) শূতল  
প্রিয়সখি (১২) সহচরি ।

## চিত্রগীত

১১৪

অবনত আনন আচরে গোই ।  
আকুল অমল কমল ঘোই ॥  
আনন্দক অধিক আপনা খোই ।  
অনিমিত্ত নয়ন অনবরত গোই ॥  
অঘরিপু অহু অহুবাগিনি নারি ।  
অবহু অপেখ অবধি তোহারি ॥  
অহুপম অভরণ অঙ্গে নাহি ধরই ।  
অলকত অগ্নন অস্তর জরই ॥  
অকপট আলিঙ্গন খোরি ।  
অবনিক অঙ্গে অনঙ্গ রুগোরি ॥  
অহহ অতি অবনাসিতা গাত ।  
অমরবয়নি লে অনত উদ্ভিগাত ॥

অহুজ অমধু অনল জহু মানই ।  
গোবিন্দদাস এ হেন রস ভনই ॥

ব ১ (১০৪)

সাঁ. প. (১) ১১৭ পদ

শব্দার্থ—গোই—গোপন করিয়া । ঘোই—যেমন ।  
খোই—নিজেকে খোয়াইয়া । বোই—কাদিতেছে ।  
জরই—জ্বালা ধরায় । অনত—অগ্রত ।

ব্যাখ্যা—গোপীরা আঁচলে আকুল অমলকমলতুল্য মুখ  
লুকাইয়া রাখিয়াছেন । অবিরত কাদিয়া কাদিয়া অন্ধেরও  
অধিক হইয়াছেন । তাঁহারা অঘরিপু প্রতি অহুবাগিনী  
হইয়া এখনও দেখিতেছেন যে তুমি কতদূর ঔদাসীন্দের  
অভিনয় করিতে পার । তাঁহাদের কত অহুপম অলঙ্কার  
আছে, কিন্তু কিছুই পরেন না । এমন কি আলতা ও  
অগ্নন ব্যবহার করা দূরে থাকুক, উহা দেখিলেই তাঁহাদের  
অস্তর জ্বালা করে । তাঁহারা অনঙ্গজালায় মাটিতে  
লুটাইতেছেন, তোমার একটু আলিঙ্গন চাহিতেছেন ।  
আহা, তাঁহাদের দেহ অতি অবনমিত হইয়াছে । সেই  
হৃদয়হৃন্দরীরা যেন অগ্রত চলিয়া যাইবেন অর্থাৎ পরলোকে  
গমন করিবেন মনে হয় । তাঁহাদের মুখকমলে যেন একটুও  
মধু নাই—আগুনের মত মনে হইতেছে । গোবিন্দদাস এই  
রস প্রকাশ করিতেছেন ।

এই পদটি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের ও সাহিত্য-  
পরিষদের পুথিতে “শব্দচন্দ পবন মন্দ” এবং  
“বিপিনে মিলল গোপনারি” ইত্যাদি স্থপ্রসিদ্ধ রাসের  
পদের পরই আছে । উভয় পুথিতেই পদটির আরম্ভ

পুনর্ন কহত গোকুলচন্দ ।

বিহসি বিহসি মধুর মন্দ ॥

কাহে বন্দব হৃন্দরিবন্দ

বহত নাহি রাতিয়া ॥

অর্থাৎ “বিপিনে মিলল গোপনারি” ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণ  
বলিয়াছেন যে, “এখানে অস্ত্র কেহ নাই স্বচ্ছন্দে তোমাদের  
মনের কথা বলিতে পার ।” তাহার পরই “গোকুলচন্দ্র  
একটু মুহুমন্দ হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন—হে হৃন্দরিগণ !  
বল না গো, কেমন করিয়া তোমাদিগকে বন্দনা



করিব অর্থাৎ খুশি করিব। রাত যে শেষ হইয়া যাইতেছে।”

১১০

শ্রীরাগ

কামিনি কাহ্নু কহল কত মোয়।

কোমল কেলি- কুতূহলে কমলিনি

কোনে কঠিন করু তোয় ॥

কালিন্দি-কুল কদম্বক কানন

কুমমিত কুঞ্জ-কুটার।

কাম-কলহকারি কপটে কলাবতি

কাহ্নু করহ অগীর ॥

করষিতে কান্ত কবরি কুচ-কঙ্ক

করসি শয়ন কর বারি।

কুটিল কটাখ- কুসুম-শরে কোপিনি

কিয়ে কিয়ে না কর হামারি ॥

করইতে কোরে কাপি করু কাকলি

কোকিল-কুজিত-ভাষে।

কালি কুজবনে কৈ তবে কি কহল

কহত না গোবিন্দদাসে ॥

কুটিল কটাখরূপ কুসুমশরে আমার কি কি না ঘটাইতেছ। তোমাকে (শ্রীকৃষ্ণ) যখন কোলে করিতে যান, তখন তুমি কাপিয়া কোকিলকুজনের জায় শব্দ করিলে। এ সম্বন্ধে গতকাল কুজবনে তোমাকে ছল করিয়া কে কি বলিল তাহা গোবিন্দদাসকে বল না কেন? (বলিলে তিনি মনে শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।)

১১৬

সারঙ্গ

কুন্দন-কনক-কলিত কর-করণ

কালিন্দি-কুল-বিহারি।

কুঞ্চিত-কচ কেশব-কুসুমাকুল

কুল-কামিনি-কর-ধারি ॥

জয় জয় জগ-জীবন যত্ন-বীর।

জলধর জিতিয়া জোতি যত্ন মোহিত

যুবতিক-যুথ অগীর ॥

পদুমিনি-পানি পরশে পুলকায়িত

পরিজন-প্রেম পসারি।

পহিরণ পীত পতনি পতিতাকল

পদ-পঙ্কজ পরচারি ॥

রমণী-রমন রতন-রুচিরানন

রঞ্জিত-রতি রস-বাস।

রসনা-রোচন

রসিক-রসায়ন

রচয়তি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১৪৪

ক. বি. ১৩৮৭

তরু ২৭৪

শঙ্কার্থ—কেলি-কুতূহলে—কেলিকৌতুকে অর্থাৎ মজা দেখিবার জন্ত। কোনে—কোন একজনে। করষিতে—আকর্ষণ করিবার জন্ত।

ব্যাখ্যা—হে কামিনি, কাহ্নু আমাকে কত বলিলেন—তুমি কোমলস্বভাবা কমলিনী; মজা দেখিবার জন্ত কে (মিছা কথা লাগাইয়া) তোমাকে কঠিন বা কঠোর-ভাবাপন্ন করিল? কালিন্দীর কুলে কদম্ববনে কুমমিত কুঞ্জকুটারে কলাবতী কপটে কামকলহ করিয়া কানাইকে অস্থির করিয়াছে। কান্তকে যেন নিজের কাছে আরও আকৃষ্ট করিবার জন্ত কবরি ও কুচের কাঁচলি হাত দিয়া ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছে। হে কোপিনি! তোমার

সা. প. (১)—১৮

ক. বি. ২২৪৫

তরু ২৪২৮

কীঃ

পাঠান্তর—কী (১) কুসুমাকুল (২) বিহারি জয় মোহিত (৩) নিপতিতাকল (৪) তরুণ (৫) রচয়তি।

শঙ্কার্থ—কুন্দন—উজ্জল। কনক—স্বর্ণ। কলিত—নির্মিত। কচ—কেশ। কেশব—বকুল ও নাগেশ্বর। পতনি—উত্তরীয়। রুচির—হৃন্দর। রসায়ন—আনন্দকর। রসনা—জিহ্বা। রোচন—রুচিকর।



ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দানোচিত রূপের বর্ণনা।

শ্রীকৃষ্ণের হাতের কঙ্কণ উজ্জল স্বর্ণের দ্বারা নিশ্চিত। তিনি যমুনার কূলে বিহার করেন এবং তাঁহার চাঁচর কেশে বকুলফুলের মালা। তিনি কুলবতীদের হাত ধরিয়া থাকেন। জগতের জীবনধরূপ যজুর্বিদের জয় হউক। মেঘজয়ী তাঁহার দেহের জ্যোতি দেখিয়া যুবতীকুল অস্থির হয়। তিনি পরিজনের প্রতি প্রেম বিস্তার করেন এবং তাঁহার দেহ পদ্মিনী রমণীর করস্পর্শে পুলকায়িত হয়। তাঁহার পরিধানে পীত উত্তরীয়, উহার অঞ্চল তাঁহার পদপঙ্কজের উপর লুটাইতেছে। রমণীদের নিকট মনোহর রত্নতুল্য তাঁহার স্বন্দর মুখ অম্বরাণে রঞ্জিত ও রমের বাসস্থলরূপ। রসিকদের নিকট প্রীতিকর ও জিহ্বার কচিকর এই গীত গোবিন্দদাস রচনা করিতেছেন।

১১৭

মাঘুর

কুবলয়-কন্দল-কুহুম কলেবর

কালিম-কাণ্ডি-কলোল।

কোমল-কেলি-কদম্ব-করস্থিত

কুণ্ডল-কাস্ত-কপোল।

জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ।

কালিয়-কেশি-কংস-করি-কর্ষণ

কেশব কুঞ্চিত-কেশ।

কুল-বনিতা-কুচ'-কুহুমাক্তিত

কুহুমিত-কুন্তল-বদ্ধ।

কালিন্দী-কমল-কলিত-কর কিশলয়

কৌতুক-কন্দল-কন্দ।

কমলা-কেলি কল্প-তরু কামদ

কামিনি-কোটি-করীন্দ্র।

কৃপণ-কৃপা-কর কলি-কলুষংকষ

কহ কবি দাস গোবিন্দ।

পাঠান্তর—কী (১) কুবলয় কুহুম কলেবর (২)

কামিনীকুচ (৩) বৃন্দ।

শঙ্কার্থ—কুবলয়—নীলপদ্ম। কন্দল—একপ্রকার

নীল রংয়ের ফুল। কালিম—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কলোল—কল্লোল,

তরঙ্গ। করস্থিত—সম্মিলিত। কন্দ—আকর, মূল।

কৌতুক-কন্দল-কন্দ—মজা করিয়া ঝগড়া লাগাইবার

মূল। কলি-কলুষংকষ—কলিযুগের পাপ যে নাশ করে।

বাধামোহন ঠাকুর 'কলিকলুষংকষ'-এর অর্থ লিখিয়াছেন

'কলিকলুষং নাশয়'।

ব্যাখ্যা—নীল রংয়ের পদ্ম ও কন্দল ফুলের মত বাহার

দেহে কৃষ্ণকান্তির তরঙ্গ, যিনি কোমল কেলিকদম্বের কাছে

দাঁড়াইয়া থাকেন, বাহার কুণ্ডল আসিয়া প্রিয় গওদেশে পড়ে

তেমনি কমলাপতি কৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক।

তাঁহার কুঞ্চিত কেশ এবং তিনি কালিয় সর্প, কেশিদৈত্য,

কংসরাজা ও তাঁহার হস্তীকে কর্ষণ করেন। তাঁহার

কুন্তলরাজি কুলকামিনীদের কুচের কুহুমের দ্বারা রঞ্জিত

ও কুহুমযুক্ত। তাঁহার করপল্লবে যমুনার ফোটা পদ্মফুল।

তিনি মজা করিয়া ঝগড়া লাগাইবার মূল। তিনি লক্ষ্মীর

রমণ এবং কল্পতরুর মতন সকলের অভীষ্টপূরণকারী।

কোটিকামিনীর নিকট তিনি যুথপতি করীন্দ্রের দ্বায়।

কৃপার জনের প্রতি তুমি কৃপা কর; কলিযুগের পাপ নাশ

কর। ইহাই কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

১১৮

সিদ্ধুড়া

কাঁচা কাকন-কাতি

কমল-মুখি

কুহুমিত কানন জোই।

কুহুম-কুটীরে

কলাবতি কাতর

কান্ধ কান্ধ করি রোই।

কি কহব কিতব

কতয়ে কুল-কামিনি

কঠিম কুহুম-শর সহই।

করহি কপোল

কণ্ঠ করি কুঞ্চিত

কালিন্দী-কুলমে রহই।



কর-কেয়র                      কটি-কিঙ্কণিকরণ  
কাটল কঠকি মালা ।  
কো জানে কুচ-তটে              কোন কামায়ল  
কাঁজরে কালিম হারা ।  
কেবল কাস্ত-কথা              কহি কানয়ে  
কাম-কলহিনি গোরি ।  
কিকিত কাল                      কলপ করি মানয়ে  
গোবিন্দদাস পহঁ ছোড়ি ॥

স। প. (১)—২১  
স। প. ১২০—১  
ক. বি. ২৪০২

স ৩০৫  
তর ১৮৮৩

শব্দার্থ—জোই—চাহিয়া থাকে । কিতব—ছল, শঠ ।  
কাটল—টানিয়া হটাইল । কামায়ল—নির্মাণ করিল ।  
কাঁজরে—কজল দ্বারা ।

ব্যাখ্যা—কমলমুখী রাই, যাহার অঙ্গের কাস্তি  
কাঁচা সোনার মতন, কুসুমিত কাননের পানে চাহিয়া  
থাকে ; কলাবতী কুঙ্কুটীরে বসিয়া কাতরভাবে কাহ্ন  
কাহ্ন করিয়া কাদিতেছে । কি বলিব হে শঠ, সেই  
কুলকামিনী আর কত মদনের কঠিন কুসুমশর সহ্য  
করিবে ? সে গালে হাত দিয়া গলা নামাইয়া যমুনার  
তীরে রহিয়াছে । হাতের কেয়র ও কঙ্কণ, কটিদেশের  
কিঙ্কণী ও গলার হার টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে । কে  
জানে তাহার কুচতটে কাঁজল দিয়া কে যেন কালো হার  
আঁকিয়া দিয়াছে ( কাঁজল-পরা চোখের জল বুকে পড়ায়  
ঐরূপ মনে হইতেছে ) । সেই কাম-কলহিনি গোরী কেবল-  
মাত্র দয়িতের কথা বলিয়া কাদে । সে গোবিন্দদাসের প্রভুর  
সহিত ক্ষণকালের বিরহও কল্পয়ুগ বলিয়া মনে করে ।

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে ( ২৪১১৩৬ ) চিন্তাদশার লক্ষণে  
বলা হইয়াছে যে, ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, অধোমুখে থাকা,  
মাটিতে লেখা, বৈবর্ণ্য, অনিদ্রা, বিলাপ, উত্তাপ, ক্রশতা,  
বাপ্প, দৈহ্য প্রভৃতি হয় ।

উজ্জলনীলমণিতে ব্যতিচারিভাবপ্রকরণে চিন্তাদশার  
সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে, ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের  
প্রাপ্তিই চিন্তাদশার কারণ ।

(১১৯)  
কুটিল কুস্থল                      কুসুম-কাচনি  
কাস্তি কুবলয়-ভাস ।  
কুকিতাধর                      কুমুদ-কৌমুদি  
কুন্দ-কৈরব-হাস ।  
কাহ্ন কালিন্দী                      কুল কাননে  
কুঞ্জে কুঞ্জর-রাজ ।  
কামিনী-কুচ-                      কুসুমাক্ত  
কাম-কোটি বিরাজ ।  
কনক-কিঙ্কণি                      কঙ্কণাদদ  
কুণ্ডলাকিত অংস ।  
কোক-কোকিল<sup>১</sup>                      কণ-কুণ্ডক  
কাকলী-কৃত-বংশ ।  
কেশরী কটি                      কদু-কণ্ডক<sup>২</sup>  
কণ-কেশর-দাম ।

( কলি ) কাল-কালিয় কবলকম্পিত  
দাস গোবিন্দ নাম ॥

স। প. (১)—৪৫  
ক. বি. ৩৪১  
গো. ২৫  
রা. ২৫

তর ২৪০২  
কী ৩৪  
স ৪০৪

পাঠান্তর—(১) কোরক ( কী ) (২) কেলিকোকিল  
( স ) (৩) কঙ্কর ( স ) কুণ্ডক ( কী ) ।

শব্দার্থ—কুসুম-কাচনি—ফুলের সজ্জা । কুবলয়-  
ভাস—নীলোৎপলের দীপ্তি । কৈরব—শালুক ফুল ।  
কুঞ্জররাজ—গজরাজ । অংস—স্বঙ্গ । কোক—চক্রবাক ।  
বংশ—বাশী । কদু—পদ্ম ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের চাঁচর কেশে কুসুমের সজ্জা ; তাহার  
অঙ্গকাস্তিতে নীলোৎপলের দীপ্তি । তাহার কুকিত অধরে  
হাসি দেখিয়া মনে হয় যে, চাঁদের জ্যোৎস্না অথবা কুন্দ  
ও কৈরব ফুল ফুটিয়াছে । কানাই যমুনার তীরবর্তী  
কাননের কুঞ্জে গজরাজস্বরূপ । রমণীদেব কুচকুসুমে  
তাঁহার দেহ রঞ্জিত ; সেই দেহে যেন কোটি কাম বিরাজ  
করিতেছে । তাঁহার পায়ে সোনার কিঙ্কণী, কঙ্কণ হস্তে  
ও স্বঙ্গদেশে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে ( কুণ্ডল কর্ণে থাকে,



কিন্তু লক্ষ্য বলিয়া উহা যেন প্রায় কাঁধের কাছে আসিয়াছে)। তাঁহার মুরলীর কাকলী চক্রবাক ও কোকিলের কণ্ঠকে সঙ্কুচিত (পরাজিত) করে। কটিদেশ তাঁহার সিংহের মতন, কণ্ঠ শঙ্খের মতন এবং পনের কেশরসমূহে যেন দেহ সুশোভিত। কলিকালরূপ কালিদ-সর্পের কবলে পড়িয়া কম্পিত হইতেছেন গোবিন্দদাস নামে কবি।

১২০

মঙ্গলগুণরী রাগ

গিতিতলে সূতলি বালা ।  
খণ্ডিত মোতিম মালা ।  
খসল কবরি কেশপাশ ।  
খরতর বিরহ হতাশ ।  
খন্ডন নয়নি ধনি রাই ।  
কীয়ত তুরা পথ চাই ।  
খল সঞ্চে পিরিতিক সাধে ।  
খোয়ল কুল মরিয়াদে ।  
খেনে খেনে তুরা গুণ গায়ে<sup>১</sup> ।  
খপুর কপুর নাহি ভায়ে<sup>২</sup> ।  
খলয় বলয় দুহু হাথ<sup>৩</sup> ।  
খেদ সহই না জাত<sup>৪</sup> ।  
খিন তহু তনিক নিশাস ।  
খোজত গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১২,

স ৩০৮

সা. প. ১২০—২

ব ১ (৪২)

পাঠান্তর—ব পুথি (১) খেনে খেনে তুরা গুণ গায়  
(২) খপুর কপুর নাহি ধায় (৩) হাতে (৪) জাতে ।

শব্দার্থ—খণ্ডিত—ছিন্ন । খরতর—প্রবলতর ।

কীয়ত—কীণা হইতেছে । খোয়ল—খোয়াইল । খপুর—  
সুপারি । খলয়—খলিত হয় । তনিক—অল্প ।

ব্যাখ্যা—বিরহিলী বালা মাটিতে শুইয়া আছে, দেখিয়া

মনে হয় যেন একটা ছিন্ন মতির মালা । তাঁহার কবরীর  
কেশপাশ খুলিয়া গিয়াছে ; ঘোরতর বিরহ-অগ্নিতে সে  
সম্বপ্তা হইতেছে । সেই খন্ডনয়নী রাধা তোমার পথের  
প্রতীক্ষা করিতে করিতে কীণা হইতেছে । তোমার মতন  
খলের সঙ্গে প্রেম করিবার জন্ম সে কুলমর্যাদা হারাইল ।  
সে থাকিয়া থাকিয়া তোমার গুণ গায় । কর্পূর সুপারি  
প্রভৃতিতে তাহার কচি নাই । তাহার দুই হাতের  
বালা খুলিয়া পড়িতেছে ; সে আর খেদ সহ্য করিতে  
পারিতেছে না । তাহার তহু এমনি কীণ হইয়া গিয়াছে  
যে, অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহা গোবিন্দদাস  
অহুসঙ্কান করিতেছেন ।

১২১

মল্লার

গোঠে গোচর গৃঢ় গোপাল ।

গাওয়ে গমকে গওকিরি গুজরি  
গোরি গোল গাছার ॥  
গোপী-গোপ গবীগণ-গোপক  
গোকুল-গাম-বিহারি ।  
গুজা গৈরিক গোবস-গরভিত  
গোরোচন-কচি-ধারী ॥  
গহন-গুহাগত গোচারণ-ব্রত  
গো-দোহন-গতি-কারী ।  
গো-গিরিধারি গৃঢ় গরবাইত  
গুরু-গৌরব-পরচারী ॥  
গজ-গতি-গামি গান-গুণ-গুচ্ছিত  
গগনে চরয়ে স্বরবৃন্দ ।  
গো-বস-গাহি গবীধর<sup>১</sup>-নন্দন  
গাওত দাস গোবিন্দ ॥

সা. প. (১)—৫০

স ৪১২

ক. বি. ১১০, গো ৩২, রা ২২

তর ১৩০৭

পাঠান্তর—(১) গিরীধর (তর)



শব্দার্থ—গোচর—দৃষ্ট। গণ্ডকিরি, গুজুরি, গোবী,  
গোল, গাফার—রাগের নাম। গোপক—রক্ষক। গোবুল-  
গাম—গোকুল নামক গ্রাম। গুট গরবাইত—গুট  
গরুগুজ। গগনে চরয়ে স্বরবন্দ—তাহার আকর্ষণে  
দেবগণ গগনে বিচরণ করেন। গহন—গভীর, অরণ্য।  
গুপ্তিত—প্রথিত। গো-রসগাহি—দুগ্ধগ্রাহী। গবীশ্বর-  
নন্দন—নন্দনন্দন।

ব্যাখ্যা—গুটরূপে গোপালদেব দ্বারা বেষ্টিত হইয়া  
কৃষ্ণ গোষ্ঠে দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি গণ্ডকিরি, গুজুরি,  
গোবী, গোল, গাফার প্রভৃতি রাগরাগিনী গাহিতেছেন।  
গোপগোপী ও গোসমূহের তিনি রক্ষক। তিনি গোকুল  
গ্রামেই বিহার করেন। তাহার গলায় গুজার মালা, গায়ে  
দুধ মিশান গোবোচনার বস ও গৈরিক। তিনি বনের  
মধ্যকার গুহার মধ্যে থাকেন। তাহার গোচারণরত  
এবং তাহার গোদোহন করেন তাহাদের তিনি উত্তমগতি-  
প্রদায়ক। তিনি গোবর্দ্ধন পরমতথারী, গুটগুপ্তিত এবং  
নিজের বিশেষ গৌরব প্রচারকারী। গজপতির জায়  
তাহার চলন। তাহার গানে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণ  
আকাশে বিচরণ করেন। যিনি দুগ্ধ ভালবাসেন সেই  
নন্দনন্দনের কথা গোবিন্দদাস গান করিতেছেন।

গদগদ স্বরে অভিরামা।  
গাবই গিরিধর নামা।  
গোকুল-গোপী-বিলাপ।  
গোবিন্দদাস-হিরা-তাপ।

সি. প. (১)—৩০

স ৩৩৬

সি. প. ১২—৩

তদু ১৮২

ক. বি. ২৪৪

শব্দার্থ—গৃহপতি—ঘরের কর্তা। গহন—লোকের  
ভিড়। গেহ—গৃহ। গহ—আগ্রহ। দিষ্টি—চক্ষু। গীরত—  
খুলিয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা—সেই গোপকিশোরী রাধা গুজরনের গহনা-  
বাণী ও স্বামীর ঘোর গর্জনতিরস্তার মাখায় করিয়া  
(গণইতে) লোকারণ্য ও গৃহের আগ্রহ ছাড়িয়া,  
গোবিন্দের গুণ অরণ্য করিয়া করিয়া সারা রাত্রি ধরিয়া  
ক্রন্দন করে। তাহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হয়,  
গলার মণিহারও ধসিয়া পড়ে। গোপনপ্রেমের জ্বালায়  
সে বিষপান করিল। সে গদগদ স্বরে গিরিধরের নাম  
গান করে। গোকুলের গোপীর বিলাপ শুনিয়া গোবিন্দ-  
দাসের অন্তরে সম্ভাপ উপস্থিত হয়।

১২২

গাফার

গুজরন-গহন বোল।  
গৃহপতি-গরজন ঘোর।  
গণইতে গোপ-কিশোরি।  
গহন-গেহ-গহ ছোড়ি।  
গোবিন্দ গুণবতি মোই।  
গুনি গুনি যামিনি বোই।  
গলত গলত দিষ্টি-ধারা।  
গীরত গীম-মণিহার।  
গুপত গুপত রস-আশে।  
গরলহঁ কয়ল গরাসে।

১২৩

গাফার

ঘন-শ্রামর-তহু তুহঁ কিয়ে ভোরি।  
ঘোর-বিরহ-জরে মূরছিত গোরি।  
ঘন ঘন হুন্দরি তুয়াপথ জোই।  
ঘেরল সকল সখীগণ বোই।  
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।  
ঘরত যৈছে পিঙ্করমাহা সারি।  
ঘন ঘনাসর চন্দন হিয়ে লাই।  
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই।  
ঘাতক মদন ততহি ভেল বান।  
ঘর ঘর শব্দে লেই তুয়া নাম।



ঘাম-কিরণ সম মানই চন্দ ।  
ঘুণে বিফল হিয়া পাজর-বন্ধ ।  
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনসার ।  
ঘুম বিহলঃ দিষ্টি অরত অপার ।  
ঘোষ-যুবতিগণ-বিরহ-হতাশ ।  
ঘোষত পহঁ পায়ঃ গোবিন্দদাস ।

সা. প. (১) ২৪০

স. ৩৪৬

ক. বি ২৪৪০

ত. ১২১৪

ব. ২৪ (কী. পুদি) ২৮৪ পর

পাঠান্তর—সাহিত্য পরিষদের পুথিতে প্রথমে তৃতীয়  
হইতে ষষ্ঠ চরণ ; তার পর প্রথম দুই চরণ । কীর্তনানন্দের  
পুথিতে প্রথমে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ, পরে প্রথম ও  
দ্বিতীয় চরণ আছে ।

( ১ ) চন্দনে হিয় লাই—স ( ২ ) তহিঁ ভেল  
বাম—স ( ৩ ) বিহনে—তরু ( ৪ ) তুয়া পদে—তরু ।

শব্দার্থ—তোরি—ভুলিল । জোই—তাকাইয়া থাকে ।  
ঘর মাহা—ঘরের মধ্যে । ঘুরত—ঘুরাকিয়া করে ।  
ঘাম-কিরণ—সুগন্ধকিরণ । ঘনসার—কপূর । ঘোষত—  
ঘোষণা করিল ।

ব্যাখ্যা—হে ঘনশ্রামতহ ! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ  
যে, গৌরী ঘোর বিরহজ্বরে মুচ্ছিত হইয়াছে ? সেই  
সুন্দরী বারংবার তোমার পথের দিকে তাকাইয়া থাকে ।  
তাঁহার সখীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতেছে । সে ঘরের  
মধ্যেও স্থির থাকিতে পারে না । খাঁচার মধ্যেকার পাখীর  
মতন ব্যাকুল হইয়া ঘুরাকিয়া করে । একটু নিশ্বাস যাইবার  
আশায় বৃকে ঘন করিয়া চন্দন ও কপূরের প্রলেপ দিয়া  
শয়ন করে ; কিন্তু তাহাতেও জ্ঞানদ মনন বাস হইল  
( বিরোধ নাছিল ) । তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে তাই  
তোমার নাম করিতে ঘরঘর শব্দ হয় । চন্দ্রকে সুগন্ধকিরণের  
মতন মনে করে । তাঁহার পাজরের মধ্যে ঘেন ঘুণ  
বিঁধিয়াছে । সে ঘন কপূরকে নিন্দা করে । চোখে তাঁহার  
নিশ্রা নাই ; শুধু অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে । গোপ-  
যুবতীদের বিরহ হতাশের কথা গোবিন্দদাস তোমার পদে  
নিবেদন করিল ।

ব্যাখির সংজ্ঞা—অভীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা  
এবং উত্তাপকে শ্রীকৃষ্ণ গোপস্বামী উজ্জলনীলমণিতে ( ১৫১৬ )  
ব্যাখির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাতে শীত,  
স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস ও পতনাদি প্রকাশ পায় । ভক্তি-  
রসামৃতসিকুতে ( ২১৭২০ এবং ৩২১১৬ ) ইহার লক্ষণে  
বলা হইয়াছে ইহাতে স্তম্ভ, অঙ্গশৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ,  
ক্রান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায় । উজ্জলনীলমণিতে ব্যাখির  
উদাহরণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপস্বামী যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন  
তাঁহার অমুবাদ করিয়া শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

সখীগণ সজল, নলিনীদল বিতরল, রাই স্ততায়ই তাথে ।  
অঙ্গকি তাপে, ধূলিসম হোক, সো সব নলিনী কি পাতে ।  
শীতল সরসিজ, এক সখী বিজই, তবহ শুখাওত সোই ।  
লেপন চন্দন, তবহি শুখাওত, মলিন রেণু সম হোই ।  
মাধব, তুয়া বিরহানলে বাধা ।

জর জর অঙ্গ, হৃদয়বর কাতর, ক্ষণে ক্ষণে মনসিজ বাধা ।

—উজ্জলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১২২

(১২৪)

হুই রাগ

চিত অতি চপল চরিত গতি তোরি ।

চিন্তাচুখিত চম্পকগোরি ।

চাতুরি চাক চরিত নিজ খোই ।

চৌদিশে চাহি চান্দ মুখ বোই ।

চল চল চকল-হৃদয় মাধাই ।

চুলকত চীত বিরহ জ্বরে রাই ।

চন্দন চান্দ চন্দনি নাহি ছোই ।

চাঁচর চিকন চিকুর চয় কোই ।

চামর চীর পবন জহু দাব ।

চামরি ভানে চমকি মুরছাব ।

চকরি বোলে চেল সেই কান ।

চিনহই চীত পুতলি অহুমান ।



চতুর চতুর ভুজ তুয় রস আশে ।  
চেতন রহায়ত গোবিন্দদাসে ॥

স. প. (১)—২৪৪

স. ১৪৭

শঙ্গার্থ—চুলকত—গণ্ডীকৃত (রাধামোহন)। চামর  
চীর পবন—কাপড় দিয়া বাতাস (চামরবস্ত্রজনিতপবনঃ  
দাবাগ্নিমিব মহতে)। চামরি—চমরী গাই (চামরি  
তদাখ্যভয়বজ্রস্তমনে চমৎকৃত—রাধামোহন)। চকরি  
—স্রমর। চেল—কাপড়। চতুর চতুর ভুজ—(আপাত-  
দৃষ্টিতে) হে চতুর চতুরভুজ, কিন্তু কক্ষকে চতুরভুজ বলা  
গৌড়ীয় রস-শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া রাধামোহন ঠাকুর  
বলিতেছেন—“হে চতুর চতুরভুজ চতুরোভ্যোহপি চতুরেণ  
ভুজ কুটিল”—চতুরদের চেয়েও তুমি চতুর ও কুটিল।

ব্যাখ্যা—হে মাধব! তোমার চিত্ত অত্যন্ত চপল;  
চরিত্র ও ব্যবহারও চকল। সেই চম্পকতুল্যা গৌরী  
চিন্তায় দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। সে তাহার চাতুর্য  
ও চাক চরিত্র খোয়াইয়া চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া  
চাঁদমুখে বোদন করিতেছে। হে চকলহৃদয় মাধব, শীঘ্র  
শীঘ্র চল। রাই বিরহজরগ্রস্তা হইয়া চিত্তকে যেন গণ্ডে  
পান করিয়া ফেলিয়াছে—অর্থাৎ মোহগ্রস্তা (বিচিত্ততা-  
লক্ষণঃ মোহাহুতাবো গম্যতে—রাধামোহন) হইয়াছে।  
সে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ ছোয় না। কেহ তাহার কুঞ্চিত  
কেশের মধ্যে হাত ব্লাইয়া দিতেছে। কাপড় দিয়া  
চামর-বাজনও তাহার সহ হইতেছে না—মনে হইতেছে  
যেন দাবাগ্নি। চমরী দেখিয়া সে যেন ভয়ে চমকিত  
হইয়া নৃচ্ছিত হইল। স্রমরের গুঞ্জে কানে কাপড়  
দিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন চিত্রে অঙ্কিত  
পুতলিকা। হে চতুরদের চেয়ে স্বচতুর কুটিল! তোমার  
প্রেমের আশায় আশায় কোন মতে গোবিন্দদাস তাহার  
চেতনা বজায় রাখিয়াছে।

১২৪  
বরাড়ী

ছোড়ল স্বধময় কুহুম-শয়ান।  
ছোয়ত হিমকর-কর মুরছান ॥

ছিবকত মলয়জে জলতর্হি আগি।  
ছটফটি শয়নে গোড়ায়ই জাগি।  
ছৈল কাহু তুহু সহজই ভোরি।  
ছুটত কৈছে বিরহ-জরে গোরি।  
ছলে যব কোই নাম লেই তেরি।  
ছলছল নয়নে তাক মুখ হেরি।  
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।  
ছীন কনক জহু দহনে উজোর।  
ছাড়ল সলিল চলত জিউ আব।  
ছীকনে কোই রহই জহু যাব।  
ছদম ন কহয়ে দাস গোবিন্দ।  
ছায়া এক তুয়া পদ-অরবিন্দ ॥

স. প. (১)—২৪৪,  
ক. বি. ২৪৪৭

তল ১২১১

শঙ্গার্থ—ছোয়ত—ছুইলে। ছিবকত—ছিটাইলে।  
জলতর্হি আগি—যেন আগুন জলিয়া উঠে। ছৈল—  
ধূর্ত। ছীন—ছিন্ন, হতরাং মলিন। ছীকনে—হাঁচিতে।  
ছদম—ছদ্ম; এখানে মিথ্যা।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা স্বধময় কুহুমশয্যা ছাড়িয়াছে।  
চাঁদের কিরণ ছুইলেই মূর্ছা যায়। দেখে চন্দন ছিটাইলে  
মনে হয় যেন আগুন জালিয়া দিল। শয্যায় শুইয়া  
ছটফট করে ও গোড়াইতে থাকে। হে ধূর্ত কানাই, তুমি  
সহজেই আপন-ভোলা; গৌরীর বিরহজর কেমনে ছুটিবে?  
কেহ মিথ্যা করিয়া তোমার নাম লইলে (তুমি আসিয়াছ  
বলিলে) ছলছল নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া  
থাকে। কিন্তু মনের কথা লুকাইয়া রাগিলে? মলিন  
স্বর্ণখণ্ড যেমন দহনের দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমনি ধূমায়িত  
সাত্বিকভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীরাধার ব্যবহারে।  
সে জল পান করাও ছাড়িয়াছে; এই বার জীবন যাইবে;  
শুধু যেন কেউ হাঁচিয়া বাধা দিয়াছে তাই প্রাণ যেন বাধা  
পাইয়া যায় নাই। গোবিন্দদাস মিথ্যা বলিতেছে না,  
কেননা তোমার পাদপদ্মের ছায়াই তাহার একমাত্র  
অবলম্বন।

মন্তব্য—এই পদটী বৈষ্ণবপদলহরী (৬৭০) হইতে



লইয়া মধুপ্রাসাদ দীক্ষিত লাহেরিয়াসরাই হইতে প্রকাশিত গোবিন্দগীতাবলীতে স্থান দিয়াছেন; তাহাতে 'ছ' অক্ষরের অহুপ্রাসবুদ্ধ পদের তৃতীয় চরণে 'ছিরকত' স্থানে 'হিমকর' ও পঞ্চম চরণে 'ছৈল' স্থানে 'এখন' বসাইয়া অহুপ্রাসের প্রাণসংহার করিয়াছেন। তিনি ঋটি বাংলা শব্দ 'ছিরকতে'র মানে বুঝিতে পারেন নাই। 'ছৈল' শব্দ বিজ্ঞাপতিতে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝিলেন না কেন জানি না। মৈথিলী সাহিত্যগ্রন্থ কার্যালয়, দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত 'শৃঙ্গারভঞ্নে' (১৪৮ সংখ্যক পদ) 'ছিরকত' ও 'ছৈল' রাখা হইয়াছে।

১২৬

তথা রাগ

জ্যোত পথ নয়নে কর নীর ।  
যেছন ভীত-পুতলি রহ খীর ।  
যামিনি-যাম যাম-যুগ মনই ।  
জাগরে জাগি ভরমময় ভনই ।  
জনেলু যত্নপতি জলধর-শ্রাম ।  
জিবইতে যুবতি জপই তুয়া নাম ।  
যব কেহো লেপয়ে মলয়জ-পঙ্ক ।  
জলতর্হি শতগুণ মদন-আতঙ্ক ।  
যতনে স্তায়লু জলকহ-পাত ।  
জরি জরি ততর্হি ভসম ভই জাত ।  
যাহা হিমকর ভেল দিনকর-রীত ।  
জানলু জগ মাহা সব বিপরীত ।  
জনি জগ-জীবন ইথে কহ ছন্দ ।  
যো কছু কহ সতি দাস গোবিন্দ ।

সা. প. (১)—২৫৩

স ৩৪৩, তরু ১২১২

শব্দার্থ—জ্যোত—নিরীক্ষণ করে। ভীত-পুতলি—ভিতে (দেওয়ালে) ঝাঁকা পুতুল। জলকহ-পাত—পদ্মের পাতা। জরি জরি—জলিয়া জলিয়া। ছন্দ—ছন্দ, ছল, মিথ্যা।

ব্যাখ্যা—সে তোমার পথ চাহিয়া আছে, তাহার

চোখ দিয়া জল করিতেছে। দেওয়ালে ঝাঁকা পুতুলের মতন সে স্থির হইয়া থাকে। রাত্রির প্রত্যেক গ্রহর তাহার নিকট ছুইগ্রহর বলিয়া মনে হয়। জাগিয়া সে ভ্রমময় প্রলাপ বলে। হে জলধরশ্রাম যত্নপতি! বুঝিলাম যুবতী বাঁচিবার জন্ত কেবল তোমার নামই জপ করিতেছে। যখন কেহ তাহার গায়ে চন্দন লেপন করে তখন যেন মনে হয় মদনের ভীতি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া জলিয়া উঠে। যত্ন করিয়া তাহাকে পদ্মপত্রের শয়ন করাইলে সেই পদ্মপত্র তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যায় (এমনই বিরহিণীর দেহের উদ্ভাপ)। যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের জ্বালা ব্যবহার করে সেখানে বুঝিলাম জগতে সবই বিপরীত। হে জগতের জীবন, এই কথা যেন মিথ্যা মনে করিও না। গোবিন্দদাস যাহা কিছু বলিতেছে তাহা সত্য।

রাধামোহন ঠাকুর এই পদে 'ভীত-পুতলি' শব্দ হইতে স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি উদ্দীপ্তভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে স্তম্ভভাবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

একদা ব্যক্তিমাংসঃ পঞ্চাঃ সর্ব্ব এব বা ।

আকৃতাঃ পরমোৎকর্ষঃ স্তম্ভীপ্তা ইতি শব্দিতাঃ ॥

১২৭

মল্লার

ঝর ঝর জলধর-ধার ।  
ঝল্লি-পবন বিধার ॥  
ঝলকত দামিনি-মালা ।  
ঝামেরি ভৈ গেল বালা ॥  
ঝুট কি কহব কানাই ।  
ঝরত তুয়া গুণে রাই ।  
ঝন ঝন বজ্র নিসান ।  
ঝাঁপি রহত ছুঁ কান ॥  
ঝিঞ্জিরি ঝঙ্কর রাতি ।  
ঝঙ্ক সহনে নাতি যাতি ॥



ঝুমরি দাহুরি বোল ।  
ঝুলত মদন-হিলোল ॥  
ঝটকি চলহ ধনি পাশ ।  
ঝগড়হি গোবিন্দদাস ॥

১২৯

ধানশী

টারল হৈমেন শিশিরক অন্ত ।  
টোয়ত অব ধনি সময় বসন্ত ॥  
টুটল তুয়া অবধিক পরধাব ।  
টলমল জীবন রহ কিয়ে সব ॥  
ঠামহি ইহ যত্নপতি রহ ভোরি ।  
ঠেরত কৈছে সময় উহ গোরি ॥  
ভহভহ বিরহ সহই না পার ।  
ভারল মণিময় অভরণভার ॥  
ভরে নাহি ছোড়ত সহচরি মদ ॥  
ভুবত ধনি জনি মদন-তরঙ্গ ॥  
ভরভর লোচন-সরসিজ জোর ।  
ভরকত অহনিশি উতপত লোর ॥  
টীট কাহ তুহ কপট বিলাস ।  
টীটে কি বোলব গোবিন্দদাস ॥

সি. প. (১)—২৫৭, ক. বি. ২৪৩৩ স ৩২৮, তর ১৭৪১

শঙ্কার্থ—বিধার—বিস্তৃত । ঝামেরি—মান । ঝিকিরি  
—ঝিকি । ঝহ—জ্ঞানাল । ঝুমরি—ঝুমরগান ।

ব্যাখ্যা—বৃষ্টি ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে । ঝড়  
বহিতেছে । বিদ্যা অনবরত ( মালারূপে ) চমকাইতেছে ।  
তরুণী মান হইয়া গিয়াছে । তোমাকে মিছা কি বলিব ?  
তোমাকে স্মরণ করিয়া রাই কাদিতেছে । ঝন ঝন শব্দে  
বজ্র পড়িতেছে, সে হুই কান চাপিয়া রহিয়াছে । ঝিকি  
পোকা রায়ে ঝড়ার করিতেছে । আর জ্ঞানাল সহ্য যায়  
না । দাহুরি ঝুমরি গান করিতেছে, যেন মদনহিলোলে  
রাধা ঝুলিতেছে । গোবিন্দদাস ঝগড়া করিয়া বলিতেছে,  
শীঘ্র তুমি ধনীর নিকট যাও ।

সি. প. (১)—২৫৮  
ক. বি. ২৪২৬

স ৩১২  
তর ১৭১৮

১২৮

ঝুঝ গৌর কিশোর ।

ঝাকতে ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে  
ঝুরি পূরব রসে ভোর ॥  
চম্পক গৌর চাঁদ হেরি চমকই  
চতুর ভগবান্ চাহ ।  
চলাইতে চরণে চলই নাহি পারই  
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥  
ছলছল নয়ন ছাপি করযুগল  
ছোড়ল রজনীক নিন্দ ।  
ছোড়ব নাহি কবহ ছদ্ম ঐছন  
কহতহি দাস গোবিন্দ ॥

শঙ্কার্থ—টারল—যাপন করিল । টোয়ত—খোজ  
করে । টুটল—ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ হইল । অবধিক পর  
যাব—যে অবধি ( ফিরিবার শেষ দিন ) করিয়া প্রস্তাব  
করিয়াছিলে । ঠামহি—হান, ঠাই । ঠেরত—ঠেলিবে,  
দূর করিবে । ভহভহ—দগদগে ( বিরহকত ) । ভারল—  
ফেলিয়া দিল । ভরে—ভয়ে । ভরকত—ঢলিয়া পড়ে ।  
টীট—ধুটে ।

ব্যাখ্যা—হেমন্ত ও শীতের শেষ কাটাইল । এখন  
ধনী বসন্তকাল খুঁজিতেছে ( প্রতীক্ষা করিতেছে, তুমি  
বসন্তকালে নিশ্চয়ই আসিবে মনে করিতেছে ) । তুমি  
যেদিন ফিরিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সেদিন চলিয়া  
গিয়াছে । তাহার জীবন যেন টলমল করিতেছে—থাকে  
কি যায় তাহার ঠিক নাই । এইখানে মুড় যত্নপতি  
তুমি বসিয়া আছ ? এই বসন্তকাল গৌরী কেমনে  
কাটাইবে ? সে আর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছে না ।



সমস্ত মণিময় অলঙ্কার ভার মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।  
তাঁহার জীবন পাছে চলিয়া যায় এই ভয়ে সখী তাঁহার  
সঙ্গ ছাড়ে না। দমী যেন মদনতরঙ্গে ডুবিয়া গেল।  
তাঁহার নয়নকমলে অশ্রু ঢলঢল করিতেছে। দিনরাত  
উত্তপ্ত অশ্রুধারা পড়িতেছে। হে শঠ কৃষ্ণ, তোমার সমস্ত  
বিলাসই কপট। এমন ধুষ্টকে আর গোবিন্দদাস কি  
বলিবে?

১৩০

শ্রীরাগ

তাপনি-তীর-তীর তরু তরু তরলে  
তরল-তরলতর্হি ছাহ।  
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরসিত  
তরুণি তোহারি পথ চাহ।  
ত্রিভুবন-তিলক তুহিনকর তো- বিহু  
তপত তপন সম ভেল  
তোহে বিহু তিল-এক তলপে তরাসই  
তোহারি অবধি কত গেল।  
তিমিত-তিমিত-দিঠে রোই।  
তীতল তাল-বিজনে তহু তাপই  
তিরপিত তনিক না-হোই।  
তোড়ল তাড় তড়ক তিয়াজল  
তাড়ি তড়িত-কচি হার।  
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই  
গোবিন্দদাস কহ সার।

সা. প. (১)—২২২  
ক. বি. ২৪৪৪

স ৩৪০  
তরু ১৮২৩

শঙ্কার্থ—তাপনি-তীর—যমুনা-তীর। তরল-তরলতর্হি  
ছাহ—তরল হইতে তরলতর অর্থাৎ অত্যন্ত চকল ছায়াতে।  
তরকি—সদৃশ। তরসিত—তাসযুক্ত। তুহিনকর—চন্দ্র।  
তলপে—শয্যায়। তরাসই—ভয় পায়। তিমিত—  
স্তিমিত। তীতল—ভিজা। তনিক—একটুও। তোড়ল  
—ভাঙ্গিল। তাড়—বাহির অলঙ্কার। তড়ক—একপ্রকার

গহনা। তিয়াজল—তাগ করিল। তাড়ি—তাগ  
করিয়া। তড়িত-কচি—বিদ্যুতের মত বর্ণ।

ব্যাখ্যা—তরুণী যমুনার তীরে তীরে প্রত্যেক তরুর  
তলায়, তাহাদের চপল (দ্রুত সরিয়া যাইতেছে এমন)  
ছায়ায় তরুণ তমালকে তুমি ভাবিয়া সতৃষ্ণভাবে তোমার  
পথ চাহিতেছে। তোমার বিহনে ত্রিভুবনের তিলকস্বরূপ  
চন্দ্র তাহার নিকট তপ্ত তপন সমান হইল। তোমার  
বিরহে শয্যায় একতিল সময়েও ভয় পায়। তোমার  
কিরিবার তারিখ কতবার বহিয়া গেল। সে স্তিমিত  
দৃষ্টিতে রোদন করে। জলশিক্ত তালপাখার বীজনে  
তাঁহার তহুর তাপ একটুও কমে না। সে গায়েব সব  
গহনা—তাড়, তড়ক, বিদ্যুৎবর্ণ হার প্রভৃতি সব খুলিয়া  
ফেলিয়াছে। প্রতিক্ষণে সে তোমার পথ চাহিয়া আছে।  
এই সার কথা গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

১৩১

ধীর বিজুরি সম বালা।  
ধৈরজ রহই ন পারা।  
খুল স্থখ কিছুই ন জান।  
ধলে জলে দহই পরাণ।  
ধোরহি বুঝি মুরারি।  
ধীর না বান্ধে কুল-নারি।  
ধাতি করত ধব কোই।  
ধরহরি কাপই মোই।  
ধাপি ধরনি তুয়া রেহ।  
ধোয়ত ধনি তর্হি দেহ।  
ধবির বাল সব কোই।  
ধানে ধানে রহি রহি রোই।  
ধাবরসম তুয় ভায়।  
ধকিতর্হ গোবিন্দদাস।

সা. প. (১)—২৬০  
সা. প. ১২০—১১

স ৩৪৫



শব্দার্থ—খুল হুথ—খুল হুথ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে  
হুথ। খাতি—দার্ত্য, জোর। খবির—স্ববির। বাল—  
বালক। খাবর—স্বাবর। খকিত—স্বগিত, স্তম্ভিত।

ব্যাখ্যা—হির বিদ্যাতের মতন বর্ণযুক্তা বাল্য আর  
ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সে খুল বিষয়-  
হুথ কিছুই জানে না। স্থলে ও জলে সমভাবেই তার  
প্রাণ দগ্ধ হয়। তুমি একটু বুঝিয়া দেখ মুরারি। কুলবতী  
নারী স্তৈর্য্য রাখিতে পারিতেছে না। যখন কেহ জোর  
করিয়া তাহার দ্বারা কিছু করাইতে চায় তখন সে পরহরি  
কাপিতে থাকে। মাটিতে তোমার রূপের রেখামাত্র  
অঙ্কন করিয়া তোমার সহিত মিলনের ব্যাকুলতায় তাহারই  
উপর সে নিজের দেহ স্থাপন করে (তব রেখামাত্রঃ  
কিকিং চিত্রঃ ধরণ্যাং স্থাপয়িত্বা মোহারন্তে সমুদ্রাবয়ব-  
লিখনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ—রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন  
যে, ভূমিতে তোমার রেখামাত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াই  
ঐরাধার এমন মোহ আরম্ভ হয় যে, তিনি তোমার  
সমগ্র অবয়ব আঁকিতে অসমর্থ্য হন)। তোমার  
বিরহে স্ববির ও বালক সকলেই স্থানে স্থানে থাকিয়া  
কাঁদিতেছে। তুমি তো এত অনিয়াও কিছু বলিতেছ  
না? তোমার স্বাবরত্বপ্রাপ্তি ঘটিল কি? তোমার ভাব  
দেখিয়া গোবিন্দদাস চমকিত, বিস্ময়ান্বিত হইতেছে।

১৩২

পাহাড়ী

দাক-দাকণ- দয়িত-দুষণ-  
দলত দোলত হীয়।  
দুসহ দোমর দগধ-দরপক-  
দহনে দহ দহ জীয়॥  
দেবকীসুত দেব দেখলো  
দীন ছবরি রাই।

দেহ দীপতি দেখত দেখিয়ে  
দিবস-দীপক ছাই।

দহজ-দাকণ দূর দেশহি  
দোখে দূষিত গোরি।

দেব ছরগহ দোষ-দূষিত  
দুলহ দরশন তোরি।

দেহি দীঘল দীঠে দেহলি  
দামোদর দিশ দেখি।

দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই  
দীঘ দিনগণ লেখি॥

মা. প. (১)—২০১

ক. বি. ১৮৭৬

ম—৩৪১

তরু ১২০১

শব্দার্থ—দাক-দাকণ—কাঠ অপেক্ষাও কঠিন।  
দয়িত-দুষণ—কাষ্ঠের অপরাধ। দোলত—কম্পিত। দুসহ  
দোমর—যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহ করিতে পারে না।  
দগধ-দরপক—হর-কোপানলে বাহার দর্প দগ্ধ হইয়াছে  
এমন মদন। দিবস-দীপক—দিনের বেলায় দীপের (মতন  
মান)। ছাই—ছায়া, এখানে কান্দি। দেহলি—দরজার  
চৌকাঠ।

ব্যাখ্যা—কাঠের চেয়েও কঠিন কাষ্ঠের দুষণ বা  
অপরাধের দ্বারা দলিত (নিষ্পেষিত) রাধার হৃদয়  
কম্পিত হইতেছে। তাহার উপর আবার দুসহ  
দ্বিতীয় অর্থাৎ সহচর সেই পোড়া কন্দর্পের জ্বালায়  
জীবন দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। হে দেব দেবকীপুত্র, আমি  
দীনা ও দুর্দলা রাইকে দেখিলাম। তাহার দেহের  
দীপ্তি দেখিয়া দিনের বেলায় জ্বালা দীপের মান কান্দির  
কথা মনে পড়ে। হে দৈতানাশক, তুমি দূরদেশে  
রহিয়াছ, সেই জুখে গৌরী জুখিতা। দৈবদোষে আজ  
তোমার দর্শন পাওয়া কঠিন হইয়াছে। হে দামোদর!  
সে সদর দরজার চৌকাঠের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়া  
তোমার আসার আশায় রহিয়াছে। গোবিন্দদাস দিবা  
দিয়া তাহার দ্বারা দীর্ঘ দিনগুলি লিখাইতেছে—অর্থাৎ  
ঐরাধাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া কালগণনা করিয়া  
থাকিতে দিবা দিতেছে।



১৩৩

তথা রাগ

ধৈরজ না রহ স্বথ-পরিষদ ।  
 ধয়লহঁ ধয়ল না রহ সখি-অঙ্ক ॥  
 ধুমল ধমিল ধরনি দাহা লুঠই ।  
 ধাধসে চলত খলত মহি লুঠই ॥  
 ধনি ধনি বীর ধরাধরধারি ।  
 ধিক্ ধিক্ অবহঁ জিয়ত' উহঁ নারি ॥  
 ধরই ন অভয়ণ ধুমর চীর ।  
 ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর ॥  
 ধনি নহঁ ধীট চপল তুহঁ কান ।  
 ধৃতক চরিত সরল কিয়ে জান ॥  
 ধুরুব ধেয়ান কবহঁ কর তোরি ।  
 ধসহি ধরনি তলে মুরছিত গোরি ॥  
 ধরমে ধরমে ধনি বহত নিশাস ।  
 ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস ॥

মা. প. (১)—২৬২  
ক. বি. ২৪৪২

স. ৩৬৮  
তর ১২৬২

পাঠান্তর—(১) জিয়য়ে (তর) ।

শঙ্কার্থ—স্বথ-পরিষদ—স্বথপর্ষদ বা স্বথের খট্টা ।

ধমিল—কেশ । ধৃতক—ধৃষ্টের । ধুরুব—ধ্রুব ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ভালো খাটে শুইয়াও ধৈর্য ধরিতে পারে না । সখীর কোলে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না । তাহার ধ্রুবর্ণ কেশপাশ মাটিতে লুটাইতেছে । হে বীর পুরুষধারী, তুমি ধন্ত ধন্ত (বিজ্ঞপে) ! আর সেই নারীকে ধিক্ যে সে এখনও বাঁচিয়া আছে । সে অলঙ্কার পরিধান করে না ; তাহার বস্ত্র মলিন । নয়নের ঘন অশ্রু ধূলি ধুইতেছে । হে কানাই ! স্বন্দরী ধৃষ্টা নহে, তুমিই চপল । ধৃষ্টের চরিত্র সরল কি বুদ্ধিবে ? তোমার আবার কবে ধ্রুবদ্যান ঘটিল অর্থাৎ মতিস্থির হইল ? গৌরী সহসা ভূমিতলে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে । বহু পুণ্যফলে ধর্মীর এখনও নিঃশাস বহিতেছে । গোবিন্দদাস দৌড়াইয়া তোমাকে তাই বলিতে আসিয়াছে ।

১৩৪

বরাড়ী

নন্দ-নন্দন নিচয় নিরখলু  
 নিঠুর নাগর-জাতি ।  
 নারি নীলজ নেহ-নিরমিত  
 নাহ নামে মিলাতি ॥  
 না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহি  
 নিন্দই নীরজ-সেজ ।  
 নিভৃত নীপ নি- কুঞ্জে নিবসই  
 না সহ হিমকর-তেজ ॥  
 নয়ন-নীরদে নীর নিকরই  
 নীন্দ নহি তহিঁ ধোর ।  
 নিরসি নৃপুত্র নিয়ড়ে নিকসই  
 না ধর নিরমল চোল ॥  
 নহ ত নিকরুণ নীতি নৌতুন  
 নগর-নাগরি হেরি ।  
 নিয়ড়ে নিবেদই নবিন নিজ-জন  
 দাস গোবিন্দ পেরি ॥

মা. প. (১)—২৬৩  
ক. বি. ২৪৪২

স. ৩৬৮  
তর ১২৬২

শঙ্কার্থ—নিচয়—নিশ্চয় । নিরখলু—দেখিলাম ।

নেহ-নিরমিত—স্নেহদ্বারা নিশ্চিত অর্থাৎ প্রেমময়ী ।  
 মিলাতি—গলিয়া যায় । নীরজ-সেজ—পদ্মপত্রের শয্যা ।  
 নীন্দ—নিন্দ্ৰা । নহি তহিঁ ধোর—একটুও তাহাতে নাই ।  
 নিয়ড়ে—নিকটে । নিকসই—খুলিয়া । চোল—বস্ত্র ।  
 নহ ত—হইও না । নবিন নিজ-জন—নূতন পরিচারক (কবি স্বয়ং) ।

ব্যাখ্যা—হে নন্দনন্দন ! নিশ্চয় বুঝিলাম (দেখিলাম) যে, নাগরজাতি নিঠুর । নারীও নিরলঙ্কার (এইজন্য যে, এমন নাগরের সহিত প্রেম করে) । প্রেম দিয়াই যেন তাহাদের দেহ গঠিত ; নাথের নাম শুনিলেই বিগলিত হয় । সেই বিরহিণী—অতুলনীয় ভবনেও নিশ্চলভাবে থাকে না ; পদ্মপত্রের শয্যাকেও নিন্দা করে । নিভৃত কদম্বকুঞ্জে বাস



করে, চক্রে ক্রিয়ণ সহ্য করিতে পারে না। তাহার নয়নরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রান্ত বরিষাত হইতেছে। উহাতে একটুও নিভ্রা নাই। সে নূপুর নিকটেই থুলিয়া রাখিয়াছে। নির্মল বস্ত্র সে পরিধান করে না। হে মাধব, তুমি নিত্যনূতন পুরনারীদের দেখিয়া নিকরুণ হইও না। তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছে তোমারই নবীন পরিচারক গোবিন্দদাস।

মন্তব্য—উজ্জলনীলমণিতে (১৫।২৫) উদ্বোধনদশার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, চাকলা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও শ্বেদাদি প্রকাশ পায়।

১৩৫ :

কল্যাণী

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ  
নীকে নেহারণি ছন্দ।  
নিরথিতে নিয়ড়ে নিতধিনি নীচল  
নিকসত নীবি-নিবন্ধ ॥  
নাচত নন্দ-নন্দন নট-রাজ।  
নাগরি-নারি-নগরি নব-নাগরি  
নিরুপম নটিনি-সমাজ ॥  
নলিনী-নাহ-নন্দি-নদি নীকট  
নৌপ-নিকুঞ্জ-নিবাসি।  
নিতি নব-যৌবনি-নিধুবনে নন্দিত  
নিভৃত নিবাদন বাশি ॥  
নামহি নারি নিকেতনে না রহ  
নৌতুম-নেহ-বিলাস।  
নিন্দহঁ নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে  
নিয়মিত গোবিন্দদাস ॥

মা. প. (১)—৩৫

ক. ৫

ক. বি. ২২৪২

সং ২২৭

কী ৪৪

তঙ্ক ২৭১০

নাহ-নন্দি-নী—স্বর্গের নন্দি-নী যমুনা। নিবাদন—উত্তমবাদন।

ব্যাখ্যা—পদ্যকে শিকার দেয় এমন মেঘের মত স্ত্যামল নয়ন; তাহার দৃষ্টির ভঙ্গী সুন্দর। তাঁহাকে দেখিয়া কাছের নিতধিনি স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নীবিবন্ধ থুলিয়া যায়। নটরাজ নন্দনন্দন নাচ। তোমার সামনে রহিয়াছে নারী, নাগরী ও নগরের নবনাগরীর অতুলনীয় নটিনী-সমাজ। তুমি যমুনার নিকটে নৌপকুঞ্জে বাস কর। তুমি নিত্য নূতন যুবতীদের রমণে নন্দিত। তোমার বাশি নিভৃত সুন্দর বাজে। তোমার নাম শুনিলেই আর নারী ঘরে থাকে না। নূতন তোমার প্রণয়-বিলাস। নারীরা নিজ নিজ পতির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করে। এই পদ গোবিন্দদাস নির্দোষ বা রচনা করিতেছেন।

১৩৬

পদুমিনি পুন পরবোধও তোয়।

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| পীতাম্বরপদ-   | পঙ্কজ পরিহরি         |
|               | পামরি পাতরে রোয় ॥   |
| পুছইতে পহিলে  | পাণি পালটায়সি       |
|               | পরিজন পর করি মান।    |
| পিয়-পরিবাদ   | পরশি পরিহারসি        |
|               | পূরে পাহন পাঁচ বাণ ॥ |
| পিরিতিক পাতি  | পাঠে পরিহাসসি        |
|               | পহঁ-পরিণতি নাহি মান। |
| পাহন-পুতলি    | পরখি পরে পেখলুঁ      |
|               | পর-পীড়ন নাহি জান ॥  |
| পুরুষোত্তমক   | প্রেম-পরিবস্তন       |
|               | পুনবতি পাবই কোই।     |
| প্রাণ-পিয়ারি | পদবি পরিপালহ         |
|               | গোবিন্দদাস কহ তোই ॥  |

মা. প. (১)—১৪৫

ক. বি. ১৩২২

তঙ্ক ৫১০

শব্দার্থ—নীরজ—পদ্ম। নীকে—সুন্দর। নেহারণি ছন্দ—দৃষ্টির কৌশল। নিকসত—থুলিয়া যায়। নলিনী-



শঙ্কার্থ—পরবোধ—প্রবোধ দিতেছি। পাতবে—  
প্রান্তবে। বোয়—কাদে। পানি পালটায়সি—হাত  
উল্টাও। পাহন—পথিক, অতিথি।

ব্যাখ্যা—হে পদ্মিনী! তোমাকে ফের বুঝাইতেছি।  
পীতাম্বরের পদকমল ত্যাগ করিয়া পামরীও প্রান্তবে  
কাদে। কথা ভিজ্জাঙ্গা করিলে হাত উল্টাও, নিজের  
লোককে পর বলিয়া মনে কর। দয়িতের সহকীয় নিন্দা  
শুনিয়াই (উহার সত্যাসত্য বিবেচনা না করিয়া)  
তাঁহাকে ত্যাগ কর। পঞ্চবাণ পূর্ণ প্রবাসী হইতেছে  
(তুমি কন্দর্পকে নির্কাসিত করিতেছ)। পিরিতির পত্র  
(পাতি) পড়িয়াই পরিহাস করিতেছ; প্রভুর প্রণতি  
গ্রাহ্য কর না। প্রভুর কি হইবে তাহা ভাব না।  
অতিথিরত্নকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পর-পীড়ন সে  
জানে না। পুঙ্খমৌত্তম্যের প্রেমালিঙ্গন কোন্ পুণ্যবতী  
পাইবে? প্রাণপ্রিয়ের পথ অহুসরণ কর। গোবিন্দদাসও  
তাই বলেন।

১৩৭

তথা রাগ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| পরখি পেখলু           | পুরুষ-উত্তম    |
| পুরুষ পাহন-জাতি।     |                |
| প্যারি পামরি         | পিরিতি-পাবকে   |
| পৈঠে পতগক ভাতি।      |                |
| পৌর-পুনবতি           | পহিল পরিচয়    |
| প্রাণ-পছ' তুহ' ভোবি। |                |
| প্রেম-পরবশ           | পুরুষ-প্রেয়সি |
| পর পেখই তোরি।        |                |
| প্রচুর পরিমল         | পদ-পদজ-        |
| পরশে পীড়িত গাত।     |                |
| পড়য়ে প্রিয়-সখি-   | পায়ে পুন পুন  |
| প্রথর পাঁচশর-ঘাত।    |                |
| পাপ পাউথ             | পবন প্যাসিত    |
| পাপিহা পিউ পিউ ভাষ।  |                |

পুন কি পাওব

পরম প্রিয়তম

পুছত গোবিন্দদাস।

মা. প. (১)—২৩৪

ক. বি. ২৪৩২

স ৩২৭

তঙ্গ ১৭৪০

ব্যাখ্যা—হে পুঙ্খমৌত্তম! পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম  
যে, পুরুষ পথিকজাতীয়—তাঁহারা একস্থানে স্থির  
হইয়া বসবাস করিতে পারে না। এদিকে পামরী  
প্যারী তোমার প্রেমবহিতে পতনের মতন প্রবেশ  
করিয়াছে। হে প্রাণের প্রভু, তুমি নগরের পুণ্যবতীদের  
সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে মত্ত হইয়াছ; আর তোমার  
প্রেমপরবশ পূর্বপ্রেয়সী তোমার পথ চাহিয়া আছে।  
সে এতই সমুদ্র যে, স্বগন্ধ পদ ও পদজের স্পর্শে নীতল  
হওয়া দূরে থাকুক আরও পীড়িত বোধ করে। সে  
পঙ্কশর মদনের প্রথর আঘাতে পুনঃপুনঃ প্রিয় সখীর  
পায়ে পড়ে (সখী যেন দয়িতের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা  
করে, এই অহুরোধ)। পাপ বর্ষাকালের পবনে  
পিপাসিত হইয়া পাপিয়া পিউ পিউ বব করিতেছে।  
গোবিন্দদাস ভিজ্জাঙ্গা করিতেছেন, পুনরায় কি পরম  
প্রিয়তমকে পাইবে?

১৩৮

তিরোখা

কাণ্ডনে গগনইতে গুণগান তোর।  
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন-ওর।  
ফুল-ধনু লেই কুসুম-শর সাজ।  
ফুকরি বোয়ে ধনি পরিহরি লাজ।  
ফুকরি কহলু হরি ইথে নাহি ছন্দ।  
ফিরি না হেরবি রাই-মুখ-চন্দ।  
ফোরল ছুঁ কর-মকরত বলই।  
ফারল নয়ন সঘন জল খলই।  
ফুল কবরি সহরি নাহি বাধ।  
ফনি-পতি-দমন বোলি ঘন কান্দ।



ফুটত হৃদয় নিদারুণ নেহ ।  
ফুতকারহি ধনি তেজবি দেহ ॥  
ফেরি না হেরবি সহচরবৃন্দ ।  
ফলব কিনা বৃঞ্চল দাস গোবিন্দ ॥

১৩৯

কেদার

বহুল-বারিধ- বরণ বন্ধুর  
বিজুরি-বিলম্বিত বাদ ।  
বিকচ-বাকুলি- বলিত বারিজ  
বদন-বিধ পরকাশ ॥  
বিহরতি বৃন্দাবনে বনমালি ।  
বেঢ়ল ব্রজ-বধু- বৃন্দ বিমোহিত  
বোলত বলি বলিহারি ॥  
বকুল-বজুল- বল্লি-বলয়িত  
বিলোল-বর্হাবতংস ।  
বিমল ভূষণ বেষ বাসিত  
বেকত বাওত বংশ ॥  
বিশদ বারণ- বাহ-বৈভব  
বলয়-বন্ধ নিবন্ধ ।  
বিবিধ বৈদগধি- বচন-বিরচন-  
বিবশ দাস গোবিন্দ ॥

সা. প. (১)—২৩৪  
ক. বি. ২৪২৭

স ৩২০  
তর ১৭২১

শব্দার্থ—ফোরল—ভাদ্রিল। বলই—বলয়। ফুল  
—খোলা। কনিপতি-দমন—কালিয়দমন কৃষ্ণ। ফোরল—  
বিশ্বত; ইহাতে নিমেষশূন্য স্থচিত হইতেছে। ফুতকারহি  
তেজব দেহ—ফু দিলে প্রাণ হারাইবে (এমন হালকা,  
দুর্বল হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা—ফাল্গুনমাসে তোমার গুণরাজি শ্রবণ করিতে  
করিতে কাননপ্রাপ্ত কুহুমে ভরিয়া গেল। পুষ্পধনু মদন  
কুহুমশবে সাজিয়া আসিল। হৃন্দরী লজ্জা ত্যাগ করিয়া  
(উগ্ৰাদিনী হইয়া) উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। হে  
হরি, আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, ইহাতে কোন ছলচাতুরী  
নাই—তুমি ফিরিয়া আর রাধার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে  
না। সে দুই হাতের মরকতনির্মিত বলয় ভাদ্রিয়াছে,  
নিমেষহীন চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া তোমার পথের পানে  
চাহিয়া আছে আর তাহার চোখ দিয়া অনবরত জল  
পড়িতেছে। সে তাহার উন্মুক্ত কবরী সামলাইয়া বাধে  
না; কিন্তু উগ্ৰাদ-গ্রস্তা হইয়া উহাকে সাপ মনে করিয়া  
বলে—হে কালিয়দমন, তুমি কোথায় বন্ধা কর।  
এই বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করে। তাহার ভয় হৃদয়ে  
নিদারুণ প্রেম। সে এমন ক্ষীণা হইয়াছে যে, মনে হয়  
ফু দিলেই প্রাণত্যাগ করিবে। পুনরায় তুমি আর  
তাহার সখীদিগকেও দেখিতে পাইবে না (কেননা,  
তাহারাও রাধার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিবে)। ইহা  
ফলিবে কিনা তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারে।

গম্ভব্য—রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—‘ফুকরি  
বোই ধনি পরিহরি লাজ ইত্যোতাদৃশং ক্রন্দনম্ উগ্ৰাদং  
বিনা ন সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্’। লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃ-  
স্বরে ক্রন্দন উগ্ৰাদ-দশা ছাড়া সম্ভব নয়।

সা. প. (১)—৩৪, ক. বি. ২২৪৮  
ক. ৪

তর ২৭১৪  
কী ৪৪

পাঠান্তর—(১) বরাহনগর ৪ (২২২—৩) পুথিতে  
ইহার পর দুই চরণ:

মাখহি মোর মুকুট মদমধুর, মণ্ডল মণিনবমালা।  
মঞ্জিরে মহিম মহিমাময় গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

পদ এইখানেই শেষ।

শব্দার্থ—বারিধ—জলধ, মেঘ। বিকচ—প্রস্ফুটিত।  
বারিজ—পদ্ম। বিধ—বিধফল, তেলাকুঁচার ফল (লাল)।  
বজুল—বেতগাছ। বল্লি—বল্লী, লতা। বিলোল—  
সুচকল। বাওত—বাজায়। বারণ—হস্তী।

ব্যাখ্যা—বন্ধুর দেহের বং জলভরা মেঘের মতন,  
তাহার বসনে যেন বিজলি খেলিয়া যায়। প্রস্ফুটিত  
বাকুলি ও পদ্মের মত তাহার মুখ, ঠোঁট দুখানি বিধফলের  
মত লাল চুকটুকে। বৃন্দাবনে বনমালী বিহার করিতেছেন।  
ব্রজবধূগণ বিমোহিত হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন।



তাঁহার। তাঁহাকে বলিহারি দিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথার চুড়ায় বকুল, বেতের লতা ও হুচকল মথুরের পুচ্ছ। তাঁহার ভূষণসমূহ বিমল এবং বেশ সুগন্ধিত। তিনি প্রকাশে বংশী বাদন করেন। তাঁহার বাহু প্রকাণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়। তাহাতে বলয় পরিহিত রহিয়াছে। তিনি নানা প্রকারের স্বরস বচন এমন করিয়া বলিতে পারেন যে, গোবিন্দদাস তাহা শুনিয়া বিবশ হয়।

মথুরের পাখা দিয়া বাতাস করিলে সে সাপের বিধের মত লাগিতেছে বলে। হে বলদেবের ছোট ভাই! নানা-রকমে প্রবোধ দিয়া বুঝিলাম যে, পূর্বচন্দ্রমুখী বিনোদিনী গোপী বিরহসমুদ্রে ডুবিতেছে। তাহার বলয় বাহুলতা হইতে খসিয়া পড়িতেছে। সে বিপিনের চন্দ্রাতপে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। সে বেশভূষা করা ভুলিয়া গিয়াছে। ব্রজবধূর শয্যা বিশৃঙ্খল; সে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার বাক্যাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মনে হয় সে পাগলিনী হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাস এই রসগান করিতেছেন।

১৪০

বাসিত বিশদ বাস-গেহে বৈঠত  
বহি-ভবন বলি উঠই।  
বরিহা-বিরচিত বীজন বিজইতে  
বিসধর-বিস সম বলই।  
বলাহুজ বুললহৌ বহবিধ বোধি।  
বরবিধু-বরনি বিনোদিনী বল্লবি  
বৃড়ত বিরহ-পয়োধি।  
বিগলিত-বলয় বাহু বিস-বল্লবি  
বিলপই বিপিন-বিতান।  
বিছুরল বেশ-বিলাস বিলাসিনি  
বহু বৈদগ্ধি-বিধান।  
ব্রজ বনিতা বসুধা-তলে বিলুই  
বিঘটিত বিমল শয়ান।  
বিরমিত বচন বিচারই বাউরি  
গোবিন্দদাস রস গান।

মা. প. (১)—২৬৬, ক. বি. ২৪৫০

স. ৩৫২, তরু ১২২০

শব্দার্থ—বিশদ—নিখল। বাসিত—স্ববাসিত।  
বোধি—প্রবোধ দিয়া। বৃড়ত—ডুবি। বল্লবি—গোপী।  
বল্লবি—লতা। বিছুরল—ভুলিয়া গেল। বিঘটিত—  
বিশৃঙ্খল। বাউরি—পাগলিনী। বিতান—চন্দ্রাতপ।

ব্যাখ্যা—স্ববাসিত নিখল বাসগৃহে বসিয়া আঙনের ঘর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে (তাঁহার ভিতরের জালা এত প্রবল যে, ঘর ছাড়ার সব আঙনের মত মনে হয়)।

১৪১

ধানশী তিরোথা

ভ্রমই ভবন-বনে জহু অগেয়ান।  
ভাঙ্গল ভয় গুরু-গৌরব-মান।  
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।  
ভীত-পুতলি সম তুয়া পথ জোই।  
ভাবিনি-ভূষণ ভালে বনমালা।  
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজ-বরনারী।  
ভরমহি ভরম মদন মুখ গোই।  
ভূতলে শূতলি কুন্তল ফোই।  
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।  
ভীণল মিঠি-জলে নীল নিচোল।  
ভূরি বিরহ-জরে ভরি মুরছান।  
ভুরু-ভদ্রহি ধনি তেজব পরান।  
ভাগ্যে জিবয়ে অব তুয়া রস-আশ।  
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাস।

মা. প. (২)—২৬৭, ক. বি. ২৪৫২

স. ৩৫২, তরু ১২২২

শব্দার্থ—জহু—যেন। অগেয়ান—অজ্ঞান। ভীত-  
পুতলি—দেওয়ালে ঝাঁকা পুতুল। জোই—চাহিয়া।  
ভালে—ভাল। বিছুরলি—ভুলিয়া গেলো। গোই—গোপন  
করিয়া, লুকাইয়া। ফোই—খুলিয়া। ভীণল—ভিজিয়া  
গেল।



ব্যাখ্যা—রাধা অজ্ঞানের (পাগলিনীর) মতন বনে ও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মনে আর গুরু-জ্ঞানের প্রতি ভয় বা সম্মানবোধ নাই। ভাবে তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে, তাই সে হাসিয়া হাসিয়া কাদে। আর দেওয়ালে ঝাকা ছবির মতন তোমার পদপানে চাহিয়া থাকে। হে বনমালী, তুমি ভাবিনীর ভূষণরূপ, কিন্তু মত্ত হইয়া কি ব্রজনারীকে ভুলিয়া গেলে? ভুলের ঘোরে মুখ লুকাইয়া, কেশ খুলিয়া সে মাটিতে শুইয়া থাকে। তোমার গুণে ভুলিয়া সে হরি হরি বলিয়া ডাকে। তাহার নীল সাড়ী নয়নজলে ভিজিয়া যায়। প্রবল বিরহজ্বরে সে মূচ্ছিত হইয়া পড়ে। জ্ঞতপ্রেম যেন হৃন্দরী প্রাণ তাগ করিবে। দৈববলে তোমার প্রেমরসের আশায় সে এখনও বাঁচিয়া আছে। গোবিন্দদাস তোমার যশ গান করিবে (যদি তুমি শ্রীরাধাকে বাঁচাও)।

১৪২

জয়জয়ন্তী

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| মুদির-মরকত                    | মধুর মুরতি   |
| মৃগধ মোহন ছান্দ।              |              |
| মল্লি-মালতি-                  | মালে মধুমত   |
| মধুপ <sup>২</sup> মনমথ-ফান্দ। |              |
| শ্রাম হৃন্দর                  | হৃদয়-শেখর   |
| শরদ-শশধর হাস।                 |              |
| সদে সবয়স                     | স্ববেশ সম-রস |
| সতত স্বধময় ভাষ।              |              |
| চিকণ চাঁচর                    | চিকুর চুখিত  |
| চারু চন্দ্রক পাতি।            |              |
| চপল চমকিত                     | চকিত চাহনি   |
| চীত চোরক ভাতি।                |              |
| গিরিক গৈরিক                   | গোরজ গোরচন   |
| গন্ধ-গরভিত বাস।               |              |

গোপ গোপন

গরিম গুণ-গান

গাওয়ে<sup>৩</sup> গোবিন্দদাস।

সা. প (১)—১৯, ক. বি. ২২৫৭

স ২৫০, তর ১০০৮, ২৪২৩  
কী ৪৭

পাঠান্তর—তর (১) মধুকর (২) মত্ত (৩) গাওত।

শব্দার্থ—মুদির—মেঘ। মল্লি—মল্লিকা। হৃদয়—  
সুগঠিত, হৃন্দর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্তি মেঘবর্ণের মরকতের মতন। তাহার শোভা সকলকে মোহিত করে। গলার মালায় মল্লিকা ও মালতী, তাহাতে মধুমত্ত মধুকরগণ রহিয়াছে; যেন উহা মন্থকের ফাদ। হৃন্দরশ্রেষ্ঠ শ্রামহৃন্দরের হাসি যেন শরৎকালের শশধরের জ্যোৎস্না। তাহার সঙ্গে সমান বয়সের স্ববেশ ও সমভাবাপন্ন বালকেরা রহিয়াছে। তাহার কথা সব সময়ই স্বধময়। তাহার কুঞ্চিত কেশ চুপন করিয়া যেন হৃন্দর চন্দ্রপংক্তি রহিয়াছে (কপালে চাঁদ নামক অলঙ্কার)। তাহার চকল ও চমকিত চাহনি দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি চিত-চোর। তাহার বস্ত্রে গিরির গৈরিক রং; গোদুলি ও গোবোচনার সুগন্ধ। গোবিন্দদাস গোপের শ্রেষ্ঠ ও গোপন গুণ গান করিতেছে।

১৪৩

সুহই

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| মদনমোহন-           | মুরতি মাধব    |
| মধুর মধুপুর তোহই।  |               |
| মৃগধ মাধবি         | মানি-মানদ     |
| মিছই মাধব জোই।     |               |
| মিলল মধুশুভ        | মল্লি মুকুলিত |
| মজু মাধবি-কুত।     |               |
| মেলি মধুকরি        | মুখর মধুকর    |
| মাতি মধু পিবি গুত। |               |
| মিহিরজা-মুছ-       | মন্দ-মাকত     |
| মনই মনসিজ-শাতি।    |               |



মহাগ মলয়জে      মুরছি মানিনি  
মহি মাধা গড়ি যাতি ।  
মহামণিময়      মহগমওলে  
মলিন মুখ-অরবিন্দ ।  
মরমে মৃগয়তি      মৃদির-মনোহর  
মোহিত দাস গোবিন্দ ।

সি. প. (১)—২৩৮, ক. বি.  
২৪২৮

স ৩২১, তর ১৭২২

শঙ্কার্থ—তোই—তোমাকে, তুমি। মাধবী—  
(এখানে) শ্রীরাধা। মারগ—মার্গ, পথ। জোই—  
চাহিয়া থাকে। মিহিরজা—স্বথাক্ষা যমুনা। শান্তি—  
শান্তি। মহি মাধা—মাটির মধ্যে। মহগ—মহার্য,  
মহামূল্য। মৃগয়তি—অতুসন্ধান করে।

ব্যাখ্যা—মদনকে মোহিত করিতে পারে এমন মূর্তি-  
ধারী মাধব! তুমি মধুর মধুপুরে বসিয়া আছ। আর  
ওদিকে তোমার মুখা মাধবী শ্রীরাধা ভাবিতেছে তুমি বুঝি  
তাঁহার মান রাখিবে, তাই সে তোমার পথের পানে বৃথাই  
চাহিয়া আছে। বদন্তকতু আসিল; সুন্দর মাধবীকৃষ্ণ  
মল্লিকামূল মুকুলিত হইল। ভ্রমর ভ্রমরী গুণ গুণ করিয়া  
গান করিতে করিতে মুখর হইয়া মধুপান করিয়া মত্ত  
হইয়াছে। যমুনার মুহুমন্দ বাতাসকেও শ্রীরাধা মদনজনিত  
শান্তি বলিয়া মনে করে। কোমল চন্দনে মানিনী মুচ্ছা  
যায় ও ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়। বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার-  
সমূহের মধ্যে তাঁহার মুখকমল মলিন হইয়া রহিয়াছে। সে  
জলদসুন্দর তোমাকে অন্তরে খুঁজিতেছে। গোবিন্দদাস  
এই সব দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন।

১৪৪

মাধুর

মুখরিত মূলি-মিলিত মূখ-মোদনে  
মরকত-মুকুর মৈলান।

মানিনি-মান-মথন মুচুকাগনি  
মুনি-মানস মুরছান ।  
মাই মোহন-মুরতি মুরারি ।  
মনইতে মরমে মনোরথ-মাধুরি  
মনমথ-মন মথ মারি ।  
মুকুলিত মল্লি মধুর মধু মাধুরি  
মালতি-মধুল-মাল ।  
মন্দ-মকরন্দ-মুদিত মত্ত-মধুকর  
মণ্ডিত-মৌলি-মন্দার ।  
মাধহি মোর-মুকুট মল-মধুর  
মণি-মণ্ডল মন মান ।  
মঞ্জু-মঞ্জীর-মহিম মহিমাময়  
গোবিন্দদাস গুণ গান ।

সি. প. (১)—৩৮  
ক. বি. ৩৫০, কু. ৫

স ১৮১, তর ২৪২৬  
কী ৪৫

শঙ্কার্থ—মোদন—আনন্দ - উৎপাদন। মৈলান—  
মান। মুচুকাগনি—ঈশ্বর হস্ত। মোর-মুকুট—ময়ূরের  
মুকুট।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মুখরিত (শঙ্কায়মান) মূলসংযুক্ত  
মুখের আনন্দময় রূপে মরকত দর্পণ মান হয়। তাঁহার  
শ্রিতহস্ত মানিনীদের মান হটাইয়া দেয়, মুনিদের মনও  
মুচ্ছিত করে। 'ওগো মা কোথা যাব! মুরারির মোহন  
মূর্তি মনে জাগিতেই মন মথিত হয়, সেই মূর্তির মাধুর্য  
মগ্নমগ্নে পরাভূত করে। তাঁহার গলে মুকুলিত  
মল্লিকা ও মধুমালতীর সুন্দর মালা। তাঁহার চূড়ায়  
(মৌলি) পুষ্প-মধুপানে অলস ও হর্ষযুক্ত মত্ত মধুকর  
শোভিত পারিজাত কুসুম ( মন্দিরালগ্ন্যমুষ্করার্থাঃ নিশ্চলৈ-  
রকরনেন পুষ্পরসেন মুদিতৈ ইষিতৈর্মত্তমধুকরৈর্মণ্ডিতঃ  
মৌলি-সম্বন্ধি মন্দারঃ পারিজাতকুসুমঃ যন্ত স তথা )।  
তাঁহার মাথায় ময়ূরের মুকুট। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাথায়  
স্থান পাইয়াছে এই গর্ভে মত্তর মণির দ্বারা উহা শোভিত।  
সুন্দর (মঞ্জু) নৃপুয়ের (মঞ্জীর) মহিমায় গৌরবযুক্ত  
গোবিন্দদাস গুণ গান করিতেছেন।



১৪৫

শ্রীরাগ

রীতলি রাজ-নগর মাহা তোই ।  
 বদ্বিগিসঙ্গে বদ্বৈ মন মোই ॥  
 রসময় রাস-রসিক ব্রজ-নারি ।  
 বোই বোই তুয়া পন্থ নেহারি ॥  
 বাধা-রমণ রতন তুহঁ দুর ।  
 রবিজা-বোধে রমণিগণ বুর ॥  
 বাকা-রজনি রজনী-কর-জাল ।  
 বোই বোই বোলত মরমক শাল ॥  
 ক্ষতুপতি-রাতি দিনহিঁ দিন-হীন ।  
 রসবতি জীবয়ে কৈছে রস বীন ॥  
 রতিপতি-বোধে রহিত রস-বেশ ।  
 রূপ নিরূপম রহ অবশেষ ॥  
 রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস ।  
 রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪৪৩

স. ৩৩২, তরু ১৮২৫

শঙ্কার্থ—রীতলি—ফুট হইয়া । রাজ-নগর—মধুপুর ।  
 তোই—তোমাকে । মোই—মোহন করিয়া । রবিজা—  
 সূর্যতনয়া যমুনা । বোধে—তীরে । বাকা—পুর্ণিমা ।  
 শাল—শল্য, ব্যথা । দিন—দীন । বীন—বিনা । বোধে—  
 বোধে ।

ব্যাখ্যা—তুমি রাজধানী মধুপুরে বদ্বিগীদের সঙ্গে মন  
 মাতাইয়া ক্ষুণ্ণিতে আছ । হে রাসরসিক রসময় ! এদিকে  
 ব্রজনাদী কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার পথপানে চাহিয়া  
 আছে । হে বাধারমণ ! হে রত্নধর ! তুমি দূরে রহিয়াছ,  
 আর যমুনার তীরে রমণীরা কান্দিতেছে । তাঁহারা পুর্ণিমা-  
 রাত্রির চন্দের কিরণজালকে কান্দিয়া কান্দিয়া মথুর  
 বেদনা জানাইতেছেন । বসন্তের রাত্রি আজ নিতাস্তই  
 দীনহীন বোধ হইতেছে । প্রেমরস বিনা রসবতী কিরূপে  
 জীবনধারণ করিবে ? রতিপতি মদনের বোধে পড়িয়া  
 শ্রীবাধা আজ কোন বেশভূষা করা ছাড়িয়া দিয়াছেন ;  
 কেবলমাত্র তাঁহার অতুলনীয় রূপটুকুই অবশিষ্ট আছে ।

গোবিন্দদাস জিহবার রুচিকর, কর্ণের আমনজনক স্বন্দর  
 পদ রচনা করিতেছেন ।

১৪৬

বনাবরি রাগ

ললিত কমল ফুল বালা ।  
 লাগল বিরহক জালা ॥  
 লীলা লাভণি পোই ।  
 লোর লহরি ভবে বোই ॥  
 লালন কি বলব আন ।  
 ললনা কঠিন পরান ॥  
 লোক লাজ ভয় ছোড়ি ।  
 লুড়ই মহীতলে গোরি ॥  
 ললিত ললিত স্বরে রামা ।  
 লেগয়ে মধুর তুয়া নামা ॥  
 লোচনে নিমিখ নিঝাই ।  
 লোলি পড়লি মুরছাই ॥  
 লহ লহ বহত নিশাস ।  
 লখতহি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৭০

স. ৩০৮

পাঠান্তর—সা. প. পুথিতে প্রথম চরণ—লুনিক  
 পুতলী সম বালা । (১) লপই [ অর্থাৎ আলপই ] মধুর  
 তুয়া নামা ।

শঙ্কার্থ—ললিত—সুন্দর । বোই—খোয়াইয়া । লোর  
 —অশ্রুজল । লালন—আদরের পাত্র । লুড়ই—লুটাইতেছে ।  
 নিঝাই—বন্ধ করিয়া । লোলি—চঞ্চল । লখতহি—লখ্য  
 করে ।

ব্যাখ্যা—সেই বালা দেখিতে যেন একটা সুন্দর কমল  
 ফুল । তাহার বিরহজালা উপস্থিত হইল । সে লীলা ও  
 লাভণ্য সব হারাইয়া অশ্রুজলের প্রবাহে কান্দিতেছে । হে  
 আদরের পাত্র শ্রীকৃষ্ণ ! কি আর বলিব, নাতীর কঠিন  
 প্রাণ ( তাই সে এখনও মরে নাই ) । লোকলজ্জার ভয়



ছাড়িয়া সেই গৌরী এখন মাটিতে লুটাইতেছে। সে কেবল মধুর স্বরে তোমার মধুর নাম লইতেছে। চোখের নিমেষ বন্ধ হইয়া সেই চকলা মুচ্ছিত হইতেছে। তাহার নিঃশ্বাস যে অল্প অল্প পড়িতেছে তাহা গোবিন্দদাস লক্ষ্য করিতেছেন।

১৪৭

কামোদ

শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী

শোহন স্বরত-সন্দেশে।

স্বর-শর-সম শর শশিকর-শীকর

সহই স্বতন্ত্র-তন্ত্র শেষে।

শুন শুন শ্রাম সকল গুণবস্ত।

শুধই সন্ধ্যাদে কি সুমুখি সন্ধ্যোধন

সুখময় সময় বসন্ত।

শীতল স্বরভিত সরস সমীরণে

সতত সস্তাপই গাতে।

স্বপন-সমাগম সাধে সুধামুখি

শুতই সরসিজ-পাতে।

সখিনি-সমাজে সাজ সঞ্চে সো ধনি

সগরিহ শরবরি জাগে।

সোঙরি স্বনেহ সোহাগিনি সংশয়

গোবিন্দদাস-দ্রিষ্টি আগে।

ক. বি. ২৪২৫

স. ৩১৮, তর ১৭১৭

শব্দার্থ—শোহন—শোভন, সুন্দর। স্বরত-সন্দেশে—সন্তোগ-বিলাসের কথা। স্বতন্ত্র-তন্ত্র—সুন্দরদেহ। শীকর—কণা। গাত—গাত্র।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী রাধা তোমার সুন্দর সন্তোগ-বিলাসের আলোচনা করিয়া শীতল কাটাইল। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে সুন্দরদেহা শ্রীরাধার তন্ত্র মদনের শবের জ্বাব (দাহজনক) শরদ্রুপ চন্দ্রকিরণের কণাসমূহকে সঙ্গ করিতেছে। হে সকল গুণবস্ত শ্রাম, শুন। বিজ্ঞানসা করি, এই সুখময় বসন্তসময়ে কি সংবাদ দিয়া সুমুখীকে

প্রবোধ দিব? বসন্তের শীতল, সুগন্ধ ও সরস বাতাস তাহার অঙ্গকে সন্তপ্তই করিতেছে। সে যে একটু পদ্মপত্র শয়ন করে, তাহাও এই আশায় যে একটু নিদ্রা আসিলে যদি তাহার মধ্যে স্বপ্নে তোমার সমাগম ঘটে! কিন্তু নিদ্রা তাহার আসে না। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রজনীই সখীদের মধ্যে সেই সুন্দরী গোবিন্দদাসের দৃষ্টির সামনে জাগিতেছে। তোমার প্রেম স্বরণ করিয়া তোমার সোহাগিনীর জীবন-সংশয় হইতেছে।

১৪৮

তথা রাগ

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।

হরি-মণি হেরি মঘনে জল খলই।

হিমকর-কিরণহিঁ সো তন্ত্র দহই।

হা হা শশি-মুখি কত দুখ সহই।

হলধর-সোদর কিয়ে তুঁহ ভোরি।

হেলে হারায়লি হিরণময়ি গোরি।

হরিণ-নয়ানি অবধি-দিন গণই।

হেরইতে পশু নিমিখ যুগ মনই।

হিয় মাহা নেহ মরম কাহা কহই।

হরি হরি বোলি মুরছি মাহি রহই।

হসি হসি হরখে হরখে খেণে উঠই।

হেমক পুতলি মহীতলে লুঠই।

হরল গেয়ান তোহারি অভিলানে।

হোত কি না বুকল গোবিন্দদাসে।

না. প. (১)—২৭২, সা. প. ১২০

স. ৩৪৪, তর ১৯২০

—২৩

শব্দার্থ—হরি-মণি—হরিশ্রী, পায়া। খলই—পতিত হয়।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সোনার হার আর বুক ধারণ করেন না। হরি-মণি বা পায়া দেখিয়া (তোমার সহিত নাম সাদৃশ্যে) তাহার চোখ দিয়া অনবরত জল পড়ে। চন্দ্রের কিরণও তাহাকে দগ্ধ করে। হায় হায়, চন্দ্রবদনী



কত দুঃখ আর সহ্য করিবে। হে হলধরের ভাই! তুমি কি মত্ত হইয়াছ! ( বলদেবের মত্ততা সুপ্রসিদ্ধ )। তুমি হেলায় হিরণ্যগৌরীকে হারাইলে। সেই হিরণ্যনয়নী তোমার প্রতিশ্রুত অবধি-দিন গণনা করে; তোমার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া এক নিমেষকে এক এক যুগ করিয়া মানে। হৃদয়ের মধ্যে প্রেম; মর্ষের কথা কাহাকে বলা যায়? সে হরি হরি বলিয়া ভূমিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। কণে কণে হাসিতে হাসিতে আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বসে; কেবল সেই সোনার পুতুল মাটিতে লুটায়। তোমার সহিত মিলনের অভিলাষে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল কিনা গোবিন্দ-দাস বুঝিয়া দেখে।

## বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ

১৪৯

বিভাস

দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই।  
তেজোময় বালক ত্রিজগত-পালক  
কি কহব তপের বড়াই ॥  
পিঙ্কন বসনে রানী মুখানি মুছায়ই  
বীজ্ঞন করয়ে মুখ-ইন্দু।  
সরোরুহ-লোচন কাজরে স্বজিত  
ভালে শোভে গোরোচনা-বিন্দু ॥  
সেবহঁ চতুর্গুণ শিব শুক নারদ  
যছু পদ অমুখন ভাবি।  
সো পছঁ গোণ্ডারিক চরণে লুঠই  
রোয়ত ছুধকি লাগি ॥  
চরণাঘাত করি ফিরি ফিরি গীরত  
মিনতি লাথ লাথ বেরি।  
গোবিন্দদাস কহ কোই নাই সমুঝাই  
আপছি আপরসে ভোরি ॥

শঙ্কার্থ—কি কহব তপের বড়াই—নন্দযশোদার তপস্তার কত বল যে এমন ত্রিজগৎপালক পুত্র পাইয়াছিল। পিঙ্কন বসনে রানী—নিজের পরনের কাপড় দিয়া। সরোরুহ-লোচন—কমললোচন। সেবহঁ চতুর্গুণ শিব শুক নারদ যছু পদ প্রভৃতি—ঐহার ত্রিচরণ সতত ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা, শিব, শুক ও নারদ সেবা করেন। গোণ্ডারিক—গ্রাম্য বালক। গীরত—পড়িয়া যায়।

১৫০

ভুড়ী

গোষ্ঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর।  
জননী-বিরচিত বেশ উজোর ॥  
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।  
পাছে ব্রজ-বালক হৈ হৈ বলিয়া ॥  
সম-বয় বৈশ সবহঁ করি ছান্দ।  
রাম-বামে চলু শ্যামর-চান্দ ॥  
মউর-শিখণ্ড চুড়ে বলমলিয়া।  
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥  
শির পর ছান্দ অধর পর মুরলি।  
চলইতে পথে করয়ে কত ঘুরলি ॥  
কটি-তটে পীত পটাবর বলিয়া।  
মধুর-গতি চলু গজবর জিনিয়া ॥  
মণি-মঞ্জির বাজত রুণিঝুনিয়া।  
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি ধনিয়া ॥

মা. প. (২)—৪৯, গো ২৭  
ক. বি. ১৫

ম. ৪১১, তু. ১০৬৩, কী ২২৭  
সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় পৃ: ১৪২

পাঠান্তর—ক. বি. আবহু—

শিখা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আড়িয়া।  
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লইয়া ॥

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে ইহার পর—

চলিতে চরণচিহ্ন পদ পড়ি যায়।  
লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে যায় ॥



পীত পটাস্বর কটিতে বসিয়া ।

গোবিন্দদাস বলে ধনি ধনি ধনিয়া ॥

শঙ্কার্থ—বিজাই—গমন করিতেছে । ছান্দ—শোভা । ক. বি. ২৩৮৩

শির পর ছান্দ—মাথার উপর বন্ধন ( চূড়া ) । ঘুরলি—  
অভ্যাস, পুনঃপুনঃ সাধন ।

ব্যাখ্যা—ব্রজরাজের কিশোরকুমার গোষ্ঠে যাইতে-  
ছেন । তাঁহার জননী তাঁহার উজ্জ্বল বেশ পরাইয়া  
দিয়াছেন । আগে আগে কত গোধন চলিতেছে । পাছে  
পাছে ব্রজবালকেরা হৈ হৈ করিয়া আসিতেছে ; তাহাদের  
শ্রীকৃষ্ণের সমান বয়স ও বেশের শোভা । বলরামের  
বামে শ্রীমচ্ছত্র চলিতেছেন—তাঁহার মাথায় ময়ূরের  
পুচ্ছের চূড়া বলমল করিতেছে । মণিময় কুণ্ডল গণ্ডদেশে  
টলমল করিতেছে । মাথায় চূড়া বাঁধা ; মুখে মুরলী ;  
পথে যাইতে যাইতে মুরলী বাজানো অভ্যাস করিতেছেন ।  
তাঁহার কটিতে পীতবর্ণের বেশমী বস্ত্র ; তিনি গজরাজের  
গতি জিনিয়া মধুর গতিতে চলিতেছেন । মণিময় নুপুর  
ঝঙ্ঝঙ্ঝ বাজিতেছে । গোবিন্দদাস ধন্ত ধন্ত বলিতেছেন ।

১৫১

গৌরী আরাধন ছলে চলু কাননে

জটিল আদেশ পায়ে ।

নানা উপহার সখিগণ লেগল

হরষিতে সন্তে চলি যায় ।

অন্দরী উপনীত বসুনাক তীরে ।

নব নিকুঞ্জে কুসুম সব বিকশিত

মধুলই বহই সমীরে ॥

তুয়া আমোদে মাতি প্রবেশল কুঞ্জে

বাঁহা সখিগণ মেল ।

কুসুম উঠায়ত সন্তে বন বিহবত

করতহি কোতুক বোল ॥

ঐচ্ছন সময়ে আসি বরনাগর

দেখল কুসুমবিলাস ।

ক. বি. ২৩৮৪

ব্যাখ্যা—( গোপীয়া ফুল তুলিয়াছে দেখিয়া ) কালিয়-  
দমনকারী কানাইয়ের মুখে কুটিল হাস্য দেখা দিল ।  
কালিন্দীর কূলে রাত্রিকালে রাস করিবার ইচ্ছা হইল ।  
হে হরিচন্দনবর্ণা অন্দরি ! কোন্ ফুলগাছ হইতে এত ফুল  
তুলিয়া নষ্ট করিলে ? তুমি বনের মধ্যে কেন আসিলে ?  
চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া আমার যুগলকররূপ সর্প  
তোমার বৃকের মধ্যে প্রবেশ করিবে । তাহার নথের বিষ-  
দংশনে তুমি দগ্ধ হইবে, উহার বিষে জ্ঞান হারাইবে ।  
আর ভূজঙ্গ ( এক অর্থে সর্প, অগ্ন অর্থে লম্পট ) তাহার  
বজ্রিশি দাঁত দিয়া তোমার অধর দংশন করিবে—তুমি  
মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে । সর্পের গর্জন শুনিয়া  
তোমার সখীরা সব দূরে পলাইবে । গোবিন্দদাস

১৫২

কালিয়অঙ্গন কান কুটিল হাস

কালিন্দি কুল নিশি রাস ।

হরিচন্দনী ধনি কোনহি গাছসে

কুসুম কয়লি সব নাশ ॥

অন্দরি কাহে আয়লি বন মাহ ।

চন্দন সৌরভে মনু করয়ুগবর

প্রবেশব তুয়া হিয়াছাহ ॥

নথর বিষ দংশ তুহে দগধব

বিষ জ্ঞান হরবি গেঞান ।

দশন ছিযোড়শ ভূজঙ্গ অধরে দানব

মুর্ছি পড়বি মহি ঠাম ॥

তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব

অহিগণ গরজন শুনি ।

গোবিন্দদাস কহে সামাল গাওরিরাজ

সাজি যায়ল গরবিনি ॥



বলিতেছেন, কিন্তু হে গোবিন্দ! তুমি সাবধান হও। (৭) গণ্ডমুকুরে (তরু), গণ্ডমুগল উজ্জিয়ার (স) (৮) জগ-  
গববিণী রাধা ওঝা (পারুড়িরাজ) সাজিয়া যাইতেছে—মনমোহন (স)।  
সে সাপকে দমন করিতে জানে।

১৫৩

কানাড়া বা গৌরী

গৌ-খুর-ধূলি উছলি ভরু অধর  
ঘন<sup>১</sup> হাথা রব হৈ হৈ রাব।  
বেণু-বিষাণ- নিসান সমাকুল  
সহে রদে<sup>২</sup> কত সহচর ধাব।  
বন সঞ্চে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।  
জলদ হেরি জহু হরষিত চাতকি<sup>৩</sup>  
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে।  
কুটিল অলককুল গোবজ-মণ্ডিত  
বর্হা-মুকুট মনোহর<sup>৪</sup> ভাতি।  
বিপিন-বিহারি ছরম ঘরমাইত  
ঝামর নিল উতপল<sup>৫</sup> দল কাতি।  
কিশলয়-বলিত ললিত মণি-কুণ্ডল<sup>৬</sup>  
মণ্ডিত গণ্ডমুকুর উজ্জিয়ার<sup>৭</sup>।  
গোবিন্দদাস পছ নটবর-শেখর<sup>৮</sup>  
হেরইতে জগ ভরি মদন-বিধার।

ক. বি. ৩৫১, ক. বি. ২৯১১, ব ১ (৩৮)

স ৩৫২, তরু ১৩১৮

একাদশ পদের অষ্টত্রিংশ পদ, রাধা ৩২

পাঠান্তর—ক. বি. ২৯১১ এর আরম্ভ—

বল সঞ্চে গিরিবর ঘরে আওল।  
জলদ হেরি জহু হরষিত চাতক  
ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওল।

এখানে “বল সঞ্চে” অর্থ বলদেবের সঙ্গে। তরুর  
পাঠে “বন সঞ্চে” অর্থ বন হইতে।

(১) ঘনহ (তরু) (২) সব (তরু) (৩) তৃষিত চাতকী (স)  
(৪) ছান্দ (স ও তরু) (৫) মুখচান্দ (তরু); নীল উতপল  
চান্দ (স) (৬) সরস কপোলে দোলত মণিকুণ্ডল (স)

১৫৪

সুন্দর জামর অঙ্গ।  
রঙ্গ পটাদর হার মনোহর  
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ।  
নব নব পল্লব- গুচ্ছ স্তম্ভিত  
চূড় শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।  
মকরাকৃতি কুণ্ডল দোলত হেরইতে  
মুখি পড়ল কত কাম।  
নবকুল মাল বিরাজিত উরপর  
কিঙ্কিণী বধরনি নুপুর পায়।  
গোবিন্দদাস পছ জগমনমোহন  
ব্রজযুবতী মন হরএ চিত লাএ।

সং ১০৭

শঙ্কার্থ—চূড় শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম—ময়ূরের পাখার  
চূড়ায় নবপল্লবের মালা ঘিরিয়া দেওয়া হইল। উরপর—  
বক্ষের উপর।

১৫৫

গৌরী রাগ

সন্ধ্যাসময় গৃহে আওল যত্নপতি  
যশোমতি আনন্দচীত।  
প্রদীপ জারি ধারি পর ধরলহি  
আরতি করি কত গাওত গীত।



বলকত ও মুখচন্দ্র ।

ব্রজরমণীগণ চৌদিগে বেড়ল

হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ ।

ঘণ্টা তাল মুদঙ্গ বাজাওত

সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার ।

বরষত কুসুম দেবগণ হরষিত

আনন্দ জগজন নগর বাজার ।

শ্রামর অঙ্গে মনোহর মূরছিত

বলি বনমালী আছান বিরাজ ।

গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে

সংশয় ঘোবনে পড়লহি বাজ ।

সং ১০৮

## শ্রীকৃষ্ণের রূপ

১৫৬

শ্রীরাগ

স্বরপতি ধরুকি শিখণ্ডক চড়ে ।

মালতি-সুরিকি বলাকিনী উড়ে ।

ভালে কি ঝাপল বিধু আধ খণ্ড ।

করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ।

ও কি শ্রাম<sup>১</sup> নটরাজ ।

জলদ-কল্লতরু তরুণি-সমাজ<sup>২</sup> ।

কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ ।

মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ।

হাসকি স্বরয়ে অমিয়া মকরন্দ ।

হারকি তারক দোতিক ছন্দ<sup>৩</sup> ।

পদতল খুলল-কমল অহরাগ<sup>৪</sup> ।

তাহে কলহংসকি<sup>৫</sup> নূপুর জাগ ।

গোবিন্দদাস কহ কিয়ে মতিমস্ত<sup>৬</sup> ।

ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ।

পাঠান্তর—(১) বিদুয়ার খণ্ড (কী) (২) রাজে (কী)

(৩) জলদকলপ তরুণিসমাজে (কী) (৪) জ্যোতিক ছন্দ

(কী) (৫) পদতল খলকি কি কমল ঘনরাগ (কী) (৬)

কলহংসক (সমুদ্র) (৭) গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমস্ত

( তরু )

শব্দার্থ—স্বরপতি ধরু—ইন্দ্রধরু, রামধরু । সুরি—

চুড়ার মাল্য । ঝাপল—ঢাকিল । খুরলি—অভ্যাস । ছন্দ

—শোভা ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের চুড়ায় কি ইন্দ্রধরুর

উদয় হইল ! ঐ চুড়ায় যে মালতীর মালা রহিয়াছে তাহা

দেখিয়া মনে হইতেছে যেন বকী উড়িতেছে । কমল

দেখিয়া মনে হয় যেন সেখানে চাঁদের আধখানা উদ্ভিত

হইয়াছে । বাহু দেখিয়া প্রাণ জাগে ও কি হস্তীর

শুণ্ড ! শ্রাম নটরাজ যেন তরুণীদের মধ্যে কল্লতরু মেঘের

মতন উদ্ভিত হইয়াছেন—তাহাদের সকল বাসনা রসধারা-

সিঞ্জে পূর্ণ করিতে পারেন । তাঁহার করপল্লবে কি

বস্ত্রিমাভ অরুণের বিকাশ হইয়াছে ! তিনি যে মুরলি-

বাদন অভ্যাস করেন তাহা শুনিয়া মনে হয় যেন চাতকের

ধ্বনি শুনিতেছি । হাসিতে কি অমৃত ঝরে, না, মধু ঝরে !

তাঁহার গলার হারে কি তারার জ্যোতির শোভা !

পদতলে কি সুন্দর স্থলকমলের গাঢ় রং ! পায়ের নূপুর-

ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় যেন কলহংসের ডাক শুনিতেছি ।

গোবিন্দদাস বলেন এই রূপ দেখিয়া মতিমান্ ব্রাহ্মণ

( কবি ) রায় বসন্ত ভুলিলেন ।

১৫৭

তথা রাগ

আজু বিপিনে যাওত<sup>১</sup> কান

মুরতি মুরত কুসুম-বাণ

জহু জলধর কচির অহ

ভঙ্গি-নটবর শোহনি<sup>২</sup>

ইষত হাসিত বয়ন-চন্দ<sup>৩</sup>

তরুণি-নয়ন-মরন<sup>৪</sup> ফন্দ



বিশ্ব-অধরে মুরলি-গুরলি  
 ত্রিভুবন-মন-মোহনি\* ॥  
 কুহুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ  
 চৌদিগ ভ্রমর ভ্রমরি গুঞ্জ  
 পিঙ্ক-নিচয়-রচিত-মুকুট  
 মকর-কুণ্ডল ভোলনি\* ।  
 চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোঁর  
 মঘন ধাতুত অবণ-ওর  
 গীম শোহত রতন-রাজ  
 মোতিম-হার লোলনি ॥  
 কটি পিত-পট\* কিকিনি-বাজ  
 মদগতি\* অতি কুঞ্জর-রাজ  
 জাহ্নু-লম্বিত কদম্ব-মাল  
 মত্ত মধুকর ভোরনি\* ।  
 অরুণ-বরণ চরণ-কঙ্ক  
 তরুণ-তরণি-কিরণ-গঞ্জ  
 গোবিন্দদাস-হৃদয় রঞ্জ  
 মঞ্জু মঞ্জির বোলনি ॥

স. প. (১)—৩৭, ক. বি. ২২৫৪ তরু ১০০২, নং ২২৪, কী ৩২

পাঠান্তর—সং—(১) আওত (২) শোহনী (৩)  
 হসিতমন্ম বয়নচন্দ্র (৪) বয়ন (৫) বিশ্ব (৬) মোহিনী  
 (৭) দোলনী (৮) পীতধটি (৯) মদময়গতি (১০) জোরনী ।  
 শব্দার্থ—কুহুম-বাণ—মদন । শোহনি—শোভমান ।  
 ফন্দ—ফাঁদ । মুরলি-গুরলি—মুরলী অভ্যাস বা আলাপ ।  
 চিকুর—কেশ । অবণ-ওর—কানের দিকে । গীম—গ্রীবা ।  
 কুঞ্জররাজ—গজশ্রেষ্ঠ । কঙ্ক—পদ্ম ।

ব্যাখ্যা—আজ মৃতিমান মদনস্বরূপ কানাই বিপিনে  
 যাইতেছেন ; হৃদয় মেঘের মতন তাঁহার দেহের বর্ণ ;  
 তাঁহার নটবরভঙ্গী অত্যন্ত শোভাময় । তাঁহার চন্দ্রবদনে  
 স্থিতহাস্ত যেন তরুণীদের নয়ন ও মরণের ফাঁদস্বরূপ ; বিশ্ব-  
 তুল্য অধরে মুরলী-বাদন ( বাদনের অভ্যাস ) ত্রিভুবনের  
 মন মোহিত করে । তাঁহার কেশরাজীতে কুহুম শোভা  
 পাইতেছে ; তাঁহার চারিদিকে ভ্রমর ও ভ্রমরী গুঞ্জর  
 করে । ময়ূরপুঞ্জসমূহ দ্বারা রচিত মুকুট ও মকরকুণ্ডল

হুলিতেছে । তাঁহার আকর্ষণবিস্তৃত চঞ্চল চক্ষুদ্বী দেখিয়া  
 খঞ্জনযুগলের কথা মনে পড়ে ( চক্ষু যেন ক্ষতবেগে কর্ণের  
 দিকে ধাবিত হইতেছে ) । তাঁহার গলায় রত্নরাজীশোভিত  
 মোতির হার হুলিতেছে । কটিতে পীতবাস ও কিকিনী ।  
 তাঁহার গতি মদমত্ত হস্তীর মত । আজ্ঞাহুলদিত কদম্বের  
 মালাব পাশে মত্ত মধুকর ঘুরিতেছে । অরুণবর্ণের চরণ-  
 কমল তরুণ সূর্যের কিরণকে গহনা দেয় ; হৃদয় নৃপুত্রের  
 ধনি গোবিন্দদাসের হৃদয় রঞ্জন করিতেছে ।

১৫৮

সিন্ধুড়া

অরুণ-গঞ্জন জগজ্জনবরুণ  
 জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা ।  
 অরুণাকরণ থল- কমলদলারুণ  
 মঞ্জির-বজ্রিত-চরণা ॥  
 দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে ।  
 শুধই স্থধা-রস হাস বিকাসিত  
 চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥  
 ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন  
 লোচন মনসিজ-কান্দে ।  
 ভাও-ভুজগ-পাশে বাহুল কুলবতি  
 কুল-দেবতি মন কান্দে ॥  
 ভ্রমর-করদিত জাহ্নু-বিলম্বিত  
 কেলি-কদম্বক মাল ।  
 গোবিন্দদাস-চিত্তে নীতি নীতি বিহরই  
 ঐছন মুরতি বসাল ॥

স. প. (১)—২০, ক. বি. ৩০৮

স ২২, তরু ২৪১২, কী ৩১

ব্যাখ্যা—অরুণকেও গঞ্জন দেয় এমন মেঘবাণির  
 বর্ণকে জিনিয়া তাঁহার ভুবনমোহন বর্ণ । তাঁহার চরণ  
 তরুণ অরুণ ও স্থলকমলদলের মতন রত্নবর্ণ, উহাতে আবার  
 নৃপুত্র পরা । সখি, দেখ নাগরশ্রেষ্ঠ বিরাজ করিতেছেন ।  
 তাঁহার হাসিতে যেন বিস্তৃত স্থধারস করিয়া পড়িতেছে ; চন্দ্র



সেইজন্ত লক্ষ্য মলিন হইল। শ্রেষ্ঠ কমলেরও গর্ভধরকারী  
তাঁহার নয়ন যেন মগ্নের ফাঁদ। অরূপ নাগপাশে  
কুলবতীকে বাঁধিয়া ফেলিল, তাই কুলদেবতার মন  
কাঁদিতোছে। তাঁহার গলার কেলিকদম্বের মালা আজ্ঞাহ্র-  
লম্বিত ও তাঁহার পাশে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। গোবিন্দ-  
দাসের চিত্রে ঐরূপ রমাল মূর্তি নিত্য নিত্য বিহার  
করে।

১৫৯

সারঙ্গ

মরকত-মঞ্জু-মুকুর-মুখ-মণ্ডল  
মুখরিত-মুরলি-হুতান।  
শুনি পশু পাখি শাখি-কুল পুলকিত  
কালিন্দী বহই উজান।  
কুঞ্জে হৃন্দর শ্রামচন্দ্র।  
কামিনি-মনহি মুরতিময় মনসিজ  
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ।  
তহু তহু লেপন ঘনদারচন্দন  
মৃগমদ-কুঙ্কম-পঙ্ক।  
অলিকুল-চূড়িত অবনি-বিলম্বিত  
বনি বন-মাল বিটঙ্ক।  
অতি স্বকুমার চরণ-তল শীতল  
জীতল শরদরবিন্দ।  
রায়সন্তোষ-মধুপ-অহুসঙ্কিত  
নন্দিত দাস গোবিন্দ।

লা. প. (১)—২৭, ক. বি. ৪৫

তরু ২৪১৫, কী ৩৩, সমুদ্র ২৭  
গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৬, ৭ পৃ ৪

মন্তব্য—গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর  
ভণিতা মূলপাঠে দেওয়া হইল। কীর্ত্তনানন্দে “কত কত  
ভকত মধুপ অহুসঙ্কিত নন্দিত দাস গোবিন্দ” পাঠ  
আছে। উহাই বিকৃত হইয়া লহরীতে মুদ্রিত হইয়াছে—

কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত  
বিক্ত দাস গোবিন্দ।

লহরী হইতে মৈথিল গোবিন্দগীতাবলী ( ২৬ )তে ও  
শৃঙ্গার ভঞ্জনাবলীতে ( ২১২৬ ) অহুবাদ করা হইয়াছে।

‘কত কত মধুপ আনন্দিত বকি দাস গোবিন্দ।’

রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় মূলে প্রদত্ত ভণিতার  
ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—“‘কৈ গৈ বৈ শব্দে’  
ইত্যাদ্য ভাবে অনু। তেন সন্তোষগুণি যে মধু-  
পাত্তৈরর্থ্যং তৎসৌরভাকুট্টৈরধেধিতাঃ নন্দিতা আনন্দিতা  
দাসা দাসতুল্যা গোবিন্দা গোপা যেন স তথাভূতঃ।  
যদ্বা নন্দিত দাস ইতি পৃথক্ পদম্। গোবিন্দ ইতি  
গোপরূপঃ কোহমাবিতি ভাবঃ। পক্ষে শ্রীনরোত্তম-  
ঠাকুরস্তু ভ্রাতা শ্রীসন্তোষরায়নামাসীং তেন শ্রীরাধাকান্ত-  
নাম্নাঃ শ্রীমূর্ত্তৈবেতদ্রূপদর্শনং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-  
ঠাকুরায় তদ্বর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃত্য। অতস্তদ্রাম দত্তম্।”  
অর্থাৎ—‘কৈ গৈ বৈ শব্দে’ এই গণমুত্র অহুসারে শব্দার্থক  
বৈ ধাতুর উত্তর অনু প্রত্যয় দ্বারা ‘রায়’ পদটি সিদ্ধ হয়।  
রায় অর্থাৎ শব্দের দ্বারা সন্তোষিত করে যে মধুপগণ  
তাহাদিগের দ্বারা অর্থাৎ চরণকমলের সৌরভাকুট্ট ভ্রমরগণ  
দ্বারা অধেধিত ও নন্দিত কিনা আনন্দিত হইয়াছে দাস-রূপ  
গোবিন্দ কিনা গোপালগণ যৎকর্তৃক তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ।  
অথবা ‘নন্দিত দাস’ পৃথক্ পদও রাধা বাইতে পারে।  
অপর পক্ষে অর্থ—শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের  
ভ্রাতা; তিনি রাধাকান্ত নামক শ্রীমূর্ত্তির এই রূপ দর্শন  
করিয়া গোবিন্দকবিরাজ ঠাকুরকে উহা বর্ণনা করিতে  
অহুরোধ করায় কবিরাজ-ঠাকুর স্নিগ্ধ ভণিতায় সন্তোষ  
রায়ের নামটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শব্দার্থ—মঞ্জু—হৃন্দর। শাখিকুল—বৃক্ষসমূহ। তহু

তহু—প্রতি অঙ্গে। বিটঙ্ক—হৃন্দর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল হৃন্দর মরকতনির্ম্মিত  
দর্পণের দ্বারা; তাহাতে আবার মুরলীর হুতান বাজিতেছে।  
উহা শুনিয়া পশুপাখী ও বৃক্ষরাজী পুলকিত হইয়াছে;  
কালিন্দী উজান বহিতেছে। শ্রামচন্দ্র কুঞ্জে বিরাজমান।  
তিনি জগতের সকল লোকের নয়নের আনন্দবিধায়ক;  
তিনি কামিনীদের নিকট মূর্ত্তিমান্ মদনধরূপ। তাঁহার প্রতি  
অঙ্গে ঘন চন্দন, কুঙ্কম ও মৃগমদ লেপন করা হইয়াছে।



তাহার সুন্দর বনমালা ভূমি পর্য্যন্ত বিলম্বিত ও অলিকুলের দ্বারা চূড়িত। তাহার অতি সুন্দর চরণতল শীতল, উহা শোভায় শরতের কমলকেও পরাজিত করিয়াছে। সন্তোষ-রায় রূপ ভ্রমরের দ্বারা অহুস্কৃতি এই পদযুগল গোবিন্দ-দাসের আনন্দ বিধান করে।

১৬০

নটনারায়ণ

নবনীরদ তহু তড়িত লতা জহু  
পীত পতনি বনি ভাল।  
মালতি-বকুল- বলিত-অতি-আকুল  
মৌলি-মিলিত বন-মাল।  
পেখলু কালিন্দী-কুল-নিবাসি।  
হেলি কলপতরু তরুণী-মোহন  
বাওয়ে বিনদিয়া বাশি।  
মণিময় অভরণ নৃপুংসব রণবান  
মদন-মহুর গতি-ভাতি।  
গীম-বিভঙ্গিম নয়ন-তরঙ্গিম  
কত কুলবতি-মতি মাতি।  
কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু  
পাওয়ে সোই স্বজন।  
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ  
গোবিন্দদাস অহুমান।

মা. প. (১)—২২, মা. প. তরু ২৪১০  
(২)—পৃ ৩৫, ব ৪ ৬

পাঠান্তর—(১) শিবসিংহ (ব ৪ ৬)

শঙ্কার্থ—নবনীরদ—নূতন মেঘ। পতনি—উত্তরীয়।  
মৌলি-মিলিত—মাথায় লাগিয়া আছে। বাওয়ে—  
বাজায়। গীম-বিভঙ্গিম—গ্রীবার ভঙ্গি। বনি—সাজিয়াছে।  
ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ নূতন মেঘের মতন।  
তাহার পীত উত্তরীয় যেন বিদ্যুৎলতা; উহাতে তিনি  
ভাল সাজিয়াছেন। তাহার মাথার বনমালা মালতী,

বকুল প্রভৃতি যুক্ত। দেখিলাম সেই যমুনার তীরনিবাসী  
তরুণীমনোমোহন কল্লতরু হেলান দিয়া বিনোদিয়া বাশী  
বাজাইতেছেন। তাহার অঙ্গে মণিময় অলংকার; পায়ে  
নৃপুংসব রণবুজু বাজিতেছে; চলনভঙ্গি মদনের উদয়ে মধুর।  
তাহার গ্রীবার ভঙ্গি ও নয়নের তরঙ্গ কত কুলবতীর  
বুদ্ধিকে মাতাইল। কমলা তাহার চরণ সেবা করেন।  
তাহার চরণকমলের মধু যে পায় সেই স্বজন। রূপে  
নারায়ণতুল্য রাজা নরসিংহ বা শিবসিংহ এইরূপ একজন  
ইহাই গোবিন্দদাস অহুমান করেন।

মন্তব্য—নরসিংহ পুরুষপুত্রী রাজা ছিলেন। নরোত্তম  
ঠাকুর কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্ট করিতেছেন শুনিয়া  
ইনি সভাপণ্ডিত রূপচন্দ্র সরস্বতী ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে  
লইয়া খেতুরিতে তাহার সহিত বিচার করিতে যান।  
এদিকে নরোত্তমের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার ভ্রাতা  
গোবিন্দদাস কবিরাজ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে বণিক  
সাজাইয়া হাটে বসাইয়া দিলেন। রূপচন্দ্র যখন হাটের  
ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহার তাহার সহিত  
বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেন ও শাস্ত্রচর্চায় প্রবৃত্ত হন।  
তাহা দেখিয়া রূপচন্দ্র ভাবেন, যে গ্রামের সামান্য  
দোকানদাররাও এমন পণ্ডিত দেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি  
নরোত্তম যে অসাধারণ পণ্ডিত হইবেন তাহা নিশ্চয়।  
এই ঘটনা প্রেমবিলাসে (১২ বিলাস) বর্ণিত হইয়াছে।  
নরসিংহ নরোত্তমের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহ  
পাঠ এখানে প্রক্ষিপ্ত।

১৬১

কামোদ

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন  
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।  
জলদ-সুন্দর কদু-কদর  
নিন্দী সিদ্ধর-ভঙ্গ।  
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল-  
কুলজ-কামিনি-কন্ত।



কুহুম-রঞ্জন                      মঞ্জু-বঙ্গুল-  
কুঞ্জ-মন্দির সম্ভ ।  
গণ্ড-মণ্ডল                      বলিত কুণ্ডল  
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড ।  
কেলি-তাণ্ডব-                      তাল-পণ্ডিত  
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড ।  
কঙ্ক-লোচন                      কলুষ-মোচন  
অবণ-রোচন-ভাষ ।  
অমল-কোমল                      চরণ-কিশলয়  
নিলয় গোবিন্দদাস ।

স। প. (১)—৪৭, ক. বি. ৩৩৩  
পো ২৭, রা ২৭

সমুদ্র ১৩২, তরু ২৪১২  
কী ৩০

শব্দার্থ—কহু—শব্দ । কঙ্কর—গ্রীবা । সিদ্ধু—হস্তী ।

মঞ্জু—সুন্দর । বঙ্গুল—বেত । কঙ্ক—কমল । কলুষ—পাপ ।

ব্যাখ্যা—চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধকে নিন্দা করে এমন  
নন্দ-নন্দনের অঙ্গ—এত লাভাণ্যময় ও সুগন্ধি । তিনি মেঘের  
মতন সুন্দর । শব্দের দ্বারা তাঁহার গ্রীবা হস্তীর ভদ্রীকেও  
হারাইয়া দেয় । প্রেমে আকুল গোপকুলের গোপ-  
কামিনীদের তিনি কাষ্ট । তাঁহার বেতস-কুঞ্জমন্দির ফুলের  
দ্বারা সুশোভিত । তাঁহার গণ্ডমণ্ডলে কুণ্ডল ছলিতেছে  
আর চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ উড়িতেছে । তিনি কেলিতাণ্ডবে  
তাল দেওয়া বিহয়ে পণ্ডিত । তাঁহার বাহুদ্বারা দণ্ডও  
( লাঠি ) দণ্ডিত হয়—এমন সুদৃঢ় বাহু । তাঁহার নয়ন  
কমলতুল্য ; বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপবিনাশক ।  
তাঁহার চরণপল্লব নির্মল ও সুকোমল এবং গোবিন্দদাসের  
স্বাক্ষরস্থল ।

১৬২

সারঙ্গ

কুহুমিত-কুঞ্জ                      কলপতরু-কানন  
মণিময়-মন্দির মাঝ ।  
রাস-বিলাস-                      কলা-উতকণ্ঠিত  
মনমোহন নট-রাজ ।

গিরিবর-কলরে সুন্দর শ্রাম ।  
মোতিম-হার-                      বিরাজিত কঙ্কর  
কুঞ্জর-গতি অহুপাম ।  
বহুবির-বৈদগ্ধি-                      বিনোদ-বিশারদ  
বেণু বোলায়ত মন্দ ।  
কুঞ্জর-গমনি                      রমণিগণ ধাওত  
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ ।  
কামিনী-কর-                      কিশলয়-বলয়াক্তিত  
রাতুলপদ-অরবিন্দ ।  
রায়-বসন্ত                      মধুপ-অহুসন্ধিত  
মন্দির দাস গোবিন্দ ।

স। প. (১)—২৮, ক. বি. ২৩৪২

তরু ২৪২২, কী ৪৪

২ পৃ ৪ খ

ব্যাখ্যা—সকলের মন মোহিত করেন এমন নটরাজ  
কল্পতরুর বনের মধ্যে কুহুমিত কুঞ্জের মণিময় মন্দিরের  
ভিতর রাসলীলাবিলাস করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া  
আছেন । গিরিবাজের গুহায় সুন্দর শ্রাম গলায় মোতির  
হার পরিয়া থাকেন ; তাঁহার চলনভঙ্গি গজরাজের দ্বারা ।  
অশেষ রসের রসিক, বিনোদনে পটু শ্রীকৃষ্ণ যখন ধীরে ধীরে  
বংশী বাদন করেন তখন গজগামিনী রমণীরা দৌড়াইয়া  
তাঁহার কাছে পৌছিতে চায়—তাঁহাদের নীবিবন্ধ খসিয়া  
যায় । তাঁহার রাতুল পদকমল কামিনীর বলয়চিহ্নিত  
করণপল্লবের দ্বারা সেবিত । উহা রায়বসন্তরূপ মধুকর  
খোজ করেন এবং উহাতে গোবিন্দদাস আনন্দিত হন ।

১৬৩

বেলোয়ার

কুবলীয় নীল-রতন দলিতাঞ্জন  
মেঘ-পুঞ্জ জিনি বরণ অছান্দ ।  
কুক্কিত কেশ-খচিত শিখি-চন্দ্রক  
অলকা-বলিত ললিতানন'-চান্দ ।  
আওত রে নব নাগর কান ।  
ভাবিনি-ভাব-বিভাবিত-অন্তর  
দিন রজনী নহি জানত আন ।



মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর  
তহি' অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ ।  
ভাঙ-বিভঙ্গম কুটিল নেহারনি  
কুলবতি উনমতি দূরে রাহ লাজ ॥  
গজপতি-ভাতি গমন অতি মধুর  
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণুঝনিয়া ।  
হেরইতে' কোটি মদন মুকুছায়ই  
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া' ॥

সা. প. (১)—২২, বরাহ ২—(৭)

তরু ২৪২৩, কী ৪৩

সমুদ্র গু: ১৪৮

পাঠান্তর—(১) ললিতানন্দ (তরু) (২) রতি-  
মনময় (তরু) (৩) গোবিন্দদাসক ধনি ধনি ধনিয়া  
(কী)

শব্দার্থ—কুবলীয়—নীলোৎপল।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বর্ণ নীলোৎপল, নীলবস্ত্র,  
মদিত কাজল ও মেঘসমূহকে হার মানাইয়া দেয়।  
তাঁহার চাঁচর কেশে ময়ূরপাখা; তাঁহার ললিত মুখচন্দ্রের  
উপর কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে। অমরাগিণী নারীদের ভাবের  
কথা যিনি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে রাতদিন কোথা  
দিয়া বহিয়া যায় জানিতে পারেন না এমন নব নাগর  
কানাই আসিতেছেন। তাঁহার মধুর অধরে মনোহর হাসি  
আর সুমধুর মুরলী। তাঁহার জ্বলন্তকৃত কুটিল চাহনি  
দেখিয়া কুলবতীরা পাগল হইয়া উঠে, তাহারা লজ্জা  
বিসর্জন দেয়। তাঁহার চলন গজরাজের দ্বায় মধুর।  
মণিময় নৃপুংস তাঁহার পায়ে রুণুঝুঝ বাজে। তাঁহার রূপ  
দেখিয়া কোটিসংখ্যক কাম মুর্ছা প্রাপ্ত হয়। গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন ধন্য ধন্য তিনি।

১৬৪

তথা রাগ

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির  
আধ আধ পদচলনি বসাল।

কাঁকন-বকন বসন মনোরম  
অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল।  
ধনি ধনি আওয়ে' মদন-মোহনিয়া।  
অদ্বহি অদ্ব অনঙ্গ-তরঙ্গিম  
বহই ত্রিভঙ্গিম গিম দোলনিয়া' ॥  
মাক্কাহি খীণ পীন উর অদ্বর  
প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাজ।  
কুণ্ডল-করভ-করহি কর-বন্ধন  
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥  
অদ্বর-সুধা ঝর মুরলি-তরঙ্গিনি  
বিগলিত রঙ্গিনি-হৃদয়-হুকুল।  
মাতল নয়ন ভ্রমর জহু ভ্রমি ভ্রমি  
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল।  
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক  
বেঢ়ল রমণি-মন-মধুকর-মাল।  
গোবিন্দদাস-চিত্তে নিতি নিতি বিহরতি  
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥

সা. প. (১)—২৪

ক. বি. ২২৪৪

রা ২ (৪২)

সমুদ্র, ১৪৬

কী ৩৩, তরু ২৪২৪

পাঠান্তর—(১) ভালে বনি আওত (তরু)  
(২) রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া (তরু)।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের অরুণ চরণে মণিময় নৃপুংস বাজে;  
ধীরে ধীরে তাঁহার গমনের ভঙ্গি মনোরম। তাঁহার  
বসনের রং সোনার রংকে হার মানায়; সুন্দর বনমালায়  
ভ্রমরকুল ঘিরিয়া থাকে। সেই মদনমোহন আসিতেছেন,  
তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন কামদেব তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে;  
তিনি ত্রিভঙ্গিমঠামে গ্রীবা ছুলাইয়া থাকেন। তাঁহার  
মাক্কা মরু; বন্ধঃস্থল স্থল; তাঁহার বসন প্রাতঃকালের  
সূর্য্যের কিরণের মতন। তাঁহার হাতের দীপ্তি হস্তীর ও  
হৃদিশাবকের করের তুল্য। উহাতে চন্দন, কঙ্কণ ও বলয়  
শোভা পাইতেছে। অদ্বররূপ অমৃতপ্রবাহযুক্ত দে মুরলী-  
রূপ তরঙ্গিণী (অর্থাৎ কুলকুলধনি ও তরঙ্গযুক্ত প্রবাহিণী)  
তাঁহার দ্বারা রঙ্গিণীদের হৃদয়-হুকুল (বুকের বসন অথবা



হৃদয়ের দুই তট) বিগলিত অর্থাৎ পতিত হইয়াছে। তাঁহার  
কর্ণে যে কমল আছে তাহাতে উন্নত নয়ন ভ্রমরের মতনই  
যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। তাঁহার শিখিপুচ্ছ  
দিয়া নির্মিত চূড়ার স্বন্দর তিলক; উহা রমণীর মনরূপ  
ভ্রমরের মালা দ্বারা বেষ্টিত। তরুণ তমালের মতন এই  
নাগরশ্রেষ্ঠ; ইনি গোবিন্দদাসের চিত্তে নিত্য নিত্য বিহার  
করেন।

১৬৫

শিকুড়

চাঁচর চিকুর চূড়পরি' চন্দ্রক  
গুলা-মঞ্জুল-মালা।  
পরিমল-মিলিত ভ্রমরিকুল আকুল  
স্বন্দর বকুল গুলাল।  
নিকে বনি আছে হো নন্দ-হুলাল।  
মনমথ-মথন ভাঙ-যুগ-ভঙ্গিম  
কুবলয় নয়ন বিশাল।  
বিদ্যাবর পরি মোহন মুরলী  
পঞ্চম বমই রদাল।  
গোবিন্দদাস পছ নটবর-শেখর  
শ্রামর তরুণ তমাল।

শা. প. (১)—৩২, বৃ পৃ ৫  
ক. বি. ২২৪৭

তরু ২৪২৫, কী ৩৬

পাঠান্তর—(১) চূড়ে বনি (তরু)

শব্দার্থ—চাঁচর—কুঞ্চিত। চন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ।  
মঞ্জুল—স্বন্দর। মালা—মালা। গুলাল—আবির।  
নিকে—স্বন্দর। বমই—বমন করে।

১৬৬

তুড়ী

\* শ্রাম-স্বধাকর ভুবন-মনোহর।  
বুদ্ধিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর।

মঞ্জল-জলদ-তরু ঘন রসময় জহু।  
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধহু।  
খল-কমল-দল-অরুণ চরণ-তল।  
নথ-মণি-রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জির-কল।  
প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মধুর।  
অধরে মুবলি-ধ্বনি মনমথ-মস্তুর।  
অভিনব নাগর গুণ-মণি-নাগর।  
গোবিন্দদাস-চিত্তে নিতি নিতি জাগর।

শা. প. (১)—৪০  
ক. বি. ২২১৮

সমুদ্র ৪০২, তরু ২৪৩০  
কী ৩৭

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর বলেন এটি গোষ্ঠোচিত  
রূপের বর্ণনা।

শব্দার্থ—বুদ্ধিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর—বুদ্ধিগীদের  
মনে শোভার মত গতিভঙ্গীর দ্বারা নটবরের মতন  
(বুদ্ধিগীনাং মনসি শোহন শোভা ইব ভঙ্গ্যা গতিভঙ্গ্যা  
নটবর ইবেত্যর্থঃ)। কুসুমধহু—কন্দর্প। মনমথ-মস্তুর—  
মনমথের মস্তুর। মঞ্জু—স্বন্দর। মঞ্জির—নুপুর। কল—অব্যক্ত  
মধুর ধ্বনি।

১৬৭

তথ্য রাগ

রাধা-রমণ রমণি-মনমোহন  
বৃন্দাবন-বন-দেব।  
অভিনব-স্বন্দর-রসিক\*  
সুনাগরিগণ-কৃত-দেব।  
ব্রজপতিদম্পতি-হৃদয়ানন্দন  
নন্দন নবঘন-শ্রাম।  
নন্দীশ্বর-পুর পুরট-পটাদ্বর  
রামাভুজ গুণ-ধাম।  
গোবর্দ্ধন-ধর ধরণি-স্বধাকর  
মুখরিত-মোহন-বংশ।  
শ্রীধাম-স্বদাম-স্ববল-সখ স্বন্দর\*  
চন্দ্রক-চাঁক-বতংস।



কালিয়-দমন গমন-জিত-কুঞ্জর  
কুঞ্জ-রচিত-রতি-রঙ্গ\* ।  
গোবিন্দদাস-হৃদয়-মণি-মন্দির  
অবিচল মুরতি ত্রিতঙ্গ ॥

সা. প. (১)—৪৩  
ক. বি. ২০৬\*

সমুদ্র ২৬৪, তরু ২৪৩।  
কী ২৫

পাঠান্তর—(১) অভিনব রাস রসিকবর নায়র (কী),  
অভিনব রাস রসিক বর-নাগর (তরু) (২) মধুরিম (কী)  
(৩) সুবল-সুখসম্পদ (কী) (৪) গুণ্ডারচিত অতি রঙ্গ  
(কী) ।

শব্দার্থ—বৃন্দাবন-বন-দেব-বৃন্দাবনের বনদেবতা  
শ্রীকৃষ্ণ । সুনাগরিগণ-কৃত-সেব—ভাল নাগরীরা বাহার  
সেবা করেন । হৃদয়ানন্দন—হৃদয়ের আনন্দ বিধানকারী ।  
নন্দীশ্বর-পুর-পুরট-পটীশ্বর—নন্দীশ্বর নামক নগরের স্বর্ণ-  
ঘটিত রেশমী বস্ত্র বাহার । নন্দীশ্বর—মথুরার নিকট  
নন্দগ্রাম (ইহা যাবটের দক্ষিণে ও বর্ষাণের উত্তরে) ।  
রামাহুজ—বলরামের ছোট ভাই ।

১৬৮

শ্রী রাগ

তহু ঘন-গগন জহু দলিতাঙ্গন ।  
কঙ্কনগানি-নয়ন-ললিতাঙ্গন ॥  
নন্দ-সুন্দন ভুবন-আনন্দন ।  
নাগরি-নারি-হৃদয়-ঘন-চন্দন ॥  
লোচন-খঙ্কন-জস-অহুরঙ্গন ।  
কুলবতি-যুবতি-বরতভয়-ভঙ্কন ॥  
গোবিন্দদাস ভন রসিকরসায়ন ।  
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ ॥

সা. প. (১)—৩০

তরু ২৪২\*

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ মেঘের বর্ণকে গঙ্কনা  
দেয় । উহা যেন কাজল মর্দন করিয়া তৈয়ারী করা  
হইয়াছে । তিনি কমলনয়নাদের চোখের স্থানর কাজল-

তুল্য । তিনি নন্দের সুন্দর জগতের আনন্দদানকারী এবং  
নাগরীদের হৃদয়ের ঘনচন্দনরূপ । খঙ্কনের স্থায় তাঁহার  
লোচন, বাহা জগতের প্রীতি সম্পাদন করে ও কুলবতী  
যুবতীদের পাতিব্রত-ব্রতের ভয় ভঙ্কন করে । গোবিন্দদাস  
বলেন যে, রসিকদের আনন্দজনক (রসায়ন) এই পদে  
রাজা রূপনারায়ণ আনন্দলাভ করুন ।

১৬৯

ধানশ্রী

অভিনব-নীল- জলদ তহু ঢর ঢর  
পিহু-মুকুট শিরে সাজনি রে ।  
কাঙ্কনবন্ধন বসন বিভূষণ\*  
মণিনুপুর\* রুণুহু বাজনি রে\* ॥  
জয় জয় জগ-জন-লোচন-ফানি ।  
রাধা-রমণ বৃন্দাবন-চান্দ ॥  
ইন্দীবর-বৃগ- স্বভগ বিলোচন  
অঙ্কল\* চকল কুসুম-শরে ।  
অবিচল-কুল- রমণী-গণ-মানস  
জর জর অন্তর মদন-ভরে ॥  
বনি বনমাল আজ্ঞাত-বিলম্বিত  
পরিমলে অলিকুল মাতি রহ ।  
বিদ্বাধর পর মোহন মুরলী  
গাওত গোবিন্দদাস পহ\* ॥

সা. প. (১) ২১, ক. বি. ৪৩১  
বা ২ (১)

তরু ২০, কী ৩১, সমুদ্র ২১\*  
কণ্ঠা ৩\*

পাঠান্তর—(১) কাঙ্কনবসন রতনময় অভরণ (কণ্ঠা  
ও কী) (২) 'মণি' শব্দটি কণ্ঠাতে নাই (৩) বাজনি  
রে (কী) (৪) 'অঙ্কল' শব্দটি কীর্তনানন্দে নাই ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের তহু যেন নূতন নীল মেঘের মতন  
ঢল ঢল ; মাথায় তাঁহার ময়ূরপুচ্ছের মুকুটের সাজ । তাঁহার  
বসন ও অলঙ্কার বর্ণকেও হাবাইয়া দেয় ; পায়ে মণিময়  
নুপুর রুণুহু বাজে । বৃন্দাবনের চন্দ্ররূপ জগজ্জনের



লোচনের কঁাদ রাধারমণের জয় হউক। কমলের ছায় তাঁহার হৃদয় চক্ষুর প্রান্ত মদনপ্রভাবে চঞ্চল। যে সমস্ত কুলরমণীদের পাতিব্রতা অবিচল তাঁহাদেরও মন মদনাবেগে জর জর হয়। তাঁহার আজাহুলখিত বনমালার সৌরভে অলিকুল মাতিয়া রহে। তাঁহার বিশ্বভূলা অধরে মোহন মুরলী—গোবিন্দদাসের প্রভু গান করেন।

১৭০

ময়ূর

কানড় কুহুম কোমল কীতি<sup>১</sup>।  
মাথে মউর শিখওক পাতি<sup>২</sup>।  
আকুল অলিকুল রদনক<sup>৩</sup> মাল।  
চন্দন চান্দ বিরাজিত ভাল।  
মদন মনোহর<sup>৪</sup> মুরতি কান।  
হেরি উনমতি<sup>৫</sup> যুবতিপরান।  
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর।  
নাশা উন্নত মোতিম জোর।  
বকিম গীম অমিয়া মিঠি বোল।  
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ডহিলোল।  
মণিময় অভরণ অঙ্গ বিরাজ।  
পীত নিচোল তাঁহি পরি সাজ।  
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জীর বায়।  
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভায়।

সাঁ. প. (১)—২৫, সা. পৃ ২

তরু ২৪১৪, গীত ৬

পাঠান্তর—(১) তরুতে—কন্দল কুহুম স্বকোমল কীতি; গীতচন্দ্রোদয়ে—কন্দল কুহুম স্বকোমল কীতি (২) বকুলকিমাল (গী) (৩) বিমোহন (গী) (৪) হেরত উনমত (গী)।

শব্দার্থ—কানড়—নীলোৎপল। কীতি—কাস্তি। পাতি—পংক্তি, দল। ভাল—কপাল। লোর—অশ্রুজল। মোতিম জোর—মুক্তার যুগল (নাসিকার অলঙ্কারে মুক্তা-

যুগল)। গীম—গীবা। বায়—বাজে। আন নাহি ভায়—অন্ত কিছুই মনে লাগে না।

১৭১

সুহৃই রাগ

উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ<sup>১</sup>।  
হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ<sup>২</sup>।  
মুরতি-মদন-ধনু ভাঙু বিভঙ্গ<sup>৩</sup>।  
বিধুম কুহুমশর নয়নতরঙ্গ<sup>৪</sup>।  
জয় যতুকুল-জলনিধি-চন্দ<sup>৫</sup>।  
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দকন্দ<sup>৬</sup>।  
শুধু স্বধাময় মধুরিম হাস।  
জগজ্ঞানমোহন মুরলিবিকাশ<sup>৭</sup>।  
চূড়হি উড়এ রুচির শিখণ্ড<sup>৮</sup>।  
টলমল কুণ্ডল চলচল গণ্ড<sup>৯</sup>।  
অবনি<sup>১০</sup>-বিলম্বিত বনি বনমাল।  
মধুকর স্বধরু ততহি রসাল।  
তরুণ অরুণরুচি পদঅরবিন্দ।  
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ।

সাঁ. প. (১)—৪৬, সা. প. (২)—

সমুদ্র ৩৭৮, তরু ১২

পৃ ৩৮, সা ২৬, ক. বি. ৩৩৩

পাঠান্তর—(১) ক. বি.তে শ্যাম নব জলধর অঙ্গ; লহরীতে—অভিনব জলধর অঙ্গ; তরুতে আরম্ভ—জয় জয় যতুকুল জলনিধিচন্দ। ব্রজকুল গোকুল আনন্দবান্দ। সাহিত্যপরিষদের পুথিতে আরম্ভ—

কাজর জলধর শ্যামর অঙ্গ। হেলি কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ। (২) চূড়ার উপরে মত্ত মধুরশিখণ্ড (৩) ঝলমল কুণ্ডল চরচর গণ্ড (৪) আজাহু।

শব্দার্থ—উজর—উজ্জল। হিলন কলপতরু—কল্পবৃক্ষে হেলান দিয়া ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। যতুকুল-জলনিধি-চন্দ—যতুকুলরূপ সমুদ্র হইতে যে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। আনন্দকন্দ—আনন্দের মূলস্বরূপ। রুচির শিখণ্ড—হৃদয় মধুরপুচ্ছ। পদঅরবিন্দ—পদকমল।



১৭২

কামোদ

মুখমণ্ডল জ্বিত শরদা<sup>১</sup> স্বধাকর  
তহু-রুচি তরুণ তমাল ।  
চূড়া চাকু শিপওক মণ্ডিত<sup>২</sup>  
মালতি-মধুকর-মাল<sup>৩</sup> ॥  
ধনি ধনি বনি নবনাগর কান ।  
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন-মন-মোহন  
মধুর মুরলি করু গান ॥  
টলমল অলক তিলক ঝল-ঝলকই  
ভাঙুক ধহুয়া ধুনান ।  
কুলবতি-বরত-বিমোচন-লোচন  
বিষম-কুসুম-শর-বাণ ॥  
বাকুলি-বন্ধু অধরে মধু মাখন  
মধুর মধুর মুহু হাস ।  
যহু আমোদে মদন মদ-মস্তুর  
ভণতহি গোবিন্দদাস ॥

স। প. (১)—২৬, ক. বি. ২২৪৬,  
রাধা ২ (৬)

গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৭, তরু ২৪৪২  
কণলা ২৩১৩

পাঠান্তর—(১) শরদা—তরু (২) মণ্ডিত মধুকর  
( কণদা ) (৩) বেটল মালতীমাল ( কণদা ) ।

শব্দার্থ—জ্বিত—জয় করিয়া ( শরৎকালের চন্দ্রের  
শোভাকে পরাজিত করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল ) । তহু-  
রুচি—দেহের কাণ্ডি ( তরুণ তমালের কাণ্ডিকে পরাজিত  
করিয়াছে ) । মাল—মালা । ধনি ধনি—ধন্য ধন্য । বনি—  
সাজিয়াছে । ধহুয়া—ধহুক । ধুনান—কম্পন । বরত-  
বিমোচন—ব্রতভঙ্গকারী ।

১৭৩

শ্রী রাগ

চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজান নুপুর পায় ।  
চূড়ার ফুলে, অমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায় ॥

কালিন্দীর কুলে, কি পেখলু<sup>১</sup> সই, ছলিয়া নাগর কান ।  
ঘর দু বাইতে, নারিলু<sup>২</sup> সই, আকুল করিল প্রাণ ॥  
চাঁদ ঝলমলি, মধুর পাখা, চূড়ায় উড়য়ে বায় ।  
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাণী, মধুর মধুর বায় ॥  
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে, কেলিকদম্বের হেলা ।  
কুলবতী সতী, যুবতী জনাব, পরাণ লইয়া খেলা ॥  
শ্রবণে চকল, মকর কুণ্ডল, পিঙ্কন পিয়ল বাস ।  
বাতা উতপল, চরণদুগল, নিছনি গোবিন্দদাস ॥

স। প. (১)—৬৫ পদ

গীতচন্দ্রোদয় ২২৫, তরু ২২৫

বরাহনগর ৪ (৩)—৫৭ পদ

## শ্রীরাধার রূপ

১৭৪

বেলোয়ার

ধনি ধনী রাধা<sup>১</sup> আওয়ে<sup>২</sup> বনি  
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি ।  
অধর স্বরঙ্গিণী রসিক-তরঙ্গিণী  
রমণী-মুকুট-মণি বর-তরুণী ।  
ফুল-ধহু-ধারিণী পীন-কুচ-ভাবিণী  
কাঁচলি পর<sup>৩</sup> নীলমণি-হারিণী ॥  
কনক-সুদীপ মণি বরণ বিজুয়ী জিনি  
জলধর-বাসিনী<sup>৪</sup> রূপ-শোহিনী ।  
কেশরী ভমক জিনি অতিশয় মাঝা ক্ষীণী  
রশনা-কিঞ্চিণী-মণি মধুর ধ্বনি ॥  
গুরুয়া নিতম্বিনী বিলোলিত বরবেণী  
উরু-যুগ<sup>৫</sup> স্ববলনী ছবি-লাবণি ।  
মরাল-গমনী ধনী বৃষভাঙ্গ-নৃপ-তনী  
গোবিন্দদাস-পছ<sup>৬</sup>-মন-মোহিনী ॥

কণলা ১৩১৭, কী ২২

পাঠান্তর—কীৰ্ত্তনানন্দে—(১) রাধে (২) আয়ে  
(৩) উপরে (৪) রাগিণী (৫) কুরুযুগ ।  
ব্যাখ্যা—ব্রজরমণীদের মুকুটমণিরূপা সুন্দরী রাধা ধন্য



সাজিয়া আসিতেছে। তাঁহার অধর লাল ও রসিকের নিকট  
রসতরঙ্গিণীস্বরূপ। তিনি রমণীদের মুকুটমণিরূপা শ্রেষ্ঠ  
তরুণী। তিনি ফুলধরু ধারণ করিয়াছেন; স্থূল কুচযুগের  
ভার তিনি বহন করেন; কাঁচুলির উপর নীলমণিহার  
ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণ দীপের ও মণি  
ও বিদ্যাতের জ্যোতিকে পরাজিত করে; তিনি যেন  
মেঘের কোলে বিদ্যারূপে বাস করেন ও শোভা পান।  
তাঁহার মাজা ক্ষীণতায় সিংহের মাজা ও ডমককে  
পরাজিত করে। তাঁহার কিঙ্কিণী ও কটিকৃষ্ণ-রচনার মণি  
মধুর শব্দ করে। তাঁহার গুরু নীতধর উপর বেণী  
লঙ্ঘিত। উরুদ্বয় স্থগঠিত (স্বলনি)। বৃষভাহুতনয়া  
গোবিন্দদাসের প্রভুর মনোমোহিনী।

১৭৫

যতিশ্রী

আওয়ে কুহ্মে বনি বাই রমণী-মণি  
ধনি ধনি বৃষভাহু-নবীন-তনৌ।  
অরুণ বসন বনি বরণ-হিরণ-মণি  
অবনী উয়ল জহু থির-দামিনী<sup>১</sup>।  
বদন চান্দ ছনি বচন অমিয়া-বকণি  
হরিণী-নয়নী সঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি।  
অরুণ চরণে মণি নৃপুংস রণবানি  
মুগধ-গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি॥

সাঁ. প. (১)—৫৬, ক. বি. ৩২১  
রাধা—৩৭ সংখ্যক পদ, পো ১১

কপদা ২৭১৭, কী ২২, নীতচন্দ্র-  
দয় পৃ ২৫৬

পাঠান্তর—রাধাকুণ্ড পুথিতে (১) বীর সৌদামিনী।  
শব্দার্থ—কুহ্মে বনি—ফুলে সাজিয়া। তনৌ—তনয়া।  
থির-দামিনী—থির বিদ্যাৎ। ছনি—ছানিয়া, মথিয়া।

১৭৬

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তার অপরূপ  
ছটায় গৌর নিধুবন।

তাল তমাল বেল সব তার গৌর ভেল  
গৌর ভেল নিকুঞ্জ-কানন।  
গৌর সব মথিগণ গৌর নন্দনন্দন  
জগত গৌর সম ভেল।  
গৌর যমুনা-জল গৌর বনের ফুলফল  
রাই রূপে সব গৌর হইল।  
কি আনন্দ বৃন্দাবনে হেরি রাই চান্দ বদনে  
বিনোদ নাগর হরষিত।  
শুক শারি আদি যত গুণ গায় অবিরত  
রব শুনি অঙ্গ পুলকিত।  
জয় রাধে শ্রীরাধে রব চারিদিকে কলরব  
আনন্দসাগরে সবে ভাসে।  
মধিসহ রাধাশ্রাম কিবা অতি অহুপাম  
হেরইতে গোবিন্দদাসে॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথি

মন্তব্য—শ্রীগৌরাদেবের ভাব ও তবের দ্বারা এই পদ  
অহুপ্রাণিত। শ্রীরাধার রূপের ছটায় নিধুবন, তাল ও  
তমালের দ্বায় কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষসমূহের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং  
নন্দনন্দন গৌরবর্ণ হইলেন।

১৭৭

সিকুড়া

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-  
খণ্ডন বদন-বিকাশ<sup>২</sup>।  
অধরে মিলায়ত<sup>৩</sup> শ্রাম-মনোহর-  
চীত-চোরায়নি<sup>৪</sup> হাস।  
আজু নবশ্রাম<sup>৫</sup> বিনোদিনি রাই।  
তহু তহু অতহু-দুখ-শত-সেবিত  
লাবণি বরণি না ঘাই।  
কবরি-বকুল-ফুলে আবুল অলিকুল  
মধু পিবি পিবি উতরোল।  
সকল অলঙ্কারি করণ বস্ত্রতি  
কিঙ্কিণি রণরণি বোল।



পদ-পঙ্কজ পরম মণিময় নৃপুং  
বর্ণকন থঙ্কন-ভাষা।  
মদন-মুকুট জয় নথ-মণি-দরপণ  
নীছনি গোবিন্দদাস।

সা. প. (১)—৫৫, ক. বি. ৪৮  
রাধা ৩৬, গো ১০

তর ১০৫৫ এবং ২৪৬৩, কী ২৮  
সং ৩৫৬, সমুদ ৪৬১

পাঠান্তর—সং—(১) থঙ্কন মদন-বিকাশ (২) মিলাওত  
(৩) চোরাওন (৪) আজু বনি নবশ্যাম (৫) পরি  
(৬) পুরিত থঙ্কন-ভাষ (৭) মদন অঙ্গুর।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অভিসারোচিত রূপ বর্ণনা করিতে  
যাইয়া কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের শোভা  
শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাকে থঙ্কন করে। তাঁহার মুখের  
স্মিতহাস্য শ্রামের মনোহর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়।  
আজ শ্রামবিনোদিনী রাই নৃতন করিয়া সাজিয়াছেন।  
তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন শত শত অনঙ্গের যুগ সেবা  
করিতেছে। তাঁহার লাবণ্য বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার  
কবরীতে বকুল ফুল, তাহাতে অলিকুল আকুল হইয়াছে ও  
মধু পান করিয়া উত্তরোল হইয়াছে। তাঁহার সকল অলঙ্কার  
—কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি বস্তুত হইতেছে। পদকমলের  
উপর মণিময় নৃপুং থঙ্কনের শব্দের মতন শব্দ করিতেছে।  
তাঁহার পদনথ যেন মণিময় দর্পণ বা মদনের মুকুট।  
তাঁহার নির্মল করেন গোবিন্দদাস।

১৭৮

শ্রী রাগ

মুরতি শিঙ্গারিণি রাস-বিহারিণি  
মণিময়-ভূষণ-ভূষিত-অঙ্গী।  
মধুরিম হাসিনি রসময়-ভাবিণি  
দশন-কিরণ-মণি-মোতিম-রঙ্গী।  
জয় জয় জয় বৃষভাহ-কিশোরী।  
গোরোচন-রুচি-বোচন-ধারী।  
চমকিত থঙ্কন গতিজিতি লোচন  
মনমথ-মনমথ-মনমথ ভাতি।

নাচত ভঙ্গিণী ভাঙ-ভুজঙ্গিণি  
কালিয়-দমন-দমন মদে মাতি।  
শ্রাম-মনোহর মনমদ-কুঞ্জর  
কুচ-কনকাচল বিহরত দেখি।  
নীল নীচোলে ঝাপি তহি বাঙ্কল  
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি।

সা. প. (১)—৫৭, ক. বি. ৩৭৫  
রাধা ৩৪,  
গো পু ১০

তর ২৪৬৪

পাঠান্তর—রাধাকুণ্ডের পুথিতে—(১) মণিময় ভূষণ  
অঙ্গ (২) মতিম রঙ্গ (৩) গোবচন রুচি চোরণ গৌরি।  
(৪) নাচত রঙ্গিণী (৫) ঝাপতহি বদন (৬) গোবিন্দদাসক  
গতি না উপেখি। গোবর্দ্ধনের পুথির আরম্ভ—  
জয় জয় জয় বৃষভাহ কুমারি।

শব্দার্থ—মুরতি শিঙ্গারিণি—মুষ্টিমতী শৃঙ্গাররস-  
স্বরূপিণী। দশনকিরণ—দন্তের জ্যোতি। গোরোচন-রুচি-  
রোচন-ধারী—তাঁহার দীপ্তি (রুচি) গোরোচনার তুল্য।  
মনমথ-মনমথ-মনমথ ভাতি—মনমথের মনমথনকারী যে  
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনকে আবার মথন করে একরূপ শোভা।  
কালিয়-দমন-দমন মদে মাতি—কালিয় নাগকে দমন  
করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে দমন করিয়াছেন  
সেই গর্ভে মাতিয়া (শ্রীরাধার ভরূপ ভুজঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণকে  
পরাজিত করিয়া যেন কালিয়দমনের প্রতিশোধ লইয়াছে  
এই গর্ভে নাচিতেছে)। গোবিন্দদাস যুগতি না  
উপেখি—মগরীভাবে গোবিন্দদাস যেন শ্রীরাধাকে যুক্তি  
দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন নীলসাড়ীতে কুচরূপ কনক-  
পর্কত ঢাকিয়া বাধেন। সেই যুক্তি শ্রীরাধা উপেক্ষা  
করেন নাই।

১৭৯

মালবী

জয় জয় বৃষ- ভাঙ্ক-নন্দিনী  
শ্রাম-মোহিনি রাধিকে।



কনয়-শতবাণ- কাণ্ডি কলেবর-  
কিরণ-জিত-কমলাধিকে ॥  
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি  
কাম কত শত মোহিতে ।  
জিনিয়া ফণি বনি বেণি লবিত  
কবরি মালতি-শোহিতে ॥  
খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন  
বদন কত ইন্দু নিম্বিতে ।  
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি  
বিজুরি কত শত ঝলকিতে ॥  
রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি  
বসনে আধ মুখ ঝাপিয়া ।  
দাস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে  
সোই চরণ সমাধিয়া ॥

১২৬

সম্বৎ ১০৮, তর ২৪৫৬, কী ২৮

পাঠান্তর—বৃন্দাবনের পুথি ও পদ্যমুক্তসমুদ্রে—

(১) জয়তি জয়

(২) পরবর্তী চার পঙ্ক্তির স্থলে :

খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন  
বদন কোটীন্দু নিম্বিকে ॥  
ভালহি সিন্দুর বিন্দু চন্দন  
কুটিল কুন্তল মন্তকে ।

(৩) মালিকে । ইহার পর নিম্নের পঙ্ক্তিগুলি—

মন্দ মুহূহাস অমিয় পরকাশ  
কাম কত শত মোহিতে ।  
কনয়া দশ বাণ জিনিয়া স্ববরণ  
বিচিত্র অঙ্কর অঙ্গেতে ॥  
কমলদল জিনি ও পদতল ধনি  
রতন মঞ্জীর পাদকে ।  
গোবিন্দদাস তখি মাগয়ে ভকতি  
নমো নমো দেবী রাধিকে ॥

শব্দার্থ—কনয়-শতবাণ-কাণ্ডি কলেবর—শতবার  
বিশোধিত করিলে স্বর্ণের বর্ণ যেরূপ উজ্জ্বল হয় সেইরূপ  
কাণ্ডিবিশিষ্ট কলেবর । কলেবর-কিরণ-জিত-কমলাধিকে

—সেইরূপ কলেবরের কিরণের দ্বারা জিত কমলা অপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠা যিনি । জিনিয়া ফণি বনি বেণি লবিত—তাঁহার  
লবিত বেণী যেন শোভায় দোহুলামান সর্পকেও  
হারাইয়াছে । বনি--সাজিয়া । মন্দ আধ হাসি ইত্যাদি  
—তাঁহার ঈষৎ হাস্তে যেন কুন্দপদ্মের প্রকাশ হইয়াছে,  
সেই হাসিতে কত শত বিদ্যুৎ যেন চমকাইতেছে । চরণ  
সমাধিয়া—চরণের ধ্যানে সমাধিভাব পাইয়া ।

১৮০

তুড়ী

ধনি কানড়-ছাদে বাধে কবরী ।  
নব-মালতি-মাল তহি উপরী ॥  
দলিতাঞ্জন গগ্ন কলা কবরী ।  
ধেণে উঠত বৈঠে উড়ী ভ্রমরী ॥  
ধনি সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনী ।  
অলকা ঝলকে তহি নীলমণী ॥  
তহি শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ-পাতা ।  
ভুঙ্গ-ভঙ্গিম চাপ ভুঙ্গদ-লতা ॥  
নয়নাকল চঞ্চল খঞ্জরিটা ।  
তহি কাজর শোভিত নীল-ছটা ॥  
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা ।  
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥  
ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দু-মুখী ।  
মধুরাধর-পল্লব বিম্বলখী ॥  
গলে মোতিম-হার স্বরঙ্গ মালা ।  
কুচ-কাঞ্চন-শ্রীফল তাহে খেলা ॥  
নব-যৌবন-ভার-ভরে গুরুয়া ।  
তহি অঙ্গে স্থলেপন গন্ধ চূয়া ॥  
পিণ উদর পাশে শোভে জিবলী ।  
কটি কিঙ্গিলী জাহ্ন হেম-কদলী ॥  
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা ।  
মণি-মঞ্জির তোড়লমল পাতা ॥



নখ-চন্দ্র-ছটা কলকে অল্পপাম ।  
হেরি গোবিন্দদাস তহি' পরণাম ॥

ক. বি. ৮০

তরু ২৪০৮

শব্দার্থ—কানড় ছাঁদে—কর্ণাঃদেশীয় কেশবিত্তাস-  
প্রণালীতে। ইহাতে কুণ্ডলিত সাপের আকারে বন্ধ খোঁপা।  
ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে এই ধরণের চুল বঁধার  
ক্যাশন ছিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে (আদি ৪।১৩৫)—

কোনো রামা পরে নেতের কাঁচুলি।

কানড় ছাঁদে বঁধে খোঁপা ॥

দলিতাজন গল্প কলা কবরী—কবরীবন্ধনের কলাচাতুর্য  
এমন যে, মর্দিত কজলকেও উহা গজনা দেয়। বনী—  
সাজিয়া। শ্রীখণ্ড—চন্দন। ভাঙু-পাতা—জ্বর পাতা,  
জ্বর রেখা। ভুরু-ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা—জ্বর ভঙ্গিমা  
ভুজঙ্গিনীর মত বক্র। খঞ্জরিটা—খঞ্জন-পাখী। মধুরাধর-  
পল্লব বিহুলখী—মধুর অধরপল্লব বিহবলের মত দেখা  
যায়। কুচ-কাঞ্চন শ্রীকল—কুচ দেখিয়া মনে হয় যেন  
সোনার বেল ফল। মণি-মঞ্জির তোড়লমল পাতা—  
মণিময় নুপুর ও মল্লতোড়ল (পায়ছোর বা তোড়া)  
নামক চরণের অলঙ্কার। মল্লতোড়লকে তোড়লমল করা  
হইয়াছে। আকবরের সেনাপতি তোড়রমল গোবিন্দদাসের  
সমকালে বাংলায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা  
তাহারই ইঙ্গিত কি?

১৮১

কামোদ কন্দর্প

ধনি ধনি কোঁ বিহি বৈদগ্ধি-সাধে।

মদন সুধা-রসে ঘো নিরমাণল

ভুয়া মুখ-মণ্ডল রাধে ॥

ভালে, আধ-ইন্দু অমিয়া অগোরল

ভাঙু তিমির ঘন ঘোর।

কিরণ-বিকাসিত শ্রুতি-কুবলয় পর

ধাবই নয়ন-চকোর।

নাসা-শিখর সমুখে উদিত পুন

সিন্দূর-ভাহু উজোর।

অহনিশি বদন-কমল তহি' বিকসিত

শ্রাম<sup>৬</sup> ভ্রমর নাহি ছোড় ॥

অরুণ-কিরণ পুন অধরে<sup>৭</sup> হেরি হেরি

হার-তরঙ্গিণি-কুল<sup>৮</sup>।

কুচযোগ-কোক শোক নাহি জানত

গোবিন্দদাস কহ যে দুর<sup>৯</sup> ॥

না. প. (১)—১০৪, ক. বি. ৭৪

ক্ষণদা ১৫১৭, সমুদ্র ৪০০

রাধা ১১৩, গো ২৬

তরু ১০০৪, কী ১০৪

লহরীতে পুঃ (৩০২) আরম্ভ—ইন্দু অমিকা বহান অগোরল।

পাঠান্তর—(১) ভাল (তরু ও কী) (২) ভাহু (তরু)  
(৩) পরি (তরু) (৪) উপরে পুন উদিত (ক্ষণদা)  
(৫) ভ্রমরা (ক্ষণদা) (৬) অধর (ক্ষণদা) (৭) তীরে  
(তরু ও কী) (৮) ধীরে (তরু ও কী)।

শব্দার্থ—বৈদগ্ধি—বিদগ্ধতা বা বসজ্ঞতা। নিরমাণল  
—নির্মাণ করিল। অগোরল—অবরোধ করিল বা  
রাখিল। ভাঙু—জ্বর। শ্রুতি-কুবলয়—কানের নীলোৎপল।  
কোক—চক্রবাক।

ব্যাখ্যা—হে রাধে! বসজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভের  
আকাজ্জায় কোন্ বিধি কামসুধারস দিয়া তোমার এমন  
মুখমণ্ডল নির্মাণ করিল? (এ সে অরসিক বৃদ্ধ ব্রহ্মার কাজ  
নহে—ইহাই ধ্বনি। রাধামোহন বলেন : অনেক ব্রহ্মাণ্ডের  
অনেক বিধাতা আছেন—ইনি তাঁহাদের মধ্যে কে?)  
তোমার কপালে অর্ধ ইন্দুর অমৃত এবং জয়গলে ঘোর  
অন্ধকার সঞ্চিত রাখিয়াছে (চন্দ্রের জ্যোৎস্না এবং  
তাহার পাশেই ঘোর অন্ধকার); তোমার ললাটরূপ  
চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত কর্ণের নীলোৎপলের উপরে  
তোমার নয়নরূপ চকোর ধাবিত হইতেছে। তোমার  
নাসিকারূপ শিখরের সমুখে সিন্দূরবিন্দুরূপ ভাহু উজ্জল  
হইয়া রহিয়াছে। সেখানে দিন ও রাত্রে সমভাবে তোমার  
মুখরূপ কমল ফুটিয়া রহিয়াছে (সাধারণ কমল রাত্রে মৃদিত  
থাকে)। ঐ বদনকমল শ্রামরূপ ভ্রমর পরিত্যাগ করে  
না। তোমার মুক্তাহাররূপ তটিনীর তীরে কুচবয়রূপ



চক্রবাক্যগুলি সব সময়ে একত্রে থাকে, তাহারা তোমার অধরে অরুণকিরণরূপ লালিমা দেখিয়া শোক জানে না। গোবিন্দদাস স্পষ্ট করিয়া ইহা বলিতেছেন। (রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে, অধরাকর্ণের সর্বদাই উদয়, সেইজন্য রাত্রি হয় না এবং চক্রবাক্যগুলিও শোক জানে না।)

১৮২

শ্রীরাগ

এ ধনি না করু পসাহন আন।

এতহঁ নেহারি মৃগধ মধুহন  
দিন রজনী নাহি জান।

সিন্দুর তরুণ অরুণ-কচি-রঞ্জিত  
ভাল সুধাকর কীতি।

সো ঘন চিকুর- তিমির ঘন চুপ্তিত  
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।

লোচন-মৃগল কমল কিয়ে কুবলয়  
খঞ্জন চাকু চকোর।

কাজর জালে পড়ত কিয়ে সংশয়  
ততহি ভ্রমই অলি জোর।

তবহ যে হাসি অধর দরশায়সি  
অরুণিম কোমুদী-কীতি।

মোহিত জনকে কি কল পুন মোহন  
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি।

স। প. (১)—১০০

তরু ১০০৫

লহরীতে (পৃ ৩৬৭) ও বহুমতীর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে (পৃ ৫৫) আরম্ভ 'এ ধনি রূপ নাহি সহরে নয়ান'। প্রকৃত পাঠ বিকৃত হইয়া ঐরূপ হইয়াছে।

শকার্ণ—পসাহন—প্রসাদন, সাজা। আন—অন্ত।

কীতি—কান্তি। দরশায়সি—দেখাও।

ব্যাখ্যা—হে হৃন্দরি! আর কোন সাজসজ্জা করিও না, তুমি যেমনটী আছ তেমনই দেখিয়াই মৃগ মধুহন কোথা দিয়া রাতদিন চলিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারেন না। (তোমার রূপের এমন বৈচিত্র্য যে, মনে হয় চন্দ্র ও

সূর্য একসঙ্গে উদিত হইয়াছে)। কপাল যেন চন্দ্র আর তাহাতে সিন্দুর-বিন্দু যেন তরুণ অরুণ। (কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য একসঙ্গে উদিত হইলেও) তোমার ঘন কেশরাশিকে যেন গাঢ় অঙ্ককার চুপ্ত করিয়াছে—একি আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার নয়নদ্বয় কমল কি নীলোৎপল, খঞ্জন কি হৃন্দর চকোর তাহা বুঝি না। তোমার নয়নের যে ভ্রমরগুলি ভ্রমণ করিতেছে তাহা কাজররূপ জালে পড়িবে এই সংশয় মনে জাগিতেছে। এত আশ্চর্য ব্যাপার দেখাইবার পরও যে রক্তভ অধরে হাস্যরূপ জ্যোৎস্না-শোভা দেখাইতেছে, তাহাতে গোবিন্দদাস বুঝিতে পারেন না যে, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে, তাহাকে আবার মোহিত করা কেন?

১৮৩

বিহাগড়া

এ ধনি আঁচরে বচন ঝাঁপাও<sup>১</sup>।

লুবধল মধুপ চকোর বিধুস্তদ  
অনত অনত চলি যাও<sup>২</sup>।

মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ  
ভালহি অটমিক চন্দ।

মধুরিপু-মরমে ভরম যাই। ঐছন  
তাহে কি গণিয়ে মতি-মন্দ।

জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব  
ও ধল-কমল উজোর।

তহিঁ নথ-টাদ-ভরম ভরে ঐছন<sup>৩</sup>  
ততহিঁ পড়ত জনি ভোর।

ভাঙু-ধয়্যা কিয়ে হুতহু ধুনায়সি  
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।

সো কিয়ে অতহু-পতগ-শিরে ডারসি  
গোবিন্দদাস-হিয়ে তাপ।

স। প. (১)—১০৫

রাধা ১১৫

ব ৫ (৩) ২৫

সমুদ্র ৪৬৩, তরু ১০০৬

কী ১০৫



পাঠান্তর—না. প. আরম্ভ—সুন্দরি আচরে বদন  
কাপাও (১) কাপাউ (তরু) (২) যাউ (তরু)  
(৩) আকুল (বরাহ)।

শঙ্কার্থ—কাপাও—আবৃত্ত কর। বিদুন্দ—বাহ।  
অনত—অগ্রত। মরোক্রহ—কমল। ভাল—কপাল।  
অটমিক—অষ্টমীর। বারব—নিবারণ করিব। ভাঙ্-  
ধহুয়া—ভ্রূপ ধহু। পুনায়সি—কাপাইতেছ। অতহু—  
কন্দর্প। কিন্তু এই পদে প্রথমে বাহর কথা বলা  
হইয়াছে বলিয়া এখানেও বাহকে বুঝিতে হইবে।  
বিদু চক্রে ঘারা বাহর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন,  
সেইজন্ত সে অতহু (অতহুঃ বাহঃ বিদুচক্রছেদনে  
শিরোরূপস্ত তদেহাভাবাৎ—রাধামোহন)। পতগ—  
পতঙ্গ।

ব্যাখ্যা—সুন্দরি! আঁচলে মুখ ঢাকো; লুক ভদ্র,  
চকোর ও বাহ অগ্রত চলিয়া যাউক। তোমার মুখমণ্ডলে  
যে শরৎকালের কমল (ভৃঙ্গের আকর্ষণ) ও কপালে  
অষ্টমীর চাঁদ (চকোর ও বাহর আকর্ষণ)। তোমাকে  
দেখিয়া মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণেরই মনে ঐরূপ ভ্রম হয়, তাহাতে  
ভদ্র, চকোর, বাহ প্রভৃতি মন্দমতির যে ভুল হইবে  
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তুমি হয়ত গর্ভভরে  
বলিবে যে, ভৃঙ্গচকোরা দি আক্রমণ করিতে আসিলে  
তুমি হাত দিয়া নিবারণ করিবে; কিন্তু তাহাতে  
উট্টা উৎপত্তি হইবে; কেননা তোমার হাত উজ্জল  
স্থলকমল ও করনথকে চন্দ্র মনে করিয়া তাহারা  
হয়ত পুনরায় উহাদের উপর পড়িবে। সখীর এইরূপ  
ঠাট্টা শুনিয়া শ্রীরাধা ভ্র কল্পিত করিলে, সখী  
বলিতেছেন, হে স্ততহু, তোমার ভ্রূপ ধহু কি জন্ত  
কল্পিত করিতেছ? যে কটাক্ষেরে স্বয়ং গিরিধারীর  
জায় বীর-শ্রেষ্ঠ কম্পমান, সেই শর কি মদনের  
জায় সামান্য প্রাণীর উপর নিক্ষেপ করিবে নাকি?  
এই কথা ভাবিয়া গোবিন্দদাসের মনে বড় কষ্ট  
হইতেছে।

তুলনীয়:

আঁচরে বদন কাপায়হ গোরি।—(বিজ্ঞাপতি)

১৮৪

তথা বাগ

পেখলু অপকব রামা।  
কুটিল কটাক্ষ লাথ শর বরিখনে  
মন বাঙ্কল বিহু দামা।  
পহিল বয়স ধনি মুনি-মনমোহিনী  
গজবর জিনি গতিমন্দা।  
কনকলতা তহু বদন ভান জহু  
উয়ল পুনমিক চন্দা।  
কাচা কাকন পাঁচ ভরি দৌ কুচ  
চুচক মরকত শোভা।  
কমল কোরে জহু মধুকর শুতল  
তাহিঁ রহল মনলোভা।  
বিজ্ঞাপতি পদ মোহে উপদেশল  
বাধা রসময় কন্দা।  
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেবল  
যো হেবি লাগয়ে ধন্দা।

সমুদ্র পৃ ২২, কী ১১৮

শঙ্কার্থ—মন বাঙ্কল বিহু দামা—বিনা রজ্জ্বতে মনরূপ  
বিহঙ্গকে বাঁধিল। কি দিয়া বাঁধিল? না কটাক্ষরূপ লক্ষ  
শর বর্ষণ করিয়া পিঙ্কর বানায়ে বাঁধিল (কুটিলকটাক্ষ-  
রূপং শরং বৃষ্টিরূপং নিক্ষিপ্য পঙ্করং কৃৎস্না অতিচকল-  
মগ্ননোবিহঙ্গবন্ধনং তস্মিন্ পঙ্করে বিনা রজ্জ্বা কৃতবতী—  
রাধামোহন)। মুনি-মনমোহিনী—সাধারণ লোকের  
কথা দূরে থাকুক, মুনিজনের মনও যিনি মোহিত করেন।  
কনকলতা তহু—কনকলতার মতন তরী। ভান—  
মনে হয়। উয়ল—উদিত হইল। পাঁচ—সতাই। চুচক  
মরকত শোভা—স্বর্ণবর্ণের কুচের অগ্রভাগধর কৃষ্ণবর্ণ  
বলিয়া উহাদের শোভার সহিত মরকতের তুলনা করা  
হইয়াছে। কমল কোরে জহু ইত্যাদি—কুচদ্বয়কে কমলের  
সদৃশ ও চুচকদ্বয়কে সেই কমলের উপর শুইয়া আছে  
এমন মধুকররূপে করনা করা হইয়াছে। মোহে উপদেশল



—আমাকে উপদেশ করিল। রাধা রসময় ফন্দা—রাধা  
যেন রসময় ফাঁদ।

তুলনীয় : বিজ্ঞাপতির “অপরূপ পেখলু” রামা কনক-  
লতা অবলম্বনে হরিণী হীন হিমঠামা।”

১৮৫

বেলোয়ার

মঞ্জু চরণযুগ যাবকরণন

খল্লন গল্লন মঞ্জীর বাজে।

নীল বসন মণি কিঞ্চিণী বণবণি

কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে ॥

সাজলি শ্রাম বিনোদিনী রাধে।

অদ্বহি অদ্ব অনঙ্গ তরঙ্গিম

মদনমোহন ছাঁদে ॥

কনককটোর চোর কুচকোরক কোর

উজোর মোতিম দাম।

ভুজুগ ধির বিজুরীপরি মণিময়

কঙ্কণ বানকিতে চমকিত কাম ॥

মনোরম হাঁস সুধারস নিরসন

দশনজ্যোতি জিত মোতিম কাঁতি।

সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল

দশ দিশ ভরল নয়ান শরপাঁতি ॥

ঝপিল কবরী ভালে অলকাবলী

ভাঙ ধহুয়া জহু মনমথ সেবি।

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধাবল

শিঙ্গার দেব অধিদেবী ॥

ক. বি. ৩২৩

পাঠান্তর—পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথিতে আরম্ভ :

সাজলি, শ্রাম বিনোদিনী রাধে।

অদ্বহি অদ্ব অনঙ্গ তরঙ্গিম

মদনমোহন মনমোহিনী ছাঁদে ॥

(১) মধুরিম (২) মুরতি শিঙ্গার দেব অধিদেবী। (ঐ)

শঙ্কার্থ—মঞ্জু—সুন্দর। যাবকরণন—আলতায় রাধা।

মঞ্জীর—নুপুর। কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে—শ্রীরাধার

মাজা ক্ষীণ, আর তাঁহার চলন গজবাজের চলনভঙ্গীকেও

হারাইয়া দেয়। কনককটোর চোর—যেন সোনার বাটি

চুরি করিয়া আনিয়া বুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কোর—কোলে, এখানে বুকে। কুচকোরক—কুচরূপ কলি।

লোল—চকল, দোহুলামান। শিঙ্গার দেব অধিদেবী—

মুষ্টিমতী শৃঙ্গারদেবের অধিদেবী যেন।

## শ্রীরাধার পূর্বরাগ

১৮৬

তোড়ী

মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক-মণ্ডিত চুড়য়ে মালতী মাল।

পরিমলে মাতি পাতি মত্ত মধুকর গুঞ্জরে ততহি রসাল ॥

সজনি ! পেখলু বরজকিশোর।

পিবইতে বদন- সুধাকর-মাধুরি তুলল নয়নচকোর ॥

নীলজলদতহু ভাঙ মদনধহু নয়নকমল ফুলবাণ।

জরজর লাজয়ে গুরুকুল গৌরব সংশয় রহল পরাণ ॥

মদন মকর জহু মণিময় কুণ্ডল টলমল দোলত কাণে।

হেরইতে কুলবতী- মীন গরাসয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

সাঁ. প. (১)—৩৪, ক. বি. ৩০০৫

গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১০৫, অ ৩২

রাধা ৪৫, গো ৪২

শঙ্কার্থ—পাঁতি মত্ত মধুকর—মধুপানোন্নত ভ্রমরসমূহ।

বদন-সুধাকর-মাধুরি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রের

মাধুর্য্যসুধা পান করিতে করিতে শ্রীরাধার নয়নরূপ চকোর

মুহু হইল। ভাঙ মদনধহু—শ্রীকৃষ্ণের জয়ুগল যেন

মদনের ধহু। নয়নকমল ফুলবাণ—আর নয়নরূপ কমল

যেন সেই ধহুর ফুলবাণ। মীন গরাসয়ে—কুলবতীরূপ

মৎস্তকে মণিময় কুণ্ডলরূপ মকর যেন গ্রাস করিতে

আসিতেছে।



১৮৭

শ্রীবাগ

মজল জলধর                      অঙ্গ মনোহর  
ছটায় চাহিল নহে<sup>১</sup> ।  
দ্রুত হাসিয়া                      মনের আকৃতি  
অরুণ নয়নে কহে<sup>২</sup> ॥  
কি আজু পেখলু<sup>৩</sup>                      বিনোদ নাগর  
কেলি-কদম্বের তলে ।  
রূপ নিরখিতে                      আখির লাজ  
ভাসিল আনন্দ-জলে ॥  
ফুল-মালা<sup>৪</sup> দিয়া                      কুন্তল টানিয়া  
ময়ূর-পুচ্ছের ছাঁদে<sup>৫</sup> ।  
রঙ্গিণী-লোচন                      ধ্বজন বাধিতে  
পাতিল<sup>৬</sup> বিষম ফাঁদে ॥  
মকর-কুণ্ডল                      অনঙ্গ দোলয়ে  
গণ্ডে<sup>৭</sup> দরপণ ভাণে ।  
ভালে সে মদন                      দেখি প্রতিবিধ  
গোবিন্দদাস অহুমাণে ॥

না. প. (১)—৬২, ক. বি.                      ফণদা ১২৪, তর ৬০  
৩০০৪, রাধা ৪৩, গো ৪২                      গীতচন্দ্রোদয় ১৭০

**পাঠান্তর**—গীতচন্দ্রোদয়ে (১) ছটা যে চাহিল নহে  
(২) চাহে (৩) কি পেখলু বর (৪) মালতি-মালা ।  
(৫) চান্দে (৬) পড়িলে (৭) গণ্ড ।

**শব্দার্থ**—ছটায় চাহিল নহে—এমন উজ্জল জ্যোতিঃ  
যে তাকান যায় না । মকর-কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে—  
এখানে অনঙ্গ মানে অঙ্গহীন রাহু ; মকরাক্রান্ত কুণ্ডল  
ছলিতেছে । গণ্ডে দরপণ ভাণে—গণ্ডদেশ দর্পণের দ্বারা  
ময়ূর ও উজ্জল ।

১৮৮

শ্রী বাগ

মরকত-দরপণ বরণ উজোর ।  
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর<sup>১</sup> ॥

না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান ।  
হানল অতয়ে কুহুম-শরবাণ ।  
এ সখি কাছে ভেটলু<sup>২</sup> নন্দ-নন্দনা ।  
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা ।  
তৈথনে দখিন পবন ভেল বাম ।  
সহই না পারিয়ে হিমকর-নাম ।  
সাজহ শেজ কমলদল পাতি ।  
কুলবতী যুবতি লেউ নিজ শাতি ।  
তাহি রহল মন লোচন লাগি ।  
ধৈরজ লাজ গেল দুহু<sup>৩</sup> ভাগি<sup>৪</sup> ।  
কী ফল একল বিকল পরাণ ।  
গোবিন্দদাস কহ মৌলব কান ॥

ক. বি. ৪১                      ফণদা ৭১০, গীতচন্দ্রোদয় ২৬০  
রাধা ৪১, না. প. (১)—৬৭                      তর ৭৪, না. ৩৫৩

**পাঠান্তর**—(১) প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর (গী)  
(২) ধৈরজ লাজ দূরে গেল ভাগি (ফণদা) ।

**শব্দার্থ**—অনঙ্গ আগোর—কামদেব যেন অধিকার  
করিল । অতয়ে—এইজন্ম । গহন—অরণ্য । হিমকর—চন্দ্র ।  
শাতি—শান্তি । একল—একাকী ।

**ব্যাখ্যা**—শ্রীকৃষ্ণের উজ্জলবর্ণ দেখিয়া মরকতনির্মিত  
দর্পণের কথা মনে হয় ( এই বং এমন সূচিকণ যে, উহাতে  
প্রতিবিম্ব দেখা যায় ) । তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই যেন  
মদন আসিয়া আমার প্রতি অঙ্গ অধিকার করিল । তিনি  
অরুণনয়নের ইচ্ছিতে কি বলিলেন তাহা বুঝিলাম না ;  
কিন্তু তাহার দিকে তাকাইবার কলে মদনবাণে বিদ্ধ  
হইলাম । আমি কেন নন্দনন্দনকে দেখিলাম ! এখন যে  
আমার ঘর বন বলিয়া মনে হয় ; চন্দনলেপনেও শরীর  
যেন দগ্ধ হয় । দেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পবন তাহার  
দক্ষিণা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি বিরূপ হইল । এখন  
আমি তাঁদের কিরণ সহ্য করা দূরে থাকুক, তাহার নামও  
সহিতে পারি না । কমলদল দিয়া এখন শয্যা বিছাও,  
কুলবতী তরুণী হইয়া প্রেম করার শান্তি ভোগ করি ।  
সেই নন্দনন্দনকে দেখা মাত্র তাহাতেই শুধু লোচন নহে  
মনও যেন লাগিয়া রহিল । ধৈর্য ও লজ্জা উভয়ই পলায়ন



করিল (তাই প্রকাশ করিয়া তোমাকে বলিতে পারিতেছি।  
আমি অধীরা হইয়া তোমার আশ্রয় লইতেছি, কোনরূপে  
মিলন ঘটাইয়া দেও এই ইচ্ছিত)। একাকী যে আর  
বাঁচিতে পারি না, পরাণ বিকল হইয়াছে। গোবিন্দদাস  
সাহসনা দিয়া বলিতেছেন—ধৈর্য হারাইও না, কাছ  
তোমার মিলিবে।

তুলনীয় : পদাবলীপুত জয়ন্তের পদ—

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটঃ

ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোহয়ঃ নবজলধরশ্রামলতল্লঃ।

স দুগ্ভতদ্ব্যা কিংবাহিকুরত ন হি জানে তত ইদং

মনো মে ব্যালোলং কচন গৃহকৃতো ন লগতে।

যমুনার তটে যাইতে যাইতে সহসা পথে নূতন মেঘের  
মতন শ্রামমূর্ত্তি ইহাকে দেখিলাম; তিনি নয়নভঙ্গি করিয়া  
কি যে করিলেন জানি না (তুলনীয়—না বুঝল কি  
কহল অরুণ নয়ান)। কিন্তু সেই হইতে আমার মন চকল  
হইয়াছে, ঘরের কাজ আর করিতে মন বসিতেছে না।

১৮৯

বরাড়ী

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।

তুয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব।

নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।

জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর।

কাহা তুহঁ গৌরী আরাধলি কান।

জানলুঁ রাই তোহে মন মান।

স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।

একলি গহন কুঞ্জে মহি লুঠই।

পতিকর-পরশে মানয়ে জড়াল।

বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল।

মুরলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।

গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই।

এছন যতহ মরম অভিলাষ।

কতহঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস।

মা. প. (১)—৮৪, ক. বি. ৫৩

রাধা ৭২, পৃ ১১

গীতচন্দ্রোদয় ২১৫, সমুদ্র ৫১

ভক্ত ৩৯, কী ৮৩

এই পদের রূপান্তর :—

গাছার

নয়নক কোণে না হেরি নিজ নাহ।

জলধর হেরি সজল-দিগ্ধি চাহ।

না উঠই স্বামি-শয়ন-পরিষদ।

বিলুঠই লোরে নয়ন মহি পক।

মাধব তুয়া প্রেম কহন না যায়।

অবিচল কুলবতি তুয়া গুণ গায়।

গৃহপতি নাম শুনি চমকিত গাত।

তুয়া গুণ-গুণ শুতি শ্রুতি অবগত।

গুরুজন-বচন শ্রবণে নাহি শুনই।

বাংশি-নিসান অমিয় সম মানই।

তুয়া ভানে শ্রামর সখি করু কোর।

নিশি দিশি ন তেজই নীল-নিচোল।

কত কত এছন মন-অভিলাষ।

কতয়ে নিবেদব গোবিন্দদাস।

অ. ৬৭

শব্দার্থ—গৃহপতিরাব—গৃহস্বামীর শব্দ (শুধু গৃহেরই

স্বামী; নিজের স্বামী বলিয়া তাহাকে মানিতে চাহে না—  
এই ধরনি)। মঞ্জিররবে—নূপুরের ধরনি পাইলে। উনমতি  
ধাব—পাগলিনী হইয়া মিলনের জন্ত দৌড়ায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া সখী শ্রীরাধার  
পূর্বরাগের গাঢ়তার কথা নিবেদন করিতেছেন। কৃষ্ণ!  
তুমি বোধ হয় গৌরীকে (এক অর্থে শিবপত্নী, অল্প  
অর্থে গৌরাঙ্গী রাধা) আরাধনা করিয়াছিলে—তাই  
শ্রীরাধা তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া মনে মনে জানিতেছে।  
সে গৃহস্বামীর শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠে (পাছে তাহার  
সহিত কথাবার্তা বলিতে হয়, এই ভয়ে); অথচ তোমার  
নূপুরের শব্দ শুনিলে পাগলিনী হইয়া তোমার দিকে ধায়।  
সে পতির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না, এমন কি



সে কালো কি ফর্সা তাহাও জানে না; কিন্তু তোমার সহিত বর্ণ-সাদৃশ্যের জন্ত মেঘ দেখিলে চোখ দিয়া অশ্রু-ধারা বহিতে থাকে। সে স্বামীর শয়নমন্দিরের সিঁড়িতেও পা ফেলে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলিবার জন্ত একলা কাননকুঞ্জের মধ্যে ঘাইয়া মাটিতে লুটায়। স্বামীর হাতের স্পর্শকে জ্বল মনে করে, আর তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার আকুল আগ্রহে তরুণ তমালকে গাঢ় আলিঙ্গন করে। মুরলীর ধনি কান ভরিয়া যেন পান করে; গুরু-জনের বচন শুনিয়াও শুনে না। এই প্রকার তাহার মনের যত অভিলাষ, তাহা সখীরূপা গোবিন্দদাস কত নিবেদন করিবে। এখানে গোবিন্দদাসই সখীর ভূমিকা লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার ভাব জানাইতেছেন।

১৯০

পঠমগ্নরী

লোচন<sup>১</sup> শ্রামর                      বচন<sup>২</sup> শ্রামর  
শ্রামর চাক নিচোল।  
শ্রামর হার                      হৃদয় জনি শ্রামর  
শ্রামর সখি কর কোর ॥  
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।  
অচপল কুলবতি-                      মতি উমতায়লি  
কিয়ে তুহঁ মোহিনি জান।  
মরমহ<sup>৩</sup> শ্রামর                      পরিজন পামর  
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।  
ঝর-ঝর লোরহি                      লোলিত<sup>৪</sup> কাজর  
বিগলিত লোচন-নিন্দ।  
মনমথ সাগর                      রজনী উজাগর  
নাগর তুহঁ পুন<sup>৫</sup> ভোর।  
গোবিন্দদাস                      কতহঁ আশোয়াসব  
মিলবহঁ নন্দকিশোর ॥

পাঠান্তর—তরু (১) লোচনে (২) বচনহি  
(৩) মরমহি (৪) লোলিত (৫) কিয়ে।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অহুরাগজনিত লালসা, উদ্বেগ ও জাগর্য্য দশার কথা সখী মাধবকে জানাইতেছেন। হে মাধব! শ্রামরূপে তনয়তাজ্ঞ শ্রীরাধা চোখে কাজল দিয়া কালো করিয়াছে, তাহার মুখে শুধু শ্রামনাম, অঙ্গে সুন্দর শ্রামবর্ণের সাজী। তাহার গলার হারও শ্রামবর্ণের (বোধ হয় নীল রংয়ের কোন ফুলের বা রত্নের); বুকে শ্রামল মনি ধারণ করিয়াছে আর শ্রামবর্ণের কোন সখীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। এই সব শুনিয়া তুমি মাধব যেন অস্ত কিছু বলিও না। অচপল-মনস্বী কুলবতীর কুলধর্ম রক্ষা করা কর্তব্য বটে, কিন্তু তোমার কি মোহিনী-বিজ্ঞা জানা আছে যে, তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছ। (পাগল না হইলে কি তোমার রংয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকায় কালো অঞ্জন, কালো সাজী প্রভৃতি পরে? সে তোমার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিবার জন্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া লালসাবশে একরূপ করিতেছে—অর্থাৎ কিয়ে কা অনির্কচনীয়া মোহনোচ্চাটনাদিবিজ্ঞা জায়তে, অন্যথা তস্তা এতাদৃশী দশা ন সম্ভবতি। তৎ কুতো ভবত্যা জাত-মিত্যত আহ লোচন শ্রামর ইত্যাদি যত উদ্বেগেন কাল-বিলম্বাসহিযুতয়া তদ্বর্ণসাজাতোনে লোচনাদৌ কজ্জলাদিক-মহুশীলয়তি। অত্র তু বুদ্ধিপূর্ব্বকতদহুশীলনে তদ্ভ্রান্তি-দশাকখনং হুনিরন্তম্—রাধামোহন)। তাহার হৃদয়ে শ্রাম কিন্তু পরিজন পামর, তাহাদের গল্পনায় তাহার মুখ-কমলও ঝামার মতন কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার সুন্দর কজ্জলবোখা অশ্রুধারায় মুছিয়া যাইতেছে। চোখে তাহার ঘুম নাই। মগ্ন যেন তাহার নিকট সাগর-স্বরূপ হইয়াছে।

১৯১

বরাড়ী

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।  
করতলে বদন সঘন<sup>১</sup> অবলম্ব ॥



থেনে<sup>১</sup> তহু মোড়সি করি কত ভদ্র ।  
 অবিরল<sup>২</sup>-পুলক-মুকুলে<sup>৩</sup> ভরু অঙ্গ ।  
 এ ধনি মোহে না করু<sup>৪</sup> অঙ্গ ছন্দ ।  
 জানলু<sup>৫</sup> ভেটলি শ্রামর চন্দ ।  
 ভাব কি গোপসি ওপত না রহই<sup>৬</sup> ।  
 মরমক বেদন বদন<sup>৭</sup> সব কহই ।  
 যতনে নিবারসি নয়নক লোর ।  
 গদগদ শব্দে কহসি আধ বোল ।  
 আন ছলে অঙ্গন<sup>৮</sup> আন ছলে পদ ।  
 সঘন<sup>৯</sup> গতাগতি করসি<sup>১০</sup> একান্ত ।  
 দুরে রহ গুরুজন গৌরব<sup>১১</sup> লাজ ।  
 গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ।

সাঁ. প. ( ১ )—১৮, রাধা ৩২  
 ক. বি. ২৮৮৮ ও ৩০০৩.  
 গো ১১

তরু ৭০, সমুদ্র ৩৩, কন্দলা ২৫।৩  
 সাং ১২০, গী ১২২

পাঠান্তর—গী ( ১ ) সঘনে ( ২ ) থনে ( ৩ ) অবিরত  
 ( ৪ ) মুকুল ( ৫ ) আন ( তরু ) ( ৬ ) গোপত নাহি রহই  
 ( ৭ ) বদনে ( ৮ ) আঙ্গন ( ৯ ) সঘনে ( ১০ ) কহসি  
 ( ১১ ) গৌরব গুরুজন ( তরু ) ।

ব্যাখ্যা—হে রাধে! তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া  
 ফুটন্ত কদম্বের পানে চাহিয়া থাক ( প্রস্ফুটিত কদম্বের মতন  
 তোমারও দেহে রোমাঞ্চ হয় বলিয়া অথবা কদম্ববৃক্ষতলে  
 তোমার প্রিয়তমকে দেখিয়াছিলে বলিয়া ) । পুনঃপুনঃ  
 ( সঘন ) গালে হাত দিয়া বসিয়া থাক । ক্রমে ক্রমে কত  
 ভঙ্গীতে অঙ্গ মোড়া দিতেছ । ক্রমাগত পুলকে তোমার  
 অঙ্গ ভরিতেছে । হৃন্দরি! আমাকে অঙ্গপ্রকার বলিও  
 না । আমি বুঝিতেছি যে, তোমার সঙ্গে শ্রামচাঁদের দেখা  
 হইয়াছে । তুমি ভাব গোপন করিতেছ কেন? গোপন  
 থাকিবে না; তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে,  
 তোমার মর্মে কি বেদনা তুমি ভোগ করিতেছ । তুমি  
 যত্ন করিয়া নয়নাঙ্গ বন্ধ করার চেষ্টা করিতেছ; আর  
 গদগদস্বরে আধবোল বলিতেছ । এক ছলে একবার  
 অঙ্গনে যাইতেছ, আবার অঙ্গ ছলে আবার একবার পথের  
 দিকে যাইতেছ । এই যে তোমার একা একা বারংবার

যাতায়াত ইহাতেই গোবিন্দদাস বুঝিয়াছেন যে, তোমার  
 মনে আর গুরুজনের প্রতি গৌরববোধও নাই, লজ্জাও  
 নাই । একেবারে অকাজ ঘটিল ।

মন্তব্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই পদটির ভাবের  
 সহিত শাস্ত্রধরপদ্ধতির নিম্নলিখিত শ্লোকের ( ১০২৫ )  
 তুলনা করিয়াছেন ( শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ) : গোপায়ন্তী  
 বিরহজনিতঃ দুঃখমগ্রে গুরুণাং কিং ত্বং মুখে নয়নবিস্তৃতং  
 বাষ্পপূরং কণংসি । নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আদ্রীকৃতন্তে  
 শয্যেকান্তঃ কলয়তি দশামাতপে দীপমানঃ ॥ অর্থাৎ গুরু-  
 গণের সামনে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে  
 হে মুখে, কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ  
 করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের দ্বারা আদ্রীকৃত  
 এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ—  
 তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে । দুইটী  
 কবিতার ভাবের মধ্যে কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ  
 রহিয়াছে ।

১০২

গান্ধার

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ঢলঢল সজল        | জলদ তহু শোহন                                      |
|                 | মোহন অভরণ সাজ ।                                   |
| অরুণ-নয়ন-গতি   | বিজুরি-চমক জ্বিতি                                 |
|                 | দগধল কুলবতি-লাজ ।                                 |
|                 | সজনি <sup>১</sup> যব ধরি পেখলু <sup>২</sup> কান । |
| তব ধরি জগতরি    | ভয়ল কুহুম-শর                                     |
|                 | নয়নে না হেরিয়ে আন ॥                             |
| মকু মুখ দরশি    | বিহসি তহু মোড়ই                                   |
|                 | বিগলিত মোহন বংশ ।                                 |
| না জানিয়ে কোন  | মমোরণে আকুল                                       |
|                 | কিশলয় দলে করু দংশ ।                              |
| অতয়ে সে মকু মন | জলতহি অহুগন                                       |
|                 | দোলত চপল পরাণ ।                                   |



গোবিন্দদাস

মিছই আশোয়াসল -

অবছ' না মীলল কান ॥

সা. প. (১)—৪২, ক. বি. ৫১

রাধা ৮০, গো ১১

তরু ৭৩, সমুদ্র ৪২, কণ্ঠা ২৫৪

কী ৩৫, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১২৮

সা ১২৩

পাঠান্তর—(১) যাইতে ( কণ্ঠা ও তরু ) ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের ঢলঢল সজল জলধরের মতন হৃন্দর দেহ; তাহাতে মনোহর অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; তাঁহার কটাক্ষদৃষ্টি বিদ্যাতের দীপ্তিকে পরাজিত করিয়া কুলবতীদের লজ্জাকে দগ্ধ করিল ( বিদ্যাৎ কেবল বৃক্ষাদি বস্তুকেই দগ্ধ করিতে পারে, মনোগত ভাবকে পারে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ মনের কোণে অবস্থিত লজ্জাকেও পুড়াইয়া ফেলে—ইহাই তাহার উৎকর্ষ ) । সখি! যে সময় হইতে কানাইকে দেখিয়াছি সেই সময় হইতেই সমস্ত জগৎ যেন মদন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—চোখে আর অন্য কিছুই দেখিতে পাই না । কানাই আমার মুখপানে চাহিয়া অঙ্গমোড়া দিয়া একটু হাসিলেন, তাঁহার অধর হইতে ভাবাবেগে মোহন মুরলী পড়িয়া গেল । জানি না কোন্ অভিলাষে আকুল হইয়া তিনি কিশলয়দলে দংশন করিলেন । সেইজন্য আমার মন সব সময়ে জলিতেছে—চপল পরাণ ছলিতেছে । গোবিন্দদাস মিথ্যাই আশাস দিলেন—কই এখনও তো কানাই আসিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইলেন না ।

মন্তব্য—তুলনীয় : গীতাবলীর

অদশদশোক-লতা-পল্লবময়মতনু-সনাতন-নন্দা ।

তদহমবেক্ষ্য বভুব চিরং বত বিশ্বত-কাগ্নিক-কন্দা ॥

অর্থাৎ অতনু-সনাতন-নন্দা ইনি অশোকলতার পল্লবে দংশন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি বহুকণ পর্য্যন্ত সকল কাজ ভুলিয়া ( মত্তমুগ্ধের মতন ) রহিলাম ।

১৯৩

ধানশী

চুড়ক চুড়ে

শিখণ্ডি শিখণ্ডক

মণ্ডিত মালতি-মাল্য ।

সৌরভে উনমত

ভ্রমরা ভ্রমরি কত

চৌদিশে করত কঙ্কার ॥

সজনি! কো কহ' কাম অনঙ্গ ।

কেলি-কদম্ব-তলে

সো রতি-নাগক

পেথলু নটবর-ভঙ্গ ॥

কতহ' বিষমশর

নয়ন-তুণ ভর

সঞ্চর ভাঙ-কামান ।

নাগরি-নারি

ময়ম মাহা হানই

লখই না পারই আন ॥

শ্রুতি-মূলে চকল

মণিময় কুণ্ডল

দোলত মকর-আকার ।

গোবিন্দদাস

অতয়ে অহুমানল

মদনমোহন অবতার ॥

সা. প. (১)—৩১, ক. বি. ৪৩,

রাধা ৪১, গো ১২, বৃ ৬

সমুদ্র ৪০, তরু ৭৪, গীত

চন্দ্রোদয় ১০০

পাঠান্তর—গী (১) চুড়ে শিখণ্ডি-শিখণ্ডক মণ্ডিত মালতী মধুকর মাল (২) মধুমত্ত ভ্রমর ভ্রমরী কত (৩) কহে ( তরু ) (৪) বিষমকুহুমশর ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের চুড়ার চুড়ার অর্থাৎ মাথার উপর ময়ূরের পুচ্ছ; উহা মালতীর মালায় শোভিত । তাহার স্তম্ভে উন্নত হইয়া কত ভ্রমর ও ভ্রমরী চারিদিকে কঙ্কার করিতেছে । সখি! কে বলে যে, মদনের অঙ্গ নাই! আমি যে দেখিলাম সেই রতিনায়ক ( এক অর্থে কামপত্নী রতির দায়িত্ব, অত্র অর্থে আমার মনের প্রীতির নাগক ) কেলিকদম্বের তলে নটবরভঙ্গীতে পাড়াইয়া আছেন । তাঁহার নয়নরূপ তুণে কতই দারুণ কটাক্ষরূপ বাণ ভরা রহিয়াছে; আর উহার দুই চারিটা ভ্রুরূপ ধহুতে সঞ্চরণ করিতেছে আর নাগরীদের মর্ষের মাঝে আঘাত করিতেছে—অন্তে তাহা দেখিতে পায় না । মদনদেবকে মকরকেতন বলে; ইহারও কর্ণমূলে মণিময় মকরের আকারযুক্ত কুণ্ডল ছলিতেছে । কবি গোবিন্দদাস এইজন্য অহুমান করিতেছেন যে, ইনি মদন নহেন, কিন্তু মদনকে মোহিত করিতে পারেন এমন অবতার ।



১৯৪

ধানশী

কাকন গোবী ভোরি বৃন্দাবনে  
খেলই সহচরি মেলি ।  
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তহু জাবল  
তৈথনে শ্যামরি ভেলি ॥  
মাধব, সো অবিচল কুল-রামা ।  
মরমহি গোই রোই দিন যামিনি  
গুণি গুণি তুয়া গুণ-গামা ॥  
গুরুজন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন  
অলখিতে বিধম বেয়াধি ।  
কি করব ধনি মনি- মম্ব মহৌষধি  
লোচনে লাগল সমাধি ॥  
ধেনে ধেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তহু মোড়ই  
কহত ভরমময় বাণী ।  
শ্রামর নামে চমকি তহু ঝাপই  
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥

স। প. (১)—৩৭, ক. বি. ৬২  
রাধা ৭৫, বৃ. ১১

গীতচন্দ্রোদয় ১১৮, সমুদ্র ৫৬  
তঙ্গ ১৩৩, কী ২০

পাঠান্তর—গী (১) তুয়া দিঠে মিঠি গরলে  
(২) অলখিত ।

ব্যাখ্যা—সোনার চেয়েও উজ্জ্বলবর্ণা এই গোবী  
বালিকামাত্র । সে সহচরীদের সঙ্গে খেলা করে, অতএব  
তাঁহার মদনাবেশের কাল উপস্থিত হয় নাই (সে  
কাকনাদপি গোবী ভোরি বাল্যস্ত বলনাবিস্রল্য অতঃ  
সুতরাং ব্রুবদাবনে সখীভিঃ সহ খেলাসক্তচিত্তা সতী  
বিহরতি অতো মদনাবেশকালো ন বৃত্তঃ—রাধামোহন) ।  
কিন্তু তোমার কটাক্ষরূপ মিঠাবিষে তাঁহার তহু তৎক্ষণাৎ  
জ্বরজ্বর হইল—সে শ্রামবর্ণা হইল । মাধব! সে  
কুলবতী রমণী, অবিচল তার কুলধর্ম । কিন্তু সে দিন-  
রাত্রি তোমার গুণগ্রাম স্বরণ করিয়া করিয়া অতিশয়  
গোপনে বোধন করে । গুরুজনেরা বুদ্ধিতে পারে না,  
পরিজনেরাও অবুধ, তাই তাঁহার বিষয় ব্যাধির স্বরূপ কেহ

দেখিতে পার না । তাঁহারা হয়তো মম্বতন্ত্র অথবা ভাল  
ঔষধ আনে, কিন্তু শ্রামের নয়নে নয়ন লাগায় সে যে চোখ  
বুজিয়া সমাধিস্থের ছায় জড় হইয়া থাকে । কখনও কখনও  
হাত-পা ইতস্ততঃ চালনা করে, যেন কোন অঙ্গের উপর  
আর তাঁহার কর্তৃত্ব নাই (কণে কণে স্তব্ধীভূতহস্তপাদাঙ্গ-  
ব্যবস্র বৈবশ্যোনেতস্ততঃচালনং তথা ভ্রমময়বাণীতি  
অশ্রাহুভাবঃ—রাধামোহন) । সে ভ্রমময় বাণী (প্রলাপ)  
কহিতেছে । কেবল তাঁহার জ্ঞানসন্ধারের চিহ্ন দেখা যায়  
তখন যখন কেহ তাঁহার কর্ণে শ্রামনাম বলে—তখন সে  
চমকিয়া গায়ে কাপড় দেয় । গোবিন্দদাস অত্র কোন  
প্রকারে আর জানিতে পারেন না ।



১৯৫

শ্রী রাগ

নীলরতন কিয়ে নব ঘন ঘটা ।  
লখিলে লখিল নয় সে না অঙ্গ ছটা<sup>১</sup> ॥  
কদম্বের কুঞ্জে কেবা শ্রাম চিকনিয়া<sup>২</sup> ।  
রূপ দেখি আইহু জাতিকুল মজাইয়া ॥  
চুড়ার উপরে মন্ত ময়ূরের পাখা ।  
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা ॥  
বদন-কমল কিয়ে পূর্ণমিকো চন্দ ।  
অধর কিশলয় কিয়ে বান্ধুলি বন্ধ<sup>৩</sup> ॥  
তাঁহে অতি হৃদয় মুরলীক<sup>৪</sup> তানে ।  
ভুলল আখির লাজ সাখাইল<sup>৫</sup> কাণে ॥  
নয়ন-মুগল কিয়ে ভ্রমর বিবাজ<sup>৬</sup> ।  
অলখিতে দংশয়ে যুবতি-হিয়ামাখ ॥  
গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি-বিধে ।  
না পিলে অধর-সুধা কেবা জীয়া আইসে ॥

স। প. (১)—৩৩, ক. বি. ৪৪  
রাধা ৪৪, গো ১২, বৃ ৭

কী ৬৭, অধরা ২২৪, সমুদ্র ৩৮  
গীতচন্দ্রোদয় ২১৪

পাঠান্তর—(১) লখিল নহে সে অঙ্গের ছটা  
(কণদা); লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা (গী)



(২) কদম্বতলাতে সেই শ্রাম চিকনিয়া ( ক্ষণদা ) (৩) অধর  
বাধুলী কিয়ে কিশলয়-ছাদ ( ক্ষণদা ) ; অধর সুকিশলয়  
বাধুলি বন্ধ ( গী ) (৪) মূলীর (৫) সান্তাইল (৬) মন্ত  
অলি রাজ ( গী ) ।

ব্যাখ্যা—হায় সখি ! কদম্বের কুঞ্জে কে সে চিকণকালা ?  
তাহার রূপ দেখিয়া জ্ঞাতিকুল পোয়াইয়া আসিলাম ।  
তাহার অঙ্গের কাস্তি কি ইন্দ্রনীলমণির ছটা ? না, উহা  
তো কঠিন । বোধ হয় ইহা এক নবীন ও অপূর্ণ মেঘ-  
সমূহের দীপ্তি । চেষ্টা করিলেও উহা দেখা যায় না । তাহার  
চূড়ার উপরে মন্ত ময়ূরের পাখা । মদনের ধনুক, না, ইন্দ্র-  
ধনু দেখা দিল ? তাহার বদন কি কমল, না, পূর্ণিমার  
চন্দ্র ? অধর কচিপাতা, না, বাধুলি ফুল ? অধরে আবার  
সুন্দর মূলীর ধনি । ঐ স্বর কাণে প্রবেশ করায় আমি  
চোখের লজ্জার মাথা খাইলাম । তাহার নয়নযুগলে কি  
ভ্রমর রহিয়াছে ? অলক্ষ্যে যুবতীর অন্তরের মধ্যস্থলে দংশন  
করিল । কিন্তু ভ্রমর এ নহে, কেননা ভ্রমরের বিষ একেবারে  
মর্মের মর্মস্থলে ধাইয়া পৌছে না । গোবিন্দদাস বলিতেছেন  
ঐ দৃষ্টির বিষ হইতে বাচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে  
তাঁহারই অধরসুধা পান করা । ( সাপে কামড়াইলে কখন  
কখন সাপুড়েরা মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া লয় )

১১৬

ধানশী

কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল  
মৌলিক মালতী মালে ।  
চূড়া চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক  
অর্জক চারু কপালে ।  
সখি বড়ই বিনোদিয়া কান ।  
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতী  
ছাড়ল কুল-অভিমান ।  
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল  
কাম-কামান ভুরুভঙ্গি ।  
মলয়া চন্দন ভালে বিলেপন  
যাহা দেখি চান্দ কলঙ্কী ।

পীতবদন মণি অভরণভূষিত  
উরে লবিত বনমালে ।  
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ হেরলু  
বিজুরী তরুণ তমালে ।

গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১২৭, কী ৭৮

শব্দার্থ—মৌলিক—মাথার । মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ-  
মণ্ডল—তাঁহার মুখমণ্ডল যেন মরকতমণি দিয়া তৈয়ারী  
সুন্দর মণ্ডপ । কাম-কামান—কামের ধনু । যাহা দেখি  
চান্দ কলঙ্কী—তাঁহার কপালে চন্দন ; কপালের শোভায়  
পরাজিত হইয়া চন্দ্র কলঙ্ক ধারণ করিয়াছে । উরে—  
বুকে । বিজুরী তরুণ তমালে—কবি রাধাকৃষ্ণের মিলন  
দেখিয়া বলিতেছেন যেন তরুণ তমালে বিদ্যুৎলতা শোভা  
পাইতেছে ।

১১৭

ধানশী

রত্নিনি সঙ্গে তুষ্ট মণিমন্দিরে  
দশ দিশ হেরাইতে রামা ।  
কো জানে কি খেনে তোহে দিঠি লাগল  
মুরছি পড়ল সোই ঠামা ।  
মাধব কি তুয়া নয়ন সন্ধান ।  
কুল-গিরিরাজ লাজ-কুচ-কক্কু<sup>১</sup>  
ভেদি মরম সঞ্চে<sup>২</sup> হান ।  
তুয়া বিবহানলে<sup>৩</sup> জলত কলেবর  
সঘন লুঠই<sup>৪</sup> মহি পহা ।  
তুহু<sup>৫</sup> সুপুরুষমণি তোহে চড়ব<sup>৬</sup> জানি  
ধনিবধ-বিপুল-কলঙ্কা ।  
সহচরি মেলি<sup>৭</sup> কতহি আশোয়াসলু<sup>৮</sup>  
বেদন কোই না জান ।  
গোবিন্দদাস ভণে তোহারি পরশ বিনে<sup>৯</sup>  
কৈছনে রহত পরাণ ।

মা. প. (১) ৮৮, ক. বি. ৩২  
বু ১২, রাধা ৭৩

গীতচন্দ্রোদয় ১২৩, ক্ষণদা ১১১৩  
কী ১২, সা ১৩৩



পাঠান্তর—(১) লাজঘন কণ্ঠক—গী ও ক্ষ (২) পথে—গী (৩) বিরহ বিধানলে—গী ও ক্ষ (৪) সঘনে লুটয়ে—গী (৫) চটয়ে—গী ও ক্ষ (৬) সব সখী মেলি—গী; সব সহচরী মিলি—ক্ষ (৭) আশোয়াসই—গী; আশোয়াসব—ক্ষ (৮) গোবিন্দদাস ভণ তোহারি পরশ বিন—গী; গোবিন্দদাস ভণ, তোহারি পরশপণ, নহে কৈছে রহত পরাণ—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর সঙ্গে উচ্চ মণিমন্দিরে দাঁড়াইয়া দশদিক্ দেখিতেছিল, কে জানে কি ক্ষণে তোমার উপর দৃষ্টি পড়িল; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানে সে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। মাধব! তোমার কি অব্যর্থ নয়ন-সন্ধান! কুলরূপ গিরিরাজে সে কামিনী অবস্থিতা ছিল, তাহার উপর আবার লজ্জা ও কুচরূপ বর্ধ ছিল তাহার পরিধানে, তবু তোমার নয়নশর যাইয়া মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। এখন তোমার বিরহরূপ বিষের আঁগুনে তাহার দেহ জলিতেছে। সে বারবার ভূমিস্থ কর্দ্দমে লুটাইতেছে (ঠাণ্ডা হইবার আশায়)। মাধব, তুমি স্বপুরুষদের শিরোমণি; তোমাতে যেন সুন্দরীকে বধ করিবার দায়িত্বরূপ বিপুল কলঙ্ক না লাগে। আমরা সহচরীরা মিলিয়া তাহাকে কত আশ্বাস দিলাম; কিন্তু তাহার যে কোথায় বেদনা তাহা তেঁ জানি না। গোবিন্দদাস বলেন, তোমার স্পর্শ বিনা তাহার জীবন কিরূপে রহিবে? (‘তোহারি পরশপণ’ পাঠে মানে হইবে সে পণ করিয়াছে তোমার স্পর্শ না পাইলে প্রাণত্যাগ করিবে।)

১৯৮

ধানশী

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞ্চে  
লোচন মন দুহঁ ধাব্।  
পরশক লাগি আগি জলু অন্তর  
জীবন রহ কিয়ে বাব্।  
মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।

প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি  
জহু তহু দহই পতঙ্গী।  
কহত সবাদ কহই না পারই  
কাহে বিশোয়াসব বালা।  
অহুখন ধরগী- শয়নে কত মেটব  
হুতহু অতহুশর জালা।  
কালিন্দী-কুল- কদম্ব-কানন  
নামে নয়নে বাক বারি।  
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব  
কৈছে জীবন বরনারী।

সা. প. (২)—২৩, সা. পা  
(১)—৮৬ ক. বি. ২২০৩ ও ৬২  
বু ১২, রাধা ৭৪

গীতচন্দ্রোদয় ১৪০, সমুদ্র ১৬২  
জগদী ১৪১৪, তরু ১৪৮

পাঠান্তর—(১) জীবন রহত কি যাব—ক্ষ (২) দহত —তরু ও ক্ষ (৩) কহই নাহি জানই—ক্ষ (৪) মিটব—ক্ষ (৫) কদম্বক—তরু, কদম্বকো—ক্ষ (৬) নয়ন—ক্ষ (৭) কহত—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অসহনীয় দুঃখ দেখিয়া সখী মাধবকে বলিতেছেন—তোমার অপরূপ রূপ দূর হইতে দেখিতেই সুন্দরীর নয়ন ও মন উভয়ই তোমার প্রতি প্রধাবিত হইল; তোমার স্পর্শলাভের জন্য অন্তরে যেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহাতে জীবন যায় কি থাকে বলা যায় না। (তোমার স্পর্শমৃতবর্ষণেই ঐ অগ্নি নির্দাপিত হইতে পারে—অন্য উপায়ে নহে।) মাধব! তোমাকে ইন্দ্রিত করিয়া আর কি বুঝাইব? শ্রীরাধা প্রেমজনিত মোহরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে; যেন পতঙ্গী অগ্নিতে দেহ পুড়াইতেছে। শ্রীরাধা তোমার কাছে সংবাদ পাঠাইতে চায়; কিন্তু কথা বলিতে যাইয়াও বলিতে পারে না। কুলবতী সে কাহাকেই বা বিশ্বাস করিয়া এই পরকীয় প্রেমের কথা বলিতে পারে? (অবশ্যকখনীয়মপি বিশ্বাসপূর্ব্বকং ন কথয়তি যতঃ কুলাঙ্গনা। অতঃ স্ততরাং অংকুতাহতহুশরজালা কথং দূরীভবিষ্যতি—রাধামোহন।) তাই সে সর্ব্বদা মাটিতে শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে কি সুন্দর কামদেবের



(এ সেই অতলু কাম নহে, এ স্তলু কামদেব—অর্থাৎ মাধব) শরজালা দূর হয়? যমুনার কুলের কদম্ববনের নাম করিলেই তাহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। গোবিন্দদাস শ্রীরাধার এই দশার কথা মাধবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এখন ঐ নারীশ্রেষ্ঠ কেমন করিয়া বাঁচিবে বল।

১৯৯

ধানশী

মজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।

কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি  
জীবন কিয়ে স্থখ লাগি ॥

পহিলে শুনলু হাম শ্রাম দু' আখর  
তৈথণে মন চুরি কেল।

না জানি কোন ঐছে মুকলি আলাপই  
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥

না জানি কোন উহ পটে দরশাওলি  
নব জলধর জিনি কঁাতি।

চকিত হইয়া হাম বাহা বাহা ধাইয়ে  
তাহা তাহা বোধয়ে মাতি ॥

গোবিন্দদাস কহয়ে শুন স্তন্দরি  
অন্তএ করহ বিশোয়াস।

যাকর নাম মুরলীরব তাকর  
পটে ভেল সো পরকাশ।

ক. বি. ৪৪৪

গীতচন্দ্রোদয় ২৪০

পাঠান্তর—ক. বি. পুথিতে আরম্ভ—পহিলে শুনলু  
হাম ইত্যাদি। শেষে ভণিতা—

এক পুরুষে তিন অহুমানিয়ে

মরমে কয়লি তুহু ভেদ।

গোবিন্দদাস কহে পহিল সম্ভাষণে

টুটব বিবহ বিচ্ছেদ ॥

ব্যাখ্যা—সখি! আমার মরণই ভাল (মরণকে আমি  
সৌভাগ্যের ফল বলিয়া মনে করি)। আমি কুলবতী

রমণী; আর আমার কিনা তিনজন পুরুষে অহুযক্তি  
ঘটিল! এ জীবনে আর কি স্থখ! প্রথমে আমি শ্রাম  
এই দুই অক্ষর শুনিলাম; নাম শুনিয়াই আমার মন চুরি  
গেল। তার পর কোন একজনের মুরলী আলাপ শোনা  
মাত্র আমি বিস্মিত হইলাম—আমার কান যেন সে চুরি  
করিয়া লইল (অর্থাৎ আমার কানে মুরলীধ্বনি ছাড়া  
আর কিছুই শুনিতে পাই না)। তার পর আবার  
তৃতীয় একজনের সঙ্গে প্রেম। কে যেন চিত্রপটে তাহার  
নবজলধরকে হারমানানো কাস্তি দেখাইল। তাহা  
দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি যেখানে যেখানে পলায়ন  
করি, সে যেন সেইখানেই মত্ত হইয়া আমার সামনে  
দাঁড়ায়, আমার পথ বোধ করে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন,  
স্তন্দরি! শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহার নাম  
শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছ তাহারই মুরলী তুমি শুনিয়াছ, আর  
চিত্রপটে তাহারই ছবি দেখিয়াছ—স্তবরাং একজনেই  
তোমার প্রেম হইয়াছে, তিনজনে নহে।

মন্তব্য—তুলনীয়: বিদগ্ধমাধব—

একশ্রু শ্রুতমেব লুপ্তি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং

সাক্ষোন্মাদ-পরম্পরাম্পনয়ত্যন্ত বংশীকলঃ।

এষ স্নিগ্ধ-ঘন-ছাতির্মসি মে লগ্নঃ সক্রবীক্ষণাৎ

কষ্টং দিক্ পুরুষত্রয়ে বতিবভূগ্নগ্নে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

অর্থাৎ—সখি! একজনের কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম  
কর্ণে প্রবেশ করিয়া মতি বিলুপ্ত করিয়াছে, অল্প একজনের  
বংশীধ্বনি অত্যন্ত উন্মাদদশা ঘটাইতেছে, আবার আর  
এক স্নিগ্ধমেঘছাতি পুরুষকে দেখিয়া আমার মনের মধ্যে  
তাঁহার চিত্র লাগিয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট! হা দিক্!  
তিনজন পুরুষে প্রেম করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

যদুনন্দনদাসের পঞ্চাহ্বাদ—

কৃষ্ণ দু আখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিল কার।

তাতে গরাসল, মতি যে সকল, ধরম করম আর ॥

মই গো কহিছ এ তোহে সার।

এ তিন পুরুষে চিত্তের আবর্তি, কি কাজ জীবনে আর ॥

আন পুরুষের বংশী মনোহর, শুনিল মধুর গান।

তাতে পরমাদ, চিত্ত উনমাদ, আন না শুনে কান ॥



এ চিত্রপটেত, নবীন মুরত, নবম্ম জিনি তহু ।  
ইহার দরশে, পরম হরিষে, মগ্ন ভেল মন জহু ॥  
এ সব শুনিয়া, সখীগণ হিয়া, হরিষ পায়ল অতি ।  
এ যখনন্দন, দাস তহি ভণ, ভালে সে চিত্তিত মতি ॥

২০০

বরাড়ী

মধুর মধুর তুয়া রূপ ।  
জগজ্ঞনলোচন-অমিয়া-স্বরূপ ।  
রূপ চাহি গুণ নহে উন ।  
সো তহু তেজবি কাহে মহী করি শুন ॥  
জন্মরি মোহে না কহ আন ছন্দ<sup>১</sup> ।  
হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ ॥  
তবহ<sup>২</sup> সকল দিন<sup>৩</sup> মোর ।  
রাই শুতব যব কাহুক কোর<sup>৪</sup> ।  
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি ।  
তবহ মনোরথ পূরব তোহারি ॥  
যতন<sup>৫</sup> করব হাম সোই ।  
কাহু যৈছে তুয়া বশ হোই ।  
গোবিন্দদাস<sup>৬</sup> ভালে জান ।  
তুয়া বিগু কাহুক জলত পরাণ ॥

ক. বি. ৫৫

কণদা ৪৮, তর ৪৩, সমুদ্র ৩৩

পিতৃসম্রাট ২৪১

পাঠান্তর—

(১) ইথে নাহি হয় আন ছন্দ (কণদা), মোহে না  
কর আন ছান্দ—(তর) (২) কণদায় ইহার পর  
অতিরিক্ত দুই চরণ—

যতন করব হাম সোই ।

হরি যৈছে তুয়া নয়ন-পথ হোই ॥

- (৩) তহু (৪) যব তুহ<sup>১</sup> বৈঠবি কাহুক কোর  
(৫) যতন করব ইত্যাদি দুই চরণ কণদায় নাই ।  
(৬) কণদায় ভণিতা :

গোবিন্দদাস পরমাণ ।

তুয়া বিনা কাহু কি ধরয়ে পরাণ ॥

শঙ্কার্থ—জগজ্ঞনলোচন - অমিয়া - স্বরূপ—পৃথিবীর  
লোকের চকুর নিকট অমৃতস্বরূপ আশ্রয় । রূপ চাহি  
গুণ নহে উন ইত্যাদি—তোমার রূপের চেয়ে গুণও কম  
নয় । এমন রূপগুণবতী তুমি পৃথিবী শূন্য করিয়া দেহ  
ত্যাগ করিবে কেন ? হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ—  
আমি তোমার মুখচন্দের বলিহারি যাই । গোবিন্দদাস  
ভানে জান ইত্যাদি—গোবিন্দদাস খুব ভাল করিয়াই  
জানে যে, তোমার জন্ত কাহুরও প্রাণ আকুলি-বিকুলি  
করিতেছে ।

২০১

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম ।  
ধায়ল চপল নয়ন তুছ ঠাম ॥  
চিরদিন কপি মণি-মণ্ডল ঠাম ।  
পেখলু নটবর সো ঘনশ্রাম ॥  
এ সখি ! কো জানে পুন কথি লাগি ।  
তদবধি হৃদয়ে জলত মঝু আগি ॥  
মোরে হেরি কক ছিরিদামক কোর ।  
তৈছন করইতে মঝু মন ভোর ॥  
হুহ<sup>১</sup> দুজ বন্ধন হুহ<sup>২</sup> কর কেরি ।  
মঝু লোচন বর সো মুখ হেরি ॥  
নারী শুনয়ে যবে তৈছন যোগ ।  
জানলু তবহি জনম ফল ভোগ ॥  
অতয়ে সে কি ফল জীবন পাপ ।  
গোবিন্দদাস কহ মিটব সন্তাপ ॥

পিতৃসম্রাট ২৪৭

ব্যাখ্যা—কাহুর নাম যখন আমি কানে শুনিলাম  
তখনই আমার চকল নয়ন তাহার পানে ধাবিত হইল—  
চিরকাল সর্পই মণিসমূহের আশ্রয়স্থান বলিয়া জানিতাম ;  
কিন্তু নটবরবেশী ঘনশ্রামকে দেখিয়া সে ধারণা দূর হইল—



(তাহার অঙ্গে বহু মণির শোভা)। সখি! জানি না কেন, কিসের জন্ত, সেই হইতে আমার অন্তরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। তিনি আমাকে দেবিয়া শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিলেন, সেইরূপ করিবার জন্ত আমার মন উন্নত হইয়াছে। দুই বাহুতে বন্ধন করিয়া দুইজনে খেলিতে লাগিলেন; তাহার মুখপানে চাহিয়া আমার নয়ন দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল। কোন মেয়ের যদি এমন দৈবযোগ ঘটে তাহা হইলে জন্ম ভরিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হয়—জানিলাম। সেইজন্য বলিতেছি আমার পাপজীবন রাখিয়া কি ফল! গোবিন্দদাস সাধুনা দিয়া বলিতেছেন, তোমার সন্তাপ নিশ্চয়ই দূর হইবে—দয়িতের সঙ্গে অবশ্যই তোমার মিলন ঘটবে।

শঙ্কার্থ—আজু ভেল আন—আজ অচরকম হইল। মাধবীর স্বর্ণক্ষে মন তৃপ্ত হয়, কিন্তু আজ দগ্ধ হইতেছে। মালতী দেবিয়া নয়নাশ্রু বহিতেছে। অগ্নি স্পর্শ করিয়া লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, যুথিকা ফুল ছুইয়া আমি সেইরকম করিতেছি। তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাপি—কুমুদ ফুল তুলিতে যাইয়া বারবার হাত কাপিয়া উঠিতেছে। গরল সরিথ বরিখে মকরন্দ—কমল আজ বিবেক মতন মধু বর্ণন করিতেছে। গোবিন্দ কহ দিনকর পরিণাম—গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজা করিতে উপদেশ দিতেছেন। সূর্য্যপূজার ছলে কাননে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটিতে পারে।

তুলনীর : বিজাপতি—

কুমুদিত কানন হেরি কমলমুখি  
মুদি রহএ দুই নয়ান।  
কোকিলকলরব মধুকরধনি শুনি  
কর দেই ঝাপল কান।

২০২

পুনঃশ্রী

এ সখি! কহইতে কহই না জান।  
সো ফুলবন কাহে আজু ভেল আন।  
মাধবী-পরিমলে মধু মন দহই।  
মালতী হেরি নয়নজল গলই।  
যুথিক পরশে চমক জহু আগি।  
রঙ্গণ সঙ্গে অঙ্গে জহু আগি।  
তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাপি।  
কমলকে নামে জীউ দেই ঝাপি।  
গরল সরিথ বরিখে মকরন্দ।  
নিশি দিশি কিশলয় লাগল ধন।  
সহই না পারিয়ে অলিকুল রোল।  
কোকিল কলরবে অতি উত্তরোল।  
দক্ষিণ পবন কাহে ভেল বাম।  
গোবিন্দ কহ দিনকর পরিণাম।

গীতচন্দ্রোদয় ২৫৭

২০৩

তোড়ী

মুখি যদি বলোঁ। পাসরো কান  
মনে সে না লয় আন।  
তিল আধ তার মুখ না হেরিলে  
নিঝরে ঝবে নয়ান।  
শুন শুন শুন পরানের সহ  
কাহুর পিরিতি কাজে।  
তহুমন ধন ভেল পরাদীন  
কি আর করিবে লাজে।  
শ্রামের নামে সে পরাণ উছলে  
ঐছন পড়ল অকাজে।  
যদি শুনিতে না চাহোঁ কাহুর বচন  
কানে সে মুরলী বাজে।



যদি চলিতে না চাহে। কানাইর পাশে  
চরণে থির না বান্ধে।  
গোবিন্দদাস কহে কাহুর লাগিয়া  
ভালে সে পরাণ কান্দে ॥

সি. প. (১)—১৪৫

তর ২০০

বরাহনগর ৪ (৩)—১৪৭

২০৪

হুহই

আধিক আধ আধ দিঠি অকলে  
যব ধরি পেথলু কান।  
কত শত কোটি কুহুম-শরে জরজর  
রহত কি যাত পরাণ ॥  
সজনি! জানলু বিহি মোহে বাম।  
দউ লোচন ভরি ঘো হরি হেরই  
তছু পায়ে মনু পরণাম ॥  
হুনয়নী কহত কাহু ঘন শ্রামর  
মোহে বিজুরি সম লাগি।  
রসবতী তাক পরস-রস ভাসত  
হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥  
প্রেমবতী-প্রেম লাগি জীউ তেজই  
চপল জীবনে রাখত মনু সাধ।  
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে  
রসবতি রস মরিয়াদ ॥

সি. প. (১)—১৪২

গীতচন্দ্রোদয় ২৭২, তর ২০৪

হু ১৮, রাধা ১১০, গো ২৫

কী ২৪৩

পাঠান্তর—(১) মাগয়ে—গী (২) জহু—গী  
(৩) গোবিন্দদাস ভণে কহই শ্রীবল্লভ  
জানই রসমরিয়াদ—গী।

ভাবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের রূপের এমনই প্রভাব যে, অর্ধেকের  
অর্ধেকের অর্ধেক চক্ষুর কোণ দিয়া (সারা নয়ন মেলিয়া

নহে) যখন হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই  
কত শত কোটি কন্দর্পের পুষ্পবাণে জর্জরিত হইয়াছি।  
এই যন্ত্রণায় আমার প্রাণ রহিবে কি যাইবে বুঝিতে  
পারিতেছি না। সখি! বুঝিলাম বিদ্বাতা আমার প্রতি  
বিরূপ—আমাকে ক্ষমতা খুব কমই দিয়াছেন। অগ্রে দুই  
চোখ ভরিয়া হরিকে দেখিয়া থাকে, আমি তো পারি না;  
একটু অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিয়াই আমার এই ফল হইয়াছে।  
হুতরাং যাহারা দুই চোখ ভরিয়া হরিকে দেখিতে সমর্থ  
তাহাদের পায়ে আমার প্রণাম। যাহারা হুনয়নী (যাদের  
ভাল চোখ আছে) তাহারা বলে কানাই দেখিতে  
মেঘের মত শ্রামল। আমার তো ভাল চোখ নাই, তাই  
আমার কাছে তাঁহার রূপ বিদ্যুৎতুল্য মনে হয়—আমার  
নয়ন বাধিয়া যায়। যাহারা রসবতী তাহারা কাহুর  
স্পর্শরসে আনন্দমাগরে ভাসে, আমার অঙ্গে একটু স্পর্শ  
লাগিলে আমার হৃদয়ে যেন আগুন লাগিয়া যায়।  
প্রেমবতীরা প্রেমের জন্ত জীবনত্যাগ করেন কিন্তু আমার  
চপল জীবন ধারণেই সাধ। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়  
লিখিয়াছেন—“চপল শব্দের ধ্বনিদ্বারা কবি বুঝাইতেছেন  
যে, জীবন চিরস্থায়ী না হইয়া চঞ্চল ও বিনশ্বর হওয়ায়  
শ্রীবাধার হৃদয়ে গভীর আক্ষেপ রহিয়াছে; কারণ জীবন  
অনন্ত হইলে, তিনি অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের  
আস্বাদন করিতে পারিলে, বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ  
করিতে পারিতেন।”

গোবিন্দদাস ভণিতায় বলিতেছেন যে, শ্রীবল্লভ রসবতীর  
রসমর্যাদা জানে। কবি বল্লভের ভণিতায় (যাহা  
বিজ্ঞাপতির পদ বলিয়া সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রকাশ  
করিয়াছেন) পাওয়া যায় :—

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু  
নয়ন না তিরপিত ভেল।  
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু  
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥

শ্রীবাধার মর্যাদার প্রমাণস্বরূপ উক্ত পদকেই যদি  
গোবিন্দদাস লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ  
স্ববিখ্যাত পদটি বল্লভেরই রচনা বলিতে হয়।



২০৫

শ্রী গাঙ্কার

আঁচরে মুখশশী গোয় ।  
ঝর ঝর লোচনে রোয় ॥  
কারণ বিহু খণে হসই ।  
উতপত দীঘ নিশমই ॥  
শুন শুন সুন্দর শ্রাম ।  
প্রেমকো ইহ পরিণাম ॥  
তাতল তহু নহি ছোটই ।  
সতত মহী-তলে লুঠই ॥  
কাহকো কছু নাহি কহই ।  
কো অছু বেদন সহই ॥  
জগতরি কুলবতী বাদ ।  
কা দেই কহব সখাদ ॥  
গোবিন্দদাস আশোয়াসে ।  
জীবই তুয়া অভিলাসে ॥

স। প. ১—২০

সমুদ্র ৩২, তরু ১৭৪

গীতচন্দ্রোদয় ২৩৪, অংশদা ১২৪

**শব্দার্থ**—গোয়—লুকাই । রোয়—কাঁদে । কারণ বিহু  
খণে হসই—বিনা কারণে হাসে ; ইহা উন্মাদদশার লক্ষণ ।  
উতপত দীঘ নিশমই—তাহার দীর্ঘশ্বাস উত্তপ্ত । তাতল  
তহু নহি ছোটই—গায়ের গরম কখনও কমে না, তাই সে  
ঠাণ্ডা হইবার জন্য সর্বদা মাটিতে লুটায় । কো অছু বেদন  
সহই—এত বেদনা সহ করিয়াও শ্রীরাধা জীবিত আছেন,  
অঙ্গে হইলে পারিত না ।

**মন্তব্য**—সখী শ্রীরাধার উন্মাদদশা ও ধৈর্যশীলত্ব  
ঘোষণা করিতেছেন । গোবিন্দদাস ‘জীবই তুয়া অভিলাসে’  
বলিয়া ‘তদেকশরণত্ব’ জানাইতেছেন । শ্রীরাধামোহন  
ঠাকুরের টীকা—“এতাদৃশোন্মাদদশায়ামপি স্বসখ্যা  
ধৈর্যশালিত্বং তদেকশরণত্বং চ আঁচরে মুখশশীত্যাদিনা  
কথয়তি । যতপি পূর্বপূর্বদশায়াং শ্রীরাধিকায়-  
তদেকশরণত্বং তথাপি বৈয়গ্র্যদশায়াং পুনবিস্মরণাদি-  
প্রকারেচ্ছা জাতা সা ন ভূতা অত এতদদশায়ামপি দার্ঢ্যেন

তদেকশরণত্বমুক্তম্ । ‘কারণ বিহু খন হসই’ ইত্যনেন  
উন্মাদো ব্যাখ্যঃ অত্রাট্টহাসো নটনমিত্যাदि রসামৃতসিদ্ধ-  
তলক্ষণাং । সুন্দরশ্রাম ইত্যত্র স্ততিঃ স্পষ্টা । নিন্দাপক্ষে  
সুন্দরোহপূর্বঃ শ্রামঃ কালস্তস্মাদন্তর্কটর্মিলিন ইতি ভাবঃ ।  
তথা ‘প্রেমক ইহ পরিণাম’ ইত্যনেন তস্মাৎ প্রেমঃ পরিণাম-  
দশা অত্যাংকটোংকটদশা ভূতাহবিদগ্ধস্ত তব প্রথমদশাপি  
নেতি ভাবঃ । ‘তাতল তহু নাহি ছোটই’ ইত্যনেন তাপোহপি  
আদিপদেনাক্রান্ত্যভাবঃ । ‘সতত মহীতলে লুঠই’ ইত্যনেন  
বিপরীতক্রিয়া বোধ্য ।”

২০৬

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হামার ।  
কাহক প্রেম-রতন পুন গোপবি  
বেকত করবি কুলাচার ।  
ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত  
শুনবি গুণজন-ভাব ।  
আপনক মান আপে পুন রাখবি  
যেছে নহত উপহাস ॥  
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন  
কুলশীলবতি গুণবন্ত ।  
এছন দুহঁ কুল হেবইতে উজোর  
ধন-জন গৌরব অস্ত ॥  
ভাব অছুর যব হোয়ব অস্তর  
আনত দেয়বি চীত ।  
গোবিন্দদাস কহ এইছে প্রেম নহ  
অহুরাগ-গতি বিপরীত ॥

ক. বি. ৭৭

সমুদ্র ২৪৫, তরু ৭২৭, কী ২৭৩

**ব্যাখ্যা**—সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ দিতেছেন—সুন্দরি,  
আমার কথা শুন । কাহুর প্রেমরূপ তত্ত্ব গোপন করিয়া  
রাখিবে ; বাহিরে কুলাচারের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিবে ।  
তুমি ধৈর্য ও লজ্জা হারাইতেছ, কিন্তু তোমার কর্তব্য



হইতেছে দৈব লক্ষ্য রক্ষা করা এবং গুরুজনের কথার বশ হইয়া চলা। নিজের মান নিজেই রক্ষা করিও, যাহাতে উপহাস না ঘটে। তোমার মতন কুলে ও শীলে গুণবতী আর ত্রিভুবনে কে আছে? এইপ্রকার পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয়ই কাহার উজ্জ্বল? ধনজন ও গৌরবের এতাদৃশ পরাকাষ্ঠা আর কাহার আছে? ভাবের অক্ষর যখনই অন্তরে দেখা দিবে, তখনই অশ্রু দিকে মন দিয়া মনকে সংযত করিও। গোবিন্দদাস শরীর এই সব উপদেশের প্রতিবাদে জানাইতেছেন যে, প্রেমের স্বভাব ঐক্য নহে, অহরাগের গতি বিপরীত; উহাতে বাধা দিতে গেলে উহা আরও প্রবল হইয়া উঠে।

২০৭

তথা রাগ

মুখ দ্বিজরাজ                      অলক কুলবঞ্চিত  
শ্রুতি অবগাহক দীর্ঘে।  
অবনত ভাঙ                      দশনগণ নিরমল  
শুকসম ভাখন মীর্ষে ॥  
মাধব তোহে                      মুনিগণ অবিশেষ।  
নিকরুণ কাম                      জিতএ কৈছে কামিনী  
মোহে কহবি উপদেশ ॥  
পহিলি স্বামি-                      বিমুখ হাম শৈশব  
অব যৌবনভয় মানি।  
মুরলিক মান                      বুঝই নাহি পারিএ  
নয়ন বয়নে কহ বাণী ॥  
মন্দির ছোড়ি                      অতএ বনে আওলু  
তুহঁ সহজই বনবাসী।  
রতিপতি জিতি                      ষৈছে তুয়া কিরিতি  
গোবিন্দদাস পরকাশী ॥

মুনিগণ অবিশেষ। (১) করবি—বরাহনগর পুথি পৃ: ২০  
(২) পিরিতি—সংকীর্ণনামৃত।

শঙ্কার্থ—দ্বিজরাজ—চন্দ্র। শ্রুতি অবগাহক দীর্ঘে—  
আকর্ষিত্বত নয়ন। দশনগণ—দন্তপংক্তি। ভাখন—  
বাক্য। নিকরুণ কাম—মদন করুণা জানে না। জিতএ—  
জয় করে। নয়নে বয়নে কহ বাণী—শুধু মুখ দিয়াই কথা  
বলে না—নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেও মনের ভাব প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, হে মাধব!  
তোমার সঙ্গে মুনিদের অবিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই।  
তাঁহার ছয়টি কারণ—(১) তোমার মুখ চন্দ্রস্বরূপ (শ্লেষ-  
মূলক ধ্বনি—( দ্বিজশ্রেষ্ঠ ) (২) অলক (চূর্ণ কুন্তল)  
কুল-বঞ্চিত অর্থাৎ যুধিষ্ঠি (শ্লেষমূলক ধ্বনি—মুনিদের  
শ্রায় সঙ্গবিহীন) (৩) দৃষ্টি শ্রুতিস্পর্শী (ধ্বনি—বেদ-  
পারদর্শী) (৪) আনত ভাঙ অর্থাৎ বংশীর উপর দৃষ্টি  
স্থাপিত বলিয়া জয়গল আনত (ধ্বনি—বিনয়ে অবনত)  
(৫) দশনগণ অর্থাৎ দন্তরাজী নির্মল (৬) ভাষা অর্থাৎ  
বাক্য শুকপক্ষীর বাক্যের শ্রায় মিষ্ট (ধ্বনি—শুকদেবের  
দ্বারা কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রায় মিষ্ট)। তোমার  
সঙ্গে মুনিদের যখন এতগুলি সাদৃশ্য আছে তখন তুমিই  
আমাকে উপদেশ দিবার শ্রেষ্ঠ পাত্র। কি বিষয়ে উপদেশ?  
এ বিষয়ে যে কামিনী (অর্থাৎ কামযুক্তা নারী) নির্দয়  
কামকে কিরূপে জয় করিতে পারে। (শ্রীরাধার বাক্যের  
ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধাকে কামদেবের নির্দয়  
উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারেন—তাই তিনি তাঁহার  
কাছে আসিয়াছেন।) শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতে পারেন যে,  
তুমি তোমার স্বামীর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেই  
পার। এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—আমি  
ছেলেবেলা হইতেই স্বামীর প্রতি বিমুখ; তাই এখন যৌবন  
উপস্থিত হওয়ায় ভীত হইয়া তোমার কাছে উপদেশ লইতে  
আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন যে, আমি তো মুরলীর  
ধ্বনির দ্বারাই তোমাকে বলিয়াছি। তাহার উত্তরে যেন  
রাধা বলিতেছেন যে, মুরলীর ওদর অস্পষ্ট কলধ্বনি বুঝিতে  
পারি না, তুমি চোখের ও মুখের ভাষায় (নয়নে বয়নে)  
স্পষ্ট করিয়া বল (যে, আমি তোমাকে ভালবাসি)।



তুমি তো মূনিদের মতন সহজেই বনবাসী, তাই ঘর ছাড়িয়া  
( মন্দির ছোড়ি ) বনে আসিলাম । গোবিন্দদাস সখীভাবে  
বাক্য করিয়া বলিতেছেন যে, রতিপতি কন্দর্পকে জয় করিয়া  
শ্রীকৃষ্ণ যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা তিনি প্রকাশ  
করিতেছেন—ব্যাঘ্রনা এই যে, কামদমনে শ্রীকৃষ্ণের যে  
নিপুণতা তাহা সখীদের কাহারও অজানা নাই । তাই  
তাহারা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপদেশ লইতে  
পাঠাইয়াছেন । মতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা  
“প্রাচী” বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ।

২০৮

বরাড়ী

মাধব, ধৈরজ না কর গমনে ।  
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর  
মানস মীলন শমনে ॥  
ধূলি-ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ  
ধরণী শুতল ভরমে ।  
মুক্ত কবরী ভার হার তেয়াগল  
তাপিত তিসিত পরাণে ॥  
বিগলিত অশ্বর সখর নহে ধনী  
স্বর-সুতা সবে নয়নে ।  
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাপল  
সোই নয়ন-বর বয়নে ॥  
মা বোলই ধনী ধরণী-তলে মূরছলি  
প্রাণ প্রবোধ না মানে ।  
কহই চতুরি ধনী আর কিয়ে হোয় জানি  
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

রাধা ৭২, ক. বি. ২২০৬

তঙ্ক ১৬৩, কী ১৩

শঙ্কার্থ—ধৈরজ না কর গমনে—মাইতে বিলম্ব করিও  
না । মানস মীলন শমনে—তোমার বিরহে জরজর  
হইয়া রাধা মৃত্যুর সহিত মিলিত হইবার সংকল্প  
করিয়াছে । তাপিত তিসিত পরাণে—তাহার প্রাণ তপ্ত

ও তৃষিত । অশ্বর—বশ্র । স্বর-সুতা সবে নয়নে—চোখে  
স্বর অর্থাৎ দেবতাদের অন্ততম গিরিরাজের কন্যা স্বরধুনী  
বহিতেছে । কমলজ কমলেই কমলজ ঝাপল—সুন্দর পদ্ম-  
তুলা নয়নকমল হইতে জাত কমল অর্থাৎ জলদ্বারা কমলজ  
অর্থাৎ জলজাত বদনকমলকে ঢাকিল । চোখের জলে  
মুখ ভাসিয়া গেল ।

২০৯

শ্রী রাগ

কিরূপ দেখিছ মধুর মুরতি  
পিরিতি রসের সার ।

হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে  
তুলনা নাহিক তার ।  
বড় বিনোদিয়া চুড়ার টালনি  
কপালে চন্দন চাঁদ ।  
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর  
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥  
নব জলধর অঙ্গ ঢর ঢর  
বরণ চিকণ কালা ।  
অঙ্গে আভরণ রতন কাঞ্চন  
মণি মুকুতার মালা ॥  
জোড়া ভুঙ্গ যেন কামের কামান  
কে না কৈল নিরমান ।  
ও বাঙা নয়নে তেরছ চাহনি  
বিবম কুহুম বান ॥  
কি কালা কাজর কি কালিন্দী জল  
কি কালা উৎপল দাম ।  
নৌল নবঘন নহে নিরূপণ  
বরণ চিকণ শ্রাম ॥  
কত পরকারে দেখিলু তাহারে  
লখিতে নারিছ কি ।  
মোর বোলে যদি নহে পরতীত  
চল দেখাইয়া দি ॥



মণি আভরণ      বতন নুপুর  
পিঙ্কন পিয়ল বাস ।  
রাতা উতপল      চরণ যুগল  
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

তরু ৩২, গী ১৬১

এমন কঠিন      নারীর পরাণ  
বাহির নাহিক হয় ।  
না জানি কি জানি      হয়ে পরিণাম  
দাস গোবিন্দ কয় ॥

তরু ১৫২, গী ১৬২, সমুদ্র ৩৭

পাঠান্তর—(১) ইহার পরে তরুতে নিম্নের অংশ  
মাত্র আছে :—

সুন্দর অধর মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয় ।  
দ্বিজ ভীমে কহে ওরূপ নাগর দেখিলে পরাণ বয় ॥

২১০

শ্রী রাগ

ঢর ঢর কাঁচা      অঙ্গের লাবণি  
অবনী বহিয়া যায় ।  
ঈষত হাসির      তরঙ্গ-হিলোলে  
মদন মুকুতা পায় ॥  
কি বা সে নাগর      কি খনে দেখিলুঁ  
ধৈর্যজ রহল দূরে ।  
নিরবধি মোর      চিত বেয়াকুল  
কেন বা সদাই বুঝে ॥  
হাসিয়া হাসিয়া      অঙ্গ দোলাইয়া  
নাচিয়া নাচিয়া যায় ।  
নয়ান-কটাখে      বিষম-বিশিখে  
পরাণ বিদ্ধিতে ধায় ॥  
মালতীফুলের      মালাটি গলে  
হিয়ার মাঝারে দোলে ।  
উড়িয়া পড়িয়া      মাতাল ভ্রমরা  
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে ॥  
কপালে চন্দন      ফোটার ছটা  
লাগিল হিয়ার মাঝে ।  
না জানি কি ব্যাধি      মরমে বাধল  
না কহি লোকের লাজে ॥

২১১

এ সখি হেরি রতন মোহে ধন্দ ।  
সো সামরি কিয়ে শ্রামর চন্দ ॥  
কালি যে পেখলু কালিম সাজ ।  
গুরুজন আগে সখিগণ মাঝ ॥  
কোন কলাবতী শ্রামর কাঁতি ।  
মিললি রাই সঙ্গে কত ভাঁতি ॥  
অরুণ পট্টাঘরে ঝাপই অঙ্গ ।  
বুঝই না পারিয়ে বচন বিতঙ্গ ॥  
কাজরে উজোর দিঠি অতি বঙ্গ ।  
শ্রুতি অবতংসিত রুচির তরঙ্গ ॥  
সুন্দর সিন্দুর সিঁধি উজোর ।  
হেরইতে চিত চোরাওলি মোর ॥  
গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি ।  
চাঁদ সূখা বিহু জিয়ে কি চকোরী ॥

সা. প. (১)—১৪৪, রাগা ১১২

গোবিন্দ পুঁথি ২৫, বৃ ১৮

ব্যাখ্যা—রূপরস দেখিয়া আমার মনে ধাঁধা লাগিল ।  
ওকি শ্রামলী না শ্রামচন্দ্র ? কাল যে একজনকে শ্রামবর্ণের  
সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলাম—সে তখন গুরুজনের  
সামনে সখীদের মধ্যে ছিল । রাইয়ের সাথে কোন  
শ্রামলকান্তি কলাবতী কোন ছল করিয়া মিলিত হইল  
কি ? আজ সে অরুণ পট্টাঘরে দেহ আবৃত করিয়াছে ;  
তাঁহার কথা-ভঙ্গি বুঝিতে পারিতেছি না । তাঁহার নয়নে  
উজ্জল কজ্জল, দৃষ্টি বন্ধিম, কর্ণের আভরণে যেন সৌন্দর্যের  
তরঙ্গ, সুন্দর সিন্দুরে সিঁধি উজ্জল । দেখিয়াই আমার



মন ভুলিয়া গেল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সত্যই গোবী,  
চাঁদের স্বধা ছাড়া কি চকোরী বাঁচে ?

ইন্দ্রধনু জিনিয়া সে ভূক-ধনু-ছটা।  
গোবিন্দদাসের মন করে লটপটা।

অ ১১১

২১২

শ্রী রাগ

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ  
আঁকায়েতে করিয়াছে আলা।  
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে  
নিশি দিশি শশী ঘোল কলা।  
সই কিবা সেই নয়ান-নাচনি।  
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে  
দিতে চাহো ঘোবন নিছনি।  
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নখ-চান্দ-নাট  
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।  
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ  
জ্বিতে কি পারিয়ে পাশরিতে।  
কুলশীল যত ছিল মনে লাগে তাহা গেল  
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।  
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে  
নব অম্ববাগের স্বরূপ।

তরু ২৩২

২১৩

সুহৃৎ

হোর কি দেখি গো বড়াই কদম্বের তলে।  
তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে।  
শ্রামচান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা।  
তাহার উপরে শোভে তিমিরের মালা।  
তাহার উপরে কিবা ইন্দ্রধনু সাজে।  
এমন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে।

শব্দার্থ—তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে—শ্রীকৃষ্ণের  
বর্ণ নবীন মেঘের মতন, আর তাঁহার পীতবাস যেন  
বিছাৎ। ধবল চান্দের কলা ইত্যাদি—মুকুটের ময়ূরপুচ্ছে  
অঙ্কিত চন্দ্রের কলা। তাহার উপর নীল পটভূমি ও  
ইন্দ্রধনু—সমস্তটাই শিখিপুচ্ছের বর্ণনা।

২১৪

কি পেখিলু বরজ রাজকুল নন্দন  
ভাগ্যোতে রহল পরাণ।  
নিরখিতে রসনিধি আমারে না দিল বিধি  
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান।  
একে চিকনিয়া তহ কাঙ্ক আভরণ  
কিরণে ভুবন উজ্জোর।  
হেরইতে লোচনে লোর প্রসারল  
না চিনিলু কালা কি গোরা।  
সহজ দৃগঙ্কল অরুণ কল্লদল  
তাহে কত ফুলশর সাজ।  
শ্রামরূপ মাধুরি না হেরিলু দিঠি ভরি  
শেল রহল হৃদি মাঝ।  
সরস কপোলে লোলমণি কুণ্ডল  
কঁপই দিনকর ভাস।  
ওরূপ বিলাস আশ ভরি না পেখলু  
ছুখী বড় গোবিন্দদাস।

ক. বি. ৩৬০

২১৫

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্রামময়।  
কুলবতী-বরত ধৈর্যজ নাহি রয়।



কত না যতনে মুদি ছুটি আঁখি ।  
নবীন ত্রিভঙ্গরূপ হিয়ামাঝে দেখি ॥  
কি হৈল অস্তরে সহি কি হৈল অস্তরে ।  
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে ॥  
নিরবধি শ্রামনাম জপিছে রসনা ।  
এতদিনে অযতনে পুরিল বাসনা ॥  
প্রাণের অধিক কান জানিলু নিশ্চয় ।  
গোবিন্দদাসেতে কয় দঢ়াইলে হয় ॥

অ ১০৭ (পদরসসার)

২১৬

মল্লার

কালী কেলি-কদম্ব বনে ও না নব মেঘের কোড়া ।  
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া ॥  
কিয়ে কমল দোলে রে নাটুয়া ধরন পাখী ।  
ঘর সরবস যৌবন দিয়া শ্রামরূপ দেখি ॥  
কেহ কেহ বলে আরে শুন প্রাণ সখি ।  
কেহ বলে দণ্ডেক দাঁড়াও রূপ দেখি ॥  
চলিতে না চলে পদ যাইব কেমনে ।  
কুলের গৌরব মোর গেল এত দিনে ॥  
তুলনা দিবার নাই বরণ চিকণ কাল ।  
কলমল কবে কত নানা ফুলের মালা ॥  
অলকা আবৃত মুখ মকরকুণ্ডল ।  
শ্রামতম্ব বিরাজিত করে কলমল ॥  
নবজলধর অঙ্গ পীতবাস তায় ।  
মধুর মুরলী রবে পাষণ মিলায় ॥  
ভুবন মোহন রূপ নারি পারি রহিতে ।  
চল দেখি শ্রামরূপ না পারি রহিতে ॥  
গোবিন্দদাস শুনি আনন্দিত মন ।  
নন্দে সাজিল ধনির প্রিয় সখীগণ ॥

২১৭

সুহিনী

কি হেরিলাম কদম্বের তলে ।  
বামপাশে দাঁড়ায়েছে হেলে ॥  
উহার গলে দোলে বনফুলের মালা ।  
পুখে পুখে তঁহি অলি করে খেলা ॥  
কিবা সে কুক্ষিত কেশের বেণী ।  
মন্দ মন্দ ছুলিছে আপনি ॥  
উহার কবেরে মোহন বাণী ।  
মুখে মুহুমন্দ মধুর হাসি ॥  
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্রাম রূপ ।  
অলকা আবৃত চাঁদ মুখ ॥  
গোবিন্দদাস গুণ গায় ।  
শ্রাম বিনে আন নাহি ভায় ॥

পদামৃতমাধুরী ২।১৭১

২১৮

রাধে দেখ এক মুরতি মোহন ।  
অনেক যতন করি লিখিয়া অ্যানাছি গো  
একমনে কর দরশন ॥  
কানড় কুহুম জিনি দলিত অশ্বন গো  
নব জলধর জিনি ছটা ।  
কটিতে কিঞ্চিৎ পীতাম্বর পহিরণ গো  
ভালে শোভে চন্দনের ফোটা ॥  
চাঁচর চিকুর চুড়ে শিখিপুচ্ছ উড়ে গো  
গলে দোলে বনফুলের মালা ।  
বিদ্যাদেবে বংশী কত তানে গায় গো  
চরণে নৃপুংস করে আলা ॥  
আর কত ভক্তি তার লিখিতে নাহিছ গো  
লিখিব কতেক পরকার ।  
গোবিন্দদাস কহে এসে উচিত গো  
করিতে গলার মণিহার ॥



মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামী বিদগ্ধমাধবে বিশাখা কর্তৃক  
শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন ও শ্রীরাধাকে প্রদর্শনের কথা  
লিখিয়াছেন।

২১৯

হুই

রূপ হেরি আখি মোর পুন নাহি নেওটই  
মন অহুগত নিজ লাভে।

অপরশ দেই পরশস্থ সম্পদ  
শ্রামক সহজে সভাবে।  
পিরীতি মুরতি বরদাতা।

প্রতি অদে অখিল অনঙ্গ-স্থ-সায়র  
নাগর নিরমিল ধাতা।

লীলা-লাবনি অবনী অলরত  
কি মধুর মধুর গমনে।

লহ অবলোকনে কত কুলকামিনী  
শুতলি মনসিজ শয়নে।

আর এক অপরূপ হৃদয় মাঝে পৈঠল  
ধৈর্য না ধরয়ে জীবনে।

গোবিন্দদাস কহ না জানি কি হয়ত  
তহু তহু মিলনে।

বরাহ ৭৪ (২৫২)

শব্দার্থ—নেওটই—ফেরে। অপরশ দেই পরশস্থ  
সম্পদ—শ্রামের সহজাত স্বভাব এই যে, তাঁহাকে স্পর্শ না  
করিয়া কেবলমাত্র দেখিলেই অথবা তাঁহার কথা চিন্তা  
করিলেই স্পর্শজনিত স্থগতসম্পদ লাভ হয়। সায়র—সাগর।  
নাগর—নাগর।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

২২০

হুই

যছু কব উপরে, চিরদিন গিরিবর, থির রহ ছাতিক ভাঁতি।  
হরি হরি তহু তহু, তুহারি পরশ বিহু, কুহুম পরশে  
টুটি যাতি।

যছু পদনখমণি, পরশে কাল ফণী, গরল হরল যছু গন্ধ।  
সো অব মলয়, সমীর ভরে জলই, নীল নিচোলে তহু বন্ধ।  
যছু মুখচান্দ, হাস অমিয়া রসে, লে সে পরাসল আগি।  
গোবিন্দদাস কহ অবহ সোই পহ হিমকর ভয়ে রহ ভাগি।

স. প. (১)—১০০, রাধা ৮০

কীর্তনাল ১৫০

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণ গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ছত্রের  
মতন দীর্ঘকাল স্থির করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন, হরি হরি  
আজ তাঁহার দেহ তোমার স্পর্শ বিনা অর্থাৎ তোমার  
বিরহে কুহুম ছোয়াইলেও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে মনে হয়।  
যাহার পদনখমণির স্পর্শে, এমন কি গন্ধে কালিয়ার মতন  
কালসর্পের বিষ নষ্ট হইল, আজ তিনি মলয় সমীরের ভয়ে  
অস্থির, নীলবস্ত্র দিয়া গাত্র আবরণ করেন। (রাধিকার  
মাড়ী নীল বলিয়া কৃষ্ণও নীলবস্ত্র পছন্দ করেন।) যিনি  
অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতে অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছিলেন,  
আজ তিনি চন্দ্রের কিরণও গায়ে লাগিলে অঙ্গ দগ্ধ হইবে  
এই ভয়ে পলায়ন করেন। গোবিন্দদাস ইহা বলেন।

২২১

হুই

রতন মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরি  
সখি সঞ্চে রস পরধায়।

হুইতে থসয়ে কত যে মণি মোতিম  
দশন-কিরণ অব ছায়।

শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।

সো বর নারি হামারি মন-বারণ  
বাঙ্কলি কুচ-গিরি মাঝ।

মধু মধু হেরি ভরম ভরে সুন্দরি  
ধাঁপই ধাঁপল দেহা।

কুটিল কটাক্ষ-বিশিখে তহু জবজব  
জীবনে না বাঙ্কই থেহা।

করে কব জোরি মোরি তহু-বররি  
মোহে হেরি সখি কক কোর।



গোবিন্দদাস ভণ      তেত্রি নন্দ-নন্দন\*  
দৌলত মদন-হিলোর ॥

সা. প. (১)—৬৮, ক. বি. ৩০১১  
রাধা ৪৩, গো ১০, বু ৮

তরু ৪৮, সা ৩০, কী ১০১  
মিছান্ত্রচন্দ্রোদয় ১২২, বী ৩৬৩  
কণধা ১১১৩

পাঠান্তর—মিছান্ত্রচন্দ্রোদয়ে (১) রতন মন্দিরে  
মাঝে সুন্দরী সখীসঙ্গে রস পরধাই (২) অবছাই  
(৩) বিয়ে।

শব্দার্থ—রস পরধায়—রসপ্রস্রাব, রসের কথা  
আলোচনা। হসইতে থসয়ে ইত্যাদি—হাসিতে তাঁহার কত  
মণিমুক্তা করিয়া পড়ে আর তাঁহার দস্তের কিরণ-ছটায় ঐ  
মণিমুক্তার জ্যোতিঃ আচ্ছাদিত হয় (ছায়)। মন-বারণ—  
মনরূপ মাতঙ্গ বা হস্তী। কাঁপই কাঁপল দেহ—আবৃত  
দেহ পুনরায় আবৃত করে, ভাল করিয়া ঢাকে। কুটিল  
কটাক্ষ-বিশিষ্ট—কুটিল কটাক্ষধরে। খেহা—ধৈর্য্য। মোরি  
তহু-বল্লরি—তাঁহার তহুলতায় মোড়া দিয়া। দৌলত  
মদন-হিলোর—মদন-হিল্লোলে দৌলেন।

২২২

গাফার

কালিদমন দিনমাহ ।  
কালিন্দী-কুল কদমক' ছাহ ॥  
কত শত ব্রজ-নব-বালা' ।  
পেখলু' জহু থির বিজুরিক মালা ॥  
তোহে কহো সুবল সাদ্ধাতি ।  
তবধরি হাম না জানো দিন রাতি ॥  
তহি' ধনি-মণি ছুই চারি ।  
তহি' পুন মনমোহিনি এক নারী ॥  
সো রহ মনু মনে পৈঠি ।  
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীঠি ॥  
অহুধন তহিক সমাধি ।  
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি ॥

দিনে দিনে থিন ভেল দেহা ।  
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব নেহা ॥

সা. প. (১)—৬৬, ক. বি. ৪০৭  
রাধা ৪২, গো ১০

গী ৩৮১, সমুদ্র ৮৯  
তরু ৪৩, কী ১১৩

পাঠান্তর—গী (১) কদমকি (২) নব ব্রজবালা ।

শব্দার্থ—মাহ—মাব। ছাহ—ছায়া। সাদ্ধাতি—  
বন্ধু। তবধরি—সেই হইতে। পৈঠি—প্রবেশ করিয়া।  
তহিক—তাঁহার। সমাধি—ধ্যান।

ব্যাখ্যা—যে দিনের মধ্যে কালিদমন করিয়াছিলাম  
সেই দিনেই কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বের ছায়ায় স্থির  
বিছাতের মালার দ্বায় কতশত নবীনা ব্রজবালাকে  
দেখিয়াছিলাম। তোমাকে বলিতেছি, বন্ধু সুবল! সেই  
হইতে আমি দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে বুঝিতেছি  
না। সেই নবব্রজবালাদের মধ্যে ছুই চারিজন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা  
আছেন; আবার তাঁহাদের মধ্যে এক নারী আছেন  
যিনি আমার মনোমোহিনী। তিনিই আমার অন্তরে  
প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারই জন্ত মদনের প্রভাবে আমার  
চোখে নিদ্রা নাই। তাঁর কথাই সব সময় ধ্যান করি।  
কে জানে বিরহ-ব্যাধি কিরূপ? তাহা কি এইরূপ অসহ?  
আমার দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইল। গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন, নূতন অহুধানের ধারাই ঐ।

২২৩

বরাড়ী

কতয়ে কলাবতী      যুবতি সুমুরতি  
নিবসই' গোকুল মাহ ।  
হরি অব হাসি      রভসে পুন কাহকে'  
কুটিল নয়নে নাহি চাহ ॥  
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অহুমান ।  
শুভধনে স্বামি-      বরত তুহ' ছোড়লি  
নারি-বরত নিল কান ॥  
তুয়া নিজ নাম      গাম ঘন গাবই  
সো এক-আখর-বহ' ॥



শুনইতে রাস্তি                      রতন রতি রাতুল  
চমকই তোহারি আতঙ্ক ॥  
তুয়া ॥ গুণ-গাম                      নাম ঘন গাবই  
অবেকত মুকলি-নিশান।  
সহচরি-কোরে ॥                      ভোরি তোহে ডাকই  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

মা. প. (১)—১০২, ক. বি. ৩১ পৃ  
গো. ১৩, রাধা ৮৬, বৃ ১৪

গী ৩৮২, ক ১৭৮, সমুদ্র ১১০  
তরু ৩২, সা ৩৭, কী ১৪২

মন্তব্য—কালিদাস নাথ তাঁহার গ্রন্থে ৯৯ সংখ্যক পদরূপে এইটি দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—“এই পদটি অল্প কোন পুথিতে নাই।” কিন্তু এটি সুপ্রসিদ্ধ পদ, সব মঞ্চলনেই আছে।

পাঠান্তর—(১) নিবসতি—গী ও তরু (২) রতনরসে কাঙ্ক্ষ—গী (৩) বকা—গী (৪) আশঙ্কা (৫) কী নিজ—গী (৬) সহচর কোরে—কী।

ব্যাখ্যা—গোকুলের মধ্যে কত যুবতী আছে, তাহারা কেবল তরুণী নহে, বিবিধ কলায় অভিজ্ঞা, তাহার উপর হৃন্দরী। তাহারা হৃতচিহ্না হইয়া হরির নিকট আসে, কিন্তু হরি তাহাদের কাহারও পানে হাসিয়া তাকান না; যদি কখনও তাকান সে সাধারণ দৃষ্টিতে, রতনের জ্ঞান নহে। (শ্রীগোবিন্দদাস আহ গোকুলে কতি যুবতয়ঃ সন্তি ন কেবলঃ যৌবনক্ৰিমত্যাঃ অপিতু কৌশলবত্যাঃ ন কেবলঃ পুনস্তদ্ব্যয়বত্যাঃ স্মৃর্ত্যোহপি। অয়া হৃতচিহ্নোহপি হরিরজ্ঞানঃ চিত্তং হরতি অতঃ সর্কান্তরিকটমাগচ্ছন্তি স তু হাস্তং কৃৎস্না রতননিমিত্তং পুনঃ কামপি ন পশ্যতি কিন্তু যদি কদাচিদপি পশ্যতি তং সাহজিকং ন তু রসোপযোগীতি রতন-শব্দেন পুনঃ শব্দেন চ ধ্বনিতম্।—রাধামোহন।) হৃন্দরি, মনে হইতেছে তুমি শুভক্ৰমে পতিব্রতার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছ; কেননা তোমার জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণ নারীব্রত গ্রহণ করিলেন। (বাহাকে পাইবার জ্ঞাত ত্রিভুবনের নারীরা আকুল, বাহাকে স্বয়ং রমাদেবী খুঁজিয়া ফিরেন, তিনি তোমার প্রতি কায়-মনোবাক্যে আসক্ত হইয়াছেন)। যদি তুমি বল যে, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি তোমার নামধাম বারবার গাহিতেছেন।

[রাধামোহন বলেন যে (ভাবাবেগে) স্বরভঙ্গ হওয়ার নিজের মুখে গান না করিয়া মুরলীর দ্বারা গান করিতেছেন।] তিনি এক অক্ষরের জ্ঞাত ভিখারী (রত্ন) হইয়াছেন অর্থাৎ তোমার রাধানামের আশ্রয় অক্ষর ‘র’ শব্দটি শুনিলেই আনন্দে অস্থির হন এবং ‘রাস্তি’, ‘রতন’, ‘রতি’, ‘রাতুল’ প্রভৃতি শব্দের ‘র’ অক্ষর শুনিলেই বৃদ্ধি রাধার নাম শোনা হইবে তাহা তোমার কথা শুনিবার জ্ঞাত উৎকণ্ঠিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তোমার নাম ও গুণগ্রাম কতই না গান করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিতে পারেন যে, এতই যদি গান করেন তো আমি শুনিতে পাই না কেন? তাহার কারণ যে, মুরলী-শব্দ অব্যাক্ত রহিতেছে—কেননা তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চস্বরে গান করিতে পারিতেছেন না। তিনি তোমার সহচরীর ক্রোড়ে মুচ্ছিত হইয়াও তোমাকেই ডাকেন। গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

M. P.

২২৪

বাঁহা বাঁহা নিকসই তহু তহু-জোতি।  
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি হোতি।  
বাঁহা বাঁহা অরণ চরণে চল চলই।  
তাঁহা তাঁহা ধল-কমল-দল খলই।  
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।  
হামারি জিবন সঞ্জে করতহি খেলি।  
বাঁহা বাঁহা ভরু ভাঙু বিলোল।  
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দ-হিলোল।  
বাঁহা বাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।  
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই।  
বাঁহা বাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।  
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ।  
গোবিন্দদাস কহ মৃগধল কান।  
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান।

মা. প. (১)—৭২, ক. বি. ৪৭ পৃ  
রাধা ২৩, গো ১৪

গী ৩৮২, ক ১২৩, সমুদ্র ২৪  
সা ২৩, কী ১৩৩, তরু ৮৬



পাঠান্তর—(১) নিকসয়ে—তরু (২) চমকময়—তরু  
(৩) চিনি লহ—তরু।

শব্দার্থ—তহু তহু-জ্যোতি—দেহের ক্ষীণ জ্যোতি।  
খল-কমল-দল—স্থলকমলের দল বা পাপড়ি অথবা স্থলপদ্ম-  
সমূহ। ভড়ু ভাড়ু—আকৃষ্ট ও প্রসারণ করা যায়  
এমন জ। বিলোল—সুচঞ্চল।

ব্যাখ্যা—যেখানে যেখানে শ্রীরাধার অঙ্গের জ্যোতিঃ  
(বস্ত্রাদির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া ক্ষীণ)  
নির্গত হয়, সেখানে সেখানে মনে হয় যেন বিদ্যুৎ  
চমকাইয়া গেল। যেখানে যেখানে তাঁহার রক্তাভ চরণ  
পতিত হয় (চল চলই—ধামিয়া ধামিয়া যেন নাচের  
ভঙ্গিতে চলে), সেখানে সেখানে যেন স্থলকমলদল পড়িয়া  
ধাকে। হে সখি! দেখ কোন্ সুন্দরী যেন তাহার  
সহচরীর সঙ্গে মিলিয়া আমার জীবন লইয়া খেলিতেছে।  
তাঁহার আকৃষ্ট-প্রসারণশীল জ্বর চঞ্চল ভঙ্গি যেখানেই  
হয়, সেখানে যেন যমুনার তরঙ্গভঙ্গি দেখা যায়। যেখানে  
যেখানে তাহার চোখ পড়ে, সেখান সেখান যেন  
নীল উৎপলে ভরিয়া যায়। যেখানে তাহার মধুর  
হাস্য দেখি, সেখানেই যেন কুন্দ কুমুদ প্রভৃতি প্রকাশ  
পায়। গোবিন্দদাস বলেন, কানাই মুগ্ধ হইয়াছেন,  
কিন্তু রাধাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন কিনা  
জানি না।

মন্তব্য—বিজ্ঞাপতির নিম্নলিখিত পদটির অঙ্করণে,  
গোবিন্দদাস এই পদ লিখিয়াছেন—

জহঁ লহ হাস-সঞ্চার।  
তহঁ তহঁ সরোজহ ভরঙ্গ।  
জহঁ জহঁ বলকত অঙ্গ।  
তহঁ তহঁ বিজুরি তরঙ্গ।  
কি হেরল অপরূপ গোরি।  
পইঠল হিয় মাহ মোরি।  
জহঁ জহঁ নয়ন-বিকাস।  
তহঁ তহঁ কমল পরকাস।  
জহঁ লহ হাস-সঞ্চার।  
তহঁ তহঁ কমল পরকাস।

জহঁ লহ হাস-সঞ্চার।  
তহঁ তহঁ অমিয়-বিথার।  
জহঁ জহঁ কুটিল কটাখ।  
ততহি মদন-সর লাখ।  
হেরইতে সো ধনি থোর।  
অব তিন দুবন আগোর।  
পুন কিএ দয়সন পাব।  
তব মোহে ইহ দুখ জাব।  
বিজ্ঞাপতি কহ জানি।  
তুয়া গুণে দেয়ব আনি। (৬১২)

২২৫

সুহই

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত<sup>১</sup>  
লোচনে বহে অহুরাগ।  
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর  
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ।  
বৃষভাহু-নন্দিনি জপয়ে বাতি দিনি  
ভরমে না বোলয়ে আন।  
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বানি  
সপনে না পাতয়ে কাণ<sup>২</sup>।  
বা কহি ধা পহঁ বাহই না পারই  
ধারা ধরি বহে লোর।  
সোই<sup>৩</sup> পুরুষ মণি লোটায়ে ধরনি পুনি  
কো কহ আরতি ওর।  
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল  
কাহুক সকল সঞ্চাদ।  
নীচয়ে জানহ তজু দুখ-খণ্ডক  
কেবল তুয়া পরসাদ।



পাঠান্তর—ক. বি. পুথির পাঠ আরম্ভ—

হরি বটে তুহু ভেল ভাগি ।

যাতি দিবস হরি আনি না ভাবিয়ে

কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥

ক. বি.-র অন্ত্যান্ত পাঠান্তর—(১) মঘনই মুরছই  
(২) তহু পানে না পাতই কান (৩) রসিক ।

শব্দার্থ—চম্পকদাম হেরি ইত্যাদি—চম্পকদাম  
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অত্যন্ত কল্পিত হয় এবং নয়নে তাঁর  
অনুরাগ দেখা দেয় ( কারণ রাধার গায়ের রং চম্পকের  
মতন ) । ধনি ধনি তোহারি সোহাগ—ধন্য ধন্য তোমার  
প্রেম । নীচয়ে জানহ—নিশ্চয় জানিও । তুয়া পরসাদ—  
তোমার প্রসাদ বা কৃপা ।

২২৬

আড়ানা

কাঞ্চন-যুধি-কমল-ময় গোরি<sup>১</sup> ।

নিরমই মুরতি বতন করি তোরি ॥

তুয়া অহুভাবে আলিঙ্গই তায় ।

সো তহু-তাপে ভসম ভই যায় ॥

শুন শুন অহে বৃষভাঙ্গ-কুমারি ।

তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি ॥

ঝামর নীল-উতপল-দল অঙ্গ ।

লোরে না হেরয়ে নয়নতরঙ্গ ॥

বিগলিত মুরলি খুরলি বহু দূর ।

অহুখন মদন-দহন ভরিপুর ॥

বিছুরল পিঙ্ক-মুকুট পরিপাটি ।

সহচর মেলি মরত জিউ ফাটি ॥

জীউ রহত অব তুয়া রস-আশে ।

তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে ॥

পাঠান্তর—সা. প.—(১) কাঞ্চন জ্যোতি কুহুম সম  
গোরি ।

ব্যাখ্যা—হে গোরি ! শ্রীকৃষ্ণ তোমার মূর্তি স্বর্ণযুধি  
( সোনার বর্ণের যুঁইফুল ) এবং কমল ফুল দিয়া যত্ন  
করিয়া নির্মাণ করেন । তোমার কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ  
সেই মূর্তি আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাঁহার বিরহজনিত  
তহুতাপ এত বেশী যে, তাহাতে উহা যেন পুড়িয়া ছাই  
হইয়া যায় । হে বৃষভাঙ্গনন্দিনি, তোমার বিরহানলে  
মুরারি জলিতেছেন । নীলোৎপলসমূহের মতন তাঁহার  
অঙ্গ ঝামার মত হইয়া গিয়াছে ; চোখের জলে তাঁহার  
দৃষ্টি ঝাপসা হইয়াছে । মুরলীর আলাপ বা অভ্যাস  
( খুরলি ) করা দূরে থাকুক, সব সময়ই তিনি মদনানলে  
পরিপূর্ণ ( তাই হয়তো হাত হইতে মুরলীটা খসিয়া  
পড়িতেছে ) । তাঁহার অত আদরের যে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট  
তাহাও তিনি ফুলিয়া গিয়াছেন । বৃক ফাটিয়া তিনি মরিতে  
বসিয়াছেন । আর তাঁহার সহিত সমবেদনায় সখারাও  
মরিতে যাইতেছেন । কেবলমাত্র তোমার আশাতেই  
এখনও তাহার প্রাণটা আছে । এই কথা তোমার চরণে  
গোবিন্দদাস নিবেদন করিতেছেন ।

২২৭

সুহই

গহন বিরহ-গহ লাগি ।

রজনি পোহায়ই জাগি ॥

করতহি তোহারি ধ্যান ।

নীকরে ঝরই নয়ানে ॥

এ ধনি জনি কহ আন ।

তো বিহু আকুল<sup>১</sup> কান ॥

শীতল পীত নিচোল ।

তোহারি ভরমে কর কোব ।

সো রস পরশ না পাই ।

মুকুছিত<sup>২</sup> ধরনি লোটাই ॥



মন নাহা মদন-তরঙ্গ ।  
ঘন ঘন মোড়ত° অঙ্গ ॥  
কহত ভরমময় ভাষ° ।  
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

মা. প. (১)---২৪, রাধা ৮২  
কৃ ২১

গী ৩২৪, সমুদ্র ১১২, তরু ২১,  
কী ১৫৭

পাঠান্তর—মা. প. আরম্ভ—গহন বিরহক আগি ।

গী—(১) বিয়াকুল (২) মুকছি (৩) মোড়ই—গী  
ও তরু (৪) কহতহি গদগদ ভাষ ।

শব্দার্থ—গহন—(১) নিবিড় (২) কানন । লাগি—  
(১) জন্ম (২) লগ্ন হইয়াছে । মাহা—মধ্যে ।  
নিচোল—বস্ত্র ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় বিরহরূপ কুগ্রহের দ্বারা  
আক্রান্ত হইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটান অথবা বিরহ-  
তগ্নতার জন্ম তিনি কানন বাধাময় দেখিতেছেন ;  
কাননে শ্রীবাধার বিরহরূপ কুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে লগ্ন হইয়াছে  
বলিয়া তিনি জাগিয়া থাকেন । রাধে ! শ্রীকৃষ্ণ তোমারই  
ধ্যান করেন, অথোরে তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রু পড়ে ।  
সুন্দরি, অল্প কিছু যেন বলিও না । সত্যই তোমার বিরহে  
কানাই আকুল । তিনি শীতল পীত বস্ত্রকে গৌরাঙ্গী  
তুমি মনে করিয়া আলিঙ্গন করেন । কিন্তু জড় বস্ত্রের  
মধ্যে কোনই সরস স্পর্শ অসম্ভব করিতে না পারিয়া  
মুচ্ছিত হইয়া মাটিতে লোটান । তাঁহার মনের মধ্যে  
মদনতরঙ্গ ; বারংবার তিনি অঙ্গমোড়া দেন ; ভ্রমময় কথা  
বলেন । কি বলিতেছেন তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে  
পারেন না ।

২২৮

আড়ানা

মুদিত-নয়নে° হিয়া ভুজবুগ চাপি ।  
শুতি রহল° তহি° কিছু না আলাপি ।

পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি° ।  
তবহি মেলিয়া° আপি চাহে° মোরি° ॥  
শুন ধনি° ইথে নাহি কহি আন ছন্দ ।  
তোহে অহরত ভেল জামর-চন্দ ॥  
যোই নয়ন-ভঙ্গি না সহে আনন্দ ।  
সোই নয়নে° তবে লোর-তরঙ্গ ॥  
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস ।  
সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস ॥  
বিজ্ঞাপতি ভণ মিছ নহ ভাষি ।  
গোবিন্দদাস কহ তুহ° উহি সখি° ॥

ক. বি. ১৪৮২ এবং ২৮৮৭

গী ৩২৬, সমুদ্র ১১২, তরু ২৩  
কী ১৪৮

পাঠান্তর—(১) মুদিত নয়ানে—গী (২) শুতি রহল  
হরি—গী ; শুতি রহল হরি—তরু (৩) তোরি—গী  
(৪) মেলি—গী (৫) রহে—গী (৬) মোরি—গী  
(৭) সুন্দরী—গী ও তরু (৮) নয়নশরে—গী ( নিশ্চয়ই  
এটি ভুল পাঠ—অর্থসঙ্গতি হয় না ) (৯) তুহ° সখী  
সখী—গী ।

ব্যাখ্যা—নয়ন মুদিত। বুকে বাহুদ্বয় চাপিয়া শ্রীকৃষ্ণ  
সেইখানে শুইয়া থাকিলেন—কোন কথাবার্তা বলিলেন  
না । প্রসঙ্গক্রমে তোমার নাম করিলে তবে তিনি চোখ  
মেলিয়া তাকাইয়া আমার মুখের পানে সপ্রণ দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিলেন । সুন্দরি, এই ব্যাপার সত্যই ; আমি বানাইয়া  
বলিতেছি না । তোমাতে জামচন্দ্র অহরন্ত হইয়াছেন ।  
বাঁহার নয়নভঙ্গী কামদেব পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না,  
তিনি এখন অথোর দ্বারায় কাঁদিতেছেন । যে অধরে  
সব সময় মধুর হাসিটা লাগিয়া থাকিত, এখন তাহা  
দীর্ঘনিঃশ্বাসের উত্তাপে শুকাইয়া নীরস হইয়াছে ।  
বিজ্ঞাপতি বলেন, এ কথা মিথ্যা নহে ; গোবিন্দদাস বলেন  
—নহেই তো, আপনিই তাহার সাক্ষী । রাধামোহন  
ঠাকুরের ব্যাখ্যা—বিজ্ঞাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি । ভো  
গোবিন্দদাস ! তব্ধ স্বঃ সাক্ষী, অতন্তদহরোগোহন্তি নাস্তীতি  
কথয় । পক্ষে বিজ্ঞাপতি ঠাকুরের গীতপূরণ গোবিন্দদাস-  
কবিরাজেন কৃতমিতি সম্যতে ।



২২৯

ধানশী

নিরমল-বদন কমল-বর-মাধুরি  
হেরইতে ভৈগেলু ভোর ।

অলপিতে রঙ্গিনি ভাঙ-ভুজঙ্গিনি  
মরমহিঃ দংশল মোর ।

সজনি, যব ধরি পেখলু রাই ।

মদন মহোদধি নিমগন মনুমন  
আকুল কুল নাহি পাই ।

রঙ্গিমঃ হাসি বিলোকন চঞ্চল  
মনু পরি যো দিঠি দেল ।

কিয়ে অহুরাগিনি কিয়ে বিরাগিনি  
বুঝইতে সংশয় ভেল ।

মরমক বেদন মরমহি জানয়ে  
সদয় হৃদয় তহি চাই\* ।

গোবিন্দদাস পছঁকে\* নিতি নৌতুন  
লাগয়ে রসবতি রাই ।

মর্মের যে বেদনা তাহা মর্মই জানে, অস্ত্রে কি বুঝিবে ?  
কিন্তু শ্রীরাধার নিকট আমি একটু সদয় হৃদয় চাহিতেছি ।  
কবি গোবিন্দদাসের প্রভুর নিকট রসবতী রাধা যোঝাই  
যেন নিত্য নূতন প্রতিভাত হন ।

২৩০

ধানশী

বতন-মঞ্জরি ধনি লাবনি-সায়র  
অধরহিঁ বাকুলি রঙ্গ ।

দশন-কাঁতি কত দামিনি বলকই\*  
হসইতে অমিয়া-তরঙ্গ ।

সখী হেঃ যাইতে পেখলু রাই ।

মোহেঃ হেরি সুন্দরি ভরমহি চঞ্চল  
চকিত চমকি চলি যাই ।

পদ ছুই চারি চলই বর নাগরি  
রহই\* নিমিখ-শর জোঝি ।

বিষম-বিশিখ-শর অন্তর জর জর  
সুগবস লেয়লি মোরি ।

মনু মন গুণ যশঃ ধৃতি\* মতি ধাধস  
লেই চলল বর বালা\* ।

গোবিন্দদাস কহ\* বুঝই না পারিয়ে  
অপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা ।

ক. বি. ২২২৮

সমুদ্র ১০০, তরু ১২২, কী ১২৪

পাঠান্তর—তরু (১) বলকত (২) সজনী (৩) মুখে  
(৪) রহলি (৫) যশগুণ (৬) স্থিতি (৭) লেই চললি সব  
বালা (৮) কহই অব মাধব ।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী যেন একটি রক্তের মুকুল অথবা  
লাবণ্যের সাগর ; তাহার অধর বাধুলি ফুলের মত লাল  
টুকটুকে । দন্তের কান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন বিজ্ঞান  
চমকাইতেছে ; হাসিতে যেন অমৃতের লহরী খেলিতেছে ।  
সখি ! রাধাকে পথে যাইতে দেখিলাম । আমাকে  
দেখিয়া সুন্দরী যেন ভুল করিয়া একবার চঞ্চল দৃষ্টি

সা. প. (১)—৩৭, পো ১৩  
রাধা ৫১, ক. বি. পৃ ৫৬, বৃ ৮

তরু ১২২, সং ৩১, কী ১২০  
গী ৩৭২, ক ১৬১৩, সমুদ্র ১০২

পাঠান্তর—গী—(১) মরমে সে (২) বঙ্গিম—গী ও  
তরু (৩) ঠাই (৪) কহই ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার নির্মল ও শ্রেষ্ঠ কমলরূপ বদনের  
মাধুর্য্য দেখিয়া আমি পাগল হইলাম । সেই রঙ্গিণীর  
ভুলতারূপ নপিনী অলক্ষ্যে আমার মর্মের মাঝারে দংশন  
করিল । ( সে যে কখন জ নাচাইয়া কটাক্ষপাত করিয়া  
আমার অন্তরে যেন সাপের বিষের জালা ঢালিয়া দিল  
তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই । ) সখি, যেদিন হইতে  
রাধাকে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে আমার মন মদন-  
মহাসাগরে ডুবিয়াছে—কাজেই আমি আকুল হইয়াছি ;  
কুল আর দেখিতে পাই না । সে যে চোখের কোণে  
যেন একটু রঙ্গীন হাসি হাসিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি  
ক্ষেপণ করিল তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম না সে  
আমার প্রতি অহুরাগিনী কিংবা বিরাগিনী । আমার



নিষ্কেপ করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই চমকিত হইয়া চলিয়া গেল।  
আবার সেই শ্রেষ্ঠা নাগরী দুই চার পা চলিয়া মুহূর্ত্তকাল  
যেন আমার প্রতি নয়নবাণ নিষ্কেপ করিয়া দাঁড়াইল।  
সেই বিধম শরের জালায় ( বিশিখ ও শর উভয়ই সমান  
অর্থবাচক। বোধ হয় কবি বলিতে চাহেন যে, সুন্দরী  
একটিমাত্র শর নহে, শরে শরে ক্রমশঃ জর্জর করিয়া  
দিল ) আমাকে জর্জর করিল ; আমাকে শরাহত করিয়া  
আমার সর্বস্ব লুটিয়া লইল। আমার গুণ, বশ, ধৈর্য্য  
বুদ্ধি, দৃঢ়তা ( ধাধম ) সব লুপ্তন করিয়া লইয়া বালা  
চলিয়া গেল। ( শ্রীকৃষ্ণ অহুরাগে অধৈর্য্য হইলেন ; যাহা  
তাহার করা উচিত নহে এমন কাজও করায় তাহার  
গুণ বশ প্রভৃতি লোপ পাইল। ) গোবিন্দদাস শ্রীরাধার  
কাছে যাইয়া মাধবের এই ভাবের কথা বলিয়া  
জানাইতেছেন যে, মাধব সব সময়ই তোমার গুণসমূহের  
কথা জপ করেন।

କାଠିକ ପୁତଳି

এছে মুকছায়তঃ

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

मा. नं. (१)—११, प्राचा ६२  
क. दि. ६३ नृ

उत्तर २००, मर २७, की १२०  
 वि ७५४, मर १०१

পাঠান্তর—ঈ—(১) নয়নক সাধি (২) রাখলি—গী  
ও তরু (৩) ইন্দ্রিয়গণ (৪) তাহে (৫) তাহে মন  
মুগ্ধচিত।

শকার্থ—বহু নেহার—বহু দৃষ্টি, কটাক্ষ। ঘনঘন  
—ঘন অর্থাৎ মেঘ, তাহার মত নিবিড় অথবা  
বারংবার। কাঁচর—কাঁচুলি। মুহুরি—শিলমোহর  
কবিতা।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন সোনার কমল বাতাসে উলটাইয়াছে। আমার সর্বস্ব হরণ করিয়া ফের সেই রত্নপীঠ বন্ধিম দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিল। সখি! কে যেন ভীষণ বাধা দিতেছে, তাই প্রাণ ভরিয়া রাধাকে দেখিতে পাইলাম না। নয়নের সাধ অর্ধেকও না পূরিতে সে চলিয়া গেল, পুনরায় আর তাহাকে দেখিলাম না। মেঘের জায় নিবিড় বস্তাকুল তাহার কুচগিরির কাঁচুলি হইল—সে হাসিয়া হাসিয়া সেই কাঁচুলির দিকে তাকাইতে লাগিল। মনে হইল যেন আমার মনকে চুরি করিয়া কনককুস্তমদৃশ কুচগুণের মধ্যে উহা রাখিয়া বারংবার তাহা শিলমোহর করিয়া রাখিল (আমার পক্ষে সেই চুরি-করা মন উদ্ধার করা আর সম্ভব নহে ইহাই ধনি)। (তুলনীয় :

পদ্মা-পয়োধর-ভট্ট-পরিব্রজ-লগ্ন-  
কাশ্মীর-মুক্তিভম্বো মধুসূদনস্ত ।

গীতগোবিন্দ—প্রথমসর্গ । )

আমার মনকে বধন বন্দী করিল, তখন চক্ষু কণ প্রভৃতি  
অস্ত্রাস্ত্র ইন্দ্রিয়ও ফাঁকর হইল, মনের সহিত তাহারাও  
একে একে যাইয়া বন্দি স্বীকার করিল। ইহা যে  
আশ্চর্যজনক নহে তাহার প্রমাণ এই যে, কাষ্ঠ-  
পুত্তলিকার দ্বারা হৃদয়শূন্য হইয়াও গোবিন্দদাস মুচ্ছিত  
হইতেছেন।

२७३

कायेन

কাঞ্চন-কমল                      পবনে উলটায়ল

ঐছন বদন মঞ্চাবি ।

সব্বস লেই                      পালটি পুন বিজল

ବୁଦ୍ଧିବି ବହୁ ନେହାର ॥

সজ্জনি কো দেই নাকরুণ বাধা ।

नमनक साधः                      आध नाहि पूरल

পালটি না হেরলু রাখা ॥

ঘনঘন আঁচর                      কুচ-প্রিয় কাঁচর

হাসি হাসি তহি পুন হেরি ।

জন্ম মকু মন হরি।      কনয়া-কুম্ভ ভরি।

মুহুরি রাখল<sup>২</sup> কত বেরি ।

यद मन वाञ्छल हेन्दिमः शोकन

ତାହି' ଶିଖନ ଆମ ଆମ ।



২৩২

বরাড়ী

সহচরি মেলি চলল বরদ্বিধি  
কালিন্দী করই দিনান ।

কনয়া<sup>১</sup> শিরিষ- কুন্তম জহু তহু তহু-কচি  
দিনকর-কিরণে মৈলান ॥

শুন সজনি, সো ধনি চীতক চোর ।

চোরিক পঙ্খ ভোরি দরশায়ল<sup>২</sup>  
চকল নয়নক ওর ॥

কোমল চরণ চলতি অতি মধুর  
উতপত বালুক বেল ।

হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ  
দুহু<sup>৩</sup> পাছুক করি নেল ॥

চীত নয়ন যব<sup>৪</sup> দুহু<sup>৫</sup> সে চোরায়ল<sup>৬</sup>  
শুন হৃদয় অব মানী<sup>৭</sup> ।

মনমথ পাপ দহনে তহু জ্বারল  
গোবিন্দদাস ভাল জানি<sup>৮</sup> ॥

করিয়াছিল, এখন নয়নও চুরি করিল; এখন আমার হৃদয়  
শূন্য মনে হইতেছে। তাহার উপর আবার পাপ মদন  
যেন আমার দেহকে আগুনে পোড়াইতেছে। গোবিন্দদাস  
একথা ভাল করিয়াই জানে।

২৩৩

এ দূতি সুন্দরি কর অবধান ।  
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ ॥  
তুহু<sup>১</sup> সে চতুর দূতী কি কহবি হাম ।  
ঐছে করবি মাথে সিদ্ধি হউ কাম ॥  
বহুত যতন করি বুঝাবি তার ।  
নহে যদি পরবোধ ধরিবি তার পায় ॥  
রঙ্গিণী আনি যদি মিলায়বি মোর ।  
নিশ্চয় কহিল দূতি দাস হব তোর ॥  
গোবিন্দদাস কহে মনে অভিলাষ ।  
সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস ॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৩৮

সা. প. (১)—৭০, ক. বি. ৫৮ পৃ নম্বর ২৩, তরু ২০৪, কী ১২৬  
গো ১৪, রাধা ৫৫, বু ৮

পাঠান্তর—তরু—(১) চললি (২) কাঙ্কন (৩) দর-  
শায়লি (৪) মকু (৫) চোরায়লি (৬) মান (৭) জান ।

ব্যাখ্যা—সখীদের সঙ্গে মিলিয়া সেই রঙ্গিণীশ্রেষ্ঠা  
যমুনায় স্নান করিতে গেলেন। তাহার দেহের কান্তি  
যেন সোনার শিরিষ ফুলের মতন, কিন্তু সূর্য্যের কিরণে  
তাহা দ্বান হইয়াছে। সখি! শোন, সেই সুন্দরী কিন্তু  
চিত্তচোর। সে চকল কটাক্ষে আমাকে মোহগ্রস্ত  
করিয়া কি করিয়া চুরি করিতে হয় তাহা দেখাইল  
(আগে মোহিত করিয়া পরে চুরি করা খুব সহজ)। সে  
উত্তপ্ত বালুকা-আস্তীর্ণ বেলাভূমিতে তাহার কোমল  
চরণ ফেলিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে; তাহার দুখ  
দেখিয়া আমার চক্ষু সজল হইল। তাহাতে মনে হইল সে  
যেন আমার সেই সজল চক্ষুকে পাছুকারূপে ব্যবহার  
করিয়া হাটিতে লাগিল। সে আগে আমার চিত্ত চুরি

শব্দার্থ—সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস—আগে  
তো আমি ঘরেই বাস করিতাম, সেই সুন্দরীই আমাকে  
ঘরছাড়া করিয়া তরুতলে বাস করাইতেছে।

২৩৪

ধানশী

শুন শুন সুন্দর নাগর-রাজ ।  
সো ধনি বৈঠয়ে<sup>১</sup> গুরুজন-মাঝ ॥  
মুগধি<sup>২</sup> গোড়ারি কবল<sup>৩</sup> নাহি মদ ।  
শুনইতে রোখব ঐছন রদ ॥  
বিপরীত বাণি কহলি তুহু মোয় ।  
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয় ॥  
ইথে এক অহুতব আছয়ে তার ।  
বিহি যদি তাহে কছু করয়ে সহায় ॥



মাধবী-কুশ কুশম অহুপাম ।  
 তাঁহা তুহঁ যাই অব করহ বিশ্রাম ॥  
 হাম অব<sup>৩</sup> যাইয়ে রাইক ঠাম ।  
 গোবিন্দদাস কহত পরমাণ ॥

সহচরী গোবিন্দ করে ধরি মাধব  
মাজত আনিন চন্দ ।  
দাক্ষণ মদন ছিগুন তহু দগধল  
গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥

उत्तर २३७, को ३७७ क. वि. ३४१३

পাঠান্তর—কী—(১) বৈসে বহ (২) মৃগধ  
(৩) যব।

শব্দার্থ—গুরুজন নয়ন নয়নে ইত্যাদি—সে গুরুতর  
নবযৌবনে চিহ্নিত (মুদি ভারি) হইয়া গুরুজনের চোখে  
চোখে থাকে। দিনকর-কিরণ তরাস—বৌদ্ধের তাপে-  
পাছে বঃ মলিন হইয়া যায়। পরবন্ধ—প্রবন্ধ, অল্পটান,  
চেষ্টা।

ব্যাখ্যা—হে নাগররাজ শোন শোন—যে হৃন্দরীর  
 প্রেমে তুমি অহরহ হইয়াছ সে গুরুজনদের মধ্যে থাকে।  
 সে কলাবতী নাগরী নয়, নিতান্তই সরলা গ্রামের মেয়ে,  
 কখনও কাহারও সহিত মেলামেশা করে নাই। (প্রেম  
 করে নাই।) তুমি তাহার সহিত মিলিতে চাও এরূপ  
 কথা শুনিলে সে খুব রাগ করিবে (রোখবে)। তুমি আমাকে  
 উল্টা কথা বলিলে, ঐরূপভাবে মিলন কি করিয়া হইবে ?  
 তবে এক উপায় আছে, যদি তাহাতে বিধি সাহায্য  
 করেন। তুমি মাধবীকুণ্ডে (যেখানে অতুলনীর কুহুম  
 ফুটিয়াছে, সেইখানে) যাইয়া অপেক্ষা বা বিশ্রাম কর।  
 আমি এখন রাইয়ের কাছে যাইতেছি। (যদি কোন  
 ছলে তাহাকে পাঠাইতে পারি।) গোবিন্দদাস ইহার  
 সাক্ষী।

३७५

কেদার

মঞ্জুল বজ্র-                      নিকুঞ্জ মন্দিরে  
মোড়রি মো গুণগাম ।

মরম অস্তরে                      অপয়ে মস্তরে  
একলি তোহারি নাম ॥

রামা হে, তেজহ কপট ছন্দ ।

মদন-হিলোলে      তো' বিহু দোলত  
 মল-মলন চল ॥

हिम हिम-कर                      मज्जि-शौकर  
निम्नैः कान्ति-तौर ।

সবস চন্দন                      পরশে গুচ্ছই  
সজল জলত চীর ॥

কবছ' উঠত                      কবছ' বৈঠত  
পদ্ব হেবত তোর ।

অমল কমল                      নয়ন-যুগল  
সখনে গলয়ে লোহি ॥

এতহঁ যতনে                      পুরুষ-দত্তনে  
চিতে নাহি বিশোয়াস ।

গহন-বিবহ-                      মহনে দহই  
কহই গোবিন্দদাস ॥

२७६

মাধব কী কহব সো বরনারি ।  
 গুরুজন নগন নয়নে রহে সুন্দরি  
 নব যৌবন মুদি ভারি ॥  
 দিবসক মাক বাহির নাহি হোয়ত  
 দিনকর-কিরণ তরাস ।  
 নমিক পুতলি জহু আতপে মিলায় তাহ  
 মিলব হুকুল পীতবাস ॥  
 এহি বচন শুনল যব মাধব  
 শুতল কুঞ্জ কুটীর ।  
 গর গর অন্তর বচন নাহি আয়ত  
 ক্রর খর নয়নক নীর ॥

ଆସା ୪୩, ୨ ୨୦

ਸੰ ੦੨੧, ਭਾਗ ੨੩੧





শব্দার্থ—মঞ্জুল—সুন্দর। বজ্রল—বেতস। মোড়রি—স্বরণ করিয়া। জপয়ে মন্তরে—মন্ত্র জপ করার ছায় গোপনে ও একমনে। হিম হিম-কর—শীতল চন্দ্র। সলিল-শীকর—জলকণাসমূহ। নিন্দাই কালিন্দী-তীর—যমুনার তীরকে নিন্দা করে ( কারণ, তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হইয়াছিল, তাই সেখানকার কথা মনে হইলে সম্ভাপ বেনী বাড়ে )। সজল জলত চীর—সজল বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে ঠাণ্ডা না করিয়া আরও যেন দগ্ধ করে—এমনি তাঁহার সম্ভাপ। এতর্হ যতনে পুরুষ রতনে ইত্যাদি—এমন পুরুষরত্ন যিনি তোমার জগৎ কত যত্ন বা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকেও তুমি মনে মনে বিশ্বাস করিতে পার না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, সত্যি প্রগাঢ় বিরহ-অগ্নিতে মাধব দগ্ধ হইতেছেন।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণের রাধানাম জপ করার ভাব গীত-গোবিন্দের পঞ্চম সর্গের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে লওয়া—  
পূর্কং যত্র সমং ত্রয়া রতিপতেবাসাদিতাঃ সিন্ধয়-  
স্তগ্নিগ্নেব নিকুঞ্জমগ্নমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।  
ধ্যায়ংত্বামনিশং জপয়পি তবৈবলাপ-মস্ত্রাক্ষরং  
ভূয়স্বং-কুচ-কুস্ত-নির্ভর-পরীরস্তায়তং বাঞ্ছতি।  
পুনরায় “হিম হিমকর সলিল-শীকর” ইত্যাদির সহিত গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গের নিম্নোক্ত শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমহা বিন্দতি খেদমধীরম্।  
ব্যাল-নিলয়-মিলনে গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্।

২৩৭

শ্রীরাগ

চান্দ নেহারি চন্দনে তহু লেপই  
তাপ সহই না পার।  
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই  
কৈছে করব অভিসার।

সুন্দরি তো বিহু আকুল কান্দ।  
বিরহে কীণ তহু অহুখন জর জর।  
জিবইতে বিহি ভেল বাম।  
যতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই  
তিমির-পয়ান গতি আশে।  
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত  
উতপত দীঘ নিশাসে।  
তুয়া গুণ নাম গাম জপি জীবই  
বহ পুলকায়িত দেহ।  
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপক্লপ নহ  
যাহা ইহ নব নেহা।

সা. প. (১)—২৭ ক. বি. ৩১  
রাধা ৮৪

ভঙ্গ ২১৮, কী ১৩৮, ক্ষ ২৪।

পাঠান্তর—কণদায়—( ১ ) তোহে লাগি সম্পাদলু  
কান ( ২ ) অহুখন আকুল ( ৩ ) অব ইথে ( ৪ ) তিমির-  
ওপত ( ৫ ) গুণগান নাম জপি ( ৬ ) কিয়ে না কর  
নব লেহা।

ব্যাখ্যা—মাধব চন্দ্রকিরণে শীতল না হইয়া সম্ভপ হন, তাই চন্দনের দ্বারা দেহ লেপন করেন; কিন্তু তাহাতে তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, শুভ্র উত্তরীয়খানাও বহন করিতে পারেন না। তিনি অভিমানে কেমন করিয়া যাইবেন? সুন্দরি! তোমার বিরহে কানাই আকুল। তাঁহার শরীর কীণ হইয়াছে, উত্তাপে সর্বদা দেহ জ্বলিয়া। এখন বিধাতা তাঁহার প্রতি বিক্লপ; তিনি বাচেন কিনা সন্দেহ। মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গেলে তিমিরাভিসার করিবার সুবিধা হইবে তাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ যত্নের সহিত বংশীতে মেঘমল্লার রাগ আলাপ করেন; তাহাতে মেঘের উদয় হয় বটে, কিন্তু তাঁহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে সে মেঘ তখনই উড়িয়া যাইতেছে। সেইজন্মও তাঁহার পক্ষে অভিমানে যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাই তিনি তোমার নাম জপ করিয়া বাচিয়া আছেন। (তাহা না হইলে বিরহে মরিয়া যাইতেন।) তিনি তোমার গুণগানও করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চে ভরিয়া যাইতেছে।



গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহা বিচিত্র নহে ; নব অহুবাগে  
কি না হয় !

২৩৮

স্বহই

কিয়ে হিমকর-কর                      কিয়ে নিরব? অব  
কিয়ে কুহুমিত পরিবহ ।

কিয়ে কিশলয় কিয়ে                      মলয় সমীরণ  
জলতয়ে? চন্দন-পঙ্ক ।

অব অবধারলু রে কাহু তুয়া পরশক রত্ন ।  
নায়রি-কোরে                      ভোরি মুকুছাই\*  
অপরূপ মদন-আতক\* ।

অহু নব জলধর                      ধরণি লোটায়ই  
আকুল চিকুর বিধারি ।

রাধানামে                      নয়ন ঘন বরিখয়ে  
আরতি কহই না পারি ।

ধনি ধনি তুহু ধনি                      রমণি-শিরোমণি  
কাহু সে? যাহে একমু ।

তুয়া পদ-পঙ্কজ                      ভালে নাহি ছোড়ই  
গোবিন্দদাস মতিমন্ত ।

সাঁ. প. (১)—১০১, ক. দি.  
২৭২০, রাণা ৮০, বৃ ১৪

তরু ২১২, গীত ২৮, ক ২২৪

পাঠান্তর—(১) নিরবর—তরু (২) জলতহি—গী ও  
তরু (৩) অব অবধারলু রে ইত্যাদি তরু ও সমুদ্রে আছে,  
কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে—সুন্দরি! কাহু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে ;  
ক্ষণদায়—সুন্দরি! কাহু তুয়া পরশকো রত্ন (৪) তো  
বিহু মুকুছাই—তরু (৫) অপরূপ নয়ন-তরঙ্গে—গী  
(৬) তোহারি—গী ও তরু ।

ব্যাখ্যা—মাধবের অঙ্গে চন্দনপঙ্ক লেপন করিলেও তাহা  
আগুনের মতন জালা দেয় । একরূপ অবস্থায় চন্দ্রের কিরণ  
কি করিবে কিহা পরসঙ্গে যে নিরব আছে তাহার শীতল জল  
আনিয়া তাঁহার উপর প্রক্ষেপ করিলে ( নিরবরস্ত্র অতি-

শিথিল পর্কতস্থ প্রবাহস্ত নির্জনবনে নাগকস্ত তত্র গমনা-  
সামর্থ্যাৎ জলমানীয় পুনর্দত্তস্ত ঝরস্ত প্রবাহস্তাপ্যকিঞ্চিৎ-  
করত্বম্ । এবমর্থ্যে “প্রবাহে নিরবো ঝর” ইতি ত্রিকাণ্ডশ্লোকে-  
হপি ন পৌনরুক্ত্যম্—রাধামোহন ) অথবা পর্য্যঙ্কের কুহুময়  
শয্যায় শয়ন করাইলে কি হইবে? এখন নিশ্চিতরূপে  
বুঝিতে পারিলাম যে, কানাই তোমারই স্পর্শের ভিখারী  
(রত্ন=মরিচ)—চন্দনাদির নহে । তিনি এমনিই প্রেমোন্মত্ত  
যে, অস্ত্র নারীর কোলে শুইয়াও মদনের ভয়ে মুচ্ছা যান ।  
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমারই স্পর্শের কান্দাল,  
অস্ত্রের নহে । তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনে হয়  
যেন নবজলধর মাটিতে লুটাইতেছে ; তাঁহার কেশরাজি  
বিশৃঙ্খল । তাঁহার আন্তরিক কথ্য বলা যায় না, রাধা-  
নাম শুনিলেই তাঁহার নয়ন হইতে ঘন বর্ষণ হয় । ধন্য  
ধন্য তুমিই ধন্য হে রমণীদের শিরোমণি, কেননা কাহুর  
হৃদয় বল্লভ একান্ত তোমারই । সেইজন্য মতিমন্ত অর্থাৎ  
স্বচতুর গোবিন্দদাস তোমার চরণ ছাড়িবে না, যতক্ষণ  
না তুমি অভিসারে যাও ( মাধবের অভিসারে যাওয়ার  
সামর্থ্য নাই, স্বতরাং তোমাকেই যাইতে হইবে । গোবিন্দ-  
দাসো মতিমান্ অদভিসারং বিনা অচরণং ন ত্যজ্যতীতি  
ভাবঃ—রাধামোহন ) ।

২৩৯

শ্রী রাগ

আজু যো পেখলু গোরি কিশোরী ।

ত্রিভুবন পীর বিজুরি কি জোরী ।

ভোগি-ভোগপর                      কনয়া সরোরুহ  
তথি পর খরন-খেলা ।

বিধুদুদ-ভাষক                      কবলে মদন-ধন্য  
দরশনে মনমথ গেলা ।

শুক নব হেরি                      বিধ পর ধাওত  
মোতিম দেখি মন-ভঙ্গে ।

শ্রবণে না শোহত                      দোই রজনিকর  
তারক বেঢ়ল অঙ্গে ।



কনয়া-ধরাধর      কুচ-যুগ মধুর  
কেশরি-পতি গতি ধোর ।  
রণিত মনোহর      পদযুগ-নুপুর  
গোবিন্দদাস তহিঁ ভোর ॥

বু ২৩৭

অ ৬৩

শব্দার্থ—ত্রিভুবন খীর বিজুরিকি জোরী—সেই  
গৌরীর সঙ্গে ত্রিভুবনে স্থির বিজুরিরই একমাত্র তুলনা  
হইতে পারে। ভোগি-ভোগপর—(গ্রীবাভিলম্বিত বেনী-  
রূপ) মাপের ফণার উপর। কনয়া সরোরুহ—(বদনরূপ)  
সোনার কমল। তধি পর থঞ্জন-খেলা—সেই বদনের উপর  
নেত্ররূপ থঞ্জনের জীড়া। বিধুজদ ইত্যাদি—(কেশরূপ)  
বাহর কবলিত (সিন্দূর বিন্দুরূপ) ভাহর কবলে  
(জরূপ) মদন-ধনু পতিত হইয়াছে দেখিয়া নিম্নধনু  
রক্ষার জন্ত মন্থর উপস্থিত হইল। (নাগিকার তাদৃশ  
অদ্ভুত শোভা দর্শনে আমার চিত্তে মন্থর সমুদিত হইল  
—সতীশচন্দ্র রায়)। শুকনব হেরি ইত্যাদি—(নাসারূপ)  
শুকপক্ষী (ওষ্ঠাধররূপ সরস বিম্বফল) দেখিয়া উহার উপর  
ধাবিত হয়। (কিন্তু উহার কোমল বীজসমূহের স্থলে)  
শুক ও কঠিন (দন্তপংক্তিরূপ) মুক্তারাজি দেখিয়া ভয়মনা  
হয়। শ্রবণে না শোহত ইত্যাদি—কানে দুই (কুণ্ডলরূপ)  
চন্দ্র শোভা পাইতেছে; তারকারাজি অঙ্গ বেষ্টন  
করিল। তাহার কুচযুগ ঘেন সোনার পাহাড়; তাহার  
মধুর গতিভঙ্গি সিংহরাজের গতিকে লাক্ষিত করে। পদ-  
যুগের নুপুরের শব্দ মনোহর। তাহাতে গোবিন্দদাস মত্ত  
হইয়া আছেন।

সহচরি বহুত যতন করি কহবী ।  
যো কিছু বচন      কহই বর বদ্বিগী  
সকল আপন করি সহবী ।  
তুয়া পথ<sup>১</sup> হেরি      বহলুঁ হাম কুণ্ডে<sup>২</sup>  
যব আনি মিলাওবি রাই<sup>৩</sup> ।  
তাকর দরশনে<sup>৪</sup>      পুরব মনোরথ  
তব হাম জীবন পাই ।  
মাধব<sup>৫</sup>-বচন      শুনল সহচরি<sup>৬</sup>  
হাসি কহত মুছভাব<sup>৭</sup> ।  
আজুক বজনী      দুহ জনে মিলায়ব  
কহতহি গোবিন্দদাস<sup>৮</sup> ॥

ক. বি. ৫৭

মা ৩২, কী ১৪৭

পাঠান্তর—(১) কর—কী (২) মুখ—সং (৩) কুণ্ড-  
বনে—সং (৪) তায়—কী (৫) সো মুখ দরশনে—কী  
(৬) এতেক—কী (৭) শুনল যব সহচরি—সং (৮) কহ-  
তহিঁ গদগদ ভাব—সং  
(৯) আজুক বজনী      দোহে স্থখে বকবি  
চলতহি গোবিন্দদাস—সং ।

শব্দার্থ—মলয়জ মাল কুহুম তৃণ তাদৃশ—চন্দন, মালা,  
ফুল, তাদৃশ অম্বরাগ জানাইবার জন্ত ও নিজের দৈন্ত  
জানাইবার জন্ত তৃণ। সকল আপন করি সহবী—  
সে তোমার দৃতিয়ালীতে বিরক্ত হইয়া কিছু কড়া কথা  
বলিলেও নিজের কাজ মনে করিয়া সহ্য করিও; চটাচটি  
করিও না।

২৪১

স্বহই

২৪০

ধানশী

রাইক রূপ      মরমে জব লাগল  
মাধব আতুর ভেল ।  
মলয়জ মাল      কুহুম তৃণ তাদৃশ  
সহচরি করে<sup>১</sup> ভবি দেল ॥

রাধানাম আধ      শুনি চমকই<sup>২</sup>  
ধরই না পারই অঙ্গ ।  
লোচন-লোর-      লহবী ভবে আকুল  
কো কহ প্রেম-তরঙ্গ ।  
হন্দবি ! দূর কর হৃদয়কো বাধা ।  
রাধামাধব      তুয়া অবধাবলু<sup>৩</sup>  
মাধবকি তুহঁ রাধা ॥



তোহারি সদ্দাদ স্বধারসে উনমত  
হসি হসি ঘন তহু মোর ।  
লেখত পাতি দেখত নাহি কাজর  
গদগদ বোধল বোল ॥  
গীমকি<sup>৩</sup> ভদ্রে পদ দরশাওল  
দুহ<sup>৪</sup> দিষ্টি-পঙ্কজ মুদি ।  
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি তুহ<sup>৫</sup>  
সমুঝই ইদ্রিত শুদি<sup>৬</sup> ॥

সজনী আর কত সাধসি মানৈ ।  
রসময় লোচন লোরে লাহসি  
অহুভুগি সহসি পরাণে ॥  
ধাকর মুরলী আলাপহি কত কত  
কুলরমণীগণ ভোর ।  
তোহারি প্রেমভএ বাত না কহতহি<sup>৭</sup>  
অতএ কি মানসি খোর ॥  
প্রেমকি দহন প্রেমপয়ে শীতল  
আনহি হোয়ত আন ।  
চন্দন চন্দ্র চন্দনি তাপই  
গোবিন্দদাস রসগান ॥

সা. প. (১)—২৪৫  
ক. বি. ২৮৪০

ক ১২/৬, সমুদ্র ৩৩৭,

সা ৩৪

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—রাধ বচন আধতনি ।  
সমুদ্র—(১) চমকিত (২) গীমক (৩) কহয়ে শুন ধনি ধনি  
(৪) সমুঝই ইদ্রিতে সোধি ।

ব্যাখ্যা—মাধব রাধানামের বা মাত্র শুনিয়াই চমকিয়া  
উঠেন, অঙ্গের পুলক সঞ্চার করিতে পারেন না । নয়নের  
জলের তরঙ্গতরে তিনি আকুল হইয়া উঠেন—প্রেম-  
তরঙ্গের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে ? তুমি নিশ্চিতরূপে  
জানিলে যে, রাধারই মাধব আর মাধবেরই তুমি রাধা ।  
তোমার সংবাদরূপ স্বধারসপানে সে উদ্ভূত হইয়া হাসিয়া  
হাসিয়া বারবার অঙ্গমোড়া দেয় । সে পত্র লিখিবে,  
কিন্তু ভাবাবেগে কালি কোথায় দেখিতে পায় না, গদগদ-  
স্বরে কথা বলিতে বলিতে তাহার বাকরোধ ঘটে । সে  
গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দুই নয়নকমল মুদ্রিয়া পথ দেখাইল  
(নয়ন বন্ধ করার ইদ্রিত এই যে, রাত্রি অন্ধকার হইলে  
যেন স্থন্দরী অভিভার করে) । গোবিন্দদাস বলেন, ধন্য  
তুমি স্থন্দরী । এই ইদ্রিত ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ ।

শব্দার্থ—সো তুয়া দাসকি আশ—সে তোমার দাস  
হইতে চায় । রসময় লোচন লোরে লাহসি—সেই রসময়কে  
নয়নজলে লাহনা করিতেছ । অহুভুগি সহসি পরাণে—  
তাহা অহুভব করিয়াও তুমি প্রাণে নহু করিতেছ । অতএ  
কি মানসি খোর—ইহা কি অল্প বলিয়া মনে কর ? প্রেম-  
কি দহন প্রেমপয়ে ইত্যাদি—প্রেমের যে জলন তাহা  
প্রেমের মিলন দ্বারাই শীতল হয় । অল্প জিনিস অল্পপ্রকার  
হয়—যেমন সে জ্বালা মিটাইতে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ প্রয়োগ  
করিলে তাহাতে তাপ বৃদ্ধিই পাইবে । গোবিন্দদাস  
এই রস গান করিতেছেন ।

২৪৩

তথা রাগ

২৪২

ত্রি রাগ

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি  
কে না করই অভিলাষ ।  
যো পুরুষ রতন যতনে নাহি পাওই  
সো তুয়া দাসকি আশ ॥

তরুতলে বৈঠই পদ নেহারই  
নয়নে গলই বহু লোর ।  
রাই রাই করি কত না ফিরই হরি  
মনমাহা দেয়ই কোর ॥  
স্থন্দরি তোর বড়ি হৃদয় পাষণ ।  
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত  
জীবইতে সংশয় কাহু ॥



সহজ কমলদল তাহি মলয়ানিল  
 অগোরে লেপিত শ্রাম অঙ্গ ।  
 চমকি চমকি হরি উঠে কতেক বেরি  
 হা হত মদন-তরঙ্গ ।  
 শুন সখি বে ধনি রমণী-শিরোমণি  
 জাই কি ভেটহ্ কাহ ।  
 গোবিন্দদাস কহে তুরিতে নজ্জু হৃদয়  
 কাহু ভেল বহত নিদান ।

সং ৩৩

শঙ্কার্থ—কত না ফিরই—কত ঘুরিয়া বেড়ায় । মন-  
 মাহা দেয়ই কোর—মনে মনে তোমাকে আলিঙ্গন দেয় ।  
 হা হত মদনতরঙ্গ—মদনতরঙ্গে সে জলিতেছে । বহত  
 নিদান—কানাই একেবারে শেষ অবস্থায় আছে ।

২৪৪

স্বহই

চন্দন-চান্দ লিখি চুহই কাহ ।  
 লাজে কমলমুখি তেরু বয়ান ।  
 কিশলয়দলে কর দশনকি ঘাত ।  
 কিশলয় হেরি ধনি হেঠ রহ মাথ ।  
 ঘন নথরেথ দেই কনয়া কটোর ।  
 উহ্ উহ্ করি ধনি মোড়ই কোর ।  
 চম্পকদাম আলিঙ্গই কান ।  
 লাজে গোরি স্বখে হরল গেয়ান ।  
 নীল পীত কিয়ে গলিত পিধান ।  
 গোবিন্দদাস ছুহ্ ক গুণ গান ।

শ্রীসত্যনন্দ দাসের পুঁথি ( পৃঃ  
 ১০৬ ) হইতে ডঃ হরম্বর সেন  
 কর্তৃক নূতন পদ বলিয়া সাহিত্য-  
 পরিষৎপত্রিকায় ( ৩৬ খণ্ড )  
 প্রকাশিত ।

সং ২২ এবং ১৮০

ব্যাখ্যা—ইদ্রিতে মনের অভিলাষ জানাইবার জন্য  
 কানাই চন্দন দিয়া চাঁদ অঙ্কন করিয়া চাঁদমুখ স্মরণ করিয়া

চুহন করে ; তাহা দেখিয়া হৃদয়ী কমলমুখী লজ্জায় মুখ  
 বাকায় । নবপল্লবদল দাঁত দিয়া কাটে, হৃদয়ী সেই  
 কিশলয় দেখিয়া মাথা হেঁট করে । একটি সোনার বাটাতে  
 বার বার নথের রেখা অঙ্কন করে । হৃদয়ী তাহা বৃত্তিতে  
 পারিয়া যেন আঘাত পাইয়াছে, এইভাবে অঙ্গ মোড়া  
 দেয় । চম্পকবরণীর কথা ভাবিয়া কানাই চম্পকদামে  
 আলিঙ্গন করে, তাহা দেখিয়া গৌরী আনন্দে যেন  
 চেতনা হারায় । একজনের নীলবসন, অপরের পীতবসন  
 যেন খুলিয়া পড়ে । গোবিন্দদাস ছুইজনের গুণগান  
 করেন ।

২৪৫

ধানশী

তহুঁচি-হারী কিরণ-মণি-কাঁতি ।  
 পহিরল নীলবসন কত তাঁতি ।  
 এহো নেহারি কি বিজুরিক রেহা ।  
 লাজে লুকায়ল সঘন মেহা ।  
 দেখ দেখ স্ববল বিপিনে কোন গোরা ।  
 বলকয়ে চিত চোরাগলি মোরি ।  
 ধজন-গজন লোচন জোর ।  
 যৈছে চিত্রগতি চাক চকোর ।  
 হেরি হেরি অতয়ে করিয়ে অহুমান ।  
 ধজন ধজন ভেল চলই না জান ।  
 চলইতে রুহু রুহু মজির বোলই ।  
 মনসিজ মস্ত বেকত জহু তনই ।  
 ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান ।  
 গোবিন্দদাস এতহ নাহি জান ।

ক. বি. ২০০২

কী ১১৪

ব্যাখ্যা—মণির কিরণের কাস্তি হার মানিয়াছে  
 হৃদয়ীর তহুর কাস্তির কাছে । সে কত কায়দা করিয়া  
 নীল সাড়ী পরিয়াছে । এ কি বিজ্ঞানবোধ দেখিলাম ?  
 সে কি লজ্জা পাইয়া সঘন মেঘে লুকাইল ? স্ববল, দেখ  
 দেখ বিপিনে কোন গোরা বলপূর্বক আমার চিত্র চুরি



করিয়া লইল। তাহার নয়নযুগল খঞ্জনকে গঞ্জনা দেয় ;  
সেই নয়নদ্বয় দেখিয়া মনে হয় খঞ্জন যেন খোঁড়া হইয়াছে,  
চলিতে পারে না, তাই স্থানদ্বীর নয়নরূপে অবস্থান  
করিতেছে। চলিবার সময় তাহার নৃপুরে ক্রতুক্রত শব্দ  
হয়, তাহাতে মনে হয় যেন মদনের মস্ত ব্যক্ত করিয়া  
বলিতেছে। ইহাতে কানাই কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া  
থাকিবে? গোবিন্দদাস একথার কোন উত্তর জানে না।

২৪৬

ধানশী

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।  
নিদান দেখিয়া আইহ পুন।  
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।  
যত তত করি নাহি ঔষধী।  
না বান্ধে চিকুর না পরে চির।  
না করে আহাৰ না হয় খির।  
সোনার বরণ হইল শ্রাম।  
সোড়রি সোড়রি তোহারি নাম।  
হুতল ভুতল সোড়রি রাধা।  
কহই বচন না বুঝি আধা।  
তুলাখানি দিহু নাকের কাছে।  
দেখিহু কেবল সোয়াস আছে।  
আছয়ে সোয়াস না রহে জীব।  
বিলম্ব না কর মোহর দিব।  
গোবিন্দদাসের বিরহ-বাধা।  
ইহার ঔষধ কেবল রাধা।

কী ১৫০

শব্দার্থ—নিদান—শেষ অবস্থা। আইহ—আসিলাম।  
না বান্ধে চিকুর—শ্রীকৃষ্ণের লম্বা লম্বা চুল, তাহা আঁচড়াইয়া  
সজ্জিত করে না। হুতল—শুতল, শুইয়া থাকে। সোয়াস  
—খাসমাত্র। না রহে জীব—ইহাতে কিন্তু জীবন  
থাকিবে মনে হয় না। মোহর দিব—আমার দিব্য।

২৪৭

শ্রী রাগ

সহজই শ্রাম হুকোমল স্থশীতল  
দিনকর কিরণে মিলায়।  
সো-তহু-তাপ লব নাহি পরশিতে  
মলয়জ পদ শুধায়।  
সজনী কত সমুঝাব নীত।  
কাহু কঠিন পথ কয়ল আরোহণ  
গণি গণি তোহারি পীরিত।  
অমুক্ষণ নয়ানে নীর নাহি তেজই  
বিরহ অনলে হিয়া জারি।  
পাবক পরশে সরস দারু জহু  
একদিকে নিকসয়ে বারি।  
নবীন নলিনদল কত না বিছায়ব  
শুতলি অতি অবসাদে।  
গোবিন্দদাস কহ চামর ঢুলাইতে  
অধিক বাড়য়ে পরমাদে।

কী ১৫১, অংশদা ৭৫

পাঠান্তর : কণদা—(১) 'জানদাস কহে চামর  
ঢুলাইতে অধিক উপজে পরমাদে।

ব্যাখ্যা—শ্রামের তহু সহজেই স্থশীতল ও নবীন মত  
হুকোমল, রৌদ্রের তাপে যেন গলিয়া যায়। সেই তহুর  
তাপ এখন এমন বেশী হইয়াছে যে, চন্দনপত্র একটু  
ছোয়াইতে না ছোয়াইতে শুকাইয়া যায়। স্থন্দরি!  
তোমাকে বোজ বোজ (নীত=নিত্য) কত বুঝাইব।  
কানাই তোমার প্রেম স্বরণ করিয়া কত কঠিন পথে  
আরোহণ করিয়াছে। তাহার নয়নে কখনও জলধারার  
বিরাম হয় না; বিরহ অনলে তাহার অন্তর জলিতেছে—  
যেমন ভিজা কাঠের একদিক্ জলে, অল্পদিক্ হইতে  
জল বাহির হয়। নব নব কমলদলে কতবার শয্যা  
রচনা করি, কিন্তু তাহাতে সে অবসর হইয়া শুইয়া থাকে।  
গোবিন্দদাস বা (পাঠান্তরে) জানদাস তাঁহার বিরহাগ্নি  
উপশম করিবার জন্ত চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, কিন্তু





তাহাতে বিপদ আরও বাড়িয়া গেল; আগুন আরও  
জ্বরে জলিতে লাগিল।

২৪৮

ধানশী

শুনইতে মাধব বিরহ বেয়াকুল  
কম্পই ভাষ-কিশোরী।  
লোচন লোরহি ভিগল অধর  
অঙ্গ সধরি নাহি পারি।  
সুন্দরী চলতই কাছুক পাশে।  
যেছে চাতকিনী হেরি নবাব্দুদ  
ধায়ই পরম পিয়াসে।  
চির চিকুর কিছুই নাহি সধর  
পথ বিপথ নাহি জানে।  
বিপুল নিতম্ব ভরে গতি অতি  
মহুর নিমিষ কোটি যুগ মানে।  
যো পদ নব নব কমল স্নেহকমল  
ধরণী পরশে ভয় লাগে।  
সো অব কণ্টক সঙ্কট বাটহি  
রোপি ধায়ল অহুবাগে।  
বিরহে বিমোহিত ভুতলে সোয়ই  
যাহা নব নাগর কান।  
সোই কুঞ্জে ধনি দূতি আগে করি  
হেরি রহ কমল নয়ান।  
প্রিয় সহচরী অবগহি কহতহি  
এ ব্রজ-জীবন কান।  
আয়ল তোহারি প্রাণপ্রিয়ে রাধিকে  
হেরহ মেলিয়া নয়ন।  
বাইক নাম শ্রবণে যব শুনল  
হেরইতে বাইক অঙ্গ।  
গোবিন্দদাস কহ বিরহ দূরে গেও  
উখলল প্রেমতরঙ্গ।

শব্দার্থ—কম্পই—কাঁপিতেছেন। ভাষ-কিশোরী—  
বৃষভাষ-নন্দিনী রাধা। যেছে চাতকিনী ইত্যাদি—নৃতন  
মেঘ দেখিয়া পরম তৃষ্ণা লইয়া চাতকিনী যেমন তাহার  
পানে ধাবিত হয় তেমনি সবেগে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে  
চলিলেন। নিমিষ কোটি যুগ মানে—সুন্দরী নিতম্বভরে  
জ্বরে চলিতে পারিতেছেন না, গতি মহুর হওয়ায় দেবী  
হইতেছে, আর প্রত্যেক নিমেষকালকে তিনি কোটি যুগ  
বলিয়া মনে করিতেছেন। কণ্টক সঙ্কট বাটহি—  
কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কটময় পথে। উখলল—উখলিয়া উঠিল,  
উদ্বেল হইল।

২৪৯

ধানশী

বসবতি সরস পরশ মুখবন্ধে।  
কি করব চন্দন ইন্দুঘন পক্ষে।  
শীতল কর-কিশলয় বাহা আগি।  
কী ফল তাহা তরু কিশলয় ভাগি।  
শুন শুন রমণিশিরোমণি রাধে।  
তো বিহু কাহুক সব ভেল বাধে।  
পছমিনী কোরে যো তাপ না তেজ।  
কি ফল তাহি কমলদল সেজ।  
বিধুমুখী চুখনে যাহে না সোহাই।  
কি করব তাহা বিধুকিরণ বিগাই।  
এতদিনে দূরে গেল সব দুখ ভান।  
জানলু অব তুয়া অহুচর কান।  
অতয়ে সে নাগরি জানি কহ আন।  
গোবিন্দদাস তোহারি গুণ গান।

বরাহনগর ৪ (৩) ৪৬

পদ্যভূষণ ১১৭, কী ১৫২

ক. বি. ৩১, সা. প.

(১)—২০, রাধা ৮৩, পৃ ১৪

ব্যাখ্যা—মাধবের প্রাণ শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ লাভ  
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহাকে শাস্ত করিবার  
জন্য চন্দ্রকিরণ ও ঘনচন্দনপত্র প্রয়োগ করিয়া লাভ নাই,



কেননা তিনি অল্প রসবতীর রস স্পর্শ পাইলেও মুখ  
বাঁকাইয়া লন। যেখানে শীতল করপল্লব তাঁহার গায়ে  
বুলাইলে তিনি আঙনের ছোয়া লাগিতেছে মনে করেন,  
সেখানে তরুর নব পল্লব ভাঙ্গিয়া কি লাভ? রমণীশ্রেষ্ঠা  
রাধা, শোন শোন, তোমা ছাড়া আর সব কিছুকে কানাই  
বাধা মনে করেন। অল্প পদ্মিনীর কোলে তাঁহাকে শোয়াইয়া  
দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার তরুর তাপ কমে না; স্বতরাং  
কমলদলের শয্যা শোয়াইলে কি ফল হইবে? বিধুমুখীদের  
চূষন যেখানে শোভা পায় না, সেখানে চল্লকিরণকে নিন্দা  
করিয়া (বিগাই) লাভ কি? এতদিনে সব দুঃখের কারণ  
দূর হইল; বোঝা গেল যে, কানাই তোমার অহুচর।  
অতএব এখন আর তুমি যেন কোন ওজর আপত্তি  
করিও না; মাধবের সঙ্গে মিলিত হও। তাহা হইলে  
গোবিন্দদাস তোমার গুণগান করিবে।

সো পদকমল হৃদয়ে করি লেব।

গোবিন্দদাস যব অহুমতি দেব।

ক. বি. ৩০০০

গীতচন্দ্রোদয় ৩৫৬

পাঠান্তর—‘গো’ পুঁথি (১) যব করু (২) বন্ধিম  
জাদ বিখারল পীঠ।

শব্দার্থ—অলিসঞে—সখীদের সঙ্গে। গীম মোড়াই  
—গ্রীবা বন্ধিম করিয়া। লোলিত—দুলিতেছে। ঢরকই  
কাঁতি—কাঁত্তি যেন ঢলকিয়া পড়িতেছে, প্রবাহিত  
হইতেছে। ফাঁসক ভাঁতি—কেশজাল যেন ফাঁস বা ফাঁদের  
মতন। চিতমুকতি কিয়ে রহলহি লেখি—সে কি মানবী না  
চিত্রে অঙ্কিত মূর্তি? যাবক শোভা—আলতার সৌন্দর্য।  
গোবিন্দদাস যব অহুমতি দেব—যখন গোবিন্দদাস অহুমতি  
দিবেন তখন।

২৫০

ধানশী

করি’ জলকেলি অলিসঞে বালা।  
হেরলু পথে অহু চান্দকি মালা।  
অপকুপ রূপ নয়নে মধু লাগি।  
অহুখন মাধুরী মরমহি আগি।  
এ সখি! এ সখি! মোহে হেরি রাই।  
বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই।  
সো মুখ ঝলঝল নিরমল জোতি।  
লোলিত নাসক বেশর মোতি।  
রঙ্গ অধরপর ঢরকই কাঁতি।  
মদনমোহন যৈছে ফাঁসক ভাঁতি।  
বন্ধিম কেশ বিখারল পীঠে।  
চকিতহি মধু মন লাগল দিঠে।  
ঐছে স্বকেশিনী হাস নাহি দেখি।  
চিতমুকতি কিয়ে রহলহি লেখি।  
পদনথ অঙ্গুরি যাবক শোভা।  
দশনথ ভয়ে চান্দ অরুণহ লোভা।

২৫১

ধানশী

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।  
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াথ’ না পাই।  
কি বা থণে আল সোই’ কি দেখিছ তারে।  
ওরুপ লাবনি ধনি! নয়নে উপরে।  
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।  
চলে বা না চলে রাই’ রস অবলম্বে।  
তাহে মুখ মনোহর ঝলঝল করে।  
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে।  
তাহে অতি বিরাজিত ঘাম বিন্দু বিন্দু।  
মুকুতা ভূষিত যেন পুণমিক ইন্দু।  
মন্দ মধুর হাস বিলাস অধরে।  
সেই সে সমাধি রহ মরম ভিতরে।  
ফুল নীলিম বাস রহে আধ উরে।  
আধ গিরি মাঝে যেন নবজলধরে।  
উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে।  
স্বমেক শিখরে যেন স্বরধুনী ধারে।



মঝু মন রহি তহি করত সিনান ।

গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমান ॥

ক. বি. ৫০, রাধা ৫০

ক. ১৮১০, গী. ৩২৬, সং. ২৪

কী ১২৫

পাঠান্তর—কণদায় (১) সখিত (২) আইছ সখি  
(৩) বনি নয়ন উপরে (৪) ধনী (৫) তখি বিরাজই শ্রম ঘণ্ড  
বিন্দু বিন্দু ।

শঙ্কার্থ—কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে—কামদেব যেন  
চক্রকে চামর করিতেছেন । রাধার মুখ যেন পূর্ণ শশধর  
আর কেশ চামরতুল্য । সমাধি রহ—ধ্যানে থাকুক ।  
ফুল নীলিম বাস—খোলা নীল বসন ( আটগাঁট নহে ) ।  
রহে আধ উরে—অর্ধেক বন্ধের উপরে থাকে । আধ গিরি  
মাঝে যেন নবজলধরে—বন্ধের অনাবৃত অর্ধেক অংশ যেন  
পর্বতের অর্ধাংশ আর নীলবসন হইতেছে নবজলধর ।  
লোলে—দোলে ।

২৫২

গুণরী

কাছক মুখে শুনি গদগদ ভাব ।  
মিলল সহচরী রাইক পাশ ।  
‘হৃন্দরী কুশল পুছই হসি খোরি ।  
সখী কহ নয়নে নয়নযুগ জোরি ॥  
শুন শুন এ বৃষভাছ কুমারি ।  
তুয়া বিহু আকুল বসিক মুয়ারি ॥  
দেই দরশ তুহঁ সরবস নেলি ।  
তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি ॥  
তুয়া রূপ নিরমিয়া দেয়ই কোর ।  
হেরইতে লোচনে গলহি লোর ॥  
কহই না পারই মদন ছতশ ॥  
কতয়ে যতন কর গোবিন্দদাস ॥

গী ৩৭০, কী ১৪৭

পাঠান্তর—কী (১) কাছক বচন শুনি (২) তৃতীয়

ও চতুর্থ চরণ ‘কী’-তে নাই (৩) গলতহি (৪) ছতশে  
(৫) চামর ঢুলায়ই গোবিন্দদাসে ।

শঙ্কার্থ—নয়নে নয়নযুগ জোরি—মনোযোগ  
আকর্ষণের জন্ত চোখে চোখ রাখিয়া । তিলে তিলে তাক  
কৈছে মতি ভেলি—তিলে তিলে তাহার সখ্যে তোমার  
কি রকম বৃদ্ধি হইল ? দেয়ই কোর—আলিঙ্গন দেয় ।

২৫৩

যব বিহি বালিসঞে লেহ ঘটায়ল  
ধবসঞে মাধবী বাস ।  
আপ মুকথপন আপে ঘটায়ল  
মধুপকি ততহি উদাস ॥  
মাধব ! না কর মনোরথ-বাধ ।  
মাধবী মধুপ এ কবহি ভিন নহ  
সময়ে পূরব সাধ ॥  
মুকুলিত হোত যবহি মধুমাধবী  
ধর রহ ভুজহি পসারি ।  
শ্রাম ভ্রমরবর সো মধু পিবইতে  
কৌনে বিঘিনি কর পারি ॥  
মঝু উপদেশ শ্রবণে নাহি শুনহ  
করহ হৃদয় বিশোয়াস ।  
যোগি ধরম যৈছে সময়ে সোহায়ত  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

গী ৪০৫, কী ১৩৬

পাঠান্তর—কী (১) তহি (২) ধরবহ (৩) সহায়ত ।

শঙ্কার্থ—লেহ ঘটায়ল—প্রেম ঘটাইল । ধবসঞে  
মাধবী বাস—স্বামীর সঙ্গে মাধবীর একত্র বাস ।

ব্যাখ্যা—যখন বিধাতা বালার সঙ্গে তোমার প্রেম  
ঘটাইল, তখন স্বামীর সঙ্গে মাধবী একত্র বাস করিত ।  
বিধি নিজের মূর্ততা নিজেই প্রকাশ করিল ; ভ্রমর কি  
তাহাতে উদাস থাকে ? মাধব ! নিজের মনের অভিলাষে  
ব্যাঘাত করিও না । মাধবী ও ভ্রমর কখনও পৃথক্



ধাকিতে পারে না; সময় আসিলেই তোমার সাধ পূর্ণ হইবে। মধুমাধবী যখনই পুষ্পিত হয় তখনই অবশ্য তাহার স্বামী আলিঙ্গনের জন্ত বাহু প্রসারণ করিবে, কিন্তু মাধবীর মধু পান করিতে শ্রামরূপ ভ্রমববরের কে বিয় ঘটাইতে পারে? আমার উপদেশ তুমি এখন কানে তুলিতেছ না; কিন্তু হৃদয় বিশ্বাস রাখ যে, এই সময়ে, যখন মাধবী মুকুলিত হয় নাই, তখন তাহার প্রতি যোগীর মতন উদাসীনতা প্রদর্শন করাই শোভা পায়।

২৫৪

তিরোখা ধানশী

হৃদয়ি রমণি জনম ধনি তোর।  
সবজন কাহু কাহু করি ভাবয়ে  
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥  
চাতক চাহি তিয়াসল অধুদ  
চকোর চাহি রহ চন্দা।  
তরু ললিতা অবলম্বন করি  
মকু মনে লাগল ধন্দা ॥  
কেশ পসারি যবহ তুহু আছলি  
উরপর অধর আধা।  
সো সব সঙ্গরি কাহু ভেল আকুল  
কহ ধনি 'কোন সমাধা' ॥  
তাকর অন্তর জলই নিরন্তর  
বিজ্ঞাপতি ভালে জান।  
কিকিত কাল কলপ করি মানই  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সমুদ্র ১১১

কী ১৪৮

তরু ৬১

পাঠান্তর—কী (১) সখি (২) 'কোন সমাধা'র পর  
নিম্নলিখিত চারি চরণ কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত—  
কব তুহু হৃদয়ে দশন দেখায়লি  
করে কর জোরি হিয়া মোরি।

অলখিত দিষ্টি করি হৃদয় পসাবলি  
পুন হেরি সখি করি কোর ॥

ব্যাখ্যা—জনম ধনি তোর—তোমার জন্ম ধন্য। চাতক  
চাহি ইত্যাদি—এ যে দেখিতেছি সব উন্টা। চাতকই  
জলধরের দিকে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চাহিয়া থাকে, এখন  
শ্রাম জলধরই চাতকের জন্ত তৃষিত হইল; চাঁদ চকোরের  
পানে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষই লতিকাকে অবলম্বন করিল।  
উরপর অধর আধা—বুকে অর্ধেক কাপড়। কোন  
সমাধা—কাহুর আকুলতার সমস্ত সমাধান হইবে কিরূপে?  
তাকর অন্তর ইত্যাদি—তাহার অন্তর যে সব সময়ই  
দগ্ধ হইতেছে তাহা বিজ্ঞাপতি ভাল করিয়া জানেন।  
গোবিন্দদাস সাক্ষী দিতেছেন যে, মাধব রাধা-বিরহে  
অল্পকালকেও কল্পকাল বলিয়া মনে করেন।

মন্তব্য—এই পদটি পদকল্পতরুতে (৬১) শুধু বিজ্ঞাপতির  
ভণিতায় ছাপা হইয়াছে। উহার ভণিতা—

হৃদয় পুতুলি তুহু সো শুন কলেবর  
কবি বিজ্ঞাপতি ভণে ॥

২৫৫

ধানশী

এ সখি! অপরূপ পেখলু রামা।  
কুটিল কটাখ- লাখশর বরিষণে  
মন বাঁধল বিহু দামা ॥  
পহিল বয়স ধনী মুনি-মনমোহিনী  
গজবর-গতি জিনি মন্দা।  
কনকলতাতহু বদন ভান জহু  
উয়ল পুণমিক চন্দা ॥  
কাঁচা কাঁচন সাঁচ ভরি দৌ কুচ  
চুচু মরকত শোভা।  
কমলকোরে জহু মধুকর শুভল  
তাহে রহল মনলোভা ॥  
বিজ্ঞাপতি পদ মোহে উপদেশল  
রাধা রসময় কন্দা।





গোবিন্দদাস কহে

কৈছন হেরব

যো হেরি লাগল ধন্দা ॥

শ্লোক ৩৮৩

শঙ্কার্থ—মন বাঁধল বিহু দামা—বিনা রজ্জুতে মন  
বাঁধিল। কনকলতাতহু—তাহার দেহ কনকলতার তুল্য।  
বদন ভান জহু উয়ল পুণমিক চন্দা—বদন দেখিয়া মনে  
হয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। কাঁচা কাঁচন—কাঁচা  
সোনা। সাঁচ—সত্যই। চুচুক মরকত শোভা—কুচের  
অগ্রভাগ ঈষৎ কৃষ্ণাভ বলিয়া উহার সহিত মরকতের  
শোভার তুলনা করা হইয়াছে। কমলকোবে জহু মধুকর  
শুভল—কুচের সহিত পদ্মের তুলনা ও মধুকরের সহিত  
চুচুকের তুলনা করা হইয়াছে।

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথির আবদ্ধ—নবীন নলিনীদল  
জিনি তহু কোমল  
আগোর লেপই অঙ্গে  
চমকি চমকি হরি।

- (১) তুয়া গুণ অন্তরে মনহি নিরন্তর  
জপইতে আকুল গান ॥ ক. বি.  
(২) চম্পক দলে দেই কোর—ক. বি. (৩) হানত—তরু  
(৪) দূতিক বচন শুনি রমণী শিরোমণি  
বচনামৃত কর পান।

গোবিন্দদাস কহে স্বরিতে চল সুন্দরি  
কাহু ভেল বড়ই নিদান ॥ ক. বি.

শঙ্কার্থ—জীবইতে সংশয় কান—কানাই বাঁচে কি না  
বাঁচে সংশয় হইতেছে। তুয়া ভাবে তরু দেই কোর—  
রাধা মনে করিয়া তরুকেই আলিঙ্গন করে।

২৫৬

পঠমরুরী

সুন্দরি! তুহু বড়ি হৃদয় পাষণ।  
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত  
জীবইতে সংশয় কান? ॥  
বৈঠই তরুতলে পদ নেহারই  
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।  
বাই বাই করি সঘনে জপয়ে হরি  
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর? ॥  
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল  
আগোরে লেপই শ্রাম অঙ্গ।  
চমকি চমকি হরি উঠতহি কত বেরি  
দাহত? মদন তরঙ্গ ॥  
চলহ বিপিনে ধনী রমণীর শিরোমণি  
ভেটহ নাগর কান।  
গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরি  
কাহু ভেল বহত নিদান? ॥

২৫৭

বরাড়ী রাগ

অচপল চীত রতন তোহে নৌপল  
জীবন জাত না তারি।  
পরবশ দেহ পরশ দূর রহ  
অভয় না রোখবি গোরি ॥  
শুন শুন কাহু লিখল তোরে রাই।  
দিন রাত আধ মদন শর ভারবি  
হামারি বচন হেন লাই ॥  
ইহ নবরাগ দহন পুন ভাবিনী  
হুবরি জহু তহু জারি।  
লোচন মুদি মনহি মন বারবি  
পরশি রসে রস বারি ॥  
যো তুয়া লোচনে উজ্বর কাজর  
সো জনি চলবি বিমোহি।  
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ।  
লোরে মিটই অনি মোহি ॥



ব্যাখ্যা—দৃতী শ্রীবাধাকে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচপল চিত্ত (অথো যে হৃদয় আসক্ত নহে এবং হইবে না) তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন এখনও যায় নাই—অর্থাৎ তিনি বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তোমার বশে তাঁহার দেহ, কিন্তু তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, অভয়দানও করিতেছ না। হে গোবরি, অন্ততঃ অভয় দাও—আত্মা দেওয়া বন্ধ করিও না। রাই, শোন শোন, কাহ্ন তোমাকে লিখিয়াছে। আমার মনে হয় যে, তুমি বৃদ্ধি সব সময়ই তাহাকে মদনশব্দ মারিতেছ। হে ভাবিনি! এই নব অমুবাগের আলায় তাঁহার দুর্বল দেহ যেন জলিয়া যাইতেছে। চোখ বুজিয়া মনকে মনে মনে নিবারণ করিও, আর একটুখানি তাহাকে স্পর্শরস দান করিও; না হয় রসকে আর অগ্রসর হইতে দিও না। তোমার চোখে যে উজ্জ্বল কজ্জল তাহা দ্বারা যেন তাহাকে বিমোহিত করিয়া যাইবে। গোবিন্দদাস বলেন, হে স্বন্দরি, ক্ষান্ত হও, আর বেশি ঔদাসীন্য দেখাইলে শেষ পর্য্যন্ত তোমার চোখের কজ্জল নয়নজলে মুছিয়া যাইবে।

২৫৮

বালা ধানশী

হেরইতে হেরি না হেরি।  
 পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি।  
 চতুরী সখী সঞে বসই।  
 রস-পরিহাসে হসই না হসই।  
 পেথলু ব্রজ নব নারী।  
 তরুণিম শৈশব লখই না পারি।  
 হৃদয় নয়ন গতি রীতি।  
 সো কিয়ে আন নহত পরতীতি।  
 ঐছন হেরইতে গোবরি।  
 হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি।

তবহি কুহুমশর জোরি।  
 ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি।  
 গোবিন্দদাস চিতে আগ।  
 চান্দকি লাগি স্বরজ উপরাগ।

মা. প. (১)—৯২, ক. বি ৩০১৪  
 বাবা ৪৪, গো ১৩, বৃ ৮

ই ৪০৪, সমুদ্র ২১, সা ২৮  
 কী ১১২

শব্দার্থ—হেরইতে হেরি না হেরি—যেন দেখিয়াও দেখে না। পুছইতে কহই না কহ—জিজ্ঞাসা করিলে কখনও উত্তর দেয়, কখনও দেয় না। রস-পরিহাসে হসই না হসই—কখনও হাসে, কখনও বা হাসে না। তরুণিম শৈশব—বয়সেকি। মনমাহা—হৃদয়ের মধ্যে। চান্দকি লাগি স্বরজ উপরাগ—চন্দ্রের জন্ত (রাধার বদন স্বধাকবের জন্ত) সুর্য্য যেন বাজগ্রস্ত হইয়াছে।

২৫৯

ধানশী

কাহ্ন কথা শুনি গদগদ ভাব।  
 মীলতি সহচরি রাইক পাশ।  
 কহতহি সহচরি শুন বর-গোর।  
 তুয়া লাগি হালত নন্দ-কিশোর।  
 তুয়া রূপ নিরখই তরু দেই কোর।  
 হেরইতে গলতহি লোচন লোর।  
 যব নহি স্বন্দরি করবি পয়াণ।  
 তব জিউ তেজব নাগর কান।  
 সহই ন পারই মদন হতাশ।  
 চামর ঢুলায়ত গোবিন্দদাস।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৩৮  
 অ ৭২

পাঠান্তর—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (১) কাহ্নক বচন শুনি,  
 (২) মিললি।  
 শব্দার্থ—হালত—কাপিতেছে।



২৬০

মাথুর

আজু মুক্তি পেগছ রাই ।

দরশনে নয়নে নয়নশর হানিল

বিরস না ভেল মুখ চাই ।

গৌর বরণ তহু নীলপট উড়ল

কুচয়ুগ কনয় কটোর ।

উরপর কুচক হার বিরাজিত

যুবজন চিত চকোর ।

বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দর

কেশরী জিনি কটিদেশ ।

কমল চরণযুগ যাবক রজিত

জগজনমোহন বেশ ।

পিঠত্রী পরে বেণী বিরাজিত জহু কণী

চলতহি মণি ধরি পাশে ।

বিদগধ নাগরী মকু মন আকুল

মুখল গোবিন্দদাসে ।

ক. বি. ৪২০

লহরী ২০৩

শঙ্কার্থ—যুবজন চিত চকোর—চন্দ্ৰের জন্ত চকোরের

ছায় যুবজনের চিত তাঁহার জন্ত উৎসুক হয় ।

২৬১

ধানশী

না করি শিরে দেও হাত ।

অস্তর জরজর ঘিঙা উতাপই

শুনইতে কারুক বাত ।

পহিলে নয়ন মন দুহক গমন ধনী

ভেসর চিত পরাণ ।

× × × ×

পিরীতি পবন দাকণ অব জানলু

পরশিতে বিঘটল অঙ্গ ।

ও তিন আধর

মনে জনি বাধসি

স্বপনে করসি জহু সদ ।

বিরহ-বিঘানলে

জলত কলেবর

সঘনে লুঠই মহী-পদ ।

তুহ রমণী-মণি

তোহে চড়য়ে ধনি

কাহু-বধ বিপুল কলধ ।

সব সখী মেলি

কতহ আশোয়াসলি

বেদন কোই না জান ।

গোবিন্দদাস কহ

তুহারি পরাণ পণ

নহে কৈছে রহত পরাণ ।

বহনতী সাংকরণ ৩৭

শঙ্কার্থ—পরশিতে বিঘটল অঙ্গ—প্রেম স্পর্শ করিতেই  
যেন অঙ্গভঙ্গ হইল । স্বপনে করসি জহু সদ—স্বপনেও  
যেন সদ করিও না ।

২৬২

বাই অচেতন

নিরখিতে সহচরি

অস্তরে করয়ে বিচার ।

শ্রাম অবশ তাঁহা

বাই তরসে জিহা

আর কি করব পরকার ।

ঐছে কহল ধনি

দেহ চন্দন আনি

বাই মুখে সিকয়ে নীর ।

উঠ উঠ সুন্দরি

শ্রাম বসে আগরি

করে ধরি পহিরল চীর ।

মলয়জ নীর পবনে

ভেল শীতল

বাই সচেতন ভেল ।

তৈখনে সহচরি

বাইক কর ধরি

শ্রাম সম্ভাষণে চলল ।

শ্রাম পাশ মিলল

বব সুন্দরি

রসবতি স্নানাগরি বাধা ।

মৃতসজীবনী ধনি

পরশহি নাগর

ধণ্ডিত মনসিজ বাধা ।



নাগরি নিবধিতে রসময় নাগর  
উঠল কুলবিহারী ।  
রাইক রূপ নিবিড় আলিঙ্গই  
গোবিন্দদাস যাউ বলিহারী ॥

ক. বি. ৫০০

শব্দার্থ—রাই তরসে ক্রিহা—রাই এখানে ভয় পায় ।  
শ্রাম রসে আগরি—শ্রামের প্রেমের রসে সকলের  
অগ্রগণ্য ।

তুরিতহি করলি কালিন্দী শিনান ।  
তব তৌহে হেরল নাগর কান ॥  
মোহে পুছল সোই রসিক মুরারি ।  
হাম কহল বৃষভাচ্-কুমারি ॥  
তুয়া নাম শুনিতে অবশ ভেল সোই ।  
গোবিন্দদাস নিবেদল তোই ॥

ক. বি. ৫০০

২৬৩

দুতিমুখে শুনইতে রাইক চরিত ।  
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত ॥  
কি কি বলি প্রেমে ভেল ভোর ।  
কহইতে গদগদ কণ্ঠ হি লোর ॥  
সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ ।  
অস্তরে উপজল মদনতরঙ্গ ॥  
চলইতে পদযুগ ধর ধর কাঁপ ।  
হেরই লোর নয়নযুগ কাঁপ ॥  
ঐছন কুঞ্জে মিলল রাইপাশ ।  
দূরেছ দূরে রহ গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ৫০১

২৬৪

কাহুক প্রবোধ করি সহচরি যাই ।  
তুরিতহি মিলল রসবতী ঠাই ॥  
শ্রামদুতী দেখি রাই লহ লহ বোলে ।  
আদরে অহুসারি বসায়ল কোলে ॥  
কাহে আওলি দূতী নাগর ছোড় ।  
অকপট কহবি না রাখবি ঘোর ॥  
চতুরা সহচরী আদর জানি ।  
মুখ নিবেদল লহ লহ বাণী ॥

২৬৫

তথা বাগ

তুয়া মুখ চন্দ্র কোটি জিনি শোভিত  
লোভিত কাহু চকোর ।  
ও মুখকমলে চপল মন ডুবল  
তাহে কি ভমরা আন ভোর ॥  
সুন্দরি উপেখবি দারুণ লাজ ।  
মনমথমস্ত্র পঢ়াওব নিরঞ্জে  
ইথে বিধি মিলাওব কাজ ॥  
গিরিবর কুঞ্জে রদে তুহ অভিসর  
মদন-গেহ দরশাব ॥  
বাহা রহত মহা-মনমথ পঙ্কর  
তাঁহা মলয়গণ ধাব ॥  
মদনক চীর গীর কর অধর  
হৃদয় উদঘাতি পিঙ্গান ॥  
দুহক হৃদয় এক করি জোড়ব  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

বাণী ৭০

নং ১২২, অ ৩২

পাঠান্তর—অ (১) বৃন্দল (২) ভ্রমর অলি ভোর  
(৩) উপেখলি (৪) মিলায়ল (৫) গিরিবর তুঙ্গ (৬) বাহা  
মনমথধব রহত নিরস্তর (৭) মলয়ানিল-গণ ধাব (৮) সুন্দরি  
(৯) হৃদি উদঘাটহ বাণ (১০) হৃদয় অব ।

শব্দার্থ—তুয়া মুখ চন্দ্র কোটি জিনি ইত্যাদি—তোমার  
মুখের শোভা কোটিচন্দ্রের শোভার চেয়েও বেশি তাই  
কানাইরূপ চকোর লুকু হইয়াছে । মনমথমস্ত্র পঢ়াওব  
ইত্যাদি—



আমি তোমাকে মন্থাধের মন্থ নির্জনে পড়াইব, তাহাতে  
বিবির ইচ্ছায় কাঁদিসিদ্ধি হইবে। গিরিবর কুঞ্জে ইত্যাদি—  
গোবর্দ্ধন পর্বতের কুঞ্জে তুমি অভিসার কর, সেইখানে  
মদনগৃহ দেখাইব। যেখানে মহামন্থাধের পাঁজর থাকে  
অথবা পাঠান্তরে যেখানে মন্থাধের স্বামী বা মন্থাধরূপ স্বামী  
থাকে।

### অনুরাগ\*

২৬৬

তুড়ী

হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী-  
কিরণহি ভুবন উজোর।  
তিরপিত চাহি চকোরিণি কামিনি  
লোচন নিশি দিশি ভোর।  
সজনি অব হাম না বুঝি বিধান\*।  
অতিশয় আনন্দে বিধিন ঘটাওল  
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান।  
দারুণ দৈব কয়ল দুহঁ লোচন  
তাহে পলক নিরমাই।  
তাহে অতি হরিষে এ দুহঁ দিঠি পুরল  
কৈছে হেরব মুখ চাই।  
তাহে গুরু দুর্জন লোচন কটক  
মহুট কতহঁ বিধার।  
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত  
ধৈরজ লাজ বিচার।  
মবছঁ উপেখি যাই বন পৈঠব  
কাহু গীমে করি হার।  
নিরজনে রাতি দিবস স্তখে হেরব  
এহি দঢ়ায়লু সার।

কি করব আন ধরম-করম মত  
জীবনহীন জহু দেহ।  
গোবিন্দদাস ভণ মনমথ-মোহন  
মিলনে কিয় করু কেহ।

তক ৭৭২

কী. ২৭৩

পাঠান্তর—কী (১) সজনি হাম নহি বুঝিয়ে বিধান।

শব্দার্থ—হেরি মুখচন্দ্র ইত্যাদি—মুখরূপ চন্দ্রের সুধা-  
বসে যে তরঙ্গ তাহার কিরণে ভুবন উজ্জল। দারুণ দৈব  
কয়ল দুহঁ লোচন ইত্যাদি—সহস্র লোচনেও বাঁহাকে  
দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিবার জন্ত বিধি মাত্র  
দুইটি আঁখি কেন দিলেন; তাহাতে আবার পলক  
দিয়াছেন, সুতরাং অপলকে মুখ দেখা যায় না। আনন্দের  
আতিশয্যে সেই নয়ন আবার অশ্রুতে ভরিয়া গেল,  
কিরূপে মুখের পানে চাহিয়া দেখিব? ভাল করিয়া কি  
দেখারই উপায় আছে? গুরুজন ও দুর্জন রূপ কত কটক  
ও মহুট বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। গীমে করি হার—গলার হার  
করিয়া। জীবনহীন জহু দেহ—কাহুই আমার জীবন, সে  
ছাড়া আমার দেহ যেন জীবনহীন হয়।

২৬৭

ধানশী

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি  
পুলক না তেজই অঙ্গ।  
মধুর মুরলী-রবে ঐতি পরিপূরিত  
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ।  
সজনি অব কি করবি উপদেশ।  
কাহু-অহুরাগে মোর তহু মন মাতল  
না গুণে ধরম ভয়-লেশ\*।  
নাসিকা সো অঙ্গ\* সৌরতে উনমত  
বদন\* না লয়ে আন নাম।  
নব নব গুণগণে বাকুল মধু মনে  
ধরম রহল\* কোন ঠাম।

\* সর্বদা অনুভূত প্রিয়তমকে যে মননযোগ্যমান রাগ অনুভূতরূপে প্রতীয়-  
মান করায় তাঁহাকেই উজ্জলনীলমণিতে অনুরাগ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।





গৃহপতি-তবজনে

গুরুজন-গরজনে

মাধব দেখে তুহঁ শ্রামর মেহ ।

অন্তরে উপজয়ে হাস ।

ছুর সঙ্গে গরজি

গরজি দরশাওত

তহিঁ এক মনোরথ

অনি হয়ে অনরথ

ঐছন মোর-সিনেহ ।

পূছত গোবিন্দদাস ॥

জগ মাহ ভ্রমর-

পিরিতি বহু মানিয়ে

যো পরিমল-রসে ভোর ।

ঘন-কণ্টকময়

কেতকি-মধু পিবি

ফিরি ফিরি রহত অগোর ॥

বিদগধ আগে

মৃগধ-কুল-কামিনি

বচন-রচন নহি জান ।

গোবিন্দদাস কহ

ধনি বিরমহ জনি

আন কহত হয়ে আন ॥

সাঁ. প. (১)—১৪৮, ক. বি. ১২৩

তর ৭২৪, সমুদ্র ২৪৩

**পাঠান্তর**—তর (১) লব-লেশ (২) নাসিকা হো  
সে অন্ধের (৩) বদনে (৪) রহব (৫) কো উপজয়ে হাস  
( সমুদ্র ) ।

**ব্যাখ্যা**—মাধবের রূপে আমার নয়ন ভরিয়া গেল  
( সেই রূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখিতে পাই না ) ;  
তাঁহার হৃদয় স্পর্শের কথা শ্রবণ করিয়া দেহ পুলকিত  
হইল এবং সে রোমাঞ্চার আর শেষ হয় না । কানেও  
আমি আর অল্প কিছু শুনিতে পাই না, কেননা তাঁহার  
মধুর মূল্যের শব্দে আমার কান ভরিয়া রহিয়াছে । সখি !  
এখন কি আর উপদেশ দিবে ? আমি এখন স্পষ্ট বলিতেছি  
যে, কাছুর প্রেমে আমার তর ও মন মাতাল হইয়া  
উঠিয়াছে ; আমার মনে আর লেশমাত্র কুলধর্ম লোপ  
পাইবার ভয় নাই । আমার নাকে শুধু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-  
গন্ধই লাগিয়া আছে, তাহাতেই সে উন্নত ; মুগুণ আর  
অল্প নাম নয় না । শ্রীকৃষ্ণের নূতন নূতন গুণসমূহ  
আমার মনকে বাধিয়া ফেলিল ( ‘গুণ’ শব্দে বজ্র ও  
বোঝায় ) । ধর্ম কোথায় পড়িয়া রহিল ! গৃহস্থামীর  
তর্জন, গুরুজনের গর্জন শুনিয়া মনে হাসি আসে ( কেননা,  
বার্ষ তাহাদের প্রয়াস ) । গোবিন্দদাস সখীভাবে শ্রীরাধাকে  
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার একমাত্র এই অভিলাষে  
অনর্থ ঘটিবে না তো ?

২৬৮

বরাড়ী

কাহা কুমুদিনি কাহা

উয়ল হিমকর

কাহা কমলিনি কাহা হর ।

বাট-ঘটিত কর

পরশন দরশন

পরিবাদহি জগপূর ॥

সাঁ. প. (১)—৭৮, ক. বি. ৬৫

অ ৭১

রাধা ৬৩, বৃ ১০

**ব্যাখ্যা**—কোথায় বা থাকে কুমুদিনী আর কোথায়  
বা উদিত হয় তাঁহার প্রণয়ী চন্দ্র ? কোথায় কমলিনী  
আর কোথায় সূর্য ? তথাপি পথে চন্দ্র ও সূর্যের  
কিরণের অথবা হাতের স্পর্শ পায় কুমুদিনী ও কমলিনী ;  
সেই কলঙ্কে জগৎ ভরিয়া গেল । মাধব, তুমি শ্রামর  
মেঘ দেখ ; দূর হইতে গরজাইয়া গরজাইয়া নিজেকে  
দেখায় আর ময়ূর তাঁহার প্রতি প্রেম দেখাইয়া নাচিয়া  
উঠে ; আমারও প্রেম সেইরূপ । জগতের মাঝে ভ্রমরের  
প্রীতি বহুস্থানে নিবদ্ধ হয় ; সে পরিমলরসে উন্নত হয় ।  
অথচ বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া নিবিড় কণ্টকময় কেয়া-  
ফুলের মধুপান করিয়া সেই ফুলকে আগলাইয়া রাখে  
( অর্থাৎ সে মালতী, মাধবী প্রভৃতি হৃগন্ধি পুষ্পের গন্ধে ও  
স্বাদে তৃপ্ত না হইয়া কণ্টকময় কেয়াফুলের মধু খাইতে  
চায় ও তাহাকেই আগলাইয়া থাকে ) । তোমার মতন  
রসিকের কাছে আমি মুগ্ধা ( সরলা ) কুলকামিনী কথায়  
পারিয়া উঠিব না । গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হৃদয়ি !  
এখন ধাম । এক বলিতে যেন আর না হয় ।

২৬৯

কিশোর বয়স মণি

কাঞ্চন আভরণ

ভালে চূড়া চিকণ-বয়ান ।



হেরইতে রস-                      সাগরে মন ডুবল  
বহ ভাগ্যে রহল পরাণ ॥  
সখি রে কামবন্ধু পঙ্কি মাঝ ।  
একে হাম অবলা,                      একেলা জলে যাইতে  
বিসরল সব গৃহকাজ ॥  
নয়ান-সন্ধান-বাণ,                      তহু মোর জড়জড়  
কাহু বিনি অবলধে ।  
বসন থসয়ে ঘন                      পুলকে পূরল মন  
পানি না পুরিহ কুণ্ডে ॥  
ঘরে নহে ঘোর সম                      নিশির স্বপন হেন  
আরতি তাক कहনে না যায় ।  
গোবিন্দদাস কহে                      পুন ধনি হৃন্দরি  
বাস করহ তরু-ছায় ॥

তোমার লাগিয়া রাধে বৃন্দাবন করিলাম ।  
গাইতে তোমার গুণ মুরলি শিখিলাম ॥  
তুয়া নাম জপি রাধে বীজমন্ত্র করি ।  
তুয়া পুণ্যকলে আমি জগতের হরি ॥  
জগতে জানয়ে তুয়া অহুগত কান ।  
গোবিন্দদাস ইহ আছয়ে প্রমাণ ॥

ক. বি. ২০৭৫

শঙ্কার্থ—মন-দুখ-মোচনি নয়নের তারা—রাধা, তুমি  
আমার মনের দুঃখ-দূরকারিণী, তুমি আমার নয়নের তারা ।  
গোবিন্দদাস ইহ আছয়ে প্রমাণ—রাধে! তুমি কাহুর  
আহুগতো অবিশ্বাস করিও না, কেননা গোবিন্দদাস  
তাহার শাস্ত্য দিতেছে ।

ক. বি. ১৪১৩

শঙ্কার্থ—হেরইতে রস-সাগরে ইত্যাদি—সেই চিকণ  
কালার রূপ দেখিতে দেখিতে মন রসের সাগরে ডুবিল ।  
বিসরল সব গৃহকাজ—তাহাকে দেখিয়া ঘরের সব কাজ  
ভুলিলাম । পানি না পুরিহ কুণ্ডে—জল ভরিতেই গিয়া-  
ছিলাম, কিন্তু জল ভরা আর হইল না; কেননা, মন  
পুলকে ভরিয়া গেল । ঘর নহে ঘোর সম—ঘর যেন  
অরণ্যের মতন । রাত্রিকালের স্বপ্নের মত উহা অলীক  
মনে হয় । আরতি তাক कहনে না যায়—আমার মনের  
যে আন্তি তাহা আমার দৃষ্টিতকে বলা যায় না ।  
গোবিন্দদাস কহে—গোবিন্দদাস সখীভাবে উপদেশ  
দিতেছেন যে, তুমি ঘর ছাড়িয়া তরুতলে বাস কর, তাহা  
হইলে কানাইয়ের সঙ্গে তোমার মিলন হইবে ।

২৭০

জন জন হৃন্দরি বিনোদিনী রাই ।  
তোমা বিনা নাহি জানি তোমারি দোহাই ॥  
তোমা বিনা যেদিকে চাই সেই দিগ আন্ধিয়ারা ।  
মন-দুখ-মোচনি নয়নের তারা ॥

২৭১

ধানশী

জনইতে অহুখণ                      যছু নব গুণগণ  
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা ।  
দরশনে তাকর                      এ হেন লোর স্বর  
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥  
হরি হরি কি ভেল দাক্ষণ কাজ ।  
না জানিয়ে কো বিহি                      বিঘণ বাঢ়াওল  
কাহু-সমাগম মাঝ ॥  
যা সঙ্গে কেলি-                      কলা-রস-লালসে  
লাথ মনোরথ কেল ।  
তাকর পানি-                      পরশে তহু পরবশ  
তবহি বিচেতন ভেল ॥  
হিয়া ঘন-সার                      হাব নাহি পহিরলু  
যাক পরশ-রস-আশে ।  
তাক বিছেদে                      জীউ নাহি নিকসয়ে  
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥

শা. প. (১)—১৪৬, ক. বি. ১২৬

তরু ২০১, কী ২৭২, সমুদ্র ৪২৩

পাঠান্তর—( ১ ) অচেতন—তরু ।



ব্যাখ্যা—সব সময় তাহার নূতন নূতন গুণ গুণিতে গুণিতে মনে হয় যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখিতেছি—তাই শ্রবণ (কান) নয়ন হইল। আর যখন তাঁহার দর্শন পাই, তখন নয়ন হইতে এত পুলকাক্রান্তিতে থাকে যে, কিছুই দেখিতে পাই না, শুধু একটা সংস্কার থাকে যে, দয়িতের নিকটে আসিয়াছি—স্বতরাং নয়ন হয় সে-সময় কানের মতন। হরি হরি কি দাক্ষণ ব্যাপার ঘটিল। জানি না কোন্ বিধাতা কানাইয়ের সহিত মিলনের সময় বিদ্রুপ সৃষ্টি করিল! বাহার সহিত কত বকমে কেলি করিব এই লালসায় কত কত অভিলাষ করিয়াছিলাম, তাহার হাতের পরশটি যেমনি আমার গায়ে লাগিল অমনি আমার দেহ আর আমার বাশে রহিল না, আমি চেতনা হারাইলাম। হায় হায়! বাহার স্পর্শ পুরাপুরি পাইব বলিয়া বুকে চন্দনটুকু পর্যাস্ত মাখি নাই, হারটি পর্যাস্ত পরি নাই, তাহার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ এখনও বাহির হইল না! গোবিন্দদাস এ আক্ষেপে আর কি বলিয়া সাধনা দিবে?

২৭২

কামোদ

নব নব গুণগণ      শ্রবণ-রসায়ন  
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ ।  
রভস-সম্ভাষণ      হৃদয়-রসায়ন  
পরশ-রসায়ন মঙ্গ ।  
এ সুখি রসময় অন্তর যার ।  
শ্রাম স্তনাগর      সব গুণ আগর<sup>১</sup>  
কো ধনি বিছুরয়ে পার ।  
গুরুজন-গরজন<sup>২</sup>      গৃহপতি-তরজন  
কুলবতি-কুবচনভাষ ।  
যত পরমাদ      সবহ পুন মেটেই<sup>৩</sup>  
মধুর-মুরলি-আশোআস<sup>৪</sup> ।  
কিয়ে করব কুল      দিবস দীপতুল  
প্রেম-পবনে ঘন দোল<sup>৫</sup> ।

গোবিন্দদাস      যতন করি রাখত  
লাজক জালে আগের ।

সা. প. (১)—১৪৭, ক. বি. ১২৭২      তরু ২০২, কী ২৭২, সমুদ্র ২৪৫

পাঠান্তর—(১) গুণ গণ সাগর—তরু (২) গঞ্জন—তরু (৩) সবহ পুন মেটেব—কী (৪) মুরলী রস আশোয়াস—কী (৫) প্রেম-পরশে ঘন ভোর—কী ।

ব্যাখ্যা—মাধবের নূতন নূতন গুণের কথা গুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হয়; তাঁহার অঙ্গ নয়নের রসায়ন—আনন্দকারক অথবা সজীবনী ঔষধতুল্য। তাঁহার পরিহাস-সম্ভাষণ অন্তরের রসায়নস্বরূপ। আর তাহার মঙ্গ স্পর্শরসায়ন। সুখি! বাহার হৃদয়ই রসময় সেই সকল গুণে অগ্রগণ্য শ্রাম স্তনাগরকে কে এমন হৃন্দরী আছে যে তুলিতে পারে? আমাকে গুরুজনেরা গর্জন করিয়া ভয় দেখান, গৃহস্থামী তর্জন করিয়া শাসায়, কুলনারীরা গালি দেয়, এসব বিপদ আমার দূর হইয়া যায় মধুর মুরলীধ্বনির আশ্বাসে (সেই আশ্বাসে আমি কোন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না)। প্রেমের বাতাসে দিবসদীপতুল্য কুলধর্ম ঘন ঘন ছলিতেছে। গোবিন্দদাস কিন্তু ঐ কুলধর্মরূপ প্রদীপকে লজ্জার জালে যত্ন করিয়া আগলাইয়া রাখিবে।

২৭৩

সুহৃৎ

সো কুলবতি অতি      ভুলহ গতাগতি  
পতি-দুরমতি খুর-ধার ।  
পাপিয় পিরিতি      এতহ নাহি সমুদয়ে  
দোসর মদন গোড়ার ।  
সজনী রাই সহজে পরতন্ত্র ।  
গহন-বিরহ-গহ      কবহ দূর নহ  
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র ।  
দরশনে নহত      নয়ন ভরি তিরপিত  
পরশনে না রহে গেয়ান ।



তাঁহে বিহু তহু মন      জীবন জরজর  
কহত কিয়ে সমাধান<sup>১</sup> ॥  
বিচুরণে মরণ<sup>২</sup>      মরম মাহা পৈঠত<sup>৩</sup>  
স্বপনে না হেরয়ে আন ।  
অমিলন মিলন      দুহু ভেল সমতুল  
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

শা. প. (১)—১৪২

তর ২১০, কী ২৭৪, সমুদ্র ৪২৪

### পাঠান্তর—(১)

তব বিহু দরশন      জর জর জীবন  
কহ সখি কি এ সমাধান—সমুদ্র

(২) বিচুরত মরম—তর (৩) পেঠত—সমুদ্র ।

ব্যাখ্যা—সখি! সেই কুলবতীর পক্ষে বাহিরে চলাফেরা করা দুর্লভ (দুর্লভ); কেননা তাহার দুর্ভাগি স্বামী সুর-ধার (সুরের মতন তাহার মুখে ধার; খুব কটু কথা বলে); কিন্তু পাপ প্রেম তো এত বোঝে না! তাহার আবার বন্ধু জুটিয়াছে গোয়ার মদন! কি জালা! সই! আমাদের রাইয়ের তো স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নাই, সে যে ঘরের বো! অথচ তাহার মন হইতে নিবিড় বিরহরূপ গ্রহের আক্রমণ কখনও দূর হয় না। বল না, উহা দূর করিবার কোন মন্ত্র কি ঔষধ পাওয়া যায় কিনা। সখীর এমন মুক্তিলাভ যে, দর্শনসময়ে নয়নের তৃপ্তি করিয়া দেখিতে পায় না (নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়) আর স্পর্শস্থ উপভোগ করিবে কি? কান্তকে ছোঁয়া মাত্র সে জান হারায়। তাহার বিরহে সখীর তহু, মন ও প্রাণ জরজর। বলতো এর কি উপায় করা যায়? যদি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বল, তাহা হইলে বলিতেছি যে, সে তাহার দয়িতকে ভুলিবে তখনই যখন মরণ আসিয়া তাহার মর্মের ভিতর প্রবেশ করিবে। সে যে স্বপ্নেও অন্ধকে দেখে না; তাহার পক্ষে কি তোলা সম্ভব? সখীর এমন সবট অবস্থা যে, অমিলনেও তাহার প্রাণ যায়, আবার মিলনকালেও সে জান হারায়; সুতরাং মিলন অমিলন তাহার কাছে সমান হইয়াছে। গোবিন্দদাস সে কথা ভালভাবেই জানে।

২৭৪

ধানী

পিরিতিক রীত      কোন অবগাহই  
সহজই বন্ধিম সোই ।  
যো রস-ধাধসে      ধস ধস অন্তর  
পাঞ্জর জর জর হোই ॥

সজনি তোহে কহি কানুক নেহা ।

যত যত নীত      চীতে মনু উঠয়ে  
ভাবিতে আকুল দেহা ।  
পরবশ হোই      যোই ধনি জীবই  
প্রেম-বিলাসক আশে ।

দরশন তুলহ      দূরে বহু লালস  
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥

মরমক বোল      কহত হিয়া ভোলত  
কো কহ জনি পরিবাদে ।

গোবিন্দদাস      বচনে হাম তুললু  
তে ভেল এত পরমাদে ॥

ক. বি. ১৩০

তর ২৪০

শব্দার্থ—অবগাহই—তলাইয়া দেখে বা বুঝে। বন্ধিম সোই—তাহার বঁকা রীতি (উজ্জলনীলমণি অহুসাবে সাপের মত বঁকা গতি)। ভোলত—দোলে, কাঁপে। ধাধসে—আকাজক্ষায়। ধস ধস অন্তর—বুক ধড়কড় করে। নীত—নিত্য। পরবশ হোই যোই ধনি ইত্যাদি—যে নারী পরবশ (পরের অধীন) হইয়াও প্রেমবিলাস করিবার আশায় বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে শেষ পর্যন্ত মরণই কামনা করিতে হয়, কেননা তাহার লালসা মেটা দূরে থাকুক দয়িতের দেখা পাওয়াই দুর্লভ হয়। জনি পরিবাদে—পাছে কলঙ্ক দেয়।

২৭৫

একলা যাইতে যমুনা ঘাটে ।  
পদচিহ্ন মোর দেখিল বাটে ॥



প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান ।  
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥  
নাসা পরশিয়া রহিল দূরে ।  
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে ॥  
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ ।  
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥

তরু ৩২২  
কী ২৩০

শঙ্কার্থ—নাসা পরশিয়া রহিল দূরে—নাসা স্পর্শ  
করিয়া মাধব ইচ্ছিতে বুঝাইলেন যে, তোমাকে না পাইলে  
আমার শ্বাস আর বহিবে না। তা দেখি কাঁপয়ে  
গোবিন্দদাস—মাধবের সাহস দেখিয়া গোবিন্দদাসের বুক  
কাঁপিতেছে।

### মিলন ও সন্তোগ

২৭৬

ধানশী

সজনি কাছে মিনতি কর মোহে ।  
হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে ॥  
কৈছন কাহু নয়নে নহি হেরি ।  
শুনইতে অন্তর কাঁপয়ে মোরি ॥  
দূরতর পহু কৈছে হম যাব ।  
হম গোঙারি নহি জানিয়ে ভাব ॥  
সহচরি কহতহি স্তম্বরি নারি ।  
তুয়া লাগি আকুল রসিক মুরারি ॥  
কোকিল-কলরব শুন যব কানে ।  
চমকি উঠত বহু হবল গেয়ানে ॥  
এতহু শুনল যব সহচরি-বোল ।  
হরি-অভিসার চলু রঙ্গিণি ভোর ॥  
গোবিন্দদাস কহয়ে রস-সার ।  
সহচরি কুঞ্জে কয়ল অভিসার ॥

অ ৭৩

শঙ্কার্থ—হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে—আমি  
বালিকা, প্রেমই বা কাকে বলে, স্নেহই বা কি জিনিষ,  
কিছুই আমি জানি না। হম গোঙারি—আমি গ্রাম্যা।

২৭৭

শ্রীগাঙ্গার

চলহু চলহু কুল-রামা ।  
উর বিহু শেজ পরশ নাহি দেয়বি  
তব তুহু বিদগধ-নামা ॥  
গুরুজন-নয়ন চৌকি ঘন দশ দিশ  
অহনিশি রহত অগোর ।  
সো সব বারি আনি তোহে সৌপলু  
যশ অপযশ অব তোর ॥  
সখিগণ জীবন ধনি সরবস ধন  
তহু জহু নব-নবনীত ।  
তুহু গিরিবর-ধর এ অতি কাতর  
ইথে লাগি চমকয়ে চীত ॥  
সখিগণ মাঝে বিদিত তুয়া গুণ-গণ  
পুন জনি কর পরকাশ ।  
সখি কর-তালি তরল দেই হাসব  
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

গো ১৩

শঙ্কার্থ—উর বিহু শেজ পরশ ইত্যাদি—তুমি ইহাকে  
বুকের উপরই রাখিও, শয্যায় যেন শুইবার অবকাশ  
দিও না, তবেই তোমাকে রসিক বলিব। অগোর—  
গুরুজন চোখে চোখে আগলাইয়া রাখে।

২৭৮

শ্রী বাগ

তুয়া গুণে কুলবতী- বরত-সমাপনি  
গুরু-গৌরব-ভয় ছোড়ি ।  
গুরুজন-দিষ্টি- কণ্টক তরি আগুলি  
মনহি মনোরথ ভোরি ॥



শুন মাধব ! তোহে সৌপলু ব্রজবালা ।  
 মরকত মদন কোই জহু পূজাই  
 দেই নব-কাঞ্চন-মালা ॥  
 তুহঁ অতি চপল চরিত জহু ষটপদ  
 কমলিনী বিপিন-গেয়ারী ।  
 মৃদল শিরীষ কুহুম জহু তোড়বি  
 লহ লহ করবি সঞ্চারি ॥  
 তরুণী সমাজে শুনি জহু ছবজন  
 হাসি না দেই করতালি ।  
 দূতীকো মিনতি এতহঁ তুয়া পদ-তলে  
 গোবিন্দদাস বলিহারি ॥

সা. প. (১)—১০৮, ক. বি. ২৩৭  
 রাধা ১১৭, বু ১২, গো ২৭

২৭৯

কেদার

কাহু বদন হেরি উছলিত অন্তর  
 লাজে বসনে মুখ ঝাঁপি° ।  
 ঈষদবলোকনে লোচন ছল ছল  
 কেলি সমাগমে কাঁপি° ॥  
 দেখ সখি রাইক চন্দ° ।  
 কাহুক অদরশে° খণে বিয়াকুল  
 দরশনে ঐছন বদ° ॥  
 রাই বদন হেরি লুবধল মাধব  
 কোরে বৈঠায়লি গোরী ।  
 কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী  
 চুধনে রহ মুখ মোরি ॥  
 ভুজ ভুজ বন্ধন দৃঢ় পরিবস্তণ  
 অধরে অধর রস নেল ।  
 গোবিন্দদাস পহঁ পুরল মনোরথ  
 নব নব সঙ্গম ভেল ॥

ক. বি. ২২২৪ এবা  
 ২৩

গী ১২৪, তরু ১৮২, কী ২৪

পাঠান্তর—(১) বসন মুখ ঝাঁপি—কী, তরু (২) কাপ  
 —তরু (৩) দেখ সখি রাধা মাধব বদ—গী (৪) কাহুক  
 আদরে—কী (৫) দরশনে ইহ চিত রঙ্গ—গী ।

ব্যাখ্যা—প্রথম সমাগমের আনন্দ ও লজ্জার কানাইয়ের  
 মুখের পানে তাকাইতেই শ্রীরাধার হৃদয়ে ভাবাবেগ  
 উছলিয়া উঠিল ; কিন্তু লজ্জায় তিনি মুখ ঢাকিলেন । একটু  
 তাকাইয়াই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল ; কেলির কথা  
 ভাবিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল । সখি ! রাইয়ের চং দেখ ।  
 কাহুকে একটু না দেখিলে যে ব্যাকুল হইয়া উঠে সে এখন  
 দেখা পাইয়া ঐরকম রং করিতেছে ।

২৮০

শ্রী রাগ

হরত-তিয়াসে ধরল পহঁ পানি ।  
 করে কর বারই তরল-নয়ানি ॥  
 হঠ পরিবস্তণে পরশই° গাত ।  
 নহি নহি বোলি ধূনাওই° মাধ ॥  
 অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই ।  
 শ্রাম-তরঙ্গ রঙ্গে অবগাই° ॥  
 চুধনে সফুচই লোচন তার ।  
 পিবইতে অধর রচই সিতকার ॥  
 নখর পরশে ধনি চমকই গোরি ।  
 দশইতে চমকি উঠই তহু মোড়ি ॥  
 কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ ।  
 অন অন মনে মনসিজ উনমাদ° ॥  
 তৈখনে রোখত রাই পরমাদ ।  
 গোবিন্দদাস কহ রসমরিয়াদ ॥

সা. প. (১)—১২০, ক. বি. ৮২  
 বু ১৫

সং ৪৩, গী ২৫১, সমুদ্র ৭২  
 ক ৪১০, তরু ৪৩, ১৩০

পাঠান্তর—(১) পরশিতে (২) চুলায়ত—গী ও সং  
 (৩) শ্রাম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই—গী (৪) আনো আন  
 মনে মনসিজ উনমাদ—সং ।



শব্দার্থ—বারই—বাধা দিল। তরল-নয়ানি—যাহার নয়ন চঞ্চল। পরশই গাত—গাত্র স্পর্শ করে। ধূনাওই—মাথা নাড়ে। অবগাই—অবগাহন করিয়া। স্কুচই—সংকোচিত করে (নিষেধের উদ্দেশ্যে)। দশইতে—দশনদ্বারা চিহ্নিত করিবার সময়। রোখত—বন্ধ করে।

বসিতেছেন না। সখী যখন প্রশ্ন করিল, তখন তাহার সহিত ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু পটে আঁকা ছবিতে ভ্রমর যেমন নলিনীকে শুধু আগলাইয়া রাখে ত্রিকূক্ষ সেই-রূপ আগলাইয়া রাখিলেন। মন্তোগ হইল না, কেননা কৃষ্ণের কামনা যেন রূপের রূপে নিমগ্ন হইল।

২৮১

রতিশ্রী

ধরি সখি আচরে ভই<sup>১</sup> উপচক।  
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিগড়।  
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।  
রস-অভিলাসে আগোরল<sup>২</sup> নাহ।  
লুবধল মাধব মৃগধিনি<sup>৩</sup> নারি।  
ও অতি বিদগধ এ অতি গোয়ারি।  
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।  
হেরইতে বয়ন নয়ানে জল<sup>৪</sup> খলই।  
হঠ পরিবস্ত্রণে থরহরি কাঁপ।  
চুধনে বদন পট্টাধরে<sup>৫</sup> কাঁপ।  
শূতলি ভীত পুতলি সম গোরি।  
চিত-নলিনী অলি রহত<sup>৬</sup> আগোরি।  
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম<sup>৭</sup>।  
রূপক রূপে মগন ভেল কাম।

২৮২

বরাড়ী

অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ।  
ঘর সঞে করঘরে নয়ল সিনেহ।  
নিরসয়ে নব রতিপতি ভয় লাজ<sup>১</sup>।  
দূতিক পৈঠহ<sup>২</sup> এহেন কাজ।  
কি কহব এ সখি কহনে না জান।  
পহিল সমাগম রাধা কাহ।  
ঘব ধনি কুলে কান্ত সঞে ভেট<sup>৩</sup>।  
সচকিত নয়নে বয়ন কর হেট।  
সোপলো<sup>৪</sup> ঘব তুহ<sup>৫</sup> করে কর আপি।  
মাধসে ধাধসে ধনি দুহ<sup>৬</sup> কাঁপি<sup>৭</sup>।  
ঘব দুহ<sup>৮</sup> আওল<sup>৯</sup> মদন শয়নে।  
না জানিয়ে তব কিয়ে কর<sup>১০</sup> পাচবনে।  
গোবিন্দদাস কহ তুহ<sup>১১</sup> সে সিয়ানি।  
হরি কোরে সোপলি হরিণ-নয়ানি।

সা. প. ১—১১৮, ক. বি. ৮২  
গো ১৬, বু ১৫

তর ১০০, সাং ৪৭, কী ১৬৩  
সমুদ্র ১২২, জগদী ১১১

সা. প. (১)—১১২, পো ২০  
বু ১৫

তর ১১৫, সাং ৪২, কী ১৭৪  
ক ৪১২

পাঠান্তর—কণদা (১) ভরি (২) অগোরল (৩) মৃগধল  
(৪) নয়ন-জল (৫) পট্টাধরে (৬) রহলি (৭) কহ ইহ  
পরিণাম।

শব্দার্থ—ভই উপচক—জড়সড় হইয়া। পরিগড়—  
পর্বত। আগোরল—আগলাইল।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর প্ররোচনায় ত্রিকূক্ষের সহিত  
প্রথম সমাগমের জন্ত গিয়াছেন। কিন্তু সখীর আঁচল ধরিয়া  
জড়সড় হইয়া আছেন। শ্রীহরির পর্বতকে বসিয়াও

পাঠান্তর—কণদায় আবস্ত :

কি কহব বে সখি কহন না জান।  
পহিল সমাগম রাধা-কান।  
ঘব দোহ<sup>১</sup> করে কর সোপলু আপি।  
মাধসে ধাধসে দুহ<sup>২</sup> তহু কাঁপি।  
ঘব দোহ<sup>৩</sup> নয়নে নয়নে ভেল ভেট।  
সচকিত নয়নে বয়ন কর হেট।

তর (১) নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ। (এখানে)



নিবসয়ে নিশ্চয়ই ছাপার ভুল, 'নিবসয়ে'ই ঠিক পাঠ। এই পাঠে অর্থ হইবে—নূতন অহুয়াগ রাজভয় ও পতিভয় এবং লজ্জাকে নিবসন করিয়াছে।)  
(২) পৈঠয়ে (৩) যব দুহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট  
(৪) সোপলু (৫) ধয়ল দুহু ক তহু কাপি (৬) পাওল  
(৭) কয়ল।

শব্দার্থ—ঘর সঞ্চে করণয়ে ইত্যাদি—তাহার নবীন অহুয়াগ তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া আনি। নবীন মদন ভয় ও লজ্জাকে নিবসন করিল। হরি কোরে সোপলি—গোবিন্দদাস অহুযোগ করিয়া সখীকে বলিতেছেন, তুমি তো অচতুৰা, তবে কেন হরি অর্থাৎ সিংহের কোলে হরিণ-নয়ানীকে সমর্পণ করিলে?

২৮৩

ধানশী

রাধা মাধব পহিলহি মেলি<sup>১</sup>।  
দরশন<sup>২</sup> দুহু দূরে রহ কেলি।  
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।  
দেওল রতন কয়ল পুন চোরি।  
অকল পরশিতে চকল কাহু।  
রাই করল পদ আধ পয়ান।  
অহুভব বুঝইতে অবনতবয়নী।  
চকিত বিলোকিত নখে লিখে ধরণী।  
বিদগধ মাধব অহুভব জানি।  
রাইক চরণে পসারল পাণি।  
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।  
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম।  
মাতল মনসিজ দুরে রহ লাজ।  
অবিরত কিংকিণী কধণ বাজ।  
শুনই না পাবই লহ লহ ভাষ।  
দুহু মুখ হেরইতে উপজল হাস।  
ঘাম বিন্দু মুখ হৃদয় জোতি।  
কনয়-কমল মাঝে পড়ি গেল মোতি।

কুচবুগ কনয়-ধরাধর জানি।  
হৃদয়ে পড়ল বলি পহু দিল পাণি।  
কাঁপল গিরিধর কাঁপল গোরি।  
গোবিন্দদাস লখই পহু ভোরি।

গী ২৪২, সং ২২

পাঠান্তর—গী—(১) পহিলহি রাধামাধব মেলি  
(২) পরিচয় (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পরিবর্তে  
একাদশ ও দ্বাদশ চরণ—  
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।  
দেই রতন পুন লেওলি চোরি।  
(৪) সপ্তম ও অষ্টম চরণের স্থলে তৃতীয় ও চতুর্থ  
চরণ—

অহুভব কলয়িতে অবনত বয়নী।  
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী।  
গীতচন্দ্রোদয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ  
চরণ নাই। উহাতে মাত্র চৌদ্দ চরণ; তন্মধ্যে শেষ দুই  
চরণ—  
এছন নিরুপম পহিল বিলাস।  
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস।

শব্দার্থ—দরশন দুহু দূরে রহ কেলি—শ্রীরাধা  
ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাই তাহাকে দর্শন  
করাই দুহু ভ হইয়াছে, কেলি করার কথা দূরে থাকুক।  
হাসি দরশি মুখ ইত্যাদি—একটু হাসিয়া মুখ দেখাইয়া ফের  
আচ্ছাদন করিল। তাহাতে কবির মনে হইতেছে যেন  
প্রদত্ত রত্ন ফের চুরি করিয়া লইল। (রত্ন দেওয়া হইয়া গেলে  
তাহার উপর আর কোন স্বত্ব থাকে না, তাই উহা কেবল  
লইলে চুরি করা হয়)। করে কর বারইতে ইত্যাদি—  
হাতে হাত ঠেকাইতে যাইয়া যে স্পর্শ ঘটিল তাহাতেই  
প্রেমের স্পন্দন জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে এমন আনন্দ  
হইল যে, মনে হয় কোন দরিদ্র ব্যক্তি সহসা একটি ঘটে  
ভরা সোনা পাইল। কাঁপল গিরিধর কাঁপল গোরি—  
গিরিধর যেন কাঁপ দিয়া পড়িয়া গৌরীর দেহকে নিজ দেহের  
দ্বারা আবৃত করিলেন। গোবিন্দদাস লখই পহু ভোরি—  
গোবিন্দদাস প্রভুর এই মন্তব্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।



মন্তব্য—কেলি-বিলাসের সময় সখীরা বাহিরে চলিয়া যান। কিন্তু সেবাপরায়ণা মঞ্জরীরা সেখানে থাকিয়া চামর-বাজনাদি সেবা করেন। তুলনীয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—

কবে বা এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব  
লীলা রস নিকুঞ্জ শয়নে ।  
( প্রার্থনা—তরু ৩০৬২ )

অথবা—

কুসুমক নব দলে সেজ বিছায়ব  
শয়ন করাব দৌহাকারে ।  
ধবল চামর আনি মুহুঁ মুহুঁ বীজব  
ছরমিত দুহুঁক শরীরে ।  
( তরু ৩০৭৪ )

২৮৪

ধানশ্রী

নব অহুরাগিণী নব অহুরাগ ।  
মীলল তহুঁ তহুঁ গলে গলে লাগ ।  
তহিঁ এক সুন্দরিঁ পরম রসাল ।  
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুল মাল ।  
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়লহি বন্ধ ।  
দৈব" ঘটগোল প্রেমনিবন্ধ" ।  
হুতিমুখ" হেরইতে উলসিত ভেল ।  
দৌহে মালতীমালা হুতিগলে দেল" ।  
বাহু পসারিঞা দৌহে দৌহা ধর ।  
দুহুঁ অধরামুতে দুহুঁ মুখ ভর ।  
দুহুঁ গেও বেণু শিখণ্ড পীতবাস" ।  
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস" ।

ক. বি. ৮৪

তরু ৭৫২, সাং ১৩৬

পাঠান্তর—তরু (১) দুহুঁ তহুঁ (২) রপিনি (৩) পড়  
এক বন্ধ (৪) দৈবে (৫) প্রেম আনন্দ (৬) সখি-মুখ  
(৭) দৌহে মেলি মালা সেই সখি গলে দেল (৮) দুহুঁ

২৮৫

বালা ধানশ্রী

পহিলহি রাধামাধব মেলি ।  
পরিচয় হুলহুঁ দূরে রহ কেলি ।  
অহুনয় বলয়িতে' অবনত বয়নী ।  
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ।  
অঞ্চল পরশিতে চকল কান ।  
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ।  
বিদগধ নাগর অহুতব জ্ঞানি ।  
রাইক চরণে পসারল পানি ।  
করে কর বারিতে উপজল প্রেম ।  
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ।  
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী ।  
দেই রতন পুন লেওলি চোরি ।  
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস ।  
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ।

সমুদ্র ৭০, তরু ৫২, কী ১৭০

মন্তব্য—২৮৩ সংখ্যক পদের সহিত অনেকাংশে এই পদের মিল দেখা যায় ।

পাঠান্তর—(১) করইতে—সমুদ্র ।

শব্দার্থ—পহিলহি রাধামাধব মেলি ইত্যাদি—  
শ্রীরাধামাধবের প্রথম মিলন। তাঁহাদের বিলাস দূরে  
থাকুক, আলাপ-পরিচয় করাই কঠিন হইল ( কেননা,  
শ্রীরাধা নিতান্ত মৃদা বালিকা ) । চকিত বিলোকনে নখে  
লিখু ধরণী—মাথা হেঁট করিয়া পদনখ দিয়া মাটিতে আঁচড়  
কাটিতেছেন, অথচ নয়ন সতর্ক হইয়া আছে, পাছে কোন  
দিক্ দিয়া মাধব আসিয়া তাঁহাকে ধরেন । রাইক চরণে  
পসারল পানি—শ্রীরাধাকে অহুনয় করিবার জন্ত মাধব  
তাঁহার পায়ে ধরিতে গেলেন । করে কর বারিতে ইত্যাদি  
—শ্রীকৃষ্ণকে রাধা চরণস্পর্শরূপ অহুচিত কার্য্যে বাধা





দিবার জল হাত বাড়াইলেন। উভয়ের করস্পর্শ হওয়ায়  
শ্রীরাধার স্নেহ কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদয়  
হইল।

২৮৬

ধানশী

পহিল সমাগম রাধা কান।  
অতি রসে নিমগন ভেল পাঁচবাণ ॥  
দুহঁ মুখ দরশনে দুহঁকো বিলোকনে  
আনন্দ-নীর নিরোপই রে।  
আরতিয়ে পরশিতে কুচ-কনকাচল  
গিরিবর-ধর-কর কাপই রে ॥  
দুহঁ পরিবস্ত্রণে দুহঁ তহু পুলকিত  
অদ্বহে অদ্ব হিলাওই রে २।  
গদগদ ভাষে আলাপই লহ লহ  
চুখনে নয়ন ঢুলাওই রে ॥  
দুহঁ রসে ভাসি দুহঁ অবলম্বই  
বন্ধ-তরঙ্গিত অদ্ব দুহঁ রে।  
নব নাগরী সঞে নাগর-শেখর  
ভুলল গোবিন্দদাস পহঁ রে ॥

মা. প. (১)—১২৩, ক. বি. ৮২  
রাধা ২৭, গো ২১, গু ১৬

কণনা ১১১১, সমুদ্র ৪৬২, তরু  
২৭৪, মা ২০১, কী ১৭০

পাঠান্তর—তরুতে (১) আরতি পরশিতে (২) হিলায়ই  
রে। পদ্যমৃতসমুদ্রে—‘আরতিয়ে পরশিতে’ হইতে ‘অদ্ব  
হিলাওই রে’ পর্যন্ত নাই।

শঙ্কার্থ—আরতিয়ে পরশিতে ইত্যাদি—মাধব  
শ্রীরাধার কুচরূপ কনক-পর্বত স্পর্শ করিবার জন্ত আত্ম  
প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে  
ধারণ করিয়াছেন, আজ শ্রীরাধার কুচ ধারণ করিতে  
তাহার হস্ত কম্পিত হইতেছে।

২৮৭

তথা বাগ

রাই-কাহু বিলসই নিকুঞ্জ-ভবনে।  
নয়ানে নয়ানে দৌহার বয়নে বয়নে ॥  
দুখ সঞে স্থখ ভেল দুহঁ অতি ভোর।  
হোর দেখ এ সখি রাই শ্রাম-কোর ॥  
দোহ দোহ অধরে কয়ল মধুপান।  
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন ॥  
ভুজে ভুজে মীলল পরাণে পরাণ।  
গোবিন্দদাস নিগুচ রস পান ॥

তরু ৪৬২

শঙ্কার্থ—মিলায়ল আন—পরস্পর মিলন হইল।

২৮৮

করণ কেদার

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে  
দুহঁ দোহা হেরি মুখ-ছান্দে।  
তুষিত চাতকী নব জলধরে মিলল  
ভুকিল চকোর চারু চান্দে ॥  
আধ নয়নে দুহঁ রূপ নেহারই  
চাহনি আনহি ভাতি।  
রসের আবেশে দুহঁ অদ্ব হেলাহেলি  
বিছুরল প্রেম-সাদ্ধাতি ॥  
শ্রাম স্থখময় দেহ গোবরী পরশে দেহ  
মিলায়ল যেন কাচা ননী।  
রাই তহু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দ ভরে  
শিরিষ কুহুম কোমলিনী ॥  
অতসী কুহুম সম শ্রাম জুনাগর  
নাগরী চম্পক গোবরী।  
নব জলধরে জহু চাঁদ আগোবল  
ঐছে রহল শ্রাম কোবি ॥



বিগলিত কেশ-  
বিগলিত নীল মিচোল ।  
হৃৎক প্রেম-রসে  
ভাসল নিধুবন  
উছলল প্রেম-হিলোল ॥  
হৃৎ রসে ভাসি  
হৃৎ অবলম্বই  
হৃৎ মুখে মুহু মুহু হাস ।  
নব নাগরী সঞ্চে  
নাগর শেখর  
ভুলল গোবিন্দদাস ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের  
পুঁথি ৫৭

শঙ্কার্থ—বিচুরল প্রেম-সাদ্ধাতি—প্রেম-মিলনে যে  
কামক্ৰীড়া হয় তাহা উভয়েই ভুলিয়া গেলেন । নব  
জলধরে জহু চাঁদ আগোরল ইত্যাদি—শ্রামরূপ নবজলধর  
যেন শ্রীরাধারূপ চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিল । এই রূপে  
গৌরী শ্রামকোড়ে রহিল । (এখানেও কামক্ৰীড়ায়  
অনাগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় ।)

২৮৯

সুহিনী

কদম্বমূল মণ্ডপে হরি ।  
নবীন নারী সঙ্গিতে করি ॥  
স্বরম্য নৰ্থ নির্জ্বল বনে ।  
বিয়াজিত ব্রজাঙ্গনা সনে ।  
শ্রীনন্দ-রাজ-নন্দন রমে ।  
বৃষভাসু-রাজ-নন্দিনী বামে ॥  
কিশোরী নব্যা যৌবনী বরা ।  
নীলরাগ-অধর-ধরা ॥  
প্রফুল্ল হেম পঙ্কজ কিয়ে ।  
ঘুমন্ত ভঙ্গ মাধুরী পিয়ে ॥  
নবীন নীরদ যেন বিধু ।  
গোবিন্দদাস পিবই মধু ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথি ৫৭

শঙ্কার্থ—প্রফুল্ল হেম পঙ্কজ কিয়ে ইত্যাদি—শ্রীরাধাই  
এখানে অগ্রসর হইয়া মাধবের মৌন্দর্য উপভোগ  
করিতেছেন । মাধব যেন ঘুমন্ত ভ্রমর আর শ্রীরাধা সোনার  
প্রস্ফুটিত পঙ্কজ ।

২৯০

তথা বাগ

দেখ রাধামাধব মেলি ।  
মুক্তি মদন-রস-কেলি ॥  
ও নব জলধর-অঙ্গ ।  
ইহ খির-বিজুরি-তরঙ্গ ॥  
ও বর-মরকত-ঠান ।  
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥  
ও মত্ত মধুকর-রাজ ।  
ইহ নব পছমিনি সাজ ॥  
ও নব তরুণ তমাল ।  
ইহ হেম-যুথি রসাল ॥  
ও মুখচন্দ্র উজোর ।  
ইহ দিতি লুবধ চকোর ॥  
অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ ।  
গোবিন্দদাস রহ ধন্ধ ॥

সা. প. ১১৩, ক. বি. ২০০৭

তঙ্গ ৩৪৮ এবং ১২৭২

পাঠান্তর—সা. প. এবং তরুর ( ১২৭২০ ) আরম্ভ—  
ও নব-জলধর-অঙ্গ ।

শঙ্কার্থ—মুক্তি মদন-রস-কেলি—মদনের রসকেলির  
বিগ্রহ বা মূর্ত্তিরূপ ; মদনের রসবিলাস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ  
করিয়াছে । ও নব জলধর-অঙ্গ ইত্যাদি—শ্রামের হইতেছে  
নবীন মেঘের বর্ণ আর রাধাকে দেখিয়া যেন মনে হয়  
বিদ্যাতের প্রবাহ স্থির হইয়া আছে । কাঞ্চন দশবাণ—  
দশবার যে সোনাকে বিশোধিত করা হইয়াছে, তাহার  
মত্ত উজ্জ্বল বর্ণ । অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ—শ্রীরাধার  
সিন্দূরবিন্দু হইতেছে অরুণ আর শ্রীকৃষ্ণের কপালে শ্বেত  
চন্দনের বিন্দু হইতেছে পূর্ণচন্দ্র । অরুণ পূর্ণচন্দ্রের নিকটে



ধাকে না, কিন্তু এখানে উভয়ের একত্রে অবস্থান দেখিয়া  
গোবিন্দদাস স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

২৯১

কৈদার

রাধা মাধব কুঞ্জহি পৈঠল

রতি-রণ-রণ রসালা।

রণ-বাজন ঘন কোকিল-কলরব

ঝঙ্কর মধুকরমালা।

সজনি হেরি ছুঁ দিঠি কাঁপ।

মনমথ-সমরে কুহুমশর কোঁ কহ

সোড়রি সোড়রি জিউ কাঁপ।

পহিলি রাই নয়ন-শরে হানল

আকুল কুঞ্জক রাজ্য।

ভুজুগ-বরণ পাশে ধনী বান্ধল

নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ।

রোখলি রাই তাহি পুন হরি-উরে

কুচ-কাঞ্চন-গিরি হান।

সো গিরিধর খর নথরে বিনারল

বিচলিত মানিনি মান।

শ্রম-ভরে ছুঁ ছুঁ অধর-মধু পিবই

ছুঁ গুণ ছুঁ পরশংস।

ছুঁ ছুঁ গুণ মুকুরে নিজ ছাই হেরি

ভরমহি ছুঁ কর দংশ।

সিন্দূর-দহন- বাণ হেরি মাধব

মৃগমদ জলদে নিঝাউ।

পিঙ্ক-মুকুট-ভয়ে বেণি-ভুজুদ্বিনী

বিলুঠই মহি গড়ি যাউ।

মাতল মদন- রাজ-মদ-কুঞ্জর

অলক-অশুশ নাহি মান।

তোড়ল নিবি-বন্ধ গীমক বন্ধন

নিজপর ছুঁ নাহি জান।

রতি-রণ তুমুল

পুলক-কুল-সঙ্কল

ঘন ঘন মঞ্জির বোল।

নিজ মদে মদন

পরাস্তব পাওল

কুণ্ডল গণ্ড হিলোল।

অনুখন কঙ্গণ

কিঞ্চিৎ ঝঙ্কর

রতি-জয়-মদল তুর।

মনমথ-কেতু-

মকর গড়ি যাওত

গোবিন্দদাস কহ কর।

মা প (১)—১২৬, মা প

তর ১৪৮৭, কী ১৮৮

(২)—৬৭, ক. বি. ২২০

কর্ণা ২২১০

রাধা ২২

পাঠান্তর—কণদার আবৃত্ত—

সজনি! হেরি হেরি ছুঁ দিঠি কাঁপ।

মনমথ-সমরে কুহুম-শর কোঁ কহ

সোড়রি সোড়রি জিউ কাঁপ।

(১) আকুল কুঞ্জকো রাজ্য—কণদা (২) পাশে ধরি

বান্ধল—তর (৩) গিরিধর বর—তর

(৪) ছুঁ ছুঁ গুণ মুকুরে হেরি ভরসই

নিজ ছায় ছুঁ কর দংশ—কণদা

(৫) তোড়ল নীবি-নিগড় গীম বন্ধন—কণদা।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ও মাধব রতিরণের রঙ্গভূমিস্বরূপ  
মনোহর কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। কোকিলের কলরব ও  
ভ্রমরপংক্তির ঝঙ্কারই যেন ঘন রণবাচ্চ বাজাইতেছে।  
সখি, উভয়ের যুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে আমার চোখ বন্ধ হইয়া  
যাইতেছে। কে বলে যে, মনমথ-সমরে কেবল ফুলের  
বাণ মারে? সেই ভীষণ যুদ্ধের কথা মনে করিয়া আমার  
প্রাণ কাঁপিতেছে। প্রথমেই রাধা আকুল কুঞ্জের রাজ্যের  
প্রতি নয়নবাণ হানিলেন। তারপর মাধব ভুজুগরূপ  
বরণপাশ দিয়া রাধাকে নিজের কঠিন বন্ধের মধ্যে  
বাঁধিয়া রাখিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাধা হরির বুকে  
কুচরূপ সোনার পাহাড়ের আঘাত করিলেন। তাহাতে  
সেই গিরিধর (পাহাড় ধরিয়া ধাকা ধাহার অভ্যাস  
ইহাই ধ্বনি) খর নথরে সেই পর্ত্ত বিদারণ করিতে  
লাগিলেন। তাহাতে মানিনীর মান বিচলিত হইল।



শেষে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া ক্রান্তি অপনোদনের জন্য অধরমধু পান কারিতে লাগিলেন। দুই ঘোড়াই সমান উদার, তাই উভয়েই উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই গওস্থল দর্পণের মত মন্থন, তাই তাহাতে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভ্রমে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। মাধব সিন্দূররূপ জলন্ত বাণ দেখিয়া কপালের মুগমদের ফোটারূপ মেঘের দ্বারা ঐ আগুন নিভাইলেন। ময়ূর সাপ খায়, তাই কৃষ্ণের মাথার ময়ূরের মুকুট দেখিয়া রাধার বেণীরূপ সর্পিণী মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মদনরাজের মত হস্তীরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাতিয়া উঠিলেন; রাধার অলকরূপ অঙ্গুশ মারিয়াও তাহাকে স্থির করা গেল না। রাধার নীবিবদ্ধ খুলিয়া গেল, কৃষ্ণের গলায় বাধা উত্তরীয় বা পীতবাস খুলিল; দুই জনেই নিজ পর জ্ঞান হারাইলেন। দেহে পুলক জাগিতে লাগিল; তুমুল রতিযুদ্ধ হইল; ঘন ঘন নৃপূর বাজিতে লাগিল। অহঙ্কার হইয়াছিল বলিয়া মদন পরাজিত হইল। রাধার কঙ্কণ ও কিঞ্চিণী জয়সূচক ভৈরীবাঁজের মতন ঝঙ্কার দিল আর মদনরূপী কৃষ্ণের কর্ণের মকরকুণ্ডল গড়াগড়ি গেল।

২৯২

শুনইতে সব অঙ্গ উলসিত যৌর।  
ভেটব সময় ধীর সখি তৌর ॥  
সঙ্গক রঙ্গ হৃদয়ে মধু আঁছ।  
আগে তুহ সরবি সরব হাম পাঁছ।  
এ সখি রঙ্গিনী তুহ নাহি ডরবি।  
হামারি বীরপণ হেরি কিয়ে মরবি ॥  
সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহে কোই।  
ত্রিভুবনমোহন সোহন হোই ॥  
ঋতুপতি কোটি ছোটি করি মান।  
মনমথ কোটি মথন হাম কান ॥  
কি করব অলিকুল মত্ত উচার।  
শ্রাঘ্য-অমর যাহা কয়ল বিহার ॥

অবলা কি করব রণ রণক্ষীনা।  
সহচরীগণ যুগতি-বিহীনা ॥  
কিয়ে ছিয়ে ফুলধর কুঙ্গমক বাণ।  
হিয়া মনি কিরণহি করব মৈলান ॥  
ভাঙ টান মধু বিশিখ কটাখ।  
বরিথনে জর জর করব হি তাখ ॥  
ভূজযুগ পাশে করব হিয় বন্ধ।  
গিরব গিরাগব করি কত ছন্দ ॥  
সো ধনী করব বব কক্কুক সমা।  
নখর কুপাণে করব হাম ভিন্না ॥  
নিরদয় হৃদয় কপাটক চাপে।  
লাঘব কুচগিরি আপন প্রতাপে ॥  
মনরথ জঘন করব অবলধ।  
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ব ॥  
নব পল্লব জিনি অধর স্ফুটতে।  
করব বিখণ্ডন দশন বিঘাতে ॥  
তব যব দৈব করব বিপরীতে।  
ঐছন যুক্তি কয়ল হাম চিতে ॥  
সরবস দেই লেগব তছু শরণে।  
প্রাণ পরাজিত সৌপব চরণে ॥  
জনমে জনমে পদ সেবন আশে।  
গোবিন্দদাস চিতে বড়ই উল্লাসে ॥

সা প (২)—৮৫

কী ১০৯

**মন্তব্য**—কীর্তনানন্দের পাঠ ভুলে পরিপূর্ণ। সা প পুথির পাঠ দেওয়া হইল।

**ব্যাখ্যা**—শ্রীরাধার সখীর প্রতি মাধবের উক্তি। তোমার সখীর সঙ্গে আজ (রতি) যুদ্ধে দেখা হইবে শুনিয়া আমার সকল অঙ্গ উলসিত হইতেছে। সঙ্গ হইলে কি রঙ্গ করিব তাহা আমার মনেই আছে। তুমি আগে সরিয়া যাইও, তার পর আমি অগ্রসর হইব। সখি গো, তুমি তো রঙ্গিনী। তুমি ভয় পাইও না যেন। কিন্তু আমার বীরত্ব দেখিলে তুমি হয়তো সরিয়াই যাইবে। আমি সামান্য সিংহ, বা কুরঙ্গ নহি; আমি তিন ভুবনের মধ্যে মোহন ও শোভন হস্তী (কৃষ্ণ); কোটি বসন্তকে আমি অঙ্গক্ষণস্থায়ী বলিয়া



মনে করি (এমন দীর্ঘস্থায়ী আমার বিহার)। আমি কোটি  
মন্ত্রণকে মনন করিতে পারি এমন কানাই। ইহার পর  
কি করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিবেন তাহার  
বর্ণনা।

২৯৩

কেদার

মৌরভে আগরি রাই সুনাগরী  
কনকলতা সম সাজ।  
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল  
কুঞ্জে ভূজঙ্গম-রাজ।  
অব কিয়ে করব উপায়।  
কাল ভূজগ কোরে ছোড়ি মুগধী সখী  
গমন যুগতি না জুয়ায়।  
চন্দ্রক চাক্র ফণাগণ মণ্ডিত  
বিষ-বিষমারুণ দীঠ।  
রাইক অধর লুবধ অহুমানিয়ে  
দশনক দংশন মীঠ।  
একু সন্দেহ নীত কিয়ে ভীতহি  
পুলকিনী কাঁপই রাই।  
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহ সখী  
বুঝহ পরশ অবগাই।

পদ্য ২২, বৃ ১৩, ক. বি. ২৩

স ৭১, তর ১০১, কী ১৭১

ব্যাখ্যা—স্বর্ণকে অগ্রগণ্য নাগিকা-শিরোমণি তবী  
রাধা স্বর্ণলতিকার মতন শোভা পাইতেছেন। ভূজঙ্গরাজ  
(লম্পটশ্রেষ্ঠ অথবা সর্পরাজ) কুঞ্জের মধ্যে রাধাকে  
হরিচন্দন অর্থাৎ খুব সুগন্ধি খেত মনে করিয়া কোলে  
আঙুলাইলেন (সাপ চন্দনতরুতে থাকিতে ভালবাসে)।  
এখন কি উপায় করিব? কালসর্পের (কৃষ্ণরূপ লম্পটের)  
কোলে মুগ্ধা সখীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না  
(এই চল করিয়া সখীরা গোপনে থাকিয়া রাধামাধবের  
লীলাবিলাস দেখিতে লাগিলেন)। চূড়ার চন্দ্রক অর্থাৎ

ময়ূর-পুচ্ছরূপ যে ফণাগণ শোভা পাইতেছে তাহাদেরই  
বিষম বিষের প্রভাবে রাধার দৃষ্টি অরুণ হইয়াছে।  
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সর্পের দংশনে ভীত না  
হইয়া রাধার অধর ভূজঙ্গরাজের দশনের (দন্তের) হুমিষ্ট  
দংশনের অন্ত লুক্ক হইয়াছে মনে হইতেছে। রাধামোহন  
ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, সখী গোপনে—“ফণঃ স্থিরা  
শ্রীকৃষ্ণস্পর্শাদিনা পূর্বরাগজনিতদুঃখরহিতাঃ বিলসোগুণীক  
পাটবেনাহুমীয়া আনন্দাক্রিয়া সতী শ্রীকৃষ্ণভূজঙ্গ  
পরমাত্মতবিষামৃতদায়কলীলস্বঃ চন্দ্রকেত্যাদিচরণেন বানজি  
অর্থাৎ নবকালকূটগ্রাসাদতিবিষমা ফোভিতারুণবর্ণা  
দৃষ্টিযন্ত দ্বাং কিঞ্চিদৃষ্টিপাতেন যো দ্বাপিত আসীং স  
শ্রীমত্যা অধরঃ তন্ত দশনন্ত দংশনামৃতেন লুক্কঃ প্রফুল্লঃ  
সংবৃত্তঃ। ভূজঙ্গন্ত হেবং কুত্রাপি ন শয়তে। অতঃ  
পরমাত্মতত্ত্বম্।” একটি মাত্র সন্দেহ জাগিতেছে যে, রাধা  
যে পুলকাকিত দেহে কাঁপিতেছেন তাহা ভয়ে কি নীতে?  
রাধামোহন ঠাকুর সখীদের এই সন্দেহ দেখিয়া অহুমান  
করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের কখনও সঙ্গম ঘটে নাই,  
তাই এমন অনভিজ্ঞের মতন সন্দেহ-প্রকাশ। গোবিন্দদাস  
কবিরাজ তাই পরিহাস করিয়া বলিতেছেন যে, সব সখীরা  
মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শরূপ রস-মাগরে অবগাহন করিয়া  
স্থির কর কেন লোকে কাঁপে?

২৯৪

ভাটিয়াবি

তহু তহু মীলনে উপজল প্রেম।  
মরকত বৈছে জড়ায়ল হেম।  
কনক-লতাবলি তরুণ তমাল।  
নব-জলধরে জহু বিজুরি রসাল।  
কমলে মধুপ যেন পাওল মধু।  
হুহু তহু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ।  
মাতল মধুপ জহু করলহি পান।  
গোবিন্দদাস হুহু কণ গণ গান।

ক. বি. ১০৬৭, ২৪২৮ ও ২০,

বরাহনগর পুঁথি ২—পদ ১৩,

তর ২৩৪





**পাঠান্তর**—বরাহনগর পুঁথি (১) ছহঁক দরশনে  
(২) ভুদ (ইহা ভুল পাঠ, কেননা মধুপ শব্দ পূর্বেই  
রহিয়াছে) (৩) প্রবল মদন-তরঙ্গ (৪) গোবিন্দদাস  
কহে ছহঁ সে স্বজ্ঞান।

ক. বি. পুঁথির আরম্ভ—ছহঁ তহু মিলল উপজ প্রেম।  
শেষ—গোবিন্দদাস পহঁ রসিক স্বজ্ঞান।

**শাস্তার্থ**—মরকত যৈছন বেটল হেম—শ্রীকৃষ্ণ মরকত  
বর্ণের, তিনি হেমাদ্বী রাধাকে বেটন করিলেন।

২৯৫

বিহাগড়া।

ছহঁ জন নিতি নিতি নব অমুরাগ।  
ছহঁ রূপ নিতি নিতি ছহঁ হিয়ে জাগ।  
ছহঁ মুখ চুখই ছহঁ করু কোর।  
ছহঁ পরিবস্তনে ছহঁ ভেল ভোর।  
ছহঁ ছহঁ যৈছন দারিদ-হেম।  
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম।  
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।  
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস।

ক. বি. ২-১৩

তর ২৮৭

**শাস্তার্থ**—ছহঁ রূপ নিতি নিতি ছহঁ হিয়ে জাগ—  
উভয়ের অন্তরে উভয়ের রূপ নিত্য নিত্য জাগে। ছহঁ  
ছহঁ যৈছন দারিদ-হেম—দরিদ্র ব্যক্তির নিকট যেমন স্বর্ণ  
অত্যন্ত আদরের হয় তেমনি উভয়ের নিকট উভয়ে  
আদরের হইল।

২৯৬

তথা রাগ

কুটিল কটাক্ষ-বিশিষ্ট ঘন বরিখনে  
ছহঁ করু বিবিধ তরঙ্গ।  
নিজ তহু ঔষধি সরস পরশ-দধি-  
লেশে থকিত করু অঙ্গ।

সুন্দরি পীতাম্বরী তুহঁ ভেলি।  
একলি হিলোলি<sup>১</sup> শ্রাম-রস-সয়ের  
সবহঁ সার হরি লেলি<sup>২</sup>।  
ছহঁ-অবগাহ অন্তর মাহা মধুর  
মদন কমঠ অবগাহি<sup>৩</sup>।  
উচ-কুচ-মন্দর হার-ভুজগ-বর  
মেলি মধন নিরবাহি<sup>৪</sup>।  
অধর-সুধা পিয়-প্রেম লহমি হিয়  
বাহিরে নথ-পদ-চন্দ।  
প্রতি-তহু ভাব রতন<sup>৫</sup> পরিপূরল  
গোবিন্দদাস রহ ধন্দ।

রাধা ১৫৫, গো ২৪

সমুদ্র ৪১৪, তর ১০৪

কী ২৪৭

**পাঠান্তর**—কী'র আরম্ভ এ ধনি পীতাম্বরী তুহঁ  
ভেল। (১) এক হিলোলে (২) লেল (৩) অবগাহ  
(৪) নিরবাহ (৫) রতনে।

**মন্তব্য**—বিপরীত রতি সন্তোগান্তে তাড়াতাড়ি  
পীতবাস পরিধান করিয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলে  
তাহারা বিক্রম করিয়া শ্রামসমুদ্রমগ্নের কথা বলিতেছে।

**ব্যাখ্যা**—রামচন্দ্র যেমন তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিয়া  
সাগরের তরঙ্গ দূর করিয়া নিশ্চল করিয়াছিলেন, রাধে,  
তেমনি তুমি বারংবার কুটিল কটাক্ষরূপ শর বর্ষণ করিয়া  
শ্রামের তরঙ্গ বা চাকলা দূর করিয়াছ। তোমার নিজের  
দেহরূপ মহৌষধির স্পর্শরূপ দধিবিন্দুদ্বারা উহার দেহ  
স্থগিত করিয়াছ। (সামান্য একবিন্দু দধির স্পর্শে বহু  
দুগ্ধ জমাট বাধে; শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় রাধার দধিবিন্দুরূপ  
অঙ্গস্পর্শগুণে ক্ষীরোদসাগরের জল স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।)  
সুন্দরি! তুমি পীতাম্বরী হইলে! তুমি একলাই শ্রামরূপ  
রসসাগর মগ্ন করিয়া তাহার সমস্ত সার হরণ করিলে।  
তুমি শ্রামরস-সাগরের দুর্গম অন্তরের মধ্যে মধুরগতি  
মদনরূপ কৃষ্ণে চড়িয়াছ। তোমার উচ্চ কুচরূপ মন্দর  
পর্বত ও হাররূপ বাসুকি সর্পের দ্বারা মগ্নকান্দা  
নির্কাহ করিয়াছ। এই মগ্নের কলে উঠিয়াছে তোমার  
অধর-সুধা, তোমার হৃদয়ে প্রিয়তমের প্রেমরূপ লক্ষ্মী,



হৃদয়ের বাহিরে অর্থাৎ বক্ষে নখচিরূপ চন্দ্র; এবং তোমার প্রতি অঙ্গে পুলককম্পরূপ সাত্বিক ভাবরূপ রত্নরাজী। দেবাত্মর মিলিয়া সমুদ্র মনন করার কলে সুখা, লক্ষ্মী, চন্দ্র, রত্নরাজী প্রভৃতি উঠিয়াছিল; কিন্তু তুমি একাই মনন করিয়া এই সব প্রকাশ করিয়াছ দেখিয়া গোবিন্দদাস স্তম্ভিত হইলেন।

২৯৭

ভূপালী

হিম-কুতু-নিশি দিশি দিশি বহ বাত ।  
হিমকর-শীকর-নিকর নিপাত ॥  
মদন-জলধি-জলে তহি' দেই কাঁপ ।  
মিলল গ্রাম-তহু খরহরি কাঁপ ॥  
সুন্দরি দুরে কর কপট শয়ান ।  
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥  
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি ।  
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি ॥  
তুহ' হেন নাগরি হরি হেন নাহ ।  
ধনি ধনি মনসিজ-রস নিরবাহ ।  
শুনইতে ঐছন সহচরি-বোল ।  
মধুরিম হাসি গোরি তহু মোড় ॥  
হরি পরিপূরিত মানস-কাম ।  
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম ॥

সা প (১)—১৯২, ক. বি. ১৪১  
৭ ২৭

সমুদ্র ১৩৭, তরু ৩০৯

শঙ্কার্থ—দিশি দিশি বহ বাত—চারিদিকে এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। হিমকর-শীকর-নিকর—শিশিরবিন্দু-সমূহ। নিপাত—পড়িতেছে।

ব্যাখ্যা—শীতের রাতি, চারিদিকে এলোমেলো হাওয়া বহিতেছে, শিশিরবিন্দুসমূহ পড়িতেছে। এমন রাত্ৰিতে গ্রাম মদন-সমুদ্রের জলে কাঁপাইয়া পড়িলেন (অর্থাৎ মন্থনের প্রভাবে অভিসারে বাহির হইলেন)। তিনি

খরহরি কাপিতে কাপিতে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া সখী বলিতেছেন—সুন্দরি, কপট নিদ্রা ত্যাগ কর, তোমার নীল সাড়ী দেখিয়া কানাইয়ের গতি স্থগিত হইয়াছে। মিলনের উপযোগী এমন সুন্দর পরিবেশ। মণিমানিক্যের দ্ব্যতিতে কুঞ্জ-গৃহ ঝলমল করিতেছে। সুখময় শয্যা। সুদীর্ঘ রাতি। তোমার মত নাগরী আর হরির মতন নাথ। সুন্দরী এখন মন্থনরস নির্বাহ কর। সখীর এইরূপ কথা শুনিয়া মধুর হাসিয়া গৌরী পাশ ফিরিলেন। হরির মনস্কামনা পূর্ণ হইল। গোবিন্দদাস উভয়ের গুণগ্রাম গাহিতেছেন।

২৯৮

কেদার

তুহ' জন আঁওল কুঞ্জক মাহ ।  
অপরূপ তুহ' জন রস নিরবাহ ॥  
ঝর ঝর বরিধে গগনে জল-ধার ।  
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার ॥  
ঐছে সময়ে বর বাধা কান ।  
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥  
তুহ' তহু মৌলল মনমথে মাতি ।  
তুহ' পরিবস্তন সমরক ভাতি ॥  
অপরূপ তুহ' জন নিধুবন-কেলি ।  
গোবিন্দদাস হেরই সখি মেলি ॥

৩০২

মন্তব্য—বর্ষা-মিলনের চিত্র।

২৯৯

কিবা শোভা যে মধুর বৃন্দাবনে ।  
রাই কাহু বসিল রতন সিংহাসনে ॥  
রতনে নিম্বিত বেদী মানিকের গাঁথনি ।  
তার মাঝে রাই কাহু চৌদিকে গোপিনী ॥



হেমবরণী রাই কালিয়া নাগর।  
সোনার কমলে যেন মিলেছে ভ্রমর ॥  
ললিতা বিশাখা আদি যত সুখিগণ।  
আনন্দে দৌহার রূপ করে নিরীক্ষণ ॥  
হুই কান্ধে হুই জন ভুজ আরোপিয়া।  
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥  
ডালে বসি হুই রূপ দেখে শুক শারি।  
আনন্দে ঘনাঞা নাচে ময়ূরা ময়ূরী ॥  
গোবিন্দদাস কহে রূপের মাধুরী।  
নবীন জলদ কোলে খীর বিজুরী ॥

পদাসুতমাধুরী ৩৪৫০

৩০০

ভাটিয়ারি

বুন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব সঙ্গিয়া।  
হুই গুণ হুই জন গাওত স্থললিত  
চলত নর্তন গতি ভাটিয়া ॥  
শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল শোহই  
নব কিশলয় তোড়িয়া।  
হুই কান্ধে হুই ভুজ শোভই  
হুই মুখশশি মোড়িয়া ॥  
মত্ত কোকিল মুরলি তাহে বায়ে  
নাচত শিখিগণ মাতিয়া।  
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল  
মুখর মধুকর-পাতিয়া ॥  
সকল সুখিগণ কুসুম বরিষণ  
আনন্দে ও রসে ভাসিয়া।  
দাস গোবিন্দ কবহি হেরব  
ও রস-সায়র গাহিয়া ॥

ক. বি. ৮৮

তর ১৪৩৯, কী ২২২  
সম্বৎ ২২৮

পাঠান্তর—(১) সায়রে—তর।

শঙ্কার্থ—নব কিশলয় তোড়িয়া—নব পল্লব তুলিয়া হুই  
কানে কুণ্ডল করিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব শোভা হইয়াছে।  
মধুকর পাতিয়া—ভ্রমরপংক্তি। ও রস-সায়র গাহিয়া—  
ঐ রসমাগরে অবগাহন করিয়া (গাহিয়া)।

৩০১

ধানশী

মধুপদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ।  
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥  
তুই যদি সুন্দরি করসি উপায়।  
মুগধল জন তব জীবন পায় ॥  
পহিলহি ঝারবি দীঠি পসারি।  
করে কর পরনে ভাব সস্তারি ॥  
শ্রমজল অঙ্গহি করবি বিধারি।  
কুচযুগ-কলসে করবি পানি-সারি ॥  
ধর নথ-রজনী তুয়া নথ মানি।  
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি ॥  
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।  
অধরক দংশন অধর-বিষ নেবি ॥  
রজনী উজাগরি রহবি অগোরি।  
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি ॥

ক. বি. ২৫৮৮ ও ২৫৮৮, রাধা ৭০

তর ১০৭০, সম্বৎ ২৩১

মন্তব্য—সর্পদংশনের পর ওঝায়া বিষ ঝাড়ে।  
তাহাদের ক্রিয়াদির দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিপরীত বতি  
প্রার্থনা করিতেছেন। নথ-রজনী—নকণ।

৩০২

স্বহই

সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল  
মধু মন-মলয়-সমীপে।  
তুয়া শীতল দিঠি- কমলে জুড়ায়ত  
কাজর-গরল অখীরে ॥



হরি হরি তোহে কি দোখব রাধে ।

৩০৪

গাহা গাহা জিবইতে ধায়ে তপন-জন

তাহা তাহা বিহি কর বাধে ॥

ভাগে পড়ল কুচ তুহিন ধরাধরে

মুকুত তে পুন জীব ।

তাহা পয়ে উজোর হার-ভুজগ-বর

বেণি-ভুজদিনি-পীব ॥

অধর-সুধাকণ শাস সমীরণ-

দশন-কিরণ মণি-রাজ ।

জীবন রাখইতে মণি-মস্ত-মহৌষধি

গোবিন্দদাস কহ কাজ ॥

কিশোরি কিরণে দুই অতি ভেল ভোর ।

কনক লতিকা রাই নাগবের কোর ।

রাই মুখ বামে মুরলী করি করে ।

তিলে দশ বার চাঁদ মুখানি নেহারে ॥

নীলপীতবাস দেখি কুণ্ডের ভিতর ।

অকণের কাছে যেন নব জলধর ॥

দুহ জনার প্রেম দেখি সব গোপীগণ ।

রাধা তোমার তুমি রাধার একুই জীবন ।

দেখিয়া দুহার রূপ অতি রসে ভোর ।

গোবিন্দদাসের মনে যুগল কিশোর ॥

সা প (১)—৮২, রাধা ৩২, ক. বি. ৩৩

অ ৬৮, ৭৪ এবং ২০৮৭

শ্রীস্বামীকান্ত দাসের পুঁথি ( ৩১ পৃ: ) ।

শব্দার্থ—দোখব—দোষ দিব । ভাগে পড়ল—ভাগ্য-  
বশে পাওয়া গেল । তুহিন ধরাধর—তুরারত্ত্র পাহাড় ।

শব্দার্থ—কিশোরি কিরণে—অর্থ বুঝা গেল না । দুহ জনার প্রেম দেখি ইত্যাদিতে গোপীগণের পরে 'বলে' এই শব্দ উহা আছে ।

৩০৩

নিধুবনে শ্রাম বিনোদিনি জোর ।

বিধির অবধি দুইকার রূপে স্থখের নাহিক ওর ॥

আধ শিরে শোভে মউর মুকুট, আধ শিরে শোভে বেণি ।

কনক কমলে যৈছে বিরাজিত ফণি উগারল মণি ॥

আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল, আধ মরকত ছবি ।

আধ কপালে চান্দ্রের উদয় আধ কপালে রবি ॥

আধ পহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতি ।

আধ অঙ্গে বনমালা ছলে আধে বিরাজিত গজমোতি ॥

মন্দ মলয় শীতল পবন তরলতা উড়ে বায়ে ।

নিকুঞ্জ দ্বারে বাহির নিকটে গোবিন্দদাস গুণ গায়ে ॥

মন্তব্য—এটি যুগল বিলাসের পদ । শ্রীস্বামীকান্ত দাসের পুঁথি ( পৃ: ৩৬-৩৭ ) হইতে ড: সুরকুমার সেন-কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে প্রকাশিত ।

৩০৫

কেদার

বাড়ল রতিরস বৈঠল দুহ জন

মোছই আননচন্দ্র ।

দুহ জন বদনে তাড়ল দুহ দেওত

বসন চুলাওত মন্দ ॥

দুহ মুখ দুহ রহ চাই ।

আহা মরি মরি বলি আনন চুখই

পুন পুন দুহ নিরছাই ॥

নীলপীত বসনে শোহত দুহ তহ

মণিময় আভরণ মাজ ।

যেছন রসিক রসিকবর নাগরি

তৈছন বিদগধরাজ ॥

কতহি যতন করি বিধি নিরমাণ

দুহ তহ একুই পরাণ ।



বিকশিত কুন্তলে শোভিত নব পল্লব  
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

ক. বি. ১১৫৫, বৃ ৫০

সং ১৪৩, ২৪০, ২৬৪  
কী ২১৭

পাঠান্তর—ক. বি. (১) রত্নিরণ (২) বদন ঘন চূষই  
(৩) ছুঁছে দোহা তহু নিরছাই।

মন্তব্য—সংকীর্ণনামৃত অপেক্ষা ক. বি. পুঁথির পাঠ  
উৎকৃষ্ট।

শঙ্কার্থ—বসন ঢুলাওত মন্দ—শ্রমজনিত ঘর্ষ দূর  
করিবার জগ বসন দিয়া হাওয়া দেওয়া হইতেছে। হাতের  
কাছে পাখা ছিল না তাই বসনকেই পাখার কাজ করিতে  
হইতেছে। নিরছাই—নির্ধ্বজন করে।

যুগল কিশোর (২) তীর—স (৩) সমবয়—ক্ষ; নবনব  
—স (৪) কোই—ক্ষণদা (৫) ঘন ঘন চূষনে—স  
(৬) হেরি হেরি মরমে—ক্ষণদা (৭) ভরম পরিপূরিত—ক্ষ  
(৮) অব মেলি—স (৯) নব—স (১০) কেলি—ক্ষ।

শঙ্কার্থ—কালিন্দীকুল নিকুঞ্জক ওর—ঘমনার তীরবর্তী  
কুঞ্জের দিক। নারী পুরুষ ছুঁ লখই না পারিয়ে—কে  
পুরুষ, কে নারী তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, এমনি  
কেলিবিলাসের ধারা। হেরইতে মরমে ভরমে পরিপূরিত  
—দেখিতে দেখিতে ভ্রম জন্মে কেবা বিধুমণি (চন্দ্রকান্ত-  
মণি অর্থাৎ কৃষ্ণ) আর কেই বা ইন্দু (চন্দ্রমুখী রাধা)।

৩০৭

কেদার

৩০৬

শ্রীরাগ

দেখ সখি যুগলকিশোর<sup>১</sup>।  
কালিন্দীকুল<sup>২</sup> নিকুঞ্জক ওর।  
রসময়<sup>৩</sup> রূপ নিরুপম লাবণি  
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।  
নারী পুরুষ ছুঁ<sup>৪</sup> লখই না পারিয়ে  
ঐছে পরিবস্ত্রণ তাঁতি।  
ঘন ঘন চূষন<sup>৫</sup> লুবধ বদন ছুঁ<sup>৬</sup>  
বিগলিত শ্বেদ উদবিন্দু।  
হেরইতে মরমে<sup>৭</sup> ভরমে পরিপূরিত<sup>৮</sup>  
কো বিধু-মণি কো ইন্দু<sup>৯</sup>।  
সিন্দুর অরুণ চরণ বিধু মণ্ডল  
সঘন উদিত এক সঙ্গ<sup>১০</sup>।  
গোবিন্দদাস কহ সব<sup>১১</sup> অপকুব নহ  
রাধামাধব রঙ্গ<sup>১২</sup> ॥

সা প (১)—১২২

ক্ষণদা ২৩১৫, সমুদ্র ৪৭১

পাঠান্তর—(১) সা. প ও সমুদ্রে আরম্ভ—পেখলোঁ রে  
সখি যুগল কিশোর; ক্ষণদায় আরম্ভ—কি পেখলুঁ রে সখি

রত্নি-রণ-রঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন  
রণ-বাজন পিকুরাব।  
চটল মনোরথে দোসর মনমথে<sup>১</sup>  
পরিমলে অলিকুল ধাব।  
দেখ<sup>২</sup> রাধামাধব মেলি।  
ছুঁ<sup>৩</sup> কর চপল<sup>৪</sup> চরিত নাহি সমুখিয়ে  
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি।  
জর জর চন্দন কবরি কুচ-কঙ্ক  
বিপুল পুলক ফুল-বাণ।  
ছুঁ<sup>৫</sup> নুপুর-ধনি ছুঁ<sup>৬</sup> মণি-কিঙ্কিণি<sup>৭</sup>  
কঙ্কণ-বলয়া-নিসান।  
ছুঁ<sup>৮</sup> ভুজ-পাশ করি ছুঁ<sup>৯</sup> জন বন্ধন<sup>১০</sup>  
অধর-সুধা করু পান।  
আকুল বসন চিকুর<sup>১১</sup> শিখি-চন্দ্রক  
গোবিন্দদাস রস গান ॥

সা প (১)—১২৫, ক. বি. ২০

বৃ ১৬, গো ২২, রাধা ২৮

ক্ষণদা ১২১৬, সমুদ্র ৪৭১

তর ২৮১, কী ২২২, সা ২২৩

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) ছুঁ চটল মনমথ মদ কুঞ্জরে  
(২) দেখ সখি (৩) ছুঁক চপল (৪) ঘন নুপুর-ধনি, ঘন



মণি-কিষ্কিণি বাস্তুই (৫) ছুঁ ছুঁ ভুজপাশে ছুঁকে ঘন  
(৬) বসন মণি অভরণ।

শঙ্কার্থ—রণ-বাজন পিকুরাব—রতিরণে কোকিলের  
ধ্বনি রণবাণের কাজ করিতেছে। কিয়ে কলহ কিয়ে  
কেলি—ইহারা দুইজন কেলিবিলাস করিতেছেন কি কলহ  
করিতেছেন বুঝা যায় না। আকুল বসন চিকুর শিখি-  
চন্দ্রক—বসন, কেশপাশ ও ময়ূরপুচ্ছের চূড়া আকুল অর্থাৎ  
বিপর্যাস্ত হইল।

৩০৮

কেদার

দরশনে নয়ন নয়ন-শরে হানল<sup>১</sup>  
ভুজে ভুজে বন্ধন কাঁপি<sup>২</sup>।  
অভরণ-হীন তহু তহু তহু পরশিতে  
বিপুল-পুলক-ভরে কাঁপি।  
দেখ সখি! রাধা-মাধব-রঙ্গ।  
রতি-রণ লাগি জাগি ছুঁ যামিনী  
না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ।  
ঘন ঘন চুষন<sup>৩</sup> ছুঁ ভেল অচেতন  
অধর-সুধারসে মাতি।  
প্রেমতরঙ্গে তহু মন পুরল<sup>৪</sup>  
ভুবল<sup>৫</sup> মনমথহাতী।  
বদনহি<sup>৬</sup> গদগদ আধ আধ পদ<sup>৭</sup>  
মদন-মুরছন বাণী।  
ছুঁ ছুঁ মরমে মরমে ভাল সমুখই  
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি।

মা প (১)—১২২

ক. বি. ২০

গো ২১, রাধা ২৬

কর্ণদা ১৬৮, সমুদ্র ৩২২

মা ২০৮

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) দরশনে নয়নে নয়নশর হানই  
(২) আপি (৩) চুষনে (৪) তহু তহু পুরল (৫) বুরল  
(৬) গদ গদ আধ আধ পদ বদতহি।

শঙ্কার্থ—না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ—এ যুদ্ধে কাহারও  
আর জয় হইতেছে না, কেহ রণে ভঙ্গও দিতেছে না।  
দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ।

৩০৯

কামোদ

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি  
জাহ্ন উপরে পুন রাখি।  
নিজ পীত নিচোলে<sup>১</sup> চরণযুগ<sup>২</sup> মোছই  
হেরইতে চির ধির আশি।  
সজ্ঞানী পিরিতি মুরতি অধিদেবী।  
যাকর দরশনে সব ছুঁ মেটেই  
সোই আপনে কর সেবা।  
হিমসম শীতল নিরহি তীতল  
নিজ করে মোছই মুখ<sup>৩</sup>।  
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাদুল পুরি  
পুছই পছিকি ছুঁ।  
সহজ নলিনীদলে মুহু মুহু বীজই  
মধুর সম্ভাষই কাহ।  
গোবিন্দদাস কহ নাহ বসিকপণ  
রাইকে অমিয়াসিনান।

ক. বি. ৮১৭, রাধা ২৪

তন্ত্র ৭৪৪, মা ২০৩, কী ১২২

রসমঞ্জরী ৪৮, সমুদ্র ১৪৬

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথির আরম্ভ—গিরিধর পিরিতি  
মুরতি অধিদেবা। (১) নিজ কর কমলে--ক. বি. (২)  
চরণনীল—ক. বি. (৩) করতলে মাজই মুখ—ক. বি.।

শঙ্কার্থ—নিজ পীত নিচোলে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নিজের  
কাপড় দিয়া শ্রীরাধার চরণযুগল মুছাইয়া দিতেছেন আর  
তাঁহার মুখের পানে দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিয়া আছেন। গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন যে, নাথের বিদগ্ধতায় রাই যেন অমৃতমাগবে  
গ্নান করিয়া উঠিলেন।



৩১০

ভূপালী

মদন মদালসে শ্রাম বিভোর ।  
শশিমুখী হাসি হাসি কর কোর ॥  
নয়ন চুলাচুলি লহ লহ হাস ।  
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাব ॥  
নিরসি অধর-মধু পিবি অগেয়ান ।  
মদন মহোদধি ডুবাওল কান ॥  
ঘন ঘন চুষই নাহ বয়ান ।  
সরসিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ ॥  
নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ ।  
অপক্লপ রতি-কেলি মনসিজ-ভঙ্গ ॥  
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীত বাস ।  
দোহঁ রূপ নিছনি গোবিন্দদাস ॥

কণ্ঠা ২৩১১, কী ২১২

পাঠান্তর—কী (১) ডুবল (২) রঙ্গ ।

শব্দার্থ—লহ লহ হাস—অল্প অল্প হাস, মুহুহাসি ।  
সরসিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ—শ্রীরাধার বদনকমলে  
শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র মিলিল । মনে হয় যেন কমলে ও চন্দ্রে  
মিলন হইল । সাধারণতঃ স্বর্গের সঙ্গেই কমলের মিলন  
ঘটে, চন্দ্রের সঙ্গে মিলন অত্যন্ত বিস্ময়কর ।

৩১১

কামোদ

দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ ।  
দুহঁ দুহঁ মিলনে আনন্দ বাঢ়ল মনে  
দুহঁ মনে উদিত অনঙ্গ ॥  
দুহঁ কর পরশিতে সপুলক দৌহে তহু  
দুহঁ দুহঁ আধ আধ বোল ।  
কিঙ্কণী নুপুর বলয় মণি-ভূষণ  
মঞ্জীর-ধ্বনি উত্তরোল ॥

রাই-কাহু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঞ্চন

হেরইতে লোচন ভোর ।

আবেশে অবশ দুহঁ তহু ভেল আকুল ॥

জলধরে বিজুরী উজোর ॥

ঘন ঘন চুষনে দুহঁ মুখ দরশনে

মন্দ মধুর মুহু হাস ।

শ্রাম তমাল কনক লতা বেঢ়ল

নিছনি গোবিন্দদাস ॥

কণ্ঠা ২৩১১, কী ১৮৭, অ ৭৭

পাঠান্তর কী—(১) দুহঁ দুহঁ—কণ্ঠা (২) মনে উদিত  
অনঙ্গ—কী (৩) আবেশে অবশ তহু অতি আকুল—কী  
(৪) শ্রাম তমালে ।

শব্দার্থ—রাই-কাহু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঞ্চন—  
শ্রামরূপ নীলকান্তমণির মত আর রাইয়ের রূপ কাঞ্চনের  
মত ।

৩১২

শ্রীরাগ

দুহঁ মুখ দরশি বিহসি দুহঁ লোচন

শাওন বরিখত নীর ।

আকুল হৃদয় হৃদয় দুহঁ জোরত

দুহঁ জন এক-শরীর ॥

সজনি না বুঝল মরমক ভাব ।

দুহঁ দুহঁ সরবস রস-ভরে পরবশ

নিরসল কিয়ে পরথাব ॥

নিজ-কর-কমলে চিবুক দুহঁ পরশই

কহইতে না ছুরই বাণি ।

দারিদ্র রতন যতনে জহু সধর

সতত হৃদয়ে ধরু পানি ॥

চরণ কমল দুহঁ নিজ-কর-পল্লবে

পরশি সতত ধরু আশি ।

কবহি দূর দূর অহুমানই

উনমত চিত-অভিলাষ ॥



দরশন পরশ সরস ছুঁই মানই  
 ছুঁই রস-সায়র ভান ।  
 কিয়ে দারুণ কিয়ে দূর-অবগাহন  
 গেলহিঁ সো ভেল আন ॥  
 ছুঁই ক বিলাস কলারস হেরইতে  
 অনঙ্গ তেজই অভিমান ।  
 গোবিন্দদাস ভণ ছুঁই রস-ধারণ  
 পাপ রজনী অবমান ॥

কী ১৮৭, অ ৭৮

শব্দার্থ—নিরসল—নিরস্ত হইল, ক্ষান্ত হইল । পরধাব  
 —প্রস্তাব, প্রসঙ্গ । না ফুরই বাঁপি—কথা বাহির হয় না ।  
 গোবিন্দদাস ভণ—গোবিন্দদাস বলিতেছেন উভয়েই রস  
 ধারণ করিয়া আছেন অথচ পাপ রজনীর অবমান ঘটিল ।  
 রাত্রি তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যাইতেছে বলিয়া উহাকে  
 পাপরজনী বলা হইয়াছে ।

৩১৩

ধানশী

যব ধনি কাহু কয়ল তহি কোর ।  
 নব মেঘ দেখি জহু' চাতক জোর ॥  
 বসবতি রসিক-শিরোমণি রায় ।  
 মনরথ সিধি বিধি পুরল তায় ॥  
 নাগরচিতে পুন আরতি বিলাস ।  
 অহুমতি-অস্তরে ধনি মুহু হাস ॥  
 লীলা লাভনি আনন্দ দান ।  
 রসিক-শিরোমণি আনন্দ সিনান ॥  
 ছুঁই রসে ভুলল ছুঁই করি কোর ।  
 গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ বিভোর ॥

কী ১২৩, অ ১০৫

পাঠান্তর—(১) যেন—কী

শব্দার্থ—নবমেঘ দেখি জহু' চাতক জোর—নূতন মেঘ  
 দেখিয়া চাতক-দম্পতি যেক্রপ আশ্লাদিত হয়, রাই ও  
 কাহু পরস্পরকে পাইয়া তেমনি আনন্দিত হইলেন ।  
 নাগরচিতে পুন ইত্যাদি—নাগরের মনে পুনরায় বিলাস  
 করিবার আঁতি (আরতি) জাগিল এবং হৃন্দরীও  
 মুহু হাসিয়া হৃদয়ের অভিলাষচক অহুমতি জাপন  
 করিলেন ।

৩১৪

বিভাস

কুহুম তুড়ি ছুঁই সেজ বিছায়ল  
 শুভল নিভৃত নিকুঞ্জে ।  
 মধুমত্ত ভ্রমরী মুহু মুহু বকর  
 বিকসিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥  
 বিনোদিনী রাধা মাধবকোরে ।  
 তমালে বেঢ়ল জহু কনক লতাবলি  
 ছুঁইরূপ অতিহ উজোরে ॥  
 ভুজে ভুজে বন্ধ করি যব হৃন্দরী  
 গ্রামরু কোরে গুমায় ।  
 রতিরসে অবশ ছুঁইক তহু জর জর  
 প্রিয় সখি চামর ঢুলায় ॥  
 সুবাসিত নীর ঝাপি ভরি সহচরি  
 রাখত ছুঁই জন পাস ।  
 মন্দির নিকটে আন থলে শুভলি  
 সহচরি গোবিন্দদাস ॥

কী ২২৩

শব্দার্থ—মন্দির নিকটে আনথলে শুভলি—পদকণ্ঠা  
 গোবিন্দদাস এখানে মত্তরীভাবে বলিতেছেন যে,  
 তিনি রাধাকৃষ্ণের শয়নমন্দিরের নিকটেই অস্ত্র স্থলে  
 শুইলেন । প্রয়োজন হইলেই আসিয়া তাঁহাদের সেবা  
 করিবেন ।



৩১৫

নাগধ্বন

সখীগণ মেলি করল পয়ান ।  
কৌতুকে কেলি কুণ্ড-অবগান ॥  
জলমাহা পৈঠল সখীগণ মেলি ।  
দুহজন সমর করল জলকেলি ॥  
বিধবল কুন্তল জর জর অঙ্গ ।  
গহন সমরে দিল নাগর ভঙ্গ ॥  
সখীগণ বেড়ল নাগরচন্দ ।  
গোবিন্দদাস হেরি রহ বন্দ ॥

৪ ১—৩২

সং ১০০, ১৮৮, ২১৩, ২৩৩,  
২২০, ৩৪১, অ ১১৭

৩১৬

রতি অবদানে                      শ্রাম হিয়ায়  
শূতলি ইন্দুমুখি বালা ।  
মরকত মদনে                      কোই জহু পূজল  
দেই নব চম্পকমালা ॥  
শ্রাম বয়ানপর                      বয়ান বিরাজই  
হিয়াপর কুচগিরি মাছে ।  
কনক কুন্ত জহু                      উলটি বৈসায়ল  
মানে মহোদধি মাছে ॥  
জীবন তহু মন                      ভুজে ভুজে বন্দন  
অধরহি অধর মিশলি ।  
বেড়ল মৃগাল                      হেম নীলমণি জহু  
বাকুলী যুগ বসাল ॥  
ঘন সৌদামিনী                      দুকূলে দুকূলে জহু  
দুহ জন এক পটবাস ।  
চরণ বেড়ি চারু                      অরুণ সরোরুহ  
মধুকর গোবিন্দদাস ॥

পণ্ডিত বামদেব মহোদয়ের পুঁজি

শব্দার্থ—মরকত মদনে ইত্যাদি—কৃষ্ণের বুকের  
উপর রাই শুইয়া আছেন; দেখিয়া মনে হইল যেন  
মরকতনির্মিত মদনকে (শ্রামকে) কেহ যেন চাঁপার  
মালা (বাধা) দিয়া পূজা করিল।

৩১৭

সিদ্ধুড়া

জলদহি জলদ<sup>১</sup> বিজুরি দিঠি তাপক  
মরকত কনয় কঠোর ।  
এ দুহ<sup>২</sup> তহু-মন-নয়ন-বসায়ন  
নিরুপম নওল কিশোর ॥  
দেখ সখি রাধামাধব-ভাতি ।  
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটীওল  
শ্রামর-গোরি-মদ্রাতি ॥  
যব দুহ<sup>৩</sup> দুহ<sup>৪</sup> হেরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি  
আন-আন পিবইতে চাহ<sup>৫</sup> ।  
তহু তহু পৈঠত মঘন আলিঙ্গনে  
কৈছে হোয়ব<sup>৬</sup> নিরবাহ ॥  
আরতি অধর-সুধারস পিবি পিবি<sup>৭</sup>  
দুহ<sup>৮</sup>ক পিরিতি উনমাদ ।  
গোবিন্দদাস কহ অধিক রস-আবেশে  
কিয়ে না কর পরমাদ ॥

সা. প. (১)—১১৪, ক. বি. ২৪২২  
এক ৭৪

সম্বল ৩২৭, তার ১০৭৩  
সং ২০৪, কী ২১২

পাঠান্তর—(১) জলধর জলদ—সং (২) দুহ<sup>২</sup> পিবইতে  
দুহ<sup>৩</sup> চাহ—সং (৩) হোয়ত—কী (৪) আরতি এ অধর  
সুধারস পিবইতে—সং ।

শব্দার্থ—জলদহি জলদ ইত্যাদি—নবীন কিশোর ও  
কিশোরী নিরুপম; তাহাদের তুলনা নাই। যদি জলদেব  
সঙ্গে শ্রামের তুলনা কর, তবে বলিব জলদ জল দিয়া দেহ  
ভিজাইয়া দেয়। রাধার সঙ্গে বিজুরীর তুলনা দেওয়া যায়  
না, কেননা উহাতে চোখ বাঁধিয়া যায়, চোখের কষ্ট হয়।



মরকত ও কনকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও রাধার তুলনা হয় না,  
কেননা উহারা কটিন, কঠোর আর ইহারা তনু, মন ও  
নয়নের পরম তৃপ্তিকর। কোন ঘটাওল—জ্ঞামের সঙ্গে  
গৌরীর প্রেম কে ঘটাইল ?

৩১৮

তিরোতা

কনকে কুহুম তোড়ি সব সখীগণ  
সরস সমর কর তাই।  
মারত বদন নেহারি কুহুম পুন  
সোহিত সব কর মাই।  
কোকিল সমরক কেলি।  
নয়ল কিশোরি কিশোর নয়লবর  
ললিতা সখীজন মেলি।  
মণিময় ভূষণ তহু অতি শোভন  
ঝন ঝন মঞ্জির বাজ।  
গোবিন্দদাস কহে রমণি-শিরোমণি  
জীতল মনমথরাজ।

ক. বি. ২০

সং ৩৫৭

শব্দার্থ—সখীরা ফুল ছোড়া ছুঁড়ি করিয়া সরস যুদ্ধ  
করিতেছেন। মারত বদন—মুখে ফুল ছুঁড়িয়া মারিল।  
নেহারি কুহুম পুন—সকলেরই হাতে কুহুম ফের শোভা  
পাইতেছে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—হেই মা!

৩১৯

চলল মন্দিরে নওল কিশোরি।  
হেরই হরিমুখ অলস বিলোচনে  
চেতন রতন চোরাওলি গোরি।  
ঝামর বদন জ্ঞাম ঘন চুধনে  
প্রাতর-মধুর শশধর কীতি।

চম্পক মাল ললিত করে বারই  
পরিমলে লুবধলা মধুর পাতি।  
বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত  
নখপদ-মণ্ডিত হৃদয় নিহারি।  
পীত বসনে চমকি তহু ঝাপই  
রস-আবেশে চলু চলই না পারি।  
লহ লহ হাসি সম্ভায়ই সহচরি  
সচকিত লোচনে দশদিক চাই।  
গোবিন্দদাস কহই জনি গুরুজন জাগব  
চলহ তুরিতে ঘর বাই।

সা প (১)—১৩০, ক. বি. ১১১  
বু ২২

সম্ভ ২০৭, তর ১০৯১, ২৭৫১  
কী ২০৫

পাঠান্তর—কী (১) চলিলহ; চললহি (তর)  
(২) বিলোচন (৩) ধূসর (৪) চলই নাহি পারি (৫) ঘরে।  
শব্দার্থ—চেতন রতন চোরাওলি গোরি—গৌরী  
হরির মুখ অলস দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার চেতনারূপ রত্ন  
চুরি করিয়া লইল। ললিত করে বারই—গৌরীর গলায়  
চাঁপার মালা, তাহার প্রতি লুকু হইয়া অমরের দল আসিয়া  
আক্রমণ করিতেছে, আর সে তাহার হৃদয় হাত দিয়া  
তাহাদিগকে বাধা দিতেছে (বারই)। নখপদ-মণ্ডিত  
হৃদয়—তাহার বুকে নখের চিহ্ন শোভা পাইতেছে। জনি  
গুরুজন জাগব—গুরুজন যেন না জাগে।

স্বরংদোতা

৩২০

ধানশী

মুখলী-মিলিত অধর নব পরব  
গাঁওত কত কত রাগ।  
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আরলৌ  
সহই না পারি বিরাগ।



মাধব তোহে কি শিখায়ব গান ।  
গৌরি আলাপি শ্রাম নট সঙ্কর  
তব তোহে বিদগ্ধ জান ।  
মুরলি ছোড়ি যব মধুর আলাপবি  
তেমর জন জনি জান ।  
কণ্ঠ হি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে  
যতি খণে হোত স্থান ।  
নিরঞ্জন জানি হৃদয়ে অবধারবি  
ঐছন গুণবতি ভাস ।  
গুণিজন-লাজ যৈছে নাহি হোয়ত  
কহতহি গোবিন্দদাস ।

সা. প. (১)—৭২, বাধা ৫৮  
গো ১৪, ক. বি. ৬৪

সমুদ্র ২১২, তরু ৩২১  
সা. ১১৪, ১১৭

পাঠান্তর—(১) আয়লু—সং (২) তুহ—তরু (৩) অহু  
—তরু (৪) কবহি নাহি হোয়ত—সং (৫) বদতহি—সং ।

ব্যাখ্যা—তোমার মুরলীসংযুক্ত নবপল্লবতুল্য অধর  
কত কত রাগ (রাগরাগিণী বা অমুরাগ) গাহিতেছে,  
তাই কুলবতী হইয়াও আমি ঘর ছাড়িয়া আসিলাম—  
কেননা আমি বিরাগ (ঐদাসীয়া অথবা রাগরাগিণীর  
ব্যতিক্রম) সহ করিতে পারি না । মাধব তোমাকে আর  
গান করা কি শিখাইব ? প্রথমে গৌরী রাগিণী আলাপ  
করিয়া পরে শ্রাম ও নটরাগ বিস্তার কর, তবে জানিব  
তুমি পণ্ডিত বটে ; অথবা হে নটবর শ্রাম, যখন তুমি  
গৌরীর (আমার) সহিত বসলাপ করিয়া সঙ্করণ বা  
চলাফেরা করিবে, তখন তোমাকে রসিক বলিয়া জানিব ।  
মুরলী ছাড়িয়া যখন মধুর রাগ আলাপ করিবে, তখন  
যেন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিতেন না পায় ; গলায় গলা  
মিলাইয়া দেখিব যতক্ষণ না হৃদয় হয় (তুমি আর  
আমি এক সঙ্গে গলায় গলা মিলাইয়া অব্যক্ত মধুর  
স্বরে গান অভ্যাস করিব, যতক্ষণ না গানটী হৃদয়-  
রূপে অভ্যাস হয় ।) গুণবতীর এইরূপ বাক্য নির্জনে  
মনে বুঝিয়া দেখিও যাহাতে গুণীজনের কাছে লজ্জা  
না পোত ।

৩২১

বরাড়ী

মনমথ-মকর ভরহি ভর-কাতর  
মনু মানস-কষ কাপ ।  
তুয়া হিয় হার-তটিনি তট কুচ-ঘট  
উছলি পড়ল দেই ঝাপ ।  
হৃন্দরি সধরু কুটিল কটাক্ষ ।  
কলসিক মীন বড়শি কিয়ে ভারসি  
এ অতি কঠিন বিপাক ।  
পুন দেই ঝাপ পড়ল যব আকুল  
নাতি-সরোবর মাহ ।  
তাহি বোমাবলি-ভুজগি-সদ ভয়ে  
ত্রিবি-বেনি অবগাহ ।  
তাহি ফিরত কত কতহ মনোরথ  
দৈবক গতি নাহি জান ।  
কিঙ্কি-জালে পড়ত ভেল সংশয়  
গোবিন্দদাস রস গান ।

সা. প. (১)—৮১, বৃ ১১  
বাধা ৬৮

তরু ৩২৩, কবদা ২১৭  
সমুদ্র ১১৪

পাঠান্তর—কবদা (১) তুয়া হিয়া (২) ঘট (৩) অব  
(৪) উহি (৫) দৈবকো (৬) যব ।

ব্যাখ্যা—মাধব শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—আমার  
চিত্তরূপ মন্ত্র (যব) মন্ত্রণের যে বাহন মকর তাহার ভয়ে  
কাপিতেছিল ; সেই অবস্থায় তোমার বৃকের হাররূপ  
নদীর তীরে কুচরূপ কলসী দেখিয়া উছলিয়া পড়িয়া বা  
উল্লসিত হইয়া তাহার মধ্যে জীবনরক্ষার জন্ত ঝাপ দিল ।  
হৃন্দরি ! এখন তোমার কুটিল কটাক্ষ সধরণ কর—  
আর উহা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই । যে মাছ  
কলসীর মধ্যেই ঢুকিয়াছে তাহাকে ধরিবার জন্ত আবার  
বড়শি ফেলিতেছ, এ ত বড় কঠিন বিপদ । তোমার  
কটাক্ষরূপ বড়শির ভয়ে আমার মনরূপ মীন আকুল  
হইয়া ফের তোমার নাতিসরোবরে ঝাপাইয়া পড়িল ।  
যেখানে আবার বোমাবলীরূপ মণিীর ভয়ে ত্রিবি-রূপ



সকৌর্ণ জলপ্রধালীর (বেদি) মধ্যে অবগাহন করিল। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কত কত ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু দৈবের গতি কে জানে? সেখানে আবার তোমার কটির কিঞ্চিলীকৃত জালে পড়িয়া তাহার জীবনসংশয় হইল। গোবিন্দদাস এই বসের গান করিতেছেন।

৩২২

শ্রী রাগ

মদন-কিরাত<sup>১</sup>-কুশুম-শর দাক্ষণ  
বৃন্দাবন-বন-মাক্ষ।  
তেজি আকুল হরি তোহারি শরণ করি  
পরিহরি পৌরুষ লাজ।  
এ ধনি তুয়া দিষ্টি অধির সন্ধান।  
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন-শর  
হানল হামারি পরাণ।  
তুহ<sup>২</sup> শরে জর জর জীবন অস্তর  
কীয়ে করব নাহি জান।  
নিজ যশ চাই বাই অব দেয়বি  
অধর সুধারস-পান।  
মণিময়-হার-তরঙ্গিণি-তীরহি  
কুচ-কনকচল-ছায়।  
ঐছে তপত জনে ওপতে<sup>৩</sup> রাখবি তব  
গোবিন্দদাস যশ গায়।

মা. প. (১)—৮০, রাগা ৩৭  
ক. বি. ৭৪২

তর ৩২৩ গ, সা ২৫, সিদ্ধান্ত-  
চন্দ্রোদয় ১৪১, অণবা ২২১০  
সমুদ্র ২১৮

পাঠান্তর—(১) সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে ‘মদন কিরাত’  
স্থলে ‘মদন কি বাত’ ছাপা হইয়াছে। (২) গোপতে—  
তর।

শব্দার্থ—কিরাত—ব্যাধ। অধির সন্ধান—অধির  
সন্ধান; একজনকে মারিতে আর একজনকে মারিয়া  
বধ।

ব্যাখ্যা—মদনরূপ ব্যাধের কুশুমশর বৃন্দাবনের বনের  
মধ্যে নিত্যন্ত দাক্ষণ বা ভীষণ। তাহাতে ব্যাকুল  
হইয়া আমি হরি আমার নিজের পৌরুষ গর্ভ ও  
লজা ত্যাগ করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।  
তুমি আশ্রিতকে বাঁচাইবার জন্য মদনকে তোমার  
কটাক্ষের দিয়া মারিতে উদ্যত হইলে; কিন্তু তোমার  
সন্ধান এখনও স্থির হয় নাই, তাই মন্থকে মারিতে  
যাইয়া আমারই প্রাণের উপর উহা হানিলে। এখন  
আমি মন্থের শরে ও তোমার শরে জর জর হইয়া  
মারা যাই। কি করিব জানি না। তুমি যদি নিজের  
বশ রক্ষা করিতে চাও তো তোমার অধর-সুধারস দিয়া  
আমাকে বাঁচাও। (তোমার বাণে যে আহত হইয়াছে  
তাহাকে বাঁচানো তো তোমারই কাজ।) আমাকে  
তোমার মণিময় হাররূপ নদীর তীরে তোমার কুচরূপ  
পর্পতের ছায়ায় গোপনে রাখিয়া এই বাণদন্ড জনকে  
বাঁচাইও—তাহা হইলে গোবিন্দদাস তোমার বশ ঘোষণা  
করিবে।

৩২৩

তথা রাগ

কনকলতা কিয়ে বিকশল পদ্মিনি  
কিয়ে মহি বিজুরি উজোর।  
কুহ-কুটিরে কিয়ে উয়ল হিমকর  
হেরইতে আয়লু<sup>১</sup> ভোর।  
হুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।  
কাজর-গবলহি ভবল নয়ন-শর  
হানলি অস্তর চীতে।  
তব অগেয়ানে কয়লি তুহ<sup>২</sup> ঐছন  
অব সুপুরুষ বধ জান।  
উচ কুচ-চুখক সরস পবন দেই  
উদঘাটহ দিষ্টি-বাণ।  
আশ-পাশ হাসি দরশায়দি  
কতিখনে রাখবি পরাণ।





বিঘটল সময় পালটি নাহি আয়ত

গোবিন্দদাস পরমাণ ।

সা. প. (১)—৮৩, ক. বি. ৬৪

তর ৬২৪, সমুদ্র ২১৪

এবা ২২৮৬, বৃ ১১

ব্যাখ্যা—এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া আসিলাম। স্বর্ণলতাতে কি পদ্মফুল ফুটিল? (স্বর্ণবাণী দেহলতাতে বদনকমল ফুটিয়াছে। তাহা আশ্চর্য; কেন না, পদ্ম পাকেই জন্মে)। কিথা ভূমিতে উজ্জল বিদ্যাতের বিকাশ হইয়াছে? (শ্রীরাধা মাটির উপর দিয়া চলিয়া বাইতেছেন, মনে হয় যেন বিদ্যা)। কিথা কুণ্ডকুটীরে চন্দ্র উঠিল? কিন্তু হৃন্দরি! তোমার চরিত্র ও ব্যবহার অদ্ভুত! আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে আসিলাম, আর তুমি কি না আমাকে তোমার কজ্জলরূপ বিধে পরিপূর্ণ নয়নধরে আমার মনে ও হৃদয়ে আঘাত করিলে? বোধ হয় তুমি অজ্ঞাতে (অগেয়ানে) বা না বুঝিয়া একরূপ করিয়াছ, কিন্তু এখন এই ভালমাহুষ যে মায়া যায়। তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে তোমার উচ্চ কুচরূপ চূষকের সরস স্পর্শ দিয়া তাহার বৃকে বেঁধা কটাক্ষবাণ বাহির করা। (চূষকের টানে লোহার শর বাহির হইয়া আসিবে)। তুমি হাসিয়া আশা দিয়াছ, কিন্তু শুধু আশায় কি হইবে? যে স্বযোগ চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। গোবিন্দদাস তাহার সাক্ষ্য দিতে পারে।

৩২৪

ধানশী

কানন কুহুম তোড়সি কাহে গোরি ।  
কুহুমহিঁ নিরমিত সব তহু তোরি ।  
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস' ।  
সৌরভে শ্রাম-ভ্রমর মিলু পাশ ।  
নয়নযুগল নীল উতপল জোর ।  
সহজে শোহায়ল' অবগক ওব ।

অপরূপ তিল-ফুল স্থললিত নাস ।

পরিমলে জ্বিতল অমর-তরু-বাস ॥

বাকুলি মিলিত অধর বাঁহা হাস' ।

মুকুলিত-কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥

সব তহু ফুটল চম্পক গোর ।

পানিক তল থল-কমল উজোর ॥

গোবিন্দদাস অতয়ে অহুমান ।

পূজহ পশুপতি নিজ তহু দান ॥

সা. প. (১)—৭২, ক. বি. ৬৩

তর ৬২২, সাং ২৪, সমুদ্র ২১২

রাধা ৬২, বৃ ১০

পাঠান্তর—সং—(১) আনন হেম-কমল পরকাশ

(২) শোহায়ল (৩) অধর বাকুলী মিলিত জেত হাস ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ফুল তুলিতে দেখিয়া বলিতেছেন—বাগানের ফুল তুলিয়া আবার তুমি কি করিবে? গোরি! তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তো ফুল দিয়া তৈয়ারী। তোমার মুখখানিতে সোনার কমলের কান্তি; তাহার হৃগন্ধে শ্রামরূপ ভ্রমর আসিয়া তোমার পাশে মিলিয়াছে। তোমার নয়নদ্বয় নীল উতপলের মত; তাহা আকর্ষণবিশ্বৃত, তাই মনে হয় যেন সহজ সৌন্দর্য্যে উহা কর্ণের প্রান্তদেশে নীলোতপল নামক কর্ণভূষণের দ্বায় শোভা পাইতেছে। তোমার নাসিকা অপূর্ণ তিল ফুলের দ্বায় হৃন্দর; তাহার সৌরভে পারিজাত হার মানে। তোমার অধরই বাকুলি ফুল। তাহার হাসিতে যেন মুকুলিত কুন্দ ও কুমুদ ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার সকল অঙ্গই ফুটন্ত চাপার দলের মতন গৌরবর্ণ। আর করতল যেন উজ্জল স্থলকমল। সেইজন্য গোবিন্দদাস অহুমান করিতেছে যে, তুমি তোমার নিজের দেহ দিয়া পশুপালক শিব বা কৃষ্ণকে পূজা কর।

৩২৫

ভূপালী

পতি অতি দুঃখমতি কুলবতী নারী ।  
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি ।



তৈ রূপ যৌবন একু নহ উন ।  
বিদগধ নাহ না হোয় বিনি পূণ ॥  
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ ।  
পূজব পশুপতি গোরি একন্ত ॥  
সহজে বধু-জন গতি-মতি-হীন ।  
ঘর সঞ্চে বাহির পন্থ না চীন ॥  
না মিলল কোই বনহি বন আন ।  
অহুসরি মুরলি আয়লো এহি ঠাম ॥  
আয়লো দূর পুরব নিজ সাধে ।  
একলি বোলি করহ জনি বাধে ॥  
তুহঁ যৈছে গোরি আরাধলি কান ।  
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ॥

সা. প. (১)—৭৪, ক. বি. ৬৫      তর ৬৩০, সমুদ্র ২১৮  
গো ১৫, রাণা ৫৯

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বাক্যের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-  
বিলাসে প্রবৃত্ত করিতেছেন। আমার স্বামী অতিশয়  
ছন্দিত, তবুও আমি কুলবতী নারী বলিয়া স্বামীর সেবা-  
রূপ ব্রত একেবারে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রূপে  
বা যৌবনে কম নই; কিন্তু আমার পুণ্যবল ছিল না  
বলিয়া আমার ভাগ্যে বসিক নাথ জুটে নাই। এইজন্য  
অর্থাৎ পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে আমি নির্জনে গৌরী ও  
পশুপতি (অথবা আমি গৌরী পশুপালক শ্রীকৃষ্ণকে  
পূজা করিব)। হরি আমাকে তুমি সেই নির্জন স্থানে  
বাইবার পথ দেখাইয়া দাও। আমি তো পথ চিনি না,  
কেমনা বধুজনেরা একে অল্পবুদ্ধি তাহাতে আবার তাহারা  
ঘর হইতে বাহির হয় না। শুধু বন আর বনের মাঝ দিয়া  
আসিলাম, তাই পথ জিজ্ঞাসা করার মতন কাহারও  
দেখা পাইলাম না; শুধু তোমার মুরলীর ধনি অহুসরণ  
করিয়া এখানে আসিলাম। এতদূর আসিলাম, কেননা  
নিজের সাধ পূর্ণ করিব (পূজা করিব ইহা বাহিরের কথা,  
ভিতরের অর্থ অঙ্গ)। তুমি যেন আমাকে একা দেখিয়া  
সেই পূজায় বাধা ঘটাইও না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন  
যে, হে গৌরি! তুমি শিবপূজার ছলে যে কানাইয়েরই  
পূজা করিয়াছ তাহার সাক্ষী আমি।

৩২৬

ইমন কল্যাণ

মকু মূখ বিমল-কমল-বর-পরিমল  
জানলু তুহঁ অতি ভোর ।  
স্বামিক নিয়ড়ে কতহঁ করু কলেবর  
না জানি কৈছে দিল তোব ।  
দূরে রহ জাম ভ্রমর-বর রায় ।  
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন  
জানি করহ অন্তরায় ।  
এতহঁ তিরাসে হোত যব আকুল  
কী কল মন্দিরে গুজ ।  
তাহি চলহ বাহা কুহুম বিধারল  
মঞ্জুল মাধবি-কুহ ।  
এতহঁ সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি  
কাহু চলল সেই ঠাম ।  
গোপ গোড়াব ভ্রমর বহ খোজত  
গোবিন্দদাস বস গান ॥

সা. প. (১)—৭৭      তর ৬৪৬, সমুদ্র ২১৭  
ক. বি. ৬৫  
বু ১০, গো ১৫  
রাণা ৬২

ব্যাখ্যা—একদিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ রাধার পতি-  
গৃহের নিকটে যাইয়া ভ্রমরের মতন গুঞ্জনধ্বনি করিয়া  
সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। তখনও রাধার স্বামী জাগিয়া  
আছেন। তাই রাধা কৌশলে যেন একটা ভ্রমরকে সন্ধান  
করিয়া মিলনের উপায় সঙ্কেতে বলিলেন। আমার মুখের  
স্বর্ণমুখকে তুমি মনে করিয়াছ বুদ্ধি হৃন্দর পদযাজের  
গন্ধ—নিশ্চয়ই তুমি মধুপানে মত্ত হইয়াছ বলিয়া এমন  
ভুল করিয়াছ। আমার কাছে স্বামী আছেন, তবুও  
এত কলরব করিতেছ; তোমার মনে কি আছে কে  
জানে? ওহে জামভ্রমর! দূরেই থাক। ঐরকম গুঞ্জন  
করিয়া আমার স্বামিসেবার বিষ করিও না। তুমি যদি  
তৃষ্ণায় এত আকুল হইয়াছ তো আমার বাড়ীতে গুঞ্জন  
করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সেইখানে চলিয়া যাও



যেখানে কুহুমাতীর্ণ হৃন্দর মাধবীকৃত আছে। ( সেখানে আমার জন্ম অপেক্ষা কর, আমি অযোগ্য পাইলেই আসিতেছি, ইহাই ধ্যান )। কামিনী (কামযুক্তা নারী) যখন এইরূপ সঙ্কেত করিল, তখন কানাই সেইখানে চলিলেন। আর রাধার স্বামী বেচারি নিতান্তই গ্রাম্য গোপ বলিয়া মনে করিল সত্যই বুঝি একটা ভ্রমর তাহার কাছাকাছি গুঞ্জন করিতেছে। তাই সে রাধার কথা শুনিয়া ভ্রমরের খোঁজ করিতে লাগিল। গোবিন্দদাস এই বঙ্গগান করিতেছেন।

**মন্তব্য**—এই হৃন্দর পদটি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দামীর উদ্ধব-সন্দেশের নিম্নলিখিত শ্লোকটির ভাব লইয়া লেখা :

মদন্ত্রাজ্ঞোরুহ-পরিমলোন্নত সেবাহবদে  
পত্ন্যঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুযে কিস্তরামমন্তরায়ম্ ।  
তৃষ্ণাভিহ্বঃ যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্ততদাগ্রে  
পুষ্পৈঃ পাণ্ডুছবিমবিরলৈর্ধাহি পুন্নাগকুঙ্কম্ ॥

৩২৭

তথা বাগ

পাপ চকোর                      চান বলি ধাওল<sup>১</sup>  
মধুকর কমলিনী তানে ।  
আচরে কাপি                      বদন তেই পুছিয়ে  
তোহে পরপুরুষ কি ঠামে<sup>২</sup> ॥  
মাধব মধু মনে এ বড়ি সন্দেহ ।  
কী ফল মনমথ                      বীদ্ধই অগজ<sup>৩</sup>  
কাঁহা পুন তাকর গেহ ॥  
বীদ্ধই যছু মন                      কি করই সো পুন  
কৈছে কুহুম শব জালা ।  
কৈছে যুড়াওব<sup>৪</sup>                      একহি না জানিয়ে  
জনি কহ মুগধিনী বালা ॥

সহচরি মেলি                      হাসি মুখ মোড়ই  
উত্তর না দেয়<sup>৫</sup> কোই ।  
গোবিন্দদাস                      মোহে উপদেশল  
অতয়ে সে পুছিয়ে তোয়<sup>৬</sup> ॥

স। প. (ক)—৭৫, বাধা ৩০  
গো ১৫, ক. বি. ৩৫

স। ১২১, অ ৭০

**পাঠান্তর**—অ—( ১ ) ধাবই ( ২ ) ঠানে ( ৩ )  
কী ফল অগ-মন মনমথ বিজয়ে ( ৪ ) জুড়াবত ( ৫ )  
দেওই ( ৬ ) অতয়ে পুছউ তোই ।

**ব্যাখ্যা**—মাধব ! তুমি পরপুরুষ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ) ;  
তাই তোমার কাছে সন্দেহ নিরসনের জন্ত মুখে কাপড়  
দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ( তুমি পরপুরুষ তাই তোমার  
কাছে মুখ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি )—পাপ চকোর  
চাঁদের জন্ত ধায় কেন ? ভ্রমরই বা কমলিনীর জন্ত ছুটে  
কেন ? মনমথ অগতের লোকদের বিদ্ধ করে কেন ?  
সেই মনমথ থাকে কোথায় ? যার মন সে বিদ্ধ করে সেই  
বা কি করে ? লোক যে কুহুমশরজালা বলে সেটাই বা  
কি রূপ ? সে জালা জুড়াইবারই বা উপায় কি ? ( এইটাই  
আসল প্রশ্ন—আর সব ইহার ভূমিকা । ) এই কথা জিজ্ঞাসা  
করিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে যেন বোকা মেয়ে বলিও  
না । সখীরা হাসিয়া মুখ ফিরাইল, কেহই উত্তর দিল না ।  
গোবিন্দদাস আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাই তোমাকে  
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । কবিই যেন শ্রীরাধাকে  
বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া  
এস যে, কুহুমশরের জালা মিটাইবার উপায় কি ?

৩২৮

মুগধিনি নারী মান না জানয়ে  
না জানয়ে স্বরত বিলাস ।  
কেবল তৌহারি পিরিতি রস লালসে  
মিলল পহিল সম্ভাষ ॥



মাধব ! তোহে কি বুঝিয়ে হেন রীত ।  
 বিনি দোষে বাণী কাহে উপেখলি  
 না বুঝিয়ে তোহা বি পিরিত ॥  
 আঁচর বদনে দেই বিতিলে বৈঠই  
 বচন কহিতে নাহি জানে ।  
 মালতি ভ্রমর মিলন নহি হেরসি  
 মাতসি নলিনী মধু পানে ॥  
 নব রস বন্ধ তাহে শিখাওবি  
 পিরিতি করবি নিরঘাস ।  
 গোবিন্দদাস ভণি<sup>১</sup> রসিক শিরোমণি  
 মিলল রাইক পাশ ॥

রসমঞ্জরী পৃষ্ঠা ১৮

অ ৩৭৫

মন্তব্য—সখী মুখা নাগিকাকে মাধবের হাতে সমর্পণ  
 করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন ।

পাঠান্তর—গোপালদাস ভণ—অ

৩৩০

গাঙ্গার

কালিয়-দমন ভগতে তুয়া ঘোষই  
 সহচরি শুনইতে কাণে ।  
 তুয়া সঞ্চে বাদ করিয়া ধনি আওত  
 মনমথ চড়ই ঝাপানে ॥  
 মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি ।  
 ত্রিবলিক মাঝে লোম-ভুজগিনী  
 হেরইতে তুই জনি ভাগি ॥  
 নয়ন-কমলপর হুঁগল-ভুজগবর  
 কাজর-গবল উগারি ।  
 মদন-ধনন্তরি আপে যব আওব  
 সো বিধ তবহি না সারি ॥  
 বেণি-ভুজগবর পিঠপর দোলত  
 চিরদিন ভূখিল পিয়ারে ।  
 শুনইতে নাগ-দমন-তনু কম্পিত  
 কহতহি গোবিন্দদাসে ॥

ক. বি. ৭৭ এবং ২০৮৪  
 রাধা ৬৪

তক্ত ১০৫২

৩২৯

যমুনাক তীর বন বানীবকুড় ।  
 পুলকিত তরুবর কিশলয় পুত ।  
 মাধব বিদগধ রায় ।  
 মধু মন উলসিত তহি পরি ধায় ॥  
 আকুল নাগর বসল সোই ঠাম ।  
 পুরল সুন্দরি মনোবধ কাম ।  
 ক্ষণে বাহু ধবাধরি ক্ষণে কর কোর ।  
 কুজ হেরি মাতল তুই মন ভোর ॥  
 অবলা চরিত নাহ ভাল জানি ।  
 গোবিন্দদাস ছুহক গুণ গান ॥

রসমঞ্জরী পৃষ্ঠা ২০

শঙ্কার্থ—বানীবকুড়—বেতদকুড় ।

ব্যাখ্যা—সেকালে মাচার উপর চড়িয়া সাপুড়েরা  
 পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে বিদ্যাক্ত সাপের  
 খেলা দেখাইত তাহাকে “ঝাপান চড়া” বলিত । সখী  
 রাধাকৃষ্ণের সন্তোগের সহিত ঝাপান চড়ার তুলনা করিয়া  
 বলিতেছেন—তুমি কালিয়দাসকে দমন করিয়াছ এই  
 তোমার খ্যাতি শুনিয়া আমাদের সখী শ্রীরাধা মন্থখের  
 ঝাপানে চড়িয়া তোমার সহিত লড়িতে আসিয়াছেন ।  
 সেইজন্য মাধব তোমাকে বলিতেছি শুন আমাদের সখীর  
 ত্রিবলীর মাঝে যে লোমরূপ সর্পিণী আছে তাহা দেখিয়াই  
 যেন তুমি পালাইও না । তাহার পদ্মলোচনের উপর তুই  
 ক্র যেন তুই শ্রেষ্ঠ সাপ ; তাহার কজলরূপ গবল বমন  
 করিয়াছে । সে বিধ সবানো তোমার তো কণ্ঠ নহেই,  
 মদন ধনন্তরিরও নহে । রাধার কাছে আর এক সাপ  
 আছে তাহার বেণী ; তাহা তাহার পিঠের উপর দোলে ;



উহা অনেকদিন ধরিয়া জুখাওঁ ও পিপাসিত আছে। এই  
সব কথা শুনিয়া নাগদমনকারী কৃষ্ণের দেহ কাঁপিতে  
লাগিল (ভয়ে না কামে?) গোবিন্দদাস ইহা বলেন।

৩৩২

শ্রী রাগ

৩৩১

তথা রাগ

রাইক আগমন বাত ।  
শুনইতে উলসিত গাত ॥  
তাঁহে কহই নব-কাম ।  
নাগ-দমন মনু নাম ॥  
খগপতি বহু মনু পাশ ।  
সবহু সে করব গরাস ॥  
বিকট মকর পুন হোয় ।  
এক না রাখব সোয় ॥  
দৈব করয়ে যব আন ।  
দংশয়ে হামারি বয়ান ॥  
বসনা-ধনস্তরি আগে ।  
তহি পুন অমিয়া লাগাবে ॥  
নিরবিধ হোয়ব তায় ।  
জীতব এ হিত উপায় ॥  
এত শুনি সহচরি গেল ।  
গোবিন্দ অহুমতি দেল ॥

ক. বি. ৭৭

তরু ১০৫৩

শব্দার্থ—আগের পদটির উত্তরে কৃষ্ণ এটি বলিতেছেন।  
উলসিত গাত—দেহ উলসিত হইল। নাগদমন—কালিয়  
সর্পকে দমন করিয়া নাগদমন নাম হইয়াছে। খগপতি  
—গরুড়, সর্পের শত্রু। বিকট মকর—কুণ্ডলরূপ মকর।  
সেই মকর রাধার সব সাপ খাইয়া ফেলিবে। বসনা-  
ধনস্তরি—রাধার বসনারূপ ধনস্তরি অমিয়া লাগাইয়া বিষ  
নষ্ট করিয়া দিবে।

অধর-সুধা-রসে লুবধক মানস  
তহু পরিব্রজণ চাহ ।  
মুখ-অবলোকনে অনিমিত্ত-লোচনে  
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥  
দেখি সখি রাধা-মাধব-প্রেম ।  
হুলহ রতন জহু দরশন মানই  
পরশন গাঠিক হেম ॥  
আনন্দ-মীরে নয়ন যব কাঁপয়ে  
তবহি পমারিতে বাহ ।  
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন  
স্বরত-জলধি অবগাহ ॥  
মধুরিম হাস-সুধা-রস বরিখণে  
গদগদ রোধয়ে ভাব ।  
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১৭

তরু ১০৮৮, সমুদ্র ৩৮৩

ব্যাখ্যা—অস্তরের গভীর প্রেম কামতৃষ্ণাকে পরাকৃত  
করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন যে, ত্রীকৃষ্ণ অধর-সুধা  
পান করিয়া লুব্ধ হইয়া দেহালিঙ্গন চাহেন বটে, কিন্তু  
শ্রীরাধার মুখের পানে চাহিতেই তাঁহার নয়ন একেবারে  
নিমেষ কেলিতে ভুলিয়া যায়। এমন করিয়া শুধু  
তাকাইয়া থাকিলে কাব্য (সন্তোগ) নির্বাহ হইবে  
কিভাবে? সখি, রাধামাধবের অপূর্ণ প্রেম দেখি। গাটে  
সোনার স্পর্শ পাওয়া সত্ত্বেও হুল্লুভ রত্নের যেন দেখা  
পাইয়াছে একপভাবে তাকাইয়া আছে। (হাতের কাছেই  
সন্তোগের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শুধু পরস্পরের প্রতি  
দেখিতে থাকা কেন?) দেখিতে দেখিতে আনন্দাশ্রতে  
নয়ন ভরিয়া আসে, চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন  
যেন বাহু বাড়াইয়া ছুঁইতে চায়। ছোঁয়ামাত্র উভয়েই  
সাবিক ভাবাবেগে কাঁপিতে থাকে। ইহারা সন্তোগের  
সমুদ্রে অবগাহন করিবে কিভাবে? মধুর হাস্যসুধারসের





বর্ষণে এমন গদগদ হইয়া পড়ে যে, বাক্যস্মরণ হয় না।  
রতি-সন্তোগ অপেক্ষা চিরদিনের একরূপ মিলন লাগুণ  
ভাল গোবিন্দদাস বলেন।

৩৩৩

কেদার

আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কাহ্ন।  
আধ-কপালে শশী আধ-ভালে ভাহ্ন।  
আধ-গলে গজ-মোতি আধ বন-মালা।  
আধ নব গৌর-তনু আধ চিকণ কালা।  
আধ-অঙ্গে পীতবাস আধ নীল সাড়ি।  
আধ-ভুজে বলয়া আধ-ভুজে নীল চুড়ি।  
আধ-অঙ্গে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাহ্ন।  
গোবিন্দ কহে চান্দ গরাসল বাহ্ন ॥

ক. বি. ৮৪ এবং ৯৫

অ. ৭৩

পাঠান্তর—(১) ইহার পরে পণ্ডিত বাবাজীর পুথিতে  
অতিরিক্ত—

(১) আধ শিরে শোভে চূড়া আধ শিরে বেণী।  
আধ গৌর তনু আধ নীলমণি ॥

৩৩৪

সই বড়ই লাগল বন্দ।  
ইন্দু কুমুদ মেহ বিজুরি  
চকোর ভ্রমরবন্ধ ॥  
সই দেখিতে লাগয়ে সাধ।  
ভাহ্ন তিমির গরুড় শাপিনী  
নীলবরণে চাঁদ ॥  
সই কি আর কহব কথা।  
শুক বিশ্ব চোরহি রহল  
এসব জোরক ধাতা ॥

সই দেখত এসব মেলি।  
নাগর নাগরি রসের সাগরি  
করব অস্থপ কেলি ॥  
সই করহি রুচির রাস।  
মদন ধনুটি লই পাঁচবাণ  
কহই গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৪০৭

শব্দার্থ—ইন্দু কুমুদ ইত্যাদি—চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদিনীর,  
মেঘের সঙ্গে বিজুতের, চকোর ও চাঁদের, কমল ও ভ্রমরের  
মিলন দেখিতে ইচ্ছা করে।

৩৩৫

রতিরণ তুমুল পুলককুল সফুল  
ঘন মঞ্জীর বোল।  
নিজমদে মদন পরাভব মানল  
কুণ্ডল গুণ হিলোল ॥  
অস্থখন কদণ কিস্কিনী স্বকর  
রতিজয় মঙ্গল তুর।  
মনমথ কে ও মকরগতি আওত  
গোবিন্দদাস কহ তুর ॥

গোবর্দ্ধনের পুথি ২৩

৩৩৬

দুহজন যহি বন কোতুক মাজি।  
নাগর সমুখ সমরশরে বাজি ॥  
ঢলি পড়ল যব অচেতন হোই।  
মনমথে কাড়ি জিয়ায়ল রাই ॥  
দুহজন সারি উঠল যব তাই।  
বিন বাদ কিস্কিনী সব দশ মাই ॥



ছহ জন করে ধরি যমুনাক তীর ।  
 নাহি উঠল ছহ মুছত নীর ॥  
 সখিগণ বসন জোগায়ল পাশ ।  
 পহিরল ছহজন নিজ নিজ বাস ॥  
 বৃন্দা নানা উপহার আনি দিল ।  
 হরষিতে ছহ বসি ভোজন কেল ॥  
 আচমন করি ছহ তাগুল নেল ।  
 প্রণমিয়ে স্থন্দরি সখি সঙ্গে গেল ॥  
 সখাসঙ্গে মিলল নাগর যাই ।  
 নিজগৃহে প্রবেশল সখি সঙ্গে রাই ॥  
 নিজালয়ে বৈঠল আসন পাশ ।  
 চরণ সেবন কর গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২২০

৩৩৭

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চল মাধব  
 রাধা মিলনকী আশ ।

অঙ্গ অনঙ্গ বসে প্রেম পুলক তেল  
 মনমথ তহু পরকাশ ॥  
 কেলি কদম্ব নিভৃত নিকুঞ্জ  
 তহি চিনহতে নাগর রাজ ॥  
 রাইক প্রেমহি সোঙরিতে সো হরি  
 মুরছি পড়ল তহি মাঝ ॥  
 বহুত বতন করি তবহ সহচরি  
 চেতন করায়লি কান ॥  
 আচরে পবন নিরঘিতে অপক্লপ  
 নাগর হরল গেয়ান ॥  
 শ্রাম অবশ দেখি সোই কুঞ্জে রাখি  
 রাধা মন্দিরে গেল ॥  
 গোবিন্দদাস ভন বাই অচেতন  
 সহচরি অন্তরে শেল ॥

ক. বি. ৫১১

মন্তব্য—প্রেমের আবেশে একদিকে নায়ক-শিরোমণি  
 শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা মুচ্ছিত হইয়া  
 রহেন ; পরস্পরের দৈহিক মিলন সম্ভব হয় না ।

৩৩৮

কেদার

গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান ।  
 সময় জানি ধনি কয়ল পয়ান ॥  
 নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বর কান ।  
 দারুণ মদন পাওল সমাধান ॥  
 ছহ অধরামৃত ছহ করু পান ।  
 চাদ চকোর জহু মিলল নয়ান ॥  
 তহু তহু মীলল পরাণে পরাণ ।  
 গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান ॥

ক. বি. ১১০

তঙ্ক ২৮১৪, কী ২১৪

৩৩৯

নিরমল বাতি বৈঠল ছহ জন  
 মোছই ছহ মুখচন্দ ।  
 ছহজন বদনে তাগুল ছহ দেয়ল  
 বসন চুলায়ত মন্দ ॥  
 ছহ মুখ ছহ রহি চাই ।  
 আঁহা মরি বলিয়া বদন ঘন চূপই  
 ছহ ছহ তহু বিলুঠাই ॥  
 নীলপীত বসনে শোভিত তেল ছহ তহু  
 মণিময় আভরণ সাজ ॥  
 যৈছন রসিক রমণী রস-নাগরী  
 তৈছন বিদগধ-রাজ ॥



কতছ' যতন করি      বিহি নিরমায়ল  
ছহু তম্বু একই পরাণ ।  
বিকশিত কুহুম      শোভিত নব পল্লব  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

বহু ৪৫০

৩৪০

ও নব নাগর      রসের আগর  
আগোর সকল গুণে ।  
সো সব চরিত      আদর পিরীত  
কুরিয়া মরি যে মনে ॥

পিরীতি বল      কত না ছল  
সে কি নাশে আকুতি সাধে ।

মান নাশিয়া      মধুর ভাষিয়া  
হাসিয়া মরম বাঁধে ॥

সে মোর কোলেতে      করিয়া ভাবিয়া  
বধনে বদন দিয়া ।

মধুর চুখিয়া      বিধু বিড়খিয়া  
পরাণ লইল পিয়া ॥

...      ...      ...      ...  
...      ...      ...      ...

ও দিটি চাতুরী      মুখের মাধুরী  
লহরী কত বা আর ।

এ স্থখ শুনিতে      কুরিয়া মরয়ে  
দাস গোবিন্দ ছার ॥

বঙ্গদর্শন ১০১৭, অগ্রহায়ণ

৩৪১

কামোদ

করতলে কুহুমে      সো মুখ মাজল  
অলক তিলক লিখি ভোর ।  
মজল বিলোচন      ঘন ঘন হেরইতে  
ভাখই গদগদ বোল ॥

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই ।

লোচন ওত      করত নাহি মাধব  
নিশি দিশি রস অবগাই ॥

লোচন-বজ্রন      অঙ্কনে বজ্রই  
নব কুবলয় শ্রুতি-মূলে ।

অতসী-কুহুম গৌরী      ললিত হৃদয়ে ধরি  
কৃপণ হেম সমতুলে ॥

যাবক চিত্র      চরণ পর লেখই  
মদন-পরাজয় পাতি ।

গোবিন্দদাস      কহই ভেল কাছকে  
লিপইতে আরকত ভাতি ॥

সা. প. (১)—২৮০

অপদা ১৭১০, কী ১২৭

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সাজাইতেছেন ।

শব্দার্থ—ভাখই—কহে । লোচন ওত—চোখের  
আড়াল । রস অবগাই—প্রেমরসে অবগাহন করিয়া ।  
অতসী-কুহুম—তিসি বা মসিনার নীল ফুল ; অতসী  
কুহুমের মতন বং যাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ । গৌরী ললিত  
হৃদয়ে ধরি—গৌরীকে হৃদয়ের বুকে রাখিয়া । যাবক চিত্র  
—আলতা দিয়া আঁকা ছবি । মদন-পরাজয় পাতি—মদন  
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লিখিত পত্র ।

৩৪২

কামোদ

ধনীমুখ পঙ্কজ      কুহুমে মাজই  
বিদগদ বর কান ।

বচইতে সিন্দূর      গরগর অন্তর  
অকরে করে নহান ॥

দেখ শখি রাধামাধব মেলি ।

ছহু স্থখ-সাগরে      আনন্দে ভাসল  
ছহু রসে নিমগন তেলি ॥



বয়ন কঠোর                      জোর কুচমণ্ডল  
পদে বিদগ্ধি মাজ ।  
মুগমদ খচিত                      অঙ্গরু করু পরব  
মুগধল মনসিজরাজ ॥  
আনন্দনীর                      নয়ন ভরি আয়ত  
কাঁচলি করি নিরমাণ ।  
নীলবসন মণি                      তছু পরি কিঞ্চিণী  
হেরইতে হরল গেয়ান ॥  
মঞ্জুল মঞ্জীর                      চরণ পর রঞ্জই  
মকুর ধর নিজ পাশ ।  
নিজ তহু হেরি                      হাসি তোহে সৌপল  
হেরল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১০৪৮

**মন্তব্য**—শ্রীরাধাকে বিদায় দিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া দিতেছেন। এক একটি অঙ্গে সাজ করা হয়, আর বিদায়ের কাল ঘনাইয়া আসিতেছে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু সজল হইয়া উঠে।

## অভিসার

৩৪৩

শ্রী রাগ

কুক্কিত-কেশিনি                      নিরুপম-বেশিনি  
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে ।  
অধর স্বরঙ্গিণি                      অঙ্গ তরঙ্গিণি-  
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥  
হৃন্দরী রাধে আওয়ে বনী ।  
ব্রজ রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥  
কুঞ্জর-গামিনি                      মোতিম দামিনি  
দামিনি চমক-নেহারিনি রে ।  
অভরন-ধারিনি                      নব অভিসারিনি  
গ্রামর-সুন্দর-বিহারিনি রে ॥

নব অহরাগিনি                      অখিল-মোহাগিনি  
পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে ।  
রাস-বিলাসিনি                      হাস-বিকাসিনি  
গোবিন্দদাস চিতশোহিনি রে ॥

সাঁ. প. (১)—৪২, ক. বি. ৩৭৩  
রাধা—৩৩, গো ১০

তক ২৭০, কী ২৭, সমুদ ২২০

**পাঠান্তর**—ক. বি. পুথিতে আরম্ভ :

হৃন্দরী রাধে আওয়ে বনি ।  
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি ॥  
কুঞ্জর-গামিনী ইত্যাদি ।

বৈষ্ণবপদলহরীতে আরম্ভ—হৃন্দরী রাধা আওয়ে বনি ।

**শব্দার্থ**—কুক্কিত-কেশিনি ইত্যাদি—শ্রীরাধার কেশ কুক্কিত, তাঁহার বেশের তুলনা নাই, তিনি রসের আবেশে পরিপূর্ণা, উৎকণ্ঠ ভঙ্গীকারিণী, তাঁহার অধর লাল টুকটুকে, প্রতি অঙ্গে কান্তির তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে যেন; আর তাঁহার সঙ্গে আছে নব-যৌবনা বিলাসিনীরা। হৃন্দরী রাধা সাজিয়া আসিলেন ( আওয়ে বনী )। কুঞ্জর-গামিনি ইত্যাদি—গজরাজের মতন তাঁহার চলনভঙ্গী, মতির মালা ( দাম ) তাঁহার গলায়, তাঁহার নয়নে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে—পঞ্চম স্বর ( 'পা' স্বর ) প্রীতি ও আনন্দের উদ্দীপক; শ্রীরাধা পঞ্চম রাগিণীর স্তায় মোহিনী। শোহিনি—শোভিনী।

৩৪৪

ভূপালী

'পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ ।  
চৌদিশে হিম হিমকর কর বন্দ' ॥  
মন্দিরে রহত সবহু তহু কাঁপি ।  
জগজন শয়নে নয়ন রহ খাঁপি ।  
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই ।  
এছে সময়ে অভিসারল বাই ॥

বৈষ্ণবপদলহরী



পরিহরি তৈছন স্বথময় শেজ ।  
উচ কুচ-কণ্ঠক ভরমহি তেজ ।  
ধবলিম এক বসনে তহু গোই ।  
চললিহ কুণ্ডে লখই নাহি কোই ।  
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই ।  
কণ্টক বাটে কতিহ নাহি টলই ।  
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ ।  
কিয়ে বিধিনি যাহা নূতন নেহ ।

সা. প. (১)—১৭৫

তরু ৩২৩, কী ২১৮, সমুদ্র ১০৮

ক. বি. ৭০ এবং ৭৮

**পাঠান্তর**—রাধামোহন ঠাকুর স্বয়ং পাঠ ধরিয়াছেন—  
—‘চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ’ কিন্তু টিকায় পাঠান্তর  
ধরিয়াছেন—‘চৌদিশে হিমকর কর হিমবন্ধ ।’

**মন্তব্য**—পৌষমাসে জ্যোৎস্নাতিসারিকা শ্রীরাধিকার  
বর্ণনা । পৌষমাসের রাত্রি, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে ।  
হিমকর যে চন্দ্র ( আজ সার্থকনামা ) সে চারিদিকে যেন  
হিমকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । ঘরে বসিয়া থাকিলেও  
সকলের দেহ কাঁপে ; পৃথিবীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে,  
চক্ষু বদ্ধ করিয়া আছে । সখি, এমন সময়ে রাধা অভিসারে  
বাহির হইল দেখিয়া আমার আশ্চর্য লাগিতেছে । গরম  
স্বথময় শয্যা ত্যাগ করিয়া, ভুল করিয়া স্ব-উচ্চ স্তনের  
কাঁচুলি ছাড়িয়া একখানি মাত্র সাদা কাপড়ে দেহ  
ঢাকিয়া কুণ্ডে চলিল । ( জ্যোৎস্নারাত্রি সাদা কাপড়ে গা  
ঢাকিলে লোকে বুঝিতে পারিবে না ) । কেহ তাহাকে  
দেখিতে পাইল না । তাহার কোমল চরণ তুষারে দলিত  
হয় না, কাঁটা-বিছানো পথে তাহার পা একটুও টলে না ।  
যেখানে নূতন অহরাগ সেখানে কি আর কেউ বিয়ের  
দ্বারা প্রতিহত হয় ?

৩৪৫

কেদার

হিমঝল-যামিনি যামুন তীর ।

তরল লতা-কুল কুঞ্জকুটীর ।

তহিঁ তহু ধির নহে তুহিন সমীর ।  
কৈছে বকব স্তন শ্রাম-শরীর ।  
ধনি তুহঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ ।  
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরিঁ গেহ ।  
কুলবতি-গৌরব কঠিন কপাট ।  
গুরুজন-নয়ন সঙ্কটক বাট ।  
কো জানে এতহঁ বিধিনি অবগাই ।  
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই ।  
ইথে যো পূর্বব হুহঁ মনকাম ।  
তাকব চরণে হামারি পরণাম ।  
গোবিন্দদাস তবহঁ ধরি জাগ ।  
কাহে নাহি জিনয়ে নব অহরাগ ।

সা. প. (১)—১৮০, ক. বি. ৩১

তরু ৩৩৭, কী ২১৮

৭২

**পাঠান্তর**—(১) পরিহর—তরু (২) তুহঁ জনি তেজহ  
নব অহরাগ—তরু ।

**ব্যাখ্যা**—শীতের সময়কার রাত্রি । যমুনার তীরের  
কুঞ্জকুটীরের লতাসমূহও যেন শিশির পড়ার কলে তরল  
হইয়া গিয়াছে । এই পরিবেশের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া  
বহিতেছে, তাহাতে শরীর স্থির থাকিতেছে না । এমন কাল  
কেমন করিয়া কাটাইব, হে জামশরীর ! ধন্য তুমি মাধব,  
ধন্য তোমার প্রেম, যে প্রেমের আকর্ষণে এমন রাত্রি হৃন্দরী  
তাহার গৃহ ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছে । সেও  
ধন্য ধন্য । বাড়ীর কঠিন দরজা অথবা পথের কাঁটাকে সে  
গ্রাহ্য করে না ; কুলবতীর কুলগৌরব ও গুরুজনের সতর্ক-  
দৃষ্টিকোণ বাধাকেও সে কপাট ও কণ্টকের মতনই অগ্রাহ্য  
করে । কে ভাবিয়াছিল যে, এত বিয় কাটাইয়া এমন  
সময় রাই তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে ? এমন  
শীতের সময় যে দুইজনের মনকামনা পূর্ণ করিতে পারিবে  
তাহার চরণে আমার নমস্কার । গোবিন্দদাস সেই হইতে  
জাগিয়া আছে । নব অহরাগ সকল বাধা পরাজিত  
করিবে না কেন ?



১৭৮

কামোদ । কানড়া  
(অথরে ডব্বর ভরু নব মেহ ।  
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥  
অস্তরে উয়ল শ্রামর ইন্দু ।  
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু ॥  
অব জনি সজনী করহ বিচার ।  
শুভ খন ভেল পহিল অভিসার ॥  
মুগমদে তহু অহলেপহ মোর ।  
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥  
কী ফল উচ-কুচ-কঙ্ক-ভার ।  
ছুর কর সোতিনি মোতিম-হার ॥  
তুহু সখি দেখহ দেহলি লাগি ।  
গুরুজন অবহু দুমল কিয় জাগি ॥  
চলইতে দীপ ভরম জনি হোয় ।  
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥

সি. প. (১)—১৩৬  
ক. বি. ৩২  
বু. ২৭, রাধা ১১৮

৩৪৬, ১৮৬, কী ১৮৬  
নম্বর ১৪৩

শকার্থ—অথরে—আকাশে । ডব্বর—সমূহ (মেঘদল) ।  
উয়ল—উদিত হইল । দেখহ দেহলি লাগি—বাড়ীর  
দেউড়িতে যাইয়া দেখ ।

ব্যাখ্যা—বর্ণায় তিমিরাভিসারে যাইতে প্রস্তুত হইয়া  
রাধা বলিতেছেন—আকাশ নূতন মেঘের দলে আচ্ছন্ন  
হইল । বাহিরে এমন অন্ধকার যে, নিজের দেহও দেখা  
যায় না । কিন্তু অস্তরে যে শ্রামটাদের উদয় হইল । তাঁদের  
উদয়ে সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠে এতো জানা কথা ;  
তাই আমার মনপ্রকৃতি সিন্ধু উছল হইয়া উঠায় তরঙ্গভঙ্গের  
বেগ যেন আমাকে সামনে অভিসারে যাইবার জন্ত  
ঠেলিয়া দিতেছে । এখন যেন সখী আবার যাওয়া সম্ভব  
হইবে কিনা এসব বিচার করিতে বসিও না । এখন প্রথম  
অভিসারে যাইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে । ( আধারে  
এখন কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না ; আর দেখিবেই  
বা কে ? এমন ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া পথে কি

আর কেউ আছে ? ) তথাপি কৃষ্ণবর্ণ মুগমদ কতুরীতে  
আমার দেহ অত্বরজিত কর । ( আমার গৌরবর্ণ যাহাতে  
ঢাকা পড়ে ; আর মুগমদের গুণ হইতেছে দয়িতের  
কামবর্জন করা । ) তার উপর নীল সাড়ী পরাইয়া দাও ।  
আবার কাঁচুলি পরাইতে যাইতেছ কেন ? একেই তো  
উচ্চকুচের ভারে যাইতে বিলম্ব হইবে, আবার ভারবৃদ্ধি  
কর কেন ? না, না, সখি, মোতির মালা পরাইও না ; ( ও  
যে আমার সতীন হইয়া কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করিবে,  
আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না ; আমার দেহ ও  
আমার প্রিয়তমের মধ্যে কোন কিছু যেন আবরণ না  
থাকে ) । সখি ! একবার ঘর হইতে দেউড়ী পর্য্যন্ত যাইতে  
যাইতে চারিদিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া এস তো  
এখন গুরুজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কি জাগিয়া আছেন ।  
গোবিন্দদাস দেখিলেন যে, একে আধার রাত্রি, তাহাতে  
আবার শ্রীরাধা বড়ই উতলা হইয়াছেন । ইহাতে দিগ্ভ্রম  
হইবার আশঙ্কা আছে ; তাই তিনি গোপনে গোপনে  
তাঁহার সঙ্গে চলিলেন ।

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| কঙ্কচরণযুগ                             | যাবক-বরুণ                 |
| খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জির বাজে <sup>১</sup> । |                           |
| নীল বসন মণি-                           | কিংকিনি-রণরনি             |
| কুঞ্জর-গমন-দমন <sup>২</sup> খিন মাঝে ॥ |                           |
| সাজলি শ্রাম-বিনোদিনী রাধে ।            |                           |
| সদ্বহি রত্ন                            | তরঙ্গিনী রঙ্গিনী          |
| মদনমোহন মনমোহিনী ছান্দে <sup>৩</sup> ॥ |                           |
| কনট-কটোর-                              | চোর <sup>৪</sup> কুচকোরক- |
| জোরে উজোরল মোতিমদাম ।                  |                           |
| ভূজযুগ ধীর                             | বিজুনি পরি মণিময়         |
| কঙ্কণ বানকিতে চমকিত কাম ॥              |                           |



মধুরিম হাস স্বধারস নিরমন<sup>১</sup>  
দশন জ্যোতি জ্বিতি মোতিম কাঁতি ।  
জুতগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল  
দশদিশ ভরল কুহুম<sup>২</sup> শরপাতি ॥  
ঝাপল কবরি ভালে অলকাবলি<sup>৩</sup>  
ভাউ ধহুয়া মনমথ সেবি<sup>৪</sup> ।  
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবদারল  
মুরত শিন্দার দেবি অধিদেবি<sup>৫</sup> ॥

মল্লার বাগ

কী করব মুগমদ লেপন তোর<sup>১</sup> ।  
কী কল পহিরবি নীল নিচোর<sup>২</sup> ॥  
শরদ-চান্দ-মুখি এ তুয়া হাস ।  
বিঘটল তিমির ভেল পরকাশ ॥  
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ ।  
যব অভিসারবি হরিক উদেশ ॥  
আচরে ঝাপউ আনন চন্দ ।  
দূর কর কামিনী কিঙ্কণ বন্ধ<sup>৩</sup> ॥  
নুপুর-মুখ ভরি তুলক পুঞ্জ ।  
মত্তরগতি চলু কেলি-নিকুঞ্জ ॥  
চলইতে চৌকি নগরপুর মাঝ ।  
জনি মণিকন্দন কিঙ্কিনিবাজ ॥  
তিমির পহু<sup>৪</sup> যব হোত সন্দেহ ।  
গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ ॥

সা. প. (১)-৫০  
ক. বি. ৭২  
রাধা ৩৮, গো ১১

কর্ণমা ১০৩, সমুদ্র ৪৩২  
তরু ১০৩৭  
সং ৩৫৭, কী ১০০

পাঠান্তর—(১) বাজ (২) কুঞ্জর দমন গমন—তরু ও  
রাধামোহনদ্রুত পাঠান্তর (৩) রাধামোহনদ্রুত পাঠান্তর—  
অনন্দ হি অন্দ্র অনন্দ তরঙ্গিম, কোটি মদন মনোমোহিনী  
ছান্দে (৪) জোব—সং (৫) পরিমল—সং (৬) নয়ন—তরু  
(৭) তিলকাবলি—সং (৮) ভাউ ধহুয়া জহু মনমথ সেবি—  
সং (৯) দেব অধিদেবি—সং ।

শব্দার্থ—কুঞ্জচরণযুগ—কমলের মতন চরণযুগল ।  
যাবক-রঞ্জন—আলতাপরা । মঞ্জির—নুপুর । কুঞ্জর-গমন-  
দমন বিন মাঝে—শ্রীরাধার মাজা সুর ও তাঁহার চলনভঙ্গী  
গজরাজের গমনভঙ্গীকে হারাইয়া দেয় । মদনমোহন  
মনমোহিনী ছান্দে—মদনকে মোহিত করিয়াছেন যে  
শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিয়াছে এমনই শ্রীরাধার  
শোভা ( ছান্দ ) । কনক-কটোর-চোর কুচকোরক-জোরে  
—কুচকলি ছুইটি দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ একজোড়া  
সোনার বাটা চুরি করিয়া আনিয়া বৃকে বসাইয়া দিয়াছে ।  
মোতিমদাম—মতির মালা । উজোরল—উজ্জল । ভুজযুগ  
ধীর বিজুরি—ভুজযুগ দেখিয়া মনে হয় যেন বিহ্বাং স্থির  
হইয়া রহিয়াছে । দশন-জ্যোতি জ্বিতি মোতিম কাঁতি  
—দন্তের জ্যোতিঃ মোতির কাঙ্ক্ষিকে পরাজিত করিয়াছে ।  
ভালে অলকাবলি ইত্যাদি—কপালের উপর অলকগুচ্ছ  
উড়িয়া পড়িতেছে এবং জরূপ ধহুক যেন মগ্নধের সেবা  
অথবা সাহায্য করিতে উচ্ছত হইয়াছে ।

সা. প. (১)—১০৭, ক. বি. ৩৩ সমুদ্র ১৪০, কী ১৮০  
এক ৭৭

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—কি অব মুগমদলেপনে  
তোর । সমুদ্র ( ১ ) ভোর ( ২ ) নিচোল ( ৩ ) মন্দ  
( ৪ ) প্রহু ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ৩৪৬ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে,  
মুগমদে তহু অহুলেপহ মোর ।  
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥

তাঁহার উত্তরে সখী বলিতেছেন—তোমাকে মুগমদ লেপন  
করিয়াই বা কি হইবে? আর নীল সাড়ী পরাইয়াই বা  
কি কল? তোমার মুখখানি যে শরৎকালের চাঁদ আর  
তাঁহার হাসিতে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, তোমার  
দেহও যেন প্রকাশ হইয়া পড়ে । তাই বলিতেছি সখি,  
আমার কথা শোন । যখন হরির উদ্দেশে অভিসারে  
যাইবে তখন মুখচন্দ্রটী তোমার আঁচলে ঢাকিও । আর  
কিঙ্কণীবন্ধ দূর করিয়া দিও, নুপুরের মুখ তুলি দিয়া বন্ধ  
করিও; তার পর দীর্ঘে ধীরে কেলি-নিকুঞ্জে যাইও ।



চমকিত হইয়া (চৌকি, চৌড়কি) নগর ও পুরের  
মাঝখানে দিয়া যাইতে যেন মণিময় কঙ্কণ ও কিঙ্কণী  
বাজিয়া না উঠে। আধারে যাইতে পারিবে কিনা এই  
সন্দেহ যদি হয়, তবে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে লও, সে পথ  
চিনাইয়া লইয়া যাইবে।

✓ ৩৪৯

শ্রী রাগ

নিরুপম কাঞ্চন-কচির কলেবর  
লাবণি বরণি না হোই।  
নিরমল বদন হাস-রস-পরিমলে  
মলিন সুধাকর অধরে রোই ॥  
আজু বনি নব রঙ্গিণি রাই।  
সঙ্গিনি সকল শিঙ্গারিণি সাই ॥  
লোল অলক তিলকাবলি রঞ্চিত  
সৌধহি কাঞ্চন কমল উজোর।  
লোচন-মধুকরি চলত ফেরি ফেরি  
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর ॥  
শ্রামর-চাঁত-চোর কুচ-কোরক  
নীল-নিচোল-কোরে করু বাস।  
যাবক-রঞ্চিত অরুণ চরণতলে  
জিউ নিরমলুব গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—৫৪, ক. দি. ৪৭  
এক. ৪৮, গো. ১০, বাবা ৩৪

তঙ্ক ১০৪৪, ২৪৬৪, কী ২৮  
ফলবা ১১১৮, সমুদ্র ৪৬১

শঙ্কার্থ—কচির কলেবর—সুন্দর তরু। লাবণি বরণি  
না হোই—তাঁহার লাবণ্যের কথা বর্ণনা করা যায় না।  
নিরমল বদন ইত্যাদি—শ্রীরাধার নির্মল বদন ও হাস-  
রসের সৌরভে পরাজিত হইয়া মলিন চক্রে আকাশে যাইয়া  
কাঁদিতোছে। লোল—চকল।

✓ ৩৫০

শ্রী রাগ

চলু অভিসারে বিনোদিনী রাধে  
নব নব রঙ্গিণী সাথে।  
বাম শ্রবণমূলে শতদল কমল<sup>১</sup>  
বীজই ধতুশর হাথে ॥  
কুঞ্জর দর্শন ভূষণ করি সুন্দরি<sup>২</sup>  
মদন জিনিতে ধনী সাজে।  
পহিবন ধৌত বসন কটি-বন্ধন  
কটিতে কিঙ্কণী বাজে ॥  
কপালে সিন্দূর বিন্দু ছুরে রবিকীরণ  
চারি পাশে মলয়জ বিন্দু।  
হেরইতে লাজ- সায়রে রবি ডুবল  
দিনে দিনে ধিন ভেল ইন্দু ॥  
নব নব রঙ্গিণী চামর চুলায়ত  
জয় দিয়া বন পরবেশ।  
হেরইতে ছুঁ মুখ ছুঁ ভেল আকুল<sup>৩</sup>  
বলিহারি গোবিন্দদাস ॥

সা. ৪৫, অ. ৮০

মন্তব্য—শ্রীমঙ্গলীকান্ত দাসের পুঁথি (পৃ: ১০৭)  
হইতে ডঃ শ্রুতমার সেন কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়  
(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত; কিন্তু পদটি পূর্বেই সংকীর্ণনামুতে  
(৪৫ সংখ্যা) মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পুঁথির পাঠ মুদ্রিত  
পাঠ অপেক্ষা ভাল।

পাঠান্তর—সংকীর্ণনামুতের পাঠ (১) শতদল মালতী  
(২) করিবরগতি ভূষণ পরি সুন্দরি (৩) দোহে দোহা  
হেরইতে চিত ভেল দোহর।

শঙ্কার্থ—বাম শ্রবণমূলে ইত্যাদি—বাম কানে শতদল  
পদ্ম অলকার হইয়াছে। বীজই ধতুশর হাথে—শ্রীরাধার  
হাতে যেন ধতুক ও শর রহিয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকে জয়  
করা যায়। কপালে সিন্দূর বিন্দু ইত্যাদি—কপালে যে  
সিন্দূরের বিন্দু আছে তাঁহার শোভা রবির কিরণকে এবং  
চন্দনবিন্দুর শোভা চক্রেকে পরাজিত করিয়াছে। সেইজন্য



যেন সূর্য্য সাগরে ডুবিয়াছে আর চন্দ্র দিন দিন  
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

✓ ৩৫১

ধানশী

চাঁদবদনী চললি অভিসার।  
নব নব রঙ্গিণী রস পরচার।  
কপূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।  
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ।  
চরণ নৃপূর বাজত রহু বৃহ।  
মদনবিজয়ী বাণ হাতে ফুলধরু।  
বৃন্দাবিপিনে ভেটল শ্রাম রাই।  
নব নব কোকিল পঞ্চম গাই।  
ধনী মুখ হেরি আকুল ভেল কান।  
করে ধরি কুণ্ডলি কয়ল পয়ান।  
পূবল যতহু হৃদয় অভিলাষ।  
দূরহি দূরে রহ গোবিন্দদাস।

• কী ২০৫

শব্দার্থ—রস পরচার—প্রেমরস প্রচার করিয়া। মদন-  
বিজয়ী বাণ ইত্যাদি—তাহার হাতে যেন ফুলধরু রহিয়াছে,  
তাহাতে এমন বাণ রহিয়াছে যে, তাহা দিয়া মদনকে  
জয় করা যায়।

✓ ৩৫২

ধানশী

আজু শিখারে ধনি বে চলু বালা।  
যুবজন-হৃদয়ে কুসুম-শর-জালা।  
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।  
পড়ারক মাঝে গাঁথল গজ-মোতি।

চাঁচর চিকুর উলটি উবে পড়ই।  
জহু কনয়া-গিরি চামর ঢরই।  
চকল-কুটিল-দ্বিঠে হেরই বাট।  
বিকচ-কমলে জহু খঞ্জন-নাট।  
যৌবনমদে গতি মধুর ভাতি।  
জহু মত্ত কুণ্ডলগতি মদে মাতি।  
মিলল কুণ্ডে ধনি নাগর পাশ।  
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস।

ক. বি. ৭৩২, বাবা ৪৭

তর ২০২২

পাঠান্তর—(১) আজু লো—ক. বি।

শব্দার্থ—শিখারে—শাজিয়া। যুবজন-হৃদয়ে ইত্যাদি—  
তাহাকে দেবিলেই যেন যুবকের হৃদয়ে মদনজালা উপস্থিত  
হয়। পড়ারক মাঝে ইত্যাদি—প্রবালের মধ্যে মধ্যে  
যেন গজমতি গাঁথিয়া দিল। অধর লাল টুকটুকে বলিয়া  
তাহার সঙ্গে প্রবালের তুলনা, আর দাঁত শুভ্র বলিয়া উহার  
সহিত মূল্যবান গজমুক্তার উপমা। উবে পড়ই—বুকের  
উপর পড়িয়াছে। ঢরই—ঢলিয়া পড়িয়াছে। চকল-  
কুটিল-দ্বিঠে ইত্যাদি—শ্রীবাধা চকল বন্ধিম দৃষ্টিতে পথ  
দেখিতেছেন, মনে হয় যেন প্রস্ফুটিত কমলে (বদনে)  
খঞ্জন (নয়ন) নৃত্য করিতেছে।

✓ M.A. Spec.  
৩৫৩

তথা বাগ

মন্দির-বাহির কঠিন কবাট।  
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।  
উহি অতি দয়দর বাদর দোল।  
বারি কি বারই নীল নিচোল।  
এ সখি কৈছে করবি অভিসার।  
হরি রহ মানস-স্বরধুনি পার।  
ঘন ঘন কন কন বজর নিপাত।  
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি ঘাত।



দশ দিশ দামিনি দহন বিখার।  
হেরইতে উচকই লোচন তার।  
ইথে জনি অব তুহঁতে জবি গেহ।  
প্রেমক লাগি উপেক্ষি দেহ।  
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।  
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।

সা. প. (১)—১৮৮

তর ২৮৭, কী ১৮১, সমুদ্র ১৪৪

ক. বি. ৩৯

পাঠান্তর—তর (১) ছুরতর (২) হৃদয় (৩) ইথে  
যব হৃদয়।

শব্দার্থ—শঙ্কিল—শঙ্কায়ুক্ত, ভয়পূর্ণ। বারই—নিবারণ  
করিতে পারে। মানস-স্বরূপ—গোবর্ধন গ্রামের মানস-  
গদা। উচকই—উচ্চকিত হয়, উৎপীড়িত হয়।

ব্যাখ্যা—বর্ষাব ছুদ্দিনে শ্রীরাধা অভিসারে যাইবার  
জন্ত তৈয়ারী হইতেছেন দেখিয়া সখী তাঁহাকে নিবৃত্ত  
করিবার জন্ত বলিতেছেন—ঘরের বাহিরে হৃদয় কপাটে  
বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ রহিয়াছে। কৰ্দ্ধমাক্ত পথ  
ব্যাকুলপাদি ভীতিজনক জন্ততে পরিপূর্ণ। তার উপর  
আবার জোরে বৃষ্টি হইতেছে ও বাতাস বহিতেছে।  
তোমার মাথার নীল শাড়ীর অবগুঠন আছে বটে,  
কিন্তু তাহাতে কি জল ঠেকায়? ইহার মধ্যে তুমি  
কি করিয়া অভিসার করিবে? হরি যে অনেক দূরে  
মানসগদার পারে রহিয়াছেন। ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে,  
কড় কড় শব্দ হইতেছে; শুনিলেই কাণ ও গ্রাণ  
যেন জলিয়া যায়। চারিদিকে বিদ্যুতের জ্বালা,  
তাহাতে চোখ ধাঁদিয়া যায়। এ-রকম অবস্থায় যদি  
ঘর ছাড়িয়া বাহির হও, তাহা হইলে প্রেমের জন্ত  
দেহ উপেক্ষা করা হইবে। গোবিন্দদাস বলেন, একি আর  
একটা যুক্তিযুক্ত কথা হইল? যে বাণ একবার ছাড়া  
হইয়াছে, তাহা কি আর ফেরানো যায়? শ্রীরাধার মন  
যখন গিয়াছে, তখন কি আর দেহকে ধরিয়া রাখা  
যাইবে?

৩৫৪

ধানশী

কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু  
তাহে কি কাঠকি বাধা।  
নিজমরিয়াদ- সিদ্ধ সঞ্চে পড়লু  
তাহে কি তটনি অগাধা।  
সহচরি মকু পরিখণ কর দূর।  
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি  
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।  
কোটি কুহুম-শর বরিখয়ে যছু পর  
তাহে কি জলদ-জল লাগি।  
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ  
তাহে কি বজ্রক আগি।  
যছু পদতলে নিজ জীবন সৌপলু  
তাহে কি তহু অহুরোধ।  
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার  
সহচরি পাওল বোধ।

সা. প. (১)—১৮৯, ক. বি. ৭৮

তর ২৮৮, কী ১৮১, সমুদ্র ১৪৫

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—কুলবতি কঠিন কপাট।

শব্দার্থ—পড়লু—পার হইলাম। পরিখণ—পরীক্ষা  
করা।

ব্যাখ্যা—পূর্বপদের সখীর যুক্তির উত্তরে শ্রীরাধা  
বলিতেছেন—কঠিন কপাটের কি ভয় দেখাইতেছ? আমি  
যখন কুলমর্যাদার দরজাই খুলিয়া ফেলিয়াছি তখন সামান্য  
কাঠের দরজা আর আমাকে কি বাধা দিবে? নিজের  
আত্মসম্মানরূপ সাগর (অথবা মর্যাদা অর্থে নীমা ধরিয়া  
কুলবধূরূপে আমার যতদূর যাওয়া উচিত, তাহার সীমারূপ  
সমুদ্র) উত্তীর্ণ হইয়াছি, তখন আর মানসগদার অগাধ  
জলের ভয় কি দেখাও? সখি! আমাকে আর পরীক্ষা  
করিও না। হৃদয়কে কি করিয়া নিবৃত্ত করা যাইবে?  
আমাকে যে যাইতেই হইবে। আমার যে কেবলই  
মনে পড়িতেছে যে, এই ছুদ্দিনের ভীষণ রাত্রিতে হরি  
আকুল হৃদয়ে আমার পথ পানে চাহিয়া আছেন;



সেই কথা মনে করিয়া তাহার দুঃখে আমার চোখ দিয়া যে কেবলই জল পড়িতেছে। আমি নীল সাড়ী দিয়া জল ঠেকাইতে পারিব না বলিতেছি। কিন্তু বাহার উপর মন কোটি কোটি বাণ বর্ষণ করিতেছে, তাহাকে আর মেঘের জল স্পর্শ করিতে পারে? তুমি বজ্রের অগ্নির কথা বলিয়াছ। কিন্তু বাহার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জলিতেছে, সে কি আর বজ্রের অগ্নিকে ভয় করে? বাহার পায়ে আমার নিজের জীবন সমর্পণ করিয়াছি তাহার প্রতীক্ষা-দুঃখ মোচন করিবার জন্ত যদি আমার দেহের নাশই হয়, তো হউক না কেন? গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে বলিলেন, সুন্দরি, তুমি অভিসারে অগ্রসর হও। তোমার কথায় সখী বাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিল।

৩৫৫

শ্রী রাগ

সুন্দরি ন কর পসাহন আন।

এতনি নেহারি মৃগধ মধুহৃদন

দীন রজনী নাহি জান ॥

সিন্দুর তরুণ অরুণ কচি রঞ্জিত

ভালে সুধাকর কাঁতি ॥

সো ঘন চিকুর তিমির চয়ে চুখিত

এহো অতি অপরূপ ভাঁতি ॥

লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়

খঞ্জন চাক চকোর।

কাজল জ্বলে পরল কিয়ে আকুল তাঁহি

ভ্রমই অলি জোর ॥

তবহঁ যো হাসি অধরে দরশায়সি

অরুনিম কৌমুদি কাঁতি।

মোহিত জন কী বিফল পুন মোহন

গোবিন্দদাস নাহি ভাঁতি ॥

মা. প. (১)—১০৬, পো ২৬

সমুদ্র ৪৬০, কী ১০৫

পাঠান্তর—মা. প. আদ্রস্ত—ধনি না কর পসাহন

আন। সমুদ্র (১) ভাঁতি (২) তিমির চয় (৩) এহো অপরূপ পর ভাঁতি।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা একটু সাজিয়া গুজিয়া অভিসারে যাইবার আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া সখী বলিতেছেন—সুন্দরি! আর প্রসাধন করিও না। এমনিই তোমাকে দেখিয়া মধুহৃদন এমন মত্ত যে, দিনবাতের প্রভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন। আর ভুলিবেনই বা না কেন? তোমার দেহেই যে এক সদ্বে সূর্য্যের কিরণ ও চন্দ্রের কাঁতি। ঐ যে সিন্দুরবিন্দু, উহাই তো তরুণ অরুণের লালিমায় রঞ্জিত, আর কপালে তোমার চন্দ্রের কাঁতি। কপালের উপর এলোমেলো চুল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন চন্দ্রস্বর্ধা থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারের দল আসিয়া তোমার কপালে চুমু খাইতেছে। এ তো বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তোমার যে নয়নযুগল তা কমল, না নীলোৎপল, না খঞ্জন, না চকোর? চোখে যে কাজল পরিয়াছ, তাহাতে মনে হয় যে দুটা কমলই, কেননা কমলের জন্ত যেমন মধুকর তাহার চারি পাশে ঘুরাফিরা করে, তেমনি ঐ কাজলেরই জ্বলে ভ্রমর পড়িয়াছে। এর পরও যে আবার অরুণিম অধরে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র হাসি দেখাইতেছ তাহাতে কি আর তোমার কাস্তুর মাথা ঠিক থাকিবে? গোবিন্দদাসের তো মনে হয়, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে তাহাকে আবার মোহন করার প্রচেষ্টা বিফল।

৩৫৬

সুহিনী

হরি অভিসারে চলল ব্রজনবী।

গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি ॥

সখী সঙ্কে পুছত প্রেমকি বাত।

পুরুষক কবছ ন লাগয়ে গাত ॥

সহচরী কহতহি শুন বর নারী।

হামু কহব তোহে সো সব বিচারি ॥



নয়নে নয়নে কাঁচু না করবি মেলি ।  
করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি ।  
পহিল মিলনে রহ অবনত মাথ ।  
গোবিন্দদাস তুহঁ করি লেহ সাথ ॥

নীল ভ্রমরগণ                      পরিমলে ধাবই  
চৌদিকে করত কঁদার ।  
গোবিন্দদাস                      অতয়ে অহুমানল  
রাই চললি অভিসার ॥

ক. বি. ৭৫৭

অ. ৭৪

স. প. (১)—১৭৩, (২)—১৭৪

তরু ১৮২

ক. বি. ৭৫১

পাঠান্তর—‘অ’-র আরম্ভ—নব অহুবাগে চলল বর-  
নারি । পঞ্চম চরণ হইতে সপ্তম চরণ পর্যন্ত ‘অ’ র পাঠ—  
এ ধনি তোহে কহিয়ে উপদেশ ।  
কাঁচু সঞ্চে না করবি বচন বিশেষ ॥  
বদনে বদনে জনি করইবি মেলি ।

শব্দার্থ—দুবহি ডারি—দূরে কেলিয়া দিয়া । পুছত  
প্রেম কি বাত ইত্যাদি—অনভিজ্ঞা মৃদা নারিকা প্রেম  
করাব রীতিনীতি জানে না বলিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিতে  
লাগিল । পুছতের দেহ তাহার দেহে কখনও মিলিত হয়  
নাই । গোবিন্দদাস তুহঁ করি লেহ সাথ—কখন কিরূপ  
ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আর কত শিখিবে ? তাহার  
চেয়ে সখীরূপে গোবিন্দদাসকে সঞ্চে করিয়া লও । সে ঠিক  
সময় কি কি করিতে হইবে বলিয়া দিবে ।

৩৫৭

কামোদ

নীলিম যুগমদে                      তহু অহুলেপন  
নীলিম হার উজোর ॥

নীল বলয়গণে                      দুজয়ুগ মণ্ডিত  
পহিরণ নীল নিচোল ॥

হৃন্দরি হরি-অভিসারক লাগি ।

(নব অহুবাগে                      গোবি ভেল শ্রামরি  
কুহ-যামিনি ভয় ভাগি ॥

নীল অলকাকুল                      অলিকে হিলোলত  
নীল তিমিরে চলু গোই ।

নীল নলিনি জহু                      শ্রামর-সায়রে  
লখই না পারই কোই ॥

পাঠান্তর—ক. বি (১) নীল নলিনীদল তহু  
অহুরজই নিলিম হার উজোর (২) গোবিন্দদাস সঞ্চে  
সব সহচরি রঞ্চে করলি অভিসার ।

শব্দার্থ—পহিরণ—পরিধান । কুহ-যামিনি ভয়  
ভাগি—অমাবস্তার রাত্রির ভয় দূর করিয়া । অলিকে—  
ললাটে ॥

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা নব অহুবাগে শ্রাম বা নীলবর্ণ সব  
কিছুই ভাল বাসিয়াছেন । তাই আজ হরির অভিসারে  
যাইবার সময় নীলযুগমদ দিয়া দেহ অহুরঞ্জিত করিলেন ;  
উজ্জল নীল হার পরিলেন, হাতের চুড়িগুলিও নীল,  
পরনের শাড়ীও নীল । নব অহুবাগে দেখিতেছি গোবিন্দী  
শ্রামলী হইল । এই অমাবস্তার রাত্রিতেও অভিসারে  
যাইতে তাহার ভয় করিতেছে না । তাহার কপালে নীল  
চুল ছলিতেছে । সে গোপনে নীল তিমিরে চলিয়াছে ।  
দেখিয়া মনে হয় যেন শ্রামসাগরে নীল নলিনী বহিয়াছে ।  
আধারে নীল বং কেহ দেখিতে পাইতেছে না ।  
নীল ভ্রমরেরা গঞ্চে ছুটিতেছে ; তাহারা চারিদিকে কঁদার  
করিতেছে । তাই গোবিন্দদাস অহুমান করেন যে, রাই  
অভিসারে চলিয়াছে ।

৩৫৮

কেদার

গুরুজন-নয়ন বিধুস্বন্দ মন্দ ।

নীল নিচোলে কাঁপি মুখ-চন্দ ।

কুহ-যামিনি ঘন তিমির ছরন্ত ।

মদন-দীপ দরশায়ল পহ ॥



চলু গজগামিনী' হরি-অভিসার ।  
গতি অতি মধুর আরতি বিধার ॥  
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি ।  
লীলাকমল তেজল' বর নারি ॥  
পরিহরি মৌলিক মালতি-মাল ।  
তেজল মণিময় গীমক হার' ॥  
নব অহুরাগ-ভরম-ভরে ভোরি' ॥  
নিন্দয়ে পীন পয়োধরে গোরি' ॥  
বেশ শেষ রহ নীলিম বাস ।  
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

লইয়া নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত মিলিলেন । গোবিন্দদাস ইহা  
বলিতেছেন ।

৩৫৯

পঠমহরী

(অধর ভরি নব নীরদ কাঁপ ।'  
কত শত কোটি শব্দে জিউ কাপ' ॥  
তহি' দিঠি জারত' বিজুরিক জালা ।  
ইথে জনি ছোড়িবি মন্দির বালা ॥ )  
এছন কুঞ্জে একলি বনমালি ।  
অস্তর জরা পথ নেহারি ॥'  
দমই ভুজঙ্গম নিশি আদ্যিয়ারা' ॥  
তহি' বরিখত অবিরত জলধারা' ॥  
পাতর মা তেল আতর বারি ।'  
কৈছে পড়ারব সো হুকুমারি ॥  
গুনি গুনি আকুল চলল মুরারি ।  
মীলল আধ পথে' সো বর নারি ॥  
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ ।  
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ' ॥

মা. প. (১)—১৭২

ক. বি. ৭৮, বৃ ১

ফণলা ১৫১৬, তর ২২০, কী ১৮৩

সমুদ্র ১৪১

পাঠান্তর—ফণলা (১) চললি নিতম্বিনী (২) তেজলি  
(৩) তোড়লি মণিময় গীমক হার (৪) নব  
অহুরাগে ভরমে ভেলি ভোর (৫) নিন্দই পীন-পয়োধর  
জোর ।

শব্দার্থ—বিধুঙ্গদ—রাহ । কুহু-গামিনী—অমাবস্তার  
রাত্রি । আরতি বিধার—অহুরাগ বিস্তার করিয়া ।  
মৌলিক—মাথার ।

ব্যাখ্যা—শ্রীবাধার মুখখানি চক্ষুর মতন । গুরুজনের  
নয়নরূপ দুই রাহ যেন তাহা কবলিত করিয়া রাখিতে  
চায় । তাই তিনি নীল সাড়ীতে উহা ঢাকিয়া অভিসারে  
বাহির হইলেন । অমাবস্তার রাত্রি, ঘন অন্ধকার যেন  
পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাই সে ছবস্ত । এমন অন্ধকারে  
মদনই প্রদীপ জালিয়া যেন পথ দেখাইতেছে । হরির  
অভিসারে গজগামিনী চলিলেন । অহুরাগে তিনি আকুল,  
তাই গতি অতিশয় মৃদু । রসের আকাজক্ষায় (ধাধসে)  
দুই চারি পা চলিয়াই ভার মোচন করিয়া হালকা হইবার  
অভিপ্রায়ে প্রথমে লীলাকমল ত্যাগ করিলেন ; তার পর  
মাথার মালতীর মালা ; তারপর গলার মণিময় হার ।  
তিনি নব অহুরাগে পাগলিনী হইয়াছেন, তাই ভরি  
বলিয়া কুচযুগকেও নিন্দা করিলেন । সব ছাড়িয়া কেবল  
বেশের মধ্যে রহিল তাঁহার নীল সাড়ীখানি । তাহাই

মা. প. (১)—১৮৫, ক. বি. ৭১

এবং ৭৮, বৃ ৩

তর ২২১, কী ১৮৪

পাঠান্তর—কী (১) কাঁপি (২) কাপি (৩) জাক  
(৪) জর জর অস্তরে পথ নেহারি—কী । কীর্তনামন্দে  
'এছন' ইত্যাদি দুই পংক্তির পূর্বে 'দমই' ইত্যাদি দুই  
পংক্তি পাওয়া যায় । (৫) আদ্যিয়ার—তর (৬) জলধার  
—তর (৭) আতর মা তেল পাতর বারি—কী (৮) পথে  
—তর (৯) চন্দ—কী ।

শব্দার্থ—পাতর—প্রান্তর, মাঠ । আতর—মধো,  
মাঝে মাঝে ।

ব্যাখ্যা—হৃদিনে বর্ষার রাত্রিতে অভিসারে বাহির  
হইতে নিবেদন করিয়া সখী বলিতেছেন, আকাশ ভরিয়া



নূতন মেঘ সব কিছু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কড় কড়, হড় হড় প্রভৃতি নানা বকম মেঘের শব্দে প্রাণ কাঁপিতেছে। তার উপর আবার বিদ্যুতের জ্বালায় চোখে জালা ধরিতেছে। এই রাত্রে যেন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ঘাইও না। আধার রাত্রি, সাপেরা চলাফেরা করিতেছে; তাহার উপর অবিরত জলধারা বর্ষিত হইতেছে। এ সময়ে কুঞ্জের মধ্যে একলা বসিয়া বনমালী জরজর অস্তরে (বাধার আসিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া) পথপানে চাহিয়া আছেন। মাঠের মাঝে মাঝে জল জমিয়াছে। সেই হুকুমারী উহা কেমন করিয়া পার হইবে? এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মুরারি আকুল হইলেন। তিনি আর হৃদয়ের ব্যাকুলতা সঞ্চরণ করিতে না পারিয়া পথে বাহির হইলেন। অর্ধেক পথে হুকুমারীর সহিত দেখা হইল। গোবিন্দদাসের মনে ধাঁধা লাগিতেছে—এত বিষ সৃষ্টি করিয়া কি সেই ছুট মন্থ প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতেছে?

৩৬০

জরজরন্তী

মেঘ-যামিনি                      চলল কামিনি  
পহিরি নীল নিচোল রে।  
সঙ্গে নায়ক                      কুহুম-সায়ক  
ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।  
গুরুয়া কুচভরে                      চলিতে? উলট পদ  
পীন জঘনক তার রে।  
হেরি দামিনি                      ফটিক-তরু জানি  
চমকি ধরু নিরধার রে।  
দেখি ফণি-মণি                      দীপ জলু জানি  
বাম কর দেই কাঁপি রে।  
জাগিয়া যুবতী                      সোই ফণি-পতি  
সঘনে তহু উঠে কাঁপি রে।

প্রাণ-বল্লভ

ভেটব\* ছলহ

পূর্বব\* মনমথ আশ রে।

এছন পাই গেহ

সফল কর দেহ

বদন্ত গোবিন্দ দাস রে।\*

ক. বি. ৭২

তরু ২২৩, কী ১৮৩, সমুদ্র ১৪৪

পাঠান্তর—(১) চললি—তরু (২) বোল—সমুদ্র  
(৩) চল—তরু (৪) জানি—তরু (৫) এহি—তরু; কী-তে—  
জানিয়া যুবতী বিষম তাহি পতি সঘনে তহু উঠে কাঁপি রে  
(৬) ভেটল—তরু (৭) পূর্বল—তরু (৮) এছন যছু লেহ  
সফল তহু দেহ ভণহ গোবিন্দদাস রে।—কী

শব্দার্থ—লোল—চকল। নিরধার—জলধারাকে।

ব্যাখ্যা—মেঘলা রাত্রিতে নীল সাড়ী পরিয়া কামিনী  
অভিসারে বাহির হইল। তাহার সঙ্গে মদন পথ  
দেখাইয়া চলিল। নিঃশব্দে ঘাইতে পারিবে ভাবিয়া  
সে চকল নুপুর ত্যাগ করিল। পীন জঘন ও গুরু  
কুচভারে তাহার বাধা হইতে লাগিল, পা যেন সামনে  
না ঘাইয়া পিছনে যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে সে ভাবিল  
বুঝি ফটিকের বৃক্ষ; ঐরূপ ভাবিয়া সে চমকিত হইয়া  
ভয়ে জলধারাকে ধরিতে গেল। সাপের মাথায় ঘে মণি  
জলিতেছে তাহাকে প্রজলিত দীপ মনে করিল এবং  
তাহার আলোতে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে  
আশঙ্কায় সে বামকরে তাহা ঢাকিতে গেল। পরে যুবতী  
সাপের মাথায় হাত দিয়াছে বুঝিয়া কাঁপিয়া উঠিল।  
ছল্লভ রত্নরূপ প্রাণবল্লভের সঙ্গে দেখা হইবে; মন্থখের  
আশা পূর্ণ হইবে; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুহুমগৃহে  
উপস্থিত হইল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—এখন তোমার  
দেহ সফল কর।

৩৬১

সিদ্ধুড়া

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।

লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি।

কল্যাণ



ঐতন জলদ কয়ল আক্টিয়ার।  
নিয়ড়ছি কোই লখই নাহি পার।  
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।  
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিধার।  
চৌদ্দিশে অধির পবন ভরু দোল।  
অগভরি শীকরনিকর হিলোল।  
চলইতে গোবিন নগর পুর বাট।  
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট।  
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরিপাশ।  
দূরহি দূরে রহ গোবিন্দদাস।

স। প. (১)—১৮৭, ক. বি. ৭২

তরু ১২৪, সমুদ্র ২৬৬

৩৩

পাঠান্তর—(১) আরতি বিধার—তরু (২) কক—  
তরু।

শঙ্কার্থ—নিরঙ্কুশ—অনিবার্য। শীকরনিকর—জল-  
কণাসমূহ।

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালের মেঘলা দিনে শ্রীরাধিকার  
দিবাভিসার বর্ণিত হইতেছে। সূর্য্যের রশ্মি (কাস্তি)  
আকাশেই নিমগ্ন হইয়াছে। দিন কি রাত বুঝা যাইতেছে  
না। মেঘে চারিদিক এমন আধার করিয়াছে যে, কাছের  
লোককেও দেখা যাইতেছে না। এমন সময়ে গজগামিনী  
ধীরে ধীরে হরি-অভিসারে চলিল। তাহাকে যাইতেই  
হইবে (নিরঙ্কুশ); মিলনের জন্ত তাহার নিরতিশয় আর্তি।  
চারিদিকে ঝড় বহিতেছে, পৃথিবীময় যেন জলের ছাঁট  
বহিয়া যাইতেছে। গোবিন নগরের পথ দিয়া চলিতেছে;  
ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হইল। সুন্দরী  
যখন হরির নিকটে পৌছিল, তখন গোবিন্দদাস একটু  
দূরে সেবার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

১৩৬২

ভূপালী

হরি রহ কাননে কামিনি লাগি।

জাগরে জর-জর মনসিজ আগি

দারুণ গুরুজন-নয়ন নিপাত।  
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল পরাত।  
আজি ভেল ভালে কুড়টি-আক্টিয়ার।  
ঐছে সময়ে ধনি চলু অভিসার।  
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।  
ধনি চলু আন ছলে মাঘ-সিনান।  
যব দুর্হ মীলল অন অন পশু।  
দরশনে মীটল বিরহ দুঃস্থ।  
যব দুর্হ হরখে তরখে কক কোর।  
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর।  
গোবিন্দদাস তুলহ বদ গাব।  
ভাঙ্গল গঠই মদন-পরতাব।

স। প. (১)—১৭২, ক. বি. ৭১

বসন্তরতী ৪, সমুদ্র ২৬৪

৩৭৭

তরু ১২৬

শঙ্কার্থ—জাগরে—অনিদ্রায়। মনসিজ আগি—  
মদনাগ্নি। পরাত—প্রভাত। কুড়টি-আক্টিয়ার—কুয়াসা-  
জনিত অন্ধকার। বিঘটি—বার্ষিক। অবইতে—আসিবার  
সময়। হরখে—হর্ষে। তরখে—ত্রাসে। বিঘটি—বিচ্ছিন্ন।  
কি ঘটল চকোরক জোর—চকোর-দম্পতীর কি মিলন  
হইল?

ব্যাখ্যা—মাঘমাসের কুয়াসাময় অন্ধকার সকালে  
শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইতেছে। সারা রাত ধরিয়া  
হরি কামিনীর জন্ত কাননে মদনাগ্নিতে জ্বলজ্বল হইয়া  
জাগিয়া কাটাইলেন। শ্রীরাধার গুরুজনদের দারুণ নয়ন  
নিপাত খাউক (তাহারা বাধাকে সারা রাত চোখে চোখে  
রাখিলেন), তাই সে হরির সহিত মিলিত হইতে পারিল  
না। এদিকে প্রভাত হইয়া গেল। ভাগ্যবশে আজ  
সকালে ভীষণ কুয়াসা ও অন্ধকার হইল। এই সময়ে  
সুন্দরী মাঘস্নান করিবার ছলে অভিসারে চলিলেন।  
কানাই এদিকে মনের অভিলাষ বার্ষিক হইল বলিয়া কুণ্ড  
হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় পথে পরস্পরের  
দেখা হইল; দর্শনে দারুণ বিরহজ্বালা মিটিল। তখন  
উভয়ে উভয়কে আনন্দে অথচ অপবে পাছে দেখিয়া ফেলে  
এই ভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। চক্রবাক-দম্পতী বার্ষিকালে



বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কি দিনের বেলায় সম্মিলিত হইল?  
গোবিন্দদাস এই দুঃখ ভরস গান করিতেছেন—মদনের যে  
প্রস্তাব ভাদ্রিয়া গিয়াছিল তাহা আবার গঠিত হইল।

৩৬৩

চলু গজ-গামিনি হরি অভিসার।  
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিধার ॥  
পদপিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।  
পদু কত বেরি নাহি অবলম্ব ॥  
বিজুরি-জোতি দরশায়ল দেহ।  
উঠাইতে চাহে জলধারক খেহ ॥  
ঐছনে মীলল নাগর পাশ।  
গোবিন্দদাস কহ পূবল আশ ॥

সং. প. (১)—১৮৪

তরু ২২২

শব্দার্থ—গমন নিরঙ্কুশ—যাইতেই হইবে, তাহাতে  
কোন বাধা মানিবে না। আরতি বিধার—আর্তি বা  
উৎকর্ষা প্রকাশ করিল। উঠাইতে চাহে জলধারক খেহ—  
জলধারা অবলম্বন করিয়া উঠিতে চাহে।

৩৬৪

কড়খা ধানশী

হরি অভিসারে চলল বর স্তম্বরী  
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।  
গুরুয়া নিতম্ব ভবে চলই না পারই  
যেছে চলয়ে হংস-রাজ ॥  
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু  
কস্তুরী তিলক তার মাঝে।  
পিঠে দোলে হেম কাঁপা রক্তিয়া পাটের খোপা  
নাসায় মুকুতা ভাল সাজে ॥

চৌদিগে রমণী শোভে নৃপুত্র কিঙ্কণী বাজে  
সভে চলে মদনতরঙ্গে।  
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ভরে  
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে ॥  
নবঘোবনী ধনি জগ জিনি লাবণি  
কুঞ্জ বিজই ধনি রাধে।  
গোবিন্দদাস চিতে শ্রামরূপ জাগয়ে  
রঙ্গে সাজল মন-সাধে ॥

বরাহ ৭৭

৩৬৫

স্বহই

আজু কৈছে তেজলি গেহ।  
কো জানে কৈছন তোহারি সনেহ ॥  
গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।  
তুহঁ অহুবাগ সর্বহঁ দিটি কাঁপ ॥  
তুহঁ কৈছে হেরলি রাতি।  
মরমহি উয়ল মনমথ-বাতি ॥  
দূতর পঙ্খ সকাঁর।  
চল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥  
একলি আওলি এত দূর।  
আগহি আগে কুহুম-শর শূর ॥  
আপে করই দুহঁ কোর।  
অবহি নাগর তহু তহু জোর ॥  
রাধা মাধব-ভাব।  
না বুলল মুগধল গোবিন্দদাস ॥

সং. প. (১)—১৮৬, ক. বি. ৭২  
এবং ৮১, ৭ ৩

তরু ১০০০, কী ১০৪  
সমুদ্র ১৪৭

পাঠান্তর—তরু—(১) কে জানে (২) সিনেহ (৩) ঘন  
আদ্রিয়াবে (৪) কুহু (৫) মীলল দুহঁজন।  
শব্দার্থ—সনেহ—স্নেহ, প্রেম। মরমহি উয়ল মনমথ-  
বাতি—আধারে পথ দেখার ভাবনা কি? মর্মেয় ভিতরে



মন্থ যে বাতি জালিয়াছে। দূতর পন্থ সঞ্চার—যে পথে  
সহজে যাওয়া যায় না সেই পথ দিয়া চলিতেছে। আগহি  
আগে কুসুম-শর শূর—আগে আগে বীর মদন চলিয়াছেন।

৩৬৬ ✓

কৈদার

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল  
মঞ্জির চীরহি কাঁপি।  
গাগরি-বারি চারি করু পীছল  
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।  
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।  
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে  
মন্দিরে যামিনি জাগি।  
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি  
তিমির-পয়ানক আশে।  
কর-কঙ্কণ পন ফনি-মুখ-বন্ধন  
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে।  
গুরুজন বচন বধির সম মানই  
আন শুনই কহ আন।  
পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই  
গোবিন্দদাস পরমাণ।

সাঁ. প. (১)—১৭০  
ক. বি. ৬৭ এবং ৬৮  
হু ১

তরু ১০০১, সমুদ্র ১২২  
কী ১২২

ব্যাখ্যা—বর্ষার অন্ধকার রাতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে  
কেমন করিয়া অভিসার করিতে হইবে তাহা শ্রীরাধা  
বাড়ীতে বসিয়া অভ্যাস করেন। এই কথা সখী মাধবকে  
জানাইতেছেন। শ্রীরাধা গৃহের প্রাঙ্গণে কণ্টক রোপণ  
করিয়া, নিঃশব্দে যাহাতে যাওয়া যায় সেইজন্ত কাপড়  
দিয়া নূপুর বাধিয়া, কলসীর জল ঢালিয়া পিছল করিয়া,  
আঙ্গুল টিপিয়া টিপিয়া চলা অভ্যাস করেন। হৃন্দরী  
বাড়ীতে রাত্রি জাগিয়া দুর্গম পথে চলার অভ্যাস  
করিতেছেন। আধারে চলা অভ্যাস করার জন্ত হাত

দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিয়া চলেন। পথে সাপের মাথায়  
মণি জলিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে বলিয়া নিজের  
হাতের কঙ্কণ মূল্যবস্তু দিয়া সাপুড়ে (ভুজগ-গুরু)-দের  
নিকট সাপের মুখ বন্ধন করার কৌশল শিক্ষা করেন।  
গুরুজনের বাক্যে বধির সম ব্যবহার করিতেছেন—এক  
কথা শুনিয়া অল্প কথার জবাব দিতেছেন। পরিজনদের  
বচনে মুগ্ধার ছায় (যেন কিছুই না বুঝিয়া বোকার  
মত) হাসিতেছেন। গোবিন্দদাস এইসব ব্যবহার প্রত্যক্ষ  
দেখিয়া প্রমাণ দিতেছেন।

মন্তব্য—এই অপূর্ণ পদটি যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের  
(৫১২) নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বন করিয়া লেখা  
তাহা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় “শ্রীরাধার ক্রম-  
বিকাশ” গ্রন্থে দেখাইয়াছেন—মার্গে পঙ্কিনি তোয়দাঙ্ক-  
তমসে নিঃশব্দসংচারকঃ গন্তব্যো দয়িতস্ত মেধস্ত  
বসতিমুদ্ভেতি কৃত্বা মতিম্। আজানুভূতনুপুরা  
করতলেনাচ্ছাচ্চ নেত্রে ভৃশং কৃচ্ছাল্লকপদস্থিতিঃ স্বভবনে  
পদ্মানমভ্যাস্ততি। অর্থাৎ—“পঙ্কিল পথে মেঘাঙ্কতমসার  
ভিতরে নিঃশব্দ সঞ্চারে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে  
যাইতে হইবে—এইরূপ স্থির করিয়া এক মুগ্ধা রমণী  
নুপুর জাহ্ন পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া, নয়নযুগল করতলে  
ভাল করিয়া ঢাকিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া  
নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে।” এই শ্লোকে,  
কিন্তু, কণ্টক গাড়ার কথা, কঙ্কণ ঘূষ দিয়া সাপের মুখ  
বাঁধা শেখার কথা এবং গৃহে গুরুজন পরিজনদের সহিত  
অমুরাগিণীর ব্যবহারের কোন কথা নাই। ঐ ভাবগুলি  
গোবিন্দদাসের মৌলিকতার নিদর্শন।

৩৬৭ ✓

তথা রাগ

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি  
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।  
অব আন্ধিয়ারে আপন তহু ছাপই  
কর দেই ফনি-মণি কাঁপ।



শুন মাধব কি কহব তুয়া অহুবাগ ।  
 তুয়া অভিসার রভসে বর নাগরি  
 জীবই বহু পুণ ভাগ ।  
 যো পদতল থল-কমল-হুকোমল  
 ধরনি-পরশে উপচক ।  
 অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি  
 আয়ত দায়ত নিশঙ্ক ।  
 মন্দির মাঝ গাঁকে নাহি তেজই  
 দেহলি মানয়ে দূর ।  
 অব কুহু যামিনি চলয়ে একাকিনি  
 গোবিন্দদাস কহ কুর ॥

সং. প. (১) ১৮২  
 ক. বি. ৭২, বৃ. ৩

সমুদ্র ১৪২, কী ১২০  
 সং. ৩৩৭, তরু ১০০২

**পাঠান্তর**—কীর্তনানন্দে আরম্ভ—মাধব কি কহব  
 তুয়া অহুবাগ । সংকীর্তনানন্দে আরম্ভ—শুন মাধব কি  
 কহব তুয়া অহুবাগ ।

**শব্দার্থ**—ভীতক—দেওয়ালের । চীত—চিত্রিত,  
 অঙ্কিত । কর দেই—হাত দিয়া । পুণ ভাগ—পুণ্যের  
 ভাগ্য । উপচক—জড়সড় । বাট—পথ । দেহলি—দেউড়ি  
 ( "দেহুড়ীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ"—রাধামোহন ) ।

**ব্যাখ্যা**—যে হৃন্দরী সাধারণতঃ দেওয়ালে আঁকা  
 সাপের ছবি দেখিলেও চমকিত হইয়া ঘন ঘন কম্পিত হয়,  
 আজ সে আধারে নিজের দেহ লুকাইয়া অভিসারে  
 চলিয়াছে । পথে সাপের মণি জ্বলিতেছে দেখিয়া তাহা  
 হাত দিয়া ঢাকিতেছে ; পাছে ঐ মণির আলোতে লোকে  
 তাহাকে দেখিয়া ফেলে । মাধব ! শুন, তোমার প্রতি  
 তাহার অহুবাগের কথা কি বলিব ? সেই নাগরীশ্রেষ্ঠা  
 তোমার অভিসারের রসাবেশে এমন কাজ করিয়াও যে  
 প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহা নিতান্ত পূর্বজন্মের পুণ্যের  
 ফল । যে নারী স্থলকমলরূপ পদতল দিয়া হুকোমল ধরণীর  
 স্পর্শেও জড়সড় হয়, এখন সে কণ্টকময় সঙ্কটপূর্ণ পথে  
 নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে । যে বাড়ীতে সন্ধ্যার পর  
 দেউড়িতে বাইতেও দূরযাত্রা মনে করে, আজ সে অমাবস্তার  
 রাত্রিকালে একাকিনী বনে আসিতেছে । গোবিন্দদাস

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন । ( "অহো অহা অহুপমপ্ৰীতিঃ  
 জীবনরক্ষণমপি নাহুসম্বত্ত ইতি ভাবঃ"—রাধামোহন ।  
 আহা ! ইহার অতুলনীয় প্রীতি নিজের জীবনরক্ষা যাহাতে  
 হয় তাহারও খোজ করে না ) । তুলনীয়ঃ বিজ্ঞাপতি ৩৩২—

দেখি ভবনভিত্তি লিখল ভুজগপতি  
 জহু মনে পরম তরাসে ।  
 সে হৃবদনি করে ঝপহত ফনি-মণি  
 বিহসি আইলি তুঅ পাসে ॥  
 নিঅ পরিহরি গঁতরি বিখম নরি  
 আগরি মহাকুল গারী ।  
 তুঅ অহুবাগ মধুর মদে মাতলি  
 কিছু ন শুনল বর-নারী ॥

৩৬৮  
 গাঙ্গার

যব ধনি ঘর সঞ্চে ভেল বাহার ।  
 কুর কুর বরিখে জলদ অনিবার ॥  
 কুর ঠেলন নহে ঘন আঙ্গিয়ার ।  
 দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥  
 কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি ।  
 এতহুঁ দূর তরি তোহে মিলু গোরি ॥  
 কলকত বিজুরি নয়ন ভক চক ।  
 চলতহি ধলত সঘন মহি পক ॥  
 উঠইতে ফনি-মণি উজর হেরি ।  
 কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥  
 ঐছনে সৌপল তোহে নিজ দেহ ।  
 অপরূপ ঐছন তোহারি হুনেহ ॥  
 এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল ।  
 গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥

ক. বি. ৭১, বৃ. ৩

সমুদ্র ১৪৭, তরু ১০০৩  
 কী ১৮৫

**পাঠান্তর**—কীর্তনানন্দে আরম্ভ—কি কহব মাধব পুণ  
 ফল তোরি । এতহুঁ দূর পথে তোহে মিলু গোরা ॥



(১) চলইতে খুলই—তরু (২) সোঁপলু—তরু।

শব্দার্থ—দিশার—দিগদর্শক। চক—ভয়।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী গৃহ হইতে যখন বাহির হইল তখন মেঘ হইতে অনবরত ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। চার-দিকে আঁধার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তাহাকে যেন হাত দিয়াও ঠেলা যায় না। এমন অবস্থায় দিগ্ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু মদন দিগদর্শক হইয়া পথ দেখাইল। মাধব! তোমার পুণ্যফলের কথা কি বলিব! এতদূর আসিয়া গোবরী তোমার সহিত মিলিত হইল (কত ভাগ্য করিলে এমন অমরাগবতীর সহিত প্রেম হয়)। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ভয়ে চোখ বুজিতে হয়। পথে চলিতে চলিতে ঘন কাদায় পা পিছলাইয়া যায়। আর সে উজ্জল মণি যুক্ত শাপকে কনকদণ্ড মনে করিয়া কত বার তাহা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় (ভুল একবার নহে, বার বার হইয়াছে; অভিনাবিকার দেহাভিনিবেশ লোপ পাইয়াছে)। এইরূপে (আমাদের সখী) তোমাকে নিজদেহ সমর্পণ করিল। অপূর্ণ তোমার প্রতি তাহার স্বগভীর প্রেম। এতদিনে বুঝা গেল সে তোমাকে কত বেশী ভালবাসে। গোবিন্দদাসের মনের ভ্রম দূর হইল।

৩৬৯

বরাড়ী

মাথহিঁ তপন তপত পথ-বালুক

আতপ দহন বিধার।

হুনিক পুতলি তহু চরণ কমল জহু

তবহি কয়লিঁ অভিসার।

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।

কাহু-পরশ রসে পরবশ রসবতি

বিছুরল সবহঁ বিচার।

গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ

মারুত-মণ্ডল-ধূলি।

তাহা পয় মেলি চলল বর নাগরিঁ

পহুহি গেও সব ভূলি।

কত কত বিষনিঁ জিতলি অমরাগিনি

সাধতঁ মনসিজ-মস্ত।

গোবিন্দদাস কহই অব সন্মুখউ

হরি সঞ্জে রসময় তস্ত।

সা. প. (১)—১৭৭, ক. বি. ৬৭

সমুদ্র ২৩২, তরু ১০০৪

২২

পাঠান্তর—তরু (১) দিনহি কয়ল (২) তা পয়ে মেলি চললি বররঙ্গিনি (৩) যত যত বিষনি (৪) সাধলি।

ব্যাখ্যা—মাথার উপর সূর্য্য; পায়ের তলায় পথের বালু উত্তপ্ত; রোদ্র যেন আগুনের বলকণ। শ্রীরাধার দেহ যেন নরীর পুতুল, চরণ কমলের মতন। তবুও সে এই আবেষ্টনীর মধ্যে অভিসার করিল। হরি হরি প্রেমের কি দুর্জয় গতি। কানাইয়ের স্পর্শরস লাভ করিবার আশায় যে পরবশ হইয়াছে এমন রসবতী সব বিচারবুদ্ধি তুলিয়া গেলেন। গুরুজনেরা তাঁহাকে নিজেদের নানারূপ পাশ দিয়া বাধিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ঘৃণি হাওয়ায় ধূলা উড়িয়া তাঁহাদের চোখে পড়ায় শ্রীরাধা বাহিরে ঘাইবার স্বযোগ পাইলেন (গুরুজনের নয়নরূপ পাশ নিবারণ করা হইল); সেই ঘৃণাবর্ষের সহিত মিলিয়া বররঙ্গিনী অভিসারে চলিলেন; ঘৃণি হাওয়ায় পথও ভুল হইয়া গেল। কিন্তু অবশেষে অমরাগিনী যত কিছু বিষ সব জয় করিলেন এবং মন্থকের মস্ত সাধন করিলেন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—এখন শ্রীরাধা হরির সহিত রসময়তস্ত বুদ্ধিয়া লউন। তুলনীয়: বিদ্যাপতি—তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল।

৩৭০

কেদার

মনিময় নৃপুংসু যতনে আনি ধনি

সোঁ পহিবলি নিজঁ হাতেঁ।

কিঙ্কিণি গীম-হার বলি পহিবল

হার সাজায়লি মাথেঁ।



মণি" অপকূপ পেখলু আজ ।  
 হরি অভিসারে ভরম-ভরে হুন্দরি  
 বিছুরল সাজ বিসাজ ।  
 ঘন আঙ্কিয়ার রজনী জনি কাজর  
 গরজত বরিখত মেহ ।  
 বিবধর ভরল ছুতর পথ পাতর  
 একলি চললি তেজি গেহ ।  
 চড়ল মনোরথে দোসর মনমথ  
 পথ' বিপথ নাহি মানি ।  
 গোবিন্দদাস কহ ইহ নব নাগরি'  
 ঐছনে ভেটল কান ।

সা. প. (১)—১৭১, সা. প. (২)  
 ১৩, ক. বি. ৩২ এবং ৬২  
 ৩১

তরু ১০০৮, কী ১৮৫  
 সমুদ্র ১৪৫

পাঠান্তর—কীৰ্ত্তনানন্দে আরম্ভ—সজনি অপকূপ  
 পেখলু আজ । নব অহরাগ ভরমে ভরে হুন্দরী । সা. প.  
 আরম্ভ—মণিময় মঞ্জির যতনে আনি । তরু—(১) মঞ্জির  
 (২) ছুই (৩) হাত (৪) মাথ (৫) হুন্দরি (৬) চড়লি  
 (৭) পথ (৮) কহই ব্রজনাগর ।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১০।২২ ) যেমন শ্রীকৃষ্ণের  
 বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীরা "ব্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ" হইয়া  
 অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন, তেমনী শ্রীরাধা মিলনের  
 জন্ত আকুল হইয়া পায়ের মণিময় নূপুর যত্ন করিয়া আনিয়া  
 ছুই হাতে পরিলেন । কিঞ্চিৎকি গলার হার করিয়া  
 পরিলেন, আর হার দিয়া মাথা সাজাইলেন । আজ অপূৰ্ণ  
 ব্যাপার দেখিলাম । হরি-অভিসারের ব্যগ্রতায় হুন্দরী  
 আজ সাজ-সজ্জা সব কিছু তুলিয়া গেল । রাত্রির ঘন  
 অন্ধকার যেন কাজলের মতন, তাহার উপর আবার মেঘ  
 গৰ্জ্জন করিতেছে । ছুতর পথ ও প্রান্তর বিবধর সর্পে  
 ভরা । তার মধ্যে একলা বাড়ী ছাড়িয়া হুন্দরী চলিল । সে  
 নিজের মনরূপ রথে চড়িল ; সঙ্গে আছে তার মনমথ ;  
 কোন্টা পথ কোন্টা বিপথ কিছুই সে মানে না ।  
 গোবিন্দদাস বলেন, এইরূপে নবনাগরী কানাইয়ের সঙ্গে  
 মিলিত হইলেন ।

তুলনীয় : বংশীবদনের—

করেতে নূপুর পরে জজ্ঞে পরে তাড় ।  
 গলাতে কিঞ্চিৎ পরে কটিতটে হার ।

✓ ৩৭১

ভূপাল

গুরু ছুৰ বকউ উজোর চন্দ ।  
 ছরজন-নয়ন পদহি পদ ফন্দ ।  
 ঐছে অতি ছরতর পথ সকাব ।  
 ততহি কলাবতি চলু অভিসার ।  
 'কি কহব মাধব প্রেমক রীত ।  
 তুয়া অহুরাগিণি ত্রিভুবন জীত ।  
 বাহা ধনি বাধসে ভাঙ ধুনান ।  
 সাধসে ধাওয়ে কতহ পীচবাণ ।  
 সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ ।  
 গোবিন্দদাস কহ পুরল সাধ ।

ক. বি. ৩৮, ৭৭ এবং ৮১  
 সা. প. (১)—১৮১, ৩৩

সমুদ্র ১৩৭, তরু ১০১৪, কী ২০৫  
 রসমঞ্জরী ৭

পাঠান্তর—রসমঞ্জরী ও কীৰ্ত্তনানন্দে আরম্ভ—কি  
 কহব মাধব প্রেমক রীত । (১) রসমঞ্জরী ও কীৰ্ত্তনানন্দে  
 চতুর্থ চরণের পর—

প্রতি ভূজ ভূজগ বন্ধন করে ফারি ।  
 চরণক ঘাতে কুলাচল ভারি ।  
 তাহা কি করব লঘু মন্দির কপাট ।  
 ভয়ে মরিয়া দিলু দিই বাট ।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পদবসনার ও পদবস্ত্রাকরের  
 পুথিতেও ঐ পংক্তি চারিটি আছে ।

ব্যাখ্যা—জ্যোৎস্নাভিসারের বিপদ অনেক । উজ্জল  
 চন্দ্রের জন্ত গুরুজনকে বকনা করা কষ্টকর । হুর্জনের চোখ  
 যেন পদে পদে কাদ পাতিয়া বসিয়া আছে । ঐরকম  
 কঠিন পথে সফর করিয়া কৌশলবতী রাধিকা অভিসারে  
 চলিলেন । মাধব ! প্রেমের রীতির কথা কি বলিব !



তোমার প্রতি অহুবাগিনী ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।  
যেখানে সুন্দরী দ্বাদশে অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে জ্ঞ-কম্পন  
করেন, সেখান হইতে কত শত মদন ভয়ে পলায়ন করে।  
সেই সুন্দরী তোমার সাথে বিনা বাধায় কুঞ্জে মিলিল।  
গোবিন্দদাস বলেন, সব সাধ পুরিল।

৩৭২ ✓

কল্যাণী

বয়স সমান                      সঙ্গে নব রঙ্গিণি  
সাজলি স্ত্রাম-দরশ-রস-লোভে।  
কোই রবাব                      মুরজ সরমগুল  
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে।  
ভালে বনি আওয়ে বুঝতাহুতনি।  
চরণ-কমল-তলে                      অরুণ বিরাজিত  
মঞ্জির-রঞ্জিত মধুর-ধনি।  
গতি অতি মধুর                      নব যৌবন ভর  
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণি বোলে।  
গজ-অরি-মাকরি                      উপরে কনয়া-গিরি  
বীচহি স্বধুনি মুক্তা-হিলোলে।  
রবি-মণ্ডল ছবি                      জিনি মণি-কুণ্ডল  
সুন্দর সিদ্ধুর ভালিরে ভালে।  
গোবিন্দদাস কহ                      ভুলল অলিকুল  
বেঢ়ল কবরিক মালতী-মালে।

ক. বি. ৭৭

তরু ১০২০

শব্দার্থ—রবাব—একপ্রকারের বীণাযন্ত্র। মুরজ—  
মুদ্র অথবা পাখোয়াজ। সরমগুল—অল্প এক বকমের  
বীণা। উপাঙ্গ—এক বকমের বাগ্যযন্ত্র। বনি আওয়ে—  
সাজিয়া আসিল। গজ-অরি-মাকরি—গজের অরি সিংহ;  
তাহার মত মাঝা। উপরে কনয়া-গিরি—উপরে কনক  
পর্বত তুল্য কুচযুগ। বীচহি স্বধুনি মুক্তা হিলোল—  
কুচযুগের মাঝখানে মুক্তার হার দেখিয়া মনে হয় দুই  
পাহাড়ের মাঝখানে গঙ্গা।

৩৭৩

শব্দরাস্তর

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।  
জনি ভেটহ হরি কুজক<sup>১</sup> রাজ।  
তুহ<sup>২</sup> গজ-গামিনি মতি অতি ভোর।  
উচ কুচ-কুস্ত-গরবে নাহি গর।  
যৌবন-গরবে না হেরলি পথ।  
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত।  
যব তোহে করব অরুণ দিষ্টি-ভঙ্গ।  
নিগড়ে না হেরবি সহচরি মদ্র।  
সো ধর-নখর-পরশ যব হোতি।  
এ কুচ-কুস্তে না রাখব মোতি।  
গণ্ডে করব যব দশনক দাত।  
মুরছি পড়বি তহি<sup>৩</sup> ধরনি নিপাত।  
গোবিন্দদাস যবহ<sup>৪</sup> সোড়রাব।  
অধর-সুধারসে পুনহি জীয়াব<sup>৫</sup>।

সা. প (১)—১০৭, রাধা ১১০

ক. বি ৭৩ পৃ. ১০

তরু ১০৪১, কী ১০৪

কল্যা ২২৭

পাঠান্তর—কণদা—(১) কুজকো (২) তব (৩) তবহি<sup>৬</sup>  
(৪) অধর-সুধা দেই তব হি জীয়াব—তরু।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা গজগামিনী বলিয়া তাঁহাকে গজ  
ভাবিয়া হরি ( সিংহ ) তাঁহাকে আক্রমণ করিবে এই  
জ্ঞান সখী বলিতেছেন—ওগো সুন্দরী পদুমিনি ! বড়ই বিপদ  
দেখিতেছি। কুজের রাজা হরির ( সিংহের ) সহিত যেন  
দেখা করিও না। তুমি একে গজগামিনী, তাহাতে ভোলা-  
বুদ্ধি। উচ্চ কুচকুস্তের জ্ঞান গর্ভের তোমার সীমা নাই।  
যৌবনের গর্ভে একেবারে পথ চোখে দেখিতে পাও না;  
তোমার দেহের পরিমলে দিগন্ত সুবাসিত হয়; হতরাং  
হরি ( সিংহ ) সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, কুস্তযুক্ত হস্তী  
আসিতেছে। সিংহ তোমার প্রতি বাগিয়া বক্তচকুতে  
তাকাইবে ( অথবা হরি যখন অহুবাগভরে তোমার পানে  
অরুণদৃষ্টিতে চাহিবে ) তখন ভয়ে তোমার সব সহচরী  
পলাইবে—কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাইবে না। সেই  
হরি ( সিংহ ) তাহার ধর নখরের স্পর্শে তোমার কুচ-



কুস্তের মুক্তা (মোতি) বাধিবে না (সিংহপক্ষে—গজের কুস্ত বিদীর্ণ করিয়া মুক্তা বাহির করিয়া লইবে)। সে যখন তোমার গণ্ডে দস্তাঘাত করিবে তখন তুমি মাটিতে মুচ্ছিত হইয়া লুটাইবে। কিন্তু কবি বলিতেছেন, ভয় নাই—যদি একপ মরণতুলা অবস্থাই ঘটে তাহা হইলে গোবিন্দদাস তোমাকে একটা মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের কথা মনে করাইয়া দিতেছেন—সেটা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধারস; উহা তোমাকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবে।

M.A.

✓ ৩৭৪

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব বিপাক ।  
পথ আগমন কথা কত না কহয়ে' হে  
যদি হয় বয়ান লাখে লাখ ॥  
মন্দির তেজি যব পদচারি আয়হ<sup>৩</sup>  
নিশি হেরি কল্পিত অঙ্গ ।  
তিমির ছবস্ত পথ হেরই না পারই<sup>৪</sup>  
পদযুগে বেচল ভুজঙ্গ ॥  
একে কুলকামিনী তাহে কুল-যামিনী  
ঘোর গহন অতি দূর ।  
আর তাহে জলধর বরিধয়ে খরতর<sup>৫</sup>  
হাম রহব<sup>৬</sup> কোন পুর ॥  
একে পদ-পঙ্কজ পক্ষে বিভূষিত  
কণ্টকে জরজর ভেলা ।  
তুয়া মুখ দরশনে সব স্থখ পায়হ<sup>৭</sup>  
চির দুখ সব' দূরে গেলা ॥  
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে<sup>৮</sup> প্রবেশল  
ছোড়লু গৃহ-স্থখ-আশ ।  
পদক দুখ তুণ- হ' করি না গনলু  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

৩৭৪, কী ১৮৫

নাহি জানলু (৭) অব (৮) অবধারণে—কী (৯) যৈছন আয়হ তৈছনে দেখহ—কী ।

মন্তব্য— তুলনীয় :

গগনে গরজে ঘন—বিজ্ঞাপতি ।

✓ ৩৭৫

কামোদ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| শ্রাম-অভিসারে             | চলি শূন্দরি ধনি |
| নব নব রঙ্গিণি সাথে ।      |                 |
| বাম-শ্রবণ-মূলে            | শতদল পঙ্কজ      |
| কামজয়-ফুলধরু হাথে ॥      |                 |
| ভালহি শিন্দুর             | ভাহু-কিরণ জহু   |
| তহি' চাকু চন্দন-বিন্দু ।  |                 |
| মুখ হেরি লাজসে            | সায়রে লুকায়ল  |
| দিনে দিনে খীণ ভেল ইন্দু ॥ |                 |
| করি-রদ-বিরচিত             | চাকু ভূষণ করে   |
| রদন জিনিয়া ধনি মাজ ।     |                 |
| চরণহি নুপুর               | মুখর মনোহর      |
| রতি-জয়-বাজন বাজ ॥        |                 |
| ললিতাদি সরি মিলি          | মঙ্গল-হলাহলি    |
| শ্রাম-দরশ-রস-আশে ।        |                 |
| দৌহে দৌহা হেরইতে          | দুহ' চিত পুলকিত |
| বলিহারি গোবিন্দদাসে ॥     |                 |

অ ৮০

শব্দার্থ—কামজয়-ফুলধরু হাথে—শ্রীরাধার হাতে এমন এক ফুলধরু আছে যাহা দিয়া কামকে জয় করা যায় ।  
করি-রদ-বিরচিত—গজদন্তনির্মিত ।

৩৭৬

সজনি ! আজু কত অপরূপ রঙ্গ ।  
রমণিক বেশ ধরি রসিক নাগর বর  
কীর্ত্ত দূতীক মঙ্গ ॥

পাঠান্তর—তরু (১) কহিব (২) আয়লু (৩) পারিয়ে  
(৪) ঝর ঝর (৫) যাওব (৬) তুয়া দরশন আশে কহু



আগুপদ বাম বামা-গতি চললি  
বামে পেখলু জাম ।  
বামে ভুজে ঘন বসন উড়ায়ত  
বাম কুন্তলে অহুপাম ॥  
পট্টাধর পরি অভিনব নাগরি  
তৈথনে করল পয়ান ।  
সীঁধারি কাম সিন্দুর পরিহরি  
লখই না পারই আন ।  
মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোভল  
শঙ্খ শোভে তার মাঝে ।  
এমন চতুর বর দেখি নাহি নাগর  
এ মহিমগুল মাঝে ॥  
পদতলে অরুণ দুই দেবিলু  
ঠেঁ করিল অহুমান ।  
গোবিন্দদাস কহে চতুর শিরোমণি  
রাধা-মন্দিরে করল পয়ান ॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি ( পৃঃ ৫৬ ) হইতে  
ডঃ স্বকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬  
খণ্ডে প্রকাশিত ।

৩৭৭

রামকিরি রাগ

কি কহব রে সখি রাইক সোহাগি ।  
যাকর দেহলি বদরি কোরে হরি  
বজনি পোহায়লি জাগি ॥  
চাতক সম হরি সঙ্কেত রবইতে  
ছার খসাইতে রাধা ।  
কঙ্কণ বানকিতে গুরুজন জাগল  
পরি গেও দারুণ বাধা ।  
জ্বরতী কহই ধনি কো বাহিরাওত  
ভীত পুতলি সম দেহা ।  
লোরে পাখাওল পীন পয়োধর  
মৃগমদ কুসুম রেহা ॥

বিঘটি মনোরথ আন চলত হরি  
ইহ দুহঁ সঙ্কেত রাধি ।  
কুসুমহার অরু মুকুলিত সরসিজ  
গোবিন্দদাস রহঁ সাধি ॥

শা. প. (২)—৮২  
ক. বি. ৬২৮, ৬৪০

রসমঞ্জরী ( ভগিতাহীন )  
সমুদ্র ২৭০, তরু ৭১৬

পাঠান্তর—( ১ ) কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে—  
শা. প. পুথির আরম্ভ ( ২ ) ননদিনি বলে—তরু  
( ৩ ) মিটায়ল—তরু ( ৪ ) কুসুমিত চাক উরে—ক. বি.  
( ৫ ) এক—তরু ।

ব্যাখ্যা—রাইয়ের প্রেম ধন্য ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাহার  
দেউড়ির কুলগাছে ( অথবা “বদরি কোরে” বাদলার  
মধ্যে ) সারারাত অপেক্ষা করিয়া কাটাইলেন ! হরি  
চাতকের মতন শব্দ করিলে, রাধা দরজা খুলিতে গেলেন ;  
কিন্তু সে সময়ে কঙ্কণের শব্দ হওয়ায় গুরুজন জাগিয়া  
উঠিলেন—ভীষণ বাধা উপস্থিত হইল । বৃদ্ধা ( শান্তী )  
বলিলেন—“কে যায় বাহিরে ?” ইহা শুনিয়া রাধা ভয়ে  
একেবারে পুতুলের মতন হইয়া গেলেন অথবা দেওয়ালে  
আঁকা পুতুলের মতন হইয়া গেলেন । চোখের জলে  
তাহার পীন পয়োধরের উপরকার মৃগমদ ও কুসুমের রেখা  
ধুইয়া গেল । মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া হরি একটা  
ফুলের হার আর মুকুলিত কমল সঙ্কেতরূপে রাধিয়া  
অন্ততঃ চলিয়া গেলেন । ( ফুলের হার ছাড়িয়া বাওয়ার  
রাধা বৃষ্টিতে পারিবেন যে, উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাপ-  
বৃদ্ধিই পাইয়াছে । আর মুকুলিত পদ্ম রাখার অর্থ এই  
যে, কাল এই পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে ; সুতরাং তিনি কাল  
আবার সঙ্কেতস্থানে আসিবেন । ) গোবিন্দদাস ইহার  
সাক্ষী রহিলেন ।

মন্তব্য—পদাবলী ( ২০৫ ) এবং উজ্জলনীলমণিধৃত  
হর নামক প্রাচীন কবির “সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-  
নিদম” ইত্যাদি শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদটি লিখিত  
হইয়াছে । শ্লোকটির ভাবার্থ এই প্রকার—কোকিলাদির  
নিদম্ভলে কংসদ্বিপু ( কৃষ্ণ ) সঙ্কেত করিলে শ্রীরাধার  
বারংবার ছার খুলিতে যাইবার সময় শঙ্খ ও বলয়ের



শব্দ হইতেছিল; উহা শুনিয়া 'কে ও, কে দরজা  
খুলিতেছে' জরতীর এই প্রগল্ভ বাক্য বাহির হইলে  
শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরাধার প্রাঙ্গণকোণস্থ কুলগাছের  
তলায় রাত্রি প্রভাত করিয়াছিলেন।

অব নব বদ্বিগী করত অভিসার।  
কুচযুগে সোহই মুকুতার হার।  
অভরণ স্তবরণ শশিমণি শাজ।  
পদগতি মথুর জিনি হংসরাজ।  
মনোহর কুঞ্জ কুল পরকাশ।  
গোবিন্দদাস কহে মিলল শ্রামপাশ।

৩৭৮

ভাটিয়ারি

জন্দরী অভিসারে করল পয়ান।

রত্ন পটায়রে কাঁপল সব তরু

কাজরে উজোর নয়ান।

দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল

হসইতে থসে মণি জানি।

কাঞ্চন কিরণ বরণ নহে সমতুল

বচন কহয়ে পিকবাণী।

করপদধল- কমল-দলারূপ

মঞ্জীর কুণ্ডল বাজ।

গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি

জীতল মনোরথ-রাজ।

বরাহনগর ৩

শব্দার্থ—দশনক জ্যোতি ইত্যাদি—দন্তের জ্যোতি  
মতিকে হারাইয়া দেয়। হসইতে থসে মণি—শ্রীরাধা যখন  
হাস্ত করেন তখন মনে হয় যেন মণিযুক্তা করিয়া  
পড়িতেছে। জীতল মনোরথ-রাজ—মনরূপ রথে যে রাজা  
বসিয়া আছেন শ্রীরাধা সেই শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিলেন।

৩৭৯

রাকা নিশাকর কিরণ নিহারি।

যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি।

চন্দচন্দন লেপিত সব অঙ্গ।

সিত কুহুমাবলী হাস নব রঙ্গ।

রসমঞ্জরী পৃঃ ২

ব্যাখ্যা—এটি শুক্লাভিসারের পদ। শ্রীরাধা জ্যোৎস্নার  
রাত্রিতে সাদা চন্দনে দেহ লিপ্ত করিয়াছেন, তাহার উপর  
সাদা ফুলের সাজ পরিয়াছেন, সাদা মুক্তার মালা প্রভৃতি  
অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, বাহাতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে  
না পায়।

মন্তব্য—বিভাপতির শুক্লাভিসারের একটি পদের  
(১০১ মিত্র-মজুমদার সংস্করণ) অতুসরণে এটি লিখিত  
হইয়াছে।

৩৮০

কুন্দ কুহুমে ভরি কবরিক ভার।  
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার।  
চন্দন-চরচিত কচির কপূর।  
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর।  
চান্দনি রঞ্জনি উজোরলি গোরি।  
হরি-অভিসার-রতন রসে ভোরি।  
ধবল বিভূষণ অঙ্গর বনই।  
ধবলিম কোমুদি মিলি তহু চলই।  
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই।  
রত্নপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই।  
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।  
গুরুকুল-কণ্টক কি করিয়ে পার।  
স্বরত-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।  
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস।

মা. প. (১)—১৭৭

পৃ ১, ক. বি. ৭২ এবং ৭৩

অপূর্ণা ২৬৮, সমুদ্র ১৪৬

কী ২১০, তল ৩০৫



ব্যাখ্যা—এটীও শুক্লাভিসারের পদ। জ্যোৎস্নারাত্রি  
তাই শ্রীরাধা শুভ্র কুন্দকুম্ভমে খোঁপা ভরিয়া লইলেন,  
যাহাতে মাথার কালো চুলও সাদা ফুলে আচ্ছন্ন হয়। বৃকে  
পরিলেন মতির হার। চন্দন ও সুন্দর কর্পূরে অঙ্গ লেপন  
করিলেন; তাহাতে মনে হইল যেন প্রতি অঙ্গেই অনঙ্গ  
ভরপুর। ঠাদনি রাতে হরির অভিসারের আনন্দে মত্তা  
গৌরীকে উজ্জল দেখাইতে লাগিল। তাহার বস্ত্রও ধবল,  
অলঙ্কারও শুভ্র; দেখিয়া মনে হয় যেন তাহার দেহ শুভ্র  
চন্দ্রকিরণের সঙ্গে মিশিয়া চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া  
অন্তরে কথা দূরে থাকুক, তাহার পরিজনদেরও বাঁধা  
লাগিল—একি রাংয়ের পুতুলকে পারদের মধ্যে ডুবাইয়া  
তোলা হইয়াছে! অনিবার্য তাহার গতি; তাহার অভিলাষ  
পূর্ণ হইল। গুরুজনরূপ কণ্টক কি তাহাকে বাধা দিতে  
পারে? গোবিন্দদাস বলেন, বাধা সমস্তাগসজ্জায় খেত-  
কীর্তি-রাশির তুল্য কাপ্তি লইয়া নিকুঞ্জে উপস্থিত  
হইলেন।

✓

৩৮১

সুন্দরি তুরিতহি করহ পয়ান।  
সবহ তিরিখ ফল স্বামি-সুন্দর  
ভাহুক কুণ্ডে সিনান।  
ঐছন বচন কহল যব সো লখি  
গুরুজনে অহুমতি মাগি।  
বহ উপহার স্বকপূর চন্দন  
লেণ্ডা ভাহুক লাগি।  
সবহ সখি মেলি দেই হলাহলি  
চলতহি পঙ্ক মাক।  
সো বর-সুন্দরি করি পঞ্চাতুরি  
মিলায়ল নাগর-রাজ।  
বাইক বদন-চান্দ হেরি মাধব  
পুরল সব অভিলাষ।

ছহ দরশনে ছহ আরতি নব নব  
কহতহি গোবিন্দদাস।

তর ১১০৬

শব্দার্থ—স্বামি-সুন্দর—ভাহুক কুণ্ডে গান করিলে  
স্বামীর মঙ্গল হইবে।

৩৮২

ধানশী

সবহ বধুজন চল বৃন্দাবন  
গৌরি আরাধন লাগি।  
ঐছন মৃগধ বচন রচন করি  
গুরুজন অহুমতি মাগি।  
হরি হরি কাই শীখলি পরকার।  
জগজন বকি মীছ বচনামুতে  
দিনহি চল অভিসার।  
বেশ বনাওতি নন্দী শুনাওতি  
চতুরি সখীসঙ্গে বাত।  
আজু নু গৌরি আরাধি মনোরথ পুরব  
পশুপতি-নন্দন হাত।  
বাসিত কুম্ভ কপূরিত তাহুল  
ভরি লেই চন্দন কটোর।  
গোবিন্দদাস পদ দরশাওব  
জাহা নাহি কণ্টক আচোর।

মা. প. (১)—১৭৮, বৃ ২

সমুৎ ২৭২, তর ৭৪৪  
কী-৩২১, সা ২১৩

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথিতে প্রথম ছই কলি নাই।  
উহাতে আরম্ভ 'হরি হরি কাই শীখল পরকার।'  
(১) ঐছন বচন ধরণ ধরে সুন্দরি—সং (২) গুরুজন বাচি  
মিছই বচনামুতে—তর (৩) কয়ল—সং (৪) বনাওত—সং  
(৫) শুনাওত—তর (৬) আজু গৌরি আরাধি মননথ  
পুরব—পদরমাগর।



শব্দার্থ—হরি হরি কাহা নীখলি পরকার—সখী রাধাকে বলিতেছেন, হরি হরি, কোথায় এমন চাতুরি করা শিখিলে? সব লোককে মিছা মিষ্টি কথায় বঞ্চনা করিয়া দিনের বেলাতেই অভিসারে চলিল। বেশ বনাওতি ইত্যাদি—বেশ করিতে করিতে নন্দকে শুনাইয়া শুনাইয়া চতুরা সখীকে বলিলেন, আজ আমি গৌরী আরাধনা করিয়া নিজের মনোরথ পূর্ণ করিব, পশুপতি-নন্দনের (এক অর্থে গণেশ, অত্র অর্থে কৃষ্ণ) হাতও ভরিয়া দিব।

৩৮৩

তুড়ী

দিনমণি কিরণ- মলিন মুখ-মণ্ডল  
ঘামে তিলক বহি গেল।  
কোমল চরণ তপত পথ-বালুক  
আতপ-দহন সম ভেল।  
হেরইতে শ্রামর চন্দ।  
কোরে আগোরি গোরি মুখ মোছত  
বশন ঢুলায়ত মন্দ।  
কপূর তাম্বুল অধরহি দেয়ল  
চন্দন লেপই অঙ্গ।  
শ্রামর-অঙ্গ- পরশে নব নাগরি  
বাচল প্রেমতরঙ্গ।  
কুঞ্জ কুটির ঘর সেজ মনোহর  
মধুকর শ্রুতিধর ভাষে।  
গোরি শ্রাম দুহঁ করত কুতুহলি  
কহতহি গোবিন্দদাসে।

ক. বি. ৮০

অ ১৩

শব্দার্থ—গ্রীষ্মকালে দিবাভিসার। তিলক বহি গেল—তিলক মুছিয়া গেল। আতপ-দহন সম ভেল—বালুও যেন দ্রৌত্রেয় মতন পুড়াইতে লাগিল। মধুকর শ্রুতিধর

ভাবে—দ্রমর ও শ্রুতিধর (যে একবার শুনিয়াই আবৃত্তি করিতে পারে) শুকপক্ষীর গুণনকাকলীতে।

৩৮৪

পবন পরশে চলিত মুহু পল্লব  
শুনইতে বল্লববালা সচকিত নয়নে  
সঘনে ধনি নিবধয়ে।  
জানলু আওল কালা।  
মাধব সমবহঁ তুয়া চতুরাই।  
তমালকরূপী আপন তহু কাঁপসি  
রহত মোহে ছাপাই।  
বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন  
পুন অহুমানত চিতে।  
তোরল পশ্ব অস্ত নাহি পায়ই  
না বুকলু নাগর-রীতে।  
নৃপুত্র-বলিত-কলিত বর মাধুরী  
শুনইতে শ্রবণে উল্লাস।  
আওসরি রাই কাহু অবলোকই  
গাবই গোবিন্দদাস।

রসমঞ্জরী ১৩

ব্যাখ্যা—মুহু পবন-হিল্লোলে লতার পল্লব সকালিত হইলে শ্রীরাধা সচকিত হইয়া ভাবিলেন এই বুঝি তাঁহার দগিত আসিলেন; তাই বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—তুমি আসিলে আমি জানিলাম। মাধব তোমার চালাকি বুঝিলাম। তুমি তমালের মত নিজের দেহ ঢাকিয়া আমার কাছ হইতে লুকাইয়া রহিয়াছ। কিন্তু অনেকক্ষণ হইয়া গেল তবুও কানাই আত্মপ্রকাশ করিলেন না দেখিয়া সমস্ত কানন ঘুরিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এত পথ ভাঙ্গিয়া আসিলাম, অথচ তাহার দেখা নাই; তার কেমন নাগরপানা বুঝিলাম না। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নৃপুত্রের মধুর ধনি কানে



যাইতেই ধুসীতে তাঁহার মন ভরিয়া গেল । রাধা অগ্রসর  
হইয়া কানাইকে দেখিতে পাইলেন—ইহা গোবিন্দদাস  
গান করিতেছেন ।

✓  
৩৮৫

চল চল বৃন্দাবনে শ্রাম দেখি গিয়া ।  
সব দুখ পাশরিব চাঁদ মুখ চাঞা ॥  
যব ধনি সাজাই ভেটাইতে শ্রাম ।  
অগত মোহিনী ধনি অতি অহুপাম ॥  
নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কণ ।  
শ্রাম অহুবাগে ধনি করিলা গমন ॥  
কৃষ্ণ দরশনে যায় সখীগণ সঙ্গে ।  
মন অতি উলসিত প্রেমের তরঙ্গে ॥  
ললিতার হাতে হাত দিয়া বিনোদিনী ।  
নবযৌবনী ধনি কাহ্ন-মনমোহিনী ॥  
নীলবসন অঙ্গে ধনির করে ঝলমল ।  
নব অহুবাগ ভরে করে টলমল ॥  
বৃন্দাবনে আসি রাই চারিপানে চায় ।  
মাধবীতরুর তলে দেখে শ্রামবায় ॥  
দৌহে দৌহা দরশনে ভাবে বিভোর ।  
দুহঁক নয়নে বহে চরকত লোর ॥  
আদরে আগুসরি রাই লেই শ্রাম ।  
সখীগণ হেরই অতি অহুপাম ॥  
করে ধরি রাই লয়া বসাইলা বামে ।  
নিজ পীত বাসে মুছে রাই মুখ-ঘামে ॥  
পস্থ কি দুখ পুছত বর কান ।  
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান ॥  
শ্রামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী ।  
গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী ॥

✓  
৩৮৬

দশমস্কার

দূতিক বচন শুনি ধনি অহুবাগিণী  
ভেটাইতে নাগর কান ।  
সখীগণ সঙ্গে চলি বরষদ্বিগী  
গুরুজন কোই নাহি জান ॥  
চঞ্চল লোচনে বন্ধ নেহারনি  
অঞ্জন শোভন তায় ।  
নবযৌবন ভরে গতি অতি মন্বরে  
হংসগমনে চলি যায় ॥  
যমুনাক তীরে তুরিত ধনি আগলি  
যাহা বৈঠলি বরনাহ ।  
দুহঁ দুহা দরশনে অনিমিষ লোচনে  
গোবিন্দদাস বলি যাহ ॥

পণ্ডিতস্বামী মহোদয়ের পুদি

শব্দার্থ—শোভন—সুন্দর । তুরিত—শীঘ্র । বরনাহ  
—শ্রেষ্ঠ দয়িত । বলি যাহ—বলিহারি দেয় ।

✓  
৩৮৭

তথা রাগ

কাননে সবহঁ কুহুম পরকাশ ।  
শারি শুক পিককুল-মধুরিম-ভাব ॥  
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ ।  
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ ॥  
দেখ দেখ নাগররাজ ।  
চললিহি সঙ্কেত-কুঙ্কক মাঝ ॥  
কিশলয়-পুঙ্কহি সেজবর কেল ।  
উহি পর বৈঠি পুন তরখিত তেল ॥  
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ ।  
অবহঁ না সুন্দরি করল পয়ান ॥



অস্তরে মদন করল প্রকাশ ।  
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥

সমুদ্র ৪৫২, তরু ১০৫১, কী ৩১৩

মন্তব্য—১০৫ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের  
অনেকাংশে মিল আছে ।

পাঠান্তর—(১) তাকর—সমুদ্র (২) তিল একু বৈঠি  
—সমুদ্র ।

শব্দার্থ—কিশলয় পুঞ্জি মেজবর কেল—নবীন পল্লব  
দিয়া সুন্দর শয্যা রচনা করিল । তরুণিত ভেল—ভীত  
হইল ( শ্রীরাধার কোন বিপদ ঘটিল ভাবিয়া )

চলইতে চরণে নূপুর তহি বেলিত  
সুমধুর মধুর রসাল ।  
হংসগমনে ধনি আওল বিনোদিনী  
সখীগণ করি লেই সাথ ।  
রসিক নাগর বর বিদগধ শেখর  
তুরিতে মিলাল ধনিপাশ ।  
ছুহঁ দৌহা দরশনে উলসিত লোচনে  
নিবথই গোবিন্দদাস ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি ।

মাদুরী ৩৪৫১

✓ ৩৮৮

মধুর

নবযৌবনি ধনি চলু অভিসার ।  
নবনব রঙ্গিণি রসের পসার ॥  
নীলবসন রাধার শ্রীঅঙ্গে সাজে ।  
কনক কিঙ্কিণি ঘন ঘন বাজে ॥  
চরণেতে নূপুর বাজয়ে রহুঝহু ।  
মদন বিবাদি হাতে ফুলধহু ॥  
বৃন্দাবনে ভেটল শ্রামের রাগ ।  
নর নব কোকিল পঞ্চমু গায় ॥  
ছুহঁ মুখ হেরইতে ছুহঁ ভেল ভোর ।  
গোবিন্দদাসের স্থখের নাহি ওর ॥

বরাহনগর ৩৮৭

✓ ৩৮৯

বৃষভানুন্দিনী নব অহরাগিণী  
তুরিতে করত অভিসার ।  
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী  
মন্দির হোই বাহার ॥

✓ ৩৯০

বেহাগ

জয় জয় বিজই কুঞ্জে কুঞ্জরবর-গমনী ।  
প্রেমতরঙ্গে ভরল অঙ্গ  
সঙ্গে বরজ-বমণী ॥  
গগন মণ্ডল অতি নিরমল  
শব্দ হৃদয় যামিনী ।  
নীলবসন রতন ভূষণ  
বালকত ঘন দামিনী ॥  
ছমিকি ছমিকি রবাব পাখোয়াজ  
ঠাম ঠমকি চলনি ।  
তানা নানা স্থললিত বীণা  
গান করত সজনী ॥  
যন্ত্র তন্ত্র তালমান  
ধনি ধনি নবযৌবনী ।  
কহু কহু কহু কহু হু হু হু  
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী ॥  
মিলল শ্রাম নিকুঞ্জধাম  
অনুপাম স্থখশোহিনী ।  
গোবিন্দদাসের স্থখের নাহি ওর  
হেরি শ্রাম-মনমোহিনী ॥



শঙ্কার্থ—বিজই—গমন করে। কুঞ্জরবর—গমনী—  
গজগামিনী। কুঞ্জরবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। শোহিনী—শোভিনী।

গোবিন্দদাস কহ অপক্লপ ভাঁতি।  
চৌদিশে বেড়ল কুহুমক পাতি।

গীতমঞ্জরীর ২৫৩

তর ১৪৮২

## বনবিহারাদি লীলা

৩৯১

স্বহই

ভ্রমই গহনবনে গৌরকিশোর।  
গদাধর সঙ্গে আজি আনন্দে বিভোর।  
হেহত তরু তরু মুহু মুহু ভাষ।  
বনশোভা কহইতে মনহি উল্লাস।  
কত কত কৌতুক করয়ে ছুহু মেলি।  
গৌর গদাধর কহত রসকেলি।  
কত কত উপজল ভাব-তরঙ্গ।  
গোবিন্দদাস উহি দেখত রঙ্গ।

বরাহ ৭ (খ)—১১২

৩৯২

বসন্ত রাগ

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি।  
স্বকুহুম ভরে কত অবনত শাখী।  
তহি শুক শারীক পিকু নিকু বোল।  
কুহু নিকুহু ভ্রমর করু বোল।  
অপক্লপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।  
সব ঋতু সঙ্গে বসত ঋতুরাজ।  
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।  
মাধবী মালতী মিলি তরুলম্ব।  
কাহা কাহা সারস হংস নিসান।  
কাহা কাহা দাহুরী উনমত গান।  
কাহা কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর।  
কাহা কাহা উনমত নাচয়ে ময়ূর।

২৬

শঙ্কার্থ—পিকু নিকু—সুন্দর কোকিল। (নিকু=  
নীক—সুন্দর)। নিসান—নিঃসন, শব্দ। দাহুরী—ভেকী,  
বাড়।

৩৯৩

বিজন বনে বনে ভ্রমই ছুহু।  
দোহার কাঁড়ে শোভে দোহার বাহু।  
দোহার রূপে নয়ন ভুলে।  
কনকলতিকা রাই তমালের কোলে।  
দীপসমীপে যেন ইন্দ্রনীলমণি।  
জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী।  
বদনে বদন মেলি মদন জাগে।  
আলিঙ্গন দিয়া কানাই কত ধন মাগে।  
কবিত কনয় যেন কুন্দন হেম।  
তুলনা দিবারে নাহি দোহাকার প্রেম।  
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রসহৃদা।  
গোবিন্দদাস কহে না ভাবিল কুধা।

কী ২১৬, তর ৬৪২

পাঠান্তর—‘তরু’তে আরম্ভ—ভুলে ভুলে বে দোহার  
রূপে। তরু—(১) বীজই বনে বনে (২) কবিত কবিল  
নহে কুন্দন হেম (৩) দোহাকার প্রেমের পরে—বদনে বদন  
দিতে মদন জাগে। আলিঙ্গন দিয়া শ্রাম কিবা ধন মাগে।

শঙ্কার্থ—রাইকে কনকলতিকা, প্রদীপ ও সৌদামিনীর  
সহিত, শ্রীকৃষ্ণকে তমাল, ইন্দ্রনীলমণি ও জলদের সহিত  
তুলনা করা হইয়াছে। কবিত কনয়—কটীপাথরে কথা  
বিশুদ্ধ স্বর্ণ। কুন্দন হেম—উজ্জল স্বর্ণ। চান্দ উপরে  
চান্দ—চাঁদের উপরে চান্দ—একের বদনচন্দ্রের উপর  
অপরের মুখচন্দ্র।



৩৯৪

পঠমঞ্জরী

কুসুমের ভরল নব পল্লব দোল ।  
 মধু পিবি মধুকর মধুকরী ভোর ।  
 তাহে কুহু কোকিল পঞ্চম গায় ।  
 দৌহার আরতি মুহু চন্দন বায় ।  
 পুনমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ ।  
 বৈদগধি বিদগধ মীলল হুসাজ ।  
 নাহ নীলমনি বরণ স্থান ।  
 রাই কাঞ্চন মুকুর দশবাণ ।  
 দৌহে দৌহা হেরইতে ভৈ গেল ভোর ।  
 রাই ভেল শ্রাম শ্রাম ভেল গোর ।  
 আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস ।  
 ও রস বলিহারি গোবিন্দদাস ॥

সং ১৭২

শব্দার্থ—দোল—ছলিতেছে। নাহ—নাথ। মুকুর—  
 দর্পণ।

৩৯৫

বসন্ত

শিশিরক অন্তরে আঁওয়ে বসন্ত ।  
 ফুল কুসুম সব কানন-অন্ত ।  
 শ্রুব্দাবন পুলিনক রঙ্গ ।  
 ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ ।  
 নব নব পল্লবে শোভিত ভাল ।  
 সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ।  
 তহি সব রঙ্গিনি মেলি এক সঙ্গে ।  
 ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে ।  
 বিহরই কাননে যুগল কিশোর ।  
 নাচত গাওত রঙ্গিনি ছোর ।

বাজত গাওত কত কত তান ।

গোবিন্দদাস অবধি না জান ।

তঙ্গ ১৪২৮

৩৯৬

তুড়ি

ছুঁকর অচেতন দেখি বনদেবী ।  
 চেতন করাওল সমীরণ সেবি ॥  
 কহতহি শুন শুন যুগল কিশোর ।  
 ঋতুরাজ যো কিছু কহলহি ধোর ॥  
 আজু দিনহিঁ ছুঁ সখিগণ মেলি ।  
 সকল করহ মোহে করি রসকেলি ॥  
 শুনইতে আনন্দ মব জন গেল ।  
 দাস গোবিন্দদাস সঙ্গহি লেল ॥

সমুদ্র ৪৩৭

শব্দার্থ—সমীরণ সেবি—বাতাস করা রূপ সেবার  
 দ্বারা। মোহে—আমাকে। দাস গোবিন্দদাস সঙ্গহি  
 লেল—সব সখীরা রসকেলির সময় আসন্ন জানিয়া প্রস্থান  
 করিলেন। কিন্তু মঞ্জরীভাবাপন্ন গোবিন্দদাস দাস্ত  
 করিবার ক্ষমতা নষ্টে চলিলেন।

৩৯৭

ধানশী

কেলি অবশেষে ওঁবরনাহ ।  
 সখি সঞ্চে কেলি-কুণ্ডে অবগাহ ॥  
 তাই বিরচল অপক্লপ জল-কেলি ।  
 সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু-মেলি ॥  
 দৌরথে যৈছে যুগত দউ বীর ।  
 তৈছন সিঞ্চিত ছুঁক শরীর ॥



গোবিন্দদাস পছ কুণ্ডক বাহ ।  
অবসরে রাই কর জল-অতিবাহ ॥

অ ১১৮

শাক্যার্থ—দোরথে—দ্বিরথযুদ্ধে । দউ—হই ।

হৃন্দরি কাছে আগলি বনমাহ ।  
চন্দনসৌরভে মনু কর যুগবর প্রবেশব তুয়া হিয়া ছাহ ।  
নথর বিব দংশি তুহে দগধব বিদজালে হববি গেঞান ।  
দশন দ্বিষোড়শ ভুজগ ধরি দংশব মুরছি পড়বি মহিঠাম ।  
তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব অহিগণ গরজন শুনি ।  
গোবিন্দদাস কহে সামাল গজুড়িরাজ সাজ কয়ল গরবিনি ॥

ক. বি. ২০৮৪

৩৯৮

শ্রামল হৃন্দর রূপ অমিয়া রসের কুপ  
হেরি রাধা পড়ল বিতোর ।  
সখিত হইয়া বোলে নিজ চিত্ত কুতুহলে  
সাধু প্রাণ রহি গেল মোর ॥  
শিখণ্ড শিখর কৃষ্ণ রাধারূপে সতৃষ্ণ  
উলটি ফিরাইতে নারে আধি ।  
মধুর মধুর স্রীত কিবা হই উপনীত  
সেই সে পিরিতি তার সাধি ॥  
হেনই সময়ে আসি জটীলা কর্কশভায়ী  
বধু লইয়া চলিলেন সাথ ।  
রাই ছলে ফিরি ফিরি সো মুখ নিরখই  
ভালহি দেয়ল হাত ॥  
দরশনে না পূরল কাম ।  
যো মুখ দরশনে নিমিষ ঘন নিন্দই  
তাহে কি সহয়ে ঘটি যাম ॥  
গুরুজনে ছল করি কণ্ঠমণি মালা ছিঁড়ি  
বিচিনই অস্তর-তিয়াস ।  
একদিগি গুরুজনে আর দিগি শ্রামপানে  
কি কহব গোবিন্দদাস ॥

পদানুতমাদুরী ১১২৪১

৩৯৯

কালিয় গগন কান কুটিল হাস  
কালিনী কুল নিশি রাস ।  
হরিচন্দনৌ ধনৌ কোনহি গাছসে কুহুম করলি সব নাশ ॥

৪০০

কামোদ মল্লার

ভাঙ্গ-নন্দিনি নন্দ-নন্দন  
রতন মন্দির মাহ রে ।  
কেলি কুণ্ডক তীর শোভিত  
কল্পতরু-ফল-ছাহ রে ॥  
নীপ তরুবার পলব কুল-ভরে  
পরশি রহ সব নীর রে ।  
ফুল মালতি কমল-মাধুরি  
বহই মন্দ সমীর রে ॥  
গায়ত অলিকুল সারি শুক পিক  
সতত নাচত মোর রে ।  
রাই কাহু ছুঁ ছাত খেলত  
হার রাখত হোর রে ॥  
চৌদিগে বেঢ়ল সবহঁ সখিগণ  
বসন ভূষণ-সাজ রে ।  
যৈছে জলধরে উদিত স্বধাকর  
শোভিত উজ্জ্বল মাক্ষ রে ॥  
রাই যব ধরি জ্বিতল নাগর  
পঞ্চদশ ভাকে দান রে ।  
কতহঁ রতি-পতি উদিত তৈ গেল  
হেরি আকুল কান রে ॥



শ্রাম চকল চুষ করইতে  
করহি বারত গোবি রে ।  
বোথে লোচন কমল কাহ্ন-মন  
ভুঙ্গ করলহি চোরি রে ॥  
রাই জীতল হঠহি মাদব  
ধয়ল রাইক হার রে ।  
বোথে ধনি পুন হার ধরইতে  
টুটল ছুঁ কর মাল রে ॥  
মদন কলহে ছুঁক ভঙ্গিম  
হেরি সখিগণ হাস রে ।  
পুনহি খেলহ মাল ধরি কহ  
গাওত গোবিন্দদাস রে ॥

অ ১১২

শঙ্কার্থ—কল্লতরু-ফ্রম-ছাহ—কল্লতরুর ছায়ায় । ছাত  
খেলত—পাশা খেলে ।

### বাসক-সজ্জা

৪০১

অপরূপ রমণী অভিলাষ ।  
সংকত কাননে সেজ বিছাআই  
কাহ্ন মিলন প্রতিআশ ।  
মুগমদচন্দন গন্ধ অহলেপন  
বিকসিত চম্পক দাম ।  
খপুর কপুর সম্পট তার রাখই  
পূরব মনমথ কাম ॥  
মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখল  
রাখল রস্তা রস্তা ঠামে ঠাম ।  
রতন পদীপ নীপতলে জাবল  
চামর বীজ অহুপাম ॥

কনক দরপন-রতন পরিভাজন ।  
নিরমজ্জন অভিলাষ ।  
সখাদ পাই মিলল বর নাগরী  
কহলহি গোবিন্দদাস ॥

রসমঞ্জরী ১৫

শঙ্কার্থ—কাহ্ন মিলন প্রতিআশ—কাহ্নর সহিত  
মিলনের প্রত্যাশায় । খপুর—হুপারি । সম্পট—ভিবা ।  
ঠামে ঠাম—স্থানে স্থানে । জাবল—জালিয়া রাখিল ।  
চামর বীজ অহুপাম—অতুলনীয় চামররূপ বীজন (পাখা) ।

৪০২

ধানশী

কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি ।  
সহচরি আগে কহই বেরি বেরি ॥  
রিঝায়র নাগর করি অহুমান ।  
বিলসব কুঞ্জে আজু কুহুম-শয়ান ।  
উচ কুচ হেরই নয়ন সুবদ ।  
উর পর লেপব চন্দনপঙ্ক ।  
আয়ব কস্ত পূরব অভিলাষ ।  
পুন পুন নিবেদয়ে গোবিন্দদাস ॥

অ ৮১

শঙ্কার্থ—কনক মুকুরে—সোনার দর্পণে । রিঝায়ব—  
হুট হইবে । উর পর—বুকের উপর ।

৪০৩

ধানশী

সাজল কুহুম সেজ পুন সাজই  
জাবই জাবল বাতি ।  
বাসিত খপুরে কপুরে পুন বাসই  
ভৈগেল মদন-ভরাতি ॥



আজু রাই<sup>১</sup> সাজলি বাসক-সেজ ।

৪০৪

মনমথ লাগে মনোরথে ধায়ল<sup>২</sup>

ধানশী

অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ<sup>৩</sup> ।

বাসিত বারি ক- পূরিত তাহুল

ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চড়ায়ই

কুহুমিত মদন-শয়ান ।

থেনে থেনে তেজই তাই<sup>৪</sup> ।

উজোর দীপ স- মীপহি জায়হ

সচকিত নয়নে<sup>৫</sup> চমকি থেনে<sup>৬</sup> উঠয়ি

বিরচহ চাক বিতান ।

হেরই নিজ-তনু-ছাই<sup>৭</sup> ।

সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ ।

কাতর বচনে সম্ভাবই সহচরি

কতু-পতি-রাতি অবহঁ নব নাগর

কাছে বিলম্বায়ত কান ।

মিলবহঁ শ্রামর চন্দ ।

গোবিন্দদাস ক- হই অব শূনিযে

কুহুমিত মৌলির- সালক পরিমলে

সঙ্কেত-মূলি নিসান ।

ভ্রমর ভ্রমরি রহ ভোর ।

মদন-মদালসে<sup>৮</sup> সগরিহ যামিনি

স্থপে বকব হরি-কোর ।

সা. প. (১)—১৮৮, ক. বি. ১৪৫

তরু ৩৪৭, সা. ৩৪১, কণদা ১২৮

গোবর্ধন পুঁথি ২৩, কু. ২৬

সমুদ্র ১৫১

বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব একু বর<sup>৯</sup>

চেতন রহ মনু দেহ ।

গোবিন্দদাস কহই হরি-পরশহি

সো পুন হোত সন্দেহ ।

পাঠান্তর—(১) বনী—কণদা (২) মনোরথ ধাবই—

কণদা ও তরু (৩) অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ—কণদা

(৪) ছায়—ক (৫) বিলোকনে—তরু (৬) ঘন—তরু

(৭) ছায়—ক ।

সা. প. (১)—১৮৮

ক. বি. ১৪৫

কু. ২৬, গো. ৩০

কণদা ২০৮, সমুদ্র ১৫১

তরু ৩৪৭

পাঠান্তর—(১) মদন-মনোরথে—ক ও তরু (২) এহি

একু বর—ক ।

ব্যাখ্যা—প্রতীকার অধীরতায় শ্রীরাধা হুমজিত

কুহুমশয্যা পুনরায় সাজাইতে লাগিলেন ; জালানো বাতি

আবার জালিতে লাগিলেন । হুবাসিত হুপারি আবার

কপূর দ্বারা স্তগন্ধ করিলেন । তাঁহার মদনবেগ জনিত

ভ্রান্তি ( ভরাতি ) হইতে লাগিল । আজ রাধা বাসক-

সজ্জার জন্ত সাজিলেন । লক্ষ লক্ষ মনোরথ মনোরথে

প্রধাবিত হইল ; তথাপি অনঙ্গ কোন অঙ্গ ছাড়িল না ।

বারবার অলঙ্কার পরিতেছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে উহা

ত্যাগ করিতেছেন । নিজের দেহের ছায়া দেখিয়াও

সচকিত হইতেছেন । কাতরভাবে সখীকে জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, কানাই দেরি করিতেছেন কেন ? গোবিন্দদাস

আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, শোন মূল্যীর স্ননির দ্বারা

তিনি সঙ্কেত করিতেছেন ।

শব্দার্থ—বাসিত—হুবাসিত । কপূরিত তাহুল—কপূর

দেওয়া পান । কুহুমিত মদন-শয়ান—মদনোৎসবের জন্ত

রচিত পুষ্পের দ্বারা আকীর্ণ শয্যা । বিরচহ চাক বিতান—

হৃদয় চন্দ্রাতপ ( চাঁদোয়া ) টাঙ্গাইয়া দাও । সখি হে

কহই না যায়ে আনন্দ—শ্রীরাধার মনে কত আনন্দ যে

আজ তাঁহার দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ মিলন ঘটিবে । এত

আনন্দ নৈরাশ্রে পরিণত হইবে ইহাই বাসকসজ্জার

মর্মান্তিক ছাঃ (tragedy) । সগরিহ যামিনী—সারা-

রাতি । বিহিপায়ে লাগি ইত্যাদি—আমার শুধু ভয় হইতেছে

প্রিয়তমের দেখা পাওয়া মাত্র আমি আনন্দে জ্ঞান না

হারাষ্ট ; তাই আমি বিধাতার নিকট এই বর প্রার্থনা

করিব যে, আমার দেহে সে সময়ে যেন চেতনা থাকে ।



কিন্তু গোবিন্দদাসের মনে এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে।  
হরির স্পর্শ লাভ করিলে আর শ্রীরাধার পক্ষে চেতনা বন্ধ  
করা সম্ভব হইবে কি ?

৪০৫

তথা রাগ

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত  
আর কত বিঘিনি বিধার।  
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি  
কুঞ্জে কয়লু অভিসার।  
সজনি কী ফল পাপ পরাণ।  
যামিনি আধ অধিক বহি যাওত  
অবহ না মীলল কান।  
যতয়ে মনোরথ তত ভেল অনরথ  
কাহু-পিরিতি অভিলাষে।  
না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল  
ভাঙ-ভুজঙ্গিনি-পাশে।  
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিধারল  
মন্দিরে গুরুজন-গারি।  
গোবিন্দদাস কহয়ে ছুই সংশয়  
নিরসব রসিক মুরারি।

সা. প. (১)—১২৮

রসমঞ্জরী ১৮, সমুদ্র ১৬১

ক. বি. ১৪৩

তরু ৩৪৬, সং ৩৬৩

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আরম্ভ—হরি হরি কী ভেল  
পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি যাওত। ভুজগে  
ভরল পথ ইত্যাদি। (১) সব—তরু।

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালে সন্ধ্যাত্মানে শ্রীরাধা প্রতীক্ষা  
করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—হায়!  
আজ এই ঘোরতর বর্ষার বাদ্রিতে কত শত বজ্রপাত  
হইতেছে, পথে কত সাপ, আরও কত রকমের বিপদ  
মাথায় করিয়া আমি কুঞ্জে অভিসার করিলাম; কিন্তু  
তিনি কোথায়? সখি! আর পাপ পরাণ রাখিয়া কি  
ফল? বাদ্রির অধিক অংশ কাটিয়া গেল, এখনও তো

কাহু আসিলেন না। মনের আমার যত কিছু বাসনা ছিল,  
সব বুঝা হইল! আমার মনে দুইটা সংশয় জাগিতেছে।  
হয়তো কোন কলাবতী কামিনী তাহার ভ্রূপ ভুজঙ্গিনি-  
পাশে কাহুকে বাধিয়া তাহার উপর দারুণ ফুলশর মারিল;  
অথবা ঘরে গুরুজনের গালির ভয়ে তিনি আসিতে  
পারিলেন না। গোবিন্দদাস বলেন—না, না, শীঘ্রই  
রসিক মুরারি আসিয়া তোমার দুই সংশয়ই যে ভ্রাস্ত  
তাহা প্রমাণ করিবেন।

৪০৬

গান্ধার

সজনি করহ পয়ান।  
পহু মিলব তুয়া কান।  
অহুকুল হোয়ে বিধাতা।  
তবহি জিয়ব ধনি রাধা।  
সেজ সফল তুহ জান।  
যেহি খনে করব শয়ান।  
যৌবন মন অভিলাষ।  
পূরব স্বরত-বিলাস।  
আনন্দ-লোরে ভরু আধি।  
পুলকে পুরব তহু সাধি।  
গোবিন্দদাস অহুতাপে।  
ধনি জনি করয়ে বিলাপে।

অ. ৮০, রসমঞ্জরী ১১

ব্যাখ্যা—সখি, আর যে দৈর্ঘ্য ধরিয়া থাকিতে  
পারিতেছি না। তুমি যাও, দেখিয়া আইস কাহুর কি  
হইয়াছে। হয়তো তোমাকে সবটা পথ বাইতেও হইবে  
না। পথেই কাহুর সঙ্গে তোমার দেখা হইবে। বিধাতা  
যেন অহুকুল হন! সত্য সত্যই কাহু যেন আমার কুঞ্জের  
অভিমুখে আসিতে থাকেন। তাহা হইলেই রাধা বাঁচিবে।  
কানাই আসিয়া যখন আমার শয্যায় শয়ন করিবেন  
তখনই আমার শয্যা রচনা করা সফল হইবে—যৌবনের  
মনোভিলাষ স্বরত-বিলাসের দ্বারা পূর্ণ হইবে। আনন্দ-



জলে আঁগি ভরিয়া যাইবে। দেহের পুলক মনের আনন্দের  
সাক্ষী হইবে। গোবিন্দদাসের মনে অহুতাপ হইতেছে, হায়  
হায়! শ্রীকৃষ্ণ যদি না আসেন তাহা হইলে সুন্দরী যে  
বিলাপ করিতে থাকিবে। তাহাকে যেন বিলাপ করিতে  
না হয়।

৪০৭

গুর্জরী

ঘন ঘন নীপ সমীপহিঁ শুনিয়ে  
সঙ্কেত-মুরলী-নিসান।

রহি রহি বাম পয়োধর ফুবই<sup>১</sup>  
তৈই বুঝি মিলব কান।

দেখ সখি! পাপ চতুর্ধীকো চাঁদ।

হরি-অভিসার এহি বিলম্বায়ত  
পাতি কিরণময় কাদ।

মনহিঁ মনোরথ চতুল মনোভব<sup>২</sup>  
ধৈরজ ধরন না যাত।

মনিময় হার ভার জহু লাগয়ে  
অভরণ দূর কর গাত।

ধরণী-শয়নে একু মোহে শোহাওত  
কুহুম-শয়নে জীউ কাঁপ।

গোবিন্দদাস কহ গহন-প্রেম-গহ  
দহনে দেওয়াওই কাঁপ।

মা. প. (১) ১২১, ক. বি. ৭৭ জগদা ১২১২, সমুদ্র ১৫১  
এক ১৪০, বৃ ২৭, গো ৩০

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) পদই (২) মনমথ।

শঙ্কার্থ—নিসান—শব্দ। শোহাওত—শোভা পায়।

ব্যাখ্যা—প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন,

এই তো বার বার শুনিতে পাইতেছি কদম্বগাছের কাছে  
মুরলী সঙ্কেতধ্বনি করিয়া বাজিতেছে। (সত্যই কি  
বাজিতেছে? না, তাহার মনে হইতেছে মাত্র?)। থাকিয়া  
থাকিয়া আমার বাম কূচ স্পন্দিত হইতেছে। এতৌ  
শুভ সূচনা। তাহা হইলে বুঝি কাহু আসিবেন। সখি, ঐ

দেখ, চতুর্ধীর চাঁদ আকাশ আলো করিয়া রাখিয়াছে।  
এই বুঝি নিজের কিরণজাল বিস্তার করিয়া হরির  
আগমনে বিলম্ব ঘটাইতেছে (চাঁদের আলোতে আসিলে  
পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে)। মনই বাহার রথ  
সেই কাম আমার মনে চড়িয়া বসিয়াছে; আর ধৈর্য  
ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মণিহারও এখন ভার  
বলিয়া মনে হইতেছে; গা হইতে সব অলঙ্কার দূর করিয়া  
ফেল। এখন ভূমিশয্যাই আমার শোভা পায়; কুহুমশয্যায়  
প্রাণ কাপিতেছে। গোবিন্দদাস বলেন, গভীর প্রেমরূপ  
গ্রহ তোমাকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াইবে দেখিতেছি।

৪০৮

কামোদ

কাহুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু<sup>১</sup>  
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।

মাধবি-পরিমলে ভরি তহু জাবই<sup>২</sup>  
ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ।

শুন সহচরি অবহ<sup>৩</sup> না মিলল কান<sup>৪</sup>।

নীলজ চীত পিরিতি অহরোধই<sup>৫</sup>  
তে নাহি যাত পরাণ।

কাহুক বচন- অমিয়া-রস-সেচনে  
বেচলু তহু মন জাতি।

নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলু<sup>৬</sup>  
তেজি ভেল<sup>৭</sup> ঐছন শাতি।

হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল<sup>৮</sup>  
কী ফল চলবহ<sup>৯</sup> গেহ<sup>১০</sup>।

গোবিন্দদাস কহ যাই সাত জানউ  
কাহু কি তেজল না নেহ<sup>১১</sup>।

মা. প. (১)—১২৪

জগদা ৮১১, সমুদ্র ১৫০  
তর ৩২১, স ৩৪৪

পাঠান্তর—(১) জাবল—ক (২) শুন সহচরি আজু না  
মিলাব দারুণ কান—ক; সহচরি না মিলল দারুণ কান—  
তর (৩) নিলাজ চিত পিরীতি অহরোধত—ক (৪) তে



ভেল—ক (৫) অহুরোধল—তরু (৬) মন্দির চলত  
সন্দেহ—ক (৭) গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরি, কাহুকো  
এছন লেহ—ক

শঙ্কার্থ—কাহুক সন্দেহে ইত্যাদি—কানাই খবর  
পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বেশ করিয়া সন্দেহস্থান যে কেলি-  
নিকুঞ্জে সেখানে আসিলাম। কিন্তু কানাই না আসায়  
মধুকরসমূহের গুণন ও মাধবীর সুগন্ধে একটুও আনন্দ  
পাইতেছি না; দেহ যেন জলিয়া যাইতেছে। সখি! কানাই  
বড় ভীষণ লোক, তিনি কথা দিয়া কথা রাখিলেন না;  
এখনও আসিয়া মিলিত হইলেন না। আমার নিঃস্বচ্ছ হৃদয়  
এমন লোকের প্রেমের প্রত্যাশা করে। সেই আশাতেই  
প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। কাহুর ব্যবহার তো  
এই, কিন্তু কথা ভারি মিষ্টি। সেই অমিয়া-মাখানো কথার  
ভুলিয়া আমার তহু মন জাতি সব কিছু তাহার পায়ে  
বিকাইয়া দিলাম। নিজের কুলের কলঙ্কে আমার  
অঙ্গের ভূষণ করিলাম। তাই এখন এইরূপ শান্তি  
পাইতেছি। বোধ হয় তাঁদের কিরণ উজ্জ্বল থাকায় কানাই  
আসিতে পারিতেছেন না। কে জানে কি হইল তাঁর?  
যাক, আর অপেক্ষা করিয়া কি হইবে? আমি বাড়ী  
ফিরিয়া যাই। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—না, না, ফিরিয়া  
যাইও না; দূতী পাঠাইয়া সত্য জানিয়া লও কাহু  
প্রেম ত্যাগ করিল না কি? (হিমকরকিরণেন তস্তাগমনং  
রুদ্রম্ অত্রাবস্থানস্ত কিং ফলং গৃহং গচ্ছাম ইত্যর্থেন  
যতপি বিপ্রলঙ্কাবস্থাং হৃচয়তি তথাপি পুনর্দূতীপ্রেষণ-  
কথনেন তদবস্থা [উৎকণ্ঠাবস্থা] স্পষ্টীকৃত্য—রাধামোহন।  
দূতীপাঠানোতে বুঝা যাইতেছে যে, এই পদ বিপ্রলঙ্কা  
অবস্থার নহে; উৎকণ্ঠিতা অবস্থার)।

৪০৯

তথা রাগ

কতহঁ প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি।

পরিজন-নয়ন-পহরি কত বাঁচি।

হাম রহ সঙ্কেতে অনত রহ কান।  
একলি কুঞ্জে কুহুম-শর হান।  
এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি।  
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি।  
যাকর লাগি মনহি মন গোই।  
গড়ল মনোরথ না চড়ল সোই।  
কুলবতি-চরিত পিরিতি লাগি খোই।  
হাহা হরি করি কাননে রোই।  
পহু নেহারি নয়ন লয় লাগি।  
টুটত রজনি বাঢ়ত অহুবাগি।  
অবহঁ না মীলল শ্রামর-কাঁতি।  
গোবিন্দদাস-পহঁ দীপ-ভরাতি।

সা. প. (১)—১০০

সমুদ্র ১৫৭, তরু ৩০২

পাঠান্তর—(১) দুর্জন—তরু (২) অহুবাগি—সমুদ্র।

শঙ্কার্থ—সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া। বাঁচি—বক্ষণা করিয়া।

অনত—অন্তর। আগি—আগুন। খোই—খোয়াইলাম।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ের মধ্যে কত প্রেমধন সঞ্চিত করিয়া,  
পরিজনদের নয়নরূপ পাহারাকে বক্ষণা করিয়া আমি সন্দেহ-  
স্থানে আসিলাম; কিন্তু কানাই রহিলেন অন্তর। আমাকে  
একলা পাইয়া কুহুম-শর যে মদন সে আমাকে পীড়ন  
করিতেছে। সখি! আমার অন্তরের মধ্যে আগুন  
জলিতেছে। এ কঠিন প্রাণ আছে কি জন্ত? যাহার  
জন্ত মনে মনে গোপনে মনোরথ অর্থাৎ অভিলাষ তৈয়ারী  
করিলাম, সে তাহাতে চড়িল না। কুলবতীর যে  
সচ্চরিত্রতা তাহা আমি পিরিতের জন্ত খোয়াইলাম।  
এখন হায় হরি! হায় হরি! করিয়া বনে বনে কাঁদিয়া  
বেড়াইতেছি। পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষু  
লয় পাইতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। আমার  
অহুবাগ অথবা অহুবাগ-জ্বলিত উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। এখন  
পর্যন্ত শ্রাম আগিলেন না। গোবিন্দদাসের প্রভুর দিগ্ভ্রম  
হইল না তো? তিনি আধারে পথ ভুলিয়া গেলেন  
না তো?



৪১০

হুইই

মধু-কুতু বজনি উজোরল হিমকর  
মলয়-সমীরণ মন্দ ।  
কাহু-আশোয়াসে চপল মনোভবে  
মনহি বিধারল ধন্দ ॥  
সজনি পুন জনি সখাদহ কান ।  
কালিন্দি-কূলে অবহঁ বিরহানলে  
তেজব দগধ পরাণ ॥  
কিশলয়-দহন- শেজ অব সাজহ  
আহতি চন্দন-পরা ।  
দ্বিজ-কুল-নাদ- মস্ত্রে তহু জারব  
দুরে যাউ প্রেম-কলঙ্ক ॥  
চীত-রতন মধু কাহু পাশে রহ  
অবহঁ না মীলল যোই ।  
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ  
আপহঁ মীলব সোই ॥

সা. প. (১)—১২৫  
ক. বি. ১৪৩

স্বপদা ১২১৩, তরু ৩১৩  
সং ৩৬২

পাঠান্তর—ক. বি. পুথি ও সংকীর্ণনামুতে আরম্ভ  
—কুতুপতিরতি বজনি উজোরল ।

ব্যাখ্যা—বসন্তকালের রাত্রি, উজ্জল চন্দ্রালোক,  
মুহম্মদ মলয় সমীর বহিতেছে। একে বাহিরে এত সব  
উদ্দীপনার সামগ্রী; তাহার উপর আবার কাহুর আশাস-  
বাণীতে চকল মদন মনে মনে ধাঁধার সৃষ্টি করিল (মনে  
হইল সত্যই সে আসিবে)। সখি! আর যেন কাহুকে  
ধবর পাঠাইও না। আমার প্রাণ তো দগ্ধ হইয়াছেই;  
যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাও যমুনার তীরে বিরহের  
আগুনে পোড়াইয়া ফেলিব। কিশলয়-শয্যাকূপ আগুনের  
চিতা সাজাও (কিশলয়-শয্যায় শুইয়া শ্রীমতীর মনে হয়  
যেন চিতাগিতে শুইয়াছি); তাহাতে চন্দনপত্র আহতি  
দাও; আর দ্বিজকুল অর্থাৎ পক্ষীদের শব্দমস্ত্রে অর্থাৎ  
নির্নাদের মধ্যে (ব্রাহ্মণদের বেদমস্ত্রের ধ্বনির মধ্যে—এই

ধ্বনি) আমি দেহ পোড়াইয়া ফেলিব। তাহা হইলে  
আমার প্রেমের কলঙ্ক বিদূরিত হইবে। আমার চিত্তরূপ  
রত্ন কাহুর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যাইব; কিন্তু এখনও  
যে সে আসিল না। গোবিন্দদাস বলেন, অমন দারুণ  
কর্ম হইতে বিরত হও। তিনি নিজেই আসিবেন।

৪১১

ভূপালী

দেখ সখি অটমীক রাতি ।  
আধ বজনী বহি যাতি ॥  
দশ দিশ অরুণিম ভেল  
অব হরি না মিলল রে ।  
বিহি মোরে বঞ্চল রে ॥  
কাহে বনায়লু বেশ ।  
বিঘটন কাহুকো সন্দেশ ॥  
কাহুকো নহ ইহ গারি ।  
ধনী জনি হয়ে কুলনারী ॥  
কৈছনে ধবর পরাণ ।  
কো এত সহে ফুল-বাণ ॥  
গোবিন্দদাস যব্ জান ।  
অবহি মিলাওব কান ॥

সা. প. (১)—১২৬  
ক. বি. ১৪৩

রসমঞ্জরী ১৭, স্বপদা ৮১৩,  
সমুদ্র ১৫৭

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণা অষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের  
জন্ম সঙ্কেত কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সখীকে  
বলিলেন—রাত্রির প্রথম অর্ধে অন্ধকার ছিল—অতিসারের  
সুযোগ-সুবিধা ছিল, কিন্তু অর্ধরাত্রির পর চন্দ্র উদিত  
হইল; দশদিক্ আলোকিত হইল। এখনও হরি  
আসিলেন না। তাহার কি দোষ? বিবাতাই আমাকে  
বঞ্চিত করিলেন, কেননা আমার ভাণ্ডা খারাপ। আমি  
কেন সাজসজ্জা করিয়াছিলাম?

কাহুর সঙ্কেত এই অঘটন ঘটাইল। আমি কাহাকেও



গালি দিব না ; কুলনারী হইয়া কেহ যেন ধনী ( এখানে  
পরের প্রতি অহুরাগিনী ) না হয় । এত ফুলবাণের আঘাত  
সহ্য করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিব ? গোবিন্দদাস  
যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে  
কাছের মিলন ঘটাইয়া দিবেন ।

৪১২

কামোদ

রমণি-সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই  
তুহঁ ধনি মোহিনি বালা ।  
জগজন-মোহন মোহন করলি যে  
সাজলি যৌবন-ডালা ।  
সজনি অপরূপ বাসর-পসার ।  
বাসর-গেহ আজু লেহ বচায়ই  
পূজবি নন্দ-কুমার ।  
ঘন পুন জঘন আসন নিরমাণল  
হিয় মাহ সেজ বিছাই ।  
সরসহি চন্দনে কমল যে সঙ্কল  
নাগর শ্রাম অবগাই ।  
পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনি ধাপ্ত  
ঐছন আকুল কান ।  
অধরক মধুপানে অবহি মাতায়বি  
গোবিন্দদাস ভালে জান ।

অ ৮২

শঙ্কার্থ—জগজন মোহন, মোহন করলি যে ইত্যাদি—  
শ্রীকৃষ্ণ জগতকে মোহিত করেন, তাঁহাকে শ্রীরাধা মোহিত  
করিয়াছেন ।

৪১৩

কেদার

কুণ্ডে কুন্তম হেরি পথ নেহারই  
সহচরি মেলি আনন্দে ।

নিশি-দিশি রতন- প্রদীপ কত জ্বারত  
ঝলমল করতহি ছন্দে ।  
সুন্দরি শেজ বিছায়লি রঙ্গে ।  
আয়ব মদন- বিনদ রস-গাহক  
বিলসব বিনদিনি সঙ্গে ।  
মৃগমদ চন্দন তহু পরিলেপব  
গন্ধ মহোৎসব কুঞ্জে ।  
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাওই  
মুরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে ।  
কাতর-নয়নে সজ্জাবই সহচরি  
কাহে বিলম্বায়ত কান ।  
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিযে  
সঙ্কেত-মুরলি নিশান ।

অ ৮৪

শঙ্কার্থ—প্রদীপ কত জ্বারত ইত্যাদি—কত প্রদীপ  
জালিল । মদন-বিনদ রস-গাহক—মদনকে যিনি মোহিত  
করিয়াছেন, সেই মদনমোহন তোমার রসের গ্রাহক হইয়া  
আসিবেন । মুরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে—কোকিল, ভ্রমর  
প্রভৃতির কঙ্কার এত সুন্দর যে, কেবল একজন নহে, কিন্তু  
দলে দলে মদন মূচ্ছিত হইয়া পড়ে । কাহে বিলম্বায়ত  
কান—কাহু কেন বিলম্ব করিতেছে ।

৪১৪

ধানশী

পরিজন-সকল মন্দির তেজি গেলহি  
চান্দ-গহন দিন লাগি ।  
একলি মন্দিরে রহ বর-নাগরি  
নিন্দ-ভবে যামিনি জাগি ।  
'বিদগধ মাধব রসিক সুজান ।  
রাইক পিরিতি বিনতি নাহি জানসি  
অবিলম্বে করহ পয়াণ ।



মঙ্গল-কলস ঠাম ঠাম পূরল  
চূত পল্লব ধরু তায় ।  
সহচরি মেলি বঙ্গ বস কোতুক  
আনন্দে ওর না পায় ॥  
অভরণ বসন অঙ্গে সব শোহন  
হেরইতে রতি-পতি ভুলে ।  
গোবিন্দদাস কহই বর-নাগরি  
বিহি তুহে ভেল অহুকুলে ॥

অ ৮৩, রসমঞ্জরী ১৪

শঙ্কার্থ—চান্দ-গহন দিন লাগি—চন্দ্রগ্রহণের দিন  
বলিয়া বাড়ীর সকলেই বাহিরে গিয়াছেন । রাইক পিরিতি  
বিনতি নাহি জানসি—সখী মাধবকে যাইয়া বলিতেছেন  
যে, রাইয়ের প্রেম ও তাহার মিনতি বা প্রার্থনা কি তুমি  
জান না ?

৪১৫

শ্রী গাঙ্গার

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ ।  
মলয়-সমীরণ কুহুম হুগন্ধ ॥  
যামিনি আধ অধিক বহি গেল ।  
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল ॥  
এ সুখি হরি সঞ্চে কি করব দন্দ ।  
আপন মনহিঁ মনোভব মন্দ ॥  
সো মুখ হেরইতে না রহে মান ।  
তাকর বশ ভেল কঠিন পরান ॥  
যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াস ।  
তাহে কি মদ্যদব গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ৭৭ এবং ১৪২

তঙ্গ ৩১৪

শঙ্কার্থ—যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল—আমার মনের  
সমস্ত বাসনা বিফল হইল । মনোভব মন্দ ইত্যাদি—চুপে  
মনরথ মনকে বিবশ করিয়াছে ; তাই হরির মুখ দেখিলে  
আর মান করা সম্ভব হয় না । শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগীতে

(১০।৩০।৬) শ্রীকৃষ্ণের স্মিতহাসকে “মানিনীমামিতো  
দর্পহরশ্চিতঃ” বলা হইয়াছে । যাকর বচনে নাহিক  
বিশোয়াস ইত্যাদি—গোবিন্দদাস দৃতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের  
সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহার কথায়  
বিশ্বাস করা যায় না, তাহার খবর লইয়া কি দরকার ?

৪১৬

কেদার

উজোর শশধর দীপক জারল<sup>১</sup>  
অলি-কুল ঘাঘর রোল ।  
হনইতে হরিণী নয়নে দরশাওই  
ওহি ওহি পিক-বোল ॥  
শুন মাধব মনমথ ফিরত অহেরা ।  
একলি নিকুঞ্জে ধনী ফুল-শবে জর জর  
পধু নেহারই তেরা ॥  
তুহুঁ অতি মধুর চলবি ছরস্বর  
মধু-যামিনী অতি ছোটাী ।  
ও ঘর বাহির করত নিরস্তর  
নিমিখ মানয়ে বুগ-কোটাী ॥  
আশা-পাশ গলে লেই বৈঠলি  
প্রেম-কলপতরু-ছায় ।  
না জানি কি ধরল গরল-কল  
পারই গোবিন্দদাস রস গায় ॥

মা. প. (১)—২০২

অপরা ১২।১৩, মঙ্গ ১৪২

ক. বি. ১৪১

পাঠান্তর—(১) দীপ পজারল—সমুদ্র (পজারল—  
প্রজালিতঃ—রাধামোহন) ।

ব্যাখ্যা—হনইতে হরিণী নয়নে—হরিণীর নয়নের মতন  
যাহার চক্ষু এমন নাগিকাকে মারিবার জন্য নাগক চোখের  
দেখা দিয়াছিল আর এখন কোকিলেরা ওহি ওহি শব্দ  
করিতেছে । মনমথ ফিরত অহেরা—অদৃষ্টভাবে মনরথ  
চলাফিরা করিতেছে । তুহুঁ অতি মধুর ইত্যাদি—তুমি বড়



আস্তে চল ; অনেক দূর যাইতে হইবে ; অথচ বসন্তকালের  
রাত্রি খুব ছোট ।

৪১৭

হুইহুই

কপটকো কন্দ মো যত্ননন্দন  
হামারি গুপত রতিকান্ত ।  
অবহিতে যামিনী কো গজগামিনী  
আগে আগোরল পদ্ব ।  
মজনি ! কাহে বনায়লু বেশ ।  
কুহুমকো শেজ সাজি নিশি জাগরি  
অরুণ উদয় অবশেষ ।  
কত কত মরম বেয়াধি সমাধব  
ধরণী-শয়ন করি সেবা ।  
চল মনোরথ ঐছে না ছোড়ত  
নিকরুণ মনমথ-দেবা ।  
ফুল-শরে জীব রহত কি যাওত  
পড়ি রহ প্রেমকো পদা ।  
গোবিন্দদাস কহ কাহুকো পিরীতি নহ  
কেবল যুবতী-কলহা ।

সা. প. (১)—১২২  
ক. বি. ১৪৩

কণদা ২০১০, সং ৩৭০

ব্যাখ্যা—কপটকো কন্দ—কপটের মূল । গুপত রতি-  
কান্ত—গুপ্ত প্রেমিক । অবহিতে যামিনী—রাত্রিকালে  
আমার কুঞ্জে আসিবার সময় কোন গজগামিনী বোধ হয়  
আগেই তাহাকে পথে আগুলাইয়া লইয়া গিয়াছে । কত  
কত মরম বেয়াধি সমাধব ইত্যাদি—মাটিতে লুটাইয়া  
পড়িয়া আর কত কত মর্মব্যাদি সামলাইব ? যে মনো-  
বাঞ্ছা মনে আগে, সে সহজে ছাড়ে না ; কারণ মনমথদেবের  
মনে করুণা নাই । গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—কবি  
বলিতেছেন যে, কাহুর এ তো প্রেম নহে, কেবল যুবতীদের  
নামে কলহ দেওয়া মাত্র । তাহাদের প্রেমের প্রতিদানে  
তিনি প্রেম দেন না দেখিতেছি ।

৪১৮

ধানশী

উজোর রাতি শেজ নব-কিশলয়  
বাসিত তাহুল বারি ।  
এহি উপচারে আজু হরি ভেটব  
ঐছন মরম হামারি ।  
শুন সহচরি কি ফল বেশ-বনানি ।  
কাহু-পরশমণি পরশ-রস বাধত  
অভরণ সৌতিনী মানি ।  
হুহ মণি-কুণ্ডল হুহ মণি-কঙ্কণ  
হুহ নুপুর ইহ রাখি ।  
মৃগমদ সিন্দূর লোচন-কাজর  
পদ-যাবক রতি-নাথি ।  
সো তহু-পরশে পুলক জহু বাধত  
ইথি লাগি চমকে পরাণ ।  
গোবিন্দদাস কহই ধনি ! ধনি ধনি  
কাহু-মরম তুহু জান ।

সা. প. (১)—১৭৬  
ক. বি. ১৪০  
গো ৩০, বৃ ২৭

কণদা ২০১০, সমুদ্র ১৫০  
তঙ্গ ৩০২, সা ১২৪

ব্যাখ্যা—কাহু-পরশমণি ইত্যাদি—শ্রীরাধা উজ্জল  
চাঁদনি রাত্রিতে নবকিশলয়ের শয্যা বিছাইয়া, সুবাসিত  
পানীয় জল ও তাহুল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় আছেন ।  
তিনি আজ কোন অলঙ্কার পরেন নাই । কেননা, কাহু যে  
স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে সব সোনা হইয়া যাইবে, সুতরাং  
সোনার গহনা আর পরিয়া কি হইবে ? উহাতে তো  
কেবল কৃষ্ণের স্পর্শলাভে বাধাই জন্মিবে । গহনা কৃষ্ণের  
আলিঙ্গন পাইবে বলিয়া বাধা উহাকে সতীন মনে করেন ।

৪১৯

মাধব তরুতলে রাই ।  
তুয়া পথ পুন পুন চাই ।



আঁচরে করয়ে শয়ান ।  
কত সহে রসের পরাণ ।  
কাহে আনাঅলি তায় ।  
বেদন বুঝয়ে না জায় ।  
গোবিন্দদাস অব ভাস ।  
অব চলুঁ রাইক পাশ ॥

রসমঞ্জরী ২০

শঙ্কার্থ—আনাঅলি—আনাইলে । ভাস—ভাষ,  
বলিতেছেন ।

৪২০

হুই

তোহারি সংবাদে, আগি মধু<sup>২</sup> যামিনী, (গৌরী) ।  
স্বামীক শয়ন সীম সঞ্চে আওল  
গুরু ছরজন দিঠি চোরি ॥  
মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ ।  
কালিন্দীকুল কুঞ্জে কুলকামিনী  
ভামিনী তুয়া পথ চাহ ॥  
একলি সঙ্কেত নিকেতনে বৈঠলি  
করতলে মুখশরী লই ।  
তোহে বিন্দু ক্ষণহি জহু মানত যুগশত  
ঐছন সময় গোই ॥  
হিয়া অভিলাষ হাস ক্ষণে যোগই  
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছান ।  
তুয়া রস পরশ আশে অব জীয়ই  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

মা. প. (১)—২০০  
ক. বি. ১৪০

পাঠান্তর—(১) সব—ক. বি.

শঙ্কার্থ—স্বামীক শয়ন সীম সঞ্চে ইত্যাদি—শ্রীরাধা  
স্বামীর শয্যাপ্রাপ্ত হইতে লুকাইয়া আসিল । সে ছরজন  
গুরুজনের দৃষ্টি কোনমতে এড়াইয়া আসিয়াছিল ।

বিপ্রলক্সা

৪২১

চাঁদনি বজনি উজাগরি নাগরি  
তোহারি পরশ রস সাধে ।  
গুরুজন পরিজন পাপ ননদগণ<sup>২</sup>  
কুঞ্জে গমন কর বাধে ।  
এ হরি কত পরবোধব রাই ।  
কনয় পুতলি তহ<sup>২</sup> কামরি ভেল জহ<sup>২</sup>  
প্রেমধুম অবগাহি ॥  
বিগলিত কবরী মধুরি নাহি বান্ধই  
ধরনি লোটারই যোই ।  
পরবশ দেহ লেহ রস লালসে  
জীবন সৌপলি তোই ॥  
লাখ আশোয়াস লখই নাহি পারিয়ে  
বহত কি নহি নিশাস ।  
তোহারি নাম গুণ শুনি তহু পুলকই  
কি কহব গোবিন্দদাস ॥

মা. প. (১)—২০২ ;  
ক. বি. ২২৪৭  
বৃন্দাবনের পুঁদি ২১

অ ৮৮

পাঠান্তর—অ. আরম্ভ—

হরিণ নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির  
তুহারি পরশ-হুথ সাধে ।

(১) পহরিগণ (২) তহু (৩) জহু ।

শঙ্কার্থ—কনয় পুতলি তহু ইত্যাদি—শ্রীরাধার গায়ের  
রং ছিল সোনার মতন ; কিন্তু প্রেমরূপ ধূমরাশিতে  
অবগাহন করিয়া তাহার বর্ণ হইয়াছে কামার মতন ।  
প্রেমকে ধূমের সহিত তুলনা করার মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য  
আছে । লেহ রস লালসে—স্নেহ বা প্রেমরসলালসায় ।

৪২২

বিহাগড়া

হরিণ-নয়নি তেজি নিজ মন্দির  
অবহিতে সঙ্কেত ঠামা ।



তৈথনে চান্দ উদয় ভেল দাকণ  
পসারল কিরণক দামা ॥  
মাধব তোহে কি বোলব আন ।  
বিষম কুহুম-শরে পাজর জর জর  
ধনি জনি তেজই পরাণ ॥  
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই  
কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক ।  
সহচরি-কোরে ভোরি তহু মোড়ই  
লোরে ধরণি কর পঙ্ক ॥  
কিশলয় শয়নে থীর নাহি বান্ধই  
চন্দন পবনে মুরছাই ।  
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর  
যতিধনে জীবই রাই ॥

ক. বি. ১৪৫, বৃ ২৩

সমুদ্র ১৩৫, তরু ৩১৩

শব্দার্থ—পসারল—বিস্তৃত করিল। কিরণক দামা—  
কিরণজাল। ধনি জনি তেজই পরাণ—এমন কর  
যাহাতে সুন্দরী প্রাণ না হারায়। কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক—  
ঝঙ্ক মানে জঞ্জাল; হাতের কঙ্কণকে জঞ্জাল মনে করিয়া  
কেলিয়া দিতে চায়। চন্দন পবনে মুরছাই—চন্দনে ও  
পবন-বীজনে অঙ্গ শীতল হয় না; সুন্দরী মুচ্ছিতা হয়।  
যতিধনে জীবই রাই—হে মাধব! যতক্ষণ রাধার জীবন  
থাকে তার মধ্যে তুমি অভিসারে যাত্রা কর।

৪২৩

গুজরী

কতু-পতি-রাতি বিরহ-জরে আগরি  
দুতী উপেখলি রামা ।  
প্রিয়-সহচরি বোলি মোহে পাঠায়লি  
অতয়ে আয়লুঁ তুরা ঠামা ॥  
শুন মাধব কর জোড়ি কহলম তোয়' ।  
মনমথ-রঙ্গে তরঙ্গিত লোচন  
নিমিখে না হেরবি মোয় ॥

দুর কর আলস আনিহি লালস  
চাতুরি-বচন-বিভঙ্গ ।  
বরু জীবন হাম তোহে নিরমহব  
তবহু না সৌপব অঙ্গ ॥  
যাহে শির সৌপি কোর পর শ্রুতিই  
সো যদি কর বিপরীতে ।  
পিরিতিক রীতি এছে তব মিটব  
গোবিন্দদাস রহ ভীতে ॥

সা. প. (১)—২০১

ক্ষণদা ৮/১৩, তরু ৩২০

সমুদ্র ১৩১, রসমঞ্জরী ১২

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) বলি (২) কহিছো মো তোয়  
(৩) মনমথ রঙ্গে (৪) তুহু না হেরবি মোয় ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সখীর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা  
করায় সখী তাঁহাকে বলিতেছেন—বসন্তকালের রাত্রি।  
শ্রীরাধা বিরহজরে জাগিয়া বসিয়া আছেন। তিনি সাধারণ  
কোন দূতীকে না পাঠাইয়া আমাকে প্রিয় সখী জানিয়া  
পাঠাইয়াছেন, তাই না তোমার কাছে আসিয়াছি।  
মাধব! তোমাকে হাত জোড় করিয়া বলিতেছি—  
কামপূর্ণ চকল দৃষ্টিতে এক নিমেষের জন্মও আমার প্রতি  
দৃষ্টি দিও না। তুমি শ্রীরাধার নিকট যাইতে আলস্রবোধ  
করিতেছ, কিন্তু তাহা পরিহার কর; অস্ত্রের প্রতি লালসা  
ও চাতুর্যপূর্ণ বচনভঙ্গীও ত্যাগ কর। আমি বরং  
তোমাকে প্রাণ উৎসর্গ করিব, তবুও দেহদান করিব না।  
আত্মসমর্পণ করিয়া যাহার কোলের উপর লোকে শয়ন  
করে সে যদি বিপরীত ব্যবহার করে, বা বিশ্বাস ভঙ্গ  
করে, তাহা হইলে প্রেমের রীতি এভাবে নষ্ট হইয়া  
যাইবে। এই ব্যাপার দেখিয়া গোবিন্দদাস ভীত হইয়া  
রহিলেন। তুলনীয় উজ্জলনীলমণি—

দৌত্যোনাচ্ছ হৃদয়নস্ত রহসি প্রাপ্তান্মি তে সন্নিধিঃ  
কিং কন্দর্পধর্ভর্জয়করমমং ক্রণ্ডচ্ছনুদ্বজ্জসি ।  
প্রাণানর্পয়িতান্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে  
ন ত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখীকৃত্যাহবন্ধাং ততম্ ॥

পৃ: ৩৬৪, বহরমপুর সং

অর্থাৎ আজ আমি হৃদয়নের দৌত্যকার্য্যে তোমার



কাছে আসিয়াছি, তুমি কেন আমার প্রতি কন্দর্পের  
ধরকের মতন ভয়ঙ্কর তোমার জগুচ্ছ নিক্ষেপ করিতেছ ?  
হে বৃন্দাবনচন্দ্র ! এখন বরং তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে  
পারি, কিন্তু দেহদান করিতে পারি না, কেননা এই দেহের  
দ্বারা প্রিয়সখীর কোন কৃত্যই সম্পন্ন করা হয় নাই।

৪২৪

কতুপতি-রাতি উজাগর জরজর  
দূতিক নিকটে বোলাই।  
নিজ করে বেশ বনাই আদর করি সুন্দরি  
নাগর নিকট পাঠাই।  
সহচরি চলি গেও শ্রামক পাশ।  
গলে অঘর ধরি যুগল কর জোরি  
কহত মধুরিম ভাষ।  
চল চল চতুর শিরোমণি নাগর  
অলস পরিহরি দূরে।  
রাই তোহারি কুঞ্জে মই লুটত  
বদন ভিজায়ই লোরে।  
রঙ্গশালে একলে বরনাগর  
রঙ্গ মগন ভরিপুর।  
চঞ্চল চিত করয়ে মন মানস  
গদগদ বচন মধুর।  
দূতিক হাত পাকড় করি লেওল  
কেশ ধরল একহাতে।  
কত পরকার হাত ছোড়ায়ই  
বেশ খণ্ডিত ভেল তাহে।  
ধস ধস জীবন ধাই চলি আয়লু  
রাই নিয়ড়ে উপনীত।  
গোবিন্দদাস অতএ আহ মানিয়ে  
দূতিক দেখি বিপরীত।

ক. বি. ১৫১২

মন্তব্য—এই পদটির ভগিতা দেখিয়া মনে হয় যে,  
দূতী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছেন।

৪২৫

ধানশী

পদ্ম নেহারি বারি ঝর লোচনে  
অধর নিরস ঘন খাস।  
করতলে বদন সঘন অবলম্বই  
গুনি গুনি জীবন নিরাশ।  
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।  
সগরিহঁ যামিনি জাগি পোহায়ল  
কামিনি সঙ্কেত ঠামা।  
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি রোয়ত  
বোলত গদ গদ ভাখ।  
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে  
বিহি সঞ্চে মাগয়ে পাখ।  
কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন-লেপন  
কিশলয় কুহুম-শয়ান।  
আন বেয়াধি আন পয়ে ঔষধি  
গোবিন্দদাস নাহি জান।

সা. প. (১)—২০৪

সমুদ্র ১৩৫, বঙ্গ ৩৩৩

ক. বি. ১৪৫, বৃ ২৪

ব্যাখ্যা—নীল গগন হেরি ইত্যাদি—সখী আসিয়া  
শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার অবস্থা জানাইতেছেন যে, সে নীল  
আকাশের পানে চাহিয়া বর্ণসাদৃশ্যের জন্ত মনে করে  
তোমাকেই বৃষ্টি দেখিতে পাইল : তাই সে তোমার সহিত  
মিলিত হইবার আশায় (আকাশে উড়িয়া যাইবার  
জন্ত) বিধাতার নিকট পাখা প্রার্থনা করে।

৪২৬

তথা রাগ

উত্তর না পাই ঘাই সখি কুহুহি  
রাই-নিয়ড়ে উপনীত।  
তোহারি সন্ধান কহিতে ভেল গদগদ  
হেরি চমকি ভেল ভীত।



হৃন্দরি কাহ্ন মিলন ভেল ভঙ্গ ।  
 নিশি-পতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে  
 টুটল সব পরবন্ধ ॥  
 এত শুনি রাই পাই মন দুখচয়  
 চললিহ অব নিজ গেহ ।  
 রজনী উজাগর নাহ পহ পর  
 মীলল কামর দেহ ॥  
 দূর মঞে নাগর রাই-বদন হেরি  
 চমকি হেরি তেল ভীত ।  
 গোবিন্দদাস ভণ ও নন্দ-নন্দন  
 ইহ কিয় পিরিতিক রীত ॥

ক. বি. ১৪১

তঙ্ক ৩৩২

শঙ্কার্থ—নিশি-পতি-কাঁতি—চন্দের মতন কাঁস্তি ছিল  
 শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু এখন তিনি রাধার বিরহে মলিনবর্ণ  
 হইয়াছেন; তাঁহার সব অহুষ্ঠান বা চেষ্টা (পরবন্ধ) নষ্ট  
 হইয়াছে। রজনী উজাগর ইত্যাদি—শ্রীরাধা মাধবের  
 দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলেন, এমন  
 সময় পথের মধ্যে দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন।  
 রাত্রি জাগরণের চিহ্ন তাঁহার চোখেমুখে ও দেহের বৎ  
 সত্যাই কামার মতন হইয়াছে।

৪২৭

ধানশী

মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলু  
 কাহ্ন-বচন প্রতি আশে ।  
 অভরণ বসন যে অঙ্গে চটায়লু  
 তাহুল-কপুর-স্বাসে ॥  
 সজ্জনী সো মল্ল বিপরিভ ভেল ।  
 কাহ্ন রহল দূরে অনরথ আসি ঘারে  
 মনমথ দরশন দেল ॥  
 ফুলশযে জর জর সকল কলেবর  
 কাতর মহি গড়ি যায় ।

পরভূত বোলে ভোলে সব অন্তর  
 উঠি বসি রজনী পোহায় ॥  
 শীতল চন্দ গরল সম লাগয়ে  
 মলয়জ পবন হতাশ ।  
 লোচন-নীর খীর নহি বাফই  
 কান্দই গোবিন্দদাস ॥

অ ৮২

শঙ্কার্থ—কানন মাহ পৈঠলু ইত্যাদি—কাহ্নর কথায়  
 বিশ্বাস করিয়া আমি নিজের ঘর ছাড়িয়া বনের মধ্যে  
 আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কাহ্ন রহল দূরে ইত্যাদি—কিন্তু  
 কাহ্নর পরিবর্তে মনমথ অনর্থের রূপে ঘারে আসিয়া দেখা  
 দিল। পরভূত বোলে ভোলে সব অন্তর—কোকিলের  
 ডাকে বুক কাঁপিতে থাকে (উহা বিচ্ছেদের ব্যথাকে  
 আরও বাড়াইয়া দেয়)।

৪২৮

গাঙ্গার

রজনী উজোরল চান্দে ।  
 হেরি হেরি ধনি কান্দে ॥  
 পরভূত লহ লহ নাদ ।  
 শুনইতে বড় পরমাদ ॥  
 বিদগ্ধ বসিক মুরারি ।  
 কাহে আশোয়াসলি নারি ॥  
 ছটপদ ধরণি শয়ান ।  
 কত সহ অবলা-পরান ॥  
 নিমিখ কলপ করি মান ।  
 গোবিন্দদাস সব জান ॥

অ ৮৭

ব্যাখ্যা—কাহে আশোয়াসলি নারি—মাধব! কেন  
 নারীকে আশ্বাস দিয়াছিলে যে, তুমি কুঞ্জে আসিবে?  
 নিমিখ কলপ করি মান—এক নিমিষের বিরহকেও এক  
 কল্প পরিমিত কাল বলিয়া মনে করে। তুলনীয় শ্রীচৈতন্য-  
 লিখিত “নিমেমেণ যুগায়িতম্”।



৪২৯

ভাঙ্গ-কিরণ যছু অঙ্গ না পরশই  
অঙ্গন বাহির ন বাতি ।  
সো আজ যামিনী কুণ্ডে একাকিনী  
তিমিরে পোহায়ল রাতি ॥  
মাধব কোন করব তোহে রোথ ।  
যাকর চীত পিরিতি লাগি দগধয়ে  
সোপলি তাকর দোথ ॥  
তৈছন মধুর প্রেম তুহঁ ছোড়লি  
বেধলি হৃদয় মাহা শেল ।  
চপল পরাণ তেজব মানিনি  
ইথে কিএ সংশয় ভেল ॥  
তুহঁ নব নাগর নাগরিগণ মণ্ডিত  
সুখে করহ অব রাজ ।  
গোবিন্দদাস কহই পুন মাধব  
জনি করএ হেন অকাজ ॥

স. প. (১)—১৫৩  
ক. বি. ১৫১২

শঙ্কার্থ—তোহে রোথ—তোমার প্রতি রোথ ।  
সোপলি তাকর দোথ—তাহাকে দোষ দিলে । বেধলি  
হৃদয় মাহা শেল—তাহার অন্তরের মধ্যে যেন শেল বিদ্ধ  
করিলে ।

৪৩০

মঙ্গল গুণ্জরী

সঙ্কেত লাগি বজনি হম জাগরি  
সহচর-গণ করি সঙ্গ ।  
না জানিয়ে কাহে আজু বিঘাটত হোয়ল  
আন-আন রস-রঙ্গ ॥  
সজ্ঞানী নিশিক অবধি বহি গেল ।  
হরি পরিণাহ কাহ পর সাজল  
মোহে দেই দারুণ শেল ॥

২৮

গুণ-মণি গুণহি

লুবধ মন বাঙ্কল

বিপরিত-স্বরত-বিলাস ।

উচ-কুচ-ককুক

বাঙ্কি হিয়া কাঁপল

দেই বাহ-যুগ-পাশ ॥

দূতিক হাতে

পাতি লিখি পঠায়লি

কিশলয় কাজর-লোরে ।

গোবিন্দদাস পহ

অবহ না আওল

কি পাই বহল তহি ভোরে ॥

অ ৮৫, রসমঞ্জরী ২২

শঙ্কার্থ—বিঘাটত হোয়ল—বিনষ্ট হইল । নিশিক অবধি  
বহি গেল—রাত্রির যতক্ষণের মধ্যে আমার কথা ছিল,  
ততক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল । হরি পরিণাহ, কাহ পর  
সাজল—মেঘ যেমন এক জায়গা হইতে সরিয়া অন্য  
জায়গায় যায়, ত্রিকুণরূপ মেঘাভরণও তেমনি অন্য  
কোথায় যাইয়া সজ্জিত হইল—তাহাতে আমার বুকে  
যেন দারুণ শেল বিদ্ধিল । পাতি লিখি পঠায়লি ইত্যাদি—  
কচিপাতার উপর কাজল আর চোখের জল দিয়া পত্র  
লিখিয়া পাঠাইলাম ।

৪৩১

কাহুর লাগিয়া,

জাগিয়া পোহাইছ

এ চারি প্রহর বাতি ।

এতদিনে সই

নিশ্চয় জানিলু

নিঠুর পুরুষ জাতি ॥

যতনে সাজিলু

ফুলের শেজ

গন্ধে মহ মহ করে ।

অঙ্গ ছটফটি

সহন না যায়

দারুণ বিরহজ্বরে ॥

মেঘ হুক হুক

দাহুরি বোলে

কিবা কিনিকিনি বোলে ।

ঘোর আন্ধিয়াবে

বিজুরি ছটায়

হিয়ার পুতুলি দোলে ॥



চিতের আগুনি চিতে নিভাইতে  
যেমন করে পরাণ ।  
কাঁহর এমন চপল চরিত  
দাস গোবিন্দ গান ॥

ক. বি. ১৫০০, মা. প.—(১) ১২৭

৪৩২

দুতিহিত ভাল মন্দ না জানিয়ে  
নাহ মগন প্রতিয়াশে ।  
কেশ বিধারি চরণে পড়ি সাধলু  
সবিনয় মধুরিম ভাবে ।  
কৈছে মনরথ কিছুই না জানিয়ে  
নিশ্চয় না আয়ল নাহ ।  
তব হাম কি করব ফিরি চলি আয়লু  
মনরথে পুরল দেহ ॥  
রাই কহত বাণি কে তব সঙ্গিনি  
চঞ্চল সো বরনাহ ।  
তুয়া পানে চাহিতে আপুনি উপকার  
হামারি সমুখ ছাড়ি যাহ ।  
কহিতে কহিতে ধনি লোচন পুন পুন  
বুক মুখ ভিজল লোরে ।  
গোবিন্দদাস কহত পরবোধয়ি  
রাই ললিতা কর কোরে ॥

ক. বি. ১৫১৫

৪৩৩

ঘন ঘন দীঘ নিশ্বাস ছোড়ত  
চৌদিগে সহচরি যায় ।  
শ্রাম শ্রাম করি কোন ফুকারই  
মুরছিত ধরণি লোটায় ॥  
তেজল মনিময় হার বিজুষণ  
বসন ভূষণ কর দূর ।

সখি মুখ হেরইতে ছলছল লোচন  
কাহু কাহু করি বুঝ ॥  
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা ।  
হাহা হরি হরি কহতহি বেরি বেরি  
বিলপতি রোদতি রাধা ॥  
ললিতা কহত তুহ অবোধিনী হোয়লি  
ভৈ গেলি বাউড়ি পায়া ।  
পুন এক সহচরি ভেজি তাহে আনব  
ঐছন প্রেমকী ধারা ॥  
রাই কহত যদি কহলহি ললিতা  
তুহ যাই আনহ কান ।  
ললিতা কহত কথা মঞ্জরি যায়ব  
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

ক. বি. ১৫১৬

৪৩৪

ঐছন স্তন রূপ মঞ্জরি চলতহি  
পথহি কর অহুমান ।  
না জানিয়ে কোন কুঞ্জে হাম পায়ব  
না জানিয়ে কী করব কান ॥  
হরি হরি বিহি কিয়ে করয়ে নৈরাশ ।  
ঐছন কহি এক কুঞ্জে প্রবেশল  
কাহুক দরশন আশ ॥  
রসমঞ্জরি রূপে কুঞ্জ আলোকিত  
চমকি উঠল তহি শ্রাম ।  
রাই আয়ল বলি নাগর ধায়ল  
দুতি করল পরণাম ॥  
রসমঞ্জরি কহে স্তন মাধব  
হাম নহে তোহারিক বাধা ।  
গোবিন্দদাস কহত পুনহি পুন  
প্রেম করবি তুহ বাধা ॥

ক. বি. ১৫১৭



## খণ্ডিতা

৪৩৫

শ্রী রাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পদম-কলিতম্ ।  
 ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্ ॥  
 বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-কমলম্ ।  
 কমলা-করকমলাঙ্কিতমমলম্ ॥  
 মঞ্জুল-মণি-নুপূর-রমণীয়ম্ ।  
 অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্ ॥  
 অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসম্ ।  
 মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥

সা. প. (১)—৪২

তরু ৩৭২, সমুদ্র ১৪৮

অর্থ—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদাচিহ্নযুক্ত ব্রজবনিতার  
 কুচের কুঙ্কুমে শোভিত, কমলাদেবীর করপদ্মে পূজিত  
 গিরিধরের অমল পদকমলে প্রণাম করি। উহা মঞ্জুল  
 মণি-মঞ্জীরে রমণীয় এবং অচপল কুল-রমণীগণের কমনীয়।  
 ঐ পদযুগল স্থলোহিত ও অবিলুপ্ত কান্তিযুক্ত। উহার মধুর  
 ভ্রমর গোবিন্দদাস। রাধামোহন ঠাকুর এই পদটিকে  
 খণ্ডিতার পদ বলিয়া নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

হে গিরিধর, তুমি যে সামান্য মনুষ্য নহ তাহা গর্গ  
 মূনির বাক্য হইতে জানা গিয়াছিল। তারপর আবার  
 গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ  
 দেখাইয়াছ। এখন আবার বাহিতা নাগিকার কুচগিরি  
 ধারণদ্বারা নূতন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছ। তোমার  
 মতন দেবতার সঙ্গে আমাদের মতন মানবীর ঘনিষ্ঠতা কি  
 সম্ভব? তাই দূর হইতে তোমার পদকমলে প্রণাম করি।  
 তোমার পদকমল পূর্বে ব্রজ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত নাগিকাদের  
 কুচকুঙ্কুমে শোভিত হইত। এখন গোষ্ঠবাসিনী তোমার  
 উপযুক্ত কোন দেবীর কুচকুঙ্কুমে শোভিত হইয়াছে।  
 পূর্বে ঐ স্থবিমল পদযুগ লক্ষীর করকমলদ্বারা অর্চিত  
 হইত। এখন ঐ ময়লা পদযুগ কমলা নামী যুগ্মধরী  
 কর্তৃক পূজিত হইতেছে। তোমার প্রিয়তমার পদনুপূর  
 বদল হইয়া তোমার পায়ের শোভা বাড়াইয়াছে। উহা

কুলাঙ্গনাদের বাহিত হইয়া তাহাদের চাপল্য প্রকাশ  
 করিতেছে। উহা তোমার প্রিয়তমার পদের অলঙ্ক-  
 যুক্ত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ,  
 নাগিকার দাসরূপে তুমি তাহাকে তোমার দেহকমলের  
 মধুর ভ্রমরী করিয়া তুলিয়াছ।

৪৩৬

গাঙ্কার

শুন মাধব কোন কলাবতি সোই ।  
 প্রেম হেম গহি আপন বদ দেই  
 এ হেন সাজায়লি তোই ॥  
 নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত  
 নয়নহিঁ তাখুল দাগ ।  
 সিন্দূর-বিন্দু চন্দন-ইন্দু খাঁপল  
 উর পর বাবক রাগ ॥  
 মদন সোনার ভরি রূপ-লালসে  
 তাহে দেয়ল নথ-রেহ ।  
 কোন গোড়ারি তোহে অব পরশব  
 হেরি তুয়া কামর দেহ ॥  
 অব বদ-লালস কিয়ে দরশায়সি  
 নীলজ দেহ মৈলান ।  
 গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ  
 হেম ধরউ নিজ কান ॥

সা. প. (১)—২১২

তরু—৩৭১

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—নয়নক অঞ্জে অধর  
 ভেল রঞ্জিত।

শব্দার্থ—প্রেম হেম গহি—প্রেমরূপ স্বর্ণ লইয়া।  
 বদ—বঃ। উর পর—বৃকের উপর। সোনার—স্বর্ণকার।  
 মৈলান—মিলন।

ব্যাখ্যা—মাধব অপর নাগিকার সঙ্গে বিলাস করিয়া  
 শ্রীরাধার নিকট আসিলে তিনি মাধবের অধরে কাজলের  
 চিহ্ন, নয়নে তাখুলরাগ, কপালে সিন্দূরবিন্দুর ছাপ ও







দূর কর লালস      রসিক-শিরোমণি  
ব্রজ-রমণীগণ-দেবা ।  
গোবিন্দদাস      কতহুঁ গুণ গায়ত  
তুয়া চরণে মন্তু সেবা ॥

কোন কলাবতি      করি কত আবতি  
পূজল মনমথ দেবা ।  
বচন রচন করি      কিয়ে পরবোধসি  
নিরবধি অন্তরে সোই ।

মা. প. (১)—১০৪  
ক. বি. ১৪০

অণদা ২০১৫, সমুদ্র ১৭০  
তর ৩৭০

গোবিন্দদাস কহ      পরশ-তুল নহ  
পরশনে রস নাহি হোই ॥

ক. বি. ১৪৮

তর ৩৭০

পাঠান্তর—অণদা (১) কত কত বরিখসি (২) বুলুস  
(৩) গাওব (৪) তোহারি চরণে রহ সেবা ।

ব্যাখ্যা—মাধব, তোমার এখন কথায় অমৃতরসধারা  
করিয়া পড়িতেছে ; আদর উছলাইয়া উঠিতেছে । তোমার  
ঐ রসমাগরে বোধ হয় ভুবিয়াই মরিব । কেবল পুণ্যের  
ফলে পার হইলাম । তোমার অন্তরের মধ্যে অবগাহন  
করিয়া বুঝিলাম যে, উহা এক আধজন নহে, লাখ নাগরীতে  
পরিপূর্ণ ; কাহার সাধ্য আর সেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ  
করে ? এখন আর চোখের ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া অথবা  
মুরলীর গানরূপ মন্থনের ফাদ পাতিয়া লাভ কি ? তুমি  
নাগর গুরু হইয়া আমাকে শিখাইলে কি করিয়া প্রেমের  
ছলা করিতে হয় । হে ব্রজরমণীদের দেবতা ! রসিকদের  
চুড়ামণি ! তুমি আমার প্রতি লালসা ত্যাগ কর ।  
গোবিন্দদাস বলেন তোমার চরণেই আমার সেবা রহুক ;  
তোমারই গুণ গাহিব—শ্রীকৃষ্ণের নহে ।

শঙ্কার্থ—উজাগরে লোচন—রাত্রি জাগিয়া তোমার  
চোখ লাল টকটকে হইয়াছে । উরে নখ ইত্যাদি—  
তোমার বুকে নখের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । উহা  
দেখিয়া মনে হয় যেন রতিরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়া  
কামিনী তোমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছে ( আর তুমি  
সগর্বে তাহা সকলকে দেখাইতেছ ) । নিরবধি মিন্দক  
সেবা—চোখে এখন ঘুম যেন লাগিয়াই আছে । সেইজন্য  
দৃষ্টি মথুর ও অবশ ; ভাল করিয়া তাকাইতেও পারিতেছ  
না । কোন্ কলাবতি ইত্যাদি—কোন্ কলাবতী নাগরী  
কত আন্তি বা ভক্তি করিয়া মন্থনের পূজা করিয়াছিল ;  
তাই সে তোমার মতন কামুক প্রণয়ী পাইয়াছে । এখন  
আর কতকগুলি চাটুবাঁকা রচনা করিয়া আমাকে কি  
প্রবোধ দিতেছ ? তোমার হৃদয়ে সেই নাগরীই নিরবধি  
বিবাহ করিতেছে । আমার স্থান কোথায় ? গোবিন্দদাস  
শ্রীরাধার পংক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি স্পর্শের  
যোগ্য নহ ; তোমাকে স্পর্শ করিলে কোন আনন্দ হয় না ।

৪৩৯

বিভাষ

উগমগ অরুণ      উজাগরে লোচন  
উরে নখ পরতিত রেখা ।  
রতি-রণে রমণি      পরাভব মানই  
দেয়ল রতি-জয়-লেখা ॥  
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে ।  
না জানিয়ে রতি-রস      ও স্থখ সম্পদ  
কি ফল তুয়া অচুরাগে ॥  
রতি-রসে অলস      অবশ দিঠি মথুর  
নিরবধি মিন্দক সেবা ।

৪৪০

ভূপালী

প্রতি-অঙ্গে রতিচিহ্ন আঁখি তুলতুল ।  
খসিল কেশ-বেশ মালতি বহুল ॥  
চল চল মাধব তোহে পরণাম ।  
গোড়াই সকল নিশি আয়লি বিহান ।  
হাম বহল জাগি নিশি একসরিয়া ।  
চাতুরি না কব চল শতঘরিয়া ॥



চল চল মাধব চল পুনরায় ।  
দগধ শরীর দগধ কত আর ॥  
চল চল মাধব চল নিজ বাস ।  
অতয়ে নিবেদন গোবিন্দদাস ॥

অ ২১

শব্দার্থ—একসরিয়া—একা একা । শতঘরিয়া—এক  
ঘরে নহে, শত ঘরে যে বিহার করিয়া বেড়ায় ।

৪৪১

বিভাষ

আকুল চিকুর চাক শিখি-চন্দ্রক  
ভালিহি' সিন্দুর দহনা ।  
চন্দন-চান্দ মাহা যুগমদ লাগল  
তাছে বেকত তিন-নয়না ।  
মাধব অব তুহ' শঙ্কর দেবা ।  
জাগর-পুণফলে প্রাতরে ভেটলু  
দুরহি দূরে রহ সেবা ॥  
চন্দন-বেণু- ধূসর ভেল সব তহু  
সোই ভসম-সম ভেল ।  
তোহারি বিলোকনে মনু মনে মনসিজ  
মনরথ' সঞ্চে জরি গেল ॥  
তবহ' বসন ধর কাহে দিগধর  
শঙ্কর নিয়ম উপেখি ।  
গোবিন্দদাস কহই পর-অধর  
গণইতে লেখি না লেখি ॥

বৃ ২২

রসমঞ্জরী ৩৪, সমুদ্র ১৭০  
সং ৩৭৮, তঙ্ক ৪০৫

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আরম্ভ—আজ হ' শঙ্কর  
দেবা । (১) মনমথ—সং (২) অবহ—সং ।

মন্তব্য—এই পদটি সংকীর্ণনামুতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত  
প্রাচীন শ্লোকটির ভাব লইয়া লিখিত—

চূড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালিকতটে সিন্দুরমুদ্রাশিখা  
তদ্বচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যাবিলম্বকপ্তুরিকা লোচনম্ ।  
তেন ত্র্যম্বকোত্তর লোকদহনা দম্বঃ স মে মন্থাধ-  
স্তদ্বরাং প্রণমাম্যুমাধবমহো ত্বামপ্যদিগবাসসম্ ॥

অর্থাৎ—তোমার চূড়ায় যে শিখিপুচ্ছ আছে তাহার দ্বারা  
অলঙ্কৃত ললাটদেশে সিন্দুরের ছাপই হইয়াছে শিখা ;  
সেইরূপ চন্দনরূপ চন্দ্রের মধ্যে শোভা পাইতেছে যে কপ্তুরী  
তাহাই হইয়াছে নয়ন ( শিবের তৃতীয় নয়ন ) ; সেইজন্ত  
তোমার মধ্যে দেখিতেছি লোককে দহনকারী ত্র্যম্বকতা ।  
আমার প্রতি অভিলাষ ( মন্থাধ ) তাহাতেই পুড়িয়া  
গিয়াছে । সেইজন্ত দূর হইতেই দিগধর না হওয়া উমাধব  
( উমার স্বামী ) তোমাকে আমি প্রণাম করি ।

ব্যাখ্যা—তোমার কেশপাশ আকুল ( হইয়া জটীর  
মতন দেখাইতেছে ), চূড়ার উপর ময়ূরপুচ্ছ ( সর্পের আকৃতি  
বিশিষ্ট শিবের মাথার সাপের মত ) ; ললাটে সিন্দুর  
( তোমার প্রিয়তার কপালে কপাল লাগায় সিন্দুরের দাগ  
লাগিয়াছে ) অগ্নির মত দেখাইতেছে । ললাটের চন্দনের  
কোটার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যুগমদবিন্দু লাগায় উহা তৃতীয়  
নয়নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । মাধব ! এখন তুমি শঙ্করদেব  
হইয়াছ । রাজিজাগরণরূপ পুণ্যের ফলে সকালে আজ  
আমার শিবঠাকুরের দর্শন মিলিল ; অত বড় দেবতাকে  
কি কাছে আসিতে বলিতে পারি ! তাঁহাকে দূর হইতেই  
আমার প্রণাম জানাইতেছি । ( ক্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন,  
আমি যদি শিব তাহা হইলে আমার গায়ে ভস্ম  
কোথায় ? তাহার উত্তর এই যে ) চন্দনবেণুর দ্বারা  
তোমার সকল অঙ্গ ধূসর হইয়াছে, উহাই ভস্মের মতন ।  
তোমার দৃষ্টিপাতেই আমার মনের মনসিজ কামদেবের  
সঙ্গে পুড়িয়া গেল ( তুমি অমৃত নারীর সন্তোগ-চিহ্ন  
ধারণ করিয়া আসায় তোমার সখ্যে আমার যা কিছু  
অভিলাষ ছিল তাহা পুড়িয়া গেল ) । তুমি সব দিক্ দিয়াই  
শঙ্কর, কেবল দিগধর শঙ্করের রীতি লঙ্ঘন করিয়া কাপড়  
পরিয়া আছ কেন ? তাহার উত্তরে গোবিন্দদাস 'লিখি  
না-লিখি' ভাবিয়া বলিতেছেন—ও কাপড়খানিও তো  
উহার নিজের নয় ; প্রিয়তার বসন পরিয়া আছেন ।



তাহা খুব সুন্দর বলিয়া তাহাকে কাপড় বলিয়াই ধরা যায় না।

অতঃ তুমি পর্বতরাজের কন্যা বলিয়া বিদিতা; অকুটিল কুটিলতার অতঃ কালী হইয়াছে। তুমি যখন চণ্ডী হইয়াছ, তখন আমি কেন শঙ্কর হইব না? সেইজন্য হে কামিনি, শঙ্কর পশুপতিতে অর্ধশরীর স্বীকার কর।

৪৪২

সুহৃৎ

সহজেই গোরি                      রোখে তিন লোচন  
কেশরি জিনি মাঝা খাঁণ।

হৃদয় পাষণ                      বচনে অহুমানিয়ে  
শৈলস্থতাকর চীন।

সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।

যব হাম শঙ্কর                      তুয়া নিজ কিঙ্কর  
দেওবি মোহে অধ অঙ্গ।

কালিয় কুটিল                      ভাঙ ভুজঙ্গম<sup>১</sup>  
সধরু তাকর দস্ত।

পশুপতি দোখে                      রোখে নাহি সমুঝিয়ে<sup>২</sup>  
ইহ নহ শুস্ত নিশুস্ত<sup>৩</sup>।

দহন মনোভবে                      তোহি জিয়াওবি  
ঈষত হাসি-বরদানে।

তুয়া পরসাদে                      বাদ সব থণ্ডব<sup>৪</sup>  
গোবিন্দদাস পরমাণে।

না. প. (১)—২০০

সমুদ্র ১৭১, তরু ৪০৬, সাং ৩৭২

ক. বি. ১৫১, বু ২৩

পাঠান্তর—(১) ভাঙ-ঘুগ ভঙ্গিম—তরু (২) রোখ নাহি সমুঝিয়ে—তরু (৩) হাম নহ শুস্ত নিশুস্ত—তরু (৪) থণ্ডয়ে—তরু।

মন্তব্য—এই পদটি সংকীর্ণনামৃতধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত—

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ

কাঠিত্তাবিদিভাভ্রিরাজতনয়া কালী ভুবোৰ্ভদ্রতঃ।

অং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন শ্রামহং শঙ্করঃ

তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্জাঙ্গমদীকুরু॥

অর্থাৎ—তুমি গৌরী, সিংহের মতন তোমার কটিদেশ; কোণের দ্বারা আকুল দৃষ্টির জন্য তুমি ত্রিনয়না; কঠোরতার

ব্যাখ্যা—তুমি সহজেই গৌরী, এখন রোখে যেন তোমার তিন চোখ হইয়াছে ( দুই চোখ দিয়া লোকে যাহা দেখিতে পায় না এমন সব জিনিষ তুমি রাগিয়া আমার দেহে দেখিতেছ, তাই মনে হয় তোমার একটি তৃতীয় নয়ন হইয়াছে ) ; গৌরীর মতন তুমিও সিংহকে পরাজিত করিয়াছ তোমার কীর্ণ কটিদেশ দিয়া। গৌরী পাষণরাজ হিমালয়ের কন্যা, তুমিও বোধ হয় ঐ রকম কিছু হইবে, না হইলে তোমার হৃদয় এমন পাষণের মতন হইল কি করিয়া? তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় তোমার হৃদয় পাষণ। সুন্দরি! তুমি এখন চণ্ডীর প্রকৃতি ধারণ করিয়াছ। আমাকে যখন তুমি শঙ্কর বলিয়া ঠিক করিয়াছ আর তুমি যখন গৌরী, তাহা হইলে তোমার নিজদাস আমাকে গৌরীর মতন অর্ধ অঙ্গ দিতে হইবে ( হরগৌরী যেমন একই তরু হন, আমরাও তাই হইব )। তোমার ভ্রূগুণের ভঙ্গী কেমন কাল ও কুটিল দেখাইতেছে; উহাদের দস্ত সদরণ কর; অর্থাৎ আমার প্রতি সরল নয়নে তাকাও—আমি তো শুস্ত নিশুস্ত নহি যে, আমাকে বধ করিবে—আমি নিতান্তই পশুপতি ( শিব অথবা গো-পালক ), সুতরাং বোকা মাহুব আমার দোষ দেখিয়া রাগ করা উচিত নহে। তোমার মনের মনোভব দৃষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিতেছ, তাহাও পুনরুজ্জীবিত করা কিছু কঠিন নহে। একটু হাসিরূপ বরদানে তাহা জীবনলাভ করিবে। তোমার কৃপা হইলে সব বিপদ দূর হয়—গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ।

M.A. SP 88৩  
বিভাগ

নথ-পদ হৃদয়ে তোহাতি।  
অস্তর জলত হামারি।



অধরহিঁ কাজর তোর ।  
বদন মলিন ভেল মোর ।  
হাম উজাগরি রাতি ।  
তুয়া আধি অরুণিম কীতি ।  
কাহে মিনতি করু কান ।  
তুহঁ হাম একই পরাণ ।  
হামারি বোদন-অভিলাষ ।  
তুহঁ ভেল গদগদ ভাষ ।  
সবে নহ তহু তহু সঙ্গ ।  
হাম গোরি তুহঁ শ্রাম-অঙ্গ ।  
অতয়ে চলহ নিজ বাস ।  
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সা: প. (১)—২১০, বৃ ২০      তার ৪২০, সং ৫৮০, সমুদ্র ১৭৪

মন্তব্য—এই পদটি সংকীর্ণনামুতে দ্রুত নিম্নলিখিত  
প্রাচীন কবিতার ভাবানুবাদ—

স্বপীনোরসি পাণিভুক্তমিতো জাজলাতে মে মনঃ  
অদ্বিধাধরচুপি কজ্জলমিতঃ শ্রামায়িতং মে মুখম্ ।  
যামিতাং মম জাগরাত্তব দৃশো শোণায়মানে ততো  
দেহার্জঃ কিম্ যাচসে হি ভগবন্মেকৈব যম্মো তহুঃ ॥  
অর্থাৎ—তোমার পীন বক্ষস্থলে নথকত—এদিকে আমার  
মন দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে; তোমার বিধাধরকে  
চুষন করিয়া কজ্জল বর্ডমান—এদিকে আমার মুখ কালো  
হইয়াছে; রাত্রিতে আমি জাগরণ করিলাম বলিয়া তোমার  
চোখ দুটি লাল হইয়াছে। সেইজন্য হে ভগবন! তুমি  
আমার দেহার্জমাত্র কেন প্রার্থনা করিতেছ? আমাদের  
দুঃখের শরীর তো একই। অস্তরতিচিহ্নদুঃখিতাপ্রকরণে  
সহজিকর্ণামুতের একটি শ্লোকেও এই রকম মধ্যাস্তিক  
পরিহাসযুক্ত নাট্যিকার উক্তি দেখা যায়—

হংহো কাস্ত রহোগতেন ভবতা যং পূর্নমাবেদিতঃ  
নির্ভিন্না তহুবাংগোরিতি ময়া তজ্জাতমন্ত শূটম্ ।  
কামিতা স্বরবেদনাকুলহৃদা বঃ কেলিকালে কৃতঃ  
দোহত্যার্থঃ কথমন্তথা তুদতি মামেব অদোষ্টরং ॥

২১২৪।১

বলিয়াছিল যে, আমাদের দুইজনের দেহ পৃথক নয়, তাহা  
আজ স্পষ্ট জানিতে পারিলাম। তাহা না হইলে কেলি-  
সময়ে মদনবেদনায় আকুল হৃদয়ে কামিনী তোমার ঠোটে  
যে ব্রণ করিয়াছে তাহা আমাকে কেন তীব্র দুঃখ  
দিতেছে?

ব্যাখ্যা—তোমার বৃকে নখের চিহ্ন, কিন্তু হৃদয়  
জলিতেছে আমার। তোমার অধরে কাজলের দাগ,  
কিন্তু বদন মলিন হইল আমার। আমি রাত্রি জাগরণ  
করিয়া থাকিলাম, কিন্তু তোমার চোখ দুটি লাল হইল।  
কানাই, তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ লাভ করিবার জন্য আর  
মিনতি করিতেছ কেন? তোমার আমার তো একই  
প্রাণ। দুঃখে আমার কাদিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু  
বাঁকা গদগদ হইয়াছে তোমার। একটি বিষয়ে কেবল  
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিতেছি এই যে, তহুর সঙ্গে  
তহুর মিল নাই—আমি গৌরী, তুমি শ্রামবর্ণ। অতএব  
এখন নিজের বাড়ী চলিয়া যাও, ইহাই গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন।

MA. 888

কাঁহ নখ-চিহ্ন      চিহ্নলি তুহঁ স্বন্দরি  
এহ নব কুঙ্কম-রেহ ।  
কাজর-ভরমে      মরমে কিয়ে গঞ্জসি  
ঘন যুগমদ-পদ এহ ॥  
স্বন্দরি মনু মনে লাগল ধন্দ ।  
অপরূপ বোধে      দোখ করি মানসি  
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ ॥  
গৌরিক হেরি      বৈরি সম মানসি  
উর পর যাবক-ভানে ।  
কাণ্ডক বিন্দু      ইন্দু-মুখি নিন্দসি  
সিন্দুর করি অহুমানো ॥  
তোহারি সন্ধ্যায়ে      আগি সব যামিনি  
ভৈ গেল অরুণ নয়ান ।

অর্থাৎ—হে কানাই! তুমি পূর্বে গোপনে আমাকে যে





তুহ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সি. প. (১)—২১১

তরু ৪২৪, সং ৩৮১

ক. বি. ১৫১, পৃ ২৩

মন্তব্য—উজ্জলনীলমণিতে দৃষ্ট নায়কের উদাহরণে  
( পৃ: ৪৬ ) নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারই  
ভাব লইয়া এই পদ লেখা—

নখাঙ্কা ন শ্রামে ঘনমুগ্ধবোধাততিরিয়ং  
ন লাক্ষান্তঃকূরে পরিচিহ্ন গিরৈগৈরিকমিদম্।  
ধিয়ং ধ্বংসে চিত্রং বত মুগমদেহপাঞ্জনতয়া

তরুণ্যাস্তে দৃষ্টি: কিমিব বিপরীতা স্থিতিবভূং ॥

অর্থঃ—শ্রামের শরীরে নখের চিহ্ন নহে, নিবিড়  
কুসুমবোধামুহ; হে অস্তঃকূরা! ইহা লাক্ষা নহে,  
চিনিয়া লও এটি গিরির গৈরিক। ইহা খুবই বিস্ময়কর  
মনে হইতেছে যে, তুমি মুগমদকে অঞ্জন মনে করিতেছ।  
তুমি তরুণী, তোমার দৃষ্টি কি করিয়া একপ বিপরীত স্থিতি  
লাভ করিল? এক দেখিতে অন্ধ দেখিলে কি করিয়া?

ব্যাখ্যা—তুমি নখচিহ্ন কোথায় দেখিলে? সুন্দরি!  
এ যে নবকুসুমের রেখা। কাজল মনে করিয়া তুমি  
আমাকে মর্গ-গঞ্জন দিতেছ, কিন্তু ইহা ঘন মুগমদের  
চিহ্নমাত্র। সুন্দরি! আমার মনে ধাঁধা লাগিতেছে।  
তোমার ভীষণ রাগ হইয়াছে, তাই সব কিছুই আমার  
দোষ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তরুণী; দিনের  
বেলাতেই তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইল। গৈরিক  
দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ এ বুঝি বুকে আলতার দাগ—  
সুতরাং উহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছ। হে চন্দ্রাননে,  
তুমি ফাণ্ডার বিন্দুকে সিন্দূর অহুমান করিয়াছ। আর  
আমার যে চোখ লাল দেখিতেছ তাহার কারণ তোমার  
খবর লইবার অন্ধ সারাবাত্রি আগিয়াছি বলিয়া।

৪৪৫

বরাড়ী

শঙ্কর বরতে আজু পরবেশলৌ

দারুণ গুরুজন বাল।

অতয়ে সে সরস পরশ বিহি বাধল  
কী ফল নয়নহি লোল।  
মাধব তোহারি চরণে পরণাম।  
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল  
কহলহঁ বিহি ভেল বাম।  
দূর কর হার তোহারি রচিত  
অব রত বেশক সাধ।  
প্রবণহঁ একু কুসুম যব হেরই  
মনদি করত পরমাদ।  
এ মধু মাস আশ হাম বঞ্চিত  
জনি কহ কপট বিলাস।  
কর-সঙ্কেত কতহঁ সমুঝাওব  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

সমু ১৭২

শব্দার্থ—পরবেশলৌ—প্রবেশ করিলাম, আরম্ভ  
করিলাম। দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল—দ্বিজগণের  
পক্ষেও কঠিন যে মৌনব্রত, আমি তাহা লইয়াছি।  
সমুঝাওব—বুঝাইব।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্ট নায়কোচিত বাক্য শুনিয়া  
শ্রীরাধা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও ধীরেই অবলম্বনপূর্বক মৌন  
বহিয়া করসঙ্কেতে বলিতেছেন—আজ আমি শঙ্করব্রত  
আরম্ভ করিয়াছি। গুরুজনেরা ভীষণ বকাবকি করেন।  
সেইজন্য তোমার সরস স্পর্শে বিধাতা বাধা দিল। সুতরাং  
নয়নের জল ফেলিয়া কি লাভ? আমি দ্বিজগণের পক্ষেও  
যে মৌনব্রত পালন করা কঠিন, তাহা লইয়াছি। বলিলাম  
তো বিধাতা বাম হইয়াছেন। তুমি তোমার রচিত মালা  
সরাইয়া লও; এখন বেশভূষা করার সাধ দূরে থাকুক।  
কান যদি একটি ফুলও দেখিতে পায় তাহা হইলে মনদী  
প্রমাদ ঘটাইবে। এই বসন্তমাসের আনন্দ হইতে আমি  
বঞ্চিত হইলাম। কেননা, আমার এই কঠিন ব্রতদশায়  
তোমার সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ। তুমি ঘেন ছল করিয়া  
বিলাসের কথা বলিও না। গোবিন্দদাস বলেন, হাতের  
সঙ্কেতে আর কত বুঝাইব?





৪৪৬ (ক)

সুপালী

রজনী গোড়ায়লি রতি-সুখ-সাধে ।  
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে ॥  
সোই চণ্ডি তুহঁ শব্দ দেব ।  
তনু-আধ দেয়ব তাহে ঘাই সেব ।  
কি কহব যে সব কয়লি তুহঁ কাজ ।  
লাজ পায়বি অব রত্নিনি-সমাজ ॥  
ভাগল সহচরি না বোলই কোই ।  
পালটি চলল মুখে আচর গোই ॥  
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল ঘন ।  
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন ॥  
গোবিন্দদাস চললি আওসারি ।  
আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥

৩৪ ৫০৭

গুণবিহু হার

মাখি এক তুয়া হিয়ে

দোসর গোবিন্দদাস ॥

সং ৩৮২, সম্বর ১৭৭

৩৪ ৫০৮

ব্যাখ্যা—রাতি জাগিয়া তোমার নয়ন-কমল অলস  
হইয়াছে অর্থাৎ ঘুমে ঢুলুঢুলু করিতেছে, তাহার উপর  
আবার কামিনীর পান খাওয়া ঠোঁটের দাগ লাগিয়া  
রহিয়াছে । যে অধর ছিল তোমার বাধুলি ফুলের মতন  
লাল, তাহা এখন সেই কামিনীর চোখের কাজল লাগিয়া  
কাল হইয়াছে । কপালে তোমার আলতার দাগ ।  
মাধব ! এখন কপটপ্রেমে আর দরকার নাই । হাতের  
কঙ্কণ কি আবার আয়নায় দেখিতে হয় নাকি ? তোমার  
বেশভূষাতেই সব বুঝা গেল । তুমি তার বাড়ীতেই যাও ।  
সে রতিযুদ্ধে ধীরা ও কৌশলময়ী ; সে যুদ্ধে সে বিমুখ  
হয় না । সে তাহার নথরূপ কৃপাণ তোমার বুকের মধ্যে  
হানিয়া প্রেমরত্ন চুরি করিয়া লইল । এখন সেই প্রেমধন-  
হীন পুরুষকে কোন্ হৃদয়ী বিশ্বাস করিবে ? তোমার  
বুকে যে বিনা স্ততার হার ( নথের চিহ্নের মালা ) রহিয়াছে,  
তাহাই সাক্ষী দিতেছে । আর সাক্ষী গোবিন্দদাস ।

৪৪৬ (খ)

শ্রী রাগ

যামিনি জাগি অলস দিঠি-পড়ছে  
কামিনি-অধরক রাগ ।  
বাকুলি-অরণ অধরে ভেল কাজর  
ভাল পরি অলতক দাগ ।  
মাধব তুর কর কপট স্নেহ ।  
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি  
চল তুহঁ তাকর গেহ ॥  
সো অর-সমর- স্বধীর কলাবতি  
রতিরপে বিমুখ না ভেল ।  
নথর কৃপাণে হানি উর অন্তর  
প্রেম রতন হরি নেল ॥  
প্রেমধনহীন পুরুষে অব কো ধনি  
জানি করব বিশোয়াস ।

৪৪৭

ধানশী

জানলুঁ যে হরি তোহারি সোহাগ ।  
যাকর দেহলি রজনী গোড়ায়লি  
তাহি করহ অহুরাগ ॥  
রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত  
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ ।  
তে অহুমানিয়ে বেকত উজাগরি  
বিঘটিত ভামিনি-সঙ্গ ॥  
মতি অহুরূপ গতি এহ বচন সতি  
আজু দেখলুঁ পরতেক ।  
যো পরবকক বিহি তাহে বকউ  
দুরজন দেখি না দেখ ॥



তুহঁ রস-সাগর                      বিদগধ নাগর  
হাম মুগধিনি কুল-নারী ।  
গোবিন্দদাস                      কহই তুয়া হরি সঞে  
অহুনয় বুঝই না পারি ॥

অতয়ে চলহ তুহঁ যাহা নিজ বাস ।  
কুকি কহত বেরি গোবিন্দদাস ॥

তর ৪২৮

সা. প. (১)—২১০, ক. বি ১৪৮  
১৪০, বৃ ২৪

তর ৪২৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে শ্রীরাধার কুণ্ডে যে বেশে আসিয়াছেন তাহা বিপর্যস্ত নহে দেখিয়া শ্রীরাধা বিজ্ঞপ করিয়া বলিতেছেন—হরি! তোমার প্রেম খুব বুঝিয়াছি। যার দেউড়ীতে রাত কাটাইলে তাহাকে ভালবাসা দেখাও, যাও। তুমি যে কেমন রত্নরূপে পণ্ডিত তা তোমার অগণিত (যাহা কোন প্রকারে বিশৃঙ্খল হয় নাই) বেশ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। ঘন ঘন অঙ্গ মোড়ামুড়ি দিতেছ; ইহাতে তোমার রাত জাগা এবং নারিকা-সন্তোষে অসামর্থ্যও বুঝা যাইতেছে। যার যেমন মতি, তার তেমন গতি হয়, এ বচনের সত্যতা তোমার ক্ষেত্রে আঙ্গ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। যে পরকে বঞ্চনা করে, বিধি তাহাকে বঞ্চিত করেন—ইহা চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়াও দেখে না। তুমি হইলে রসের সাগর, রসিক নাগর, আমি বোকা-সোকা কুলবধু। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, হরির সঙ্গে তোমার অহুনয় বুঝা যায় না।

৪৪৮

ধানশী

সখিগণ মেলি বহু ভরছন কেল ।  
মানিনি শুনি কিছু উত্তর না দেল ॥  
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান ।  
এতহঁ করায়সি কাহে অপমান ।  
কাহে তুহঁ পুন পুন দগধসি মোয় ।  
যাহ চলি তুহঁ যাহা নিবসয়ে সোয় ॥

শব্দার্থ—ভরছন—ভংসনা। যাহা নিবসয়ে সোয়—  
সে যেখানে বাস করে। কুকি কহত বেরি—কোক  
দিয়া ফের বলিতেছেন।

৪৪৯

তুপালী

( রসময়ি ) না কর পরের বোলে ইহা পরতিত ।  
না হয় করহ শান্তি যে হয় উচিত ।  
অস্তর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ ।  
বোথে রাখল মুখে মন্দির মাক ।  
আমার দ্বিগুণ দুখ তোমার লাগিয়া ।  
অতয়ে অরুণ আখি রছনি জাগিয়া ।  
না জানিয়া না শুনিয়া বোল পরিবাদ ।  
আপনার মনে জানি নাহি অপরাধ ।  
শপথি করিয়া বলি কর অবধান ।  
স্বপনেহ তোমা বিনে নাহি জানি আন ।  
নয়ন অরুণ কোপে কাঁপে বর তহু ।  
কুটিল তুহঁর ভয়ে ভাজে ফুল-ধনু ।  
মিনতি করিয়া বলি বিনোদিনীর পায় ।  
অহুগত জনে উপেক্ষিতে না যুয়ার ॥  
সমুখ সহিতে নারি বিমুখ তোমার ।  
হাসিয়া সন্তায় গোবিন্দদাসে আর ॥

অ ২২

শব্দার্থ—পরতিত—প্রতীত, বিশ্বাস। অস্তর আসিব  
বলি শুনি ব্রজরাজ ইত্যাদি—পিতা নন্দ শুনিয়াছিলেন যে,  
আমি কিছুক্ষণ বাদে আসিব, তাই বাগ করিয়া ( বোথে )  
আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।



৪৫০

বিভাষ

এ ধনি জনি কহ কাছক সন্দেশ ।

বেকত তুহারি মূখ কহই সবহু ছুখ  
কী ফল বচন বিশেষ ॥

সো ঘটপদসম সবহু কুহমে রম  
হম তাহে এ হেন গড়ারি ।

জানি তিরিক স্থধি আরতি পঠাওলু  
তো হেন প্রাণ পিয়ারি ॥

এ তুম অধর অধর পয়ে দংশল  
লোরে কাজর ঝরি গেল ।

জানলু পদ ছরম জলে ধোয়ল  
অলক তিলক দূরে গেল ॥

নীল-নিকুঞ্জ কটক হিয়ে লাগল  
ঝামর ভেলহি জোতি ।

গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন  
বিহি সঞে কিয়ে নহি হোতি ॥

অলকা-তিলকা বিলুপ্ত হইয়াছে । কদম্বকুঞ্জে বৃকে ঝাঁটা  
বিঁধিয়াছিল তাই দেহের জোতি মান হইয়াছে ।  
গোবিন্দদাস বলিতেছেন, কি করিবে ও বেচারী । এক  
করিতে যাইয়া অস্ত ঘটিল । শ্রীকৃষ্ণরূপ বিধাতার সঙ্গে  
পড়িলে কি-ই বা না ঘটতে পারে ?

৪৫১

পঠমঞ্জরী

সবহু আপন ভবনে গেল ।  
স্থবদনি-চিত্তে চমক ভেল ॥  
নাশা পরশি রহল ধন ।  
ইষত হাসয়ে বয়ন-চন্দ ॥  
মখি হে অপক্লপ বর-কান ।  
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান ॥  
যে কিছু কয়ল রসিক-রাজ ।  
কহিতে অবহু বাসিয়ে লাজ ॥  
বিজ্ঞাপতি কহে ঐছন কান ।  
দাস গোবিন্দ ও রস ভান ॥

তর ৪০০

স। প। (১)—২১৫, বৃ ২৪

অঃ ১০২

পাঠান্তর—স। প. আরম্ভ—যো ঘটপদ সম সবহু  
কুহমে রম ।

প্যাখা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সখীকে  
পাঠাইয়াছিলেন, সে উপহৃক্তা হইয়া আসিলে শ্রীরাধা  
বলিতেছেন—কাছর খবর যেন বলিও না, তোমার  
মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাহার কত  
ছুখ হইয়াছে—আর কথা বলিয়া কি হইবে? সে  
অমরের মতন সব ফুলেই রমণ করিয়া বেড়ায়;  
আমি আবার গ্রাম্যা, তাই আমাকে মনে লাগে না ।  
তাঁহার মতিগতি জানি বলিয়াই তোমার মতন প্রাণের  
সখীকে পাঠাইলাম । তারপর তীব্র বিজ্ঞপ করিয়া  
বলিতেছেন, আশা! তোমার কত কষ্ট হইয়াছে । অধর  
অমরে দংশন করিয়াছে, চোখের জলে কাজল ধুইয়া  
গিয়াছে, পথের অমে ঘাম বাহির হইয়াছিল, তাই তোমার

মান  
৪৫২  
শ্রীরাগ

দূর সঞে নয়নে নয়নে জনি' হেরবি  
নিয়ড়ে রহবি শির লাই ।  
পরশিতে নিরসি' করহি কর বারবি  
যতনে বোধ নিরমাই ॥  
স্থন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয় ।  
বিনহি মানে ধনি সো' বহুবল্লভ  
কবহু আপন বশ হোয় ॥





পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি  
হুসইতে জনি তুহঁ হাস।  
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি  
কহবি আনহি আন ভাব।  
পড়ইতে চরণে বারি দিটি পাঞ্জে  
পূজবি সো মুখচন্দ।  
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ  
তাহে কি এতহঁ পরবন্ধ।

হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে কি এমন করা  
যায়?

৪৫৩

ধানশী

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব  
পদতলে ধরপি লোটাই।  
দুই করে দুই পদ ধরি রহ মাধব  
তবহঁ বিমুখি ভেল রাই।  
পুনহি মিনতি কর কান।  
হাম তুয়া অহুগত তুহঁ ভালে জানত  
কাহে দগধ মনু প্রাণ।  
তুহঁ যদি শুনরি মনু মুখ না হেরবি  
হাম যায়ব কোন ঠাম।  
তুয়া বিহু জীবন কোন কাজে রাখব  
তেজব আপন পরাণ।  
এতহঁ মিনতি কাহু যব করলহঁ  
তব নাহি হেরল ব্যান।  
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল  
রোই চলল তব কান।

ক. বি. ১৫১

তক ৪০০

শঙ্কার্থ—গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল—গোবিন্দ-  
দাস শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, শ্রীরাধা নিশ্চয়ই  
ক্ষমা করিবেন। কিন্তু সে আশ্বাস যখন মিথ্যা প্রমাণিত  
হইল, তখন কানাই কাদিতে কাদিতে চলিয়া গেলেন।

৪৫৪

তিরোখা ধানশী

রাই-অনাদর হেরি রসিকবর  
অভিমাণে করল পরান।  
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই  
পীত-বাসে মুছই ব্যান।

সা. প. (১)—১৫০

তক ৪২৭, অ ১১

ক. বি. ৭৭

কপরা ২০১৩

পাঠান্তর—(১) নাহি—তর (২) শিহরি—ক  
(৩) কিয়ে—ক (৪) সে—ক।

শঙ্কার্থ—নিয়ড়ে—নিকটে। শির লাই—মাথা নীচু  
করিয়া। রোখ নিয়মাই—রোষ নির্মাণ করিয়া, কৃত্রিম  
ক্রোধ দেখাইয়া।

ব্যাখ্যা—সখী শ্রীরাধাকে মান করিতে শিখাইতেছেন,  
কেননা বিনা মানে সেই বহুবল্লভ কখনও বশ হন না  
(বিনহি মানে ধনি, সো বহুবল্লভ, কবহঁ আপন বশ  
হোয়)। শ্রীকৃষ্ণ যখন আসিবেন, তখন যেন দূর হইতে  
তাহার চোখের উপর চোখ রাখিও না—কেননা, নয়নে  
নয়নে মিলন হইলে তুমি যে তাঁহাকে দেখিবার অগ্র উৎসুক  
তাহা প্রকাশ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কাছে আগাইয়া  
আসিবেন তখন মাথা নীচু করিয়া থাকিও। শ্রীকৃষ্ণ  
তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে আসিলে তুমি ত্রস্ত হইয়া বস  
করিয়া ক্রোধ সৃষ্টি করিয়া (কৃত্রিম কোপে) কর দ্বারা  
শ্রীকৃষ্ণের করকে নিবারণ করিবে অর্থাৎ ঠেলিয়া দিবে।  
হে গোরি, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চমকিয়া  
উঠিয়া মুখ ফিরাইও। তিনি হাসিলে তুমি যেন হাসিয়া  
ফেলিও না। তিনি তোমাকে মিনতি জানাইলে তুমি  
যেন তাহা শুনিয়াও শোন নাই, এমন দেখাইবে। এক  
কথায় অগ্র কথা বলিও। যখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার পায়ে  
পড়িবেন তখন তুমি তোমার নয়নকমল ফিরাইয়া  
লইয়া তাঁহার মুখচন্দ্রকে পূজা করিও অর্থাৎ পায়ে না  
পড়া পর্যন্ত মান ছাড়িও না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, যে



হরি হরি নিজ অপরাধ<sup>১</sup> নাহি জান ।  
সো হেন প্রেম গহি কখি লাগি নিরসল  
কাহে করল মুখে মান ॥  
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীবন  
সো দুখ করি অহুমান ।  
রসবতি-হৃদয় বিরহজ্বরে জ্বরব  
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥  
রাইক সখাদ সুধা-রস-সিকনে  
তহু তিরপিত কর মোর ।  
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়র  
তব যশ গাওব তোরা<sup>২</sup> ॥

ক. বি. ১৪২

তক ৪৩১, সা ৩৮৭

পাঠান্তর—(১) অপমান—সং

(২) নাগর করুণা, শুনি হিয়া কাতর  
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥—সং

শঙ্কার্থ—রাই-অনাদর—রাইয়ের কাছে অনাদর  
পাইয়া । সো হেন প্রেম গহি, কখি লাগি নিরসল—একপ  
প্রেম গ্রহণ করিয়া আবার কেন নিরন্ত হইল (ভালবাসা  
দিয়া আবার উদাসীন কেন হইল) ? রসবতি-হৃদয় বিরহজ্বরে  
জ্বরব—রাইয়ের কাছে অনাদর লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের  
নিজের জন্ম যতটা দুঃখ হইতেছে, তাহার চেয়ে বেশী দুঃখ  
হইতেছে রাবার জন্ম । তাহার হৃদয় যে বিরহজ্বালায়  
পুড়িয়া যাইবে ।

৪৫৫

নন্দ নন্দন<sup>১</sup> রাজভূষণ  
শয়ন সুখময় শেজ ।  
কি বণে তুয়া সনে লেহ করলহি<sup>২</sup>  
সে সব দুখি তেজ ॥  
শুন বৃন্দভানু-নন্দিনি রাই ।  
অবনী-মণ্ডলে<sup>৩</sup> কিরিত্তি রাখিল  
এ তুয়া মান বিধাই<sup>৪</sup> ॥

যে তুহু<sup>১</sup> তাকর বিরস আনন  
হেরি মুরছিত ভেল ।  
কৈছে পামরি বচন ঐছন  
নিদয় অন্তর শেল ॥  
তোহারি নাগর ধূলি ধূসর  
সে নহে লাগই তোয় ।  
বাম করতলে বদন লখিত  
ধরনি লিখি লিখি রোয় ॥  
যে জন দুহু<sup>২</sup> জন বেদন জানয়ে  
তাকর অন্তর জান ।  
রায় চম্পতি বচন মানহ  
দাস গোবিন্দ ভণে<sup>৩</sup> ॥

সা. প. (২)—১০৪

অ ৬৬ ( পদরসসার )

পাঠান্তর—(১) ব্রজরাজনন্দন—সা. প. (২) লেহ  
করল হে—অ (৩) অবলা-মণ্ডলে—অ (৪) ভাল মতি সে  
বিধাই—অ

(৫) যে জন দুহু<sup>২</sup> জন বেদন নাহি জানে  
তাকর অন্তর জান ।  
( রায় ) রামচন্দর বচন মানহ  
দাস গোবিন্দ ভণে ॥

অ ২৮

মন্তব্য—এটি যে মানের পদ তাহা অ-ধৃত পাঠ  
'(৪) ভাল মতি সে বিধাই' হইতে বুঝা যায় না । সা. প.  
পুথির পাঠ অনেক ভাল, উহাতে চম্পতি নামও  
উল্লেখযোগ্য ।

৪৫৬

শ্রী রাগ  
যে জন তুয়া সনে অঙ্গ সঙ্গি  
শয়নে সপনহি তোরা ।  
চমকি উঠি ঘন কাপি মুকুল  
আধ নাম লেই তোরা ॥



মানিনি মো কি হিয়া নাহি জাগ ।  
কতহঁ সঙ্করণে তাহে বোধলি  
অবহঁ ঐছে বিরাগ ॥  
সে তহু হৃন্দর ধূলি-ধূসর  
সে মুখ নিরসল ভেল ।  
সে দুহঁ লোচনে নীর নিকমই  
এ দুখ কোনহি দেল ।  
হরিকি রিতি-নতি বিরহে জীবতি  
তেজি ওদন পান ।  
তুহঁ সে হৃন্দরি ভেলি দূরবি  
এ বড় সংশয় মান ॥  
দেহ তেজবি তাহে উপেখবি  
তেজবি ও নব লেহ ।  
মধত উনমত অতয়ে না মানত  
দাস গোবিন্দ বেহ ॥

তর ৪২০

পাঠান্তর—বৈষ্ণবপদলহরী ( ৩৫৭ পৃ: ) ও বহুমতীর  
মহাজন-পদাবলীতে ( পৃ: ৩৬ ) 'যে জন' স্থলে 'তেজল' ছাপা  
হইয়াছে । 'তেজল তুয়া সঞ্জে'র কোন মানে হয় না ।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গসঙ্গ পাইয়া শয়নে  
ও স্বপনে উন্নত হইয়া থাকে, যে তোমার রাধা নামের  
'রা' অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিতে বার বার চমকিয়া উঠে,  
এমন কি কাঁপিয়া মূর্ছা যায়, তাহার কথা কি তোমার  
মনে জাগে না ? সে কত করুণ নিবেদন করিয়া তোমাকে  
বুঝাইল ; তবুও একপ বিরাগ রহিয়াছে । সেই হৃন্দর  
দেহ এখন ধূলিতে ধূসর ও মুখ নীরস হইয়াছে, তাহার  
দুই চোখ দিয়া জল বহিতেছে । এ দুঃখ তাকে কে দিল ?  
হরির নিয়ম এই যে, সে বিরহকালে অঙ্গজল ত্যাগ করে,  
তুমিও তো দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ । তাহাকে যদি তুমি  
ভালই না বাসিবে, তাহা হইলে তার দুঃখে তোমার অঙ্গ  
ক্লশ হয় কেন—এই সংশয় আমার মনে জাগে । যদি  
দেহ ত্যাগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে  
কিন্তু কৃষ্ণকেও হারাইবে, এই নবীন প্রেমও  
হারাইবে । তোমাদের দুইজনের মধ্যে মধ্যস্থ যে

কাম সে পাগল, সেইজন্ত গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধরিতে  
পারিতেছেন না ।

৪৫৭

তথা রাগ

চান্দ-বদনি তুহঁ রামা ।  
কাহে ভেলি অতি বামা ।  
হাম চকোর তুয়া আশে ।  
পিবইতে কর অভিলাষে ।  
তুহঁ ধনি ভেলি বিপরীতে ।  
দূরে গেল বিহি-বরণীতে ।  
অহুগত-কিস্কর-দোখে ।  
তুহঁ নাহি সমুঝি বোখে ।  
যবহঁ উপেখবি মোহে ।  
মকু বধ লাগব তোহে ।  
জগতরি অপঘণ গাব ।  
গোবিন্দদাস মরি যাব ॥

তর ৪২৮

শঙ্কার্থ—বামা—প্রতিকূল । বিহি-বরণীতে—বিধাতা  
রচিত । দোখে—দোষে । বোখে—বোঝে ।

ব্যাখ্যা—তোমার মুখচন্দ্রের স্থাপান করিবার  
অভিলাষে আমি চকোর হইয়াছি । কিন্তু তুমি আমার  
প্রতি বিরূপ হইয়াছ ; বিধাতা আমাদের মধ্যে যে প্রেম  
রচনা করিয়াছিলেন তাহা দূর হইল । তুমি রাগ করিয়াছ  
তাই অহুগত ভৃত্যের দোষের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছ  
না । আমার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু যতটা দোষ  
তুমি মনে করিতেছ ততটা নহে ।

৪৫৮

শ্রী রাগ

দুঃজন বচন শ্রবণে তুহঁ ধারলি  
কোপহি রাখলি মোয় ।



তুয়া বিনে শয়নে সপনে নাহি জানিয়ে

ধরুপে কহল সব তোয় ॥

মানিনি মোহে চাহি কর অবধান ।

দাক্ষণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে

যাহে তুহঁ পরতিত মান ॥

কুচ-যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে

তা পর ধরি হাম পানি ।

নহে জনি ধরম-ঘটহি করি পরিখহ

উচিত কহিয়ে এই বাণী ॥

মনমথ-অনল অন্তর মাহা জলতহি

তুহঁ জহু কাকন-গোরি ।

আনলে হেম সাহসে উঠায়ব

সাঁচি জানব তব মোরি ॥

তোহারি লোমাবলি কাল-ভুজঙ্গিনি

হার তরঙ্গিণি জানি ।

গোবিন্দদাস ভণি পরশ করহ ফণি

নাহি জনি ডুবহ পানি ॥

৩৩ ৫০২

গোরী । আমি আমার বৃকের আঙনের উপর তোমাকে

তুলিয়া ধরিব, তাহা হইলে আমার সত্যতা জানিবে ।

যদি এসব পরীক্ষাও তোমার পছন্দ না হয়, তাহা

হইলে আমি সাপের মাথায় হাত দিয়া কিম্বা গঙ্গার জল

ছুঁইয়া পরীক্ষা দিতে রাজী আছি । শ্রীবাধা বলিতে

পারেন, সাপ কোথায় পাইব ? তাহার উত্তর হইতেছে,

এই যে তোমার নাভির নিম্নের লোমাবলীই ভুজঙ্গিনী-

তুল্য । আর তোমার গলার হাব হইতেছে তরঙ্গিণী

গঙ্গা । গোবিন্দদাস বলিতেছেন, তুমি ঐ ভুজঙ্গিনীই

স্পর্শ কর, তাহা না হইলে গঙ্গার জলে পরীক্ষা দিতে গেলে

জলে ডুবিয়া যাইতে পার ।

৪৫৯

গাঙ্গার রাগ

মধুর মুরলী শব্দ করসি, নয়নে দরশি প্রেম ।

ঈষৎ হাসিতে অমিয় বরষি, বচনে বরষি হেম ॥

এঁছে কুলশীল ধরম গরাসি, হরষি মুগধি-নারী ।

তরুণীগণে তরুণী তরসি, মদন সাগর বারি ॥

কাহ্ন হে বৃকলে। চাতুরি তোরি ।

সুখলাভ লাভে কো পুন বৃড়ব, সো দুখ সাগর ভোরি ॥

কো কহে মালতী, কো কহে মাধবী, এঁছন ভরম সোই ।

সো পুন জানলো। শাম ভরম, আপন নাহিক কোই ॥

তবহঁ মালতি করহঁ পীরিতি, যাকর নিজবশ দেহ ।

সহজে পরশ-মুগধ মাধবী, বিফল তাকর নেহ ।

অতএ আপনা আপনি মুকুল, সমুঝিয়ে সব কাজ ।

মুরছিত মারি কি ফল সাধব, বিজয়ী মদনরাজ ॥

চলহ হৃন্দর বিনোদ মন্দির, হৃন্দর হৃন্দরী পাশ ।

তুঁহারি এসব হৃন্দর চরিত, গায়ব গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১৩৫

শঙ্কার্থ—বৃড়ব—ডুবাবে। ভোরি—পাগলিনী ।

ব্যাখ্যা—এটী অহেতুক মানের পদ। শ্রীবাধা বলিতেছেন

—তুমি মধুর মুরলীধ্বনি করিয়া, চোখের দৃষ্টিতে প্রেম

পাঠাস্তর—বৈষ্ণবপদলহরীতে ( পৃ: ৩৫৫ ) এবং  
বহুমতীর মহাজনপদাবলীতে ( পৃ: ৩৬ ) 'দুর্জন বচন'  
পাঠ বিকৃত হইয়া 'গুরুজন বচন' ছাপা হইয়াছে । গুরু-  
জনের বচনে শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ করা অপ্রাসঙ্গিক ।

শঙ্কার্থ—শ্রবণে তুহঁ ধারলি—দুর্জনের কথা তুমি  
কানে তুলিলে । কোপহি রোখলি মোয়—আমার প্রতি  
রাগ করিলে । যাহে তুহঁ পরতিত মান—যাহাতে তুমি  
বিশ্বাস কর । নহে জনি ধরম-ঘটহি করি পরিখহ—  
না হইলে তোমার কুচকে ধর্মঘটরূপে স্থাপন করিয়া আমার  
পরীক্ষা কর । মনমথ-অনল অন্তর মাহা জলতহি ইত্যাদি—  
ধর্মঘট পরীক্ষায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তো অগ্নি-  
পরীক্ষা কর । ( জলন্ত আঙনের ভিতর হইতে সোনা  
তুলিয়া আনিয়াও যদি হাত না পুড়ে তাহা হইলে এই  
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইত । ) আমার বৃকের  
মধ্যে মদনের জলন্ত অনল, আর তুমি হইলে সোনার মতন



দেখাইয়া, ঈশ্বর হাসিতে অমিয় বর্ষণ করিয়া, বাক্যে যেন  
স্বর্ণ বর্ষণ করিয়া সামান্যে মুগ্ধা নারীদের কুলশীল ও ধর্ম  
গ্রাস কর। তুমি তরুণীদিগকে মদনসাগরের জলে যেন  
নৌকা করিয়া পার কর। কিন্তু কাহ্ন, তোমার সব  
চাতুরি বুঝিলাম। এখন আর স্থলভেদে লোভে পড়িয়া কে  
ঐ দুঃখরূপ সাগরে পাগলিনী হইয়া ডুবিলে? লোকেদের  
মধ্যে কেউ বা বলে তুমি মালতীর, কেউ বা বলে মাধবীর;  
এসব ভুল কথা। আমি ঠিক জানিয়াছি শ্রাম হইতেছেন  
ভ্রমরতুল্য; তাহার আপন বলিতে কেহ নাই (সে শুধু  
ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়ায়)। মালতীই তাহা হইলে  
তোমার সঙ্গে প্রেম করুক, কেননা তাহার দেহ নিজের  
আয়ত্তে; আর মুগ্ধা মাধবীর দেহ সহজেই পরবশ, স্বতরাং  
তাহার প্রেম বিফল (মাধবী প্রেমে নিজেকে হারাইয়া  
ফেলে, সেইজন্য তোমার মতন লোকের সঙ্গে প্রেম তাহার  
মৃত্যুর কারণ হইবে)। হে জয়যুক্ত মদনরাজ! সে তো সব  
ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই মুগ্ধা গিয়াছে; এখন আর মুগ্ধিত  
জনকে মারিয়া কি লাভ?

৪৬০

দুপালী

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।  
তুয়া নাম লেই যবহঁ ভেল ভোর।  
কতিহঁ গেলি বলি মুকুল সেহ।  
তুহঁ পুন ভোরি না বাকলি ধেহ।  
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।  
কৈছে রহলি এত মানিনি হোই।  
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।  
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক।  
ফুলপর তুয়া সঞ্চে শূত্রে যেহ।  
তুয়া আগে ধূলি লোটায়েই সেহ।  
অঙ্গে না সহ ফুল মালতি-দাগ।  
বিক্রমে মদন-বাণ তহি লাগ।

কবহঁ নাহ তুয়া দূখ না জান।

গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান।

তল ১১২

ব্যাখ্যা—সখী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যের কথা  
স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। (প্রিয়জন কাছে থাকিলেও  
মনে হয় নাই। এইরূপ ভাবে বিরহে আকুল হওয়ার নাম  
প্রেম-বৈচিত্র্য :

প্রিয়স্ত সন্নিকর্বেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিশ্লেষদ্বিযান্তিঃ স্ত্রাং প্রেমবৈচিত্র্যমিহ্যতে।

—উজ্জলনীলমণি)।

স্বন্দরি! হরি তোমারই কোলের উপর থাকিয়া তোমার  
নাম লইয়া পাগল হইয়াছিল, কোথায় গেলে বলিয়া মুগ্ধিত  
হইয়াছিল, তুমিও পাগলিনী হইয়া ধৈর্য হারাইয়া-  
ছিলে, সেই সব দিনের কথা কি ভুলিয়া গেলে?  
তোমাকে একতিল সময় না দেখিলে যে যুগ যুগান্ত দেখি  
নাই মনে করিত; সে এখন বিরহানলে পড়িয়া বিপন্ন  
হইয়াছে। যে তোমার সহিত ফুলশযায় শুইত, সে এখন  
ধূলিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। বাহার দেহে মালতী ফুলের  
দাগটীও সহ্য হইত না, তাহাকে এখন লক্ষ লক্ষ মদনের  
বাণ বিদ্ধিতেছে। তোমার নাথ কখনও দুঃখকে জানে নাই  
(আর এখন এত দুঃখ পাইতেছে)। স্বতরাং তুমি মান  
তাগ কর।

৪৬১

জয়জয়ন্তী

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| তু বিহু স্বপ্নময় | শেজ' তেজল          |
|                   | নিন্দ' চন্দন চন্দ। |
| শুভল ভূতল         | ফুলল কুহুল         |
|                   | কাম-চামর-বন্ধ।     |
| তেজ দাক্ষণ        | মান মানিনি         |
|                   | নাহ গাহক তোরি।     |
| তুহঁ সে মরকত-     | মুরতি মানহ         |
|                   | কাঁচ কাঞ্চন-গোরি।  |



নীল উতপল                      দাম-শামর  
ধাম ঝামর দেহ ।  
কুহুম-শর যব                      বরিখে কর কর  
নয়ন শাঙন মেহ ।  
বিরহ মোচন                      এ তুয়া লোচন  
কোণে হেরবি কান ।  
রায় চম্পতি                      বচন মানহ  
দাস গোবিন্দ ভাগ ।

দা. প. (১) ১৫৬

তরু ৫৩১, সমুদ্র ১২৩

বরাহ ৪১২২ (৩৭ পৃঃ)

ক. বি. ১৬২৯

পাঠান্তর—ক বি. (১) শয়ন (২) নিন্দাই ।

ব্যাখ্যা—তোমার বিরহে কৃষ্ণ স্বধময় শয্যা ত্যাগ  
করিয়াছে; চন্দন ও টাদকে উষ্ণ বলিয়া নিন্দা করে;  
মাটিতে অবিলম্বে কেশে শুইয়া থাকে, তাহার চুলগুলিকে  
মনে হয় যেন কামের চামর। হে মানিনি! তুমি  
তোমার দুর্জয় মান ত্যাগ কর; নাথ তোমারই গ্রাহক।  
তুমি নিজে কাঁচা সোনার মতন কঠিন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের  
যে মনোমোহন মূর্তি তাহাকে মরকতের দ্বারা কঠিন  
বলিয়া মনে কর। যাহার দেহের কান্তি ছিল নীল  
উতপলের মতন শ্রামল, সে এখন ঝামর মত কালো  
হইয়াছে। তাহার উপর যখন মদন অনিবার শরবর্ষণ  
করে, তখন তাহার নয়ন দিয়া বর্ষার মেঘের মতন জল  
পড়ে। তোমার এই নয়নের প্রাপ্ত দিয়া একবার তাঁহার  
প্রতি কটাক্ষ কর, তাহা হইলে কানাইয়ের বিরহজ্বালা  
দূর হইবে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রায় চম্পতির কথা  
শুন।

শুন সজনি কী ফল মানিনি-মানে ।  
টীট কানাই                      কতহ-ভঙ্গি জানত  
কো করু কত অবধানে ।  
শ্রামরি হেরি                      সখিক রাই পুছত  
সো করু ব্রজ-নব-রামা ।  
তুয়া সখি হোত                      যতনে চলি আয়লি  
কোরে করহ ইহ শ্রামা ।  
করতহি কোরে                      পরশ সঞ্চে জানল  
কাহুক কপট বিলাস ।  
নাসা পরশি                      হাসি দিঠি কুঙ্কিত  
হেরত গোবিন্দদাস ।

ক. বি. ১৬৪৫

তরু ৫৩৩, সমুদ্র ২০০

শঙ্কার্থ—মহি লেখই—অন্যমনস্ক হইয়া মাটিতে আঁচড়  
কাটিতে লাগিল। টীট কানাই—ধূটে কানাই। শ্রামরি হেরি  
ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।  
শ্রীরাধা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, এই ব্রজবাসিনীটি কে? সখী উত্তর দিলেন,  
এ তোমার সহিত সখীত্ব স্থাপন করিবার জন্ত যত্ন করিয়া  
এখানে আসিয়াছে; এই শ্রামাকে আলিঙ্গন দাও।  
শ্রীরাধা তাঁহাকে কোলে লইয়াই স্পর্শের দ্বারা জানিলেন  
যে, এ কাহুরাই ছিলনা। গোবিন্দদাস নাকে আঙ্গুল দিয়া  
হাসিয়া নয়ন সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

৪৬৩

বিহাগড়া

৪৬২

কামোদ

কাহু উপেখি                      রাই মহি লেখই  
মানিনি অবনত-মাথ ।  
নিকুপম নারি-                      বেশ ধরি সো হরি  
আয়ল সহচরি সাথ ।

প্রেম আঙনি                      মনহিঁ গুণি গুণি  
এদিন বামিনি জাগি ।  
মদন-পঞ্চর-                      কুঞ্জে বোয়ই  
তোহারি রস-কণ লাগি ।  
কিফল মানিনি                      মান মানসি  
কাহু জানসি তোরি ।



তুহঁ সে জলধর অঙ্গে শোভিত  
যৈছন দামিনি গোরি ॥  
নওল কিশলয়- বলয় মলয়জ  
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত ।  
নয়নে ছটকট লুটই মহিতলে  
তো বিয়ু দহ দহ গাত ॥  
জানহ পুনপুন সো পিয়া পরিধন  
সোই পুজি পাঁচ-বাণ ।  
প্রতাপ আদিত্য ও রস গাহক  
দাস গোবিন্দ ভণে ॥

পরিয়া চন্দনপঙ্ক মাখিয়া ও পদ্মপত্রের শযায় শুইয়া ছটকট  
করিতেছেন, মাটিতে লুটাইতেছেন ; তাহার গা যেন  
পুড়িয়া যাইতেছে । তুমি জানিয়া শুনিয়াই কেন বারবার  
সেই প্রিয়কে পরীক্ষা করিতেছ ? সে তোমারই জন্ম  
পঙ্কবাণকে পূজা করে । গোবিন্দদাস বলেন, প্রতাপাদিত্য  
এই রসের গ্রাহক ।

৪৬৪

গান্ধার রাগ

সা. প. (১) ২২, ক. বি. ১৬০০  
রাগা ৮৭

তরু ৪০৮, অগদা ২১৩, সং ৩৮

পাঠান্তর—পদকল্পতরুর ক. গ. চ পুথিতে প্রতাপ  
আদিত্য স্থলে রায়চম্পতি ও রসগ্রাহক আছে । সংকীর্ণনা-  
মৃতের পাঠ মূলে দেওয়া হইল । উহাই বিকৃত হইয়া  
তরুতে দাঁড়াইয়াছে—প্রাত-আদিত ও রস গাহক ।  
সা. প. পুথিতে ভণিতা—রস গোবিন্দ ও রস গাহক  
দাস গোবিন্দ ভণে রে ॥ অধ্যাপক স্বধর্ময় মুখোপাধ্যায়  
লিখিয়াছেন যে, শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস  
সংগৃহীত একটি পুথিতে পাঠ আছে—

ও রসগাহক প্রতাপ আদিত্য দাস গোবিন্দ ভণে রে ।  
বিরহ মোচন ও তুয়া লোচন রোজ হেরব কান রে ।  
রায় চম্পতি বচন মানিতে দাস গোবিন্দ ভণে ॥

—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ: ১২৬

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রেমরূপ আশ্রয়ের কথা  
স্মরণ করিয়া দিনরাত জাগিয়া আছেন আর কামদেবের  
পঙ্কর বা কয়েদখানা স্বরূপ কুণ্ডে তোমারই প্রেমের এক-  
কণা লাভ করিবার জন্ত কাঁদিতেছেন (যে কুণ্ড ছিল পরম  
আনন্দের নিকেতন, এখন তুমি না থাকায় তোমার  
স্মৃতিটুকু শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে কয়েদখানার মতন বাধিয়া  
রাখিয়াছে) । হে মানিনি ! মান করিয়া কি লাভ ? কাহাকে  
তোমারই বলিয়া জানিও । মেঘের কোলে যেমন দামিনী  
শোভা পায় তুমিও তেমন শ্রীমজলধরের অঙ্গে শোভা  
পাও । তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ নূতন কিশলয়ের বলয়

কত কত আদরে ভরি কর কোর ।  
ঘন ঘন চুখন কাঁহা নাহি ওর ।  
শুনইতে আন ধনি কিঙ্কিণীরাব ।  
চপলচীত তুয়া তঁহি পরে ধাব ।  
এ হরি কি কল ঐছন নেহ ।  
বক্স বিরহানলে জ্বাউ দেহ ।  
তৈখনে মকু মনে লাগল ধন্ধ ।  
সো পরিবস্তণ আনহি ছন্দ ।  
কহত ভরমময় মরমক বাণী ।  
অধরস্থধা ভেল কাঁজিক পানি ।  
অব কি হসি হসি পিরীতি মেহারি ।  
তোহে বিশয়াসব কোন গোড়ারি ।  
গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি ।  
মুরলীক সানে না হোত যব ভোরি ॥

সা. প. ১—(১৬০)

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার সহিত কেলিবিলাসের সময়  
শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া সহসা চন্দ্রাবলীর নাম বাহির হইয়াছে ।  
তাহাতেই জুজ্বা হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—তুমি এদিকে  
তো আদর করিয়া আলিঙ্গন কর, ঘন চুখনের আর শেষ  
নাই, আর ওদিকে যেই অজ্ঞ কোন নারীর কিঙ্কিণীর শব্দ  
পাইয়াছ, অমনি সেইদিকে দৌড়াও ; কেননা তুমি চপল-  
চিত্ত । হরি ! এরকম প্রেমে কি লাভ ? এর চেয়ে  
বিরহের আশ্রয়ে জলিয়া মরা ভাল । আজ তোমার



আলিঙ্গনের ধরনই আলাদা দেখিয়া তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। তারপর তোমার ভ্রমময় মঞ্চবালী শুনিয়া তোমার অধরের অমৃত যেন পাস্তাভাতের জলের মতন লাগিল। এখন আর হাসিয়া হাসিয়া ভালবাসার চাহনি চাহিতেছ কেন? তোমাকে আর কোন্ মূৰ্খ নারী বিশ্বাস করিবে? গোবিন্দদাস বলেন, গোরি! কথাটা সত্য বটে, কিন্তু যখন মুরলীর শব্দ শোন তখন যে পাগলিনী হইয়া উঠ।

৪৬৫

ভূপালী

তুহঁ রহ গরবিনি বাসক গেহ।  
সো ভিগি আওল শাউন মেহ।  
তুহঁ শূতলি স্থময় পরিযত।  
সো তরি আওল পাতর পত।  
এ ধনি দূর কর অসময়-মান।  
পুন-ফলে মৌলল রসময় কান।  
কলকত দামিনি বামিনি ঘোর।  
কামিনি কি তেজই কাস্তক কোর।  
ঘনঘন গরজন অধর মাহ।  
বরজত কোনে এ হেন বর নাহ।  
এতহঁ কহত যব গতি মতি বাম।  
না জানিয়ে কোই আরাধলি কাম।  
গোবিন্দদাস দেখব তব সাঁচ।  
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ।

মা প. (১)—১০২।

তর ৫৪৮

শব্দার্থ—ভিগি আওল—ভিজিয়া আসিল। পরিযত—পর্য্যবে, খাটে। তরি আওল—উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। বরজত কোনে—কে বর্জন করে?

ব্যাখ্যা—তুমি এদিকে গরবিনী হইয়া বাসগৃহে বসিয়া আছ, ওদিকে সে শ্রাবণের বাদলায় ভিজিয়া আসিয়াছে। তুমি তো মজা করিয়া খাটে শুইয়া আছ, তাহাকে প্রাস্তরের পাক ভাদিয়া আসিতে হইল। এমন অসময়ে

কি মান করিতে আছে? সুন্দরি, পূণ্যফলে এই রসময় কানাই মিলিয়াছে। নিশীথরাত্রি, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, এ সময়ে কি কামিনী কাস্তব কোল ছাড়ে? আকাশের মাঝে বার বার মেঘ গর্জন করিতেছে, এ সময়ে এমন শ্রেষ্ঠ নায়ককে কে বর্জন করে? এত বলা সত্ত্বেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে আদর করিয়া না লও, তোমার বামতা বা প্রতিবৃত্ততা বজায় রাখ, তাহা হইলে জানি না কোন্ কামিনী কামদেবকে পূজা করার দলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন? তখন গোবিন্দদাস সত্যই দেখিবেন কাহার অঙ্গনে কে কের নাচে? তখন তোমাকেই দূতী পাঠাইয়া তাহাকে খোসামোদ করিতে হইবে।

৪৬৬

ধানশী

হৃদয়ক মান গোপসি তুহঁ খোরি।  
বুঝলম খল-জন-বচনহি ভোরি।  
কীফল মানিনি মান বাঢ়াহ।  
তাকর দরশ পরশ অবগাহ।  
বিচারিতে দোষ-লেশ নাহি তাই।  
গুণ গণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই।  
গোবিন্দদাস-বচন হিয় লাই।  
অভিসর ইথে জনি কর বড়ুয়াই।

তর ৫৭৭, সমুদ্র ২০২

শব্দার্থ—বুঝলম খল-জন ইত্যাদি—বুঝিতে পারিতেছি তুমি খলব্যক্তিদের কথায় ভুলিয়াছ। ইথে জনি কর বড়ুয়াই—ইহাতে যেন বড়াই করিও না (আমি অভিসারে গেলে আমার লগ্নতা হইবে একরূপ মনে ভাবিও না)।

৪৬৭

তথা রাগ

সখিগণ-বচন না শুনল মানিনি  
বোথে চলত নিজবাস।



সো বরনাগর কাতর অন্তর  
ছোড়ল তছু আশোয়াশ ।  
হরি হরি সবহু আন-মত ভেল ।  
মনমথ-অমিয়া সিনায়ব সহচরি  
কষায় দহনে দহি গেল ।  
কাতরে কুজ তেজি সব কলাবতি  
মন্দিরে করল পয়ান ।  
পহু বিপদ কিছু লখই না পারয়ে  
মানিনি মলিন বয়ান ।  
তাপিনি তপত তৈলে জহু জারিত  
বৈঠল মন্দিরে যাই ।  
জাগিয়া রজনী পোহায়ল সহচরি  
গোবিন্দদাস অবগাই ॥

তর ২০৪\*

শব্দার্থ—রোধে চলত নিজবাস—রাগ করিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেল । আশোয়াশ—আশ্বাস, এখানে আশা । মনমথ-অমিয়া সিনায়ব ইত্যাদি—সখী বাধাকে মদনের অমুতে স্থান করাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু কটু আগুনে যেন সব অভিলাষ পুড়িয়া গেল । তাপিনি তপত তৈলে জহু জারিত—শ্রীবাধা তাপযুক্তা হইয়া (পুড়িয়া) যেন গরম তৈলে ভাজা হইয়া ঘরে যাইয়া বসিলেন । অবগাই—হৃদয়ঙ্গম করিল ।

৪৬৮

জয়জয়ন্তী

প্রাণ-পিয়া-দুখ শুনিঞা শশি-মুখি  
পুছই গদ-গদ বোল ।  
অমল কুবলয় নয়ন যুগলহি  
গলয়ে ঝর ঝর লোর ।  
বেশ বিসাহন সবহু বিছুরল  
চললি পরিহরি মান ।  
তেজল কুল-ভয় নাহি গৌরব  
মনহি জাগল কান ॥

পীন পয়োধর জঘন গুরুতর  
ভারে গতি অতি মন্দ ।  
আরতি অন্তর পহু দুঃতর  
বিহিক বিরচন নিন্দ ।  
গঢ়ল মনরথে চঢ়ল স্থন্দরি  
বিধিনি বিপদ নাহি মান ।  
মিলল ভামিনি কুজ-ধামিনি  
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

ক. বি. ১৩৭\*

তর ২০৫, সমুদ্র ২০৪

ব্যাখ্যা—মানভঙ্গ বর্ণিত হইতেছে । প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দুঃখের কথা শুনিয়া চন্দ্রবদনা শ্রীবাধা গদগদভাবে তাহার বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । নির্মল নীলোৎপলতুল্য নয়নযুগল হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল । তিনি বেশভূষা প্রসাধন প্রভৃতি সব তুলিয়া মান তাগ পূর্বক চলিলেন । কুলের কলঙ্কের ভয় ছাড়িলেন, নিজের গৌরববোধও ছাড়িলেন—কেমনা মনের মধ্যে যে কানাই জাগিল । তিনি তাড়াতাড়ি যাইতে চান, কিন্তু পীনপয়োধর ও গুরু নিতথের ভারে তাহা পারিতেছেন না । মনের ভিতর মিলনের আশি অথচ পথ দুঃতর, স্থতরাং বিধাতার সৃষ্টিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । তিনি নিজের মনে মনে তৈয়ারী মনোরথে চড়িলেন—বাধা বিপদ কিছুই মানিলেন না । গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, স্থন্দরী কুজধামে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইলেন ।

৪৬৯

শ্রী বাগ

বদন না কর মলিন ছান্দ ।  
বাদে জিয়ায়সি পুনিম চান্দ ।  
অধর বাকুলি মধুর হাস ।  
নিরস না কর দীপ নিশাদ ।  
রাই হে অব তেজহ মান ।  
চরণে লাগিতহু সাধয়ে কান ॥



চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর ।  
ভাঙ-ভুজঙ্গম রহ অগোর ॥  
কী ফল মোহে এতহুঁ ঘোষ ।  
অগতে বিদিত দাসক দোষ ॥  
বচন-অমিয়া যে জন জিয়ে ।  
মান-কুলিশ দরশাও কিয়ে ॥  
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস ।  
এ জন করয়ে মান অভিলাষ ॥

সা. প. (১)—১৪৭

তর ৫৮২, সমুদ্র ১০৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি মুখের শোভাকে ম্লান করিও না। কেননা, আমার উপর মান করিয়া যদি তুমি ঐরূপ কর, তাহা হইলে তোমার সহিত তুলনায় পুর্ণিমার চাঁদ (যাহা স্বভাবতঃ তোমার সৌন্দর্যের নিকট পরাজিত) জ্বলিয়া যাইবে। তোমার বাধুলিরূপ অধরে মধুর হাসি লাগিয়া থাকে, উহাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের দ্বারা নীরস করিও না। বাধে! তোমার পায়ে ধরিয়া কানাই সাধিতেছে; তুমি এখন মান ত্যাগ কর। তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের মত নাচিয়া বেড়াই; কিন্তু অরূপ ভুজঙ্গিনী উহাকে আগুলিয়া রাখিয়াছে (অকুটী করিলে নয়নের স্বাভাবিক শোভা দেখা যায় না)। আমার উপর এত রাগ করিয়া লাভ কি? এ দাসের দোষ তো সবাই জানে, তুমিও জান, হুতরাং ক্ষমা কর। যে ব্যক্তির জীবনধারণের উপায় হইতেছে তোমার বচনামৃত পান করা তাহাকে মানরূপ বজ্র দেখাও কেন? (কথা বন্ধ করিলেই যে সে মারা যাইবে।) গোবিন্দদাসের মনে এইজন্ত হাসি পাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলীলার বৈচিত্র্য-সাধনের জন্তই শ্রীরাধার মান কামনা করেন।

৪৭০

শ্রী রাগ

হৃন্দরি জানলু তুয়া হুরভান ।  
হরি-উর-মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি  
তাহে দৌতিনি করি মান ॥

কানন-কুঞ্জে কুহুম-শবে জর জর  
পথ নেহারই তোরি ।  
ভাগে মিলল পুন কাহে কমল-মুখি  
যোগে চললি মুখ মোড়ি ॥  
কত কত মুগধিনি ঐছে ভেল বঞ্চিত  
হরি পুন তাহে না লাগি ।  
তুহঁ পুণবতি তোহে ওহি মানাওত  
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥  
তো বিহু শূতল শীতল ভূতলে  
দুরতব বিরহ-হতাশে ।  
তুয়া কর-সরস পরশে রিখাওহ  
তোহে কহ গোবিন্দদাসে ॥

সা. প. (১)—১৪৮, ক. বি ১৪০৮

তর ৫৮৮

পাঠান্তর—সাহিত্য পরিষদের পুঁথিতে “কানন কুঞ্জে কুহুম শবে” ইত্যাদি হইতে আরম্ভ এবং পঞ্চম চরণে “হৃন্দরি জানলু তুয়া হুরভান” ইত্যাদি আছে।

শব্দার্থ হুরভান—ভ্রম, বিপরীত ধারণা। উর-মুকুরে—নিখিল বক্ষস্থলরূপ দর্পণে। নিজ ছাহরি—নিজের ছায়া। মানাওত—মানভঙ্গের জন্ত প্রবোধ দেয়। রিখাওহ—হুট কর।

ব্যাখ্যা—হে হৃন্দরি! এখন বুঝিলে তো তোমার ভুল? হরির বক্ষরূপ দর্পণে তুমি তোমার নিজের ছায়া দেখিয়া সতীন বলিয়া ভাবিয়াছিলে। (শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও কি বুকে স্থান দিতে পারেন?) তিনি বনের ভিতর কুঞ্জে মদনবাণে জর্জরিত হইয়া তোমার পথপানে চাহিয়া আছেন। যদি ভাগ্যবশে এমন দয়িত পাইলে, তবে হে কমলমুখি! রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতেছ কেন? কত কত হৃন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হরি তাহাদের কাহারও প্রতি অহরন্ত হন নাই, হুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। তোমার পুণ্যের জোর আছে তাই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মান ভাঙ্গার জন্ত সাধিতেছেন। তোমার প্রেমের কি ভাগ্য! তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ বিরহ-জ্বালায় মাটিতে শুইয়া আছেন। তুমি তোমার সবস করের



স্পর্শনান করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভ কর, ইহাই তোমাকে  
গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

৪৭১

শুন ধনি কহি তুয়া কানে ।  
জনি কর অরুণ নয়ানে ।  
হরি-হিয় অধিক উজ্জোর ।  
জহু মণিময় শো মুকুর ।  
কাহু কোরে নহ আন নারী ।  
প্রতিবিশ ভেল তোহারি ।  
ইথে যদি তুহু কর আনে ।  
সবহু হসব তুয়া মানে ॥  
ঐছন কতিহু না দেখি ।  
অবিচারে নাহ উপেখি ॥  
দোষ দেখি দুষহ তাই ।  
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

তর ৬২৩

শব্দার্থ—জনি কর অরুণ নয়ানে ইত্যাদি—চোখ  
রাখা করিও না যেন । হরির বুক অত্যন্ত উজ্জল, যেন  
মণি দিয়া তৈয়ারী দর্পণ । দোষ দেখি দুষহ তাই—সত্য  
সত্য যদি কেহ দোষ করে, তবে তাহাকে দোষ দাও ।  
গোবিন্দদাস তোমার বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন ।

৪৭২

ভূপালী

রসবতি রাধা রসময় কান ।  
কো জানে কাহে কয়ল দুহু মান ।  
দুহু অতি রোধে বিমুখ ভই বৈঠি ।  
দুহু চলল বৃন্দাবন পৈঠী ।  
কি কহব সখি কহইতে হাস ।  
কিয়ে কিয়ে না কর মদনবিলাস ।

লোচনলোবে ভোরি দুহু পহ ।  
পাওল তিমির নিকুরক অস্ত ।  
দুহু দুহু পুছইতে দুহু মতি বাম ।  
দুহু কয়ল নিজ নিজ সখি নাম ।  
ভরমে কহত দুহু মরমক বোল ।  
সহচরি বলি দুহু দুহু কর কোর ।  
যব দুহু মেলি আলিঙ্গন দেল ।  
গোবিন্দদাস কহ পুন কিয়ে ভেল ॥

না. প. (১)—১৬১

তর ৬২২, সূচ্য ২০৭

পাঠান্তর—তর—(১) চললী যমুনা জলে পৈঠী  
(২) অদভূত দুহক বিলাস (৩) দুহু সে কয়ল নিজ সহচরি  
নাম (৪) ভব ।

ব্যাখ্যা—এই পদটী অকাষণ মানের । কামের বশে  
কি কি অদ্ভুত কার্য ইহারা না করেন ? আধারের মধ্যে  
নিকুরের শেষ সীমায় বাইরা উপস্থিত হইলেন । আধারে  
কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না ; তাই “কে  
ওখানে” “হুবল নাকি ?” “কে, বলিতা”—এইরূপে  
উভয়েই নিজ নিজ বন্ধুর নাম করিলেন আর হৃদয়ভ্রমে  
তাঁহাকে অস্তরের সব কথা বলিলেন ; শেষে সেই ভ্রমের  
বশবর্তী হইয়াই পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন । আলিঙ্গন  
দিবার পর গোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তারপর কি  
হইল ?

৪৭৩

কেদার

ইহ মধু বামিনি মাহ ।  
কাহে লাগি মান- দহনে তহু দহি দহি  
দুহু মুখ দুহু নাহি চাহ ॥  
উহু স্পৃহ-বর বিদগ্ধ-শেখর  
এ অবিচল-কুল-বালা ।  
বিহি ও না জানল মদন ঘটায়ল  
জহু জলধরে বিহুমালা ॥



চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী মুদিত  
চাঁদনি-বিম্ব চকোর ।  
ঐছন যামিনি কথিহঁ না পেথিয়ে  
কিয়ে বিহি-মতি অতি ভোর ॥  
দুহঁ তহু পরশে অণিক পরশ-রস  
জহু জলধরে বিহুমালা ।  
ঐছন কামিনি ও সুপুরুষ-বর  
দুহঁক দুলহ নব বালা ॥  
সহচরি-বচন শুনিয়া দুহঁ হরষিত  
দুহঁ মুখ হেরি দুহঁ হাস ।  
দুহঁক অহুভব পুরল মনোরথ  
গোবিন্দদাস পরকাশ ॥

সমুদ্র-২০৮, তরু ৬১২

পাঠান্তর—তরু—(১) কথি লাগি (২) “উহু সুপুরুষ-বর” ইত্যাদি সমুদ্রে নাই। সমুদ্রে “দুহঁ মুখ নাহি চাহ”-র পর আছে “চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী” ইত্যাদি। এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

শঙ্কার্থ—চাঁদ উদয়ে কিয়ে ইত্যাদি—চাঁদ উদিত হইলে কি কুমুদিনী চোখ বুজিয়া থাকে? চকোর কি কখনও জ্যোৎস্নার প্রতি বিম্ব হয়? দুহঁ তহু পরশে ইত্যাদি—দুইজনের তহুস্পর্শের ফলে অণিক স্পর্শের আনন্দ উদ্ভূত হইল, যেন মেঘে বিজ্ঞাতের মালা প্রকাশিত হইল।

৪৭৪

সুহঁ

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর ।  
সো অব কৈছন ভিন ভিন কুর ॥  
না বুঝিয়ে দাকণ প্রেম-তরঙ্গ ।  
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ ॥  
সুন্দরি ঐছন সো কর মান ।  
পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥

তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান ।  
সো সুখে তুহঁ ধনি ভেলি অগেয়ান ॥  
ধরণি বিলম্বিত বিরস-বয়ান ।  
কাহে বাড়াহ অকারণ মান ।  
শ্রাম-কলেবর ধূলিক সাত ।  
মলিন বদন ভেল দূবর গাত ॥  
কমল-নয়ানে নীর ঘন গলই ।  
তোহার অরণ দিঠি নিবরহি করই ॥  
সো তহু ছট-ফট মদনকি বাণে ।  
তোহারি মরম-দুখ মরমহি জানে ॥  
করণ-নয়নি ঠেঠহ পিয়া পাশ ।  
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস ॥

সা. প (২)—১০৪

ক. বি. ১৩৬২

তরু ৬০৫

পাঠান্তর—সা. প, পুথির শেষ চারি চরণ এইরূপ :—

সো মুখ নিরস না কহ কনি ।  
ধরণী লম্বিত তুহু বিরস বয়ানি ॥  
তেজি মান চল সো পহ পাশ ।  
চরণে লাগি কহে গোবিন্দদাস ॥

শঙ্কার্থ—কোরে রহিতে যো ইত্যাদি—যাহারা পরস্পরের জোড়ে থাকিয়া ওদূরে রহিয়াছে মনে করে, তাহারা এখন কেমন ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়া কাঁদিতেছে! তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান ইত্যাদি—সুন্দরি! হরি তোমার জন্ত যে ধ্যান করেন এই সুখেই তুমি অজ্ঞান হইলে, তাহার দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখিলে না? সে মাটিতে লুটাইয়া মুখ ভাং করিয়া আছে। কেন অকারণ মান বাড়াইতেছ? শ্রামের দেহ ধুলায় ধূসরিত, তাহার মুখ মলিন, দেহ দুর্বল। তাহার কমলনয়নে অবিরত জল পড়িতেছে, তোমারও অঝোর ধারায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ লাল হইয়াছে।

৪৭৫

নিজ তহু জারি দহন সঞ্চে কাজর  
শ্রাম ভ্রমর সম ভেল ।



সো মুখ হেরি সদয় তুহঁ সুন্দরি  
নয়ন কমল মাহা কেল ।  
মানিনি না বুঝিয়ে তোহারি বিলাস ।  
যে দিঠি লাগি হাম পুন জলতহি  
দাক্ষণ বিরহ ছতাশ ।  
সখি সঞে কত কহত যব হেরসি  
বেরি একু নয়ন তরঙ্গ ।  
সো কাজর সঞে নিজ তনু পরিখিএ  
কো অতি শ্রামর অঙ্গ ।  
রসবতী হৃদয়ে কবছ জনি পরশয়ে  
ঐছন বিরহ ছতাশ ।  
কর-অরবিন্দ পরশি বরু পেখত  
কহতহি গোবিন্দদাস ।

সুন্দরি নাগর নাহ সজ্ঞান ।  
কুন্তল-পিঞ্জে চরণ নিরমল  
অব কিয়ে সাধসি মান ।  
যাকর মুরলি আলাপনে কত কত  
কুল-রমণীগণ ভোর ।  
তোহারি-প্রেম-ভরে বাত না নিকসই  
অতয়ে কি মানসি ধোর ।  
প্রেমক দহন প্রেমপয়ে শীতল  
আন হোত নাহি আন ।  
কিশলয় মলয়জ চন্দনে দগধই  
গোবিন্দদাস পরমাণ ।

স। প. (১)—১০০

তর ২০০২, সমুদ্র ২০৪, পূর্ণা

২০১৪

স। প. (১)—১০১

বরাহনগর পুঁপি ৪ (৩)—৩৬

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, নিজের দেহ  
বিরহরূপ আঙনে পুড়িয়া ঘাওয়ায় কজলের দ্বারা শ্রামবর্ণ  
ভ্রমরতুল্য হইয়াছে। কাজলের সঙ্গে নিজের দেহ মিলাইয়া  
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কার বর্ণ বেশী শ্রাম। কিন্তু কৃষ্ণ  
রাধার আলিঙ্গন চাহিতেছেন না, কেননা তাঁহার হৃদয়ের  
সম্মুখে শ্রীমতী জলিয়া যাইতে পারেন; তাই কবি  
গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, আলিঙ্গন না করিয়া এবং  
করকমলস্পর্শে পরীক্ষা করিয়া দেখ শ্রামের বৃকে কতখানি  
তাপ।

৪৭৬

তথা রাগ

মুঞি জানহঁ হরি রাইক পরিহরি  
স্বপনহঁ আন না জান ।  
বিদগধ-বানে কোই পরিবাদব  
ভেঞি কিয়ে ভেজবি কান ।

৩১

পাঠান্তর—ক্ষণদাতে আরম্ভ—দেখ সখি। নাগর নাহ  
সজ্ঞান। সমুদ্রে আরম্ভ—দেখ সখি নাগর সজ্ঞান। এই  
দুই সঙ্কলনে প্রথম চারি চরণ নাই।

ব্যাখ্যা—আমি বেশ জানি যে, হরি রাই ছাড়া আর  
কাহারও কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। এরকম ক্ষেত্রে কেউ  
যদি তাঁহাকে রসিক নাগর বলিয়া অপবাদ দেয়, তাহা  
হইলে কি তুমি কানাইকে ত্যাগ করিবে? হে সুন্দরি!  
তোমার নাগর সজ্ঞান। তিনি তাঁহার মাথার চুল  
দিয়া তোমার চরণ মুছাইলেন; তবে আর কেন মান  
করিয়া থাকিতেছ? রাহার মূল্যের ধনি শুনিয়া কত  
কুলবতী নারী পাগল হয়, তিনি তোমার প্রেমভরে কথটি  
পর্যন্ত বলিবার শক্তি হারাইয়াছেন, একি কম কথা?  
প্রেমাগ্নির জ্বালা প্রেম-জলেই শীতল হয়। অগ্নি জিনিষ  
দিলে বিপরীত বল হয়। তাই কিশলয়, মলয়পবন ও  
চন্দন-প্রয়োগে জ্বালা বাড়ে; এ কথাই সাক্ষী গোবিন্দদাস।

৪৭৭

ভূপালী

তেরছ নয়নে ধনি হেরই বামে ।  
তহি নহি দেখল নাগর শ্রামে ।





চমকি উঠই তব চৌদিশে হেরি ।  
 সখিগণ আড়ে নেহারত গোরি ।  
 যব নহি দেখল নাগর কান ।  
 ছরহি দূরে গেও রোখ সঞে মান ॥  
 তবহি করই ধনি কত অহবন্ধ ।  
 হিয়পর জাগল সো মুখচন্দ ॥  
 সখিরে পুছই তব কাঁহা মঝু নাহ ।  
 কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ ॥  
 গোবিন্দদাস কহ কৈছন মান ।  
 অবিচারে কাহে উপেখলি কান ॥

অ ২৪

শঙ্কার্থ—তেরহ নয়নে—বন্ধিম দৃষ্টিতে । আড়ে—  
 আড়চোখে । রোখ সঞে মান—রোষও দূরে গেল, মানও  
 দূর হইল ।

৪৭৮

কামোদ

অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙ্গ ।  
 গোই রোই চল দোতকি সঙ্গ ॥  
 আওসরি ধরতহি দোতকি পানি ।  
 মঝু লাগি যতনে কহবি দউ বাণি ॥  
 ধনি যদি রোখে সহবি নিজ গায় ।  
 ইথে লাগি তুহারি ধরত হম পায় ॥  
 এত কহি নাহ দোতি ছহ মেল ।  
 কুঞ্জ-নিয়ড়ে আসি উপনিত ভেল ॥  
 নাগর অঙ্গ-গন্ধ ধনি তহি পাই ।  
 তুষিত চাতকি জহু চৌদিশে চাই ॥  
 তৈখনে স্মৃথে আয়ল যব কান ।  
 নাহ হেরি ধনি বাঢ়ল মান ॥  
 গোবিন্দদাস কহ কি কহব হাম ।  
 আপনে ভাঙ্গহ মানিনি-মান ॥

অ ২৮

শঙ্কার্থ—গোই রোই চল—গোপনে কাঁদিয়া চলিল ।  
 দউ বাণি—দুটি কথা । ধনি যদি রোখে ইত্যাদি—সেই  
 হৃদয়ী যদি রাগ করিয়া দুকথা শুনাইয়া দেয়, তাহা সহ  
 করিয়া লইও ।

৪৭৯

ধানশী

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই  
 তবহঁ সদয় নহ রাই ।  
 আকুল চিত্ত-মন ছল ছল লোচন  
 কাতরে সখি মুখ চাই ॥  
 ললিতা ললিত বচনে কত বোলই  
 শুন যবভাহ কুণ্ডারি ।  
 কোন পরাণে তুহঁ নাহ উপেখলি  
 কারণ বুঝই ন পারি ॥  
 বিশাখা কহত নহত ইহ সমুচিত  
 সো বহু বলত কান ।  
 ফিরি যব যায়ব খোজি ন পায়ব  
 দগধবি হমার পরাণ ॥  
 তুঙ্গ ভঙ্গি করি কহতহি বেরি বেরি  
 হম সব নহি তুয়া কাজে ।  
 হিত কহিতে যদি অনহিত মানসি  
 ঘরে বসি করহ বিরাজ ॥  
 চিত্রা চতুরি মধুর করি বোলই  
 মানে রহলি তুহঁ মাতি ।  
 তোহারি নাহ চরণে পড়ি কান্দই  
 হেরইতে বিদরয়ে ছাতি ॥  
 হৃদেবি স্মৃথে আসি বলে মোরা তুয়া দাসি  
 শুন রাই কর অবধান ।  
 প্রেম অপরাধ পাদ ধরি সাধই  
 তেজ ধনি দারুণ মান ॥  
 সবহঁ সখী মিলি করই পুটাগুলি  
 কর পদ ধরি কত সাধে ।



সখিগণ লখে বচন তহি বোলই  
তবহঁ না মানই রাধে ।  
মন-অহুরাগে ভরল বর-নাগর  
বোই বোই চলি যাই ।  
আকুল নাগর অন্তর গর গর  
গোবিন্দদাস বস গাই ॥

অ ১০২

শঙ্কার্থ—দগধবি হমার পরাণ—তোমার দয়িত  
ফিরিয়া গেলে শেষে আমাদের প্রাণ জ্বালাইয়া মারিবে ।

সখি! তাহার পক্ষেই মান করা সম্ভব যে ধৈর্যরূপ  
সোনা দিয়া হৃদয়রূপ পাষাণ বাধিয়াছে। (অত্যন্ত  
কঠিনহৃদয়া নারীই হরির উপর মান করিতে পারে।)  
বিছরত মনে রহ জাগি—তুলিবার চেষ্টা করিলে আরও  
বেশী করিয়া মনে পড়ে। নিন্দহঁ সপনে ইত্যাদি—  
নিজার মধ্যেও স্বপ্নে সে ছাড়া অন্যকে দেখি  
না। গোবিন্দদাস বলেন, এতো পরম দৌভাগ্যের  
কথা।

মদ্য  
৪৮০  
স্বহই

বারত নয়নলোরে পরিপূরিত  
যৈথনে সো মুখ চাহ ।  
দেয়ত ঘুঁঘট পলটি পুন আওত  
মান কৈছে নিরবাহ ।  
সজ্জনী হরি সঞ্জে সো কর মানি ।  
যে গুণবতি ধনি ধৈরজ-কাঙ্কনে  
বাঞ্চল হৃদয়-পাষণ ।  
গুণি গুণি দোখ রোখ যব মানিয়ে  
তৈথনে উপজয়ে হাস ।  
করইতে কঠিন বচন যব সাঁচিয়ে  
নিকসই মধুরিম ভাষ ।  
চলইতে অনত চরণ ফিরি আওত  
বিছরত মনে রহ জাগি ।  
নিন্দহঁ সপনে আনি নহি হেরিয়ে  
গোবিন্দদাস কহ ভাগি ॥

অ ১০০

ব্যাখ্যা—বারত নয়ন লোরে ইত্যাদি—যখনই তাহার  
মুখের দিকে চাওয়া হয় তখন চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া  
বাধা দেয়। ঘোমটা দিলে চক্ষু পুনরায় ফিরিয়া আসে।

৪৮১

বালা ধানশী

সজল পঙ্কজ-দল পত্নিমিনি আলী ।  
পরশিতে তরসি চমকে বনমালী ॥  
সো তহু ছটফটি হেরি হিয়-সাধে ।  
লেপইতে চন্দনে লাখ হয়ে বাধে ।  
শুন শুন সুন্দরি পড়লিহ চরণে ।  
না জানি কি হয়ে তুয়া বিরহক বেদনে ॥  
তিলে কত মুরছি পড়য়ে শহ ভোর ।  
অহুখণ গলয়ে নয়নে বহ লোর ।  
ফুকরি ফুকরি ঘন রোয়ই শ্রাম ।  
ঘর ঘর শব্দে লেই তুয়া নাম ।  
তাহে বেড়ি রোয়ই প্রিয় সখিগণ ।  
বুঝি আওলুঁ হম তুহারি সদন ।  
তুহঁ মানিনি অতি করসি উদাস ।  
কিয়ে সমুঝায়ব গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (২)—১০৪

অ ১০৩, বীতচন্দ্রোদয় ২৪০

ব্যাখ্যা—বনমালী বিরহে এমনই আকুল যে, সজল  
পঙ্কজের দল ও পদ্বিনীতুলা সখীকেও স্পর্শ করিতে ভয়ে  
চমকিয়া উঠেন। অতি করসি উদাস—অত্যন্ত উদাসীত্ব  
দেখাইতেছে।



৪৮২

দেশকার

রাইক সংবাদ কো আনি দেব

এমন ব্যথিত কেহ নাই।

মান ভরমে ভরে হাম চলি আয়হু

প্রাণ রহল তছু ঠাই।

রাই আপন বিপদ নাহি মানি।

হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়াব

ধনী জনি তেজয়ে পরাণী।

গুরুজন গুরুন ভজন লেওল

নিজপতি বিবিধ বিধানৈ।

হামারি কারণে ধনী এত দুখ সহতহি

তবে করল তু মানৈ।

রাইক গুণগান সোঙরি সোঙরি পুন

তেজব পাণ পরাণ।

গোবিন্দদাস কহে দৈরঘ ধর চিতে

রাই সনে মিলব কান।

ক. বি. ১৫৫২

ব্যাখ্যা—ধনী জনি তেজয়ে পরাণী—আমার নিজের  
দুঃখের কথা গণনা করি না। আমার অদর্শনে রাই কেমন  
করিয়া বাচিয়া থাকিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।  
সেই হৃদয়ী যেন প্রাণত্যাগ না করে।

৪৮৩

হৃদরি সঙ্গহি রাখবি কান্তে।

হাম অহুগত জন তুয়া পদ সেবিব

সমীপে রহব নিশি দিনে।

মুগমদচন্দন অঙ্গহি লেপব

সীর্ষে দেওব সিন্দুরে।

রতন মঞ্জির চরণে পরাওব

কুঙ্কিত সঙ্কিত চীয়ে।

... ..

তুয়া পদ পরশে

ভাব যব হোয়ব

যতনে নিবারব চীতে।

গোবিন্দদাস কহ

কপট হুনাগর

ছোড়হ বুটকি বাতে।

স. ৩২২

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অনুরক্ত করিয়া বলিতে-  
ছেন, হে হৃদয়ী! কানাইকে সঙ্গে রাখ। তুয়া পদ  
পরশে ভাব যব হোয়ব—তোমার চরণ স্পর্শ করিলে  
আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে তোমার সর্বদা স্পর্শ  
করিবার জন্য; কিন্তু আমি কথা দিতেছি যে, ঐক্লপ ভাব  
মনে জাগিলে আমি তাহা যত্ন করিয়া নিবারণ করিব।  
গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হে কপট হুনাগর! এসব মিছা  
কথা বলা ছাড়।

৪৮৪

মুকুট উতারি

জটাছুট বান্ধল

পহিরল কটিক মাল।

চন্দন উতারি

ভসম চড়াওল

বাউলবেশ বনাল।

পীতধটি ছোড়ি

কোপিন পহিরল

শঙ্খ কি কুণ্ডল কানে।

ময়ূরক পুচ্ছ

হাত ধরি মাধব

আওল শিঙ্গারব করতহি।

গোরখ জাগাই জটিল। ভীষ্ম আনি দেল।

মৌনী যোগেশ্বর

মাথ ঢুলাওত

বুকল ভীষ্ম নাহি লেল।

জটিল কহত

কিএ তুহঁ মাপ্তত

যোগী কহত বুঝাই।

তো বধু হাথ

ভীষ্ম হাম লেয়দি

তুরতহি দেহ পাঠাই।

পতিবরতা বিহু

ভীষ্ম যদি লেয়দি

যোগিবরত ভএ নাশ।



তাকর বচন শ্রবণে তহু পুলকিত  
ধাই কহল বধুপাশ ॥  
ঘারে ঘোগিবর শরির মনোহর  
জানী বুঝলু অহুমানো ।  
প্রেম ভকতি করি রতন খারি ভরি  
ভীখ দেহ তছু ঠামে ॥  
গোধুম চূর্ণ পূর্ণ করি খারহি  
রতন কটোরহি ঘিউ ।  
করে কর জোড়ি লেহ করি ফুকরই  
তাহে হেরি থর থর জিউ ॥  
ঘোগী কহত হাম ভীখ নাহি লেয়দি  
ও মুখ বচন এক চাই ।  
নন্দ-নন্দন পর যো অভিমানহ  
মাফ করহ ঘর যাই ॥  
হাসি হাসি মুখ ঝাপল জানল  
ভেখধারি নটরাজ ।  
গোবিন্দদাস কহ রসিক শিরোমণি  
সাধল মানস কাজ ॥

সা. প. (২)—১৪১  
বরাহ ৬ (১০২৬)—২  
ক. বি. ১০৩

সং ৪০৭  
তর ৩২৮

পাঠান্তর—প্রথম চারি চরণ সা. প. পুথি হইতে  
গৃহীত। তরুতে আরম্ভ—গোরখ জাগাই, শিদ্ধারব  
করতহি ।

শব্দার্থ—গোরখ—গোরক্ষকদিগকে । জাগাই—  
জাগাইয়া । পতিব্রতা—পতিব্রতা ।

৪৮৫

ললিতা ললিত বচনে রহ কহলহি  
শুন বৃষভাঙ্গ-কুমারি ।  
এ হেন সখাদ বাম পদে কাহে ঠেলসি  
পুন নাহি পায়বি ফেরি ॥  
হাম তুয়া সঙ্গিনি বঙ্গিনি রসিকিনি  
সে সব সময়ক সাথি ।

অব তুয়া বীত চিত নাহি সম্বিয়ে  
না বুঝিয়ে বচনক ভাঁতি ॥  
কি কহব কি তোহে ককিলে কী হোয়ব  
বাত না রাখবি মোর ।  
ব্রজকুল চাঁদ চরণে ধরি লোটত  
এ কিয়ে হরমতি তোর ॥  
করে ধরি কত শত নীত বুঝায়লু  
তবহ সদয় নাহি ভেল ।  
হই অবনতমুখী নখে মহি লেখই  
গোবিন্দদাস চিত শেল ॥

ক. বি. ১৬১৫

শব্দার্থ—রহ কহলহি—গোপনে বলিল । ককিলে  
কী হোয়ব—কি করিলে কি হইবে । নীত বুঝায়লু—  
নীতি কথা বুঝাইলাম ।

৪৮৬

গলে অধর ধরি জোরি যুগল কর  
বিশাখা সখি পুন কহই ।  
হাম সব কহে তুয়া অহুগা কহইয়ে  
মিছাই নিকটে তব রহই ॥  
মানিনি মান সমাপি সদয় হও  
হেরহ নাহ-বদান ।  
থেনে দোষ বাত কত কও হোয়ত  
জাবেত সব দিন না রহে সমান ॥  
পুন অবধি ল রাই ।  
যে কয়লি সে কয়লি অব সূট নাহি সাজই  
করে ধরি লাখ বুঝাই ।  
এত শুনি রাই বদন ফেরি বৈঠল  
বিশাখার বচন উপেখি ।  
নাগ অঙ্গুলি করি সব সখি রহতহি  
গোবিন্দদাস দূরে দেখি ॥

ক. বি. ১৬১৮



শঙ্কার্থ—গলে অঘর ধরি—গলবস্ত্র হইয়া। নাস  
অঙ্গুলি করি—নাসিকার উপর অঙ্গুলি দিয়া। আমরা এখন  
অবাক্ হওয়া অর্থে গালে হাত দেওয়া বলি, গোবিন্দদাস  
বহুস্থানে ঐ অর্থে 'নাকে হাত দেওয়া' প্রয়োগ করিয়াছেন।

৪৮৭

চিত্রা চতুরি চরণে ধরি রৌণ্ড  
বর কর করয়ে নয়ান।  
গদ গদ ভাস প্রকাশি কত কহতহি  
রাই রহ মুদিত নয়ান।  
হরি হরি বজর সমান হিয়া রাধা।  
এ সুখ সম্পদ বিধি দেই লেণ্ডল  
মিটল পিরিতক সাধা।  
সখি সব কাতরি উমরি কুমরি  
কত রৌণ্ড লুঠত পদ আগে।  
কত কত বচন রচন কাহ কেবল  
মান সমাধি ভিখ মাগে।  
এতহি বিনয়ে ধনি নয়ান না হেরই  
নাগরি চরণে পড়িয়াছা।  
সখিগণ আদন রোল গোল ভেল  
গোবিন্দদাস কান্দে পাছা।

ক. বি. ১৩১২

শঙ্কার্থ—চিত্রা চতুরি—সুচতুরা চিত্রা। বজর সমান  
—বজ্রতুল্য। মান সমাধি ভিখ মাগে—সখীরা রাধার  
কাছে মান শেষ করা রূপ ভিক্ষা চাহিল।

৪৮৮

চম্পকলতি অতি ধূলি ধূসর  
রাই চরণ ধরি মাথে।  
লহ লহ বচনে কতহ কর কাকুতি  
রাই সদয় নহ তাথে।

হরি হরি দারুণ মানিনি মান।  
সখিগণ বচন শ্রবণে নাহি শুনত  
কিয়ে ইহ কঠিন পরাণ।  
রহি রহি রাই হৃদয়ত করতহি  
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।  
বুঝল রাই সঙ্গ নাহি হোয়ত  
সখি সব ছোড়ল আশ।  
অহুক্ষে রাই বনে বনে  
হেরি নয়ন পুন মুদই।  
চম্পকলতি অতি দূরহি বৈঠল  
গোবিন্দদাস রস বদই।

ক. বি. ১৩২০

শঙ্কার্থ—চম্পকলতি—চম্পকলতা নামে অষ্টমখীর  
মধ্যে একজন। লহ লহ বচনে—মুহু বচনে।

৪৮৯

রঙ্গদেবি সখি রঙ্গ ভঙ্গি করি  
কহে কত বচন রসাল।  
আহা মরি হরি পদতলে পড়ি রহ  
মকু মনে বাজত শাল।  
সুন্দরি তোহে উপদেশ কোই।  
সে হেন প্রেম কাহে অবহেলে খোয়সি  
বলি চরণে পড়ি রোই।  
এক বেরি হৃদয় সদয় তুহ হোয়ত  
মনে করি তেজিয়ে মান।  
পুন পহ গরবে গৌয়ার মতি উলটই  
মান ভেল মেক সমান।  
ক্ষেণে এক রাইক রোধ নাহি টুটত  
দগধল সহচরি বৃন্দে।  
রঙ্গদেবি কহণ শিবপরি মারত  
কি কহব দাস গোবিন্দে।

ক. বি. ১৩২১



শব্দার্থ—পুন পছ গরবে গোয়ার মতি—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ  
গোয়ার, তিনি গর্ববশে মত্ত বদলাইতে পারেন। মান  
ভেল মেরু সমান—তোমার মান হুমের পর্বতের মতন  
উচ্চ ও অলঙ্ঘনীয় হইল।

৪৯০

হুদেবি হুমতি অতি রাই সোহাগিনি  
বৈঠল নিকটহি ঘাই।  
দহ দহ ক্ষিতিসহ কহি বচনামৃত  
হাসি হাসাইতে রাই।  
হরি হরি রাধা সহজই বামা।  
অহুনিশি প্রেম কুটিল গতি যাকর  
কি করব সহচরি নামা।  
কত পরকার করি রাই মানাইতে  
সো জহু কো কাহ কহই।  
প্রেম অমিয়া রস অবধি এই জানল  
কো ধনি ইহ দুখ সহই।  
সব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি  
মখিগণে লাগল ধন্দ।  
হুদেবি সোহাগ অতি দ্রুহি দূরে গেও  
গোবিন্দদাস অতি মন্দ।

ক. বি. ১৪২২

শব্দার্থ—সব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি—তুঙ্গবিজ্ঞা  
প্রভৃতি সব নগরের নাগরী। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের  
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় অষ্টসখীর নাম—  
রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত  
মুখ্য সখী করিব গণন।  
ললিতা বিশাখা তথা চিত্রা চম্পকলতা  
রত্নদেবী হুদেবী কখন।  
তুঙ্গবিজ্ঞা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা  
এবে কহি নন্দসখীগণ।

৪৯১

তুঙ্গবচন প্রকাশি তুঙ্গ দেবি  
সহি সহি রহি নাহি পারি।  
ঝোকি যোগি কত কহই বচন কট  
পুন পুন রাই নেহারি।  
হুন্দরি কি তুহ নাগর আগে।  
ব্রজকুল-নন্দন পদতলে লোটত  
মান অধন ধন মাগে।  
হাম সব সহচরি তহু মন দগধিলি  
তুহ অতি মুগধিনি বালা।  
সাধের বন্ধুরা তোব কত দুখ পাওত  
জাবত বিরহক জালা।  
কি ধন লাগি তুহ নাগর উপেখলি  
হাম সবে দেউলি পিঠ।  
আপন গুনাগুন কহু নাহি জানসি  
বোলসি নাগর চিঠ।  
এতহু বড়ক বোল শুনি বর নাগরি  
না হেরল নাগর পানে।  
জানিলু তুহ সে মুগধি গোয়ালিনি  
গোবিন্দদাস পরমানে।

ক. বি. ১৪২৩

শব্দার্থ—তুঙ্গবচন—উচ্চশব্দ। মান অধন ধন মাগে—  
মানরূপ অধনকে ধন বলিয়া তাহা ভিক্ষা চাহিতেছে।  
নাগর চিঠ—ধুটে নাগর।

৪৯২

অবশেষে ইন্দুরেখি ধীরে ধীরে ঘাই  
রাই নিয়ড়ে উপনীত।  
কি কহব কহিতে বচন না দুরই  
বহ জহু ভীত চকিত।  
শ্রীবাধে চাহ হাস খেলিয়ে বয়ান।  
মান রতন লেই পর মহা বিরমহ  
নাহ তুয়া করল পয়ান।



গুন সব সহচরি ললিতাদি করি  
 গলহি অধর ধরি মাধে ।  
 কত কত লাখ লাখ বচনে সব সাধিল  
 ভবহ সদয় নহি রাধে ॥  
 নীরব সখিগণ বাক বোধ ভেল  
 নাগর গনল নৈরাশ ।  
 সো পথে রোই রোই চলল বর নাগর  
 দেখত গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৬১৪

অ. ১০১

৪৯৪

রাই করল যব গাঢ়ই মান ।  
 দূরহি বৈঠল নাগর কান ॥  
 কর-রেখা দেখি বন্ধু অবনত মাথ ।  
 দূতিক সখোদি কহতহি বাত ॥  
 কর-রেখা দেখি হাম করিহু বিচারি ।  
 মনু পরমায়ু আছে দিন দুই চারি ॥  
 এতেক বচন শুনি কহে বিনোদিনী ।  
 কি কথা কহিলে ওহে শ্রাম গুনমনি ॥  
 যে কথা কহিলে বন্ধু না কহিও আর ।  
 মনু পরমায়ু আধ তুঝে দিহু দান ॥  
 গোবিন্দদাস করিয়া বড়াই ।  
 রাধাকৃষ্ণ সম প্রেম কভু দেখি নাই ॥

ক. বি. ১৬১৭

মন্তব্য—রাধার মানভঙ্গ-চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের শেষ অস্ত্র  
 হইল নিজের হস্তরেখা বিচার করিয়া বলা যে, আমার  
 আর অল্পই আয়ু আছে । সেই অস্ত্রপ্রয়োগ ও তাহার ফল  
 এখানে বর্ণিত হইয়াছে ।

৪৯৫

ধানশী

মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল ।  
 কতহু যতনে কত পরকারে বুঝাওহু  
 ভবহি উত্তর নাহি দেল ॥  
 তোহারি পরসঙ্গ শুনাও যদি স্থন্দরি  
 অষণ মূদয়ে দুহু পানি ।

ক. বি. ১৬২৪

শঙ্কার্থ—ইন্দুরেখি—ইন্দুরেখা ।

৪৯৩

সুহই

উপেখল রাই জানি বর নাগর  
 মনহুখে করল পয়ান ।  
 ছিয়ে ছিয়ে নিলজ পরাণ নহি রাখব  
 মনহি কয়ল অহুমান ॥  
 হেনই সময়ে সব সহচরি-মণ্ডলি  
 ধাই আয়ল তছু পাশ ।  
 রহ রহ কাহে বিনুখ ভই যায়ব  
 হুম সব পুরায়ব আশ ॥  
 গুন গুন ব্রজ-বুবরাজ ।  
 তুহু লম্পটপন কবহু ন ছোড়বি  
 দগধবে রমনি-সমাজ ॥  
 তুহারি চরণ ধরি সাধলু কত বেরি  
 বৈরিক মঙ্গ তুহু ছোড় ।  
 চন্দ্রাবলি-মুখ স্বধা পায় মাতলি  
 বচন না শুনলি মোর ॥  
 উৎকট শপথি করহ সখি-মণ্ডলি  
 পুন হেন না করবি আর ।  
 রাই হমারি তুহে অহুকুল হোয়ব  
 এখির বচন কহি সার ॥



তোহারি পিরিত্তি কিরিত্তি করি মানই  
সো অবলা পদ জানি ॥  
তোহারি- তাহুল ধবল  
মুহ রাইক আগে ।  
কোপে কমলমুখি পালটি না হেরই  
বহই বিমুখ বিরাগে ॥  
যে বুদ্ধি কুলিশ সার তছু অন্তর  
কোন মিটায়ব মান ।  
গোবিন্দদাস কহ অহুমানে বুঝহ  
আগে পদারহ কান ॥

ক. বি. ১৬৯১

শব্দার্থ—বাধীনা—কাহারও কথা যে মানে না ।  
শ্রবণ মদয়ে ছুহঁ পাণি—কথা বলিলে হাত দিয়া কান  
বন্ধ করে, যাহাতে কথা শুনিতে না হয় ।

৪৯৬

ধানলী

শ্রামর তহু কিয়ে তিমির বিরাজ ।  
সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥  
তরল তার কিয়ে টুটল হার ।  
নখপদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার ॥  
ঐছে দোষাকর হেরইতে কাহ্ন ।  
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভাণ ॥  
পুন অহুমানি হাম ভেল ভোর ।  
টীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥  
তবহিঁ যতন করি করইতে মান ।  
হাস-কুন্দেরে সবহ ভেল আন ॥  
মানিনি-মান-গরব ভেল চুর ।  
নাগর আপন মনোরথ পুর ॥  
তবহিঁ কি জানব সো দিন রাতি ।  
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শান্তি ॥

মা. প. (১)—২১৪

বু ২৪

উৎ. ৩৮১ এবং ৩১১, সা. ৩৭৪

রসমঞ্জরী ৩৭

শব্দার্থ—শান্তি—শান্তি । কোথাও কোথাও ঐ শব্দ  
'সাঁধি' লেখা হইয়াছে । রাতির সহিত 'শান্তি'ই বেশ মেলে ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেখে গত রজনীতে শ্রীবাধার  
প্রতিপক্ষ নাট্যকার সহিত (চন্দ্রাবলীর সহিত)  
বিহারের চিহ্নসমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শ্রীবাধা  
বলিতেছেন—সামনে একি জামতহু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি,  
না অঙ্ককার বিরাজ করিতেছে? একি সিন্দূরের দাগ, না  
প্রদোষের রক্তাভ শোভা? তাঁহার গলায় একি ছিন্ন হার  
দেখিতেছি, না তরল তারা (যাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে)?  
একি নখচিহ্ন না নবশশিকলার উদয়? এইরূপ নানা  
দোষের আঁকর (অথবা দোষা, রজনী করে যে অর্থাৎ  
অঙ্ককার) কৃষ্ণকে দেখিয়া সকালকে মনে হইতেছে রাত্রি ।  
ফের ভাল করিয়া দেখিয়া মনে হইল কৃষ্ণ বটে, এবং আমি  
অচেতন হইলাম । ঘুট কানাই এই অবসরে আমাকে  
আলিঙ্গন করিল । তখনও আমি মান করিবার চেষ্টা  
করিলাম; কিন্তু তাঁহার হস্তকুমুদে সব ভুল হইয়া গেল ।  
আমার মানিনীর মানগর্ভ চূর্ণ হইল । নাগর আপনার  
মনের অভিলাষ চরিতার্থ করিলেন । তখন আমি সন্তোষ-  
রসে অচেতন হইলাম; তাই দিন কি রাত্রি কিছুই বুঝিতে  
পারিলাম না । গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাই তোমার  
উচিত শান্তি ।

কলহান্তরিতা

৪৯৭

শ্রাম উপেখি রাই ক্ষিত্তি লেখত  
অধোমুখে রোগত তাহি ।  
রাইক পাশ দূতী চলি আয়ত  
হেরত পুন পুন চাহি ॥  
দূতি কহত তব কহ কহ বে সখি  
অব কাহে রোগত রাই ।

হাম বড় ছুণিনি

তুয়া মুখ চাহত

তুয়া বিহু আর কোই নাই ॥



কহি এক অকপট            মানে ভরল হাম  
কত রূপে সাধল নাহি ।  
হাম নাহি পালটি            নেহারলু সো মুখ  
রোখে বিমুখ ভৈ গেহ ॥  
পিয়া দরশন বিহু            অব জিউ নাহি রহে  
নিরবদি মকু মন কুর ।  
গোবিন্দদাস যব            আনি মিলায়ব  
তবহি মনোরথ পুর ॥

ক. বি. ১৭১৫

মন্তব্য—ইহার ভগিতাটী লক্ষ্য করিবার মতন ।  
গোবিন্দদাস যদি দূতীরূপে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া মিলন  
সংঘটন করান, তবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে । ৫০৬ পদের  
ভগিতাও ব্রষ্টব্য ।

৪৯৮

ললিত বিভাস

কাহু উপেখি ধনি            ভাবই একাকিনি  
বিরলহি মন্দিরে বসি ।  
নয়নক মৌর            অবিরত গলতহি  
বদন-কমল যায় ভাসি ॥  
হেট বয়ানে রসবতী ।  
পিয়াক গুণ যত            চীতহি ভাবত  
নখে করি লিখতহি ক্ষিতি ॥  
বিরস বদন করি            আছয়ে হৃন্দরী  
সখিগণ মৌলল পাশ ।  
নাহ বিমুখ হেরি            কান্দয়ে ছুকরি  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

৪৯৯

তিরোতিয়া স্থহই

সজল নয়নে রয়নি জাগি ।  
সেবলোঁ চরণ হৃদয়ে লাগি ॥

দারুণ মদন যে দুঃখ দেল ।  
মুরছি চেতন রতন লেল ॥  
এ সখি এ সখি তুহঁ সে জানি ।  
যেছন সেবক নাগর কান ॥  
খলক বচনবচনে রাই ।  
নির্ভর হৃদয়ে ভৈ গেল তাই ॥  
তুহঁ সে যতেক কহলি হিতে ।  
অহিত অহিত কয়লি চিতে ॥  
অতয়ে সে ধিক্ মরম জানি ।  
বিজন আওলোঁ মরণ মানি ॥  
কাম সাগরে মরব হামে ।  
জপত জপত বেকত নামে ॥  
যেছনে পায়ব সো পদ রাতা ।  
তৈছন যতনে সেবব ধাতা ॥  
যেছনে পূরব মন উলাস ।  
করব তৈছন গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৭৪০

সমুদ্র ১৮৯, অ ২৫

ব্যাখ্যা—সজল নয়নে রয়নি জাগি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ  
সারাবাজি জাগিয়া সজল নয়নে আমার চরণ দুখানি বুকে  
ধরিয়া কত সেবা করিলেন ও সাধিলেন । দারুণ মদন  
বড়ই দুঃখ দিল, আমাকে মুচ্ছিত করিয়া আমার চেতনরূপ  
বস্ত্র হরণ করিল । তুহঁ সে যতেক কহলি হিতে—তুমি  
হিতকথা অনেক বলিলে কিন্তু মনে করিলাম যে, উহা  
বুঝি অহিত ও অমঙ্গলকর । কাম-সাগরে মরব হামে—  
শ্রীকৃষ্ণের যে নাম জগতে ব্যক্ত সেই নাম জপিতে জপিতে  
আমি কামসাগরে প্রাণ বিসর্জন দিব ।

৫০০

ধানশী

যব তোহে কহলুঁ বেরি বেরি ।  
রোখে রাতুল দিঠি বহ মুকে হেরি ॥  
পায়লি সরবস তুহঁ করি মান ।  
বিনি দোখে উপেখলি নাগর কান ॥



অমিয়-বিরিখ তুহঁ না চিনলি রাই ।  
পরিহরি পীযুষ পিয়লি বিখতাই ॥  
বিহি চির-পুণ্যে পরশ আনি দেল ।  
হেলে রতন-মণি চরণহি ঠেল ॥  
দোসরি কহলিহ করকশ ভায় ।  
কৈছে মিলায়ব গোবিন্দদাস ॥

অ ২০

শঙ্কার্থ—তোহে—তোমাকে । বোধে—বোধে, বাগ  
করিয়া । রাতুল দিঠি—রক্তদৃষ্টি । সরবস—সর্বস্ব । অমিয়-  
বিরিখ—অমৃতবৃক্ষ । করকশ ভায়—করকশ কথা ।

৫০১

ধানশী

রাইক মনে বিরহ জানি সো সখি  
চললিহ শ্রামর আগে ।  
দূরহি তাকর বদন হেরি নাগর  
মানল আপন সোহাগে ॥  
অপরূপ প্রেমক রীত ।  
আদর বিনহি সোই বহুবলত  
তাকর নিকটে উপনীত ॥  
সোই কহত তুহঁ কৈছন পীরিতি  
রীতি বুঝয়ে নাহি পারি ।  
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল  
তুহঁ কাহে আওলি ছারি ॥  
আপনক দোষ জানসি যদি মনমাহা  
কাহে বাঢ়াওলি বাত ।  
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব  
আপে চলহ মঝু সাধ ॥

সমুদ্র ১২৪, তল ৪৪৪

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—রাইক বিনয় বচন শুনি  
সো সখি ।

শঙ্কার্থ—সোহাগে—সৌভাগ্যে । তোহে রোখল—

তোমার প্রতি ক্রোধ দেখাইল । মনমাহা—মনের ভিতর ।  
কাহে বাঢ়াওলি বাত—কেমন কথা বাড়াইলে ?

মন্তব্য—পদ্যমৃতমাদুরীতে ( ২।২২৬ ) 'সোই কহত  
তুহঁ কৈছন পিরিতি' স্থলে 'দূতী কহত তুয়া কৈছন  
পিরিতি' আছে এবং তাহার পূর্বে নিম্নলিখিত অংশ  
আছে—

চটপটি ধূলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল হরি  
দূতী আন পথে গেল ।  
দূতী দূতী করি বহত ফুকারই  
শুনি দূতী উত্তর না দেল ॥  
পুনহি ফুকারত কান ।

দূতী কহত পুন মোহে কোন বোলাওত  
নাগর কহতহি হাম ॥

ইহ কাহে বৈঠলি মোহে বোলায়লি  
তুরিতে কহত তুহঁ মোয় ।

শ্রামা সখি মোহে ঐ বোলায়ত  
পুন আসি মীলব তোয় ॥

কণ রহ রহ বলি পঙ্খ অগোরই  
বহত মিনতি করি তাই ।

আও কি বাত তুহঁ কি না জানসি  
মোহে উপেখল রাই ॥

৫০২

তিরোতিয়া ধানশী

সো দেখি বচনে নাগরবাজ ।  
অহরে পায়ল বহুতর লাজ ॥  
ইন্দ্ৰিতে বুকল তছু আশোয়াস ।  
মনমাহা হোয়ল অধিক উলাস ॥  
তবহি সফল করি জীবন মান ।  
তাকর সঞ্চে হরি কবল পয়ান ॥  
পঙ্খহি কত কত ভাবে বিভোর ।  
ঐছন পায়ল কুঙ্ক ওয় ॥



রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু ।  
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু ॥  
ভাঙ্গল মান বোদন হি ভোর ।  
কাহ্ন কয়ল কোরে মোছই লোর ॥  
মান জনিত দুখ সব দূরে গেল ।  
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ ভেল ॥

সমুদ্র ১২৫, তরু ৪৪৫

দৈবজ লাভ মান সঞে ভাগল  
জীবন রহত সন্দেহ ।  
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি  
ঐছন কাহ্নক নেহ ॥

মা. প. (১)—২১৭  
ক. বি. ১৭০২, গো ৩১

তরু ৪০০, সমুদ্র ১৮৩  
সং ৪১৫

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—দূতিক বচন শুনি নাগর  
রাজ ।

ব্যাখ্যা—ইদ্রিতে বৃকল তছু আশোয়াস—সখীর  
কথার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাহার আশ্বাসের আভাস পাইলেন ।  
রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র  
দর্শন করিয়া শ্রীরাধার মনের মন্থর-সমুদ্র যেন উছলিয়া  
উঠিল । আর তাঁহাকে দেখিয়াই এবার মান ভাঙ্গিয়া  
গেল এবং তিনি কাঁদিয়া পাগল হইলেন । কোন  
কথাবার্তার আর প্রয়োজন হইল না । শ্রীকৃষ্ণ যে কিরিয়া  
আসিয়াছেন সেইটাই মানভাঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট হইল ।  
শ্রীরাধার ক্রন্দন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কোলে করিয়া  
নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন ।

কৃষ্ণ  
১/৫০৩  
সুহই

আনন্দ প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু  
সো বহ-বল্লভ কান ।  
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে  
অহনিশি জলত পরাণ ॥  
সজনী তোহে কহি মরমক দাহ ।  
কাহ্নক দোখে ঘো ধনি রোখই  
সো তাপিনি জগ মাহ ॥  
ঘো হাম মান বহত করি সাধলো  
কাহ্নক মিনতি উপেখি ।  
সো অব মনসিজ শবে ভেল জরজর  
তাকর দরশ না দেখি ॥

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করিয়াছি এই গৌরবে  
অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে দেখি নাই যে, কানাই বহ-বল্লভ ।  
তাই আরও আদর পাইবার আশায় তাঁহার সহিত কলহ  
করিয়াছি, এখন দিনরাত্রি যে প্রাণজলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে ।  
সখি ! তোমাকে আমার অন্তরের জ্বালা কথায় বলি,  
শোন । কানাইয়ের দোষ দেখিয়া যে হৃন্দরী রাগ করে  
সে জগতের মধ্যে সন্তপ্ত । আমি কানাইয়ের মিনতি  
অগ্রাহ্য করিয়া মানকেই বড় বলিয়া মনে করিলাম । এখন  
তাহার প্রতিফল পাইতেছি । এখন আমি মন্থরশরে  
জরজর হইতেছি । কিন্তু তাহার দর্শন পাইতেছি না ।  
এখন শুধু যে আমার মান দূর হইল তাহা নহে, তাহার  
সহিত আমার ধৈর্য ( প্রতীক্ষা করার ক্ষমতা ) ও লজ্জাও  
পলায়ন করিল । গোবিন্দদাস বলেন, হে হৃন্দরি ! ঠিকই  
বলিয়াছ । কাহ্নর প্রেম ঐরকমই ।

ম.প. ১/৫০৪

তথা রাগ  
কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই  
হেরত পুন জনি কান ।  
কাহ্ন হেরি জনি প্রেম বাড়াওই  
প্রেম করই জনি মান ॥  
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ ।  
মান-দগধ জিউ অবহ না নিকসয়ে  
কাহ্ন সঞে কি করব রোখ ॥  
ঘো মনু চরণ- পরশ-বদ-লালসে  
লাখ মিনতি মুখে কেল ॥



তাকর দরশন বিনে তহু জরজর

পরশ পরশ-সম ভেল ॥

সহচরি মেলি লাখ সমুঝাওলি<sup>১</sup>

সো নাহি শুনলো হাম<sup>২</sup> ।

গোবিন্দদাস কহ সরস বচনামুতে

অব বাহুড়ায়ব<sup>৩</sup> কান ॥

সা. প. (১)—২১৯

ক. বি. ১৭১৬, পো ৩১

তরু ৪০৪, সমু ১৮৬

সা. ৪১৩

বিহু গুন পরখি

পরক রূপ-লালসে

সে কাহে নৌপলি নিজ দেহা ।

দিনে দিনে খোয়াসি

ইহ রূপ লাবনি

জিবইতে ভেল সন্দেহা ॥

যো তুহ<sup>৪</sup> হৃদয়ে

প্রেম-তরু রোপলি

শ্রাম-জলদ-বস আশে ।

সে অব নয়ন-

নীর দেই সীচহ

কহতহি গোবিন্দদাসে ॥

সা. প. (১)—২২০, পো ৩১

তরু ৪০৪, সা. ৪১৪

সমু ১৮৬

—অমকশতক ।

পাঠান্তর—তরু—(১) সহচরি মুকে লাখ সমুঝাওল

(২) তাহে না রোপলু কান (৩) পুন বাহুড়ায়ব ।

ভাবার্থ—কেহ যেন কুলবতী হইয়া পরপুরুষকে নয়নে না দেখে ; দেখিলেও যেন কৃষ্ণকে না দেখে । কাহুকে যদি দেখিয়াও ফেলে, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে । আর নিতান্তই যদি প্রেম করে, তাহা হইলে মান যেন না করে । সখি, আমি নিজের দোষ স্বীকার করিতেছি । মানসস্থত প্রাণ আমার এখনও বাহির হইতেছে না । কাহুর উপর কি রাগ করা যায় ? যে আমার চরণ স্পর্শ করিবার লালসায় লাখ মিনতি জানাইল, এখন তাহার দর্শন বিনা আমার দেহ জরজর হইল । স্পর্শমণির স্পর্শ-লাভের ছায় তাহার সমুদ্র দুঃখাপ্য হইল । তোমরা সখীরা মিলিয়া কত রকমে আমাকে বুঝাইলে । সে সব আমি শুনিলাম না । গোবিন্দদাস আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, এখন সরস কথায় আমি কানাইকে এখনই ফিরাইয়া আনিব ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার কোন মূখরা সখী শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের অযোগ্য তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন—সখি ! যখন তুমি মুরলীর ধনি শুনিয়া তাহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছিলে তখনই তোমার কান বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম । তার পর যখন তুমি তাহার রূপ দেখিতে ব্যাপৃত হইলে আমি তোমার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছিলাম । তাহাতে তুমি পাগলিনী হইয়া মোহবশে আমার উপর রাগ করিলে । হে হৃদয়, তখনই তো বলিয়াছিলাম যে, ভুল করিয়া তাহার সহিত প্রেম করিতে অগ্রসর হইলে, কাদিয়া কাদিয়া জ্বর কাটাইতে হইবে । গুণ পরীক্ষা না করিয়া সেই একেবারে পর ব্যক্তির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কেন দেহ সমর্পণ করিলে ? তোমার এই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দিনে দিনে খোয়াইতেছ । এখন বাচাই সন্দেহের বিষয় হইয়াছে । তুমি শ্রামরূপ জলধরের জল পাইবে এই আশায় হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছিলে । এখন নয়নজলে তাহা সিক্ত কর । হয়তো তাহাতে উহা সজীবিত হইতে পারে—গোবিন্দদাস ইহা বলিতেছেন ।

৫০৫

শ্রী রাগ

শুনইতে কাহু মুরলি-রব-মাধুরি

শ্রবণে নিবারলো তোর ।

হেরইতে রূপ নয়ন-মুগ ঝাপলো

তব মোহে রোখলি ভোর ॥

হৃদয় তৈখনে কহলম তোয় ।

ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়াওবি

জনম গোড়াগবি রোয় ॥

৫০৬

সুহই

চরণে লাগি হবি

হার পিঙ্কায়ল

যতনে গাঁথি নিজ হাথ<sup>১</sup> ।



সো নাহি পহিবলুঁ দ্বিহি ভারলুঁ  
মানিনি অবনত-মাথ ॥  
সজনি কাহে মনু ছুরমতি ভেল ২ ।  
দগধ মান মনু বিদগধ মাধব ৩  
বোথে বিমুখ ভৈ গেল ॥  
গিরি-ধর নাহ ৪ বাহু ধরি সাধল  
হাম নাহি পালটি নেহারি ।  
হাতক লছিমি চরণ পর ভারলুঁ  
অব কি করব পরকারি ॥  
সো বহু-বল্লভ সহজই ছন্নভ  
দরশ লাগি মন কুর ।  
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব  
তবহি মনোরথ পূর ॥

মা. প.—(১) ২১৮, ক. বি. ১৭০০

তরু ৪০৯, সাং ৪১৮, সমুদ্র ১৮৪  
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৪২

**পাঠান্তর**—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে (১) চরণে ধরিয়া হরি,  
হার পরায়লি, গাথি আপন নিজ হাত (২) সখি  
হে, বিধি মোরে নিদাক্ষণ ভেল (৩) বিমুখল মাধব  
(৪) গিরিধর মাধব ।

**ব্যাখ্যা**—অনুতপ্তা শ্রীরাধা বলিতেছেন যে, অনেক  
যত্ন করিয়া মালা গাঁথিয়া হরি আমার পায়ে ধরিয়া  
নাথিয়া গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মানিনী  
হইয়া মুগ নীচু করিয়াই ( একবারও তাঁহার মুখের দিকে  
কিধা মালাব প্রতি না চাহিয়া ) সে মালা না পরিয়া, দূরে  
ছুঁড়িয়া ফেলিলাম । সখি ! আমার এমন দুর্ভিক্ষ কেন  
হইল ? আমার পোড়া মানের জালায় বিশেষ করিয়া  
দগ্ধ হইয়া ( অথবা বিদগ্ধ = রসিক ) মাধব ক্রোধে বিমুখ  
হইয়া ফিরিয়া গেল । অমন যে গোবর্দ্ধনধারী বীর নাথ  
আমার, তিনি হাতে ধরিয়া কত সাধিলেন ; আমি একবার  
ফিরিয়াও তাকাইলাম না । হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম,  
এখন কি করি ? তিনি কত জনের বল্লভ ; তাঁহাকে পাওয়া  
বড় সহজ কথা নহে ; কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া যে  
আমার মন কাঁদিতেছে । গোবিন্দদাস ( গোবিন্দের দাস )  
যখন যত্ন করিয়া মিলন ঘটাইবেন তখনই মনের বাসনা

পূর্ণ হইবে । স্বয়ং শ্রীরাধাকেও গোবিন্দের দাস অর্থাৎ  
ভক্তের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ  
ভক্তেরই অধীন ।

৫০৭

স্বহই

যাকর চরণ- নবর-কচি হেরইতে  
মুচ্ছিত কত কোটি কাম ।  
সো মনু পদ-তলে ধূলি লোটায়েল  
পালটি না হেরলোঁ হাম ॥  
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি ।  
ব্রজ-কুল-নন্দন চান্দ উপেখলুঁ  
দাকন মানকি লাগি ॥  
কাতর দীঠে মীঠ বচনামুতে  
কতরূপে সাধল নাহ ।  
সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলোঁ  
অব হিয়ে তুষ-দহ-দাহ ॥  
সে হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহ কাঁহা কক  
সোঁড়রি সোঁড়রি মন কুর ।  
গোবিন্দদাস কহ শুন বর নাগরি  
সো পহঁ তোহারি অদুর ॥

তরু ৪০০, সাং ৪১৮, সমুদ্র ১৮৩

**ব্যাখ্যা**—রাধার শ্রীচরণের নথের সৌন্দর্য দেখিয়া  
কত কোটি সংখ্যক মদন মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, তিনি আমার  
পায়ের তলায় মাটিতে পড়িয়া লুটাইলেন ; আমি ফিরিয়াও  
দেখিলাম না । সখি ! আমার অভাগ্যের কথা আর  
কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? দুর্ভাগ্য মানের জগৎ আমি ব্রজকুল-  
নন্দনরূপ চন্দ্রকে উপেক্ষা করিলাম । করুণ নয়নে আমার  
পানে চাহিয়া চাহিয়া অমৃতের মতন মিষ্ট বচনে নাথ  
আমাকে কতই না সাধিলেন । সে সব কথা আমি কানের  
কোণাতেই স্থান দিলাম না । এখন যেন তুণের আগুনে  
ধিকি ধিকি জলিয়া মরিতেছি । সেই রসিক দয়িত



আমার কোথায় রহিলেন, কি করিতেছেন, তাহাই মনে করিয়া করিয়া আমার মন কাঁদিতেছে। গোবিন্দদাস আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, হে নাগরীশ্রেষ্ঠা স্তন, সে প্রভু তোমার নিকট হইতে দূরে নাই।

৫০৮

কাহ্ন উপেখলুঁ মোয়।  
অব তহু ঘন ঘন রোয়।  
(মোর দুখ কেহ নাহি জানে।)  
সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর।  
কৈছনে বেদন জানব মোর।  
চলইতে চাহি তাঁহা আদর ভদ্র।  
সহই না পারিয়ে মদন-তরঙ্গ।  
এ সখি<sup>২</sup> কাহ্নে উপেখলে। কান।  
না জানিয়ে দগধি চলল মোহে মান।  
সখিগণ গণইতে তুহু<sup>৩</sup> সে দেয়ানী।  
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী।  
সহজই<sup>৪</sup> স্খচতুর গোপ কানাই।  
অবসর বুঝি করবি চতুরাই।  
মকু এত আরতি সো অনি জান।  
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সৌপলু পরাণ।  
অব বিরহে সখি সো পরবন্ধ।  
কাহ্নক যে হোয়ে নিরবন্ধ।  
জিবইতে ঐছে মিলয়ে কান।  
গোবিন্দদাস কহে তোহারি<sup>৫</sup> গুণ গান।

‘সহজই স্খচতুর’ ইত্যাদি দুই চরণ নাই (৪) তব তুয়া।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বহু নারীর বল্লভ, সেইজন্য সহজেই সে বিশেষ কোন নারীর কথা ভুলিয়া যায়; তাই আমার এ বেদনার কথা কি করিয়া জানিবে? আমার ইচ্ছা হইতেছে তাহার কাছে যাই, কিন্তু গেলে পাছে আমার আদর বা গৌরব হানি হয় তাই বাইতে পারিতেছি না। সখি! কাহ্নকে কেন উপেক্ষা করিলাম? তখন তো বুঝি নাই যে, মান আমাকে পুড়াইয়া মারিবে! আমার সখীদের মধ্যে তুমি চতুরা, স্তব্ধাং তোমাকে আর চাতুরির কথা কি শিখাইব! সেই গোপ কানাই ভীষণ চালাক; স্তব্ধাং বুঝিয়া স্খজিয়া স্খযোগমতন চাতুরি প্রয়োগ করিও। আমার যে এত কাতরতা হইয়াছে তাহা সে বেন জানিতে না পারে। এইজন্য তোমার পায়ে প্রাণ সমর্পণ করিলাম। এখন এমন উপায় কর বাহাতে কাহ্নকে পাইতে পারি। আমি মরিবার পূর্বে যদি কাহ্নর সঙ্গে মিলন ঘটাইতে পার, তবে গোবিন্দদাস তোমার গুণগান করিবে।

৫০৯

হৃন্দরি কত সমুঝাব তোয়।  
পায়লি রতন যতন করি তেজলি  
অব পুন মাধসি মোয়।  
কত কত গোপ- স্ননাগরি পরিহরি  
যব তুয়া মন্দিরে কান।  
তব তুহু মান পরম ধন পায়লি  
না হেরলি কমল-বয়ান।  
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব  
না বুঝলি আপন কাজ।  
না জানিয়ে কোন কলাবতি-মন্দিরে  
অব রহ নাগর-রাজ।  
যাহে বিহু পল এক রহই না পারহ  
তাহে কি এমন বেবহার।

স্র. প.—(১) ২২১, ক. বি. ১৭১৮ রসমঞ্জরী ৩২, সঙ্খ ১৮৮  
তরু ৪৪০, সং ৪২০

পাঠান্তর—এই পদের প্রথমে লিখিত তিন চরণ রসমঞ্জরীতে পাওয়া যায়। অন্ত্যন্ত গ্রন্থে ‘সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর’ হইতে আরম্ভ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণ কেবলমাত্র রসমঞ্জরীতে আছে।

তরু—(১) বিরহ-তরঙ্গ (২) সখি হে (৩) তরুতে



গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুখলি  
পুন হেন না করবি আর ॥

ক. বি. ১৭১০

তরু ৪৭২, সা. ৪২২

শকার্থ—পায়লি রতন—প্রাপ্ত বস্ত্র। না জানিয়ে  
কোন কলাবতি-মন্দিরে—শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ। তোমার দ্বারা  
প্রত্যাখ্যাত হইয়া না জানি কোন্ কলাচাতুৰ্য্যসম্পন্ন  
নাগরীর গৃহে সেই নাগরশ্রেষ্ঠ এখন গিয়াছে।

৫১০

ধানশী

কহল মো খল-জন দোখল কান।  
তুহঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান ॥  
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।  
অব কাতর দিঠে মত্ত মুখ চাহ ॥  
মানিনি তোহে সমুঝাওব কোই।  
অব রহ নিরঞ্জে বন মাহা বোই ॥  
সহচরি লাখ বচন করি ভঙ্গ।  
হৃদয়ে ধরলি তুহঁ মান-ভুজঙ্গ ॥  
কোন কুমতি দরশায়লি এহ।  
জানলৌ গরলে ভরল তুয়া দেহ ॥  
মদন-কুমত্তে অধির ভেল সোই।  
চললহি দংশি লখই নাহি কোই ॥  
ইথে বিহু নাগ-দমন-রসপান।  
গোবিন্দদাস মণি-মন্ত্র না জান ॥

সা. প. (১) ২২২

সমুদ্র ১৮৪, তরু ৪০৭, সা. ৪১২

ক. বি. ১৭১৭

মন্তব্য—বহুমতী সংস্করণে ( ১৩ঃ সংখ্যক পদ, পৃঃ ৩২ )  
প্রথম চরণের পাঠোদ্ধার না করিতে পারায় ছাপা হইয়াছে  
—কোমল মাখন অহু দেখল কান। পদ্যমৃতসমুদ্র ও  
পদকল্পতরুতে পাঠ আছে—কহলম খলজন, কিন্তু সাহিত্য  
পরিষদের পুথিতে পাঠ—কহল মো খলজন।

ব্যাখ্যা—কহল মো খলজন ইত্যাদি—আমি বলিলাম,  
ছুষ্ট লোকেয়া কানাইকে দোষ দিল। তুমি সত্য বিচার

না করিয়া তাহার প্রতি অভিমান করিলে। হৃদয়ে ধরলি  
তুহঁ মান-ভুজঙ্গ—সখীদের সব কথা অগ্রাহ্য করিয়া তুমি  
শুধু মানরূপ সর্পকে হৃদয়ে ধারণ করিলে। সেই সর্পের  
দংশনে এখন জ্বরজ্বর হইয়াছে। জানলৌ গরলে ভরল তুয়া  
দেহ ইত্যাদি—মানসর্পের দংশনে অস্থির হইয়া তুমি মদন  
শাপুড়ের কাছে গিয়াছিলে বিষ ঝাড়াইতে; কিন্তু সে  
শুধু কুমত্তই জানে; তাহার প্রয়োগে তুমি আরও অস্থির  
হইয়া উঠিয়াছ। সকলের অলক্ষ্যে সর্প দংশন করিয়াই  
চলিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, ইহার প্রতীকার  
কোন ঔষধ বা মন্ত্রের দ্বারা হইবে না; যিনি কালিয়-  
নাগকে দমন করিয়াছেন, তাঁহার অধরস্বপানই এ  
বিষের একমাত্র ঔষধ। নাগদমন রসপানের বাহ্য অর্থ—  
নাগদানার রস পান করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়।

৫১১

ধানশী

দৃতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত  
ডুবই মদন-তরঙ্গে।  
মুচুকাই হাসি কহই তহি গদগদ  
তুহঁ সব জানসি রঙ্গে ॥  
সো বর-নাগর শ্রাম।  
বিদগধ রসিক-শিরোমণি-মুকুটহি  
ঐছন নহ তছু কাম ॥  
ভেটবি শ্রাম-ধাম রণ-পণ্ডিত  
তুহে কি শিখাওব নীতে।  
রতি-বিপরীত-রীত যদি দেখবি  
সমুঝবি আপন চীতে ॥  
চল চল দৃতি আগে তুহঁ অহমর  
কুজহি কাহুক পাশ।  
করই শিদ্ধার চলহ বর নাগরি  
ভনতহি গোবিন্দদাস ॥

তরু ১০৪



৫১২

বালা ধানশী

একে তুহঁ নাগরি সব গুণে আগরি  
বৈঠমি চতুরি-সমাজ ।  
আপনক বাত আপনাহি সমুঝসি  
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ ।  
মানিনি নাহক কি করসি রোথ ।  
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে  
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোথ ॥  
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি  
পিরিতি ভাদ্রবি কাহে লাগি ।  
পিরিতি ভাদ্রিতে যো উপদেশল  
তাকর মুখে দেই আগি ॥  
যো তুরা চরণ পরশি মহি লুঠল  
নিজ গৌরব করি দূর ।  
অব কাহে তাক চরিত কহি খুরসি  
গোবিন্দদাস কহ কুর ॥

ক. বি. ১৭২৩

তরু ৪৫৪

শঙ্কার্থ—সব গুণে আগরি—সকল গুণে অগ্রগণ্য ।  
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ—হঠকারিতা করিয়া সব কাজ  
নষ্ট করিলে । নাহক—নাথের প্রতি । রোথ—রোষ ।  
অব কাহে তাক চরিত কহি খুরসি—তাহার শীলব্যবহারদি  
শ্রবণ করিয়া এখন কাদিতেছ কেন ?

৫১৩

সো মুখ-চান্দ নয়নে নাহি হেরলোঁ  
নয়ন-দহন ভেল চন্দ ।  
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলোঁ  
মধুকর-ধনি ভেল দন্দ ।  
মজনি কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান ।

৩৩

প্রেমভঙ্গভয়ে

অব ডিউ কাতর

তুহঁ পরবোধবি কান ।  
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেক্ষলুঁ  
অব কিশলয়ে তহু কোর ।  
নব নব নেহ- স্বধা-রস-নিরসনে  
গরলে ভরল তহু মোর ।  
সো কর-বিরচিত হার উপেক্ষলুঁ  
হার ভুজঙ্গম ভেল ।  
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুঃগহ  
যো ঐছন মতি দেল ॥

স. প. (১)—২২০

ক. বি. ১৬৭৮, গো ৩৬

তরু ৪৫৫, নম্বর ১৮৪

রসমঞ্জরী ৩৮

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আবন্ত—

কাহু সাধলি বেরি বেরি ।  
নো রূপ নয়নে না হেরি ।  
না হেরিলুঁ সো মুগচন্দ্র ।  
তহু দহে চন্দন চন্দ্র ॥

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে,  
মানবশে শ্রীকৃষ্ণের সেই মুগচন্দ্র নয়নে দেখি নাই; তাই  
আজ চন্দ্র দেখিলে চোখ জলিয়া যাইতেছে । তাহার  
মধুর বাণী কানে তুলি নাই, তাই আজ ভ্রমরগুঞ্জে  
আমার সম্ভাপ হইতেছে । স্বধী কেন মান করিয়াছিলাম ?  
প্রেম পাছে ভাদ্রিয়া যায় এই ভয়ে এখন প্রাণ কাতর  
হইয়াছে । তুমি যাইয়া কানাইকে বুঝাও । তাহার সেই কর-  
পল্লবের স্পর্শ উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাই আজ কিশলয়-  
শয্যায় শয়ন করিলে সেই সুকোমল পল্লবও আমার অঙ্গকে  
বিদ্ধ করিতেছে । আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন নবীন হয়  
এমন যে প্রেমরূপ স্বধা অগ্রাহ করিয়াছি । তাই এখন  
বিরহের বিষে দেহ জলিয়া যাইতেছে । তাহার হাতের  
তৈয়াগী হার উপেক্ষা করিলাম, তাই আমার গলায় হার  
এখন ভুজঙ্গের মতন আমাকে দংশন করিতেছে । কবি  
বলিতেছেন, যে তোমাকে একরূপ করিতে যুক্তি দিয়াছিল  
সে তোমার দুষ্ট গ্রহ (অথবা তাহার আগ্রহ দুষ্ট  
ছিল) ।



৫১৪

ধানশী

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয় ।  
মরমক বেদন জানসি মোয় ॥  
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ ।  
এছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ ॥  
সখিগণ মাঝে চতুরি তোহে জানি ।  
আদর রাখি মিলায়বি আনি ॥  
অব বিরচহ তুহঁ সো পরবন্ধ ।  
কাহুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ ॥  
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব ।  
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব ॥

ক. বি. ১৭২১

তর ৪৫৭

শঙ্কার্থ—আদর রাখি মিলায়বি আনি—আমার  
গৌরব বজায় রাখিয়া তাহাকে আনিয়া মিলন ঘটাইবে ।

৫১৫

গোপ গোষ্ঠারসি বনে বনে ফিরসি  
ভূষণ করসি বনজুল ।  
তুহঁ কিয়ে জানবি প্রেম সুধানিধি  
মন-মহাধন-মূল ॥  
মাধব এ কিয়ে সাহস তোহারি ।  
সো অপরাধ জানি তোহে বোখল  
তুহঁ কাহে আগুলি ছোড়ি ।  
যদি কহ চাটুবচন কহি শত বেরি  
চরণে লোটায়লুঁ হাম ।  
তবহঁ ত স্তন্দরী মনু মুখ না হেরল  
অতয়ে করল অছু কাম ॥  
একে নব নাগরী রজনী উজাগরি  
দংশল মান-ভুজঙ্গে ।  
অবনত আননে বৈঠল তব ধনি  
গরবিনী মান-তরঙ্গে ॥

অতয়ে সে অচুনয়

বচন না শুনল

না হেরল তোহারি বয়ান ।

গোবিন্দদাস ইথে তোহে কিয়ে দোষব  
পিরিতিক রীত নাহি জান ॥

বরাহ ৭, গ ২৪০

মন্তব্য—সখী মাধবকে ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন ।

৫১৬

শ্রীগাছার

শুন বহ-বল্লভ কান ।  
ভালে তুহঁ রসিক হুজান ॥  
পামর পিরিত উপেখি ।  
আওল কুলবতি দেখি ॥  
তোহারি রসিক-পন জানি ।  
কহইতে আওল বাণী ॥  
দেখি তোর এসব কাজ ।  
হাসব যুবতি-সমাজ ॥  
যো পদ পরশক আশে ।  
করসি কতহঁ অভিলাষে ॥  
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি ।  
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥  
কোন শিখায়লি নীতে ।  
ধিক্ ধিক্ তোহারি চরিতে ॥  
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে ।  
যাক হৃদয়ে এত সাধে ॥  
গোবিন্দদাস মতি মন্দ ।  
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ ॥

ক. বি. ১৭৪২

তর ৪৫৮, রসমঞ্জরী  
১৭, সমুদ্র ১৮৮

পাঠান্তর—তর (১) পিরীতে ।

ব্যাখ্যা—সখী মাধবের কাছে যাইয়া তাহাকে বিজ্ঞপ  
করিয়া বলিতেছেন—তুমি বহু নাট্যকার বল্লভ, হৃদয়ঃ



বড় ভাল বসিক স্বজন তুমি। তুমি আমার সখীকে কুলবতী  
দেখিয়া তাহার সহিত প্রেম করিয়া ফের পামরের নতন  
তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছ; তাহাতেই তোমার বিদগ্ধতা  
বুঝা গিয়াছে। সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। তোমার  
এইরূপ কাজ দেখিয়া যুবতি-সমাজ হাসিবে। যাহার  
পদকমল স্পর্শ করিবার জন্য কত বাসনা কর, তাহা ছাড়িয়া  
মুখ ফিরাইয়া রহিলে কেমন করিয়া? তোমাকে এমন  
ব্যবহার বা নীতি কে শিখাইল? দিক্ দিক্ তোমার  
ব্যবহারে? আর সেই বাধাকেও দিক্ ধে তোমার মত  
বেবসিকের সঙ্গে প্রেম করিতে সাধ করে। সখীর এইসব  
চাতুরীপূর্ণ কথা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিলেন না।  
কেননা, তাঁহার বুদ্ধি কম, সেইজন্য ধাঁধায় পড়িয়া  
গেলেন।

৫১৭

ধানশী

তুহঁ কিনা জানদি বালা।

বিনি অপরাধে কাহে তুহঁ রোখলি

তেজলি মণিময় মালা।

আপনক দোষ আপে নাহি সমুঝলি

কাহে বাঢ়ায়লি বাত।

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি মাধব

আপ চলহ মকু সাধ।

মাধুরী ২।২৫১

৫১৮

শ্রী বাগ

পরশ দেহ থেহ নাহি বাঞ্ছে।

নীলজ জিউ নেহ লাগি কান্দে।

শঠ সনে হঠ না কবয়ে কেহ আন।

মান বহুক পুন ঘাউক শরণ।

এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাগ।

শুভি উপহাসব যুবতি-সমাজ।

পরজন কীয়ে পিরিতি-অহরোধ।

দুর্জন কীয়ে স্বজন পরবোধ।

কুলবতী-বল্লভ নাগর কান।

গোবিন্দদাস ইহ বদ পরমান।

ক. দি. ১৭০৫

তর ৫৬৫

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, এই  
দেহ আমার বশে নাই; তাই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি  
না। আমার প্রাণ নিঃসঙ্গ তাই প্রেমের জন্য কাদিতেছে।  
শঠের উপর ক্রোধ করিয়া কেহ আর সে ক্রোধ ত্যাগ  
করে না; তাহার সহিত বদ্ব্যবহারে চাহে না। তাই  
বলিতেছি, আমার প্রাণ যাক সেও ভাল, তবু মান বজায়  
ধাকুক। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে স্থির থাকিতে পারিতেছি  
কই? আমার কথা শুনিয়া যুবতী-সমাজ আমাকে উপহাস  
করিবে। সে পরপুরুষ, সে কি প্রেমের অহরোধ বন্ধা  
করিবে? দুর্জনকে কি স্বজন হইতে বলিলেই স্বজন  
হয়? শ্রীকৃষ্ণ কুলবতীদের প্রিয় নাগর—গোবিন্দদাস  
ইহার প্রমাণ।

৫১৯

শ্রীগান্ধার

বোঝে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।

না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে।

বজনি প্রভাতে পুরুষ পরকাশ।

যামিনি জাগি আয়ল মকু পাশ।

শীতল হুলহ কর দেয়ল পার।

মানে মুগধি হাম উপেখলুঁ তার।

কত রূপে বচন কহল সব মীঠ।

বদন কাঁপি হাম দেয়লুঁ পীঠ।

পালটি হেরি হেরে পর মোর গেল।

গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল।

তর ৫৬৬



শঙ্কার্থ—রোধে দোখলু—রাগ করিয়া দোষ নিলাম ।

দুঃখ—দুঃখ ।

৫২০

হরি যব হরিখে বরিখে রস-বাদর  
সাদরে পুছয়ে বাত ।

নিরখি বদন তোরি আকুল সো হরি  
নিজ শিরে ধর তুয়া হাত ।

মানিনি কীয়ে কঠিন তুয়া মান ।

ছলে বলে দিষ্টি-জলে তোহে কত সাধন  
পালটি না হেরলি কান ।

বহু গুণে গুণিগণ সুরয়ে বাতিদিন  
তুয়া গুণে উনমত সোই ।

বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি  
অনম গোড়ায়বি রোই ।

তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি  
রোধে চলল যব নাহ ।

অব কাতর দিবে মনু মুখ হেরসি  
পাই মনোভব-দাহ ।

বিহি তোহে বাম মান-ধনে বকল  
নাহ বিমুখ ভৈ গেল ।

গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই  
ইহ বড় দারুণ শেল ।

ক. বি. ১৬২০

তু. ৪৭০

শঙ্কার্থ—হরিখে বরিখে রস-বাদর—সহর্ষে প্রেমরস  
বর্ষার জলধারার মতন বর্ষণ করিলেন । দিষ্টি-জলে—ময়নের  
জলে । মনোভব-দাহ—মদনজ্বালা ।

৫২১ ক

সুহই

সুন্দরি ঐছে বিদগ্ধ মন লেই ।

বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব  
সখিগণে অপবন দেই ।

সহচরি মেলি চরণ ধরি সাধলু  
রহলি যৌবন-মদে মাতি ।

কুটিল নেহারি গারি মুখে দেয়লি  
পুন দগ্ধসি নিজ সাখি ।

হাম তুয়া লাগি আগি যদি পৈঠব  
তবহ নহব অব হীতে ।

হৃদয় বিদারি তোহে দরশায়ব  
তবহ নহব পরতীতে ।

অলখিতে উপেখলি রসবতি আপন  
সহচরি বচন উপেখি ।

গোবিন্দদাস কহ নিজ নীকটে বহ  
রাখব অহুজন দেখি ।

অ. ২৭

শঙ্কার্থ—তবহ নহব অব হীতে—তাহা হইলেও এখন  
কিছু উপকার হইবে না ।

৫২১ খ

স্বলে নাগর কহিছে কথা ।

বিশাখা সন্দরী আইল তথা ।

কি কথা কহিছ স্বল মনে ।

কহিতে কহিতে কাদিছ কেনে ।

বলি শুন ওহে নাগররাজ ।

আমারে কহ না মনের কাজ ।

মনের মরম কহিবে যবে ।

বেদন বাটিয়া লইব তবে ।

দুতীমুখে শুনি হরষ প্রাণ ।

দাস গোবিন্দ কহিছে জান ।

পদ্যমৃতমাধুরী ১।২২৪

৫২২

কাহ্ন প্রবোধ করি চতুর সহচরি  
ঠমকি ঠমকি চলি যায় ।



মণিময় আভরণ রতন ভূষণ  
সঘনে বাহু ফিরায় ।  
রতন মন্দির মাহ প্রবেশিল সহচরি  
ভেটল রাইক পাশ ।  
কত না চাতুরি বচন মাধুরি  
তাহে মিলাইয়া হাস ।  
শুন শুন বিনোদিনী রাধে ।  
সো বর নাগর তুয়া লাগি আগর  
হেরল বহু পরমানে ।  
বহু বতন করি মোহে পাঠায়ল  
তে নহু অবহু উবার ।  
গোবিন্দদাস কহ কাহু বড় আতুর  
ধনি তহু করি অভিসার ।

ক. বি. ৫০৭

শব্দার্থ—আগর অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু তুয়া লাগি  
আগর—আগাইয়া আসিতে উৎসুক । তে নহু অবহু  
উবার—উবার অর্থে ফিরিয়া যাওয়া । তাহা না হইলে  
এখনি ফিরিয়া যাইব ।

৫২৩

অবহু সখিগণ বৃদ্ধি কহতহি  
শুন বর গোপ-গোঞারি ।  
মান ভরমে কাহে চাঁদ উপেখলি  
না শুনি বাত হামারি ।  
মানিনি কাহে উপেখসি কান ।  
অব কাহে তছু লাগি ফুলি ফুলি রোদসি  
কো জানে কৈছন মান ।  
তসরিয়া কীট আপন গ্রহ পাতিয়ে  
যৈছনে মরতহি সোই ।  
তৈছন মান তুহারি ভেল সুন্দরি  
হুধি বোধি সব খোই ।

নিরসল মান মান হৃদয়ে ধরি  
কাহু করলি অছু কাজ

গোবিন্দদাস কহে ও বহুবল্লভ  
দুর্লভ বরজ সমাজ ।

ক. বি. ২৪০০

শব্দার্থ—হুধি বোধি সব খোই—বুদ্ধিভুক্তি সব  
খোয়াইয়া ।

৫২৪

সখি লই সঘনে রাইক দরশনে  
চলল সুনাগর কান ।  
সো ধনি দরশ পরশ রস লালসে  
হৃদয়ে করত অহুমান ।  
তেজল মউরচন্দ্র লব বরিহ ভালে  
তিলক নাহি সাজ ।  
উরে নাহি হার মণিময় অভরণ  
আওত বিদগধ রাজ ।  
বিগলিত বসন ঘন পহিরণ  
জলধর বিজুরিক আভা ।  
কনক মঞ্জির চরণে নাহি পহিরণ  
শূন্য চরণে কিরে শোভা ।  
সো পদ লক্ষ্মণি তিমিরে গরাসল  
দশ দিশ ভেল পরকাশ ।  
রাইক মন্দিরে প্রবেশল মাধব  
কহতহি গোবিন্দদাস ।

ক. বি. ১৭৪৫

ব্যাখ্যা—সো পদ লক্ষ্মণি তিমিরে গরাসল—সেই  
শূন্য নুপুরবিহীন পদতলের আভা যেন লক্ষ্মণির মতন এবং  
তাহা অন্ধকারকে গ্রাস করিল অর্থাৎ বিদূরিত করিল ।

৫২৫

রাই কহে বাণী আমি অভাগিনী  
কত না দিয়াছি দুখ ।



আহা মরি মরি এসো প্রাণ-হরি  
 শুকায়েছে চাঁদ মুখ ।  
 আমার লাগিয়া এত দুখ পাইলে  
 তুমি সে পরাণ পিয়া ।  
 না জানি বিধাতা আমারে গঢ়ল  
 কুলিশ পাষণ দিয়া ।  
 ক্ষম মোর দোষ না হইও বিরস  
 সহজ অবলা আমি ।  
 আমার বচনে না হবে মোচন  
 রসিক নাগর তুমি ।  
 শুনিয়া রাধার কাতর বচন  
 রসিক নাগর শ্রাম ।  
 গোবিন্দদাসের হৃথের নাহিক ওর  
 বৈঠল শ্রামের বাম ।

পদানুতমাদুরী ২১২৪০

মন্তব্য—পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজের কিনা সে  
 বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ।

৫২৬

দূতি কহে শুন শুন নাগর শ্রাম ।  
 তুয়া লাগি কত রূপে সাধিছ হাম ।  
 তুয়া দেখি স্থানরি যদি করে রোষ ।  
 অপরাধ মানবি মানবি দোষ ।  
 এত শুনি সহচরি সঙ্গে চলু কান ।  
 হেরি ধনি কয়ল হেট বয়ান ।  
 কাছক হেরি ধনি দূতিক সঙ্গ ।  
 তৈথনে পুলকে পুরল অঙ্গ ।  
 মান জনিত দুখ সব দূর গেল ।  
 গোবিন্দদাস মনে আনন্দ ভেল ।

৫২৭

মাধব এক নিবেদন তোয় ।  
 মান-বিরহ-জরে তুহে অতি দগধল  
 মাফ করব সব মোয় ।  
 তুহু যদি লাখ গোপি সঙ্গে বিহরসি  
 পায়সি বহুত আনন্দ ।  
 সো মুখে কোটি কোটি স্বখ-সম্পদ  
 তিল-আধ না ভাবিয়ে মন্দ ।  
 অকপটে এক বাত মুখে কহবি তু  
 না করবি চীতক ভীত ।  
 চন্দ্রাবলি তুহে কতহ সমাদরে  
 কৈছন প্রেম পিরীত ।  
 সো যদি তুহারি গীম প্রেমভূজ দেই  
 বাক্সি রাখত পুন গেহ ।  
 গোবিন্দদাস কহে তাঁকর পদ-তলে  
 দাসি করই মুখে লেহ ।

ক. বি. ২০৪০

অ ১০৬

ব্যাখ্যা—অকপটে এক বাত মুখে কহবি তু ইত্যাদি—  
 তুমি ছল না করিয়া আমাকে একটি কথা বল ; মনে ভয়  
 করিও না । চন্দ্রাবলী তোমাকে কিরকম আদর করে ?  
 তাহার প্রেম ভালবাসা কি ধরনের ? সে যদি প্রেমের  
 সঙ্গে তোমার গলায় হাত দিয়া ঘরে বাক্সিয়া রাখে তাহা  
 হইলে কি হইবে ? গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, তাহা  
 হইলে আমাকে তাহার পদতলে দাসী করিয়া লইও ।  
 চন্দ্রাবলী কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মাধবকে লইয়া যাইবেন না—  
 ইহাই ইঙ্গিত ।

৫২৮

সহচরি বদন চাহি ধনি আকুল  
 কহতহি কাতর বাণী ।  
 অলপহি দোষে উপেখিছ মাধব  
 জীবন কবত কিয়ে জানি ।  
 সখি হে হাম হে আগোয়ানি ।



পায়ল প্রেম-পরশমণি নাগর  
তেজল গুণ নাহি জানি ।  
তুহ চতুর্বাহি ধাই সব আয়লি  
কে না সম্বলি কাজ ।  
বেদন জানি যতনে সব থায়লি  
সমনে বাজায়লি সাজ ।  
তব কাহে এছে রতনধন তেজব  
দারুণ করব বিবাদ ।  
গোবিন্দদাস কহ তেজ ধনি কুলবতি  
রাখবি কুল মরিয়াদ ।

চরণ-কমলে                      রাতুল আলতা  
মোহন নৃপুৰ বাজে ।  
গোবিন্দদাস ভণে                      ও রূপ যৌবনে  
জিতবি নিকুণ্ডবাজে ।

শা. প. (১)—২৮৪

তর ১৩৩১, সমুদ্র ২৪৪

পাঠান্তর—তর (১) দ্বত দধি দুধে সাজাইয়া পসরা,  
প্রিয় সহচর করি সঙ্গে ।  
শব্দার্থ—লাসবেশ—লাস্তময় বেশ ।

ক. বি. ১৭৪২

ব্যাখ্যা—তব কাহে এছে রতনধন তেজব—শ্রীরাধা  
এইবার মানের জন্ম অমৃতপু হইয়া সখীকে বলিতেছেন  
তবে কেন এই রত্ন, এই ধন ত্যাগ করিব? কেনই বা  
দারুণ বিবাদ করিব? গোবিন্দদাস উপহাস করিয়া  
বলিতেছেন—কেনই বা কৃষ্ণকে ছাড়িবে না? তুমি  
হইতেছ কুলবতী, কুলমর্যাদা রক্ষা করাই তো তোমার  
কর্তব্য ।

৫২৯

ভাটিয়ারি

চলি রাজপথে                      রাই হুনাগরি  
লাসবেশ করি অঙ্গে ।  
স্বর্ণ ঘটি করি                      গাবিঘত ভরি  
প্রাণ সখিগণ সঙ্গে ।  
বেনন পাটের জাল                      বাকিয়া কবরী  
বেড়িয়া মালতী-মালে ।  
সিঁধ্য সিঁদুর                      লোচনে কাজর  
অলক তিলক ভালে ।  
মণিময় অভরণ                      শ্রবণে কুণ্ডল  
গীয়ে স্ববেশরী হার ।  
রূপ নিকুণ্ডম                      বিচিত্র কাঁচুলি  
পীন পয়োধর ভার ।

দানলীলা

৫৩০

এই বৃন্দাবন পথে, নিতি নিতি করি গতাগতে ।  
যদি হাতে করি লৈয়ে সোনা, তুমি কে না বোলে  
এক জনা ।  
তুমি দেখি পুছহ বড়াই, কিসের দান চাহেন কানাই ।  
সঙ্গে সব দ্বতের পসার, তাহে কেন এতেক জ্বাল ।  
তুমি ত বরজ যুবরাজ, তুমি কেনে করিবে অকাজ ।  
দূর কর হাস পরিহাস, কহতহি গোবিন্দদাস ।

শা. প. (১)—২৮৫

সমুদ্র ২৪২, তর ১৩৩২

৫৩১

শ্রী রাগ

শুন শুন শুন, হুজুন কানাই, তুমি সে নৃতন দানী ।  
বিকি কিনির দান, গোরস জানিয়ে, বেশের দান নাহি  
শুন ।  
সীথের সিঁদুর, নয়নে কাজর, রতন আলতা পায় ।  
একি বিকির ধন, নারীর বেশন, তাহে কার কিবা দায় ।  
মণি অভরণ, স্বরঙ্গ শাড়ী, কোন জন নাহি পরে ।  
যদি দানের হেন গতি, তুমি ত গোবিন্দপতি, দান  
সাধিছ ঘরে ঘরে ।



আমরা চলিতে, না জানি চাহিতে, সে কেনে তোমারে  
বাজে ।

গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবে, পরের মনের কাজে ॥

সা. প. (১)—২৮৭

সং ২৪২

৫৩২

সুহই

ত্রিভুবন-বিজয়ী মদন মহারাজ ।  
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ ॥  
গোরস আওত রসবতি ঠাম ।  
স্বজিল বিপিন-পথে সতবস দান ॥  
তোহে কহৌ গোপিনি আশ্রানের রাণি ।  
কেমনে জানিবা দান সহজে আশ্রানি ॥  
তুহঁ গজ-গামিনি হরি জিনি মাঝ ।  
নব যৌবন-মগে নাহি দেহ রাজ ॥  
মোহে গিরিধর বলি সৌপল কাজ ।  
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ ॥  
কেবল গোরস-দানে কেনে দেহ ভদ্র ।  
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ ॥  
এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই ।  
গোবিন্দদাস কহ চপল কানাই ॥

সা. প. (১)—২৮৩

তরু ১৩২৩

ক. বি. ২৫ এবং পরসংখ্যা ২৭৭৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ং ত্রিভুবনবিজয়ী মদন  
মহারাজ। কেমনে জানিবা দান সহজে আশ্রানি—স্বভাবতঃ  
জানহীনা তুমি কেমন করিয়া দানের কথা জানিবে।  
হরি জিনি মাঝ—সিংহের মাজাকে জয় করিয়াছে এমন  
মাজা অর্থাৎ ক্ষীণ মাজা। নাহি দেহ রাজ—রাজাকে  
দেয় কর দাও না। মোহে গিরিধর বলি সৌপল কাজ—  
আমি গিরিকে ধারণ করিয়াছি জানিয়া রাজা আনাকে  
শুভ উত্থল করার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৫৩৩

ভাটিয়ারি

এই মনে বনে দানী হইয়াছে  
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ ।  
রাখাল হইয়া রাজকুমারী সঙ্গে  
কিসের রতস-রঙ্গ ॥  
এখন আর নাহি কর ডর  
ঘনাঞা আসিছ কাছে ।  
গুরুবর আগে করিব গোচরে  
তখন জানিবা পাছে ॥  
ছুঁইও না ছুঁইয়ো না নিলজ কানাই  
আমরা পরের নারী ।  
পর-পুরুষের পবন পরশে  
সেচলে সিনান করি ॥  
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ  
পান কনক ধূমে ।  
কাম-সাগরে কামনা করহ  
বেণী-বদরিকাশ্রমে ॥  
স্বর্ঘ্য উপরাগে সহস্র স্তন্দরী  
ব্রাহ্মণে করহ সাত ।  
তত্ব হয়ে নহে তোমার শক্তি  
রাই-অঙ্গে দিতে হাত ॥  
গোবিন্দদাসের বচন মানহ  
না কর এমন চন্দ ।  
যেই নাগরী ও রসে আগরি  
করহ তাকর সঙ্গ ॥

তরু ১৩৪১

৫৩৪

ধানন্দী

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম  
উন্নত বুচ-গিরি জোর ।





সুন্দর বদন-ছবি কনক-ধূম পিবি  
তহিঁ তপত মন মোর ॥

সুন্দরি তুহঁক নিয়ড় অব ছোড়ি ।  
গোরি-আরাধনে কাহা চলি যাওব  
তুহঁ তিরিখময় গোরি ॥

মুগমদ-বিন্দু সিন্দুর পরশল  
এহি স্বরজ-গ্রহ জানি ।

তুরা পদ-মথ-দ্বিজ- রাজহি সৌপল  
সুন্দরি সহস্র পরাণি ॥

কামসাগরে হাম সহজই নিমগন  
কাম পূরবি তুহঁ রাই ।

শ্রামর বলি অব চরণে নাহি ঠেলবি  
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

অগ্গার্থে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ) কাছে আমি সহস্রবার প্রাণ সমর্পণ  
করিয়াছি, তাহাতেই সহস্র সুন্দরী দানের ফল হইবে।  
কামসাগরে তো আমি স্বভাবতঃই নিমগ্ন; তুমি কামনা  
পূর্ণ করিবে। হে রাধা! অন্ততঃ গোবিন্দদাসের মুখ  
চাহিয়া শ্রামকে কালো বলিয়া পায়ে ঠেলিও না।

৫৩৫

সুহই

কি করব গোরস দান ।  
আপনে দিল সমাধান ॥  
অধরে অমিয়া-রস তোর ।  
যৌবন বোধ আগোরি ॥  
তোহে কহি সুন্দরি রাধে ।  
হরি সঞে না কর বাদে ॥  
কুচ কনকাচল পারে ।  
শোভে তাথ মোতির-হারে ॥  
কুণ্ডল চক্র বিকাশে ।  
বেণি ভূজধিনি পাশে ॥  
ভাঙ ধহুয়া জহু তঙ্গ ।  
খর শর নয়ন-তরঙ্গ ॥  
অতয়ে বুকিয়ে বণ-আশ ।  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মা. প. (১)—২২০  
ক. বি. ২০

তর ১০৫২, সং ২৫৬  
সমুদ্র ২৩১

ব্যাখ্যা—পূর্বপদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে,  
যদি তুমি পর্তে যাইয়া গৌরীকে আরাধনা কর, অথবা  
উর্দ্ধপদে অধোমুখে থাকিয়া কনকবর্ণ ধূম বাহা অগ্নির  
শিখা হইতে বাহির হয়, তাহা পান কর অথবা কাম-  
সাগরে কিম্বা ত্রিবেণী বা বদরিকাশ্রমে যাইয়া তপস্কা  
করিয়া কামনা কর, অথবা সূর্য্যগ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকে  
সহস্র সুন্দরী দান কর, তাহা হইলেও রাধার অঙ্গে হাত  
দিতে পারিবে না। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—  
তোমার বুকুই তো ত্রিবেণী ও বদরিকাশ্রম (তিনসারি  
হার ত্রিবেণীর মত দেখাইতেছে আর তোমার উন্নত  
কুচগিরিধুগই বদরিকাশ্রম গঠন করিয়াছে)। তোমার  
এই সুন্দর বদনের আভাতেই কনক ধূম, তাহাই পান  
করিয়া আমার মন উত্তপ্ত হইয়াছে। হে সুন্দরি!  
গৌরী আরাধনা করিবার জন্ত তোমার সান্নিধ্য ছাড়িয়া  
কোথায় যাইব? তুমিই সর্ব্বতীর্থময়ী গৌরী। তোমার  
কপালের সিন্দুরবিন্দু হইতেছে সূর্য্য, আর তাহাতে  
কস্তুরীর বিন্দু দেওয়ার মানে হইতেছে সূর্য্যের গ্রহণ  
লাগিয়াছে। আর ব্রাহ্মণকে সহস্র সুন্দরী দানের কথা  
বলিতেছ? তোমার পায়ের নখরূপ দ্বিজরাজের (চন্দ্রের

মা. প. (১)—২৩২  
ক. বি. ২৮

তর ১৩৮০

ব্যাখ্যা—রাধে! তুমি শুভস্বরূপ দুধ দিতে চাহিতেছ।  
তোমার অধরে আছে অমৃতরস, যৌবনরূপ যোদ্ধা উহা  
রক্ষা করিতেছে। সুন্দরি রাধে! হরির সহিত বিবাদ  
করিও না। তোমার কুচরূপ কনক পর্তের উপরে  
মোতির হার শোভা পাইতেছে। তুমি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত  
হইয়া আসিয়াছ দেখিতেছি। বেণীরূপ ভূজধিনীর পাশে  
তোমার কানে কুণ্ডলরূপ চক্র। জ দেখিয়া মনে হয় যেন  
ধনুকে জ্যা আরোপণ করা হইয়াছে; আর নয়নের





কটাক্ষে তীক্ষ্ণ শর। হৃৎকরাং তুমি যুদ্ধই আশা করিয়া  
আসিয়াছ।

৫৩৬

বরাড়ী

এ গজগামিনি তো বড়ি সিয়ান।  
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান।  
চিকুরে চোরায়াসি চামর কাঁতি।  
দশনে চোরায়াসি মোতিম পাতি।  
অধরে চোরায়াসি স্বরঙ্গ পড়ার।  
বরনে চোরায়াসি কুঙ্কম-ভার।  
কনক কলস ঘন রস ভরি তাহি।  
হৃদয়ে চোরাওসি আঁচরে কাঁপাই।  
তেঁই অতি মহর চরণ সঞ্চার।  
কোন তেজব এত বিনহিঁ বিচার।  
স্ববল তুহঁ গোরস দান।  
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান।  
যাহা বৈঠল মনমথ মহারাজ।  
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ।

সং. প. (১)—২৮৮

সমুদ্র ২৪৮, তরু ১৩৭০  
সং ২৬১

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—চিকুরে চোরায়াসি  
ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চুরির দায়ে ফেলিয়াছেন।  
রাধা চিকুর ছলে চামর, দস্ত ছলে মতির পংক্তি, অধর ছলে  
লাল প্রবাল, বর্ণ ছলে কুঙ্কমের ভার, কুচ রূপ কনক কলসে  
ঘন রস ভরিয়া আঁচল চাপা দিয়া চুরি করিয়া চুদ্দি  
(octroi duty) ফাঁকি দিয়া যাইতেছেন। হৃৎকরাং  
তাঁহার বিচার করিতে হইবে।

৫৩৭

স্বরট

“বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা।

ভাড়িয়া আমারে হিয়ার মাঝারে  
লইয়া যাইছ সোনা।

নিবেদন করি শুনল হৃন্দরি  
সহজে তোমরা ধনি।

দধি দ্রুত দেখি যাহ বিলাইয়া  
তবে সে মহিমা জানি।”

“গোয়ালা-ধরম রাখিতে গোধন  
ফিরহ গহন বনে।

পথে লাগি পায়া পর নারী লয়া  
সাধ করিয়াছ মনে।

নাগর নাগরী রসের চাতুরী  
শুনি সখীগণ হাসে।

অহুগা হইতে সাধ লাগে চিতে  
কহয়ে গোবিন্দদাসে।”

অ ১১২

৫৩৮

মোহন বিজয়ী বনে দূরে গেও সখীগণে  
একলা রহিল ধনি রাই।

দুটি আঁখি ছল ছল রাইয়ের চরণতল  
কাহু আসি পড়িল লোটাই।

ধনি জনম সকল ভেল মোর।

তুয়া হেন রসনিধি মিলাইল বিধি আজি  
হৃথের কিবা দিব ওর।

শুন শুন প্রেমময়ি আমি যে তোমার হই  
জনমে জনমে নিজ দাস।

পাতি এই বসনখানি ইথে বৈস বিনোদিনী  
হৃথের করি পছন্দে বাতাস।

কত রবির কিরণ দিছে চলিতে থকিয়া গেছে  
হৃথের মঞ্জরি দুটি পা।

হিয়ার মাঝারে রাগি জুড়াও কমলমুখি  
চন্দনে চর্চিত কর গা।

আনিয়া যমুনার জল ধোয়ায় চরণতল  
মুছে পীত ধড়ার আঁচরে।



চুড়া ভাঙ্গি ফুল নিল রাইয়ের চরণে দিল  
বেদমস্ত্রে করিল আরতি ।  
গোবিন্দদাস কর কত দিব পরিচয়  
বলিহারি দৌহার পিরিতি ॥

ক. বি. ১৮৮

শঙ্কার্থ—হৃথে করি পহরে বাতাস—তুমি আমার  
প্রভু, তোমাকে বাতাস করি ।

৫৩৯

ভূপালী

বাধামাধব নীপ-মূলে ।  
কেলি-কলারস দানছলে ।  
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই ।  
নিভৃত নীপ-মূলে বৈঠল রাই ।  
ভুজে ভুজে বেড়ি দৌহার বয়নে বয়ন ।  
কমলে মধুপ ঘেন হইল মিলন ।  
দৌহার অধর-মধু দৌহে করু পান ।  
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন-বস দান ।  
মীলল দুহঁ জন পুরল আশ ।  
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৬ পৃ:

তঙ্গ ১০০৭

শঙ্কার্থ—নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন-বস দান—রাই  
শেষ পর্য্যন্ত দান ( চূড়ি বা octroi duty ) দিলেন—কি  
দিয়া? না, নিজের অঙ্গের ঘন প্রেমরস দিয়া ।

নৌকাখণ্ড

৫৪০

সখীগণ সঙ্গ

ছাড়ি নন্দ-নন্দন

চললি নাগর-রাজ ।

ভাবিনি মনোরথে চলল বিপিন পথে  
সাধিতে মনোরথ কাজ ॥  
চতুর শিরোমণি কান ।  
হেরি যমুনাঙ্গল মনমথ উখলল  
পুরল মুরলি নিশান ॥  
হজিল তরগীখানি প্রবাল মুকুতা আনি  
মাঝে মাঝে হিরার গাঁথনি ।  
শিখিপুচ্ছ গুণাছড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া  
কেবোয়ালে রজত কিত্তিগী ॥  
তপন-তনয়া-নীরে তরগী লইয়া ফিরে  
বিদগধ নাগর-রাজ ।  
গোবিন্দদাস ভনে কি আনন্দ হইল মনে  
বুহু বুহু নৃপুংস বাজ ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুণি

৫৪১

ধানশী

এ নব নাবিক শ্রামর চন্দ ।  
কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ ॥  
তুয়া বোলে গোবদ যমুনহি তার ।  
ফারলৌ কাঁচুলি ভারলৌ হার ॥  
কর অবসর নাহি দিকইতে নীর ।  
ইতিথনে তবহ না পাওল তীর ॥  
হাম নিরস তুহঁ হাসি উতরোল ।  
কেহ জীউ তেজই কেহ হবি বোল ॥  
এতদিনে কুলবতী-কুলে পড়ু বাজ ।  
চড়ি ইহ নাবে দূর ভেয়ো লাজ ॥  
উঠত কুলে পাব যেই তহঁ মাগ ।  
কাহঁ সঞে খোজি ধরব তুয়া আগ ॥  
গোবিন্দদাস কহ সময় কুকাঙ্গ ।  
নাবিকরতন নাবক মাঝ ॥

মা. প. (১) ২৩১ পদ

সমুদ্র ২৩৭, তঙ্গ ১০২২



মন্তব্য—পদাবলীর নিম্নোক্ত ২৭৪ শ্লোকের ভাব  
লইয়া 'তুয়া বোলে গোরস' ইত্যাদি অংশ লেখা।

বাচা তবৈব যত্ননন্দন গব্যভারো হারোপি বারিণিময়া  
সহসা বিকীর্ণঃ।

কুলং দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োৱনয়োহ্ কুলং কলিন্দ দুহিতুর্গ-  
তথাপ্যদূৰ্বম্।

কর অবসর নাহি ইত্যাদি অংশ পদাবলীর নিম্নোক্ত ২৭৬  
সংখ্যক মনোহরকৃত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত :—

পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পানী  
বিশ্রাম্যাত স্তদপি তে পরিহাসবাণী।

ব্যাখ্যা—হৃদয় নিরবধ—মনোগত অভিপ্রায়। তুয়া  
বোলে গোরস যমুনহি চার ইত্যাদি—তুমি বলিলে যে  
নৌকার ভার কমানো দরকার, তাই ছব যমুনা  
চালিলাম। কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, এমন কি হার  
পর্যন্ত বিসর্জন দিলাম। নৌকায় জল উঠিয়াছে তাহা  
ছেঁচিতে ছেঁচিতে আমার হাতের একটুও ফুরসৎ নাই।  
(অথবা তোমার হাত অস্ত্র কাছে ব্যাপৃত তাই জল  
ছেঁচিবার অবসর নাই) তবু এতক্ষণেও তীবে পৌছানো  
গেল না। আমি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছি, আর তুমি  
হাসিয়া উতলা হইতেছ। কেউ বা মরে, কেউ বা  
হরিবোল বলে। এতদিনে কুলবতীর কুলে বজ্র পড়িল;  
এই নৌকায় চড়িয়া লজ্জা দূরে গেল। এখন ভালোয়  
ভালোয় তীবে পৌছাইয়া দাও, তাহা হইলে বাহা চাও  
তাহাই পাইবে। কাহারও কাছ হইতে খুঁজিয়া আনিয়া  
তোমার সামনে ধরিব। তুমি স্বরত চাহিতেছ, উহা তো  
আমার কাছে নাই, কাহারও কাছ হইতে খোঁজ করিয়া  
আনিয়া তোমাকে দিব। গোবিন্দদাস বলেন যে নৌকার  
মধ্যে নাবিকশ্রেষ্ঠ এ সময়ে কুঁকাজ করিলেন।

৫৪২

শ্রী রাগ

যব লহ লহ হাসি ময়মে মরম পশি  
নায়ে চড়াওই তুহি।

তৈথনে মঝু মন ভৈলহি অনছন  
বেকত ধয়ল ফল মোই।

এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।  
ইহ নাবিক অতি চপল

চপলমতি অব জিউতে উ পরবোধ।  
গগনহি সঘন বিজুরি ঝল ঝলকত

দিনহি ভেল আধিয়ার।  
খরতর পবনে তরপি ঘন ঘরত

পৈঠত জল অনিবার।  
ছকজন পাণি পড়ল জিউ মকট

ইধি জনি করহ বিচার।  
তুয়া ইন্ধিতে আজু সব সখী জীয়ত

গোবিন্দদাস কহ সার।

স্র. প. (১) ২২২ পদ  
ক. বি. ২৭৬২

নম্বর ২৩৭, তর ১৪১২

ব্যাখ্যা—তৈথনে মঝু মন ভৈলহি অনছন—তুমি যখন  
অত খোসামোদ করিয়া, মুহু মুহু হাসিয়া, নৌকায় চড়াইলেই  
তখন আমার মনে চাকলা হইয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম  
তোমার মতলব ভাল নয়; এখন দেখিতেছি আমার  
আশঙ্কা বুধা নহে। এখন সব ব্যস্ত হইল। এই কথার  
উত্তরে সখী বলিতেছেন—রাখে, হরির সহিত কুঞ্জবিনোদ  
বা নিধুবন স্বীকার করিয়া লও।

দোল ও ঝুলন

৫৪৩

লীলাছলে কেন কাকন গোরা।  
গোবিন্দ কাণ্ডরঙ্গে ভেল ভোরা।  
দেবকুমারি নাগবিগণ সঙ্গ।  
পুলক কদম করদ্বিত অঙ্গ।  
কাণ্ডা খেলত গোরতহ।  
প্রেম স্বধাশিদ্ধ অরতি জহ।



ফাও অরুণ তহ অরুণহি চীর ।  
অরুণ নয়ানে বাক অরুণক নীর ।  
কঠে হি ললিত অরুণিম মাল ।  
অরুণ ভকত সব গায় বসাল ।  
কত কত ভাব বিখারল অঙ্গ ।  
নয়ন চুলায়ত প্রেমতরঙ্গ ।  
হেরি প্রিয় গদাধর লহ লহ হাস ।  
সো নাহি বুঝল গোবিন্দদাস ॥

স. প. (১)—১৭

৫৪৪

তথা রাগ

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্রাম ।  
বাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম ॥  
চুয়া চন্দন পরিমল কুসুম  
ফাও-রঙ্গে সব অঙ্গ ভরি ।  
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিঙ্গ  
যুবতি-যুথ শত গায়ত কুমরি ॥  
কেহ অধর ধর কেহ হার হর  
কেহ তহু পরশিয়া রহল বিভোরি ।  
কেহ লেই মুরলি কেহ লেই মুরি  
দূরহি দূরে বহি গাওত হোরি ॥  
ভঙ্ক রবাব উপাঙ্গ পাখাওজ  
করতল-তাল স্তমেলি করি ।  
গোবিন্দদাস-পহ নটবর-শেখর  
নাচত গাওত তাল ধরি ॥

স. প. (১) ২৮১, ক. বি. ১৩৪  
একা ১০৭

সমুদ্র ৪৪০, তরু ১৪০৪

শঙ্কার্থ—ঋতুপতি বিহরই—বসন্তকালে বিহার  
করিতেছেন । গায়ত কুমরি—কুমার গান করিতেছে ।

৫৪৫

তথা রাগ

খেলত ফাও বৃন্দাবন-চান্দ ।  
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ চান্দ ॥  
সুন্দরিগণ কর মণ্ডলি মাঝ ।  
রঙ্গিনি প্রেম-তরঙ্গিনি শাজ ॥  
আও ফাও দেই নাগরি-নয়নে ।  
অবসরে নাগর চুষয়ে বরনে ॥  
চকিতে চন্দ্রমুখি সহচরি-গহনে ।  
যাই ধরল গিরিধারিক বসনে ॥  
তবল-নয়ানি তুরিতে এক যাই ।  
করে সঞ্চে কাড়ি মুরলি লেই ধাই ॥  
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল ॥  
হো হো হোরি তুমুল উত্তরোল ॥  
অরুণ তরুণ তরু অরুণিহ ধরনী ।  
স্থল জলচর ভেল সতে এক বরণী ॥  
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ ।  
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ ॥

ক. বি. ২৭২০

তরু ১৪০৬

শঙ্কার্থ—মনমথ-মনমথ চান্দ—মগ্নধের মন মগ্নন করে  
এমন রূপ । করে সঞ্চে কাড়ি মুরলি লেই ধাই—একজন  
তবল-নয়নী শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুরলী কাড়িয়া লইয়া  
দৌড় দিলেন । অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ ইত্যাদি—  
ফাওয়ার ব্যয়ে জল লাল হইল, পদ্ম ( ব্যক্তনার্থে নয়নপদ্ম )  
লাল হইল ; গোবিন্দদাসের হৃদয়ও আবৃত্ত হইল ।

৫৪৬

তথা রাগ

নটবর ভঙ্গী ফাও-রঙ্গী  
নাগর অভিনব নাগরি সঙ্গ ।  
ঋতুপতি গীত চীত উমতায়ল  
হেরি বদন বৃন্দাবন-বঙ্গ ॥



কাণ্ডা খেলত নওল কিশোর ।

রাধা-রমণ রমণি-মন-চোর ।

হৃন্দরি-বৃন্দ- করে কর মণ্ডিত

মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ ।

নাচত নাগরিগণ ঘন পরিবস্ত্রণ

চূষন-লুবধল নটবর-রাজ ।

কাহ-পরশ-রসে অবশ রমণিগণ

অঙ্গে অঙ্গে মিলি কাপি রহ ।

পূবল সবহঁ মনোরথ মনভব

মোহন গোবিন্দদাস পহ ।

সং. প. (১) ২৮২, ক. বি. ১৩৭ পৃ: তরু ১৪০৭, সমুদ্র ৪৪০

শঙ্কার্থ—মোহন গোবিন্দদাস পহ—গোবিন্দদাসের

প্রভু মনোরথ মনকে মোহিত করেন ।

৫৪৭

বসন্ত

কাণ্ড খেলত বর-নাগর-রায় ।

রাধা রঙ্গিনি বহুবিধ গায় ।

হাসি হাসি হৃন্দরি মনমথ-রঙ্গে ।

কাণ্ড লেই ডায়েরে নাগর-অঙ্গে ।

রসে ধসধসুতহু আধ আধ হেরি ।

চূষা চন্দন দেই বেরি বেরি ।

চপল নাগর কূচ পরশল খোরি ।

চমকি চমকি মুখ রহলিহঁ গোরি ।

কাণ্ড দেওল হরি লোচন-ওর ।

মুন্দল ধনি দুহঁ লোচন-কোর ।

অধরহি চূষন করু তব কান ।

গোবিন্দদাস দুহঁ ক গুণ গান ।

ক. বি. ১৩৪ পৃ:

তরু ১৪৭০

শঙ্কার্থ—মুন্দল ধনি দুহঁ লোচন-কোর—হৃন্দরী

লোচনরূপ দুইটি পদ্মকলি ( কোর=কোরক, কলিকা )

মুদ্রিত বা বদ্ধ করিলেন ।

৫৪৮

শ্রী রাগ

ক্রাম নাগর মনোহর বস গাগরি গোরি ।

নবজলধর অমু উজোর কত খির বিজুরি ।

কাণ্ডা খেলত কাননে বর রসিক মুরারি ।

সঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিনি নব রঙ্গিনি নারি ।

কাহক হৃদয় হার হরি পুন বতিরসে ভোর ।

উচ কূচ কঙ্কু লুফয়ে পুন হাসি দেই কোর ।

গোবিন্দদাস পহ রসিক মুরারি ।

কত কত লীলা করত বিধারি ।

সং. প. (১) ২৮৩, ক. বি. ১৪০

৫৪৯

মালব শ্রীরাগ

নব ঘন কানন<sup>১</sup> শোভিত কুর ।

বিকশিত কুহুমে শোভা অতি পুর<sup>২</sup> ।

নূতন পল্লব<sup>৩</sup>-শোভিত ডাল ।

শারি শুক পিক তহি বোলত রসাল<sup>৪</sup> ।

তহি<sup>৫</sup> বলি অপরূপ বতন-হিঙোর ।

তহি পর বৈঠল<sup>৬</sup> কিশোরি কিশোর ।

ব্রজরমণীগণ দেত<sup>৭</sup> ঝকোর ।

ঐরত জ্বনি ধনি করতহি<sup>৮</sup> কোর ।

কত কত উপজত<sup>৯</sup> বস-পরসঙ্গ ।

গোবিন্দদাস দেখত তহি<sup>১০</sup> বঙ্গ ।

সং. প. ১৮২, ৭ম পত্র

সং. ৩৪৮, তরু ১৪৪২

ক. বি. ৩০১

পাঠান্তর—(১) বনঘন কানন—সং । তরু—

(২) নব ঘন কানন শোভিত পুর ।

বিকশিত কুহুমে হুশোভিত কুর ।

(৩) নব নব পল্লবে (৪) গাওয়ে রসাল (৫) তহি<sup>৬</sup>

(৬) বৈঠলি (৭) দেওত (৮) উপজল ।

শঙ্কার্থ—দেত ঝকোর—কাঁকি বা নাজা দিল, ঢুলাইয়া





দিল। গীরত জনি ধনি করতহি কোর—হৃন্দরী পাছে  
পড়িয়া যান ভয়ে কক্ষ তাঁহাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিলেন।

৫৫০

অভিনব রত্নিনি সঙ্গে বিনোদিনী  
কুলত নটবর রায়।  
কনকে রচিত মণি মরকত  
সুখদ সেজ কোলনায়।  
ধনি মুখ শরদ সুধাকর  
নিরমল নাগর নয়ন-চকোর।  
ঐ পুন নিরখি নিরখি বর হৃন্দর  
আনন্দে তহু মন ভোর।  
শীতল চন্দন দুহু অঙ্গে লেপল  
দুহু গলে শোভে ফুল মাল।  
মোরভে উনমত সঙ্গহি কিরত  
গুণত মধুপ রসাল।  
কোই কুলবতি অতি কৌশলমতি  
ধরি তহি কুলন ভোর।  
আবেশে হৃন্দর মধুর কোলায়ত  
রসময় নন্দ কিশোর।  
কোই হৃন্দারি হৃন্দর গায়ত  
কোই বাজায়ত যন্ত্র।  
বিদগধ রত্নিনি প্রেমতরঙ্গিণী  
বিরচহ রসগর তন্ত্র।  
নীল শ্বেত কুহুম জাতি যুধি মল্লিকা  
কোই বরিধে দৌহ গায়।  
আনন্দ নিমগন শিখী কর নর্তন  
কোই কোই পঞ্চম গায়।  
দুহু রূপ নিরখি হরখি সব সখিগণ  
দিন রজনী নাহি জান।  
কুলল সবহ তরুণি মন  
ঐছন গোবিন্দদাস রস গান।

রাসলীলা

৫৫১

হৃহই

মুরলী অতি হৃন্দর তান।

দরবহি দারু                      মুরে নব পন্নব  
যমুনা বহত উজান।  
ধনি শুনি ধরণী                      ধরণীধর পুলকিত  
শিলা গলি বহতহি নীর।  
নীর তেজি মীনকুল                      উপাড়িয়া পড়ত  
কোই নাহি হোয়ত খীর।  
বৎস তেজি দুহুপান                      উর্ধ্বমুখে ধায়ত  
কানন তেজি মৃগী ধায়।  
গোবিন্দদাস ভনে                      ভগত কুলল গানে  
মধুর মুরলীর বালাই বাই।

পণ্ডিত বালাজী মহাশয়ের পুথি

শব্দার্থ—দরবহি দারু—কাঠও অব হয়। ধরণীধর  
পুলকিত—পর্কতও আনন্দিত।

৫৫২

শুনিঞা মধুর মুরলীতান  
সহিল নহিল রসের প্রাণ  
অস্তবে ভেদল মদন-বাণ  
চলল নিকুঞ্জ মাঝে বে।  
অঙ্গে পহিরল জলদ-বাস  
বিদির অবধি লাস বিলাস  
মধুর মধুর কোমল হাস  
কক্ষণ কিঞ্চিৎ বাজে রে।  
ঠাচব চিকুরে কবরী সাজ  
রতন-জড়িত ধোপার সাজ  
কুন্দ কনক মাঝহি মাঝ  
মল্লিকা মালতী ঘেরিঞা।



জিনি সরোবর চরণে বসে  
নখমনি তাহে বিধুকে নিন্দ  
রসের আবেশে গমন মন্দ  
মদন কান্দয়ে হেরিঞা ॥  
রচিঞা মঙ্গলকৈলি সুসাজ  
চৌদিগে বেড়িঞা নাগরি রাজ  
প্রবেশ করল নিরুত্তর মার  
মিলল তহিঁ শ্রামরায়ে রে ।  
নয়নে নয়নে মীলল কাহ্ন  
উপজল কত রসের বান  
ও রসমাগরে গোবিন্দ ডুবল  
কি দিব উপমা তার রে ॥

সকল গোপীর আগে পাইল মেহি রামা ।  
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা ॥

ক. বি. ৮৪ পৃ:

অ. ১১৪

শব্দার্থ—না সহরে অথর—কাপড় সামলাইতে পারে  
না । করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ—পায়ের অলঙ্কার  
হাতে পরিল ।

৫৫৪

মাঘুর

সঙ্গীতদাসের পুঁথি পৃ: ৩৫

সং. ৩২২

শব্দার্থ—সহিল নহিল—সহিতে পারিল না । পহিরল  
জলদ-বাস—মেঘবর্ণের সাদী পরিল । বিধির অবধি লাস  
বিলাস—লাস্তবিলাস যতদূর বিধাতা করিতে পারেন তত-  
দূর করিল ।

মন্তব্য—এই পদটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়  
নাই বলিয়া ডাঃ হুম্মার সেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার  
৩৬ খণ্ডে উদ্ধৃত করেন । কিন্তু সংকীর্ণনামুত্তের ৩২২  
সংখ্যক পদ এইটি ।

৫৫৩

ধানশী

কি যে শুনি সুধাময় মুরলীর রব ।  
না সহরে অথর ধায় গোপী সব ॥  
করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ ।  
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঙ্কন ॥  
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননেতে ধায় ।  
পর-পানে শিশু ছাড়ি মেহ গোপী যায় ॥  
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল ।  
শ্রাম অম্বরাগে মেহ তহু তেয়াগিল ॥

নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাভনি  
মোহিনি বেশ বনাওলি তাহি ।  
মনমথ চীত ভীত নাহি মানই<sup>১</sup>  
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥  
মিললি<sup>২</sup> নিরুত্তে কুঞ্জর-বর-গমনী ।  
যুবতি যুথ মেলি<sup>৩</sup> গাওত বাওত  
চলত চিত্র-পদ বিদগদ রমণী ॥  
হেরই<sup>৪</sup> শ্রাম অরত-রণ-পণ্ডিত  
হাসি মদন-মদে মাতলি বালা ।  
রতি-রণ-বীর বীর সহচরি মেলি  
বরিথই বিষম নয়ন শর জালা<sup>৫</sup> ॥  
নয়নে নয়নে কণে ভুজ ভুজ বন্ধন<sup>৬</sup>  
তহু তহু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ ।  
গোবিন্দদাস কহই অব না বুঝিয়ে  
বাজত কিঞ্চিৎ কোন তরঙ্গ ॥

মা. প. (১) ১০২, ক. বি. ২০২৮

তরু ১০৬৫, কী ২১১, অগদা  
১৭৭, সমুদ্র ২২৭

পাঠান্তর—(১) মানত—ক্ষ (২) চললি—তরু  
(৩) যুবতি-যুত-শত—ক্ষ (৪) হেরইতে—ক্ষ (৫) বরিথয়ে  
নয়ন-কুহুম-শর জালা—তরু (৬) ভুজে ভুজে বন্ধনে—  
ক্ষ ; ভুজে ভুজে সন্ধান—তরু ।



৫৫৫

কামড়া

শরদ চন্দ পবন মন্দ  
বিপিনে ভরল কুহুম-গন্ধ  
ফুল মল্লিকা মালতি যুধি  
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।  
হেরত রাতি ঐছন ভাতি  
শ্রাম মোহন মদনে মাতি  
মুরলি-গান পঞ্চম তান  
কুলবতি-চিত-চোরণি ॥  
শুনত গোপি প্রেম রোপি  
মনহিঁ মনহিঁ আপন সৌপি  
তাহি চলত বাহি বোলত  
মুরলিক কল লোলনি।  
বিছুরি গেহ নিজহঁ দেহ  
একু নয়নে কাজর-রেহ  
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর' একু  
একু কুণ্ডল দোলনি' ॥  
শিখিল-ছন্দ নীবিক বন্ধ'  
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ  
খসত বসন রসন চোলি  
গলিত বেণি লোলনি।  
ততহিঁ' বেলি সখিনি মেলি  
কেহ কাহক পথ না হেরি  
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ  
গোবিন্দদাস গাওনি ॥

আহ্বান করিতেছিল, সেইখানে চলিলেন। বিছুরি গেহ  
নিজহঁ দেহ ইত্যাদি—তাহারা ঘর তুলিলেন, নিজের  
দেহও তুলিলেন, বেশভূষা করিতে তুলিলেন। এক নয়নে  
কাজলের রেখা অঙ্কন করিলেন, অজ্ঞ নয়ন খালি রহিল।  
বাহতে একখানি নুপুর পরিলেন আর এক কানে একটি  
কুণ্ডল তুলিতে লাগিল। নীবির বন্ধন শিখিল হইয়া পড়িল।  
কেহ কাহকো পথ না হেরি—“আজগুরুতোত্তমলক্ষি-  
তোত্তমাঃ”—ভাঃ ১০।২০।৪। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার  
জন্ত মন এমন ব্যাকুল যে পথে বাইবার সময় আর কিছুই  
চোখে পড়ে নাই—সমস্ত মন শ্রীকৃষ্ণেই নিমগ্ন।

৫৫৬

মল্লার

বিপিনে মিলল গোপ-নারি  
হেরি হসত মুরলিধারি  
নিরখি বয়ন পুছত বাত  
প্রেম-সিন্ধু-গাহনি'।  
পুছত সবক গমন-ধেম  
কহত কীয়ে করব প্রেম  
ব্রজক সবহঁ কুশল বাত  
কাহে কুটিল চাহনি ॥  
হেরি ঐছন রজনি ঘোর'  
তেজে তরুণি পতিক কোর  
কৈছে পাওলি' কানন ওব  
কহত থোর কাহিনী'।  
গলিত-ললিত-কবরি-বন্ধ  
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ  
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দল  
বেড়ল বিশিখবাহিনী' ॥  
কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি  
নিকুণ্ডে ভরল কুহুম-পাতি  
হেরত শ্রাম ভ্রমর-ভাতি  
বুঝি আওলি সাহিনী'।

সা. প. (১) ১১৪, ক. বি. ৮০ পৃঃ  
গো ২৮, বৃ ২১

তরু ১২৪৫, কী ২২০, সা ২৭৮,  
কণলা ২০।৪, সমুদ্র ২২১

পাঠান্তর—(১) কঙ্কণ—তরু (২) ভোলনি—তরু  
(৩) নীবিকো বন্ধ—ক্ষ (৪) এতহ—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শুনত গোপি প্রেম রোপি ইত্যাদি—মুরলীর  
ধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ প্রেম স্থাপন করিয়া, মনে মনে  
আত্মসমর্পণ করিয়া যেখানে সেই মুরলী অশ্রুট মধুর শব্দে



এতহঁ কহত না কহ কোই  
রাখত কাহে মনহি গোই  
ইহহি আন নহই কোই  
গোবিন্দদাস গাহনি ।

সি. প. (১) ১১৬ পদ  
ক. বি. ৮৪ পৃঃ  
বু ২১, গো ২২

জগদা ২০১৫, তর ১২৪৩,  
সং ২৭২, কী ২২০

পাঠান্তর—ক্ষণদা—(১) মদন-সিদ্ধ-গহনী (২) হেরত  
ঐছন রজনী ঘোর (৩) আওলি (৪) ধোর নহত কাহিনী  
—তরু (৫) বেচল বিপথ-বাহিনী—তরু (৬) বুদ্ধিয়ে  
আয়ল সাহিনী—ক্ষ (৭) ইহহি আন কোই না হই—ক্ষ ।

ব্যাখ্যা—রাসে সমাগতা গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ছল  
করিয়া উদাসীনতা দেখাইতেছেন। গোপ-নারীরা (গোপ-  
দিগের পরিণীতা স্ত্রীগণ) বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে  
মুরলীধারী হাসিয়া তাহাদের মূখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন—সেই জিজ্ঞাসা যেন গোপীদের প্রেমসিদ্ধিতে  
অবগাহনতুল্য (গোপীদের ভালবাসা কতটা গভীর তাহা  
বুদ্ধিবার জন্ত এই অবগাহন-রূপ জিজ্ঞাসা করা)। শ্রীকৃষ্ণ  
যেন গোপীরা কেন আসিয়াছেন কিছুই জানেন না, এমন  
কি তাহাদের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা আছে তাহাও স্বীকার  
না করিয়া সাধারণ ভ্রাতৃত্বচক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন—তোমাদের এখানে আসিতে কোন কষ্ট হয়  
নাই তো? তোমাদের কি প্রীতিচক কার্য করিব বল  
(What can I do for you?)। ব্রজের সকলের কুশল  
তো? এ সব প্রশ্ন শুনিয়া তোমরা কুটিল দৃষ্টিতে চাহিতেছ  
কেন? (এই চরণ কয়টি ভাগবতের প্রায় অবিকল  
অনুবাদ—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।

ব্রজস্তানাময়ং কচ্ছিদু ক্রত্যাগমনকারণম্ । ১০।২০।১৭  
গোপীদের কুটিল দৃষ্টিতে তাকানো গোবিন্দদাসের  
মৌলিক) ।

এমন ঘোর রজনীতে তোমাদের মতন তরুণীরা পতির  
কোল ছাড়িয়া কিরূপে বনের প্রান্তে আসিলে? এ তো  
কম কথা নহে। নিশ্চয়ই ওকতর কিছু ঘটয়াছে!

তোমাদের স্বন্দর কবচীর বদন খুলিয়া গিয়াছে।  
যুবতী তোমরা দৌড়াইতেছ কেন? গৃহে কি ঝগড়া  
হইয়াছে? না, ধনুর্ধার লইয়া কোন দহ্যদল ঘর  
ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। (বিশিখবাহিনী—ক্ষণদার পাঠ  
অর্থাৎ বাণ লইয়া বাহিনী। তরুর পাঠ—“বেচল  
বিপথ-বাহিনী”। উহার অর্থ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়  
করিয়াছেন—“বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলটা স্ত্রীগণ কি  
তোমাদিগকে বেষ্টিত করিয়াছে?” ইহাতে অর্থ ও  
পৌরোপরি ঠিক বজায় থাকে না, তাই ক্ষণদার পাঠই  
ভাল বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যপরিষদের ১১৮৩ সাল  
বা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ১০০ সংখ্যক পুথিতেও “বিশিখ  
বাহিনী” পাঠ আছে।) কিম্বা আপদ বিপদ কিছুই হয়  
নাই। শরৎকালের চাঁদনি রাত্রি, ফুলে ফুলে কুণ্ড ভরিয়া  
উঠিয়াছে, তাহাতে শ্রামভ্রমর (শ্রামরূপ ভ্রমর কি?)  
শোভা পাইতেছে (ভাতি)। তাহাই দেখিতে বুদ্ধি  
স্বাধীনা (সাহনি) হইয়া আসিয়াছে? এত কথা বলিতেছি  
তবুও কেউ তোমরা কিছু জবাব দিতেছ না কেন? মনে  
কথা গোপন রাখিতেছ কেন? এখানে অন্য কেউ নাই  
—স্বচ্ছন্দে বলিতে পার। গোবিন্দদাস এই গান  
করিতেছেন।

৫৫৭

ধানশী

ঐছন বচন কহল যব কান ।  
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ।  
টুটল সবর্জ মনোরথ-করনি ।  
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি ।  
আকুল অন্তর গদগদ কহই ।  
অকরণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই ।  
শুন শুন সুকপট শ্রামর-চন্দ ।  
কৈছে কহসি তুহঁ ইহ অতবন্দ ।  
ভান্ধলি কুল-শিল মুরলিক সানে ।  
কিঙ্করিগণ জহু কেশ ধরি আনে ।



অব কহ কপটে ধরমযুত বোল ।  
ধার্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল ।  
তোহে সৌপিত জিউ তুয়া রস পাব ।  
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব ॥  
এতহঁ কহল ব্রজ-যৌবত মেল ।  
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল ॥  
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস ।  
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ৮৭

তরু ১২৪৭

ব্যাখ্যা—তাহার মুরলীর কলধনির ব্যাকুল আস্থানে ঘর ছাড়িয়া গোপীরা আসিয়াছেন, তাহার একপ উদাসীনের মতন কথা শুনিয়া গোপীরা আর চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তাহাদের মনের সকল অভিলাষ বোধ হয় ছিন্নভিন্ন হইল। মুখে কিছুই বলিতে না পারিয়া তাহারা হেঁটমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা ব্যাকুল মনের ভাব আর লুকাইতে না পারিয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে কপটদের শিরোমণি শ্রামচন্দ্র, তোমার এই নিষ্ঠুর বচন-রূপ তীক্ষ্ণ শর আর সহ্য হয় না। তুমি কেমন করিয়া এই রকম কথা (ইহ অশুভবাক্য) বলিতে পারিলে? তুমি মুরলীর শব্দে আমাদের কুলশীল ভাঙ্গিলে; ক্রীতদাসীদিগকে যেমন করিয়া কেশে ধরিয়া টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া আমাদের টানিয়া আনিয়াছ। আর এখন কিনা চল করিয়া ধর্মের কথা শুনাইতেছ! তুমি যে কেমন ধার্মিক তাহা তো আমাদের অজানা নাই। ধার্মিক ব্যক্তি কি কখনও কুমারীদের বস্ত্র হরণ করে? তোমাকেই আমাদের প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। তোমার প্রেমমধু আমরা নিশ্চয়ই পাইব। তোমার শ্রীচরণ ছাড়িয়া আমরা এখন কোথায় যাইব?

যখন ব্রজযুবতীরা মিলিয়া এইসব কথা বলিলেন, তখন নন্দনন্দন খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া সেখানেই বিলাস আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দদাস আনন্দের সহিত উহা দেখিতে লাগিলেন।

মন্তব্য—

তুলনীয়—কৃত্তা মুখাভবন্ত্যঃ স্বদনেন শুভ-  
দ্বিধাধরাণি চরণেন ভুবং লিপন্ত্যঃ ।  
অশ্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুসুমনি  
তদ্রমুজন্ত্য উরুহঃখভরাঃ স তু কীম্ ॥

ভাঃ ১০২২২২

কিশরিগণ জহু কেশ ধরি আনে—এটি যে মধ্যযুগের প্রথা ছিল তাহা আমার পুত্র ভট্টর শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার তাহার 'Socio-Economic History of Northern India' 1030-1194 নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৮) ত্রয়োদশ শতাব্দীর দাসী-বিক্রয়ের দলিল হইতে দেখাইয়াছেন। ঐ দলিলে একটি সর্ব হইতেছে যে, দাসী যদি পলায়ন করে তাহা হইলে তাহাকে চূলে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিবার ক্রমতা ক্রেতার থাকিবে।

৫৫৮

বেলোয়ার রাগ

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ  
করতল তাল তরল একু মেলি ।  
চলত চিত্রগতি সবহ কলাবতি  
করে করে নয়নে নয়নে কর খেলি ।  
নাচত শ্রাম সবে ব্রজনারি ।  
জলদ পুঝে জহু তড়িত লতাবলি  
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিখারি ।  
নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল  
শ্রম জল ঢল ঢল বদনহি চন্দ ।  
রস ভরে গলিত ললিত কুচ কঙ্ক  
নীবি ধসত অরু কবরিক বন্ধ ।  
দুহঁ দুহঁ সরস পরশ রস লালসে  
রহই তহু তহু লাই ।



গোবিন্দদাস পছ মুরতি মনোভব  
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই ॥

না. প. (১)—১১

কণ্ঠা ৩০১২, সমুদ্র ২২৪

ক. বি. ১২৩৩, ২৪৮৪, ২৬০০

তাল ১২৬৬, সাং ২৪৪, কী ২২১

গো ২৮

শঙ্কার্থ—নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল—মৃত্যুর  
হিলোলে কুণ্ডল ছলিতেছে। মুরতি মনোভব—মুগ্ধমান  
কামদেব।

৫৫৯

মিশ্র বেহাগ

রাধাশ্রাম নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া।

জলধর শ্রাম

একি অহুপাম

ধির বিজুরি বামে রাখিয়া ॥

যুগ যুগ যুগতা

অঙ্গ-ভঙ্গে চলে পা

নখমণি বলমলিয়া।

মঞ্জীর মুক

এ বড়ি কৌতুক

কিঙ্কণী কিনিকিনিয়া ॥

নাচে যদুবীর

শির করি ধির

কুণ্ডল মুহু দোলনিয়া।

মাধব গানে

স্বরকুল বাধানে

মুনি জনার মন মোহনিয়া।

অংসে অংসে দুহ

বিনিহিত বাহ

হাস দামিনি দমনিয়া।

অঙ্গ-ভঙ্গি করি

নাচে রাসবিহারী

গোবিন্দদাস হেরি মাতিয়া ॥

মাধুরী ৩০৫৩৭

শঙ্কার্থ—মঞ্জীর মুক—পায়ের নুপুরে একটুও শব্দ  
হইতেছে না। অংসে অংসে—কাঁধে কাঁধে। হাস দামিনি  
দমনিয়া—তাঁহাদের হাসির ঝলক বিদ্যাতকেও হারাইয়া  
দেয়।

৫৬০

বরাড়ি

শরদ অখণ্ড নিশি রাস পরিচ্ছেদ।

মধুর মধুর তাহে গায় নটবাদ ॥

বলয়া নুপুরধনি বাজয়ে অধিক।

শশধর উজ্জল প্রকাশ দশ দিগ ॥

নাচে সব ব্রজবধু অতি উল্লসিত।

মিলিয়া শ্রীবন্দাবনে গোপাল সহিত ॥

প্রতি যুখে মণ্ডিত কুণ্ডল উৎপল।

উচ্চ পয়োধর ভার গলিত অঞ্চল ॥

নিপতিত কবরি জড়িত ফুলদাম।

গোবিন্দদাস কহে অতি অহুপাম ॥

ক. বি. ২৪২৩

৫৬১

বেলাবলি

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজবালা ॥ ৫ ॥

বেঢ়ল গৌরাদী সব যশোদানন্দন।

বিদ্যাতের মালা যৈছে মেঘ সন্নিধান ॥

শ্রীগোকুল অধাকর সঙ্গে অধাময়ী।

প্রেম-জ্যোৎস্না বলমল কোটীন্দু-বিজয়ী ॥

বলয়া নুপুর মণি কিঙ্কণীর বোল।

মধ্যে মধ্যে স্মিলিত মুরলী উজোর ॥

রাজহাট মাঝে যে পতাকা শশধরে।

কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে ॥

রাস হাট গোপিকার পসরা যৌবন।

গ্রাহক তাহাতে ভেল মদনমোহন ॥

কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে।

সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে ॥

কোন গোপী রাসহাটে অমমুত হইয়া।

আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥



তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ সেন আলিঙ্গন ।  
গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥

মাদুরী ৩৪২২

ফুর বহা ধরয়ে বৈভব অপকৃপ ।  
গোবিন্দদাস কহে বচন স্বরূপ ॥

ক. বি. ২৫২৭

ব্যাখ্যা—কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে—  
চৌকীদারেরা যেমন মাক রাতে চীৎকার করিয়া লোককে  
জাগাইয়া দেয়, কোকিলা তেমনি তাহার কাকলীর দ্বারা  
মদনকে জাগাইল ।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদন মহিপতি পাওল অদান—মদন  
মহারাজা যেন দানহীন ( শুদ্ধহীন ) হইলেন ; শুদ্ধ পান  
নাই ; আদায় করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন ।

৫৬৩

কেদার

৫৬২

ভ্রমর গতিক ধনি ঘন বাজে বাজ ।  
কোকিল কোটাল কুহরে উচ্চ নাট্য ॥  
শ্রীমদন মহিপতি পাওল অদান ।  
উপরেতে উঠাইল পতাকা নির্ধাণ ॥  
মনোহর বৃন্দাবন যমুনার তটে ।  
শরদ পূর্ণিমা নিশি বহু বাসহাটে ॥  
এবর বরজ বধু মিলাইয়া পারা ।  
নব নব যৌবনি আসিয়া পসারা ॥  
চুষ আলিঙ্গন দানে হৈল আওয়ারা ।  
সকলে গাহক মাত্র মদন গৌয়ারা ॥  
কারু পয়োধর মধুর বদন ।  
কাহারু দাড়িধবৎ কাহারু শ্রীকল ॥  
কবরী সরসী রহ চিকুর চামর ।  
ভুরু যুগ কুটিল কেহ দণ্ড আশিষ্বর ॥  
দশন মোতিম হার অধর প্রবাল ।  
জঘন কমকাসন সুখদ রসাল ॥  
বিরচিত কুসুম কুটীর বারি বারি ।  
অন্তরে অতরু সমান সভয়ে তাহারি ॥  
প্রবেশি প্রেমের হাটে বরজ তরুণি ।  
হাস পরিহাস সভে করে বিকিকিনি ॥  
বিবিধ বিহঙ্গ যুগী নিবসে নগরে ।  
মন্দ মন্দ সমীরণ আমোদে বিহরে ॥

মৌলি মঞ্জুল গুণ ফলফুল  
কুটিল কুন্তল সোহি ।  
জঘন চকল বদন শিখিল  
অখিল-জন-মন-মোহি ॥  
গোপীগণ মাক নাগর বিরাজে  
নাচয়ে নর্তক বীর ।  
সকিত অমৃত মুরলি কী পুত  
বঙ্গ বহত যমুনাক তীর ॥  
কণ্ঠে নবদাম দোলে অচ্যপাম  
স্বর্ণ মণিময় হার ।  
কর্ণে কলমল মকর কুণ্ডল  
কচির গণ্ড-বিহার ॥  
শোভা পরিপাটি কটি দেশে ধটি  
কচির কিত্তিণি জান ।  
চরণে মঞ্জির মঞ্জল বরকর  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ক. বি. ২৬০৩

ব্যাখ্যা—মৌলি মঞ্জুল গুণ ফলফুল ইত্যাদি—মাথায়  
গুঞ্জার সুন্দর ফল ও ফুল । উহা কুটীর ও কুন্তল উভয়কেই  
শোভিত করিল ।

৫৬৪

নটবর বেশ কেশপাশ  
ভূষণ চকল চম্পকচূর ।



তাহে বেড়ি গুহ পুহে পুহে লম্বিত  
তাহে বেড়ি বৃদ্ধি ফুল ।  
রতি রঙ্গে শমিতা ভঙ্গিলা  
গোপী সঙ্গে রঙ্গে নৃত্যতি গোপাল ।  
কিং কিং কিহিণি কিং কিং মন্দিরা  
ছন্দর নিনাদ বিশাল ॥  
তাঁথে থৈ থুমুথু থুমুথু  
থুমদি থনাথনা দিস্তাথা ।  
তাধিক তাধিক থৈ থৈ মধুর মুহুধনি  
রঙ্গে ভঙ্গে পড়ে পা ॥  
নটুয়া জিনিয়া নটী নটিনী জিনিয়া নট  
বিবিধ হুছন্দ গীতশালী ।  
গোবিন্দদাস গান পুরন্দর বাথানে  
ভাল রে ভাল রে ভালি ॥

ক. বি. ২৩০৪

৫৬৫

মরুজ উপাঙ্গ বীণা বেণু মাধুরি  
পুরই রাস-বিলাসিনি ।  
অঙ্গ ভঙ্গ রব কিরণ কটিতটে  
রহুহু কিহিণি ধনি ॥  
তাধিনি তাধিনি ধিনতা বাজে মৃদঙ্গ  
নর্তক গোবুল রায় ।  
করতলে তাল মিলিত মধুর  
হৃদর ধনী রস গায় ॥  
অংস বিলোলা অংস বিরাজিত  
উড়ই শিখিপুচ্ছ চূড় ।  
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ  
গোপী সঙ্গে বেদ-নিগূঢ় ॥

ক. বি. ২৩০৫

শঙ্কার্থ—পুরই—পূর্ণ করিল । অংস বিলোলা অংস  
বিরাজিত—শ্রীকৃষ্ণের চকল স্বক্ণের উপর শ্রীরাধার স্বক্ণ

রহিয়াছে । বেদ-নিগূঢ়—এই লীলা বেদেও প্রকাশিত হয়  
নাই ।

৫৬৬

রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত  
করণ কবরি শোহন ।  
ঈষদ হুহাস মধুর পরকাশ  
ভ্রুভঙ্গ বিলাস মোহন ॥  
কুহুম কাননে গোপবধূগণ  
বেড়িয়া গায় গোপালে ।  
যেন মনোহর বিজুরি নিকরে  
শোভে মেঘমণ্ডলে ॥  
ভাল তহু মাঝ কিহিণি বিবাজ  
অচল কুচ আঁচল ।  
কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল  
কচির গণ্ড বিশাল ॥  
কবরি হৃন্দর গন্ধ ফুলভর  
বাঙ্কল হুছন্দ ছন্দে ।  
গোবিন্দ রচিত রসিক মনোরথ  
প্রেম দেই প্রেমানেন্দে ॥

ক. বি. ২৩০৬

শঙ্কার্থ—রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত—নুপুর বং  
করিয়া শোভাযুক্ত হইয়াছে ।

৫৬৭

দুই দুই গোপিনি অস্তরে কৃষ্ণকেলি ।  
দুই দুই কৃষ্ণ মাঝ গোবরি গোবরি মেলি ॥  
অপরূপ রতন রসাল ফুলবনে ।  
শত শত রমণি রময়ে একজনে ।  
কনক চম্পক সঙ্গে মরকত মণি ।  
বিশাল মৃণাল যেন বিরল গাঁথনি ॥



স্বরতরু বেড়িয়া মণ্ডলি ছুই ফেরি ।  
তার মাঝে থাকি কৃষ্ণ পূরয়ে বাঁশরি ॥  
উঠেঃথরে গায় গীত বরজ নাগরি ।  
কুবলয় বেড়ি যেন গুহরে অমরি ॥  
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা ।  
মেঘগণ ঘেরি যেন খেলিছে চপলা ॥  
রক্তকণ্ঠ স্মাধুর্ঘ্য সকল ভূষিত ।  
দেখিয়া পরমানন্দ পরম পিরিত ॥  
কেহ শ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণের অঙ্গে ভুজ দিয়ে ।  
মুক্ত কবরি ভরে রহে দাওইয়ে ॥  
কেহ বা চন্দন বাহ আত্মাণের ছলে ।  
মনোরঞ্জে ঘন চুষ প্রদানে গোপালে ॥  
সখি গণ্ডে গণ্ডে দিয়া নন্দের নন্দন ।  
গোবিন্দদাস কহে রসিক সৃজন ॥

পরম মোহিত চক্রে দেখিয়া নয়ানে ।  
বিশ্বয় জদয় হৈয়া রহিলা গগনে ॥  
তবে হরি শ্রমযুক্ত হেরি নারিগণ ।  
নিজ করে ধরি মুখ করেন মার্জন ॥  
কর পরশনে গোপী পাইল পিরিত ।  
অহুগত হরি বৃষ্টি হৈল হরষিত ॥  
শ্রম বিমোচন হেতু নন্দের কুমার ।  
চলিলা অবলা সঙ্গে যমুনা বিহার ॥  
কুসুম রঞ্জিত রহে গন্ধ দশদিগ ।  
মত্ত মধুকর সব বেষ্টিত চৌদিগ ॥  
সবে এক গোপাল সমূহ গোপনারি ।  
একমেলি হয়ে ধায় নানা রঙ্গ করি ।  
গোবিন্দদাস কহে শুনহ নগোরি ॥

ক. বি. ২০০৮

ক. বি. ২০০৭

৫৬৮

কোন সখী নৃত্যগীতে শ্রান্তিযুক্ত হয় ।  
কুচ ভার কর পদ আর পায় লয় ॥  
কপাল কুণ্ডল স্বর্ণে খেত উৎপল ।  
সর্দাঙ্গ ভিজিয়া গেল নিজ অঙ্গ জল ॥  
এইরূপে গোয়ালিনী লৈয়া বনমালী ।  
মোহিয়া আপন রঞ্জে করে নানা কেলি ॥  
যেন সীধু পরিহাস লৈয়া নিজ ছায়া ।  
তেন নিজ রঞ্জেতে রঙ্গিণী ব্রজমায়া ॥  
শত শত গোপনারী মাঝে এক কাহ্ন ।  
তুঘিয়া প্রেমের রসে হৈয়া তত তহ্ন ॥  
আগাস আলিস হৈল যতেক গোপিনী ।  
কবরি খসিয়ে পুষ্প পড়িছে ধরণী ॥  
অবিরত ক্ষিতি নিপতিত তরুলতা ।  
যতেক করয়ে কেলি কি কহিব কথা ॥  
দেখিয়ে সে সব কেলি অমর নাগরি ।  
কামে অচেতন হয়ে সতে পড়ে ঢলি ॥

৫৬৯

বিহাগড়া

নাগর টেব্রে টেব্রে হেরই রাই বয়ান ॥ ১ ॥  
যুখে যুখে গোপী লইয়া যশোদা-নন্দন ।  
রাসকলীড়া বৃন্দাবনে কৈলা আরম্ভন ॥  
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলী ।  
মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী ॥  
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর ।  
হুই হুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর ॥  
গোপিকার কাঁধে বাহ হৈল কুতূহলে ।  
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে ॥  
যুখে যুখে রমণী বিহরে বনমালী ।  
রাসরস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী ॥  
হেমমণি আভরণ যত রূপবতী ।  
মধ্যে মধ্যে মরকত শ্রাম যদুপতি ॥  
কিবা সে মণ্ডলী শোভা গোপিনী গোপাল ।  
মরকত গাঁথা জহ্নু হেমমণি-মাল ॥



কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল ।  
 মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদা গোপাল ॥  
 অস্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে ।  
 রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥  
 ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে সঙ্গে রসিক মুরারী ।  
 স্বর্গেতে ছন্দুভি বাজে নাচে বিজ্ঞাধরী ॥  
 গন্ধর্ব্ব কিয়র গীত গায় উচ্চস্বরে ।  
 পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥  
 অদ্ভুত মন্দহাস্ত অঙ্গ বিলোকনে ।  
 নৃত্য গীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥  
 শ্রাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা ।  
 নব জলধরে জহু বিদ্যাতের ছটা ॥  
 বলয়া নৃপুংস মণি বাজয়ে কিঙ্কণী ।  
 রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি ॥  
 করয়ে নর্ত্তক রসে হরিশে মুরারি ।  
 গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের হৃন্দরী ॥  
 কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চস্বরে ।  
 সাধুবাদ দেন তাহে শ্রাম নটবরে ॥  
 কোন গোপী রাসরসে অমযুত হৈয়া ।  
 আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥  
 তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন ।  
 গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥

মাধুরী ৩। ৪৪৬

৫৭০

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি ।  
 শ্রামের বামে পাড়াইল নবীন কিশোরী ॥  
 দুই অঙ্গ পরশিতে দুই ভেল ভোর ।  
 আজুক আনন্দ কো কর ওর ॥  
 নব রঙ্গিনী রাধা রসময় শ্রাম ।  
 চৌদিকে গোপিনী সব অতি অহুপাম ॥

অপরূপ রাধা কাহু বিলাস ।  
 আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ৩। ৪৪৭

৫৭১

রাধাশ্রাম দুই রে বিহরে কুণ্ডবনে ।  
 দুই চন্দ্র এক ঠাম বয়ানে বয়ানে ॥  
 কাজরে মিশেছে রাই নব গোবোচনা ।  
 নীলমণির অস্তরে পশিছে কাঁচা সোনা ॥  
 নব কুবলয় জিনি নাগর শ্রাম ।  
 কথিত কাঞ্চন জিনি রাই অহুপাম ॥  
 বিনোদিয়া নাগরের নাগরী রহ কোলে ।  
 কাল জলে সোনার কমল যেন হেলে ॥  
 সোনার বরন রাই কালিয়া নাগর ।  
 সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর ॥  
 রাধা শ্রামের রূপে কি দিব তুলনা ।  
 কাহু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥  
 গোবিন্দদাস দৌহা দেখিয়া বিভোর ।  
 সোনার সোহাগা যেন মিশায়েছে জোর ॥

ক. বি. ৮৪১

৫৭২

এ রাসমণ্ডল মাঝে যুগলকিশোর ।  
 নাচত দৌহে স্থখের নাহি ওর ॥  
 ভাব ভরে তরু সব লম্বিত হইয়া ।  
 দৌহার চরণতলে পড়ে লোটাইয়া ॥  
 তা দেখি মধুর সব নাচে ফিরি ফিরি ।  
 জয় রাধাশ্রাম বলি নাচে দুই শরী ॥  
 জয় রে জয় রে জয় যুবভাষকতা ।  
 ডালে বসি ডাকে শিবি প্রেমে বহে বহা ॥  
 চাঁদ জিনি চকোর চকোর জিনি শশি ।  
 অপরূপ দুই চাঁদ যেন মিশি ॥



দৌহ অঙ্গ ফেরাকিরি হেরাহেরি বাহ ।  
শরদ পূর্ণিমার চাঁদ গরাসিল বাহ ।  
বৃন্দাবনে স্থখের হিজোল বহি যায় ।  
গোবিন্দদাস হেরি ওর নাহি পায় ॥

ক. বি. ৮৫৭

কনকলতায় তমালহঁ কত কত  
দুহঁ দুহঁ তহু তহু বান্ধ ।  
কত কত পটুমিনি পঞ্চম গাওত  
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাব ।  
মধুকর মেলি কত পটুমিনি গাওত  
মৃগধল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৫৮৪  
গ. ২০, গো ২৭

কপলা ৩০১৪, সা ২৮৭, কী ২২১  
তক ১২৫৮, সমুদ্র ২২৪

৫৭৩

রাধাশ্রাম নিকুল মন্দির মাঝ ।  
চৌদিকে ব্রজবধু মঙ্গল গায়ত তেজি কুলভয় লাজ ।  
শরদ যামিনী, সুন্দর কামিনি, চকল লোচনে চায় ।  
মদন-ভুজঙ্গমে রাই বে দংশল, চলি পড়িছে শ্রাম গায় ॥  
কাহ্নু ধনুস্তরি, রাই কোরে ধরি, ঔষদ চূষন দান ।  
নাগর নাগরি যো রসে আগরি, দুহি দুহঁ একই পরাণ ॥  
স্বর্গে বিজ্ঞাধরি, করজোড় করি, করতহি পুষ্পকি রাস ।  
নানা যন্ত্র মেলি, বাজত মুরলি, কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মন্তব্য—শ্রীমজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে (পৃ: ২৫)  
ভা: স্বকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে  
প্রকাশিত ।

৫৭৪

কামোদ

কাঞ্চন-মণিগণে জহ্নু নিরমাণল  
রমণী-মণ্ডল-সাজ ।  
মাঝহি মাঝ মহা মরকত মণি  
শ্রামর নটবর রাজ ॥  
বৃন্দাবনে অপরূপ রাস-বিহার ।  
ধীর বিজুরি সঞ্চে চকল জলধর  
বরিধয়ে রস অনিবার ॥  
কত কত চান্দ তিমির পর বিলম্বই  
তিমিরহঁ কত কত চান্দ ।

৩৬

ব্যাখ্যা—ব্রজাধনাদের সঙ্গে কাঞ্চনমণি, স্থির বিদ্যাং,  
চন্দ্র, কনকলতা ও পদ্মিনীর তুলনা এবং মহামরকত,  
জলধর, তিমির, তমাল ও মধুকরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের  
তুলনা করা হইয়াছে ।

৫৭৫

কেদার

কালিন্দি-তীর সুধীর সমীরণ  
কুন্দ কুন্দ অরবিন্দ বিকাশ ।  
নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর  
শুক সারিক পিকু-পঞ্চম ভাব ॥  
মধুবনে নিধুবন মৃগধ মুরারি ॥  
মৃগধ গোপবধু অধিক লাথ সঞ্চে  
রসে বিহরে কৃষভাছ-কুমারি ॥  
নাচত নটিনি গাওয়ে নট-শেখর ॥  
গাওত নটিনি নাচে নট-রাজ ।  
শ্রাম সঞ্চে গোবি গোবি সঞ্চে শ্রামর ॥  
নব জলধরে জহ্নু বিজুরি বিরাজ ॥  
হেরি হেরি রাস বিলাস মনোহর ॥  
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ ।  
ভুলল গগনে সগণে বজনীকর  
চৌদিগে অমই ॥ দীপধর ছন্দ ॥  
তারাগণ সঞ্চে তাবা-পতি হেরি  
লাঞ্জে লুকাগল দিনমণি-কাতি ।



গোবিন্দদাস পছ জগমনমোহন  
বিহরিতে" ডেল কলপসম রাস্তি ॥

সা. প. (১)—১১২

বৃ ২০, গো ২৮

অধদা ২৩৮, কী ২২১

সমুদ্র ২২৮, সা ২৮০

তক্ষ ১২৬৮

**পাঠান্তর**—(১) শারীশুক পিক পঞ্চম ভাষ—ক্ষ  
(২) নিধুবনে নাচত মুগধ মুরারি—ক্ষ (৩) নাচে রমণী  
গাওত নট-শেখর—ক্ষ (৪) গ্রামের গোরী গোরী সঙ্গে  
শামর—ক্ষ (৫) হেরি হেরি অপক্লপ রস কলারস—  
তরু (৬) বেটল—ক্ষ (৭) ক্ষণদায় 'বিহরিতে'; সমুদ্রে  
'বিহরত'।

**ব্যাখ্যা**—যমুনার তীরে মুহুমন্দ পবন বহিতেছে; কুন্দ,  
কুমুদ ও পদ্ম একই সঙ্গে রাত্রিকালে বিকশিত হইয়াছে  
(পদ্ম কখনও রাত্রে ফুটে না, কিন্তু যোগমায়ায় রূপায়  
এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে); ময়ূর ও ভ্রমর মত্ত  
হইয়া নৃত্য করিতেছে; শুক, সারী ও কোকিল পঞ্চম  
তানে গান করিতেছে। মধুরামওলস্থ মধুবনের নিকট  
নিধুবনে মুগ্ধ মুরারি বিলাস করিতেছেন। লক্ষের অধিক  
মুগ্ধ গোপবধূর সঙ্গে বৃষভাঙ্করুমারী শ্রীরাধা রঙ্গে বিহার  
করিতেছেন। নৃত্যপরা শ্রীরাধা নাচিতেছেন, নট-শেখর  
শ্রীকৃষ্ণ গান করিতেছেন আবার নর্তকী রাধা গান  
করিতেছেন, নটরাজ শ্রাম নাচিতেছেন। গ্রামের সঙ্গে  
গোরী, গোরীর সঙ্গে গ্রাম যেন নবীন মেঘে বিদ্যুৎ  
শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ণ রাস-কলার রস  
দেখিয়া দেখিয়া মগ্নাথের মনমথনকারী শ্রীকৃষ্ণ যেন  
ধাঁধার ক্রায় মনে হইতে লাগিল (কামের পক্ষে  
অপ্রাকৃত মতন শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা অসম্ভব হইল)।  
আকাশে চন্দ্র (রজনীকর) তারাগণের সহিত এই রাস-  
লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দীপধরের (মশালচির)  
মতন রাসস্থলীর চারিদিকে আলো করিয়া ঘুরিতে  
লাগিলেন। তারাদের সঙ্গে তারাপতিকে দেখিয়া (অজ্ঞার্থে  
গোপীক্লপ তারাগণের সহিত ক্লক্লপ চন্দ্রকে দেখিয়া)  
সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইবার লজ্জায় স্বর্ঘ্য মুখ লুকাইয়া  
থাকিলেন। গোবিন্দদাসের প্রভু সকল জগতের মন মুগ্ধ

করেন, তিনি বিহার করিতেছেন দেখিয়া রাত্রি কল্পকাল  
স্থায়ী হইল।

**মন্তব্য**—রাসলীলা দেখিয়া চন্দ্রের বিস্মিত হওয়ার  
কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

ক্লক্লবিক্রীড়িতঃ বীক্ষ্য মুমূহঃ খেচরপ্লিয়ঃ।

কামাদ্বিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোহভবৎ ॥

১০।৩৩।১৮

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ইহার অমুবাদ করিয়াছেন—

দেখিয়া গোপাল-কেলি বিবুধবনিতা।

মুরছি পড়ল রথে, কামে বিমোহিতা ॥

নিজগণ সহিত মোহিত শশধর।

স্বর-সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর ॥

## রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ

৫৭৬

কেদার

রজনী উজাগরি                      নাগর নাগরি  
আখি মেলিতে নারে ঘুমে।  
অতিশয় রসভরে                      গ্রাম নাগরের কোরে  
অঙ্গ হেরি রহল নিবুমে।  
দেখ সখি অপক্লপ ছান্দে।  
গ্রাম নাগর-কোরে                      শুতিয়া রহল ধনি  
কাহ্ন নেহারে মুখ-চান্দে ॥  
কুটিল কুন্তল সব                      শ্রীমুখ বেটিল গো  
সিন্দূর তিলক মোছে ঘামে।  
ফুয়ল কবরি আধ                      বেনন পাটের জাদ  
বীড় খসল কর বামে ॥  
নীল বসন ভিগি                      অঙ্গে লাগিয়াছে গো  
শ্রী অঙ্গ দেখিতে উদাস।





যৈছে চান্দ্রের কলা মেঘে ঝাপিয়াছে গো  
নিরখই গোবিন্দদাস ।

সি. প. (১)—১২৭, পৃ ২২

কী ২২২, তরু ১৫৩২  
সমুদ্র ৩৩৬

শঙ্কার্থ—রহল নিঝুমে—চূপ করিয়া রহিল। ফুল  
কবরি আধ—অর্ধেক খোঁপা খুলিয়া গিয়াছে। বেনন  
পাটের আদ—বোনা পট্টবস্ত্র বা বেশমী কাপড়ের খোঁপা  
(বেগীর আগে ফুলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। বীড় খসল  
কর বামে—নিজা যাইবার পূর্বে বামহাতে যে পানের  
খিলি ছিল তাহা খসিয়া গেল। উদাস—উন্মুক্ত।

অর্থ একেবারে বদলাইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সহচরীর সঙ্গেই  
শয়ন করিলেন বুঝায়।

ব্যাখ্যা—সৃজনি শুতি রহ নীলজ কান—এক সখী  
অপর সখীকে বলিতেছেন, যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে  
চলিল, এখনও নিলজ কানাই শুইয়া রহিল। মণিময় মৃদরি  
মোহন মুরলী ইত্যাদি—শ্রাম দুমাইয়া আছে, এই অবসরে  
এসো আমরা তাহার মণির অঙ্গুরি ও মোহন মুরলী  
চুরি করিয়া লইয়া যাই। কৃষ্ণ কিন্তু নিজার মধ্যেই এই  
যুক্তি শুনিতে পাইলেন। তিনি রাধাকে কোলের মধ্যে  
আঙুলাইয়া ধরিলেন; তাহাতে চতুরদের প্রধান গোবিন্দ-  
দাসের প্রভু সখীদের চৌধো বাধা দিলেন।

৫৭৭

বিভাষ

রজনি উজাগরিঃ      নাগর নাগরি  
শূতল কিশলয় সেজে ।  
রতি-রস-আলসে      অবশ কলেবর  
দুহুঁ তহুঁ দুহুঁ নাহি তেজে ॥  
শুন সজনি শুতি রহ নীলজ কান ।  
রাই জাগাই      লেই চলু মন্দির  
জানাহি হোত বিহান ॥  
রাইক কবরি      বাকি পুন সখরি  
পিঙ্গ মুকুট গড়ি জাউ ।  
মণিময় মৃদরি      মোহন মুরলী  
এ দুহুঁ যতনে চোরাউ ॥  
ধুমল কাহ      যুগতি শুনি ঐছন  
রাইক কোরে আগোর ॥  
গোবিন্দদাস পহঁ      চতুর শিরোমণি  
নিবসল সহচরি-চোর ॥

সং ৫০

৫৭৮

নলিত

দেখ সখি গোবি শুতল শ্রাম-কোর ।  
লাগল নীল      রতনঃ কিরে কাঞ্চন  
কুবল চম্পক জোর ॥  
গোরি শূনাগরি      অধরে অধর ধরি  
দুমাঙ্গল বিদগধ চোর ।  
কনয়-কমলে অলি      মাতি রহল জহু  
হিমকর শ্রাম চকোর ॥  
পীন পয়োধর      তুঙ্গ মনোহর  
রাতুল করযুগ সাজ ।  
উলটি কমল      বিকচ কিরে কাঁপল  
কনয় ধরাধর-রাজ ॥  
নাগরি গুরু উক      নাগর বেঢ়ল  
নাগরি-ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ ।  
জলদে বিজুরি জহু      বেঢ়ল দুহুঁ তহু  
গোবিন্দদাস কহ রঙ্গ ॥

ক. বি. ১০১৭

তরু ১৫১০, কী ২২২  
সমুদ্র ৪৭৭

পাঠান্তর—লহরী (৩০৭)—(১) রজনী জনিত জাগরি  
(২) আগোরি (৩) নিবসল সহচরী কোরি। এই পাঠান্তরে



পাঠান্তর—ক. বি. আরম্ভ—গোরি শুভল শ্রামর  
কোর। (১) নাগর নীল রতন—তরু।

ব্যাখ্যা—লাগল নীলরতন কিয়ে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে  
ইন্দ্রনীলমণি ও কুবলয় (নীলোৎপল) আর শ্রীরাধাকে  
কাঞ্চন ও চম্পকের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধা  
যেন কমল আর শ্রীকৃষ্ণ অলি। শ্রীকৃষ্ণ চকোর আর  
শ্রীরাধা চন্দ্র।

৫৭৯

কেন্দার

রতি-রস-ছরমে শ্রাম হিয়ে শূভলি  
শরদ-ইন্দু-মুখি বালা।  
মরকত-মদনে কোই জহু পুজল  
দেই নব চম্পক-মালা।  
শ্রাম-বয়ন পর বয়ন বিরাজই  
উরপর কুচগুগ সাজে।  
কনক-কুন্ত জহু উলটি বৈদায়ল  
মদন-মহোদধি মাঝে।  
জোড়ল তহমন ভুজে ভুজে বদন  
অধরহি অধর মিশান।  
বেঢ়ল যুগালে হেম নীলমণি জহু  
বাকুলি-যুগ একটান।  
ঘন সৌদামিনী' দুকুলে দুকুল জহু  
দুহ জন এক পটবাস।  
চরণে বেঢ়ি চাক অরুণ সরোকহ  
মধুকর গোবিন্দদাস।

ক. বি. ১০১, ১০৪ পৃঃ

তরু ৩০২

পাঠান্তর—(১) ঘন সঞ্জে দামিনি—তরু।

ব্যাখ্যা—মরকত-মদনে কোই জহু পুজল—শ্রীকৃষ্ণের  
বুকের উপর শ্রীরাধা শুইয়া আছেন, মনে হইতেছে যেন  
কেহ নব চম্পকের মালা দিয়া মরকতমণি-নির্মিত মদন-  
দেবকে পূজা করিয়াছে।

৫৮০

বিভাষ

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।  
পাখীগণে কহে সখোদিয়া।  
হোর দেখ নিশি বহি গেল।  
দশ দিশ অরুণিত ভেল।  
নিজ নিজ স্তম্ভুর স্বরে।  
জাগাওহ শ্রীরাধা শ্রামেবে।  
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।  
রাই-শ্রামে কহে সখোদিয়া।  
ওহে শ্রাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন।  
মোরা কিছু করি নিবেদন।  
স্ববদনি কর অবধান।  
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান।  
জাগো জাগো যুগলকিশোর।  
অরুণ-কিরণ হেরি ঘোর।  
কুমদিনী তেজি অলি ধায়।  
আর তো রহিতে না ঘুয়ায়।  
সখীগণ শুনি চমকিত।  
গোবিন্দদাস-চিত ভীত।

ক. বি. ১০৫ পৃঃ

অ ১১৫

ব্যাখ্যা—গোবিন্দদাস-চিত ভীত—প্রভাত হইতেছে  
জানিয়া গোবিন্দদাসের চিত্র ভীত হইল; কেননা, এখনই  
যুগলকিশোরের স্বপ্ন-বিলাস ব্যাহত হইবে এবং গৃহে  
কিরিবার সময়ে শ্রীরাধাকে লোকে দেখিয়া ফেলিতে পারে।

৫৮১

বিভাষ

জাগি শ্রাম-কোরে বৈঠলি নারি।  
ঘুম-আবেশে' কহু চমকি উঠয়ে ধনি  
পুন ঘুমত পুন সারি।



চান্দ মলিন মুখ- চান্দ নেহারই  
 খুমে মুদিত দেখি আঁখি ।  
 বিপুল পয়োধর হেরিঃ কমলবর  
 বিকসলঃ নিজ নিজ সাখি ॥  
 জহু অলি কণ্ঠে দৈবে নিশি বকল  
 চকল গমনক সাধে ।  
 উঠত চাহি হেরি পুন মুখশশিঃ  
 কিরণহি নিরগম বাধেঃ ॥  
 অঙ্গ মোড়ি কহু জ্বিলিতঃ হৃদরি  
 চুটকত অঙ্গ-বিজোরিঃ ।  
 গোবিন্দদাস দাস তহিঃ কহিতহি  
 করহি নিবারত গোবিঃ ॥

কী ২০২, অ ১১৬

পাঠান্তর—কীৰ্ত্তনানন্দে (১) ঘুমি টবত (২) হরি  
 (৩) বিকচল (৪) হেরি বদনশশি (৫) সঙ্কীরণ নিরগম বাধে  
 (৬) জ্বিলিত (৭) আঙ্গুরি জোরি (৮) গোবিন্দদাস তহি  
 (৯) কিরণি করত গোবী ।

ব্যাখ্যা—চান্দ মলিন মুখচান্দ ইত্যাদি—শ্রীরাধা  
 জাগিয়া উঠিয়া আবার ঘুমাইলেন ; রাত্রি শেষ হওয়ায়  
 চান্দ মলিন হইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার  
 ভাল লাগিল না, তাই জামচাঁদের মুখের পানে চাহিলেন ।

৫৮২

শুন শুন নাগর কান ।  
 তুরিতে বেশ বনাই যতন করি  
 যামিনী ভেল অবসান ॥  
 শারী শুক কোকিল কপোত ঘন কুহরত  
 ময়ূর ময়ূরী করু নাদ ।  
 নগরক লোক জাগি যব বৈঠব  
 তবহি পরব পরমাদ ॥  
 গুরুজন পরিজন ননদিনী হরজন  
 তুহ কি না জানহ রীত ।

গোবিন্দদাস কহ উঠি চল হৃদরী  
 বিঘটন কাহুক পীরিত ॥

কী ২০৩

ব্যাখ্যা—প্রত্যবে কুহুমধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা রাধার  
 উক্তি । তবহি পরব পরমাদ—নগরের লোকে জাগিয়া  
 গেলে বড়ই বিপদ ঘটবে ; তাহারা আমাকে দেখিতে  
 পাইয়া গল্পনা দিবে ।

৫৮৩

ললিত গড়া

মণি-মঞ্জির ধনি চরণে পরাওল  
 উরপর দেওল হার ।  
 তাঙ্গুল সাজি বদন পুরি দেওল  
 নিউছএ তহু আপনার ॥  
 এত রূপে সাজি বদন নেহারই  
 পদে পড়ি বারহি বার ।  
 চর চর লোর চরকি বহে লোচনে  
 নিজ তহু নহে আপনার ॥  
 বিনোদিনী কোরে আগোরল কাহ ।  
 দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব  
 যামিনী ভেল অবসান ॥  
 কাহুক চীত খীর করি হৃদরি  
 কুঞ্জহি গমন কএল ।  
 বসনহি আপি বারি মণি-মঞ্জির  
 নিজ মন্দির চলি গেল ॥  
 রতন শেজ পর বৈঠল রসবতি  
 ফুকরই সখীগণ চাই ।  
 রজনী পোহাওল গুরুজন জাগল  
 গোবিন্দদাস বলি জাই ॥

বরাহ ১—(৫)

সং ২০২, ৩২৮

শব্দার্থ—বারি মণি-মঞ্জির—মণিখচিত নূপুর খাঁহাতে  
 শব্দ না করে সেজ্ঞা উহাকে কাপড়ে ধরিয়া ঢাকিয়া  
 ফেলিলেন ।



# রসোদ্গার

৫৮৪

বিভাগ

চৌদিশ চকিত নয়নে ঘন হেরসি  
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ ।

বচনক ভাঁতি বুঝই না পারিয়ে  
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ।

শুন সুন্দরী কি ফল পরিজনে বাঁচি ।  
শ্রাম স্নানাগর গুপত প্রেম-ধন  
জানলো তুহু পয়ে সাঁচি° ।

এ তুয়া হাস মরম পরকাশই  
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাথী ।

গাঠিক হেম বদন মাহা বালকই  
এতদিনে পেখলু আঁখি ।

গহন মনোরথে পহু না হেরসি°  
জীতল কি মনমথ রাজ ।

গোবিন্দদাস কহই অব বিরমহ°  
মৌনহি° সমুঝল কাজ ।

গু ১৩, গো ২০, রাধা ১০১  
গীতচন্দ্রাবলি ২৭২, সমুদ্র ৭৪  
তরু ২২৭, সং ২২৪, কী ২৪৪

পাঠান্তর—(১) চৌদিকে—তরু (২) চাহসি—গী  
(৩) জানলু হিয় মাহা সাঁচি—গী ও তরু (৪) পহু নেহারসি  
—গী (৫) কহই ধনি বিরমহ—গী ও তরু ।

শব্দার্থ—বাঁচি—বন্ধনা করিয়া। সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া।  
বদন মাহা—মুখের মধ্যে, মুখের উপর ।

ব্যাখ্যা—প্রভাতে নিকুঞ্জ হইতে শ্রীরাধা ফিরিবার  
পর তাঁহার সখী বলিতেছেন—তুমি বারবার চারিদিকে  
চকিত দৃষ্টিতে দেখিতেছ (কেহ তোমার ক্রিয়াকলাপ  
বুঝিয়া ফেলিল কিনা দেখিবার জ্ঞত); আবৃত অঙ্গ  
কের আবৃত করিতেছ; তোমার কথাবার্তার ভঙ্গীও  
বুঝিতে পারিতেছি না; কোথায় এইরকম ঢং শিখিলে?  
সুন্দরি! শোন, আমরা তোমার আপন জন, আমাদের  
সহিত বন্ধনা করিয়া লাভ কি? আমরা বেশ বুঝিতে

পারিতেছি যে, তুমি শ্রামরূপ স্নানাগরের প্রেমধনকে গুপ্ত-  
ভাবে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমার  
হাসিই মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; তোমার প্রতি  
অঙ্গের ভঙ্গীই সব ঘটনার সাক্ষী দিতেছে। এতদিন  
শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, আঁচলের গাঁঠিতে সোনা  
ধাকিলে মুখের চেহারাতেই বুঝা যায়; আজ তাহা প্রত্যক্ষ  
দেখিতে পাইলাম। তুমি বাসনার প্রাবল্যে অন্তমনস্কতা-  
হেতু পথ দেখিতে পাও না (অথবা নেহারসি পাঠে—  
প্রবল বাসনা মনের মধ্যে রাখিয়া পথ পানে চাহিয়া  
আছ)—তোমাকে কি মগ্নত্বের রাজা যে ত্রীকৃষ্ণ তিনি  
জয় করিলেন? গোবিন্দদাস সখীকে আর ঘাটাইতে নিষেধ  
করিতেছেন, কেননা শ্রীরাধার মৌনের দ্বারাই সব ব্যাপার  
বুঝা যাইতেছে।

৫৮৫

শ্রী গান্ধার

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি ।  
করইতে কোর তুহু তুজ কাঁপি ।  
এ সখি অপরূপ মো পরসঙ্গ° ।  
নামহি° যাক অবশ কর অঙ্গ ।  
চেতন না বহ চূড়ন-বেরি ।  
কো জানে কৈছে রতন-রস-কেলি ।  
সো ধনি মানি সুরত-অধিদেবী ।  
তাকর চরণ-কমল পায় সেবি ।  
কাহুক পরশে যতহু° অহুভাব ।  
অহুভবি আপ পরহু° সমুঝাব ।  
তবহু° জগত ভরি অকিরিতি এহ ।  
রাধামাধব অবিচল লেহ ।  
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ ।  
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গে রিবাদ ।

সা. প. (১) পদ ১৩৪  
ক. বি. ১১০  
গো ২৪, রাধা ১০৪

সং ৩০১, কী ২০২, ২৪৪  
সমুদ্র ৪১৪, তরু ২৬০



**পাঠান্তর—**(১) মূলে সা. প. পুথির পাঠ দেওয়া হইয়াছে। তরুতে এই স্থানে পাঠ 'দূর কর এ সখি মো পরসঙ্গ'।

**ব্যাখ্যা—**শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিতেই আনন্দাশ্রুতে চোখের দৃষ্টি কাঁপসা হইয়া গেল। তিনি যখন আলিঙ্গন করিলেন তখন দুই বাহু কাঁপিতে লাগিল। সখি! এ প্রসঙ্গ আর তুলিও না। তাহার নাম করিতেই সকল অঙ্গ অবশ হইয়া যায়; চুষনের সময় চেতনা হারাই; হৃৎকোষ কেলিবিলাস কেমন হইল কেমন করিয়া বলিব। যে রমণী কাহ্নুর স্পর্শে যে সব অহুভাবের উদয় হয় তাহা নিজে অহুভব করিয়া অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে সে নিশ্চয়ই স্বয়ং স্বরূপ-অধিদেবী; তাহার চরণকমলের পূজা করি ( ব্যঙ্গনা এই যে, সে রমণী মোটেই রসজ্ঞা প্রেমিকা নহে, কেননা যে কাহ্নকে সত্যই ভালবাসে সে কি তাহার আলিঙ্গন পাইয়া চেতনা বজায় রাখিতে পারে? কাব্য-প্রকাশে এই ভাবের একটা শ্লোক আছে; যথা—

ধন্যসি যা কথাসি প্রিয়সঙ্গমেহপি  
বিশ্বক-চাটুক-শতানি রতান্তরেণু।  
নীবাং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ  
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি অরামি ॥ )

আমি এমন অকৃতার্থা, তবুও ভগ্নং ভরিয়া অকীর্ষি এই যে, রাধা ও মাধবের মধ্যে অবিচল প্রেম। ( কোথায় আমার প্রেম? ) গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, এই নিন্দা সত্য কি মিথ্যা সে বিবাদ এখনও ভাদ্ধে নাই, অর্থাৎ তাহার স্বীকৃতি এখনও হয় নাই।

**মন্তব্য—**সজ্জিকর্ণামৃতের ( ২।১৩২।১ ) নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব তুলনীয় :

আনন্দোদগমবাস্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং  
বাহু সৌদত এব কস্ত্রবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।  
বাণী সঙ্গমগদগদাকরপদা সংকোভলোলং মনঃ  
সত্যং বরতসঙ্গমোহপি স্থচিরাজ্জাতো বিরোগায়তে ॥  
পদটি পদ্যাবলীতেও দ্রুত হইয়াছে।

ইহার ভাবার্থ—আনন্দের আতিশয্যে উদগত বাস্প-সমূহে নয়ন আবৃত হওয়ায় দেখিতে পাইতেছি না;

কম্পাঘিত বাহুদ্বয় ক্রিষ্ট হওয়ায় কণ্ঠালিঙ্গন করিতে পারিতেছি না; সঙ্গমবশতঃ বাণী গদগদ হইতেছে; আর মন কোভলুল হওয়ায় অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। বহুদিনের পর বরতের সহিত মিলন ঘটিলেও উহা বিরোগের ক্রায় মনে হইতে লাগিল।

৫৮৬

বরাড়ী

বাঁহা দরশনে তহু পুলকহি ভরই।  
বাঁহা কর করবণে টুটত বলই ॥  
বাঁহা পরিবস্ত্রণে অধর থলই।  
বাঁহা ঘন চুষনে বদন না টলই।  
এ সখি মানিয়ে হরি সঙ্গে মেলি।  
যব হোয়ে ঐছন মনোভব-কেলি।  
বাঁহা কিঞ্চিপি মণি-কঙ্কণ বোলই।  
বাঁহা নথ-বিলিখনে দুহু তহু দলই ॥  
বাঁহা মণি-নুপুর তরলিত কলই।  
বাঁহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই ॥  
বাঁহা নাহি ঐছন রস নিরবহই।  
তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই ॥

সা. প. (১)—১০৫

বু ১৭, গো ২৩

কী ২৪৫

তরু ২০৪

**ব্যাখ্যা—**শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, হরির সঙ্গে মনোভব-কেলি বলিয়া তখনই মানিব যখন দর্শনমাত্রই অঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিবে, যখন হাত দিয়া টানিতেই বলয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, যখন আলিঙ্গন দিবামাত্র বস্ত্র খলিত হইবে এবং ঘনচুষনে বদন একটুও নড়িবে না। বিলাসের সময় কিঞ্চিৎ ও কঙ্কণ শব্দ করিতে থাকিবে; দুইজনের দেহই নখের আঁচড়ে দলিত হইবে; মণিময় নুপুর যেন আনন্দে বাজিতে থাকিবে ( তরলিত হইয়া কলধ্বনি করিবে ) এবং শ্রমজলে ঘন চন্দন-লেপন মুছিয়া যাইবে। গোবিন্দদাস বলেন, যেখানে এক্ষণ রসকেলি না হয়, সেখানে শুধু কেলিনামের কলক ঘটে।



৫৮৭

ধানশী

যব হরি-পানিঃ পরশে ঘন কাঁপসি  
কাঁপসি কাঁপল অঙ্গ ।

তব কিয়ে ঘনঘন মণিময় অভরণ  
বেশ পসায়নি রঙ্গ ॥

এ ধনি, অবহ না সমুঝসি কাজ ॥

যাহা বিহু জাগরে নিদহ না জীবসি  
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥

করহিতে কোরে জোরি তহু-বল্লরি  
নহি নহি বোলসি খোর ।

চুপন বেরি জনি মুখ মোড়বি  
জহু বিধু-লুবধ চকোর ॥

যব হোয়ে নাহ- রতন রত-আবত  
বারত জনি অভিলাস ।

গোবিন্দদাস কহ নাহ বহ-বল্লভ  
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥

সা. প. (১)—১৪০

তর ২৩৬

সা. প. (২)—১৬

রাধা ১১১

বরাহ [ ৪ (৩) ]—৩৫

পাঠান্তর—সা. প. ও বরাহ পুথিতে—(১) ধরি সখি  
পানি (২) বেশ পসারল অঙ্গ (৩) সুন্দরি অব হাম  
সমুঝলৌ কাজ (৪) হেন (৫) সা. প. পুথিতে রহত  
নিজদাস ।

ব্যাখ্যা—যখন হরির করম্পর্শে ঘন ঘন কাঁপিয়া  
আবৃত দেহ ফের বেশ করিয়া ঢাকিতেছ তখন আর  
মণিময় অলঙ্কার, বেশ প্রভৃতি প্রসাধন কাহার জ্ঞা  
করিয়াছ ? ( দয়িত যদি নাই দেখিল তো বেশভূষায়  
কল কি ? ) সুন্দরি ! এখনও কাজ বুঝিলে না । যাহাকে  
না পাইলে কি নিদ্রায় কি জাগরণে সোয়াস্তি পাও  
না, তাঁহাকে এত ভয়, এত লজ্জা কেন ? তোমার  
তত্ত্বলতা জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে একটু আধটু 'না,  
না' বল ; কিন্তু দেখিও চুপনকালে যেন মুখ ফিরাইয়া

লইও না । কেননা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি লুক চকোরের  
ভ্রায় হইয়াছেন । যখন দয়িতরত্ন স্বরত ব্যাপারে রত  
হইবেন, তখন যেন তাঁহার অভিলাষে বাধা দিও না ।  
গোবিন্দদাস বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহাকে বাধা  
দিলে, তিনি তোমার কাছে কিরূপে থাকিবেন ?

৫৮৮

হুই

বেনন সঞে সব বসন উতারলু  
লাজে লাজায়লি গোরি ।

করে কুচ কাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনি  
অঙ্গ করল কত মোড়ি ॥

নিবি-বন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি  
পুন বেকত কুচ জোরি ।

দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশি-মুখি  
তব হাম কোরে আগোরি ॥

এত কহি বিষাদ ভাবি রহ মাধব  
রাই প্রেমে ভেল ভোর ।

ভনয়ে বিজ্ঞাপতি গোবিন্দদাস তখি  
পুরল ইহ রস ওর ॥

ক. বি. ২৩১০

তর ২৩১

শব্দার্থ—বেনন—বিনান কেশ, বাধা চুল । বিহসি  
—একটু হাসিয়া ।

৫৮৯

ধানশী

এ সখি শ্রাম-সিদ্ধ করি চোর ।

কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর ॥

ঘন রসময় তহু অন্তর গহীন ।

নিমগন কতহ রমণী মনমীন ॥

শ্রবণে মকর গীম কধু বিরাজ ।

হির যাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ ॥



যহু মুখ-চান্দ সুধাময় হাস ।  
গবলহি ভরল নয়ন পরকাশ ।  
অধর পড়ার দশন মণি মোতি ।  
রোচন তিলক মৈলানক জ্যোতি ।  
সুন্দর-কুসুম-সুগন্ধ নিবাস ।  
চুড়া জলদ পিঙ্গু ধহু ভাস ।  
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ ।  
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥

রাধা ১০৭, গো ২৪

তর ১০৪, কী ২৪৭

না. প. (১)—১০৩

**পাঠান্তর**—সা. প. ও তরুতে আরম্ভ—ঘন বসময়  
তহু ইত্যাদি। তরুতে পাঠান্তর—(১) গিমে (২)  
মৈনাকক।

**ব্যাখ্যা**—পদটীতে শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা  
হইয়াছে। হে মণি! তুমি ক্রামরূপ সমুদ্রকে চূরি করিয়া  
কিভাবে তোমার কুচরূপ স্বর্ণ কটোরায়া রাখিলে? (অতীত  
গোপীদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজের বৃকের মধ্যে লুকাইয়া  
রাখিলে)। শ্রীকৃষ্ণের তহু ঘনীভূত রসের দ্বারা গঠিত,  
তীহার হৃদয় গভীর। (অপরপক্ষে ঘন অর্থে মেঘ, মেঘ  
হইতে যে জল পাওয়া যায় তাহাতে পূর্ণ এবং অগাধ)।  
তাহাতে কত রমণীর হৃদয়রূপ মংগলগণ নিমগ্ন রহিয়াছে।  
তীহার কর্ণে মকর, গ্রীবাতে শঙ্খ (এসব জিনিষ সমুদ্রে  
পাওয়া যায়), অস্ত্রের মধ্যে লক্ষ্মী ও মণিশ্রেষ্ঠ কৌন্তভ  
(সমুদ্রে লক্ষ্মী ও বসুদেবী থাকে)। তীহার মুখই চন্দ্র,  
হাস্তই সুধা, অধর প্রবাল ও দন্ত মণিমুক্তা। আর  
গোবোচনা তিলক যেন ঘনজ্যোতি (অথবা পাঠান্তরে  
মৈনাকের জ্যোতিঃর দ্বারা), তীহার বাসস্থলে কল্লতরুর  
পুষ্পের সুগন্ধ, আর চুড়া ইন্দ্রধনুর মত দেখিতে।

৫৯০

ধানশী

সুন্দরী ভালে তুহু হরিণ-নয়ানি।

সো চকল হরি হিয় পঙ্কর ভরি

কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥

যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঙ্কর

কুশ-কটি কর অবগাহ।

চন্দ্রক চাক শটা পরিমণ্ডিত

অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।

কত বরদস্তি করহি কর বারই

দশনহি গও বিদারি।

বল কয়ে খরতর নখর শিখর সঞ্চে

মোতিম বনহি বিধারি ॥

অধর সুধা দেই পুনহি জীয়াই

পুন নিরমদ করি ভেজ।

গোবিন্দদাস ভন তাক শয়ন পুন

অহনিশি কিশলয় সেজ ॥

না. প. (১)—১০০

কী ২৪৮, তর ১০৩

**পাঠান্তর**—সা. প. ও তরুতে আরম্ভ—যো গিরি  
গোচর বিপিনহি সঙ্কর।

**শব্দার্থ**—হরি—শ্রীকৃষ্ণ, সিংহ। এই পদটীতে সর্বত্র  
শ্রীকৃষ্ণকে সিংহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্রক  
চাক—সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ, অতীত চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন। শটা—  
কুঞ্চিত কেশ, অতীত সিংহের কেশর। বরদস্তি—বাহার  
সুন্দর দাঁত আছে এমন সুন্দরী অথবা সিংহপক্ষে শ্রেষ্ঠ  
হস্তী।

**ব্যাখ্যা**—সুন্দরী! তুমি তো ভাল হরিণ-নয়না;  
তুমি এমন চতুরা যে সেই চকল হরিকে হৃদয়রূপ পঙ্করে  
ধরিয়া রাখিয়াছ; কেমন করিয়া একরূপ করিলে? হরিণী  
হইয়া সিংহকে ধরিয়া রাখিলে কিভাবে? যে হরি গোবর্দন  
গিরির গোচরভূমিতে ও কাননে তীহার কুশ কটি লইয়া  
ঘুরিয়া বেড়ান, আর ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি সুন্দর চুড়া  
বাহার কুঞ্চিত কেশে শোভা পায় ও অরুণ ও বহিষ  
দৃষ্টিতে যিনি নিরীক্ষণ করেন (সিংহপক্ষে যে শিকারের  
খোঁজে গিরি ও গোচরভূমিতে ও বনে ঘুরিয়া বেড়ায়,  
বাহার কটিদেশ সজ, মাথার কুটি চন্দ্রকের দ্বারা চাক ও  
বাহার রক্তিম দৃষ্টি) তীহাকে তুমি ধরিয়া রাখিয়াছ!  
হাত দিয়া (বা শুও দিয়া) নিবারণ করা সবেও তিনি



কত হস্ততীর (অথবা শ্রেষ্ঠ হস্তীর) গও দস্ত দ্বারা বিদারণ করিয়াছেন এবং জোর করিয়া তীক্ষ্ণ নখাগ্র দিয়া মুক্তারাজি (হরতযুদ্ধে বৃকের মুক্তা অথবা সিংহপক্ষে হাতীর মাথার গজমুক্তা) বনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সেই হরিকে (বা সিংহকে) তুমি অধরস্থ দিয়া পুনরায় জীবিত করিয়াছিলে। কিন্তু তিনি ফের আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে একেবারে নিশ্বেজ করিয়া দিয়াছ। গোবিন্দদাস বলেন সেইজগাই তো হরি এখন দিবারাত্রি কিশলয়-শয্যায় শুইয়া থাকেন।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণকে ছয়টি কারণে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে: (১) তিনি গিরিতে থাকেন (২) বিপিনে সঞ্চরণ করেন (৩) তাঁহার কটিদেশ কুশ (৪) তাঁহার মাথায় শট্টা (ময়ূরপুচ্ছ) (৫) তাঁহার দৃষ্টি অরুণ ও কুটিল (৬) সিংহের ন্যায় তিনিও দস্তদ্বারা গওদেশ বিদীর্ণ করেন।

৫৯১

শ্রী গান্ধার

কাজর ভ্রমর তিমির জহু তহু-রুচি  
নিবসই কুজ কুটীর।  
বাশি-নিশাসে মধুর বিষ উগরই  
গতি অতি কুটিল সুধীর।  
শুন সজনী কাহ্ন সে বরজ-ভুজঙ্গ।  
সো মধু হৃদয়-চন্দন-রুহে লাগল  
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ ॥  
লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরি  
রহই না পারই খীর।  
কুকিত অরুণ অধরে ধরি পীবই  
কুলবতি-বরত-সমীর।  
এক অপক্লপ মদন-বিষ তাকর  
মেটই দশনক দংশে।

ও বিষ-ঔষধ বিষ অবধারল

গোবিন্দদাস প্রশংসে।

সা. প. (১)—১৪১, রাধা ১০০

কী ২৫৮, তরু ৭০৮, সমুদ্র ৭৫

গো ২৫

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—কাজর তিমির ভ্রমর জহু।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগত নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, সে কৃষ্ণসর্প; তাহার গায়ে রংয়ের সহিত তুলনা দেওয়া যায় কাজলের, ভ্রমরের অথবা অন্ধকারের। সে কুণ্ডকুটীরে থাকে। সাপের মতন তাহার গতি অতিশয় কুটিল অথচ সুধীর। বাশীর নিশাসে সে মধুর বিষ বমন করে। সখি, সেই কাহ্ন যে ব্রজের ভুজঙ্গ (সর্প, অস্ত্র অর্থে লম্পট); সর্প যেমন চন্দনবৃক্ষে থাকিতে ভালবাসে, সে তেমনি আমার হৃদয়রূপ চন্দনবৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার ভয়ে ধর্মরূপ পক্ষী উড়িয়া গেল। সে তাহার নয়নের কোণ দিয়া যে নাগরীর প্রতি অপান্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে আর স্থির থাকিতে পারে না। কাহ্ন কুলবতীর বন্ধিম লাল অধর ধরিয়া তাহার ব্রতরূপ বাতাস পান করে (সাপ বায়ুকৃৎ এই কারণে এখানে অধরের স্থান না বলিয়া উহার বাতাস বলা হইয়াছে)। কিন্তু তাহার নয়নের দৃষ্টিতে যে বিষ আছে তাহার এক অদ্ভুত ঔষধ আছে। দাঁত দিয়া কামড়াইলে ঐ বিষের জ্বালা দূর হয়। গোবিন্দদাস প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, এ তো বিষে বিষক্ষয় হয় দেখিতেছি। (অবধারল—জানিতেছি।)

৫৯২

বিভাষ

নবখন-কিরণ-বরণ নব নাগর  
মন্দিরে আঁওল মোর।  
লোল নয়ন-কোণে মদন জাগায়ল  
মুহু মুহু হাসি বিভোর।



সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ ।  
 স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন  
 মঝু মনে লাগল ধন্দ ॥  
 উরপর কমল-পাণি অবলম্বনে  
 দূরে করল আনো আন ।  
 নিবিহক বন্ধ-বিমোচন নাগর  
 কি করল কিছুই না জান ॥  
 তৈথনে মদন কুহুম-শর হানল  
 জর জর জীবন মোর ।  
 গোবিন্দদাস কহ গৌরি আরাধন  
 বিফল কি যাইবে তোর ?

দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল  
 শ্রম জল জোরণ বারি ।  
 সজনী কাহু সে ছৈল সোনার ।  
 মঝু মন-কাকন আপন প্রেম মণি  
 জোরি পিছায়ল হার ॥  
 নব অহুবাগ বদে পুন রঙল  
 মূল না জানই কোই ।  
 গুরুজন-নয়ন-চোর পরে ছাপিয়ে  
 প্রাণ লাখ সম গোই ।  
 যো রস আগরি বিদগধ নাগরি  
 হেরতহুঁ তাকর সাধ ।  
 গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে  
 জানি হোয়ে পরমাদ ॥

রাধা ২০

কী ২০২, তর ৬২৫

**ব্যাখ্যা**—নূতন মেঘদ্যুতির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট নবীন  
 নাগর আমার ঘরে আসিল। চকল নয়নকোণের দৃষ্টিতে ও  
 মুহুমন্দ হাসিতে আমার মনে মদন জাগাইল। আমি  
 বিভোর হইলাম। সখি! রাজিবি আনন্দের কথা কি  
 বলিব? সে কি সত্যই ঘটিল না স্বপ্ন দেখিলাম এই ধাঁধা  
 আমার মনে জাগিল। তিনি বুকের উপর তাঁহার পদ্মহস্ত  
 রাখিয়া এক জায়গার জিনিষ অন্য জায়গায় রাখিলেন।  
 (কাচুলি দূরে ফেলিয়া দিলেন।) নাগর যখন নীবির বন্ধন  
 খুলিলেন তখন আমার জীবন মদনের কুহুমশরবর্ষণের  
 কলে জরজর হইল; হুতরাং তখন তিনি কি করিলেন  
 কিছুই জানিতে পারিলাম না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন  
 তোমার গৌরী-আরাধনা কি বৃথাই যাইবে? (তোমার  
 বলিতে রাধার ইহাই স্পষ্ট অর্থ; কিন্তু ব্যঙ্গনায় কৃষ্ণকেও  
 বুঝায়—কৃষ্ণের গৌরাঙ্গী রাধাকে আরাধনা করা কি  
 ব্যর্থ হইবে?)

৫৯৩

কৌ রাগিনী

বেগুক ফুকে ব্কে মদনানল  
 কুল-ইন্দন মাহা জারি ।

সি. প. (১)—১৩০  
 বৃ ৭৭, রাধা ১০২  
 গো ২৩

সং ৩০৩, তর ৭০৭, সমুদ্র ৪১৩

**ব্যাখ্যা**—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ছলনাময় স্বর্ণকাররূপে  
 বর্ণনা করিয়া এইরূপ বলিতেছেন। বেগুর (বংশীর অথবা  
 শ্রাকবীর বাঁশের চোদ্দার) ফুঁ দিয়া বুকের মধ্যে কুল  
 ইন্দন (কুলই হইয়াছে কাঠ যেখানে অথবা স্বর্ণকারপক্ষে  
 কুলগাছের কাঠ) ধরাইয়া মদনানল প্রজ্জ্বলিত করিল।  
 তাহার করের ও নয়নের সোহাগযুক্ত (আদরময় অথবা  
 স্বর্ণকারের পক্ষে সোহাগযুক্ত) স্পর্শে আমার শ্বেদ  
 বারি নির্গত হইল (স্বর্ণকারপক্ষে পাইনের জল ঢালিল)।  
 সখি! কাহু দ্বুস্ত স্বর্ণকার! সে আমার মনরূপ সোনার  
 নিজের প্রেমরূপ মণি জুড়িয়া দিয়া আমাকে হার পরাইল  
 (স মনোরত্ন বলাৎকারেণ হুত্বা স্বপ্রেমমণিনা সংযোজ্য  
 হারং কৃত্বা মম কণ্ঠে পর্বাধাপয়ং। স্বস্ত বহুমূল্য-মণিনা  
 মাং বশে কৃতবান্ ইতি। ব্যতিরেকালকারেণ ছৈল  
 সোনার ইত্যাক্রান্তমতা হুচিতা—বাধামোহন। অর্থাৎ  
 সে জোর করিয়া আমার মনোরত্ন হরণ করিয়া নিজের  
 প্রেমমণির সহিত উহা যুক্ত করিয়া হার বানাইল এবং  
 আমার গলায় পরাইয়া দিল। নিজের বহুমূল্য মণি দিয়া  
 আমাকে বশ করিল। এখানে ব্যতিরেক অলংকার



হইয়াছে এবং স্বর্ণকার যে খুব ভাল কারিগর তাহা বুঝাইতেছে)। সেই হারকে আবার নব অঙ্গুরাগের রং দিয়া রাঙ্গাইল। ইহা তখন এমন সুন্দর হইল যে, কেহই উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিল না। আমি গুরুজনের নয়নরূপ চোরদের নিকট হইতে উহাকে নিজের লক্ষ প্রাণের মতন লুকাইয়া রাখিলাম। যে প্রেমরসে অগ্রগণ্য। বসিকা নাগরী হয় তাহারই ইচ্ছা করে ঐ হার দেখিতে। গোবিন্দদাস বলেন যে, অল্পে উহা দেখিলে বিপদ ঘটে।

৫৯৪

ধানশী

পহিলি কুল তুল সম উয়ল

ধাকর বেগুক ফুকে।

ধরম-করম-মতিভরম সরিথ ভেল

নারি গারি সম দুখে।

সজ্জনী কিয়ে হাম করব উপায়।

হেরইতে সো কাহু আপনি আপন তহু

কাহে করত অন্তরায়।

নয়নহি নিন্দউ নিন্দ নাহি হেরই

হানল ফুলশর বাণ।

যত পরমাদ কহই না পারিয়ে

গোবিন্দদাস পরমাণ।

তর ১০২

শকার্থ—সরিথ—সদৃশ। গারি—গালি।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন।

তাঁহার বেগুর ফুংকারে আমার কুল প্রথমেই তুলার মতন উড়িয়া গেল; আর ধর্মকর্মে মতিভ্রমের মতন বোধ হইল আর দুঃখের জ্বালায় নারী শব্দটি গালি বলিয়া মনে হইল। বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি এমন উতলা হইলাম যে, আমি কুলগৌরবের কথা একটুও চিন্তা করিলাম না; ধর্ম কর্মে মতি রাখিব কি, ওসব যেন ভ্রান্তি বলিয়া মনে হইল; আমি নারী, তাই স্বাধীনভাবে বাইরা প্রকাশে তাহার

সহিত মিলিতে পারি না, হুতরাং নারী শব্দটাই একটা গালির মতন বোধ হইল। সখি! এখন আমি কি উপায় করিব? সেই কাহুকে দেখিবার সময় আমার নিজের দেহই কেন বাধা সৃষ্টি করে? (নয়নে কেন নিমেষ পড়ে? নিমেষহীন চোখে আমি অনন্তকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে পারি না কেন?) নয়নকে নিন্দা করি বলিয়া নয়ন আবার প্রতিশোধ লইবার জগ নিদ্রাকে দেখে না। (চোখে নিদ্রা নাই, নিদ্রা আসিলে হয়তো স্বপ্নের মধ্যে প্রিয়তমকে দেখিতে পাইতাম)। এ দিকে মদন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। কত যে আমার বিপদ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? গোবিন্দদাস বলিতেছেন, বলিতে হইবে না, আমি নিজেই তো দেখিতেছি।

৫৯৫

কাহারে কহিব

কাহুর পিরিতি

তুমি সে বেদনাই সই।

সে রস-ধাধসে

ধস ধস হিয়া

তেজি সে তোমারে কই।

ও নব নাগর

রসের সাগর

আগর সকল গুণে।

সে সব চরিত্তি

আদর পিরিতি

কুরিয়া মরিব মেনে।

পিরিতি-বোলে

কত না ছলে সে

কিনা সে আকৃতি সাধে।

মান নাশিয়া

মধুর ভাবিয়া

হাসিয়া মরম বাধে।

সে মোরে কোলেতে

করিয়া ভরিয়া

বদনে বদন দিয়া।

মধুর চুখিয়া

বিধু বিড়খিয়া

পরান লইল পিয়া।

কাচুরা কাড়িয়া

সে রস লুটিয়া

কুলিয়া মধুপ জহ।



কমলকোরক ভরমে কি কৈল

গুণেতে ঘুণিত তহু ॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী

লহরী কত বা আর ।

এ স্থখ শুনিতে সুরি না মরয়ে

দাস গোবিন্দ ছার ॥

তর ৩২০, ২৩৮

ব্যাখ্যা—কিনা সে আকৃতি সাধে—মনের কি অভিলাষই না পূর্ণ করে। বিধু বিড়ম্বিয়া—তাহার যে মুখ চন্দ্রকে ধিকৃত করে তাহার দ্বারা মধুর চূষন করিয়া। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'বিড়ম্ব' ধাতুর অর্থ অহুকরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন "চন্দ্রকে অহুকরণ করিয়া মধুর চূষন দিয়া"। ইহা কষ্টকল্পিত মনে হয়। কমলকোরক—সুন্দর। গুণেতে ঘুণিত তহু—তাহার গুণে আমার দেহ ঘুণবিদ্ধ বাশের মতন জর্জরিত হইল।

৫৯৬

স্থই

হৃদয়-মন্দিরে মোর কাহ্ন ঘুমাওল

প্রেম-প্রহরি রহ জাগি ।

গুরুজন গোরব চৌর-সদৃশ ভেল

দূরহি দূরে রহ ভাগি ॥

সজনী এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ ।

কাহ্ন-অহুরাগ-ভুজঙ্গের গরাসল

কুল-দাছুরি মতিমন্দ ॥

আপনক রীত আপে নাহি সম্মুখিয়ে

আন কহিতে কহি আন ॥

ভাবে ভরল তহু পরিজন বাচিতে

গৃহপতি শপথিক ঠাম ॥

নৌন্দউ নৌন্দ আন নাহি হেরিয়ে

না জানিয়ে কিয় ভেল আখি ।

যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে

গোবিন্দদাস একু সাধী ॥

না. প. (১)—১৩৮

না. ২৩৬, কী ২৩৮, তর ১১০

সমুদ্র ৪১২

পাঠান্তর—তর (১) চরিত (২) আন করত হোয় আন (৩) মন (৪) গৃহপতি শপথিক জন (৫) নয়নক নীর খীর নাহি বাক্ই ।

ব্যাখ্যা—আমার হৃদয়-মন্দিরে কাহ্ন ঘুমায়েছে; আমার প্রেমরূপ প্রহরী জাগিয়া পাহারা দিতেছে। গুরু-জনের গোরববোধ যেন চোরের মতন দূরে দূরে পলাইয়া রহিয়াছে। সখি! এতদিনে আমার সন্দেহ মিটিল। (ধন্দ—ধাধা। বাধামোহন ঠাকুর এখানে ধন্দ পাঠ ধরিয়া মানো করিয়াছেন বিবাদ; কিন্তু পরবর্তী চরণে আছে যে সাপে ব্যাং খাইয়া ফেলিল, ইহাতে বিবাদ মেটানোর ইঙ্গিত হয় না।) আমি ভাবিতাম কুল ছাড়িলাম কেন? এখন দেখিতেছি কাহ্নর অহুরাগরূপ ভুজঙ্গ কুলরূপ মন্দমতি ভেকীকে গ্রাস করিয়াছে। আমার নিজের রীতিনীতি ব্যবহার নিজেই বুঝি না। এক কহিতে অন্য কহি। আমার দেহ বেনকম্প অশ্রু প্রভৃতি ভাবে পূর্ণ হয়। পরিজনদের বঞ্চনা করিতে কিন্তু গৃহপতির শপথ লই (বলি 'মত্যা বলেছি, সোয়ামির মাধা খাই! যদি ইহা না হয়')। নিজাকে নিন্দা করি (কেননা, আমি ঘুমাইয়া পড়িলে প্রেমকে পাহারা দিবে কে)। চোখে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু দেখি না; কে জানে আমার চোখে কি দোষ হইয়াছে! আমার যে কত বিপদ তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। একমাত্র গোবিন্দদাসই সে-সব দেখিয়াছে, সেই সাধী।

৫৯৭

সিদ্ধুড়া

পিয়া কথা কি পছন্নি রে সখি  
পরান নিছনি দিয়ে ।



গইড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া  
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা  
দীপ নিয়া নিয়া চায় ॥

কতক যতনে পাইয়া রতনে  
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥

কত না আদরে রসের বাদরে  
নিমগন কৈল মোরে ॥

তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে  
ভাসয়ে নয়ন লোরে ॥

সে হেন নাগর রসের সাগর  
গুণের নাহিক সীমা ॥

দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে  
তুমি সে জান মহিমা ॥

তরু ৩৮৮

৫৯৮

ধানশী

সজনি আজু নিজ মন্দির মাঝ ॥

শুভি স্বপনে হরি উপর পেখলু

শ্রাম সুনায়র-রাজ ॥

পর-পরিহাস হাস-অবলোকনে

ঘন পরিব্রজণ দিল ॥

হাম অভাগিনী জাগি মুখ হেরইতে

পুন দরশন নাহি তেল ॥

উঠি চমকিত তহি চৌদিশে হেরলু

পড়লহ মনমথ-কান্দে ॥

কনক কলস দউ কুচ-যুগ হেরলু

না হেরলু সে মুখ-চান্দে ॥

এতহ লাজ-কাজ অব বৈভব

আন ঘরে কতু পাছে হোই ॥

মদন-দহন-শরে অন্তর দগধই

জীবইতে না জীবই কোই ॥

গোবিন্দদাস কহ মোনে ধনি অব রহ  
আনে কিছু না করিহ তান ॥

আজ আনন্দ-ভরে তুয়া নিজ মন্দিরে  
বরুপে মিলব কান ॥

অ ১২৮

শঙ্কার্থ—উরপর—বুকের উপর। সুনায়র-রাজ—  
সুনাগরদের শ্রেষ্ঠ ॥

৫৯৯

গান্ধার বাগ

সখি জনি কহ পরলাপ ॥

পিয়া যবু হিয়া জানে তাপ ॥

কুহমিত বামুন কুল ॥

তোবলু মাধবি ফুল ॥

তহি মিলল শঠরায় ॥

হাম হেরি চললু পলায় ॥

নুপুরধনি অন্তর ॥

আওল মঞ্জীর কাঁকার ॥

আচরে ধরল হামারি ॥

হঠ সঞ্চে লেওলু কারি ॥

হঠে পরিব্রজণ দেল ॥

হামারি অধর রস লেল ॥

ভূজপাশে বান্ধলু লাগি ॥

গোবিন্দদাস পহু ভাগি ॥

সমুদ্র ৩১০

শঙ্কার্থ—হঠ সঞ্চে লেওলু কারি—জোর করিয়া  
কাড়িয়া লইলাম ( কাড়ি ইত্যত্র কারি লিখিতঃ ডকার-  
বেকরোঠৈরক্যাং—রাধামোহন ) ॥ গোবিন্দদাস পহু  
ভাগি—গোবিন্দদাসের প্রভু ভাগিলেন, পলায়ন করিলেন  
( গোবিন্দদাসস্ত প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পলায়িতঃ—রাধামোহন ) ॥



ব্যাখ্যা—সখি, আমার কথা যেন প্রলাপ বলিয়া মনে করিও না। আমি দেখিলাম যে, আমার দয়িত আমার হৃদয়ের সম্ভাপ জানিতে পারিলেন। কুহুমিত যমুনার কূলে আমি মাধবী ফুল তুলিলাম, সেইখানে শঠচুড়ামণি আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি পলায়ন করিলাম, কিন্তু আমার নৃপুরুষের অহুসরণ করিয়া তিনি নিজের মঞ্জীর বাজার করিতে করিতে আসিলেন। আমার আঁচল ধরিলেন, আমি জোর করিয়া উহা ছাড়াইয়া লইলাম। তখন তিনি বলপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার অধর চুম্বন করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে ভূজপাশে বাধিতে গেলাম। আর গোবিন্দদাসের প্রভু পলায়ন করিলেন।

৬০০

দৃতিমুখে শুনইতে নাগর কান।  
ঐছন মাধব কয়ল পয়ান ॥  
রাই রাই করি ঘন চলি জায়।  
পীয়ল নৃপুর বাজান-পায় ॥  
রাই নিহারত মন্দির পাশ।  
শোয়ত স্বজন না শুনই ভাষ ॥  
বদরিক ডাল পরে বৈঠল কান।  
কোকিল জিনি হরি করতহি গান ॥  
ধুমের আলিসে রহ বিদগধ রাই।  
চমকি উঠিয়া পুন চৌদিকে চাই ॥  
মন দিয়া শুনে রাই কোকিলের গান।  
অস্তরে জানল আয়ল কান ॥  
ফেটি কপাট পুন বাহিরে গেল।  
গোবিন্দদাস তহি করত রস কেল ॥

ক. বি. ২২৪

শব্দার্থ—পীয়ল—পীতবর্ণের। করত রস কেল—রসকেলি করিল।

৬০০ক

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে  
সখিগণ ধৈরজ লাই।  
রস পরধাব কহই করি চাতুরি  
কাহুক হৃদয় জানাই ॥  
হৃন্দরি তিরোহিত রহি শুন বাত।  
অদভূত উনহিক প্রেমরস মাধুরি  
কতিহ কহই নাহি যাত ॥  
রাইক বিরহ অধিক করি মানই  
উনহিক স্থখ নিজ মান।  
কেবল দেহ ভেদ পুন বুঝিয়ে  
নহে পুন এক পরাণ ॥  
আনন্দ বাত উঠায়ত পুনাপুন  
পুছত রজনী বিলাস।  
গহন গমন দুখ সবহ মিটায়ল  
অহু কহ গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৫

সমুদ্র ৪১০, ভঙ্গ ২৭৭৪,  
কী ৩২১

শব্দার্থ—পরধাব—প্রস্তাব। তিরোহিত রহি—অন্ত-  
রালে থাকিয়া। উনহিক—উহাদের। অহু কহ—  
পশ্চাতে কহিতেছেন।

মন্তব্য—সখীদের চরিত্র ঐ ভাবেই উজ্জলনীলমণিতে  
অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রেম-বৈচিত্র্য

৬০১

সখি কো কহ প্রেমক বদ।  
রাইক কোরে বৈঠ হরি বোলত  
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥  
আর কিয় কনককবিত তহু মৌরত  
দরশ পরশ হব মৌয় ॥



উপর পাণি হানি ক্ষিতি শূন্য  
আকুল কণ্ঠ করি রোয় ।  
ধেনে কহে অধরে নব বলরী  
আর কিয় মিলব মোয় ।  
তাকর প্রেম মগন মনু মানস  
নয়নে বহল রূপ গোই ।  
আর কিয়ে অবণে শুনব বোল  
তাকর ও প্রিয় মধুরিম ভাষ ।  
নয়নহি বয়নচন্দ কব হেরব  
কৌমুদী হাস-বিকাশ ।  
রাইক কোরে কাহু যব বিলপই  
ব্রজ-বনিতাগণ হাস ।  
না বুঝল কত ধন্দ মোহে লাগল  
কহতহি গোবিন্দদাস ।

তরু ৭৭৩, কী ৩১৭, সং ১৭০

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ “আর কিয় কনক কষিত  
তহু” ইত্যাদি ।

ক. বি. ২৬২র পাঠ—

সজনি হোর দেখ প্রেমতরঙ্গ ।  
রাই কোরে বসি শ্যাম জপইছে নিজ নাম  
আজু ইহ কি যে ভেল রঙ্গ ।  
দুহজন ছিল স্থখে আরোপিয়া মুখে মুখে  
তাহে ভেল এ কোন রীত ।  
এ মাধুরী কে বা জানে কি বা আছে মনে মনে  
এ কি দেখি অল্প চরিত ।  
আপনার নাম নিতে পহ ভেল মুরছিত  
আপনাকে রাই করি জান ।  
ইহা কি প্রেমের গতি কে বুঝিবে এ পিরিতি  
তুহ জান তুহার বিধান ।  
কেহ বা যাইবে কাহু কাহার ভরসা আছে  
ধনি কিয়ে নাদ করে ভাস ।  
দেখিয়ে প্রেমের গতি মনে লাগে চমকিত  
কহতহি গোবিন্দদাস ।

ব্যাখ্যা—সখি, প্রেমের বিচিত্র রঙ্গের কথা কে বলিতে  
পারে? রাইয়ের কোলে বসিয়া হরি বিলাপ করিতেছেন  
—“কবে হবে তাহার সঙ্গে মিলন? আর কি সেই  
উজ্জল স্বর্ণবর্ণের তনু আমি দেখিতে পাইব? স্পর্শ করিতে  
পারিব? তাহার অঙ্গের সৌরভ আশ্রয় করিতে পারিব?”  
বুকে করাঘাত করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া তিনি  
আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করেন । কখনও বা বলেন, “আমার  
অধরের সঙ্গে সেই নবলতিকার অধরের মিলন হইবে কি?  
তাহার প্রেমে মগ্ন আমার হৃদয়, কিন্তু চোখে আমি তাহার  
রূপ দেখিতে পাইতেছি না । আর কি তাহার প্রিয় মধুর  
স্বর কানে শুনিতে পাইব? নয়নে কবে তাহার মুখচন্দ্র  
দেখিব—তাহার হাসির জ্যোৎস্না-বিকাশ দেখিব?”  
রাইয়ের কোলে থাকিয়া কাহু যখন এইরূপ বিলাপ করেন,  
তখন সখীরা (ব্রজবধূরা) হাসিতে থাকেন । গোবিন্দদাস  
বলেন—আমি এসব কথা বুঝিলাম না, তাই আমার কাছে  
বাধার মত লাগিল ।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠামী উজ্জলনীলমণিতে প্রেম-  
বৈচিত্র্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—

প্রিয়স্ত সন্নিকর্ষেপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষধিগাতিঃ স্তাৎ প্রেম-বৈচিত্র্যমিহতে ।

অর্থাৎ দয়িতের সন্নিকটে থাকিয়াও প্রেমতরঙ্গতার  
জন্ত একজন অন্তর্জনের বিরহে আকুল হওয়ার নাম  
প্রেম-বৈচিত্র্য ।

৬০২

সখি কহ তুয়ানন সরস অল্প ।  
ইথে লাগি মূবরে হেরহু নিজ মূখ ।  
এ সখি হেরইতে ভেল ধন্দ ।  
উদয়ল কানে  
মনু মূখ সো মূখ যবে ভেল সঙ্গ ।  
হিয়ে কিয় বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গ ।





উপজল কম্প নয়ন ভরু লোর ।  
পুলকে চমকে চমকে ভেল ভোর ॥  
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি ।  
কর সঞ্চে আশ্রয়ি খসল হামারি ॥  
বহুই পরশ বস অদরশ ভেল ।  
গোবিন্দদাস শুনি মূর্ছিত ভেল ॥

কী ৩:৮

ব্যাখ্যা—সখীরা বলে যে, আমার মুখ নাকি খুব সরস ও অতুলনীয়; তাই দর্পণে নিজের মুখ দেখিলাম। সখি! আয়নায় তাকাইয়া ধাঁধায় পড়িলাম। আয়নায় কানাইয়ের উদয় হইল; আমার মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিলন ঘটিল (কাহ্ন যেন আমাকে চুম্বন করিল)। আমার হৃদয়ে যেন প্রেমের তরঙ্গ বহিয়া গেল। চমকিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সারা দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। হাত বাড়াইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলাম; এমন সময় হাত হইতে দর্পণ পড়িয়া গেল। স্পর্শরস লাভ করা দূরে থাকুক, দেখাও মিলিল না। ইহা শুনিয়া গোবিন্দদাস মূর্ছিত হইল।

৬০৩

কেদার

শ্রামক কোলে যতনে ধনি শুতল  
মদন-আলসে ছুঁ' ভোর ।  
ভুঞ্জে ভুঞ্জে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন  
জহু কাকনে মণি জোড় ।  
কোরহি শ্রাম চমকি ধনি বোলত  
কবে মোহে মীলব কান ।  
হৃদয়ক তাপ তবহি' মমু মীটব  
অমিয়া করব সিনান ॥  
সো মুখ-মাধুরি বড় নেহারি  
সোওরি সোওরি মন কুর ॥  
সো তহু সরস পরশ বর পাওব  
তবহি' মনোরথ পুর ॥

এত কহি হৃন্দরি দীঘ নিশাসই  
মূর্ছিত হবল গেয়ান ।  
যতনহি শ্রাম রাই পরবোধই  
গোবিন্দদাস পরমান ॥

ক. বি. ২৭ পৃ:

সমুদ্র ৩২৭, তরু ৭৬৫

নিজাশুচন্দ্রোদয় ১৪৬

পাঠান্তর—(১) সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে আরম্ভ—  
শ্রামক কোলে, যতনে ধনি শুতল,

মদন লালসে তহু ভোর ।

ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন,

জহু কাকনে মণি জোড় ।

(২) মমু মাওব—সমুদ্র (৩) সো মুখচন্দ্র বড় নেহারনি গুণ  
সোওরিতে মন কুর—সমুদ্র (৪) আকুল রাই শ্রাম  
পরবোধই—তরু ।

ব্যাখ্যা—মদনালসে শ্রামের কোলে যত্ন করিয়া হৃন্দরী শুইলেন। কিন্তু নিদ্রা গেলেন না (অত্র ধং শয়নং লিখিতং ন তদ্রিদ্ভয়া কিন্তু মদনালসেনেতি স্পষ্টমন্তি অন্তথা প্রেমবৈচিত্র্যমর্থকং শ্রাম )। তাঁহাদের ভুঞ্জে ভুঞ্জে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন দেখিয়া মনে হয় যেন মণি-কাকনের জোড় লাগিয়াছে। শ্রামের কোলে থাকিয়াই চমকিয়া উঠিয়া হৃন্দরী বলিলেন, “কবে আমি কাহ্নকে পাইব? তখনই আমার হৃদয়ের তাপ মিটিবে—আমি অমৃতদাগবে স্নান করিব। আমি দিনরাত সেই মুখের মাধুরি স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে কাঁদি। সেই তহুর সরস পরশ যখন পাইব, তখনই আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৃন্দরী জ্ঞান হারাইল। শ্রাম যত্ন করিয়া রাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস তাহা দেখিলেন।

৬০৪

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্রাম করি কোর ।

হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥



জানলুঁ রে সখি প্রেম আগিয়ান ।  
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান ।  
মুচলি নাগর মুচলি রাই ।  
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই ।  
দারুণ বিরহে না হেরই তাই ।  
সহচরি চিত্র-পুতুলি সম চায় ।  
এছন হেরইতে রাইক রীত ।  
গোবিন্দদাস চীত মচকিত ।

ক. বি. ২৭

তর ৭৩০

ব্যাখ্যা—এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন যে, আজ আমি বুঝিলাম যে প্রেম অজ্ঞান; কেননা, ক্রমকে কোলে করিয়া রাখা কাদিতেছেন—“হরি হরি, আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল?” নাগরীর সে জ্ঞান নাই যে সে নাগরের কোলেই আছে। নাগরও রাখার এইরূপ অপূর্ণ প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুচ্ছা গেলেন; তাই দেখিয়া আবার রাখাও মুচ্ছিত হইলেন। উভয়েই বিরহে ব্যাকুল হইলেন, বিরহ-সমুদ্রের কুল পাইলেন না। দারুণ বিরহে তাহাও দেখিলেন না। সখী পটে আঁকা ছবির মত চাহিয়া রহিলেন। ঐরকম ভাবে তাকাইয়া থাকা তো রাখারই রীতি। গোবিন্দদাসের চিত্ত মচকিত হইল।

মদন-দহনে রহ জাগি ।  
রাইক বিরহে কাহু ভেল মচকিত  
বয়ানে বাণি নাহি কুর ।  
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বাস্হই  
গোবিন্দদাস রহ দূর ।

ক. বি. ২৭

তর ৭৭১

ব্যাখ্যা—এ সখি আরতি কহনে না যাই—শ্রীরাধার আন্তির কথা বলা যায় না। অকলের স্বর্ণ অকলেই রাখা আছে, কিন্তু অন্য জায়গায় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সে বলিতেছে—“কোথা গেল আমার সেই রসিক স্নানাগর? আমাকে কেন ত্যাগ করিল?” কাতর হইয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল; মদনের জালায় জাগিয়া রহিল, নিদ্রা যাইতে পারিল না। রাইয়ের বিরহ দেখিয়া কাহু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে কথা বাহির হয় না। তাঁহাদের উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া প্রিয়সখী যাইয়া পরস্পরের হাতের সঙ্গে হাত বাধিয়া দিলেন। যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পরস্পর পরস্পরের কাছে আছেন। গোবিন্দদাস এই অবস্থা দেখিয়া দূরে রহিলেন।

৬০৬

তথা রাগ

৬০৫

বিহাগড়া

নাগর সঙ্গে সঙ্গে যব বিলসই  
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে ।  
কাহু কাহু করি রোয়ই স্নানরি  
দারুণ বিরহ-হতাশে ।  
এ সখি আরতি কহনে না যাই ।  
আঁচলক হেম আঁচলে রহ বৈছন  
খোজি ফিরত আন ঠাঞি ।  
কাঁদা গেও সো মনু রসিক স্নানাগর  
মোহে তেজল কথি লাগি ।  
কাতর হোই মহীতলে লুঠই

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ ।  
রোই কহই ধনি বিরহ-হতাশ ।  
আর কি মিলব মোহে রসময় ক্রাম ।  
বিরহ জলধি কত পউরব হাম ।  
নিকটহি নাহ না হেরই রাই ।  
সহচরি কত পরবোধই তাই ।  
কাহু চমকি তব রাই কর কোর ।  
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ।

তর ৭৭৭

শাস্তার্থ—বিরহ জলধি কত পউরব হাম—বিরহ-সমুদ্র  
আর আমি কত পার হইব ।



৬০৭

ধানশী

কত পরকারে তহিঁ পরিচয় দেল ।  
হেরইতে মুখশশি দুখ দুব গেল ॥  
সহচরি গণ-সব চমকিত ভেল ।  
সজল-নয়ানে আলিঙ্গন কেল ॥  
আঁচরে মোছয়ত নয়নক লোর ।  
যতনহি দৃঢ় করি ছুহু করু কোর ॥  
কোই সখি দেওত চামরক বায় ।  
গোবিন্দদাস ছুহু ক গুণ গায় ॥

ক. বি. ২৭

তরু ৭৬৮

ব্যাখ্যা—কত পরকারে তহিঁ পরিচয় দেল—দুইজন  
দুইজনের যে কাছেই আছেন তাহা জুলিয়া গিয়াছেন,  
সখীরা কত প্রকারে তাহা বুঝাইলেন। মুখচন্দ্রের প্রতি  
দৃষ্টি পড়িতে তবে দুঃখ বিদূরিত হইল।

৬০৮

তথা রাগ

বহুধনে পরিচয় ভেল ।  
বিরহ-বেদন দূরে গেল ॥  
দৌহে ছুহু কোরে আগোরি ।  
সহচরি হেরি বিভোরি ॥  
অদভূত প্রেম-চরীত ।  
হেরইতে চমকিত ভীত ॥  
কোরহি দেখিতে না পায় ।  
এছন না তুনি কোথায় ॥  
পুন দৌহে নিবিড় বিলাস ।  
দূরে গেও বিরহ-হতাশ ॥  
গোবিন্দদাসক দাস ।  
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ ॥

তরু ৭৭২

শঙ্কার্থ—গোবিন্দ দাসক দাস—কবি গোবিন্দের  
দাসের দাস ।

৬০৯

ধনি-কোরে বিনোদ নাগর জুললা ।  
রোয়ত নীর নয়ন ভরি গেল ॥  
কোরে আঁকুল ভৈ মূরছিত ভেল ।  
সহচরিগণ কর বয়নহি দেল ॥  
শাসহীন দেখি সবহ বিভোর ।  
রোয়ত সব ধনি হরি করি কোর ॥  
এক সখি যুগতি করল অহুপায় ।  
কাহুক শ্রবণে কহল রাই নাম ॥  
বহুধনে শ্রবণে পৈঠল মোই বোল ।  
রাই রাই করি উঠল তহু মোড় ॥  
বোই বোই হুবদনি পরিচয় দেল ।  
বিরহ জনিত দুখ সব দূর গেল ॥  
বৈঠল নাগর রাই বাম পাশ ।  
কী কহব মুগধল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪০

শঙ্কার্থ—সহচরিগণ কর বয়নহি দেল—সখীরা শ্রামের  
চেতনা সম্পাদনের জন্ত তাহার হাত লইয়া শ্রীরাধার  
মুখের উপর দিলেন। শাসহীন—খাসহীন, নিঃখাস  
পড়িতেছে না। পৈঠল—প্রবেশ করিল। তহু মোড়—  
অঙ্গ মোড়া দিয়া ।

৬১০

হৃন্দরি কান্দে দুটা হাত দিয়া মাথে ।  
গর গর অস্তর লোর কর কর  
হারাইয়া নিজ প্রাণনাথে ॥  
বেঢ়ল সখিগণ চতুরিণি ললিতা  
বৈঠল নিকটহি যাই ॥



বসনে মুখানি মুছি      মুছ মুছ বোলই  
কি কর কি কর ধনি রাই ॥  
কোরে তোহারি      শ্রাম নট-শেখর  
দেখহ নয়ান পসারি ।  
কহিতে কহিতে      পাওল চেতন  
লহ লহ নয়ান নেহারি ॥  
শ্রাম সুনগর      রাইক কর ধরি  
তুরিতহি উরপর লাই ।  
বন্ধু-মুখ নিরখি      লাজে ধনি নতমুখি  
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

ক. বি. ২০৭

শঙ্কার্থ—বলি যাই—বলিহারি দিতেছে ।

৬১১

বন্ধুয়া পাইয়া ধনি      মাতল গরবিনি  
প্রেমে আকুয়া ভেল আখি ।  
আপন ভাব সভাব      সব বিছরল  
কোরহি দেখি না দেখি ॥  
হৃন্দরি সহচরি মুখ পানে চায় ।  
ছলছল লোচনে      পুন পুন পুছত  
কাহা মোর মনমথ রায় ॥  
শ্রাম শ্রাম করি      দীঘ নিশাসই  
বিলাপই বিধুমুখি রাই ।  
অভূত প্রীতি      রীত না সমুঝিয়ে  
অহুভবি ওর না পাই ॥  
কোরে থাকিতে      বহ দূর সোই  
মানই দেখি চরিত বিপরীত ।  
গোবিন্দদাস কতয়ে      অহুমানয়ে  
অদভূত দৌহক পিরিত ॥

ক. বি. ২০১

শঙ্কার্থ—আপন ভাব সভাব সব বিছরল—নিজের

ভাব ও স্বভাব সব কিছু ভুলিয়া গেল । অহুভবি ওর না  
পাই—উভয়ের অহুভব কত দূর তাহার সীমা পাই না ।

বিরহ

৬১২

আজু কেনে আরে সখি তহু মোর কাপ ।  
নিরবধি লোরে নয়নধূগ কাপ ॥  
অকুশলহৃৎক তব কাছে হেরি ।  
মনছন কাছে করু বেরি ॥  
যব হাম হেরহু গোউর বয়ান ।  
তৈখনে পুনপুন অরুণ নয়ান ॥  
তৈখনে বুকহু বচন বিশেষ ।  
গোরা মুখে ছোড়ি চলব দূরদেশ ॥  
তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ ।  
গোবিন্দদাস কহে বড় পরমাদ ॥

মন্তব্য—শ্রীমজ্ঞানীকান্ত দাসের পুথি হইতে ডাঃ  
স্বকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে  
প্রকাশিত । পদটী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি মনে হয় ।

শঙ্কার্থ—মনছন কাছে করু বেরি—বারংবার ( বেরি )  
মন কেন বিষয় ( ছন ) হইতেছে ? গোউর বয়ান—  
গৌরচন্দ্রের মুখ । অরুণ নয়ান—উদগত অশ্রু বোধ  
করিতে যাইয়া গৌরাদেব চক্ষু অরুণাভ ।

৬১৩

সুহই

না জানিয়ে কো মথুরা সঞ্চে আয়ল  
তাহে হেরি কাছে জিউ কাপ ।  
তবধরি দক্ষিণ পায়োধর ফুরয়ে  
লোরে নয়নধূগ কাপ ॥  
সখি হে অকুশল শত নাহি মানি ।



বিপদক লাগ তুণহঁ করি না গণিয়ে  
কাহু বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥  
কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহ ধির  
জাগরে নিদ নাহি ভায় ।  
গড়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল  
কিয়ে সখি করব উপায় ॥  
কুহুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জহ  
মখনে বোয়ত শুক সারি ।  
গোবিন্দদাস আনি সখি পুছহ  
কাহে এত বিধিনি বিচারি ॥

তবহঁ পুছলি বেরি বেরি ।  
সজল ন্যনে রহ হেরি ॥  
তৈখনে বুঝল বিচারি ।  
কঠিন জীবন বরনারী ॥  
এ দুখ আন কি জানি ।  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

দ্বিতীয়চন্দ্রোদয় ১৫০

সা প. (১)—২২৪  
ক. বি. ১৭২৩

তর ১৩০০, সা ৪৩৪  
সমুদ্র ২৭২

ব্যাখ্যা—মথুরা হইতে কে আসিল জানি না ; কিন্তু  
তাহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল কেন ?  
তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার দক্ষিণ স্তন কাঁপিতেছে  
এবং অশ্রুতে নয়নযুগলের দৃষ্টি স্তিমিত হইতেছে । সখি !  
কাহুর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তাহা হইলে শত শত  
অমঙ্গলকে গ্রাহ্য করি না, এবং লাখ বিপদকে তুণের মতও  
মনে করি না । কি ঘরে কি বাহিরে মন ধির থাকিতেছে  
না । নিদ্রা বা জাগরণ কিছুতেই কচি নাই । যে  
মনোরথ গড়িলাম, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ; এখন  
সখি কি উপায় করিব ? যদিও কুঞ্জ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে,  
তবুও সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে না, শুকসারী  
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে ! সখি ! গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া  
আনিয়া জিজ্ঞাসা কর যে কেন এত বিষয়াশি ।

৬১৪

কাহু বিরস কখি লাগি ।  
কিয়ে মোর করম অভাগি ॥  
হাম যব গেলু পিয়া পাশ ।  
পিয়া দীঘ ছাড়ল নিশাস ॥  
হাম পুছল যব বাত ।  
শিরে হানল নিজ হাত ॥

ব্যাখ্যা—কখি লাগি—কেন ? তৈখনে বুঝল বিচারি  
ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে যখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম,  
তিনি শুধু নিজেব শিরে করাঘাত করিলেন । বারবার  
জিজ্ঞাসা করার তিনি শুধু ছলছল চোখে তাকাইয়া  
বহিলেন । তখনই বিচার করিয়া বুঝিলাম যে, বরনারীর  
জীবন কঠিন । এ দুঃখ অণ্ডে কি জানে ? গোবিন্দদাসই  
তাহার প্রমাণ—অর্থাৎ গোবিন্দদাস জানে ।

৬১৫

ধানশী

ঝাপল উতপত লোরে নয়ান ।  
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান ॥  
তুহঁ পুন কি করবি ওপতহি রাখি ।  
তহু মন হুহঁ মুকে দেয়ত সাখী ॥  
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয় ।  
বজ্রক বারণ কর-তলে হোয় ॥  
জানলুঁ সখি মৌনকি ওব ।  
গিয়া পরদেশ চলব মস্তু ছোড় ॥  
গমনসময়ে বিরোধ জনি কোয় ।  
পিয়াক অমঙ্গল জনি পাছে হোয় ॥  
সময় সমাপল কী ফল আর ।  
প্রেমক সমুচিত অবহঁ বিচার ॥  
গোবিন্দদাস অতয়ে অহমান ।  
পিয়া পরদেশি কাহে রহ প্রাণ ॥

তর ১৩০১, সমুদ্র ২৭২  
পদ্যরচক



পাঠান্তর—তরুতে (১) যৈছে (২) নিবার

ব্যাখ্যা—সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, উত্তম অশ্রু-  
জলে তোমার চক্ষু যেন প্রাবিত হইয়াছে; তোমার  
বুকের ভিতর কি হইতেছে কিছুই জানি না। তুমি গোপন  
রাখার চেষ্টা করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দেহ ও মন  
ছুই-ই যে আমাকে বলিয়া দিতেছে। তবে আর কেন  
গোপন করিতেছ? তোমাকে আর কি বলিব? করতল  
দিয়া কি বজ্রকে বারণ করা যায়? বিনামেঘে বজ্রাঘাতের  
মতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে যেমন হাত দিয়া  
আটকানো যায় না, তেমনি তুমি মৌন থাকিলেও বিপদ  
এড়াইতে পারিবে না। শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন—  
মৌন থাকার শেষ সীমা আসিয়াছে। সখি! জানিলাম  
আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় পরদেশে যাইবে। তাহার বাইবার  
সময় কেহ বিরোধ করিও না, বাধা দিও না, কেননা বাধা  
দিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিতে পারে। সময় শেষ হইল।  
যতদিন আমাদের ভাগ্যে কাহ্নর সঙ্গলাভ ছিল তাহা শেষ  
হইল। এখন আর প্রেম করা উচিত হইয়াছিল কিনা এ  
বিচার করিয়া কি লাভ? গোবিন্দদাস এইজন্ত অহুমান  
করেন যে, প্রিয়তমই যখন প্রবাসে যাইতেছেন তখন আর  
প্রাণ কেন দেহে থাকে?

মন্তব্য—আমরা পদরত্নাকরে প্রদত্ত পাঠ “প্রেমক  
সমুচিত অবহ বিচার” গ্রহণ করিলাম। সতীশচন্দ্র  
রায় মহাশয় পাঠ ধরিয়াছেন—“প্রেমক সমুচিত অবহ  
নিবার” এবং উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“এখন নিবারণই  
প্রেমের উপযুক্ত কার্য।” কি নিবারণ? প্রেমই কি?  
শ্রীরাধা কি এই অবস্থায় কখনও বলিতে পারেন যে, আমি  
প্রেমকে আসিতে দিব না?

৬১৬

হুই

নাম হি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম  
সো আওল ব্রজমাঝ।

ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল  
কালি কালিহঁ সাজ।  
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।  
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর  
মন্দিরে রহ বনমালী।  
যোগিনি-চরণ শরণ করি সাধহ  
বান্ধহ যামিনি-নাথ।  
নখতর চান্দ বেকত রহ অধরে  
যৈছে নহত পরভাত।  
কালিন্দী-দেবি সেবি তাহে ভাখহ  
সো রাখউ নিজ তাতে।  
কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব  
গোবিন্দদাস অহুমাতে।

সা. প. (১) ২২৫  
ক. বি. ১৭২৪

তরু ১৮০২, সা. ৪০৬  
সমুদ্র ২৮০

ব্যাখ্যা—যিনি মধুরা হইতে ব্রজের মাঝে  
আসিয়াছেন, তিনি শু নাহি অক্রুর, সত্য সত্য তাঁহার  
মত ক্রুর আর নাই। আজ প্রতি ঘরে ঘরে শ্রুতিকটু  
এই শব্দের ঘোষণা শুনিতেছি যে কাল, কাল ক্লম  
যাইবেন, অতএব তৈয়ারী হও। সখি, রাত পোহাইলেই  
তো 'কাল' হইবে। অতএব এমন কিছু উপায় কর যাতে  
রাত্রি আর প্রভাত না হয়, বনমালী ঘরেই থাকে। কোন  
যোগিনীর চরণে শরণ লইয়া তাহাকে অহুরোধ কর যে  
সে যেন তাহার যোগবলে চন্দ্রকে বাঁধিয়া ফেলে অর্থাৎ  
তাহার গতি শুদ্ধিত করিয়া দেয়, যাহার ফলে নক্ষত্রগণ  
সহ চন্দ্র যেন আকাশেই বাস্ত থাকেন, রাত্রি যেন প্রভাত  
না হয়। যমুনা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বল (ভাখহ)  
যে তিনি যেন তাঁহার পিতা সূর্যকে রক্ষা করেন।  
গোবিন্দদাস অহুমান করেন তিনি কি সম্বর তাঁহার ভাই  
যমকে আনিয়া মিলাইবেন? (তাহা হইলে সকল  
যাতনায় পরিসমাপ্তি হইবে। তুলনীয় 'ক্রুরত্মক্রুর  
সমাখ্যা'—ভাগবত ১০।৩২।২১। 'কে বলে অক্রুর  
তোরে, ক্রুর দুর্ভাগ্য'—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।



৬১৭

শ্রীগাছার

যাহে লাগি গুরু গঞ্জে মন রহলু  
 ছুরজন কি কি নাহি কেল।  
 যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলু  
 লাঞ্জে তিলাগুলি দেল।  
 মজনি জানলু কঠিন পরাণ।  
 অজপুয় পরিহরি যাওব মো হরি  
 শুনইতে নাহি বাহির্যণ।  
 ঘো মকু সরস সমাগম-লালসে  
 মণিময় মন্দির ছোড়ি।  
 কটক-কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর  
 পদ নেহারই মোরি।  
 যাহে লাগি চলই চরণ বেড়ল ফণি  
 মণি-মস্তক করি মানি।  
 গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে মো দিন  
 বিছুবে ইহ অহুমানি।

সা. প. (১) ২২৮  
 ক. বি. ১৭৮০

সমুদ্র ২৮১, তর ১৩০৪  
 সা ৪৩৮, রসমঞ্জরী পৃ: ৪৪

পাঠান্তর—তরুতে (১) কিয়ে (২) বাসর (৩)

নেহারত।

ব্যাখ্যা—সখি! যাহার জন্ত গুরুগজনায়ে শুধু  
 অগ্রাহ্য করিয়াছি তাহা নহে, উহাকে আমি আমার  
 মনোরঞ্জনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ( গুরু-  
 জনের গালি না খাইলে আর মন ধুসী হইত না ), যাহার  
 জন্ত দুর্জনেরা আমার কত কি না কুৎসা করিল, যাহার  
 জন্ত কুলবতীর বরণীয় ব্রত ছাড়িয়া দিলাম, লজ্জা বিসর্জন  
 দিলাম, সেই হরি অজপুয়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন  
 শুনিয়াও যে আমার প্রাণ বাহির হইতেছে না, তাহাতে  
 বুঝিতেছি আমার প্রাণ বড় কঠিন। ( তিনি আমাকে  
 যে কত ভালবাসিতেন তাহা কি বলিব? ) আমার সঙ্গে  
 সরস মিলনের লোভে তিনি তাঁহার মণিময় গৃহ ছাড়িয়া  
 বর্ষার রাতে কটকপূর্ণ কুঞ্জে জাগিয়া জাগিয়া আমার পথের  
 পানে চাহিয়া থাকিতেন। ( আমারও কি তাঁহার সহিত

মিলনের আগ্রহ কম ছিল? তাঁহার সহিত মিলনের জন্ত  
 সঙ্কেতকুঞ্জে যাইবার সময় অন্ধকারে ) যখন সাপে আমার  
 চরণ বেড়িয়া ধরিত, তখন উহাকে আমি ভাবিতাম বৃষি  
 মণিময় ( সাপের মাথাতে মণি ছিল বলিয়া ) নৃপুয়।  
 গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে প্রবেশ দিবার জন্ত বলিতেছেন  
 সেই সব দিনের কথা শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া যাইবেন এ রকম  
 মনে করিতেছ কেন?

তুলনীয়—

ন নন্দস্থঃ ক্ষণভঙ্গসৌভাগ্যঃ  
 সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাভূত বত।  
 বিহার গেহান্ স্বজনান্ স্ততান্ পতীঃ  
 -স্বদাস্তমছোপগতা নবপ্রিয়ঃ—ভাঃ ১০।৩২।২২  
 ভাল নন্দস্থত তাঁর ভাল এই রীতি।  
 নব অহুরাগে গোপীর তাজিলে পৌরিতি।  
 পতি স্তত বন্ধু তাজি যাহার লাগিয়া।  
 সে কেমনে যায় গোপ-যুবতী তাজিয়া।  
 —শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

৬১৮

সুহিনী

কালি হাম কুঞ্জে কাহু যব ভেট।  
 নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট।  
 মান-ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।  
 না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ।  
 এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।  
 জানলু কাহু চলব পরদেশ।  
 পুছইতে কহ গদগদ আধ বোল।  
 চর চর নয়ন হেরি মুখ মোর।  
 নিবিড় আলিঙ্গনে রহ পুন ধন্দ।  
 দরদর হৃদয় শিখিল ভুজ-বন্দ।  
 চুখনে বদনে বদনে রহ মেলি।  
 আনহি ভাতি রতন-রস কেলি।



এতছ' কপট কৈছে হিয় মাঁহা গোই ।  
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি গোই ॥

সা. প। (১)—২২৬

রসমঞ্জরী পৃ ৫৪, তঙ্ক ১৬০২  
সা ৪০৭

শব্দার্থ—নিরমদ—নির্গদ, উল্লাসবিহীন ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—কাল আমার সঙ্গে কাহুর যখন দেখা হইল, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখে চোখে ক্ষুণ্ণ নাই, তিনি মুখ নীচু করিয়া আছেন । আমি ভাবিলাম কোন কারণে তাঁহার বৃথা অভিমান হইয়াছে, তাই হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাকে সাধিতে লাগিলাম । তখন কি জানি যে এই ভীষণ বিপদ আসিবে ? সখি ! এখন আমাকে বিশেষ করিয়া বল আমি কি করিব ? কাহুর তো বিদেশে যাইবেন ইহা নিশ্চিত জানিলাম । আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি উত্তর না দিয়া সজল নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুট গদগদ স্বরে কি বলিলেন । বলিয়াই নিবিড় আলিঙ্গন করিয়া শুক হইয়া গেলেন । তাঁহার বাহুবন্ধন শিথিল হইল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল । চুষন করিতে যাইয়া শুধু অধরে অধর লাগাইয়া রহিলেন—এক অস্ত্র ধরণের যেন বিলাস-কেলি । এত ছলনা কি করিয়া হৃদয়ে গোপন রাখিবেন ? গোবিন্দদাস বলেন যে তিনি আমাকে দেখিয়াও কাদিতে লাগিলেন ।

৬১৯

গান্ধার

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল  
তাঁহে পুন কুল-মরিয়াদ ।  
তহি' পএ' হরি সঞ্জে নেহ ঘটায়াল  
তাঁহ বিঘটন পরমাদ ॥  
সজনি বিহি মোহে' কি ভেল বাম ।  
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলু' মথুরা  
যাওব হৃন্দর শ্রাম ॥

ও মুখ-চান্দ হাস মধুরাধর  
ও দিটি বক নেহারি ।  
ও মূহুৰচন স্বধারসে পূরিত  
কৈছনে বিছুরব' নারি ॥  
যাহে বিহু নিমিখ-আধ কত যুগসম  
সো অব আনত যাব ।  
কঠিন জীবন' অবহ নাহি নিকসয়ে  
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥  
কহইতে গোরি লোরে ভর লোচন  
মুরছি পড়ল তহি ভোর ।  
হাহা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন  
গোবিন্দদাস কহ কোর ॥

তঙ্ক ১৬১৪, সমুদ্র ২৮২

পাঠান্তর—তরুতে (১) তাঁহে পুন (২) মোবে (৩)

বিষবর—সমুদ্র (৪) পরাণ

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—কোন বিধাতা না জানি আমাকে নারী করিয়া সৃষ্টি করিল ? (নারীর ভাগ্যেই তো অশেষ দুঃখ) । তাঁহার উপর আবার কুল-মর্যাদা দিল (সে মর্যাদা বজায় রাখিয়া চলা আরও কষ্টকর) । শুধু তাহা নহে, হরির সঙ্গে প্রেম ঘটাইল । তাহাতে আবার বিচ্ছেদরূপ বিপদ ঘটাইল ! (ইহাতে যে দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই) । সখি ! বিধাতা আমার প্রতি কি রকম বিরূপ দেখ ! শ্রামজ্ঞকর আমার বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন ! বুঝিতেছি না নারী হইয়া কি করিয়া ওই মুখচন্দ্র, ওই মধুর অধরের হাসি, নয়নের সঙ্গে তাঁহার বন্ধিম নয়নের মিলন, ওই স্বধারসে পরিপূর্ণ মূহু মধুর বচন কি করিয়া ভুলিয়া থাকিব । যাহাকে ছাড়িয়া আধ নিমেষকাল থাকিতে হইলে কতযুগ বলিয়া মনে হইয়াছে সে এখন অস্ত্র যাইবে । আমার কঠিন প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না । (কি আশায় আছে ?) আর কি দর্শন মিলিবে ? এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দদাসের চোখ জলে ভরিয়া গেল ; সে সেখানেই



পাগলিনীর মতন মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীভাবাপন্ন গোবিন্দদাস তখন তাহার প্রাণের রাধা অচেতন হইলেন দেখিয়া তাহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন।

৬২০

প্রাতরে তুহঁ চলব মথুরাপুর  
ববছঁ শুনল ব্রজ-নারি।  
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে  
মোছত উতপত বারি ॥

মাধব ভালে তুহঁ ব্রজ অহরাগি।

অব সব বলবি জলু বিরহানলে  
কো পুন ইহ বধ-ভাগি ॥

গিরিবর-কুঞ্জ কুহুময় কানন

কালিন্দী কেলি-কদম্ব।

মন্দির গোপুর নগর সরোবর

কো কাহে কর অবলম্ব ॥

ব্রজপতি লেই অতয়ে চলু আকুর

সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।

গোবিন্দদাস কহে যব ঐছন নহ

আপে চলউ বলরাম ॥

সা. প. (১) ২২৭

তরু ১৬১৩, সং ৪৪২, সমুদ্র ২৮৩

ক. বি. ১৭৭২

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া শেওরায়ে এক সখী তাহার কাছে যাইয়া বলিতেছেন—ব্রজনারীরা যখনই শুনিতে পাইল যে সকাল হইতে না হইতেই তুমি মথুরা নগরীতে চলিয়া যাইবে, তখন বিরহরূপ অগ্নির ধূমে তাহাদের চোখে ঘুম নাহি। চোখে ধোঁয়া লাগিলে যেমন চোখ দিয়া জল বাহির হয় তেমনি তাহাদের নয়ন শুধু শুধু উত্তপ্ত অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিতেছে; আর তাহারা ক্রমাগত উহা মুচ্ছিতেছে। মাধব! তুমি তো খুব ব্রজকে ভালবাস দেখিতেছি! এই যে সব গোপীরা বিরহের অনলে জলিতেছেন, ইহাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে

না; কিন্তু ইহাদের বধের জন্ত দায়ী কে? গোবিন্দনের কুঞ্জ, কুহুময় কানন, কালিন্দীতীরের কেলিকদম্ব, মন্দির, সিংহদ্বার (গোপুর), নগর, সরোবর এসব এখন কে কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে? (বৃন্দাবনের এসব স্থাবর হইলেও প্রাণবন্ত, অহুভবশীল, হুতরাং ইহাদেরও বিরহবোধ তীব্র)। শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শেও পর্য্যন্ত (অতয়ে) যখন অকুর যাইবেনই, তখন গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আমাদের কথা তো থাকিল না, দাদা বলরাম আপনি সঙ্গে যাউন; (তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি ছোট ভাইকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন)

৬২১

সাজলী মধুপুর যাওব মুরারি।

এ হেন ধরম তাহে কোনে শিখাওল

তেজিতে অবল। ব্রজনারী ॥

সজনী এত কি করএ জানি শ্রাম।

নিমিষ বিচ্ছেদ হলো ধীর নাহি বাক এ

সতত জপয়ে মধু নাম ॥

রস-কায়াগার তেজি কাহে যাওব

চলইতে ইথে নাহি বাট।

মনহি শিকলি তাহে প্রেম কুলুপ গো

লাগিয়াছে পিরিতি কবাট ॥

ইহ মোহ বন্ধন কৈছনে কাটব

মধু মনে নাহি পাতিয়ায়।

এ তিন ভুবন মাহ না দেখিয়ে হেনজন

মো প্রিয় বাহির করায় ॥

শ্রুতি-ভয়-মোচন জননী-সহোদর

সিদ্ধি আর তাকর চরে।

গোবিন্দদাস কহে কালি প্রাতচর

মো হরি নিব মধুপুরে ॥

সং ৪০২, অ ১২২



পাঠান্তর—পদরসসারে—(১)

কলিমন মোহন জননি সহোদর, তাকর সবছ বিহুর।

এতহি কহিতে যব, রজনী পোহায়ব, গোবিন্দদাস

কহ কুর ॥

ব্যাখ্যা—মুন্নারি মধুপুরে যাইবেন বলিয়া সাজিলেন। এরকম ধর্ম তাহাকে কে শিখাইল? অবলা ব্রজনারী তাঁহাকে ছাড়া জানে না, তাহাদিগকে ত্যাগ করা কি ধর্ম? সখি, শ্রাম এখন কি করিবেন জানি না। তিনি যে আমার সহিত এক নিমেষের ছাড়াছাড়ি হইলে ধৈর্য হারাইতেন; তিনি যে সবসময় আমার নাম জপ করিতেন। আমার হৃদয়রূপ রস-কারাগার ছাড়িয়া কেন যাইবেন? যাইবেনই বা কিরূপে? যাওয়ার পথ যে নাই। আমি যে পিরিতি রূপ কপাটে, মনরূপ শিকলি দিয়া প্রেমের তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমার তো ধারণাই হয় না (পাতিয়ায়—প্রত্যয় হয়) যে আমার এই বন্ধন তিনি কিরূপে কাটিবেন? আমার বুকের ভিতর হইতে আমার দয়িতকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে এমন ক্ষমতা ত্রিভুবনে কাহার আছে?

কলি-ভয় মোচন ইত্যাদির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা গেল না। পাঠান্তরে 'কলিমন মোহন' বলিতে কি বুঝাইতেছে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণকে কলিমন মোহন বলা যায় না, বলিলেও এই প্রসঙ্গে নিরর্থক হয়।

৬২২

পাহিড়া

হরি হরি কি কহব গৌরচরীত।

অকুর অকুর বলি পুন পুন ধাবই

ভাবই পুরব পিরীত।

কাহা মনু প্রাণনাথ চলই যাওই

ভারই শোক কি কূপে।

কো পুন বচন বোলে নাহি ঐছন

সবজন রহল নিচূপে ॥

রোই কতক্ষণে বোলই পুন পুন

তুহঁ সব না কহসি ভাষ।

ঐছন হেরি ভকতগণ-রোয়তে

না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৭২১

তর ১৬২০

ব্যাখ্যা—এই পদটি ভবন বিরহের গৌরচন্দ্রিকা। হরি হরি! গৌরান্দের চরিত কি বলিব? প্রভু অকুর, অকুর বলিয়া বার বার ছুটিতেছেন (যেন শ্রীকৃষ্ণকে রথ হইতে নামাইয়া আনিবেন)। তিনি পূর্ব প্রীতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধাভাবে ভাবিত হইয়া এরূপ করিতেছেন আর বলিতেছেন—আমাকে শোকের কূপে ফেলিয়া দিয়া কোথায় আমার প্রাণনাথকে লইয়া যাইতেছ? কেহই এ কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না; সকলেই চূপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ জন্মন করিয়া বারংবার প্রভু বলিতে লাগিলেন—তোমরা কেহই কিছু বলিতেছ না। এইরূপ দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস এই লীলা বুঝিলেন না।

৬২৩

গৃহই

অতমিত যামিনি-কন্ত।

বিফল ভেল মণি মস্ত।

উদয়াচল বরণাকণ।

উয়ল দিনমণি দাকণ।

দেখ মণি পাপি অকুর।

হরি লেই চলু মধুপুর।

দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।

চলু সব গোপ গোড়ার।

কোই না কহ অছু বাত।

হরি জনি মাথুর যাত।

ব্রজপতি দম্পতি চীতে।

কোন কয়ল বিপরীতে ॥



তে বুদ্ধি নিকরুণ ধাতা ।

গোবিন্দদাস দুঃখদাতা ।

এতেকে জানিলুঁ আজি বিধি হৈলা বাম ।

কি বুদ্ধি করিব কিছু না বুদ্ধি পেয়ান ।

—শ্রীকৃষ্ণপ্রমত্তরঙ্গিনী

স. প. (১)—২২২

ক. বি. ১৮০৩

তরু ১০২৩, সাং ৪৪৭,

সমুদ্র ২৮৪, রসমঞ্জরী পৃঃ ৪৬

পাঠান্তর—তরু (১) দুঃখগাথা

শব্দার্থ—যামিনি-কন্তু—নিশাকর, চন্দ্র

ব্যাখ্যা—চন্দ্র অস্ত গেল, প্রভাত হইল। আমরা প্রভাত যাহাতে না হয় তাহার জন্ত (গ্রহবৈগুণ্য দূর করার) মণি ধারণ করিয়াছিলাম, মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলাম। কিন্তু মণি-মন্ত্র সবই ব্যর্থ হইল। ঐ যে উদয়াচল রক্তবর্ণ হইল, দারুণ (কেমনা আজ ঐ সূর্য উদয়ের পর বিরহ হইবে) সূর্য উদিত হইল। সখি! ঐ দেখ পাপী অক্রুর হরিকে লইয়া মধুপুরে চলিল। ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল উদ্দেশে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেছেন। গ্রামবাসী (গোড়ার) সব গোপেরা সঙ্গে চলিতেছেন। কই, উহারা তো শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে মধুরায় না যান সেজন্য কেহই কিছু বলিতেছেন না। তাঁহারা না বলুন, ব্রজপতি দম্পতী নন্দ ও যশোদা বাধা দিতেছেন না কেন? তাঁহাদের হৃদয়কেও এরকম বিপরীতভাবাপন্ন কে করিল? বোধ হয় বিধাতাই অকরুণ হইয়া একরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের তিনি দুঃখদাতা।

মন্তব্য—ব্রজপতি দম্পতি চীতে ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা অসুপ্রাণিত।

অনার্জুণীরেখ সমাস্থিতো রথঃ

তমব্রমী চ অরয়ন্তি দুর্মদাঃ ।

গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতঃ

দৈবঞ্চ নোহন্ত প্রতিকূলমীহতে ॥—১০।৩৯।২৭

হের দেখে রথে কৃষ্ণ চটিল নিশ্চয় ।

এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময় ।

যুবা গোপগণ মন্ত করয়ে অবিত ।

বুদ্ধ গোপগণ কেহ না বলে উচিত ।

৬২৪

ধানশী

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ ।

ছোড়ি চলল কৈছে নবীন সনেহ ।

পাপী অক্রুর কিয়ে গুণ জান ।

সব মুখ বারি লেই চলু কান ।

এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ ।

আঁচর গতি বাতরায়হ নাহ ।

যতিথণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই ।

যতিথণে রথপর কোই না চঢ়ই ।

যতিথণে গোঁকুলে তিমির না গিরই ।

করইতে যতন দৈবে যব ফিরই ।

এতহ বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত ।

বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ ।

অতয়ে সে কী কল দারুণ লাজ

গোবিন্দদাস কহে না সহবে আজ ।

স. প. (১) ২০০

ক. বি. ১৮২১

সমুদ্র ২৮৪, তরু ১০২৪

সাং ৪৪৮

পাঠান্তর—তরু (১) কৈছন তেজব নবীন সনেহ

(২) রাধামোহন ঠাকুর পাঠ ধরিয়াছেন, 'বহি বারহ'।

তিনি টীকায় লিখিয়াছেন—আঁচর গহিবহি বস্তাকলং

গৃহীত্বা নায়কং বারয় । (৩) যদি (৪) না সহে বেয়াজ ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—হরি তো

নির্দয় নহেন, তাঁহার রসময় দেহ; তবুও তিনি এই নবীন

প্রেম ছাড়িয়া কিরূপে যাইতেছেন? পাপী অক্রুর নিশ্চয়ই

কোন মন্ত্রতন্ত্র জানে, তাই সে সকলকে গুন করিয়া যেন

সকলের মুখবন্ধ করিয়াছে; কান্তর যাওয়াতে তাই কেহই

বাধা দিতেছে না। সখি! আমি বলি কি যে তুমি সাহস



কর, কাঁক মুখের দিকে চাহিও না, সোজা ঘাইয়া গলায়  
আঁচল দিয়া কাহাকে ফিরাইয়া আন। এই একমাত্র  
উপায় ঘাহাতে তাঁহার মধুস্বয়ং গমন বারণ করা যাইতে  
পারে। এই কাজ কতক্ষণের মধ্যে করিতে হইবে  
বলিতেছি—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল পাঠ না  
করেন, অথবা যতক্ষণে কেহ রথে না চড়ে। আর  
ততক্ষণের মধ্যে ইহা করিতে হইবে যতক্ষণ কাহুর  
প্রস্থানের জন্ত গোকুলকে অন্ধকারে প্রাণ না করে! যত্ন  
করিয়া দেখ, যদি দৈববলে সে ফেরে এত বিপদের  
মধ্যেও জীবন রক্ষা পায়। বুঝিতেছি জীবন লজ্জার পথ  
নিরীক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ লোকলজ্জায় প্রাণ ঘাইতেছে  
না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আজ আর তোমার লজ্জা  
সহ করা যাইতেছে না, এ দারুণ লজ্জায় কি ফল? তুমি  
এই নিদারুণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া  
আন।

৬২৫

শ্রী গান্ধার

কাহু নহ নিষ্ঠুর চলত যো মধুপুর  
মধু মনে এ বড় সন্দেহ।  
সে হেন রসিক পিয়া পিরিত্তি-পুরিত হিয়া  
কাহে ভেল শিখিল-সনেহ।  
চল চল সহচরি অকুর-চরণে ধরি  
তিল এক হরি বিলম্বাহ।  
করুণা-ক্রন্দন শুনইতে ঐছন  
জনি কিরয়ে বর নাহ।  
পরিহর গুরুজন হসউ বা দুবজন  
কি করব পরিজন পাণ।  
কাহু বিনে জীবন জলতহিঁ অহুপণ  
কো সহ এ হেন সন্তাপ।  
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি তারি  
পিবইতে জিউ করে সাধ।

গোবিন্দদাস ভণ

সো বিহি নিকরণ

যো কর ইহ রস-বাধ।

লা. প. (১)—২০১

ক. বি. ১৮১১

তার ১৬২৪, সমুদ্র ২৮৬

ব্যাখ্যা—কাহু তো নিষ্ঠুর নহে, সে যে মধুপুরে চলিয়া  
যাইবে এ কথায় আমার ঘোরতর সন্দেহ হইতেছে।  
তাঁহার মত রসিক প্রিয় বাহার হৃদয় শুধু প্রেমেই ভরা,  
সে কেন শিখিল-স্নেহ হইবে? সখি! চল চল অকুরের  
চরণে ধরিয়া এক মুহূর্ত্ত হরিকে ঠেকাইয়া রাখ। ঐরূপ  
করুণ ক্রন্দন শুনিয়া যদি সেই শ্রেষ্ঠ নাথের মন ফিরে।  
ইহাতে লজ্জা কি? গুরুজন আমাকে ত্যাগ করুন, দুর্জনেরা  
হাস্যক, পাপ পরিজনে আমাদের কি করিতে পারে?  
কাহু বিনা এ জীবন যে প্রতিক্ষণ জলিতেছে। এত দাহ  
কে সহ করিবে? দয়িতের ঐ মুখখানি সমুখে ধরিয়া  
নয়নরূপ অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহার রূপস্বধা পান করিতে মনে  
বড় ইচ্ছা হয়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, যে বিধাতা  
এমন রসে বাধা সৃষ্টি করে, সে একেবারে করুণাহীন।

মন্তব্য—তুলনীয় শ্রীমদ্ভাগবতের ( ১০।৩২।২৮ )—

নিবারয়ামঃ সমুপেতা মাধবঃ  
কিং নোহকরিত্ত্বং কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।  
মুকুন্দসদ্বারিমিষাৰ্দ্ধছন্ত্যজাদ্  
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্।  
ধরিয়া রাখিব, লজ্জা ভয় পরিহরি।  
দেখি, বৃদ্ধ-গুরুগণে কি করিতে পারি।  
যাহা বিনে যায় প্রাণ, তিলেক না রয়।  
কেন সে করিব গুরুজনে লাজ ভয়।

৬২৬

শ্রী গান্ধার রাগ

শুনলহঁ মাথুর চলত মুরারি।  
চলতহঁ পেথলোঁ নয়ন পসারি।  
পালটি নেহারিতে হাম রহঁ হেরি।  
শুভ্র মন্দিরে আগল ফেরি।



দেখ সখি নীলজ জীবন মোই ।  
 পিরিতি যায়ত' অব ঘন রোই ॥  
 সো কুহুমিত বন কুঞ্জ-কুটীর ।  
 সো যমুনা-জল মলয়-সমীর ॥  
 সো হিমকব হেরি লাগএ চক ।  
 কাহু বিহু জীবন কেবল কলহ ।  
 এতদিনে জানলু' বচনক অস্ত ।  
 চপল প্রেম থির জীবন ছরন্ত ॥  
 তাহে অতি ছুরজন আশকি পাশ ।  
 সমতি না আওত গোবিন্দদাস' ॥

দেয় না। গোবিন্দদাস কিন্তু শ্রীরাধার এই সিদ্ধান্তে  
 সম্মতি দিবার চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছেন না—সেই  
 সম্মতি কিছুতেই আসিতেছে না।

মন্তব্য—পদ্যমৃতসমুদ্রে ও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের  
 অবলম্বিত ক, খ, গ, চ পুথিতে এবং পদ্যসমাবে 'সমতি না  
 আওত গোবিন্দদাস' পাঠ থাকিলেও রায় মহাশয় 'সম্মতি  
 না আওত গোবিন্দদাস' পাঠ ধরিত্যাগেছেন। উহার মানে  
 এই যে, গোবিন্দদাস যেন সম্মতি দিয়া ফিরিয়া আসেন  
 নাই। পদটির পৌরুষার্থের সঙ্গে এ কথা খাপ খায় না।

সং. প. (১)—২৩২

সমুদ্র ২২৭, তরু ১৫৩৭  
 সং. ৪৫২

পাঠান্তর—(১) বৈষ্ণবপদলহরী (পৃ: ৩৬৭) ও  
 বহুমতীর মহাজনপদাবলীতে (পৃ: ৭২) 'শুনলহ' স্থানে  
 নিবর্থক 'চলবহ' ছাপা হইয়াছে। (২) 'শুনহ'—সমুদ্র  
 (৩) জানায়ত—সমুদ্র (৪) সম্মতি না যায় গোবিন্দদাস—  
 তরু ও সং।

শঙ্কার্থ—মোই—আমাতো। অব ঘন রোই—এখন  
 প্রগাঢ় ভাবে রোদন করিয়া। চক—ক্রাস, ভয়।

ব্যাখ্যা—শুনিয়াছিলাম মুরারি মথুরায় যাইবেন,  
 যাইবার সময় নয়ন মেলিয়া দেখিলামও। তিনি মুখ  
 ফিরাইয়া আমার পানে যখন চাহিলেন, তখন আমি  
 তাঁহার প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া থাকিলাম;  
 অবশেষে আমি শূণ্য গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সখি! দেখ  
 আমার জীবন কত নিঃসঙ্গ। আমার প্রাণের প্রাণ চলিয়া  
 গেলেন, তবুও জীবন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল না কেন?  
 এ শুধু কাদিয়া কাদিয়া লোক-দেখানো প্রণয় জানাইতেছে।  
 সেই ফুলে ভরা বন, কুঞ্জকুটীর, সেই যমুনার জল, সেই  
 দক্ষিণ পবন, সেই চন্দ্র দাঁহা আমাকে কত আনন্দ দিত,  
 এখন সে সব দেখিয়া ভয় লাগে। কাহুছাড়া জীবন  
 রাখাই কলহের বিষয়। চরম সত্য এতদিনে বুঝিলাম  
 যে, প্রেম চকল অথচ ছুরন্ত জীবন স্থির। তার উপর  
 আবার আশার পাশ বা বন্ধন অত্যন্ত দুষ্ট—কেননা,  
 প্রিয় ফিরিয়া আসিবে এই ব্যর্থ আশা প্রাণ ত্যাগ করিতে

৩২৭

গান্ধার

হৃদয় বিদারত মনমথ-বাণ ।  
 কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম ।  
 জলু বিরহানল মন মাহা গোই ।  
 কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই ॥  
 কাহে সমুঝায় মরমক খেদ ।  
 মরত না জীবত কাহুক বিচ্ছেদ ।  
 যো মুখ হেরইতে নিমিত্ত বিরোধ ।  
 পুন হেরব করি তাহে পরবোধ ।  
 হেরইতে কুহুমিত কেলি-নিকুঞ্জ ।  
 শুনইতে পিকরব অলিকুল-গুঞ্জ ।  
 অহুভবি মালতি-পরিমল এহ ।  
 কো মানে জীউ রহত এহ দেহ ।  
 জানইতে কাহুক সো অশোয়াস ।  
 চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥

সং. প. (১)—২৩৩

সমুদ্র ৩০৭, তরু ১৫৪৩

ক. বি. ১৮৩৪ ও ২৮০৬

ব্যাখ্যা—মদ্যথের (রাধামোহন ঠাকুর বলেন মদ্যথ:  
 শ্রীকৃষ্ণো জ্ঞেয়:) বাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু  
 কে জানে কেন দুই স্থানে (দুই ভাগে) বিভক্ত  
 হইতেছে না! মনের মধ্যে গোপনে বিরহের আগুন



জলিতেছে, কিন্তু দেহ আমার কঠিন ; তাই ভয় হইতেছে না। কাহুর বিচ্ছেদে আমার কি দশা হইয়াছে, সেই মর্শের জুখ কাহাকে বুঝাইব ? বুঝাইবই বা কি করিয়া ? এ যে না মরিয়া আছি, না বাঁচিয়া আছি। যে মুখ দেখিবার সময়ে চোখে পলক পড়িলেও কষ্ট হইত, তাহা ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে দেখিতে পাইব বলিয়া প্রবোধ দিতেছ ? এখন এই পুষ্পিত কেলিবিলাসের নিকুঞ্জ দেখিতে বা কোকিলের গান এবং ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিতে অথবা মালতীফুলের পরিমল আত্মাণ করিতে যাইয়া দেখে প্রাণ রহিবে কিনা কে জানে ? ( এইসব উদ্দীপনে মিলনের স্মৃতি মনে জাগিয়া এত কষ্ট দিবে যে প্রাণ বাঁচানোই কষ্টকর হইবে। ) শ্রীরাধার অবস্থা কাহাকে জানাইবার জন্ত গোবিন্দদাস এখনই যথুয়ায় যাইতেছেন এই আশ্বাস দিতেছেন।

৬২৮

স্বহই

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত' ভেল  
না ভেল যুগল পলাশ।  
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় বৈছে ঘামিনি  
স্বথ লব ভৈ গেল নৈরাশ।  
সখি হে অব মোহে' নিষ্ঠুর মাধাই।  
অবধি রহল বিছুরাই।  
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব  
মাধবি মধুপ স্বজ্ঞান।  
অহুভবি কাহু পিরিতি অহুমানিয়ে  
বিঘটিত বিহি নিরমাণ।  
পাপ পরাণ আন নাহি জানত  
কাহু কাহু করি যুর।  
বিজ্ঞাপতি কহ নিকরুণ মাধব  
গোবিন্দদাস রস-পূর।

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) আতজাত (২) সজ্ঞানী অব মোহে।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'প্রেমক অঙ্কুর জাত আত' পাঠ ধরিয়া তাহার মানে করিয়াছেন—প্রেমের অঙ্কুর জাত মাত্রেই আতপ অর্থাৎ রোদ্র হইল। রাধামোহন ঠাকুর পাঠ ধরিয়াছেন—'প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল' এবং মানে করিয়াছেন যে, আতপ অর্থাৎ অঙ্কুরের নাশক প্রচণ্ড রোদ্র উঠিল ('প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল' ইত্যাদি চরণদ্বয়েন প্রতিপাদিতম্ আত আতপঃ প্রচণ্ড-রোদ্র ইত্যর্থঃ। প্রেমবিলাপাৎ কণ্ঠরোধেন পকারচ্যুতিন্ দোষঃ—প্রেমবিলাপ করিতে করিতে কণ্ঠরোধ হওয়ায় শ্রীমতী 'আতপ' স্থানে 'আত' বলিয়াছেন, পকারলোপ সেজন্ত দোষের নহে।)

ব্যাখ্যা—প্রেমের অঙ্কুর গজাইতে না গজাইতে রোদ্র হইল অথবা রাধামোহন ঠাকুরের দৃঢ় পাঠ অনুসারে প্রেমের অঙ্কুর প্রচণ্ড রোদ্রের মধ্যে জাত হইল। সেইজন্য তাহার আর দুইটি কচি পাতা হইতে পারিল না। যেন বাজিতে প্রতিপদের চন্দ্র উদিত হইয়াই অন্ত গেল ; স্বথ-কণার লাভের আশা নৈরাশ্বেই পরিণত হইল। সখি ! এখন মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন, তাই যে সময়ের মধ্যে ফিরিবেন বলিয়াছিলেন ( অবধি ) তাহা ভুলিয়া গেলেন। কে ভাবিয়াছিল যে, চাঁদ চকোরিণীকে এবং মধুপ ( ভ্রমর ) স্বজন হইয়াও মাধবীকে বঞ্চনা করিবে ? কাহুর প্রেমের ধারা অহুভব করিয়া মনে হইতেছে যে, বিধাতার রচনা-কৌশল বোধ হয় ব্যর্থ হইল ( তাই জ্ঞানচন্দ্র রাধা-চকোরীকে বঞ্চনা করিলেন )। আমার এই পাপ প্রাণ আর কিছুই জানে না, শুধু কাহু কাহু বলিয়া কাদিতেই জানে। বিজ্ঞাপতি বলেন, মাধব নিষ্ঠুর ; গোবিন্দদাস এই রস পূরণ করিলেন।

মন্তব্য—গোবিন্দদাস বিজ্ঞাপতির কোন পদের রস পূরণ করিয়াছেন তাহা নির্ধারণ করা গেল না। নিম্নলিখিত পদাংশের সহিত আলোচ্য পদের কিছু মিল দেখা যায় :

নিষ্ঠুর পুরুষ পিরীতি।

জীব দএ সম্ভব জুবতী।



নিচল নয়ন চকোরা ।  
ঢরিএ ঢরিএ পল নোরা ।  
পথয়ে বহএকো হেরি হেরী ।  
পিয়া গেল অবধি বিসরী ॥

( ৫২৬ মিত্র-মজুমদার )

অব ন জীব বিহু কন্ত রে ।  
বিরহে জীব ভেল অন্তরে ॥

৬৩০

ধানশী

৬২৯

তিরোয়া ধানশী

পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া ।  
অবহ না আওল কুলিশ-হিয়া ॥  
নথর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি ।  
নয়ন আঙ্কায়লু পিয়া-পথ দেখি ॥  
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল ।  
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥  
অব হাম তরুণি বুঝলু রস-ভাব ।  
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ ॥  
বিজাপতি কহ কৈছন প্রীত ।  
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত ॥

তরু ১৩৭১

ব্যাখ্যা—সখি, আমার সেই দয়িত প্রাণের চেয়েও  
অধিক প্রিয়। তাহার হৃদয় কিন্তু বজ্রের চেয়েও কঠিন,  
তাই এখনও সে ফিরিয়া আসিল না। দিন গণিয়া গণিয়া  
মাটিতে লিখিতে লিখিতে নথ কয় হইয়া গেল; প্রিয়ের  
পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ অন্ধ হইয়া গেল। যখন  
আমি অল্পবয়সী বালা ছিলাম, তখন দয়িত আমাকে তাগ  
করিয়া গিয়াছেন। তখন আমি কি দোষ, কি গুণ কিছুই  
বুঝিতাম না। এখন আমি তরুণী হইয়াছি, রসের কথা  
বুঝিতে শিখিয়াছি—এ কথা যাইয়া প্রিয়ের কাছে বলে  
এমন লোক দেখিতেছি না। বিজাপতি বলেন, এ কি রকম  
প্রেম; গোবিন্দদাস বলেন, ক্রুকের ঐ রকমই রীতি।

মন্তব্য—তুলনীয়—বিজাপতি(৫০১—মিত্র-মজুমদার):

সৈন্য পহ তেজি গেল রে ।  
জীবন উপগত ভেল রে ॥

তৈখনে দাঙ্গল সখি দুই-চারি ।  
তুরিতহি ভেটল রসিক মুরারি ॥  
হুতিকে পুছল ব্রজ-কুশলকি বাত ।  
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত ॥  
কৈছনে কাননে চরতহি ধেমু ।  
কৈছনে সখাগণ পুরতহি বেণু ॥  
কৈছনে আছয়ে ব্রজ-কুল-নারি ।  
কৈছনে আছয়ে কিশোরী হমারি ॥  
কৈছনে বমুনা উথলই নীর ।  
কৈছনে সারিস্তক বোলতহি ধীর ॥  
এই সব পুছইতে গদগদ ভাব ।  
মুঝি পড়ল তহি গোবিন্দদাস ॥

অ ১২৬

শব্দার্থ—পুরতহি বেণু—সখারা বেণু বাজান। মুঝি  
পড়ল তহি গোবিন্দদাস—শ্রীকৃষ্ণের এইসব প্রশ্ন শুনিয়া  
উত্তর দেওয়া দূরে থাক গোবিন্দদাস শ্রীমতীর বিরহের  
গভীরতা স্বরণ করিয়া মুচ্ছিত হইলেন।

৬৩১

হুই

মধুপুর নারী হাসি কহত ফেরি  
গোকুল গোপ গোড়ারি ।  
সপ্তম দ্বার- পার বাহা বৈঠত  
তাঁহা কাহা যাওবি নারি ।  
ব্রজপুর দূতী বাত কহত ফেরি  
সোই ভকতি ভগবান ॥



ব্রজপুর নাম অবশেষে যব শুনব

তেজব রাজ-বিছান ॥

হাহা নাগর গোপী-জীবন-ধন

দুতী ডাকত উভরায় ।

হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর

তুরিতহি দুতী আগে ধায় ॥

দুতীক বদন হেরি কহতহি বেরি বেরি

তুয়া নাম কহত আশায় ।

শুনি ধনি তৈখনে বাত না কহতহি

গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

পণ্ডিতবাহাদুর মহোদয়ের পুথি

ব্যাখ্যা—মধুরার রাজবাড়ীর সাতমহলের পর মহলে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন। সেখানে তুমি গ্রাম্য নারী যাইবে কিরূপে? মোই ভকতি ভগবান্—সেই কৃষ্ণ হইতেছেন ভক্তের ভগবান্; সুতরাং ব্রজপুরের নাম শুনিলেই তিনি রাজ-শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিবেন।

৬৩২

কৈদার

শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব

সে যে হৃদয়ী রায় ।

বিরহ জ্বরে জ্বর কনক মঞ্জরী

বহল রূপক ছায়' ॥

আগুয়ে মধু-রক্ত মধুর যামিনী

কামিনী-চিত-চোখ ।

কুহুম-সায়ক জীবন-গাহক

তুহ' সে মধুপুরে ভোর ॥

অঙ্গ ছটকটি কৈছে মীটন

তপত সহচর-অঙ্গ ।

নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝরঝর

লোরে মহি কর পঙ্ক ॥

এতহি বিরহে আপহি মুরছই

শুনহ নাগর কান ।

প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত

দাস গোবিন্দ গান' ॥

ক. বি. ৫৩৭

মা. প. (১)—২৭৩

সমুদ্র ৩১২, তরু ১৭২০

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—‘আগুয়ে মধু-রক্ত মধুর যামিনি’ ইত্যাদি।

(১) ‘বিরহ জ্বরে জ্বর কনয়া মঞ্জরি

বহল রূপক ছাই ॥—তরু

(২) তো বিহু কিশলয় শয়ন বীজন

বিফল ভেল মণি মণ্ড ।

দাস গোবিন্দ

এ রস গাহক

ভাগুয়ে রায় বসন্ত ॥ —তরু ও সমুদ্র

এই ভণিতা পদ্যমৃতসমুদ্রে, রাধামোহন ঠাকুরের টাকায় ও পদকল্পতরুতে গুত হইয়াছে। মূলে প্রদত্ত পাঠ ক. বি. পুথির ৫৩৭ পদে ও দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত বৈষ্ণবপদলহরীর ৪৪২ সংখ্যক পদে পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের নাম পদের মধ্যে না থাকিলে, পরবর্তী কালে কোন বৈষ্ণব উহা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। এইরূপ হইতে পারে যে, প্রথমে গোবিন্দদাস মূলদত্ত পাঠ অহুসারে ভণিতা দিয়াছিলেন। তারপর প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাম্বোজীদের রোষ হইতে বাঁচিবার জন্ত কবি ভণিতা বদলাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—হে নিষ্ঠুর মাধব, শুন! সেই হৃদয়ী রাধা ছিল স্বর্ণমঞ্জরীর তুল্য; এখন বিরহের জ্বালায় জলিয়া জলিয়া সে রূপের ভস্মে পরিণত হইয়াছে। বসন্তকাল আমিল, ইহার মধুর রাত্রি কামিনীর মন চুরি করে; আর শ্রীরাধার জীবনের গ্রাহক মদনতুল্য তুমি মধুপুরে ভুলিয়া থাকিলে। তাহার সখীদের অঙ্গও তপ্ত, সুতরাং তাহার অঙ্গের ছটকটি কিরূপে মিটিবে? তাহার নয়নরূপ পঙ্কজ হইতে ঘন অশ্রু বর্ষিত হওয়ায় ভূমি পঙ্কে পরিণত হইয়াছে। হে নাগর কানাই, এ বিরহজ্বালায় অবশেষে সে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। এ রসে প্রতাপাদিত্য ভাসিয়া যান। গোবিন্দদাস তাহা গান করেন।



৬৩৩

স্বহই

শুন শুন গ্রামের চন্দ ।  
 প্রেমক ঐছন ছন্দ ।  
 সো কহ' তুয়া গুণ-গাম ।  
 তুহ' বিছুরলি তছু নাম ।  
 নাগরি সঞ্চে' হসি তোয় ।  
 সো সখি-মুখ হেরি বোয় ।  
 তোহারি শয়ন পরিয়কে ।  
 সো বিলুঠই' মহি-পকে ।  
 তুয়া হিরে ফনি-মনি হার ।  
 তছু নিজ জীবন ভার ।  
 তুহ' ঘন কুসুম লাই ।  
 সো মুগমদে মুরছাই ।  
 অতি রসে কো নহ অন্ধ ।  
 গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥

তাহা মানা হোয়ে, তোহে লেই যায়ব  
 অস্তরে না কর তরাস ।  
 ছি ছি মনু মুখে লাগল আগি ।  
 সিংহিনি হোই শিবাপদ সেবিব  
 কিয়ে মোর করম অভাগি ।  
 বৃন্দা বিপিনে মহেশ্বরি যো দেবি  
 তাকর সহচরি হাম ।  
 মধুপুর কুল বরাকিনী কুবুজিনি  
 তাহার সাধব কোন কাম ।  
 যো ভেল সো ভেল হাম ফিরি যায়ব  
 তোহে বিদগধ-রাজ ।  
 গোবিন্দদাস কহে ইহ সমুচিত নহে  
 দোদ পায়াব সখি মাক ॥

ক. বি. ১২৩১

ক. বি. ১৪২১

সমুদ্র ৩০৪, তরু ১০৩২

পাঠান্তর—তরু (১) মনে (২) সোই লুঠত ।

ব্যাখ্যা—হে গ্রামচন্দ্র ! শুন শুন, প্রেমের এইরূপই  
 রীতি বটে । সে তোমার গুণগ্রাম গাহিতেছে, আর তুমি  
 তাহার নামটিও ভুলিয়া গিয়াছ । তুমি এখানে নাগরীদের  
 সঙ্গে বসিয়া হাসিতেছ, সে সখীদের মুখের পানে চাহিয়া  
 কাঁদিতেছে । তুমি এখানে খটায় শুইয়া আছ, আর সে  
 মাটির কাদায় (নয়নজলে কাদা হইয়াছে) লুটাইতেছে ।  
 তোমার গলায় সাপের মণিহার, আর তাহার কাছে  
 জীবন দৌরলাবশে হইয়াছে ভারতরূপ । তুমি মনের  
 আনন্দে ঘন কুসুম লেপন করিয়াছ, আর তাহাকে সখীরা  
 শীতল করিবার জন্ত মুগমদ লেপন করিতে গেলে সে মূর্ছা  
 যায় । গোবিন্দদাস চেষ্টা করিতেছেন তোমাকে বুঝাইতে ।  
 অতিরসে (স্বথবিলাসে) কে অন্ধ না হয় ?

৬৩৪

চল চল মাধব মোহে সদ করি  
 কুবুজিনি হৃদবি পাশ ।

৬৩৫

বরাড়ী

জন্ম হেমলতা সম সো ধনী  
 তুহ' ঘনগ্রাম তমাল ।  
 বিহিও না জানল প্রেম ঘটাওল  
 দুহ'ক পরশ রসাল ।  
 মাধব তোহে সখাদল বাল ।  
 তুয়া বস বিহীনে অব তহু জাবল  
 গুরুকুল কণ্টক জালা ।  
 মরমক বেদন সহই না পারিয়ে  
 শুতি রহ ধরণী শয়ানে ।  
 লোচন খঞ্জন নীবে নীরজন  
 দিন রজনী নাহি জানে ।  
 সখী পরবোধ নাহি শুনই  
 অহুখন তোমারি সমাদি ।  
 গোবিন্দদাস কহ কাহ কি লাজ নহ  
 দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥

ক. বি. ১৪০৩, সা. প. (১)—২০৩



ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সকারিণী কনকলতিকার তুলা, আর তুমি নিবিড় কৃষ্ণ তমাল বৃক্ষ। দুইজনের কখন যে প্রেম হইল, তাহা বিধাতাও জানিতে পারিলেন না; দুইজনের স্পর্শ রসময়। মাধব! তোমাকে রাধা খবর পাঠাইয়াছে যে, তোমার প্রেমরস না পাইয়া তাহার তহ শুক হইয়াছে, দহ হইয়াছে; তাহার উপর আবার গুরুজনেরা কটকের জ্বালা মতন। সে আর মর্ষধাতনা সহ করিতে না পারিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। তাহার ধননতুলা লোচন রাতদিন অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, অশ্রু মুছিয়া যাইতেছে। সে সখাদের প্রবোধও শুনিতোছে না, সব সময়ে তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, রাধা যে দাক্ষিণ বিরহ-ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, ইহা কি কাহুর লজ্জার কথা নহে?

ব্যাখ্যা—দুই শ্রীরাধার প্রেরিত সখাদ সখায়ে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছে—আমি পামরী তোমার বিরহে নিজের স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখি না, আর তুমি কিনা আমার বিচ্ছেদে কোন নারীকেই উপেক্ষা কর না, এমন কি কুজার রতিরসেও অবগাহন কর। মাধব! তোমার গুণগ্রামের কথা কি বলিব! রতিপতি কামদেব মহাদেবের ঘোষে দেহতাগ করিয়া এখন একমাত্র তোমাকেই স্নেহ জানাইতেছে অর্থাৎ মদনের এখন তুমিই একমাত্র লক্ষ্য (শিকার)। বেশ! রসিক-চূড়ামণি তুমি নগরের নাগরীদের সঙ্গে মন্থনকেলি পূর্ণ কর। আর আমরা বৃন্দাবনের নারীরা পুতনার সঙ্গে মিলিয়া তোমার গুণ গাই। (তুমি যেমন পুতনাকে মারিয়াছ, আমাদেরকেও তেমনি বিরহজ্বালায় মারিয়াছ; নারীবধে তোমার অশেষ আনন্দ)।

৬৩৬

ধানশী

তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম পামরি  
না হেরঙ নিজ নাহ।  
হামারি বিচ্ছেদে তুহঁ নারি না উপেক্ষি  
কুবজা-রতি অবগাহ।  
মাধব কি কহব তুয়া গুণ-গাম।  
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানই  
একলা রতি-পতি কাম।  
পূব-নাগরি সঞে রসিক-শিরোমণি  
পূরহ মনমথ-কেলি।  
বনচরি-নারি তোহারি গুণ গাওব  
পুতনিকা সঞে মেলি।  
রাস-বিলাসে যতহঁ মত চাপল  
সব কর সো অব রাধা।  
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব  
এতহঁ সখাদলি রাধা।

৬৩৭

বরাড়ী

মাধব তুহঁ যব নিকরুণ ভেল।  
মিছ অবধি দিন গণি কত রাধব  
ব্রজবধু জীবন শেল।  
কেহ বমুনাজল কেহ ধরণীতল  
কেহ কেহ লুঠই কুজ।  
এতদিনে বিরহ মরণ-পথ পেখলু  
তাহে তিরবিধ পুজ।  
খোর সরোবরে তপত জন আকুল  
আকুল সফরী-পরান।  
জীবন মরণ মরণ ধরু জীবন  
গোবিন্দদাস ভালে জান।

লহরী ৪৪৪

ব্যাখ্যা—খোর সরোবরে ইত্যাদি—সরোবরে অল্প জল; অথচ তৃষ্ণায় সন্তপ্ত আকুল জনের সংখ্যা অনেক; তাহারি স্বল্পপ্রাণ পুষ্টিমাছের মতন; সুতরাং তাহাদের বাচিবার আশা কম। তাহাদের জীবন মরণতুলা হইয়াছে



অর্থাৎ তাহার জীবন হইয়া আছে ; মরিলেই যেন  
সকল জালা-যন্ত্রণা হইতে বাচে । একথা গোবিন্দদাস  
ভালই জানেন ।

৬৩৮

শ্রী গান্ধার

মুর্ছিত যব রহ নারি ।  
সো দুখ কহই না পারি ॥  
যব নামহি তব লেই ।  
চেতন পাই তব রোই ।  
সো কছু শুনহ কান ।  
হাম কহই কিয়ে জান ॥  
কহইতে বিদরে পরাণ ।  
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

ক. বি. ২৪২৩

সমুদ্র ৩২২, তর ১৩৮৮

ব্যাখ্যা—দূতী কৃষ্ণের নিকট যাইয়া বলিতেছেন যে  
রাধা যখন মুর্ছিত হইয়া থাকে, তখন সে দুঃখের কথা  
বলা যায় না । যদি সেই সময় কেহ তোমার নাম লয়,  
তাহা হইলে সে চেতনা পাইয়া কাদিতে থাকে । সেই  
দুঃখের কথা তুমি কিছু শোন কানাই । কিন্তু আমি কি  
তাহা বলিতেই পারি ? বলিতে গেলে প্রাণ বিদীর্ণ হয় ।  
গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ—এই দুঃখের কথা লিখিতে  
তাঁহারও প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতেছে ।

অদভূত হেরলু প্রিয়সখি-প্রেম ।  
নিজ সখি-দুখে দুখি হুখে মানে ক্ষেম ॥  
পিয়াক বিরহে মরণ অনিবার ।  
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার ।  
চেতন পাইলে যব করয়ে বিলাপ ।  
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ ॥  
গোবিন্দদাস অতয়ে অহুমান ।  
হেরতহি মিলব প্রেম-বশ কান ॥

ক. বি. ২৪২৪

সমুদ্র ৩২২, তর ১৩৯১

শব্দার্থ—গুরুতহি মানি—গুরুত্বান্ অর্থাৎ হংস মনে  
করিয়া । অনিবার—অনিবার্য্য ।

ব্যাখ্যা—কোন সখী একটি হংসকে মথুরা-দূত মনে  
করিয়া বলিলেন—যাও তুমি কাহুর পায়ে সব কথা বলিও ।  
ইহা বলিয়া যেখানে রাই অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন  
সেখানে আসিয়া ‘কাহু কাহু’ শব্দ করিয়া তাঁহাকে  
সচেতন করিলেন । শ্রীরাধার প্রতি প্রিয়সখীর অদভূত  
প্রেম দেখিলাম—তিনি সখীর দুঃখে দুঃখিত এবং তাহার  
হুখেই কল্যাণ মনে করেন । প্রিয়ের বিরহে তাহার মরণ  
অনিবার্য্য মনে করিয়া তিনি নানাপ্রকার উপচারের দ্বারা  
তাহার জীবন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন । শ্রীরাধা  
চেতনা লাভ করিয়া যখন বিলাপ করেন তখন ‘ঐ বন্ধু  
আসিতেছে’ বলিয়া তাহার সম্ভাপ দূর করেন । এইজন্য  
গোবিন্দদাস অহুমান করেন যে, ‘কাহু শীঘ্রই আসিবেন,  
কেননা তিনি প্রেমের বশ ।

৬৪০

কামোদ

৬৩৯

হুহই

মাথুর-দূত করি গুরুতহি মানি ।  
কহবি কাহুর পায় যত কিছু বাণি ॥  
এত কহি আওল পড়ি দীহা রাই ।  
কাহু কাহু করি চেতায়ল তাই ॥

তোহে রহল মধুপুর ।

ব্রজকুল আকুল      দোকুল কলরব  
কাহু কাহু করি কুব ।  
যশোমতী নন্দ      অঙ্গনম বৈঠত  
সঘনে উঠিতে নাহি পারে १ ।



সখাগণ বেহু বেণু নাহি পূরত  
বিচুরল নাগর বাজারে ॥

কুহুম তাজি অলি ভূমিতলে লুঠত  
তরুণ মলিন সমান ।

নারী শুক পিক ময়ূরী নাচত  
কোকিল না কর তহি গান ॥

বিরহিণী বিরহ যে কি কহব মাধব  
দশ দিশে বিরহ-হতাশ ।

সোই যমুনাঙ্গল অনল অধিক ভেল  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ছটফট ধরনী শয়নে ।

কত মহে অবলা-পর্যবে ॥

নিমিখে কলপ করি মান ।

গোবিন্দদাস ইহ জান ॥

রসমঞ্জরী ২৩

শঙ্কার্থ—শরীরী—রাত্রি ।

পরভূত—কোকিল ।

নিমিখে কলপ করি মান—এক নিমেষের বিরহকে কল্প-  
যুগস্থায়ী বলিয়া মনে করে ।

ক. বি. ১৮২৮

অ. ১২৭

৬৪২

পাঠান্তর—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ( ১২৭

বরাড়ী

পদরসসার-এর ) আরম্ভ—

শুন মাধব, তুহঁ সে রহলি মধুপুর

ক. বি পুণি

(১) সাহসে চলই না পার

(২) সখাগণ বেহু বেহু সব বিসরণ

কোই ফিরে নাগর বাজার ॥

(৩) করহি গান (৪) অবহ ।

শঙ্কার্থ—বেণু নাহি পূরত—বেণু বাজায় না । বিচুরল  
—ভুলিয়া গেল । সোই যমুনাঙ্গল অনল অধিক ভেল—  
গোপ-গোপীদের বিশেষতঃ শ্রীবাধার তপ্ত অশ্রুতে যমুনার  
জল আগুনের চেয়েও বেশী গরম হইয়াছে ।

৬৪১

শরীরী উজোরল চান্দে ।

হেরি ধনি কুকুরিকা কান্দে ॥

পরভূত কুহ কুহ নাদ ।

শুনইতে বড় পরমাদ ॥

বিদগধ রসিক মুরারি ।

আশোয়াসি কাছে বর নারী ॥

কতহঁ যতন করি

প্রেম বঢ়াইলু

প্রেম-পরশমণি কান ।

সো গুণ-নিধি পছ

আনহি দেশে রহ

অব নহি যাত পরাণ ॥

সজ্ঞনী হরি কিয়ে দারুণ ভেল ।

ধাতা কুটিল

এছে স্বথ-সম্পদে

বিপদ লাখ করি দেল ॥

হেরইতে নিমিখ

বৈরি করি মানিয়ে

কোরে বিচ্ছেদ কর ভোরে ।

লহ লহ বচনে

মান করি সাধই

সো অব বিচুরল মোরে ॥

সোওরিতে যাকর

এছে পিরিতি রস

কঠিন খীণ মনু দেহা ।

সো সুপুরুষবর

কৈছে দূর ভেল

গুনি গুনি সো সব লেহা ॥

তাকর পাশে

হামারি ইহ ছরদশা

যেছে না হোয়ে পরকাশ ।

শুনইতে কান

প্রাণ জনি তেজয়ে

কহতহি গোবিন্দদাস ॥

অ ১২৩

ব্যাখ্যা—প্রেম-পরশমণি কান—কানাইকে প্রেমের



স্পর্শমণি মনে করিয়া । অব নাহি খাত পরাণ—এখনও প্রাণ  
বাহির হইতেছে না । হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে—  
আমাকে দেখিবার সময় নিমেষপাতকে শত্রু বলিয়া মনে  
করিতেন ; মৃত্যুর কম কালের সেই বিরহ সহ্য হইত না ।  
কোরে বিচ্ছেদ কর ভোরে—প্রেমবৈচিত্র্য-বশে কোলে  
ধাকিলেও পাগলের মতন বিচ্ছেদ-বাতনা বোধ করিতেন ।  
তাকর পাশে হামারি ইহ দুর্দশা ইত্যাদি—শ্রীরাধার  
মনে হইতেছে যে তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই  
আকুল হন যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতেও পারেন ।  
সেই জন্ত তিনি সখীদিগকে অহরোধ করিতেছেন যে  
তাঁহার দুঃখ কেহ যেন মাঝবের কাছে প্রকাশ না করে ।

৬৪৩

ধানশী

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল ।  
ধাই যে সহচরি কোর পর নেল ।  
খরতর বহতহি হাহা হতাশ ।  
কোই নলিনি-দলে করত বাতাস ।  
ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশাস ।  
সখীগণ অন্তরে পায়ল তরাস ।  
রাই জিয়াইতে কর আশোয়াস ।  
শ্রাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস ।

অঃ ১২৪

ব্যাখ্যা—সখীরা শ্রীরাধাকে সজীবিত করিবার জন্ত  
আশ্বাস দিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই  
আসিবেন । গোবিন্দদাস শ্রামকে বুঝাইয়া আনিবার  
জন্ত চলিলেন ।

৬৪৪

ধানশী

ধনি কেনে মূদল নয়ান ।  
দশনহিঁ দশন লাগি অচেতন  
মুরছিত হরল গেয়ান ।

সরস হৃন্দর বদনমণ্ডল

হেরি ঘিরি ঘন য়োয় ।

কণ্ঠ ঘর ঘর

রসনা জর জর

নিরব ভেলহি সোয় ।

হেরি বিদু-মুখ

নয়ন-নিমিখ

পলকে ভেল বিভদ ।

জীবন সংশয়

রাই কিশলয়

কালিম-বরণ শ্রী অঙ্গ ।

ললিতা আদি মণি

নিম্নরে য়োরয়ে

আর কি জীবন সাধা ।

কি স্থপ কারণ

এ তহু ধারণ

প্রাণ ছোড়বি রাধা ।

হেরি বিপরিত

ললিতা শুনারত

শ্রাম-নাম বীজময় ।

শ্রবণ-যুগ ভেদি

হৃদয়ে পৈঠল

চেতন রাধিকা-অঙ্গ ।

কাঁহা গুণধাম

শ্রাম মনু প্রাণ

অচিরে মিলে মনু পাশ ।

রাধা-বল্লভ

আনিতে দুর্লভ

সাজল গোবিন্দদাস ।

অঃ ১২৫

ব্যাখ্যা—দশনহিঁ দশন—দাঁতে দাঁত লাগিয়া মূর্ছা ।  
চেতন রাধিকা-অঙ্গ—শ্রাম-নামের বীজময় শ্রীরাধার কর্ণ-  
যুগল ভেদ করিয়া হৃদয়ে পৌছাইল এবং রাধিকার অঙ্গ-  
স্থলে চেতনা সঞ্চার করিল । শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—  
কোথায় সেই গুণধাম শ্রাম, আমার প্রাণ, শীঘ্র আমার  
কাছে এস । রাধার প্রিয়তম সেই দুর্লভকে আনিবার  
জন্ত গোবিন্দদাস সাজিলেন ।

৬৪৫

ধানশী

একে বিরহানল দহই কলেবর  
তাঁহে পুন তপনক তাপ ।



ঘামি গলয়ে তহু হুনিক পুতলি জহু  
 হেরি সখি করু পরলাপ ॥  
 মাধব পেখলু সো বর রমণী ।  
 দিনে দিনে খীণ হীন তহু-অভরণ  
 গলি গলি মীলত ধরণী ॥  
 ঋতু বসন্ত অস্ত করি আওল  
 গিরিষ কাল বলবন্ত ।  
 দারুণ জীবন আশে নাহি যায়ত  
 হেরত এ তুয়া পন্থ ॥  
 কত পরবোধি গোড়ায়ব সহচরি  
 চৌঠ মাস বহি গেল ।  
 গোবিন্দদাস কতয়ে সখাদব  
 অগতিগতিক মনু ভেল ॥

বিগলিত নিন্দা বহই ঘন খাস ।  
 দিনে দিনে খিন তহু জীবন নৈরাশ ॥  
 এ হরি অবহা অবধি বহি যাই ।  
 বিঘটনে শপতি মরতি জনি রাই ॥  
 কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই ।  
 সহচরি মেলি শুভায়লি তাই ॥  
 শতগুণ মদন-দহন তহি ভেল ।  
 সো তহু-পরশে ভসম ভই গেল ॥  
 চন্দন পরশে চমকি ধনি উঠই ॥  
 হিমকর-কিরণে মুরছি মহি লুঠই ॥  
 গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান ।  
 এত পরমাদ তুহু জানি না জান ॥

ক. বি. ২৪২৯

তরু ১৭২৪

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধের দেহ একেই তো বরহানলে  
 জলিয়া যাইতেছে, তাহার উপর আবার সূর্য্যের তাপ ।  
 মনীর পুতলির ন্যায় তিনি ঘামিয়া গলিয়া যাইতেছেন—  
 ইহা দেখিয়া সখীরা কত প্রলাপ (বিলাপ অর্থে)  
 করিতেছেন । মাধব, দেখিলাম সেই নারী-শ্রেষ্ঠা দিনে  
 দিনে ক্ষীণ হইতেছেন, সেইজন্য তাঁহার অঙ্গে আর কোন  
 অলঙ্কারই পরানো যাইতেছে না । তিনি যেন গলিয়া  
 গলিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন । বসন্ত ঋতুর শেষে  
 বলবান গ্রীষ্মঋতু আসিল । সে দিনরাত তোমার পথের  
 পানে চাহিয়া থাকে জীবনের দারুণ আশা সেই জন্মই নাশ  
 হইতেছে না । সখীরা আর কত প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে  
 রাখিবেন—চার মাস বহিয়া গেল (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ,  
 ফাল্গুন) । গোবিন্দদাস বলিতেছেন আমিই বা আর কত  
 সখাদ লইয়া যাইব ? আমার অবস্থা নিরুপায় হইয়াছে ।

৬৪৬

বরাড়ী

করতলে বদন-চাঁদ বহু খীর ।  
 অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর ॥

সা. প. (১)—২৩৯

ক. বি. ১৮২৪

তরু ১৭২৭ ওক ১৯১০

সমুদ্র ৩৪৪

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) নীদ (২) অহুতাপে (৩) চন্দন  
 পবনে চমকি ঘন উঠই (৪) গোবিন্দদাস কহ মুগ্ধল কান ।  
 এত পরমাদ তোহে কি জান ॥

মন্তব্য—শ্রীরাধার চিন্তাদিশা মিলিত ব্যাধিদশার  
 কথা বর্ণনা করা হইতেছে । ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহার  
 সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

দোষোদ্রেকবিরোগাগ্ৰৈ ব্যাধয়ো যে অরাদয়ঃ  
 ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে ।  
 অত্র তন্ত-প্রথাঙ্গ-বাসোত্তাপ-ক্রমাদয়ঃ ॥

( দক্ষিণ ৪৮৪ )

অর্থাৎ দোষাতিশয্য এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে অরাদি  
 উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাধি বলে । কিন্তু এ স্থলে তদুৎপন্ন  
 ভাবকেই ব্যাধি বলা যায় । ব্যাধির লক্ষণ হইতেছে  
 স্তম্ভ (জড়ত্ব), অঙ্গশিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, প্রাণি  
 প্রভৃতি ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার চন্দ্রবদন করতলে ক্ষত রহিয়াছে  
 (গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন) । দিবারাত্র চোখ দিয়া  
 জল পড়িতেছে । নিদ্রা দূর হইয়াছে, নিঃশ্বাস জোরে  
 জোরে পড়িতেছে । দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে,  
 জীবনে নৈরাশ জন্মিয়াছে । হরি! এখন তুমি যে অবধি



নির্দেশ করিয়া আসিয়াছিলে, তাহা বহিয়া যাইতেছে। তোমার শপথ লইয়া বলিতেছি তুমি না গেলে রাই মরিয়া যাইবে। তাহাকে এখন সখীরা কমল ও কিশলয়ের শয্যা বিছাইয়া শয়ন করাইতেছে। তাহাতে কিন্তু মদনের জালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেহের স্পর্শে তাহা ভস্ম হইয়া গেল। চন্দন স্পর্শে সুন্দরি চমকিয়া উঠে আর চন্দ্রের কিরণে মুচ্ছিত হইয়া মাটিতে লুটায়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—হে কানাই, তুমি নিতাস্ত নিষ্ঠুর, এত বিপদের কথা তুমি জানিয়াও জানিতেছ না।

বাঁচিবে না। এই সব নবীন! বালার দেহ নবনীত অপেক্ষাও স্বকোমল, তাহাদের উপর বিরহরূপ অগ্নির জালা লাগিল। সেইজন্ত তাহাদের গাত্র বেন (ঘর্মরূপে) গলিয়া গলিয়া মাটিতে পড়িতেছে। গুরুতর গ্রীষ্মে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। গোকুলে গোপ রমণীদের তো এই অবস্থা হইল; তাই গোবিন্দদাস আর নিজের প্রাণরক্ষা করা নিরর্থক ভাবিয়া বিষ ভক্ষণ করিতে গেলেন।

৬৪৭

দেশাগ

কাননে কামিনি কোই না যায়।  
কালিন্দী-কুল কল্লতরু-ছায়।  
কুঞ্জ-কুটির মাহা কান্দি কোই।  
কবে শির হানই কুন্তল ফোই।  
নলিনি-নারিগণ নাশল নেহ।  
নবিন নিদাঘে না জীবই কেহ।  
নবনী-নিন্দিত নব নব বালা।  
নাগল বিরহ-হতাশন জালা।  
গলত গাত গীরত মহি মাহ।  
গুরুতর গিরিষ অধিক ভেল তাহ।  
গোকুলে গোপ-রমণি অছু ভেল।  
গরল-গরামনে গোবিন্দ গেল।

৬৪৮

স্বহই

উয়ল নব নব মেহ।  
দূরে রহ শ্রামর দেহ।  
তর্হি ঘন বিজুরি উজোর।  
হরি রহ নাগরি-কোর।  
চাতক পিউ পিউ বোল।  
শুনইতে জিউ উতরোল।  
দাহুর উনমত ভাষ।  
বিরহিনি জিবন হতাশ।  
দারুণ পাউথ কাল।  
জীবন ভেল জনজাল।  
ঐছন ভেল হুরদিন।  
অধর রবি-শশি-হীন।  
কো কহে কানুক পাশ।  
চলতর্হি গোবিন্দদাস।

ক. বি. ২৪৩০ ও ২৪৭২

তরু ১৭২৮

ব্যাখ্যা—তোমার লীলাবিলাসের স্মৃতি আরও উজ্জল হইয়া অধিকতর সম্ভাপ দিবে এই ভয়ে কোন ব্রজগোপী আর কাননে অথবা যমুনার কুলের কল্লতরুর ছায়ায় যায় না। তাহারা কুঞ্জ কুটিরের মধ্যে বসিয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করে। প্রেম পদ্মিনীতুল্য নারী-দিগকে বধ করিল। একে তাহারা অত্যন্ত সম্ভপ্ত, তাহার উপর আবার নবীন গ্রীষ্মে আরও তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় কেহই

মা. প. (১)—২৪১

ক. বি. ১৮২০

তরু ১৭৩১, সমুদ্র ৩২২

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালে আকাশে নব নব মেঘের উদয় হইল; কিন্তু সেই শ্রামলদেহ শ্রীকৃষ্ণ দূরেই রহিয়া গেলেন। এখন ঘন ঘন বিজ্যং চমকাইতেছে (প্রাণ কাপিয়া উঠিতেছে, কাহারও আশ্রয় চাহিতেছে)। কিন্তু হরি মথুরানাগরীদের কোলে রহিলেন। চাতক পিউ পিউ শব্দ করিতেছে; তাই আমার প্রাণ উত্তলা হইতেছে।



ভেক অনবরত উন্নতির মতন শব্দ করিতেছে ; তাহাতে  
বিরহিণীর জীবন হা হতাশে ভরিয়া যাইতেছে। দারুণ  
বর্ষাকাল, জীবন জ্বালা-ধরুণ হইল। আজ এমনি দুদিন  
যে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই। ঐ সংবাদ কাছুর  
কাছে কে বলিবে ? গোবিন্দদাস যাইতেছেন।

৬৪৯

ধানশী

তুহঁ বিছুরলি গোরি                      রহলি মথুরাপুরি  
নগরে নাগরি হেরি ভোরি।  
গগনে জলদ হেরি                      মনে মনরথ করি  
বিরহ-মাগরে ধনি বোরি।  
শুন কানাই, করুণা-লব তোহে নাই।  
তোহারি বিরহে ধনি                      নিশি দিশি খুরট  
ভুরিতে মিলহ তুহঁ যাই।  
ধরনি শয়ন করি                      সঘন নয়ন বরি  
সহচরি রহত অগোরি।  
দিনে দিনে দুবরি                      কৈছে জিবন ধরি  
গোবিন্দদাস-পহঁ ছোড়ি।

ক. বি. ২৪০১

সমুদ্র ৩২৭, তরু ১৭০৯

সি. প. (১)—২৩৭

ব্যাখ্যা—হে মাধব! তুমি মথুরা নগরের নাগরী  
দেখিয়া উন্নত হইলে; গৌরীকে ভুলিয়া তাই মথুরা-  
পুরীতেই রহিয়া গেলে। আকাশে মেঘ দেখিয়া সুন্দরীর  
মনে অভিলাষ জন্মিতেছে, কিন্তু তাহাকে বিরহমাগরে  
ভুবিতে হইতেছে। শুন কানাই, তোমার মনে করুণার  
বিন্দুমাত্র নাই। তোমারই বিরহে সুন্দরি দিনরাত  
কাঁদিতেছে। শীঘ্র তথায় যাইয়া তাহার সহিত মিলিত  
হও। তাহার সখীরা তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া  
আঙুলাইয়া রাখিয়াছে, তাহারাও অনবরত বোদন  
করিতেছে। সে দিন দিন এত দুর্দল হইয়া পড়িতেছে যে  
কিছুপে গোবিন্দদাসের প্রভুকে ছাড়িয়া বাঁচিবে তাহাই  
ভাবনা হয়।

৬৫০

শ্রীরাগ

ভাল ভেল মাধব তুহঁ রহঁ দূর।  
অথতনে ধনিক মনোরথ পূর।  
কী ফল অথবে হিম ঋতু রাতি।  
ধাহা শূতলি কিশলয়-দল পাতি।  
কী ফল নিয়ড়ে হতাশন মন্দ।  
নিতি নিতি উদয়ত গগনহি চন্দ।  
কাহে সিনায়ব উতপত বারি।  
নয়নহি তাপিত সলিল উভারি।  
এছন গনইতে তুয়া গুণ-কোটি।  
মানল পৌখলি ধামিনি ছোটি।  
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত।  
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত-চরীত।  
গোবিন্দদাস কহ এতহঁ সখাদ।  
তহু জীবন দুহঁ ধনিক বিবাদ।

সি. প. (১)—২৪২

তরু ১৭৪২

ক. বি. ২৪০৪

শব্দার্থ—উভারি—ঢালিতেছে।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বিরহে কিরূপ বিবশ হইয়াছেন  
তাহাই মাধবের নিকট সখী বলিতেছেন। মাধব! বেশ  
ভালই হইল যে তুমি দূরে রহিলে; ইহাতে বিনা যত্নেই  
সুন্দরীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। আকাশে হিমঋতুর নাকি  
উদয় হইয়াছে? তাহাতে কি ফল? শীতের রাতেও  
তাঁহাকে বিরহ জ্বালা উপশমের জন্ত কিশলয়-দল  
পাতিয়া বিছানা করিতে হইয়াছে (তাঁহাকে আর  
শীত নিবারণের জন্ত কোন গরম কাপড় ব্যবহার  
করিতে হইল না)। শীত নিবারণের জন্ত নিকটে  
অল্প আগুন রাখিয়া কি হইবে। চাঁদই রোজ রোজ  
আকাশে উঠিতেছেন (চাঁদই যথেষ্ট দৃষ্টি করিতে পারেন)।  
গরম জলে স্নান করানোরই বা দরকার কি? নয়নই  
তপ্ত জল ঢালিতেছে। পৌষের রাতি খুব বড়, কিন্তু  
তোমার কোটি কোটি গুণ স্মরণ করিতে করিতে



শ্রীরাধার নিকটে উহা অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে  
হইতেছে। কেবল একমাত্র সূর্য্যের রীতিটী বুঝা  
যাইতেছে না—উহার স্বভাব শীতল কি গরম? (চন্দ্রের  
শীতল কিরণই যখন তাঁহার নিকট আগুনের মতন  
বোধ হয়, তখন সূর্য্যের তাপ নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট  
অসহ্য মনে হইবে; কিন্তু উহা তিনি নির্দ্বিধাকারে  
সহ্য করিতেছেন দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহার  
দেহ এখন আর শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপে আর্ন্ত হয় না;  
উহা বৈবৰ্ত্ত্যভাব পাইয়াছে)। গোবিন্দদাস মাধবের  
নিকট এই সব খবর দিয়া বলিতেছেন যে সুন্দরীর দেহের  
সঙ্গে প্রাণের যেন বিবাদ বাধিয়াছে, দুইজন একসঙ্গে আর  
বসবাস করিতে চাহিতেছে না।

৬৫১

পাপী শাউন মাস।

বিরহিনি জীবন নৈরাশ।

নৈরাশ বাসর রজনী দশ দিশ

গগনে বারিদ কস্পিয়া।

ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি

হেরি মানস কস্পিয়া।

পাপ ভাঙ্কি ডহকে ভাঙ্কি

মউর নাচত মাতিয়া।

একলি মন্দিরে অনি'দ লোচনে

জাগি সগরিহ রাতিয়া।

তর ১৮০৬

শব্দার্থ—ঝলকে দামিনি ইত্যাদি—বিছাৎ  
চমকাইতেছে, তাহা দেখিয়া কামিনীর মন প্রতি মুহূর্ত্তে  
কাঁপিয়া উঠিতেছে। জাগি সগরিহ রাতিয়া—সারা রাতি  
সে জাগিয়া থাকে।

৬৫২

রাতি দিবসে রহ ধন্দ।

ভাদরে বাদর মন্দ।

মন্দ মনসিজ

মনহি দহ দহ

দহই মাক্ত মন্দ।

তবল জলধর

বরিখে বরবর

হামারি লোচন ছন্দ।

উছল ভূধর

পুৰল কন্দর

ছুটল নদ নদি সিঁদুয়া।

হাম সে কুলবতি

পরক যুবতি

গমনে জগ ভরি নিন্দুয়া।

তর ১৮০৭

ব্যাখ্যা—ধন্দ—সুস্থ হইয়া জড়বৎ বসিয়া থাকে। দহই  
মাক্ত মন্দ—যুগ্মমন্দ পবন শীতল না করিয়া অঙ্গ দহ  
করে। উছল ভূধর পুৰল কন্দর—পাহাড়ের ঝর্ণাগুলি  
হইতে অনবরত জল পড়ায় পাহাড় যেন উছলিয়া  
পড়িতেছে; তাহার গুহাসমূহ জলে পূর্ণ হইল। গমনে  
জগভরি নিন্দুয়া—আমি যদি বিরহের জ্বালায় অস্থির হইয়া  
শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি তাহা হইলে জগৎ ভরিয়া  
নিন্দা হইবে।

৬৫৩

পাহিড়া-ধানশী

আঘণ মাস রাস রস-সায়র

নায়র মথুরা গেল।

পুর-রত্নিনিগণ

পুৰল মনোরথ

বৃন্দাবন বন ভেল।

আওল পৌষ

তুষার-সমীরণ

হিমকর-হিম অনিবার।

নাগরি-কোরে

ভোরি রহ নাগর

করব কোন পরকার।

মাঘে নিদাঘ

কউন পতিয়ায়ব

আতপ মন্দ বিকাশ।

দিনমণি-তাপ

নিশাপতি চোরল

কাছ বিহু মঘন হতাশ।



কাণ্ডনে গুনিগুনি      গুণমণি-গুণগণ  
 কাণ্ডয়া-খেলন রঙ্গ ।  
 বিরহ-পয়োধি      অবধি নাহি পাইয়ে  
 ছুরতর মদন-তরঙ্গ ।  
 আণ্ডত চৈত      চীত কত বারব  
 ঋতুপতি নব পরবেশ ।  
 দারুণ মনমথ      ফুল-শরে হানই  
 কাহ্ন রহল ছুর দেশ ।  
 মাধবি মাস      মাধ বিধি বাধল  
 পিককুল পঞ্চম গান ।  
 দখিন দারুণ      পবন নহি ভায়ত  
 ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ ।  
 জেঠহি মীঠ      কহত সব রত্নিনি  
 চন্দন চান্দনি রাতি ।  
 শীতল পবন      মোহে নাহি ভাণ্ডত  
 দারুণ মনমথ-শান্তি ।  
 মাস আষাঢ়      গাঢ় বিরহানল  
 হেরি নব নীরদ পাতি ।  
 নীরদ-মুরতি      নয়নে যব লাগয়ে  
 নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি ।  
 শাঙনে লখনে      গগনে ঘন গরজন  
 উনমত-দাহুরি-বোল ।  
 চমকিত দামিনি      জাগয়ে কামিনি  
 জীবন কণ্ঠহি লোল ।  
 ভাদরে দয় দর      দারুণ ছুরদিন  
 কাঁপল দিনমণি চন্দ ।  
 শীকর নিকরে      খীর নহ অস্তর  
 দহই মনোভব মন্দ ।  
 আশিন মাসে      বিকশিত-পছমিনি  
 সারস-হংস-নিসান ।  
 নিরমল অশ্বর      হেরি হৃদাকর  
 ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ ।  
 কাতিক মাস      নিরাশ কয়ল বিধি  
 লীলাময় রস-রাস ।

নিকরুণ কান

কোন পতিয়ায়ব

কহতহি গোবিন্দদাস ।

স। প. (১)-৭৫, ক. বি. ১৮৫৪

তর ১৮১৪, সমুদ্র ১৮১৪

ব্যাখ্যা—অগ্রহায়ণ মাসে রসের সাগর-স্বরূপ আমার  
 নাগর মথুরায় গেলেন । তাঁহার গমনে নগরের রত্নীগণের  
 মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কিন্তু বৃন্দাবন আজ যথার্থই বনে  
 পরিণত হইল । পৌষমাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ;  
 চন্দ্রের শীতলতাকে কিছুতেই নিবারণ করা যাইতেছে না,  
 এমন সময়ে নাগরীর কোলে নাগর মত্ত হইয়া রহিল ;  
 আমি কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি  
 না । মাঘ মাসে যে গরম বোধ করিতেছি ইহা কে  
 বিশ্বাস করিবে ? রৌদ্র তো ঘান, কিন্তু সূর্য্যের তাপ যে  
 চন্দ্র চুরি করিয়াছে ( চন্দ্র বিরহজ্বালা বৃদ্ধি করিতেছে ) ।  
 কাহ্নর বিরহে ভীষণ আণ্ডনের জ্বালা । ফাল্গুন মাসে  
 সেই গুণমণির গুণসমূহ গুণগুণ করিয়া গান করিতে  
 করিতে তাঁহার কাণ্ডয়া খেলার রঙ্গরসের কথা মনে উঠে ।  
 তাহাতে মদনের তরঙ্গ এমন প্রবল হয় যে বিরহসাগরের  
 শেষ কোথায় তাহা আর বুঝিতে পারি না । ঋতুরাজ  
 বসন্ত চৈত্র মাস রূপে আবির্ভূত হইল ; এখন মনকে কত  
 বুঝাইব ? দারুণ মদন ফুলশরের দ্বারা আমাকে আঘাত  
 করিতেছে—( তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে এমন ) কানাই  
 দূরদেশে রহিয়া গেল । বৈশাখ মাসে বিধি বাদ সাধিল ;  
 কোকিলেরা পঞ্চম তানে গান করিতেছে । কিন্তু মলয়  
 সমীর ভাল লাগে না ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ আর রহে  
 না । আমার সখীরা বলে জ্যৈষ্ঠ মাস বড় মিষ্ট, বিশেষ  
 করিয়া চাঁদনি রাত্রি চন্দন-তুল্য । শীতল পবনে আমার  
 ঝুচি নাই, উহাকে মন্থনের দারুণ শান্তি বলিয়া মনে  
 হয় । আষাঢ় মাসে নূতন মেঘের দল দেখিয়া বিরহানল  
 গাঢ় হইয়া উঠে । মেঘের চেহারা দেখিলে চোখ দিয়া  
 দিনরাত জল ঝরে । শ্রাবণ মাসে শশধরে গগনে মেঘ  
 ডাকে । ভেকীরা পাগলের মতন ডাকিতে থাকে,  
 বিদ্যা চমকিয়া উঠে, কামিনী জাগিয়া রাত্রি কাটায়—  
 তাহার কণ্ঠে জীবন যেন ছলিতে থাকে ( ধুক্ ধুক্



করে)। ভাদ্র মাসে দারুণ দুর্দিন, সূর্য চন্দ্র মেঘে ঢাকা; জলের ঝাপটায় মন স্থির থাকে না, ছুটে মদন জ্বালা দেয়। আশ্বিন মাসে পদ্মফুল ফোটে, সারস ও হংস ডাকিতে থাকে; নির্মল আকাশে চন্দ্র দেখিয়া কাদিতে কাদিতে প্রাণ বাঁচে না। কার্তিক মাসে লীলাময়ের বাসরস হইতে বিধি বঞ্চিত করিল। গোবিন্দদাস বলেন যে কানাই করুণাহীন। কিন্তু এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

থাকুক, তাহার মধ্যে আবার (অপ্রে) মিলন ঘটাইয়া খেদ বাড়িও কেন! ভ্রমবশে সে তোমাকে অন্তরের কথা বলে, আর উত্তর না পাইয়া উতলা হয়। কেবল তোমার আলিঙ্গন পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; কিন্তু স্পর্শ দূরে থাকুক পাছে (অপ্রে) দর্শন হয়, এই ভয়েই চোবের মতন থাকে। এইরূপ প্রতাহ তাহার কত দুঃখ, কত কষ্ট সব চেয়ে বড় কষ্ট এই যে পরে তাহাকে প্রবোধ দিতে আসে। গোবিন্দদাস বলেন আর সখাদ দেওয়া বিফল; যত বেশী প্রেম হয় তত গভীর বিপদ।

৬৫৪ ✓

সুহৃৎ

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ ।  
রক্তমে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ ।  
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান ।  
সো রস-পরশ সপন করি মান ।  
এ হরি তো সঞ্চে রহত বিচ্ছেদ ।  
বিপরিত-চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ ।  
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল ।  
উত্তর না শুনইতে জিউ উত্তরোল ।  
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোর ।  
দূরে রহ' পরশ দরশ ভয়ে চোর ।  
এছন নিতি নিতি কত অহুতাপ ।  
পর সমুদায়ত ইহ বড় তাপ ।  
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সখাদ ।  
যতএ পিরিতি ততয়ে পরমাদ ।

মা. প. (১) ২৫০

ক. বি. ২৪৩৩

সমুদ্র ৩৭৩, তপ ১৮৩০

**ব্যাখ্যা**—সখীগণ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিতেছে। সে ঘুমে মধ্য কত প্রকারে তোমার সঙ্গে আলাপ করে, আনন্দভরে কত রকমে তোমাকে আলিঙ্গন করে। অবশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিলে তোমাকে কাছে দেখিতে না পাইয়া সেই সরস স্পর্শকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করে। হরি, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ থাকে তো তাই

৬৫৫ ✓

পঠমঞ্জরী

যব দুহ' লায়ল নব নব নেহ ।  
কেহ না গুনল পরবশ দেহ ।  
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি ।  
দরশন তুলহ দূরে বহ কেলি ।  
তুহ' পরবোধবি রাইক সজনি ।  
যেছনে জীবয়ে দুয় এক বজনি ।  
গনইতে দিবস অধিক গণি দেখ' ।  
মেটি শুনায়াবি দুয় এক রেখ ।  
লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত ।  
নিজ করে লিখইতে নাহি পরতীত ।  
কতয়ে সখাদব' পর-মুখে বাণী ।  
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি ।  
এতছ নিবেদনু তুয়া পায়ে কান ।  
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ।

মা. প. (১)—২৪৬

ক. বি. ২৪৫৭

সমুদ্র ৩৭৭, তপ ১৮৩৩

**পাঠান্তর**—সমুদ্রে (১) তুহ' হে (২) গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ (৩) তাহে কি সখাদব ।  
লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত ।  
নিজ কর লিখইতে নাহি পরতীত ।  
এই দুই চরণ পদ্যমৃতসমুদ্রে নাই ।



রাধামোহন ঠাকুর 'যব তুহ' হে লায়ল' বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে 'লায়ল' স্থানে কোথাও কোথাও বাঢ়ায়ল পাঠ দেখা যায় (লায়ল অবজয়তাং বাঢ়ায়ল ইতি পাঠঃ কচিদ্রুগ্ধতে)। ভণিতার আগের চরণে বোধ হয় রাধামোহন 'দিন দুয়ে মিলব তুয়া পায়ে কান' বা অতরূপ কোন চরণ পাইয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—“দিবসঘ্যানস্তরং যদমিচ্ছামি তত্রায়ং গোবিন্দদাসঃ সাক্ষীতাভোগার্থঃ।”

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন—যখন দুইজন নব নব প্রেম স্থাপন করিলাম, তখন কেহই ভাবিয়া দেখি নাই যে দেহ নিজের বশে নয়, পরের বশে। এখন বিধাতা সেই সব মিলন ভাঙ্গিলেন; এখন কেলিবিলাস দূরে থাকুক, একবার দর্শনলাভও ঘটে না। সখি! তুমি যাইয়া রাইকে প্রবোধ দাও, যেন সে দুই এক রাত্রি অন্ততঃ বাচিয়া থাকে। (আমার ব্রজে ফিরিতে কতদিন বাকী আছে তাহা) গণনা করিতে যাইয়া যদি বেশী দিন বাকি আছে দেখ, তাহা হইলে দুই একটা রেখা মুছিয়া দিয়া শুনাইও। (যত দিন কৃষ্ণ বাহিরে থাকিবার কথা ততগুলি দাগ যেন দেওয়ালে কি মাটির মেজেতে কাটা হইয়াছিল। এক একদিন যায়, আর এক একটি রেখা মুছিয়া ফেলা হয়)। (আমি তাহাকে পত্র লিখিতে চাহি) কিন্তু লিখিতে গেলে মনে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহাতে নিজ হাতে লিখিতে সাহসী হই না (নিজের উপর প্রতীতি বা বিশ্বাস রাখিতে পারি না)। আর পরকে দিয়াই বা কত খবর পাঠান যায়? সে কি বলিতে কি বলিবে এই ভাবিয়া ইহার পূর্বে কোন লোক পাঠাইয়াও খবর দিবার চেষ্টা করি নাই। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে তিনি সাক্ষী আছেন যে, হে রাধে! তোমার পায়ে এই সব কথা কানাই নিবেদন করিলেন।

তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত

লোরে নয়ান ভরি গেল।

হৃদরি হৃপুক্ষ্য বিদগধ সোয়।

কাহুক হৃদয় সবহ হাম জানলু

তিলেক না বিছুরই তোয়।

পীত-নিচোলে নয়নযুগ মোছই

ছুকরি ছুকরি কত রোয়।

উরপর পাণি হানি খিতি লুঠই

পুন পুন মুরছিত হোয়।

তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত

অতয়ে বুঝলু অহুমানে।

মোহে বিছুরল বলি কতহ না রোয়ত

গোবিন্দদাস পরমানে।

ক. বি. ২৪৩৭

তরু ১৮৪৮

ব্যাখ্যা—সখী আসিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—একদিন মথুরা যাইবার পথে তাহার সহিত আমার দেখা হইল। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অশ্রুজলে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল। হে হৃদরি! সেই হৃপুক্ষ্য বিদগ্ধ ব্যক্তি বা রসিক জন। কাহুর মনের কথা আমি সব জানিতে পারিয়াছি, সে তোমাকে একতিলও ভুলিতে পারে নাই। সে তাহার পীতবাসে নয়নদ্বয় মুছিয়া কত ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুকে করাঘাত করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বাববার মুচ্ছিত হইল। সে তোমার বিহনে রাত্রিদিন কোথা দিয়া যায় জানিতে পারে না—ইহা অহুমানে বুঝিলাম। ‘আমাকে রাধা ভুলিয়া গিয়াছে’ বলিয়া কত কাঁদিল। গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

৬৫৭

মল্লার

কি কহব রাইক লেহা।

তুয়া গুণ গনি গনি

দশমী দশাশ্রমী

দুঃখল ভেল নিজ দেহা।

৬৫৬

শ্রীরাগ

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম

পথহি দরশন ভেল।



মাধব তুহঁ যব আওলি মধুপুর  
বাইক অখির পরাণ ।  
কাহু কাহু করি ফুকরই হুন্দরী  
দিন রজনী নাহি জানি ॥  
অঙ্গুলিক মূদরি মোই ভেল কঙ্কণ  
কঙ্কণ গীমক হারি ।  
চাঁদ কলামম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল  
হাস হাস ভেল সারি ॥  
ঐছন বচন শুনল যব মাধব  
চলইতে পদযুগ কাপি ।  
প্রেমভরে পন্থ বিপথ না দরশই  
লোরে নয়নযুগ কাপি ॥  
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব  
তুরিতহি বাইক পাশ ।  
কাহুক হৃদয় নিগড় ভুজ বন্ধন  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪ ৩৮

ব্যাখ্যা—দশমী দশাশ্রমী—দশমী দশার (মৃত্যুর)  
আশ্রয় লইয়াছে। অঙ্গুলিক মূদরি ইত্যাদি—রাধার দেহ  
এরূপ ক্ষীণ হইয়াছে যে অঙ্গুরি এখন কঙ্কণ হইল; হাতের  
কঙ্কণ গলার হার হইল।

৬৫৮

ধানশী

যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন  
অপতহি যদুপতি নাম ।  
যাম যামযুগ যৈছন জানত  
জর জর জীবন মান ॥  
ঝুরত গৌর-কিশোর ।  
ঝাকত কীকয়ে ঝর ঝর লোচনে  
ঝুরি পূরব-রসে ভোর ।  
চম্পক-গৌর চাঁদ হেরি চমকই  
চতুর ভক্তগণ চাহ ।

চলইতে চরণে চলই নাহি পারই  
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥  
ছলছল নয়ন ছাপি করযুগল  
ছোড়ল বজ্রনিক নিন্দ ।  
ছোড়ব নাহি জগত-জীবন ছদ  
না কহ দাস গোবিন্দ ॥

ক. বি. পৃঃ ১/০

তল ১৮৮৭

শব্দার্থ—ঝাকত—হাত পা ছুঁড়িয়া। কীকয়ে—  
তুঃখের কথা বলেন।

ব্যাখ্যা—এই পদটি দশ দশার অন্তর্গত জাগরণ দশার  
গৌরচন্দ্রিকার পদ। জগতের জীবনমরূপ শ্রীচৈতন্য  
যদুপতি কৃষ্ণের নাম জাগিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটান।  
প্রতি যাম বা প্রহরে জীবনকে জর্জর বলিয়া মনে করেন।  
গৌরকিশোর কাদিতেছেন। তিনি পূর্ণলীলার বশে  
বিভোর হইয়া (রাধাভাবে) হাত পা ছুঁড়িয়া (ঝাকত)  
কাদিতে কাদিতে তুঃখের কথা বলেন। চম্পকবর্ণের  
গৌরাজ চন্দ্র দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, চতুর ভক্তগণ  
চাহিয়া থাকেন। চলিতে যান, কিন্তু চলিতে পারেন না;  
সহসা চেতনা হারান। দুই হাতে ছলছল নয়ন ঢাকিয়া  
রাত্রিকালে নিদ্রা ঘাওয়া ছাড়িলেন। গোবিন্দদাস  
বলিতেছেন যে জগতের জীবন শ্রীচৈতন্য নিজের ছা  
ছাড়িবেন না।

৬৫৯

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল  
বৃন্দাবন বন-দাব ।  
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন  
মাকত মারত দাব ॥  
কতয়ে আরাধব মাধব ।  
তোহে বিহু বাধাময়ি ভেল বাধা ॥  
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিহিবি শঙ্কিনি  
কুণ্ডল কুণ্ডলি-ভান ।



যাবক পাবক কাজর জাগর  
মুগমদ মদ-করি মান ।  
মনমথ মনমথে চতল মনোরথে  
বিষম কুহুম-শব জোরি ।  
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিথনে  
না জানিয়ে কিয় ভেল গোবি ।

স। প. (১) ২৪০  
ক. বি. ২৪৪১

সম্র ৩৪১, তর ১৮২০

শব্দার্থ—কুঞ্জর—হস্তী। শোকিল—শোককারক।  
বনদাব—বনের দাবাঘি তুল্য। কন্দন—ক্রন্দনজনক।  
বৃদ্ধন—উদ্বেগজনক। শঙ্কিনি—শঙ্কাদায়িনী। কুণ্ডলি-ভান  
—সাপের মত মনে হইতেছে। যাবক—আলতা। পাবক  
—অগ্নি। কাজর জাগর—কাজল জাগরণ-কারক। মুগমদ  
মদ করি মান—কস্তুরীকে মদমত্ত হস্তী বলিয়া মনে করে।

ব্যাখ্যা—মাধব তোমার বিহনে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বস্ত  
হস্তীর ছায়, কোকিল শোকজনক এবং বৃন্দাবন দাবাঘি-  
তুল্য হইল। চন্দ্র এখন মন্দ, ছুট চন্দন ক্রন্দনজনক, দক্ষিণ  
পবন ঘেন ধাইয়া মারিতে আসিতেছে। মাধব! তোমাকে  
আর কত সাধ্যসাধনা করিব? তোমার বিরহে রাধা  
দুঃখময়ী হইল। তাহার কল্পণ এখন উদ্বেগ বৃদ্ধি করে,  
কিঞ্চিৎ শঙ্কা বাড়ায়, কর্ণের কুণ্ডল সর্পের কুণ্ডলী বলিয়া  
মনে হয়। মনোমথ শ্রীরাধার মন মথন করিয়া তাহার  
মনরূপ রথে আরোহণ-পূর্বক তাহাকে দারুণ পুষ্পবাণ  
সজ্জান করিল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—না জানি  
গৌরাঙ্গীর এতক্ষণে কি দশা হইয়াছে।

মাধব বুঝলু তোহে অবগাই ।  
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি  
অতয়ে উপেখলি রাই ।  
কুমুদিনি-বৃন্দ দিনহিঁ অব হাসউ  
বাঙ্কুলি ধরু নবরঙ্গ ।  
মোতিম-পাঁতি কীতি ধরু উজর  
কুঞ্জর চলু গতি-ভঙ্গ ।  
তুয়া অমুরূপ রসিক-বর-নাগরি  
কো ধনি মিললি না জানি ।  
গোবিন্দদাস কহ এতহঁ না জানহ  
কুবজা অব নব রাণী ।

স। প. (১)—২৪২

সম্র ৩৪৩, তর ১৮২৪

ক. বি. ১২৭৪ এবং ২৪৪৬

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখ চন্দ্রকে, কান্তি বিদ্যাংকে,  
কেশরাশি চমরীকে, জু মদনধরকে, নয়ন কুমুদিনীকে,  
অধর বাঙ্কুলীপুষ্পকে, দন্তরাজি মুক্তাপাংক্তিকে ও গতিভঙ্গী  
হস্তীকে পরাজিত করিয়াছিল। এখন মাধব, তুমি বিরহের  
দ্বারা একমাত্র রাধাকে কষ্ট দিলে বটে, কিন্তু ঐ সব বস্তু  
আনন্দিত হইল। এখন কুমুদিনী দিনের বেলাতেও  
হাস্যক, বাঙ্কুলি নূতন রঙ্গ প্রকাশ করক, মুক্তাপাংক্তি  
উজ্জ্বল কান্তি ব্যক্ত করক, হস্তী গতিভঙ্গী করিয়া চলুক।  
হে কৃষ্ণ, তুমি যেমন রসিকশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কোন্ রসিকা  
হৃন্দরী তুমি পাইলে জানি না। গোবিন্দদাস ইহা শুনিয়া  
বলিতেছেন—জান না কি যে এখন কুজা নূতন রাণী!

৬৬১

ধানন্দী

৬৬০

শ্রীগান্ধার

এতদিনে গগনে অধিগ্ন রহ হিমকর  
জলদে বিজুগি রহ ধীর ।  
চামরি চমকু নগরে পরবেশউ  
মদন ধনুয়া ধরু কীর ।

নীরস-সরসিজ ঝামর-বয়না ।  
তুয়া গুণ গুণহীতে চমকিত-নয়না ।  
খেণে মুখ গোই রোই খেণে হাসই ।  
হিয়া অভিলাষে চলত মহি ধসই ।  
এ হরি পেখলু সো গজ-গমনি ।  
জিবইতে সংশয় কুল-বর রমনি ।



অস্থখণ-মনসিঙ্গ মন মাহা হনই° ।  
 হিমকর-কিরণহি° থিব নাহি মনই° ।  
 খেণে উঠে খেণে বৈসে শুতি রহ ধরণী ।  
 বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী ।  
 কত যে বিছায়ব কমল-দল শেজ ।  
 ছটকটি শয়নে জীউ নাহি তেজ° ।  
 গোবিন্দদাস কহ জামর চন্দ ।  
 তুরিতে মিলহ ধনি টুটউ বন্দ° ॥

সা. প. (১)—২৪৩  
 ক. বি. ২৪৪১ ও ২৮০৭

সমুদ্র ৩১৩, তল ১২২১

**পাঠান্তর**—সমুদ্রে (১) সচকিত নয়না (২) মহি খলই  
 (৩) মন মাহা খলই (৪) জিবন নাহি তেজ° ।

**ব্যাখ্যা**—শ্রীরাধার মুখখানি এখন নীরস পদ্মের মত  
 হইয়াছে, উহার বং হইয়াছে কামার মতন। তোমার  
 গুণ স্মরণ করিতে করিতে চমকিয়া তাকায়। কখনও মুখ  
 লুকাইয়া কাদিতেছে, কখন হাসিতেছে। মনের ইচ্ছামত  
 চলিতে যাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে। হরি! সেই  
 গজগামিনীকে দেখিলাম; সেই শ্রেষ্ঠ কুলের রমণীর এখন  
 বাচাই কঠিন। সর্বদা তাহার মনের মধ্যে মন্থর আঘাত  
 হানিতেছে। চন্দ্রের কিরণেও সে স্থির থাকিতে পারে  
 না। কখনও উঠে, কখনও বৈসে, কখনও মাটিতে শুইয়া  
 থাকে। হরিণী যেমন বিধাক্ত বাণের আঘাতে কাতর  
 হয়, সেও তেমনি হইয়াছে। আর নলিনীদল দিয়া কত  
 শয্যা বিছাইব? সে বিছানায় শুইয়া শুধু ছটকট করে,  
 জীবন ত্যাগ করে না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হে  
 জামচন্দ্র, শীঘ্র যাইয়া স্থন্দরীর সঙ্গে মিলিত হও, সকল বন্দ  
 ঘূচুক।

৬৬২

কামোদ

তুয়া পথ জোই রোই দিন-যামিনি  
 অতি দুবরি ভেল বালা।

কি রসে রিঝায়ব কৈছে নিঝায়ব  
 বিষম কুসুম-শর-জালা° ।  
 মাধব ইথে জনি হোত নিশক° ।  
 ও নিতি চাঁদ-কলা-সম খীয়ত  
 তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক° ।  
 চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল  
 নীর-নিষেচিত চীরে° ।  
 কুবলয় কুমুদ কমলদল কিশলয়-  
 শয়নে না বান্ধই ধীরে° ।  
 হুনিক পুতলি তহু মহিতলে শূতলি  
 দারুণ বিরহ-হতাশে° ।  
 জীবন আশে খাস বহ না বহ  
 পরিখত গোবিন্দদাসে° ॥

সা. প. (১)—২৪০, ক. বি. ২৪৪৩

সমুদ্র ৩৪০, তল ১২০৪

**শব্দার্থ**—জোই—তাকাইয়া তাকাইয়া। দুবরি—  
 দুর্বলা। রিঝায়ব—ছুটে করিব। নিঝায়ব—নির্দাপিত  
 করিব। খীয়ত—ক্ষীণ হইতেছে।

**ব্যাখ্যা**—সেই বালা তোমার পথের পানে চাহিয়া  
 চাহিয়া দিন রাত্রি কাদিতে কাদিতে অত্যন্ত দুর্বল হইল।  
 কি রস দিয়া তাহাকে খুসী করিব, কিরূপে তাহাকে  
 বিষম মদনের শরজালা হইতে বাচাইব তাহা জানি  
 না। মাধব তুমি যেন ভাবিও না যে কোন ভয়ের  
 কারণ নাই। ও প্রত্যহ চন্দ্রকলার মতন ক্ষীণতা  
 প্রাপ্ত হইতেছে। সে যদি মায়া যায় তবে সে কলঙ্ক  
 তোমাতেই লাগিবে। চন্দন, চন্দ্রকিরণ, মুহু মন্দ মলয়  
 পবন, জলে ভেজা কাপড়, নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্মের  
 দল, কিশলয় দিয়া রচিত শয্যা প্রভৃতি কিছু দিয়াই  
 তাহার সৈধ্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। দারুণ  
 বিরহাগ্রিতে সন্তপ্ত হইয়া নীর পুতলির মত তাহার  
 তহু মাটিতে লুটাইয়া থাকিল। গোবিন্দদাস পরীক্ষা  
 করিয়া দেখিতেছেন যে তাহার খাস বহিতেছে কি না  
 বহিতেছে।



৬৬৩

শ্রী গান্ধার

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর-নাগরি

বেশ পসাহল' অঙ্গে ।

তুহ' সুপুঙ্খবর সময় গোড়ায়সি

নব নব রস-পরসঙ্গে ॥

মাধব তুহ' যব নিকরুণ ভেল ।

মিছই অবধি-দিন গণি কত রাখব

ব্রজবধু জীবনশেল ॥

কোই ধরণিতল কোই যমুনা-জল

কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ ।

এতদিনে বিরহে মরণ-পথ পেখলু'

তোহে তিরি-বধ পুন-পুঞ্জ ॥

তপত সরোবরে খোরি মলিল জহু

আকুল সফরি-পর্যাপ ।

জীবন মরণ মরণ বরু জীবন

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সি. প. (১)—২৩৬

ক. বি. ২৪৫৫

তার ১৯৫৫, সমুদ্র ৩৪৯

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) পশারল

ব্যাখ্যা—তপোত সরোবরে ইত্যাদি—একটি  
সরোবরে অল্প জল, তাহা আবার উত্তপ্ত হইয়াছে;  
তাহাতে পুঁটি মাছের প্রাণ আকুল। সেইরূপ তাহার  
জীবন হইয়াছে মরণভূল্য, আর জীবন অপেক্ষা মরণ  
অধিক কাম্য হইয়াছে। গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ।

৬৬৪

বিরহিণী আকুলি কুতলে স্ততলি

সখিগণ ধরই না পারি ।

সহচরি দুখে রোখ ভরি ছরত

বিহি সনে দেত গারি ॥

হরি হরি কাহে বাড়ায়লু লেহা ।

কাহুক লাগি বধ ভাগি হোয়লু'

খোয়লু' রাইক নেহা ॥

তব সহচরি মেলি ভাবনা ভাবই

করতহি এক অহুমান ।

রাই শ্রবণ পর শ্রাম শ্রাম করি

করতহি' নব রস গান ॥

শ্রামনাম শুনি চমকি উঠিল ধনি

সখিগণে দেয়ত কোর ।

গোবিন্দদাস চলু' রাই বিপত্তি দেখি

বুঝাইতে শ্রাম কিশোর ॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি হইতে ডাঃ  
সুকুমার মেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে  
প্রকাশিত।

ব্যাখ্যা—রোখ ভরি ছরত—ছরস্ত রোষ করিয়া, খুব  
রাগিয়া বিধাতাকে গালি দিতে লাগিল। বাড়ায়লু লেহা  
ইত্যাদি—সখীরা অহুশোচনা করিয়া বলিতেছেন যে  
আমরা কেন কাহুর সঙ্গে বাধার প্রেম সংঘটনে সাহায্য  
করিলাম! এখন যে বিরহে বাধার প্রাণ ঘাইতেছে।  
আমরা তাহার বধভাগী হইলাম। সে মারা গেলে  
আমরা তাহার ভালবাসা হারাইব।

৬৬৫

পঠমঞ্জরী

তুহ' বহু নিকরুণ মধুপুর মাহ ।

নিতি নব-নাগরি-রস অবগাহ ॥

যো খণ মান তো বিহু' যুগ-লাধ ।

সো কি সহয়ে' চির বিরহ-বিপাক ॥

এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই ।

অবহ' কি জীবই না জিবই রাই ॥

কত যে খীণ তহু কহই না জানি ।

অধুরি বলয় গলিত দুয় পানি° ॥

নয়ন নিকাজর° ঢেরকত বারি ।

নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী° ॥



ছটফট শয়নে না রহ সখি-অঙ্ক ।  
কনক-পুতুলি\* লুঠয়ে মহি-পঙ্ক ॥  
সময় নিরীখত পরিখত খাস ।  
ছোড়ি আঙল চলি গোবিন্দদাস ॥

নামক অছু গুন না শুনিয়ে ত্রিভুবন  
মৃত-জন পুন কহে বাত ।  
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ  
যাই দেবহ মনু সাধ ॥

সা. প. (১) ২৩৪

সমুদ্র ৩৫৮, তর ১২৩৬

ভঙ্গ ১২৩৭, সমুদ্র ৩৫৩

ক. বি. ১২০৩ ও ২৩৫৬

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) যো খন মনই তো বিহ  
(২) সো কি সহত (৩) করণ বলয় গলিত দুহ পানি  
(৪) নয়ন কি কাজর (৫) পহিরণ ভীগল সারি (৬) নয়নক  
পুতলি ।

ব্যাখ্যা—নয়ন নিকাজর চরকত বারি—অনবরত চোখ  
দিয়া জল পড়িতেছে বলিয়া চোখের কাজল মুছিয়া  
গিয়াছে । যে শাড়ী তিনি পরিধান করিয়া থাকেন তাহা  
নয়নজলে দিবারাত্রই ভিজিয়া থাকে । সময় নিরীখত  
পরিখত খাস—গোবিন্দদাস কেবল সময়ের প্রতীক্ষা  
করেন ( কবে তুমি ফিরিবে ), আর খাস বহিতেছে কিনা  
দেখেন । এমন অবস্থায় রাইকে ছাড়িয়া তোমাকে খবর  
দিতে আসিয়াছেন ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার নবমী দশা বর্ণিত হইতেছে ।  
কুণ্ডভবনে স্থন্দরী তোমার গুণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুর্গল  
হইয়াছে । শ্রীরাধার নবমী দশা দেখিয়া সবী ঘর হইতে  
বাহির করিল । মাধব! শুন, তোমায় কি বলিব!  
গোকুলতরুণীরা শ্রীরাধার মরণ নিশ্চয় জানিয়া রাই রাই  
করিয়া রোদন করিতে লাগিল । সেইখানে এক সূচতুরা  
শ্রীরাধার কর্ণ ভরিয়া বারবার তোমার নাম বলিতে  
লাগিল । স্থন্দরী বহুক্ষণ পরে সখি কিরিয়া পাইয়া গদগদ  
শব্দে শ্রাম শ্রাম বলিতে লাগিলেন । নামের এমন গুণ  
ত্রিভুবনে কোথাও শুনি নাই যে মৃত জন পুনরায় কথা  
কহে । গোবিন্দদাস বলিতেছেন এ সব কথা একটুও  
অতিরঞ্জিত নহে, আমার সাথে যাইয়া দেখ ।

৬৬৬

করণ কামোদ

কুণ্ডভবনে ধনি তুয়া গুণ গনি গনি  
অতিশয় ছবরি ভেল ।  
দশমিক পহিল দশা হেরি সহচরি  
ঘর সঞে বাহির কেল ॥  
শুন মাধব কি বলব তোয় ।  
গোকুল-তরুণী নিচয় মরণ জানি  
রাই রাই করি রোই ।  
তহি এক সূচতুরি তাক শ্রবণ ভরি  
পুন পুন কহে তুয়া নাম ।  
বহুধণে স্থন্দরি পাই পরাণ ফেরি  
গদগদ কহে শ্রাম শ্রাম ॥

৬৬৭

বরাড়ী

অঙ্গে অনঙ্গ-জ্বর মরমে বিষম-শর  
কণ্ঠহি জীবন জারা ।  
করতলে বয়ন নয়ন ঝর নীকর  
কুচযুগে কাজর-হারা ॥  
মাধব তুহু মধুপূব ছরদেশ ।  
ও অবলা চির বিরহ-বেয়াধিনি  
দশমি-দশা পরবেশ ॥  
বিগলিত কধু-বলয় কর-কিশলয়  
খণহি খণহি খীণ দেহা ।  
কো জানে কীতি তবহি নাহি ছুটত  
জহু অবধিক শনি-বেহা ॥  
তহু মন জোরি গোরি তোহে সৌপল  
কনয়-জড়িত মণিরাঙ্গ ।



গোবিন্দদাস ভণি কনয়া বিহনে মণি  
কবহঁ হৃদয়ে নাহি সাজ ।

শব্দার্থ—যো মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই—যে মুখ  
দেখিবার সময় নিমেষ পড়ে বলিয়া অসহ বোধ হয় ।  
মৌলজ প্রাণ—নির্লজ্জ প্রাণ ।

সা. প. (১)—২৩৪

তর ১২৩৮, সমুদ্র ৩৫৭

ক. বি. ২৪৪৭ এবং ২৪৪১

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—ও অবলা চিরবিবহ  
বেয়াধিনি পরবেশ ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অপেক্ষে মদনজ্বর, মর্মে বিষম শর,  
কঠে জীবনজালা (কঠাগত প্রাণ) । তিনি গালে হাত  
দিয়া বসিয়া আছেন, চোখ দিয়া অবিরত জল ঝরিতেছে ।  
চোখের কাজল ধুইয়া মুছিয়া কুচযুগের উপর পড়িয়াছে ।  
মাধব, তুমি দূরদেশে মধুপুরে রহিলে । আর ঐ অবলা  
বিবহ-ব্যাধিতে দশমী দশা প্রাপ্ত হইতেছে । তাহার  
করপল্লব হইতে শাঁখা খসিয়া পড়িতেছে ; দেহ প্রতিক্ষণে  
ক্ষীণ হইতেছে । কে জানে কেন তাঁহার কাস্তি এখনও  
লোপ পায় নাই, যেন চাঁদের কলা এখনও অবশেষ  
আছে । গৌরী দেহ মন তোমাতেই সমর্পণ করিল,  
যেন কনক-জড়িত মণিরাজ । গোবিন্দদাস বলেন যে  
বর্ণ-বিহনে মণি কখনও হৃদয়ে সাজে না ।

৬৬৮

তথা রাগ

যো মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই ।  
তাঁহে পরবোধসি আওব কহই ।  
জ্ঞন নথি কি বোলব তোয় ।  
মৌলজ প্রাণ সহজে রহ মোয় ।  
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড় ।  
তিল এক জিবইতে লাজ বহ মোয় ।  
জহু বড়বানল হৃদি মাহা এহ ।  
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ ।  
অব মনু জীবন উপেখন হোয় ।  
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি বোয় ।

ক. বি. ১৮২১ ও ২৮৮৮

সমুদ্র ৩৬৮, তর ১২৫১

৬৬৯

গান্ধার

হাঁহা পহঁ অকণ-চরণে চলি যাত ।  
তাঁহা তাঁহা ধরনি হইয়ে মনু গাত ॥  
যো সরোবরে পহঁ নিতি নিতি নাহ ।  
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ।  
এ সখি বিবহ মরণ নিবদন ।  
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ।  
যো দরপনে পহঁ নিজমুখ চাহ ।  
মনু অঙ্গ জোতি হই তথি মাহ ।  
যো বীজনে পহঁ বীজই গাত ।  
মনু অঙ্গ তাহি হোই মুহু বাত ।  
হাঁহা পহঁ ভরমই জলধর-শ্রাম ।  
মনু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ।  
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি ।  
সো মরকত-তহু তোহে কিয়ৈ ছোড়ি ॥

সা. প. (১) ২৪৭

সমুদ্র ৩৬৯, তর ১২৪৩

ক. বি. ১৮৩৫ ও ২৮০২

মন্তব্য—উজ্জলনীলমণি (পৃ: ৭২৫)-দ্বিতীয় নিম্নলিখিত  
শ্লোকটির ছায়া লইয়া পদটি রচিত :  
পঞ্চসং তহুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্তি শ্রুটং  
ধাতারং প্রপিত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্ ।  
তদ্বাপীবু প্ৰয়ন্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াননে  
ব্যোমি ব্যোম তদীয়বস্ত্র নি ধরা তন্ত্রালবৃন্তেহনিলঃ ।  
এই দেহ পঞ্চসং লাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশ  
প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হয় । আমি প্রণাম করিয়া  
মাথা নোয়াইয়া বিধাতার কাছে এই একটি মাত্র বর  
চাহিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ যে দীঘিতে স্নান করেন, সেই



দীঘিতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল,  
তাঁহার প্রাঙ্গণ আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমন  
পথে ইহার পৃথিবী এবং তদীয় তালবৃন্তে ইহার বায়ু  
প্রবেশ করুক।

ব্যাখ্যা—দেহের পঞ্চভূত—ক্ষিত্তি, অপ, তেজ, মরুৎ,  
ব্যোম—শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগুক শ্রীরাধার এই প্রার্থনা।  
প্রভু যেখানে তাঁহার অরুণ চরণে চলিয়া যান, সেই সেই  
স্থানে আমার দেহ যেন ধরণী হয়; যে সরোবরে প্রভু  
রোজ রোজ স্নান করেন, তাহাতে যেন আমি জল হই।  
সখি! যখন এইরূপে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি হয় তখন জীবন  
ও মৃত্যুর মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যে দর্পণে প্রভু নিজের  
মুখ দেখেন, আমার অঙ্গের জ্যোতি যেন তাহাতে মিশিয়া  
যায়। যে পাখা দিয়া প্রভু হাওয়া খান, তাহাতে আমার  
অঙ্গ যেন মুহু বায়ু হয়। যেখানে জলধরশ্রাম প্রভু ভ্রমণ  
করেন, আমার অঙ্গ যেন সেইখানে আকাশ হয়।  
গোবিন্দদাস বলেন—হে সোনার গোরি! সেই মরকতবর্ণ  
শ্রাম কি তোমাকে ছাড়িবে?

৬৭০

শ্রীগান্ধার

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি  
ধোয়বি আপন পরাণ।  
তুয়া সহচরি যত কোই না জীয়ত  
সবহঁ করবি সমাধান।  
হৃন্দরি মাধব আওব গেহ।  
তোহারি সখাদ সোই যদি পাওব  
তব কি রাখব নিজ দেহ।  
আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি  
ঘাতবি শ্রামর চন্দ।  
জগতরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব  
দোসর কলময-বন্ধ।  
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ  
আরাধহ মনমথ দেব।

গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পুরব  
রাখা মাধব সেব।

তর ১২৪৪

ব্যাখ্যা—আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি ইত্যাদি  
—তুমি নিজে মরিয়া রমণীদের সকলকে মারিবে এবং শ্রাম-  
চন্দ্রকেও মারিবে। কলময-বন্ধ—পাপরূপ বন্ধন হইবে।

৬৭১

শ্রীরাগ

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| তরুণ অরুণ             | সিন্দুর-বরণ     |
| নীল গগনে হেরি।        |                 |
| তোহারি ভরমে           | তা সঞ্চে রোথয়ে |
| মানিনী বদন ফেরি।      |                 |
| কাহু হে রাইক ঐছন কাজ। |                 |
| আট প্রহরে             | তো বিহু সাজই    |
| আটহঁ নাগিকা-সাজ।      |                 |
| প্রাণ-সহচরী           | চরণে সাধই       |
| কাহু মানায়বি তোহি।   |                 |
| আবি মুদি কহে          | অবহঁ মাধব       |
| কাহে না মিলল মোহি।    |                 |
| থজন-ধরনি শুনি         | উমতি ধাবই       |
| তোহারি নুপুর মানি।    |                 |
| হাসি অভরণ             | অঙ্গে চটায়ই    |
| শেজ বিছায়ই জানি।     |                 |
| নীল নিচোল             | সঘনে মাগয়ে     |
| নিবিড় তিমির হেরি।    |                 |
| ঘুমল তো সঞ্চে         | কহই ঐছন         |
| বেশ বনায়বি মোরি।     |                 |
| কোকিল-রবে             | চমকি উঠয়ে      |
| নিয়ড়ে না হেরি ভোরি। |                 |
| সোভারি তোহারি         | গমন মথুয়া      |
| মুঝি পড়ল গোরি।       |                 |



নিব্বার-ময়নে

সব সখীগণে

৬৭২

খোঁজত বহে না শ্বাস।

ধানশী

তোহারি চরণে

এতহঁ কহিতে

ধাওল গোবিন্দদাস ॥

নাগরি শেব

দশা শুনি নাগর

ছল ছল লোচন-পানী।

অবনত মাথ

করহি অবলম্বন

বয়নে না নিকসয়ে বাণী ॥

ধৈরজ ধরি হরি

দোতি-বয়ন হেরি

গদ গদ কহে আধ বাত।

দুয় এক দিবস

মাঝে হাম যাযব

তুহঁ পরবোধবি তাত ॥

ঐছন আদেশ

পাই দোতি আওল

কুণ্ঠহি বিরহিনি পাশে।

তোহারি সখাদ

কহিতে ভেল গদ গদ

আওব দুয় এক দিবসে ॥

আওব কাহু

পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা

পূরব মনোরথ মাধে।

গোবিন্দদাস কহ

ধনি তুহঁ বিরমহ

কাহু না কর প্রেম-বাদে ॥

ক. বি. ১২৩৩

তর ১২৩৭

ব্যাখ্যা—বয়নে না নিকসয়ে বাণী—মুখে কথা সরে না।

গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—গোবিন্দদাস বলিতেছেন—  
সুন্দরি! তুমি প্রাণত্যাগে বিরত হও; কাহু কখনই  
প্রেমের প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

৬৭৩

সুহই

দূবে কর বিরহিনি দুখ।

নিয়ড়ে হেরবি পিয়ামুখ ॥

অহুকুল কর উদযোগে।

হামে পাঠায়ল আগে ॥

সো চির উলসিত কান।

তুয়া আশে আওল জান ॥

সি. প. (১) ২৪৮

সমুদ্র ৩৭৪, তর ১২৩৩

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বিরহে বিবশ হইয়া অষ্টপ্রহরে অষ্ট-  
প্রকারের নাট্যকার [ যথা—(১) খণ্ডিতা (২) কলহাস্তরিতা  
(৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) বিপ্রলঙ্কা (৫) বাসকসজ্জা (৬)  
অভিসারিকা (৭) স্বামীনভর্তৃকা (৮) প্রোষিতভর্তৃকা ]  
সাজে সাজিতেছেন। প্রথমে সকালে নীল আকাশে অরুণ  
আভা দেখিয়া ভাবিতেছেন কৃষ্ণের নীল দেহে যেন  
অক্স নাট্যকার সিন্দুর লাগিয়াছে। ইহাই খণ্ডিতার  
ভাব :

‘অন্তের সন্তোষচিহ্ন করিয়া ধারণ

আসে প্রাতে প্রিয় বার খণ্ডিতা সে জন ।’

প্রাণ সহচরীর চরণ ধরিয়া সাধিতেছেন—‘তুমি কানাইকে  
বুঝাইয়া আন’। ইহাই কলহাস্তরিতার ভাব। চক্ষু বদ্ধ  
করিয়া বলেন—‘এখনও মাধব কেন আমার কাছে আসিলেন  
না ?’ ইহাই উৎকণ্ঠিতার ও বিপ্রলঙ্কার ভাব। খণ্ডনের শব্দ  
শুনিয়া মনে করেন বুঝি তোমার নৃপুরুষনি শুনিলেন। তুমি  
আসিয়াছ জানিয়া হাসিয়া গায়ে অলঙ্কার পরিলেন এবং  
শয্যা বিছাইলেন। ইহা বাসকসজ্জার ভাব। ঘন অন্ধকার  
দেখিয়া নীল শাড়ী বারবার চাহেন। ইহা অভিসারিকার  
ভাব। তোমার সঙ্গে যেন ঘুমাইয়াছেন এইরূপ ভাবে বলেন  
—‘আমার বেশ প্রস্তুত করিয়া দাও।’ ইহাই স্বামীনভর্তৃকার  
লক্ষণ। আর কোকিলের শব্দে চমকিয়া উঠেন, তারপর  
তোমাকে নিকটে না দেখিয়া পাগলিনী হন, তোমার মথুরা  
যাওয়ার কথা শ্রবণ হইতে গৌরী মুচ্ছিত হইয়া পড়েন।  
ইহা প্রোষিতভর্তৃকা বা বিরহের দশা। অবিরলধারায়  
অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে সখীগণ দেখিতে থাকেন  
তাঁহার শ্বাস পড়িতেছে কিনা। এইসব কথা তোমার  
চরণে নিবেদন করিবার জন্ত গোবিন্দদাস দৌড়াইয়া  
আসিল।



মিছ নহ ইহ আশোয়াস ।  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

তর ১২৩৮, সমুদ্র ৩৭৬

শঙ্কার্থ—নিয়ড়ে—নিকটে । আশোয়াস—আশ্বাস ।

৬৭৪

ধানশী

সুখ অব ধারহ চীতহি রাই ।  
হামারি বচন তুহঁ পরতিত নাই ॥  
শুন শুন নিরদয় হৃদয় কান ।  
তাহে দেখব যদি করহ পয়ান ॥  
তিল একু না সহে তোহারি বিলম্ব ।  
রাইক প্রাণ কণ্ঠ অবলম্ব ॥  
তুয়া এত দুখ শুনি পরবশ কাহু ।  
তেজি মথুরাপুরি কয়ল পয়ান ॥  
না পুছল রাজনগরে বহু নারি ।  
ঐছন প্রেমরস কেবল তোহারি ॥  
মনে ওনি কিয়ে জানি হয়ে পরমাদ ।  
ধাই আওল হাম কহিতে সঘাদ ॥  
ইধি পরতীত কর না ভাবিহ আন ।  
গোবিন্দদাস পুন তহি পরমাণ ॥

সমুদ্র ৩৭৬

ব্যাখ্যা—দুতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—রাধে !  
এইবার মনে আনন্দ কর ; আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস  
কর না । আমি যাইয়া তাহাকে বলিলাম—হে নিষ্ঠুর  
কানাই, শুন শুন, যদি রাইকে দেখিতে চাও তো এখনই  
যাও ; তোমার যাওয়ার আর এক তিল দেরীও সে সহ্য  
করিতে পারিবে না ; রাইয়ের প্রাণ প্রায় গলার কাছে  
আসিয়াছে । তোমার এত দুঃখ শুনিয়া, তোমারই বশ  
কানাই মথুরাপুরী ছাড়িয়া প্রস্থান করিল ।

৬৭৫

তথা রাগ

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ ।  
চীতহি তোহারি এ দরশ ছরাপ ॥  
বিরহক বেদনে সো বরনারি ।  
নিরঞ্জে বিরচই মুরতি তোহারি ॥  
দারুণ দৈব তথহি নাহি গেল ১ ।  
লিখইতে আন আন ভৈ গেল ॥  
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ ।  
হেরি হেরি হৃন্দরি পড়লহি ধন্দ ॥  
ভাঙু ধনুয়া ভেল লোচনবাণ ।  
অঙ্গ অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান ॥  
পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয় ।  
ভীতক চীত পুতলি ভেল সোয় ॥  
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা ।  
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা ॥

ক. বি. ১২৬২ ও ২৮২২

তর ৩১৫

মা. প. (১)—৮২ ও ২০৭

বরাহ (৪)—৩ পদ ৭২

পাঠান্তর—মা. প. পুথিতে 'বিরহক বেদনে' ইত্যাদি  
দিয়া আরম্ভ । (১) দারুণ দৈব হি তহি ন গণেল—মা. প.  
শঙ্কার্থ—দরশ ছরাপ—দর্শন ছল ভ হইল । নিরঞ্জে  
বিরচই মুরতি তোহারি—নিরঞ্জে তোমার মূর্তি নির্মাণ  
করে । লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ—তোমার মুখ  
আকিতে যাইয়া চাঁদ আঁকা হইল । ভীতক চীত  
পুতলি ভেল সোয়—শ্রীরাধা নিজেই দেওয়ালে আঁকা  
পুতলির মতন হইল ।

৬৭৬

মাধব সো অতি হৃন্দরি বালা ।  
অবিরত বারি নয়নে কর নিবর  
জহু ঘন শাওন ধারা ॥



পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডল  
 শোভে ন অব শশিরেহা ।  
 কলেবর কাঁতি কনক জ্বিতি কামিনি  
 দিনে দিনে কালিম ভেলা ॥  
 পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি লিখত  
 পাণি কপোল অবলম্ব ॥  
 উপবন দেখি মুরছি মুরছি পড়ু ভূতলে  
 চিস্তিত সখিগণ সঙ্গ ॥  
 কোই নলিনিদলে শেজ বিছাওই  
 তাহি স্ততাওলি রাই ।  
 অঙ্গকি তাপ ভসম তোই জাওত  
 উঠত মদন চিতাই ॥  
 চন্দন পরশে ধনি চমকি নিখাসই  
 চান্দ কি বলে তহু তাপ ।  
 মিছা আশোয়াসে কতহু পরবোধব  
 মিছনি গোবিন্দদাস ॥

রাধাকৃষ্ণের পুঁথি ৭৮  
 কীর্তনানন্দ পুঁথি ২২৯  
 পত্র ২৭৮

শঙ্কার্থ—শোভে ন অব শশিরেহা—সেই পূর্ণিমার  
 চাঁদের মতন মুখ এখন প্রতিপদের শশিরেখার মতনও  
 শোভা পায় না ।

৬৭৭

শুন মাধব অব নাহি জিয়ত বাধা ।  
 সোঙরি তোহারি গুণ অস্তরে পুন পুন  
 বাচল মদন কি বাধা ॥  
 কণে কণে উঠল কণে কণে বৈঠত  
 তেজি শয়ন স্থখ রঙ্গ ।  
 ক্ষেপে ক্ষেপে কহে ধনি রমণি-শিয়োমণি  
 কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥  
 রাইক এসব বিরহক বেদন  
 শুনইতে নন্দকিশোর ।

মদন কলারসে অস্তর জর জর  
 রতসে প্রেমরসে ভোর ॥  
 তবহি কহে হরি শুন শুন সহচরি  
 ছোড়ত সব অভিমান ।  
 সোই কলাবতি আনি মিলায়বি  
 এক বেগি বাথবি পরান ॥  
 শ্রামের বচন শুনি ধনি সহচরি  
 হরি করে ধরা করু সাজ ।  
 গোবিন্দদাস ভণে রাইক দরশনে  
 সাজল সামর রাজ ॥

ক. বি. ৫৬৪

শঙ্কার্থ—সাজল সামর রাজ—শ্রাম রাজা সাজিলেন,  
 প্রস্তুত হইলেন ।

৬৭৮

তোহি বহল মধুপুর ।  
 ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব  
 কাহু কাহু করি কুর ॥  
 যশোমতি নন্দ অঙ্গসম বৈঠহি  
 সাহসে চলই না পার ।  
 সখাগণ বেগু ধেহু সব বিসরল  
 বিসরল নগর বাজার ॥  
 কুহুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত  
 তরুগণ মলিন সমান ।  
 সারি শুক পিক মউরি না নাচত  
 কোকিলা না করতহি গান ॥  
 বিরহিনি বিরহ কি কহব মাধব  
 দশদিশ বিরহ ছতাশ ।  
 সোই ঘমুনাঙ্গল হোয়ল অধিক ভেল  
 কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৮২৮





৬৭৯

উদয় করয়ে মেঘ গরজে গভীর ।  
 ডাকয়ে মউর পাখি হিয়া হয় চির ।  
 মদন সমুখে ধর ফুলশর বাণ ।  
 দুঃখে জরিজরি ষাউ এ পাপ পরাণ ।  
 আও রে বসন্ত ক্ষতু কর আগুসার ।  
 কোকিল ভোমরা কুঞ্জে কর রে ঝঙ্কার ।  
 ছুট রে সকল কুঞ্জ-কুহুম অগন্ধ ।  
 মলয় সমীর বায়ু বহ মন্দ মন্দ ।  
 আও রে সকল গোপী বেড় চারিভিতে ।  
 গাও রে শ্রামের গুণ মোর কর হিতে ।  
 এতছ ভসম হয় পিরিতি অনলে ।  
 মরিলে গুণের পিয়া পুন যেন মিলে ।  
 গোবিন্দদাস কহে দশমী পরবেশ ।  
 পিরিতি অনলে তব তস্থ রহ শেষ ।

ক. বি. ১৬০৯

শব্দার্থ—হিয়া হয় চির—ময়ূরের ডাকে হৃদয় বিদীর্ণ  
 হয় ।

৬৮০

মাধব রাধা পেখলু আই ।  
 আধ যমুনা জল আধ রহল স্থল  
 কুহুম সেজে শোয়াই ।  
 কোই কহে বিষধর বিষমে দংশয়ে  
 কোই কহে ব্যাধি বিকারা ।  
 কোই কহে রমণি সুরগ্রহ পীড়িত  
 কোই কহে ভূত বিকারা ।  
 কোই ঔষধ দেয়ত কোই নাম স্তনায়ত  
 কোই দেখত কর টানি ।  
 কোই যতন করি হাস নিরথয়ে  
 কোই মুখে সিঁকে পানি ।  
 দশম দশা ভেল কাস্তি মলিন হৈল  
 সখীগণ ছোড়ল পাশ ।

শুন শুন মাধব তোহারি চরণ ধরি  
 কহতহি গোবিন্দদাস ।

ক. বি. ১৯২৯

৬৮১

সোঙরি বৃন্দাবন      নিধুবন কানন  
 নাগর করল পয়ান ।  
 কাঁহা মোর রাই      রাই করি ফুকরই  
 শুনি ধনি পায়ল পরাণ ।  
 নিকটে আসি তব      বসিক শিরোমণি  
 দরশ পরশ রস আশে ।  
 ক্ষিতিতলে পড়ি রহ      কাকন পুতলি  
 খসি পড়ল পীতবাসে ।  
 তৈখনে নাগর      কোরে আগোরল  
 নয়নে গলয়ে ঘন লোর ।  
 গোবিন্দদাস কহ      অপরূপ কি হেরিয়ে  
 নাগর রাই করু কোর ।

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুণি

মাধুরী ৪১৩৫

৬৮২

শ্রী রাগ

মধুরা সঞ্জে হরি করি পথ চাতুরি  
 আওল নিরঞ্জন কুঞ্জে ।  
 ক্রম পশু পাখি কুল পরম বেয়াকুল  
 পাওল আনন্দ পুঞ্জে ।  
 বরজ নারিগণ বিরহে অচেতন  
 পুন কিয়ে পাওল পরাণ ।  
 দাব দগধ জন ছটফট জীবন  
 ঘৈছন অমিয়া সিনান ।  
 দেখ রাধামাধব মেলি ।  
 দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ  
 চীত পুতলি সম ভেলি ।



কাপয়ে ঘন ঘন অনিমিষ লোচন  
 ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর ।  
 কহইতে ঘর ঘর খকিত কণ্ঠস্বর  
 ছুই বিবরণ পুন ভোর ॥  
 হোই সচেতনে কি কহব নাহি জানে  
 বৈছন দারিদ্র হেম ।  
 গোবিন্দদাস কহ অহুপম আর নহ  
 প্রাণদ বৈছন ক্ষেম ॥

সমুদ্র ৩৮২

ব্যাখ্যা—করি পথ চাতুরি—কেহ যাহাতে তাঁহাকে  
 পথে দেখিতে না পায় এমনভাবে মথুরা হইতে নির্জন  
 কুঞ্জে আসিলেন। বিবরণ—বিবর্ণ। হোই সচেতনে কি  
 কহব—“সচেতনপদোন্মোহাৎ নির্জনপদোপাদানাচ্চ কেলি-  
 করণেচ্ছা সখীনামক্সত্র গমনঞ্চ জ্ঞেয়স্”—রাধামোহন ঠাকুর।  
 প্রাণদ বৈছন ক্ষেম—এমন মঙ্গল যাহাতে প্রাণ পাওয়া  
 যায়।

## ভাবোল্লাস

৬৮৩

সখি হে হেনদিন হইবে হামারি ।  
 মন্দিরে আয়ব রসিক মুরারি ॥  
 চাঁচর চিকুরে মোছায়ব পায় ।  
 চামর ধরি হাম করব বায় ॥  
 তবে সে হামার দুখ হবে অবসান ।  
 তোমারে কহিহু সখি আপন নিদান ॥  
 হামারি মন্দিরে যব আয়ব কান ।  
 আখি ভরি পেখব সো চাঁদবয়ান ॥  
 চিরদিনে মনরথ পূরব মোর ।  
 করে ধরি বৈঠায়ব আপন কোর ॥  
 সো কি কহব আনন্দ ওর ।  
 পহিলহি পুছব কুশল মোর ॥

গোবিন্দদাস কহে বিনোদিনী রাই ।  
 তুয়া অহুভাবকী বলিহারি রাই ॥

ক. বি. ১২২০

৬৮৪

শ্রীরাগ

উলসিত মথু হিয়া আছু আওব পিয়া  
 দৈবে কহল শুভবাণী ।  
 শুভ-দুচক যত প্রতি অদে বেকত  
 অতয়ে নিচয়ে পরমাণি ॥  
 শুন সজনি আছু মোর শুভদিন ভেল ।  
 স্থখ সম্পদ বিহি<sup>১</sup> আনি মিলায়ব  
 ঐছন মতি গতি ভেল ॥  
 মঙ্গল-কলস পর<sup>২</sup> দেই নব পল্লব  
 রোপহ ঠামহি ঠাম ।  
 গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত  
 তুরিতে মিলয়ে জহু গ্রাম ॥  
 হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ  
 দধি দ্বত রতন প্রদীপে ।  
 সুবরণ ভাজনহি লাজহি<sup>৩</sup> ভরি তার  
 রাখহ নয়নসমীপে ॥  
 নব নব রঙ্গিনি দেউ হলাহলি  
 বসন ভূষণ কর শোভা ।  
 প্রাণ-প্রাণ হরি নিজঘর আওব  
 গোবিন্দদাস মনলোভা ॥

ক. বি. ১২৮০

সমুদ্র ৩১৩, তরু ১৭০৪

পাঠান্তর—(১) নিচয় করি মানি—তরু (২) শুভ  
 সম্পদ বিধি—সমুদ্র (৩) মঙ্গল কলস দেই—সমুদ্র ।

ব্যাখ্যা—দৈবে কহল শুভবাণী—গণকেরা গুনিয়া  
 বলিয়াছে। গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত—গণক-  
 দিগকে বস্তাদি উপহার দাও, যাহাতে তাহারা ক্রিয়াকর্মাদি  
 করিয়া গ্রহশাস্তি করিতে পারে এবং তাহার ফলে গ্রাম  
 শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। সুবরণ ভাজনহি ইত্যাদি—সোনার  
 বাসনে খই ভরিয়া রাখ।



## প্রার্থনা ও মনঃশিক্ষা

৬৮৫

ভজহ রে মন শ্রীমন্দ-নন্দন

অভয়-চরণাবিন্দ রে।

দুহহ মাহুষ- জনম সতসঙ্গে

তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥

শীত আতপ বাত বরিধণ

এ দিন যামিনি জাগি রে।

বিফলে সেবিলু রূপণ দুর্জন

চপল স্থখ-লব লাগি রে ॥

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন

ইথে কি আছে পরতীত রে।

কমল-দল-জল জীবন টলমল

ভজহ হরি-পদ নিতি রে ॥

শ্রবণ কীর্তন শ্রবণ বন্দন

পাদ-সেবন দাসি রে।

পূজন সখিজন আত্মনিবেদন

গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

সা. প. (১) ৪৮

প্রেমবিলাস, চতুর্দশবিলাস ১১০

পো ২৮

তরু ৩০৩২

ক. বি. ২০২৫

পাঠান্তর—(১) ভজ রে—সা. প. (২) নীত—তরু

(৩) অভিলাষি—তরু।

ব্যাখ্যা—অভয়-চরণাবিন্দ রে—তাহার চরণকমলে আশ্রয় লইলে আর কোন ভয় থাকে না। দুহহ মাহুষ-জনম ইত্যাদি—দুহু ভ মাহুষ-জন্ম পাইয়াছ; একমাত্র সংসদের ফলেই এই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পার। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, কণ্ঠায় দিনরাত্রি জাগিয়া একবিন্দু চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী স্থখের আশায় বুধাই রূপণ (রূপার্থ এবং দানে পরাশ্রুত) দুর্জনের সেবা করিলাম। (ভগবানের সেবা করিলে চিরস্থায়ী আনন্দ মিলিতে পারিত এই ব্যাঞ্জনা)। এই যে ধন যৌবন পুত্র পরিজন দেখিতেছ ইহাতে কি বিশ্বাস আছে? (কখন আছে, কখন নাই?) জীবন তো পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল।

হৃদয় নিত্যই হরিপদ ভজনা কর। গোবিন্দদাস তাই শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, বন্দনা, পদসেবন, দাস্ত, পূজন, সখা ও আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

৬৮৬

পতিতপাবন

প্রভুর চরণ

শরণ লইল যে।

ইহলোক

পরলোক

স্থখে লীলা পাওল সে ॥

শুন শুন

হৃদয় তাই

ভাঙ্গল সকল ধন।

মনের আধার

সব দূরে গেল

ভাবিতে ও রূপচন্দ ॥

ও রূপলাবণি

সে দিটি চাহনি

সে মন্দ-মধুর হাসি।

ও তুর তদ্বিম

অধর রদ্বিম

উগারয়ে পীুষরাশি ॥

ও পদ চাঁদে

কত না ছান্দে

লীলা উদুর গণে।

বিবিধ বিলাসে

বিনোদ বিলাসে

গোবিন্দদাস সে জানে ॥

ক. বি. ২১০২

কী ২৪

শব্দার্থ—উদুর গণে—তারাগণে।

৬৮৭

ভজ রূপ বৈষ্ণব ঠাকুর।

বৈষ্ণব ভজিলে তাই

পরম আনন্দ পাই

পাপ তাপ সব যায় দূর ॥

বৈষ্ণবের শ্রীচরণ

যে করয়ে প্রাণধন

ইহা যেবা সত্য করি বলে।



আর কিছু নাহি জানে      কায় মন বাক্য সনে  
অনায়াসে কৃষ্ণ তাহে মিলে ॥  
বৈষ্ণব সদয় হলো      কৃষ্ণ পাই কুতূহলে  
ইহাতে সন্দেহ যার হয় ।

গৃহ পবিত্র যার নামে      দরশ পরশ কেবা জানে  
তার সাক্ষী ভাগবতে কয় ॥

ইহা জানি সব ছাড়ি      পরম আনন্দ করি  
ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাক্ষি ॥

হৃদয় সংসার বড়      চরণে ধরিত্রা পড়  
এমন দয়াল কেহো নাঞি ॥

দীনহীন দুখীজনে      দেন কৃষ্ণ প্রেমধনে  
দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর ।

গোবিন্দদাসের আশ      এই মনে অভিলাষ  
কবে হব নাছের কুতূর ॥

সং ৪২০

৬৮৮

ভূপালী

শ্রীপদ-কমল-সুধা-রসপানে ।  
শ্রীবিগ্রহ গুণ-গণ করি গানে ॥  
শ্রীমুখ-বচন-শ্রবণ-অনুভবী ।  
অনুভব কত ভেল প্রেম-তরঙ্গী ॥  
রে মন কাহে করসি অনুতাপে ।  
পছ'ক প্রতাপি মদ্র কর আপে ॥  
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি ।  
পছ'ক চরণযুগ সারথি করবি ॥  
রথ-বাহন কর প্রাণ-তুরঙ্গ ।  
আশা-পাশ জোরি নহ ভঙ্গ ॥  
লীলা-জলধি তীরে চলু ধাই ।  
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥  
রঙ্গ-তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে ।  
রতি-মণি দেই পূরব অভিলাষে ॥

সো বস-জলধি মাঝে মণি-গেহ ।

তহি' বহ গোরি স্তম্ভামর দেহ ॥

সারথি লেই মিলায়ব তায় ।

গোবিন্দদাস গৌর-গুণ গায় ॥

সাঁ. প. ১৮৪ পুঁথির দ্বিতীয় পদ

তরু ২৭, কী ২৪

ব্যাখ্যা—শ্রীপদ-কমল-সুধারসপানে ইত্যাদি—  
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদকমলের সুধারস পান করিয়া, শ্রীমুণ্ডির  
গুণসমূহ গান করিয়া, শ্রীমুখের বচনে (যেমন শিক্ষাষ্টক,  
গীতা প্রভৃতি) কর্ণ নিবেশ করিয়া ও সেই সকল বিষয়  
অনুভব করিয়া কত ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রেমতরঙ্গে  
ভাসিয়াছেন। হে মন! অনুতাপ করিতেছ কেন? প্রভুর  
প্রভাবশালী মদ্র জপ কর। সব কিছুর বিচার করিবার  
পর সাধ্যবস্তুর সাধনারূপ মনোরথে চড়িও। প্রভুর চরণ-  
যুগলকে সারথি কর; প্রাণরূপ অথকে রথের বাহন কর;  
আশাকে রজ্জুরূপে সংযোজন কর। উহা ভঙ্গ হইতে দিও  
না (নিরাশ হইও না)। লীলাসমুদ্রের পানে ধাইয়া চল;  
প্রেমতরঙ্গে অবগাহন কর। শ্রীহরির দাস তোমার সঙ্গী  
হইবেন, তিনি প্রেমতরঙ্গে মসগুল। সেই প্রেমরস-  
সমুদ্রের মধ্যে মণিময় গৃহ আছে; তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ  
আছেন। প্রভুর চরণযুগলরূপ সারথি অথবা গুরুরূপ  
সারথি সেখানে লইয়া যাইবেন। গোবিন্দদাস শ্রীগৌরানন্দের  
গুণ গাহিতেছেন, কেননা শ্রীগৌরানন্দের রূপাতেই এই  
ভজনপ্রণালীর প্রচার হইয়াছে।

৬৮৯

নয়ানভূষণ শ্রীমদরশন  
বদনভূষণ নাম ।  
করের ভূষণ চরণ-সেবন  
শ্রবণভূষণ রাম ॥  
উরক ভূষণ সো করপল্লব  
কুচ কলসের মাঝ ।



অস্তরভূষণ শ্রাম প্রেমমণি  
জিনি মনমথরাজ ॥

কণ্ঠের ভূষণ শ্রাম-কলঙ্ক-হার  
নাসাভূষণ অঙ্গগন্ধ ।  
শ্রামপিপিত্তি ভূষণ প্রতি অঙ্গ  
ধোর কহয়ে দাস গোবিন্দ ॥

ক. বি. ৭৪১

৬৯০

কেদার, বেহাগ

নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী  
বসিয়া শ্রামের বামে ।  
চৌদিগে বেড়িয়া সখীগণ মেলি  
দাঁড়াইয়া রহল ঠামে ॥  
দুহঁ মুখ চাঁদ হেরিয়া উল্লাস  
কত না আনন্দ তায় ।  
শ্রীরূপ মঞ্জরী বীজনে বীজই  
আনন্দে ভাসিয়া যায় ॥  
ময়ূর ময়ূরী দুহঁ মুখ হেরি  
রঙ্গে নাচিছে তায় ।  
শুক সারী মেলি তরু ভালে বসি  
বাধাকৃষ্ণ গুণ গায় ॥  
নবীন গান নবীন তান  
নব অলিকুল বেড়িয়া ।  
ভ্রমরা ভ্রমরী গুণ গুণ করি  
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া ॥  
নবীন যমুনা নবীন জল  
নবীন তরঙ্গ তায় ।  
নবপ্রেম হেরি দাস গোবিন্দ  
প্রেমানন্দে ভাসি যায় ॥

পদাবলীমাধুরী ১।৩০২

৬৯১

সুহৃৎ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ  
পারিদ্য সঙ্গে অবতার ।  
গোলোকেব প্রেমধন সভারে যাচিয়া দিল  
না লইলু মুক্তি ছরাচার ॥  
আরে পামর মন বড় শেল রহল মরমে ।  
হেন সংকীর্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল  
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥  
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ কল্পতরু ছায়া পাঞা  
সব জীব তাপ পাসরিল ।  
মুক্তি অভাগিয়া বিধ-বিধয়ে মাতিয়া বৈলু  
হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥  
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ  
বিধ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া ।  
এত মনে করি যদি মরণ না করে বিধি  
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥  
এ হেন গৌরান্দ-গুণ না করিলাম শ্রবণ  
হায় হায় করিয়ে হতাশ ।  
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম  
জীবমৃত গোবিন্দদাস ॥

তরু ২২৮১

ব্যাখ্যা—সব জীব তাপ পাসরিল—শ্রীগুরু ও  
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ কল্পতরুর মতন, বাহা চাওয়া যায় তাহাই  
পাওয়া যায়; সেই তরুর ছায়াতে সকল জীব সস্তাপ  
ভুলিয়া গেল ।

৬৯২

শুন হৃদয় শ্রাম ব্রহ্মবিহারী ।  
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমাতে হেরি ।  
গুরু গজেন চন্দন অঙ্গভূষা ।  
বাধাকাস্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥



সম শৈল কুল মান দূর করি ।  
 ভব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥  
 আমি কুরূপা গুণহিনি গোপনারী ।  
 তুমি জগৎরঞ্জন মোহন বংশিদারী ॥  
 আমি কুলটা কলঙ্ক সৌভাগ্যহিনি ।  
 তুমি রসপণ্ডিত রসিকচূড়ামণি ॥  
 গোবিন্দদাস কহে শুন শ্রামরায় ।  
 তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

ক. বি. ১৩৩১

ক. বি. ২০৩১

## বিবিধ

৬৯৩

নারীক বেদন ঘো সব নাহি জানত  
 নো সব হোয়ত দুখদাতা ।  
 নো সবগণে কি করব সুন্দরি  
 কত নাহি শুনিয়া বারতা ॥  
 ঘো রঘুনন্দন করি বহু বিক্রম  
 জনকহুতা উদ্ধারিল ।  
 বিনি দোষে দোষ ঘটাইয়ে সতিজনে  
 পুনরপি কাননে দিল ॥  
 যোগী পঞ্চানন সাপ তছু ভূষণ  
 ভূত প্রেত লই খেল ।  
 শিরপর সতিনি কুচনিপঞ্চে ভেটই  
 শৈল হুতায়ৈ দুখ দেল ॥  
 যোগীন্দ্র গণপতি হরিগুণে মগনহি  
 শুক মুনি যাকর মান ।  
 তাকর গান কি করব সুন্দরি  
 নারীবেদন নাহি জান ॥  
 মহাবল মহাবীর সোই সেনাপতি  
 ত্রিভুবনে যাকর নাম ।  
 পাণিগ্রহণ ছলে যাক নাম বিঘটল  
 তাকর কি করিয়ে গান ॥

অপর যছু কত বোলবি সুন্দরি  
 ঘো সব বোলব হাম ।  
 গোবিন্দদাস কহে আর কাহে বোলব  
 শ্রাম বুঝবি পরিণাম ॥

৬৯৪

রঙ্গ কথা আলাপনে আছে সব সখিগণে  
 হেন কালে বাশিয়া বাজিল ।  
 বাশিরব শুনি কানে চিত না ধৈর্য মানৈ  
 সখিগণ অবশ হইল ॥  
 কেহ না মানয়ে বাধা আগে বাহিরল বাধা  
 সে প্রেম বৃদ্ধিতে নারে আনে ।  
 প্রিয়মুখ সঙরিতে বিরহে ব্যাকুল হঞা  
 ধায় সতী অঞ্জন-নয়নে ॥  
 পদ আধ বাড়াইতে কমল ছুটে আচখিতে  
 দেখি সতে হইলা বিস্ময় ।  
 ললিতা বলয়ে রাধে কি দেখি তোর পদযুগে  
 প্রেমের কমল বৃদ্ধি হয় ॥  
 কমল সৌরভ পেয়ে অলি সব অ্যালো ধেয়ে  
 দিব দিব করিয়ে সঘনে ।  
 চাঁদক ভরম করি চকোর আনল তারি  
 চন্দ্রহুতা পিব এই স্থানে ॥  
 চকোর ভ্রমরে লাগল ঘন ।  
 ও বলে কমল ও বলে চন্দ ।  
 বিহি কৈল তাহে উত্তম কাজ ।  
 নীমা আটি দিল তুঙ্গর মাঝ ॥  
 কাটল নীমা ভাদল দন্দ ।  
 আধ কমল আধ চন্দ ॥  
 গোবিন্দদাস রচিত ভাষ ।  
 চকোর ভ্রমর পুরল আশ ॥

ক. বি. ৩৪৭



৬৯৫

সাঁঝকি সময়ে যব ধনি হুন্দরি  
নিরখিতে নাগর কান ।  
রতন ঝরকা তেজি ও বর নাগরি  
মন্দিরে করল পয়ান ।  
মন্দির মাঝ রতন পালক তহি  
শুতলি রসবতী বাল ।  
শ্রাম জলধর সঙরি সঙরি ধনি  
বাড়ল মদনকী জালা ।  
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত  
তেজি শয়ন সুখ রঙ্গ ।  
পুন পুন কহে ধনি রমণি-শিরোমণি  
কবে হবে তাকর সঙ্গ ।  
রাইক এসব বিরহক বেদন  
নিরখিতে সহচরি নারি ।  
পবনহ-গমন-গতি যাওত  
আনিতে রসিক মুরারি ।  
কুঙ্ক মাক্স প্রবেশ ভেল সহচরি  
মিলল নাগর রায় ।  
গোবিন্দদাস কহ রাইক বেদন  
সহচরি কহত বুঝাই ।

ক. বি. ৬২

৬৯৬

সিনান দোপর সময় জানি । তপ্ত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি ।  
কি কহব সখি পিয়ার কথা । কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা ।  
তামূল ভথিয়া দাঁড়াই পথে । হেনকালে পিয়া পাতয়ে হাথে ।  
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই । পদচিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই ।  
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে । ঘুরি ঘুরি জহু ভ্রমবা বুলে ।  
গোবিন্দদাসের জীবন হেন । পিরিতি বিষম মানহ কেন ।

তরু ৬২৩

৬৯৭

কালিন্দি কিনাবে নাগর রায় ।  
আমা পানে চাহি বাশরি রায় ।  
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদামের কর অবলম্ব ।  
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাশি হইয়া ত্রিতঙ্গ ।  
ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা ।  
হুহু মুনি দেবতাগণের মনোলোভা ।  
শ্রীদাম হুদাম আদি চৌদিকে সাজে ।  
চাঁদের উদয় বেন তারাগণ-মাঝে ।  
সে রূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান ।  
গোবিন্দদাস কহে সব পরমাণ ।

ক. বি. ৬৩০

৬৯৮

রাজনন্দিনী তছু দুকুল উজোর ।  
ছুই চারি বচন রাখবি মোর ।  
অবণে শুনবি যব মুরলিক তান ।  
তবু নাহি উঠবি হই অগেয়ান ।  
কাহুক প্রেম রতন মণিসার ।  
গোপনে রাখবি নিজ পরচার ।  
শাস্কি বচনে রহবি কর জোড়ি ।  
সতীশুণ বারতা পুছবি বেরি বেরি ।  
সাঁঝকি সময়ে হরি গৃহ-মাঝ ।  
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত কাজ ।

ক. বি. ৬৩১

৬৯৯

শীতল ছলহ কর দেয়ল পায় ।  
মানে মুগধি হাম না পেখহু হায় ।  
যামিনি জাগি আয়ল মকু পাশ ।  
হাম নাহি হেরহু করলু নৈরাশ ।



পালটি পালটি ফেরি হরি চলি গেল ।  
গোবিন্দদাস কহে মরমক শেল ॥

ক. বি. ১৭১১

৭০০

হুন্দরি সহচরি হাথ ধরি মাথে ।  
কহয়ে এত আরতি সো যব শুনব  
সরবস যাওব রসঘাতে ॥  
সতিনিক মাঝে যাই তুহঁ বৈঠবি  
যায়বি আন আন কাজে ।  
কহইতে বাণী ভুল যদি বোলসি  
তৈখনে পড়ব হাম লাজে ॥  
সহচরি মাঝ চতুর তুহঁ প্রিয়সখি  
হাম কি বুঝায়ব তোয় ।  
হামারি প্রাণ যদি রাখইতে চাহসি  
কাহ্ন মিলায়ব মোয় ॥  
ঐছন বচন শুনল যব সহচরি  
চললহি শ্রামক পাশ ।  
তুয়া আগমন-পথ নিরখি রহলু হাম  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৭০২

৭০১

কাহ্ন আনিতে সোই সহচরি  
চলল বিপিনক পথ ।  
গোষ্ঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কি কানন  
এ সব হুরস্তু একান্ত ॥  
সহচরি কাঁহা নাহি পাওল কান ।  
যমুনার তীরে পড়ি রহ মাধব  
হৃদয় করত অহুমান ॥

চড়া শিখও বিভঙ্গিম  
মুরলী পড়ি রহ দূরে ।  
রাই রাই করি বোলত ঘন ঘন  
সঘনে নয়ান ছুটা বুঝে ॥  
গোবিন্দদাস কহে বিধম সংশয়  
দেখলু মো বর কান ।  
রাইক মান রাখিতে সো ধনি  
ধরলহি আপনাক ঠাম ॥

ক. বি. ১৭০৮

৭০২

শুন শুন ধনি হুন্দরি রাধে ।  
হরি ঘব আয়ব পুরব তুয়া সাধে ॥  
প্রবোধ বচনে ধরি ধনি আশোয়াস ।  
তুরিতহি আওল বাঁহা পীতবাস ॥  
এ হরি রহল জগ তারি লাজ ।  
তোহে নহে সমুচিত ঐছন কাজ ॥  
রূপে গুণে কুলে শীলে কলাবতী নারি ।  
কাঙ্কন কাঁচ বরণ ভেল তারি ॥  
বুঝই না পারই বয়ানকো বোল ।  
কণ্ঠ গতাগতি করে হিয়া উতরোল ॥  
কোই সবি রহে রাই আগোর ।  
কোই জল সেচই চামর চোর ॥  
যব তহু তেজব তুয়া অহুবাগে ।  
গোবিন্দদাস কহে তুয়া বধ ভাগে ॥

ক. বি. ৮০৮

৭০৩

পহিল সন্তোষণ চির অহুবাগি ।  
মিলন দুহঁ দুহঁ গলে গল লাগি ॥  
তহি প্রিয়-সঙ্গিনি পরম রসাল ।  
দুহঁ গলে দেয়ল এক ফুলমাল ॥



টুটব জনি দুহুঁ পড়লছি ধন্দ ।  
 দৈব বঢ়ায়ল হৃদয় আনন্দ ॥  
 সখিক বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি ।  
 দুহুঁ গলমাল দূতি গলে দেলি ॥  
 রাখিল মরম-সোহাগিনী নাম ।  
 পরসাদ পাই দূতি কয়ল পরণাম ॥  
 ঐছন চিরদিন রহ অঙ্গ অঙ্গ ।  
 রতিপতি জনি কতু না কর বিভঙ্গ ॥  
 ঐছে প্রেম কতু না হয় বিচ্ছেদ ।  
 গোবিন্দদাস কহ জাগয়ে খেদ ॥

ক. বি. ৮১৮

৭০৪

নিকুঞ্জে গুহুই মত্ত মধুকর ।  
 বিকশিত কুসুম সৌরভ মনোহর ॥  
 ভেল মনমথ সিদ্ধি সুভাগ্য নয়ন ।  
 দেখে অপরূপ সব বিরহিণীগণ ॥  
 পবনে চালিত চাক নব নব দল ।  
 পরিসর বিমল শীতল তরুতল ॥  
 কী চাক অক্ষর তহু সুবঙ্গ লতিকা ।  
 বিকচ মাধবি জাতি সেউধি মল্লিকা ॥  
 মরসি প্রসঙ্গ করি কুসুম প্রকাশ ।  
 কহয়ে গোবিন্দদাস বহু দেখি হাস ॥

ক. বি. ২৫৭১

৭০৫

বৃষভাঙ্গ-মন্দিরী                      নন্দ-নন্দন  
 রতনমন্দির-মাঝ রে ।  
 কেলিকুঞ্জ-তীরে                      শোভিত কানন-  
 কল্লজম ছাহ রে ॥  
 নীপ তরুবরে                      পল্লব ফুলভরে  
 পরশি বিহার করে রে ।

ফুল মালতি                      কমল মালিক  
 বহই মন সমীর রে ॥  
 মাতল অলিকুল                      মারী শুক পিক  
 নাচত অহুধন মৌর রে ।  
 রাই কাহু দুহুঁ                      দ্যুত খেলত  
 হারি রাখত হার রে ॥  
 চৌদিকে বেঢ়ল                      ললিতা সখীগণ  
 বসন ভূষণ সাজ রে ।  
 যৈছন জলধরে                      উদিত সুধাকরে  
 শোভিত উদ্ভূগণ মাঝ রে ॥  
 রাই যব ধরি                      জ্বিতই লাগল  
 দশ পক্ষ বলি ডাকই রে ।  
 কতহুঁ রতিপতি                      উদত ভৈ গেল  
 হেরি আকুল কান রে ॥  
 জাম চকল                      করই চুখন  
 করহি বারত গোরি রে ।  
 রোথ লোচন                      কমল মাহু মন  
 ভূদ্বিক জলচারি রে ॥  
 রাই জ্বিতল                      হটল মাধব  
 ধরল রামাকি হার রে ।  
 রোথে রাই পুন                      হার ধরি রহ  
 ছিঁড়ি দুহুঁক মাল রে ॥  
 মদন কলহে                      দুহুঁ কত ভঙ্গি  
 করতহি হেরি সখি হাস রে ।  
 পুনহি খেলত                      হার ধরি রহ  
 বদত গোবিন্দদাস রে ॥

ক. বি. ২৮৮

৭০৬

চারি চৌগুণ করল একু মেলি ।  
 এক হীন গুণ চন্দ্রক কেলি ॥  
 দেখ সখি দুহুঁক রূপক শোভা ।  
 অরুণকি তিমির অতি লোভা ॥



খগপতি দ্বৈত চকোর হি চারি ।  
 চারি খগন তাঁহি কমল পর ধারি ॥  
 কামধনুক ছুঁ বড়ই বিরাজ ।  
 নয়ন ইন্দ্রিত তহি পর সাজ ॥  
 বিধুবর কাহ্ন নলিনী তেল রাই ।  
 এক নলিনীপর বিশ্ব রহ তাই ॥  
 গোবিন্দদাস কহ বিহি নিরমাণ ।  
 এসব কেলি যত তুহঁ কিয়ে মান ॥

ক. বি. ১৩৭

শব্দার্থ—পদটি যুগল মিলনের । চারি চৌগুণ—ঘোল  
 কলায় পূর্ণ চাঁদ । এক হীন গুণ—শুধু কলঙ্ক নাই ।  
 খগপতি দ্বৈত—দুইজনের দুইটি নাসা । চকোরহি চারি—  
 উভয়ের দুই দুই অধর । চারি খগন—উভয়ের দুই দুই  
 চক্ষু । কমল—বদন-কমল ।

৭০৭

পদ পিছল নিশি কাজর কীতি ।  
 প্রাতরে ভৈ গেও দিগভরাতি ॥  
 কণিমণি দীপ ভরমে দেই ফুক ।  
 কত বেরি লাগে নাগিনীমুখে মুখ ॥  
 চরণে বেড়ল তাহে নাহি ছুঁকা ।  
 সুন্দরি অন্তরে নুপুর পরিবন্ধা ॥  
 বরাহ মহিষ যুগ পালে পলায় ।  
 দেখি অমুরাগিনী রাহ ভরায় ॥  
 ঐছন পাওল কুণ্ড কি ওর ।  
 গোবিন্দদাস হেরি ভৈ গেল ভোর ॥

ব. ৩০—(৮)

৭০৮

কুণ্ডল-বরগামিনী রাই কুণ্ডল-বরগামিনী ।  
 প্রেমভরদে, ভরল অঙ্গ, সঙ্গে বরজরমণী ॥

গগনমণ্ডল, অতি নিরমল, শারদসুখদ ধামিনী ।  
 নীল বসন, হটক বরণ, ঝটকত ঘন দামিনী ॥  
 তানা নানা নানা, স্থললিত বীণা, গান করত সজনী ।  
 মুহু রুহু রহ, ঝনক বানন, বোলত নুপুর কিঙ্কিনী ॥  
 যন্ত্র তন্ত্র তালমান, ধনী ধনী নবযৌবনী ।  
 ববাব পাখোয়াজ, বাজত মরুজ, ঠাম ঠমকি চলনি ॥  
 মিলল শ্রাম, নিকুঞ্জ ধাম, অমুপাম সুখমোহিনী ।  
 গোবিন্দদাসক, সুখ নাহি ওর, হেরি শ্রাম-মোহিনী ॥

পদব্রহ্মমালা পুঁথি

৭০৯

ধানশী

কি শুনি সুধা মুরলীরব ।  
 না সহরে অধর ধায় গোপী সব ॥  
 করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ ।  
 কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥  
 মদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায় ।  
 পয়ঃপানে শিশু ছাড়ি সেহো গোপী যায় ॥  
 এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল ।  
 শ্রাম অমুরাগে সেহো তহু তেয়াগিল ॥  
 সকল গোপীর আগে পাইল সে রামা ।  
 গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা ॥

পদকল্পলতিকা ৩২

৭১০

শ্রী রাগ

মাধব ! বিরহে মুরছি নব নারি ।  
 ধর শরে জর জর কামিনী কাতর  
 অমুরণ পদ নিহারি ॥ ৫ ॥  
 চন্দন পরশে গরল তহু তাপই  
 মলয়জ মন্দহ তাপ ।



ধনে ধনে চমকই      ধনে ধনে রোয়ই  
 সঘনে ছাড়ই নিশ্বাস ॥  
 ধনে ধনে কলেবর      মলিন অঙ্গর  
 অঙ্গনীল ভেল কামে ।  
 গোবিন্দদাস কহে      হা হরি হা হরি  
 জপই তুয়া নিজ নামে ॥

কীর্তনানন্দ পুথি ( ব ২২,  
 পত্র ২৭৮ )

৭১১

কামোদ

এ সখি কি কহব করম হামার ।  
 কাঁকা ঝনকে ঝনকে উঠে রজনী  
 দূর দেশে রহল গোয়ার ॥

দূর দূর দাহক      গগনে গরজে গুরু  
 গম্ভীর ঘোর আন্ধিয়ার ।  
 ঝর ঝর ঝাঝর      ঝরকে ঝরকে ঝর  
 জলধর চমকে বারবার ॥

ভেক টেবাওই      ডাকই চমকই  
 চমকই বিরহিণী-অঙ্গ ।  
 শিখি সহিতে শিখিনি      উনমত নাচত  
 ডাকত ডাহক চন্দ ॥

ঘন ঘন ঝন ঝন      বজর নিপাতিত  
 বধিত হি পথিক-পরাণ ।  
 গোবিন্দদাস কহে      শুন বর যুবতি  
 অব তোহে মিলব কান ॥

কীর্তনানন্দ পুথি ( ব ২২,  
 পত্র ২৭৩ )

৭১২

ধানশী

অসিত পক্ষে শশী      যেন দিনে দিনে দেখি  
 দিন দিপতি কীর্ণদেহা ।

মুকুলিত নয়ন      কমলজল বরিথয়ে  
 হেন তুয়া অপক্লপ নেহা ॥  
 মাধব পুছসি জনি অহরাগ ।  
 সরোবর শোযে      সফরি জয় আকুল  
 রাই জিবই পুনভাগ ॥ ৫ ॥  
 তৃণাধিক দুবর      অঙ্গ ভঙ্গ ভয়ে  
 সখিগণ না পরশে পাণি ।  
 কমল পনসে      পরন নাহি দেওই  
 উড়ি চলত অহমানি ॥  
 পুছইতে উত্তর      শকতি নাহি রাইক  
 বাসে জীবন অহমানি ।  
 গোবিন্দদাস ভণ      পেখি আঙলু হেন  
 অব পুন দৈব সে জানি ॥

কীর্তনানন্দ পুথি ( ব ২২,  
 পত্র ২৭২ )

মন্তব্য—প্রথম চরণটি বলরামদাসের একটা পদের  
 ( অ ১২৩ ) সঙ্গে মেলে ।

৭১৩

জয় জয় শ্রীনবদীপ স্বধাকর, প্রভু বিশ্বস্তর দেব ।  
 জয় পদ্মাবতী-নন্দন, পহ মকু, শ্রীবহুজ্ঞানবী সেব ॥  
 জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, সীতাপতি স্বধদ, শান্তিপুত্রচন্দ্র ।  
 জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, রসময় আনন্দ-কন্দ ॥  
 জয় মালিনীপতি, সদয় উদয় অতি, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ।  
 গৌর ভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সভার ॥  
 ইহ সব ভুবনে, প্রেমরস সিকনে, পুরল জগজন আশ ।  
 আপন করম দোষে, কেবল ভেল বক্তিত, একলি গোবিন্দদাস ॥

ব ৩০ ( ছ )

৭১৪

পতিতপাবন অবতরি ।

কলি-ভুজঙ্গম দেখি      হরিনাম দিয়া বাধি  
 আপনে হইলা ধবস্তরি ॥



কলিযুগে চৈতন্য অবনী করিল ধন্য  
পতিতপাবন যার বানী ।

পুরবে রাধার ভাবে গৌর হইলা এবে  
নিজরূপে ঘেন কাঁচা সোনা ॥

গদাধর আদি যত মহামহাভাগবত  
তারি সব হরিগুণ গায় ।

অখিলভুবন-পতি গোলোকে যাহার স্থিতি  
হরি বলি অবনী লোটায়ে ।

সোভরি পূরব গুণ মুকুছে পুনপুন  
পরশে ধরণী উলসিত ।

চরণকমল কিবা নখচন্দ্র করে শোভা  
গোবিন্দদাস দীন বকিত ॥

৪৪

৭১৫

কেদার

নারী পুরুষ অব জগমন পীড়য়ে  
ঐছন মনমথ রিত ।

নাগরী নারী প্রতি অঙ্গে বাস কর  
বিদ্ধি অধির কর চিত ।

এ ধনি কামিনি হৃদয়ে কামবাশি ।

কত কত মনোরথ মনমথ-মথন

করল হাম তুহ পুন কাহে তরাসি ॥

দশনক দংশে অধর নব পল্লব  
কুচ করপরশনে চাপি ।

ভুজে ভুজ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন  
দৃঢ় পরিরক্ষণ বাপি ॥

এই উপচারে কুহুমশর মেটব  
ঐছন শুনি ধনী হাস ।

আন ছলে সখিগণ গমন করল আন  
রাই রহল কাহ্ন পাশ ।

মনমথ রঙ্গ বচন কহি মাধব ধনি লেই  
কোরে আগোর ।

হুহু হুহু সরস পরশে হুহু জর জর  
গোবিন্দদাস মনভোর ॥

কীৰ্ত্তনানন্দ পুথি ( ব ২২, পত্র ২১৭ )

৭১৬

হুহুই

নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত  
আর কত কুলবতী নারী ।

জয় জয়কার করত নব নব বধুগণ  
কনক কুন্ত ভরি বারি ॥

আনন্দ কো কর ওর ।

কুলবতী চড়ি অট্টালিকা উপরি  
হেরইতে লুবধ চকোর ॥

নয়নে নয়নে কতহঁ রস উপজল  
হুহঁ মন হইল ভোর ।

প্রেম রতন ধন হুহঁ হুহঁ পায়ল  
হুহঁ মন হুহঁ কর চোর ॥

চলইতে চরণ অধির নন্দ-নন্দন  
শীতল পীত পট্টবাস ।

নিজ নিজ মন্দিরে চলতহঁ সবজন  
কি কহব গোবিন্দদাস ॥

পদকল্পলতিকা ১৩

৭১৭

স্ববল লইয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে  
বিদগধ রসময় শ্রাম ।

রাধাকুণ্ডতে আসি কুহুমকাননে বসি  
শোভা দেখি অতি অহুশাম ॥

বৃন্দাদেবী হেন কালে আসিয়া সেখানে মিলে  
চম্পক কুহুম করে ধরি ।



স্বলেবে সমর্পিল তেঁহ কৃষ্ণ কর্ণে দিল  
উদ্দীপন বাধার মাধুরি ॥  
প্রেমে চতুর্দিকে ধায় অরুণ লোচনে তায়  
পুলকে পুরল প্রতি অঙ্গ ।  
ধরি স্বলেবে করে কহে গদগদ স্ববে  
মিলাইয়া দেহ তার মঙ্গ ॥  
রাই বিনা বৃন্দারণ্য সব দিগ লাগে শূন্য  
মন মোর তাহারে ধোয়ায় ।  
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা স্বল চলিল তথা  
গোবিন্দদাসে গুণ গায় ॥

উলটল কমল বিকচ কিয়ে ঝাপল  
কনয়া ধরাধর রাজে ॥  
নাগরগুরু অরু নাগরী সাজল  
সুন্দর ভূজবৃগ অঙ্গ ।  
জলদে বিহরি জহু বেড়ি বহল তহু  
গোবিন্দদাসে রহ দন্দ ॥

ব ২৩ (ক)

ব ৩০ (ঘ)

৭২০

ধানশী

৭১৮

রাইক শেষ দশা, শুনি ভগবতী, বৃন্দা সহ উপনীত ।  
গুরুজনে বোধি, তাহি ধনি লেওল, কালিন্দীকূল সমীপ ॥  
শুনইতে ধাই, আওল মধুমঙ্গল, মদহি গোকুলবীর ।  
চলইতে খলই, নয়ন জল ঢরকই, ঐছনে পাওল কুটীর ॥  
কাতর কাহুক, মুখ হেরি ভগবতী, গদগদ কহতহি ভাষ ।  
বরজসুখাকর, বসিক মুকুটবর, কি কহব গোবিন্দদাস ॥  
পদব্রজমালা পুথি

৭১৯

গোরি স্নানাগরি অধরে অধর ধরি  
ঘুমল বিদগধ চোর ।  
কনয়া কমলে মাতি বহল কিয়ে  
হিমকরে ঘৈছে চকোর ॥  
দেখ সখি গোরী শুতলি ক্রামকোর ।  
লাগল নীলরতন কিয়ে কাঞ্চন  
কুবলয়ে চম্পকজোর ॥  
অঙ্গ মনোহর পীন পয়োধর  
বাতুল করতল সাজে ।

ঐছন কাহুক সে হেন রূপগুণ ।  
অতি চঞ্চল চরিত তাহে ছন ॥  
জানাইতে ঐছন লাওলো নেহ ।  
নিতি বিরহানলে জড়িল দেহ ॥  
এ সখি হরি সঞ্চে কি করব দন্দ ।  
আপন মনহি মনোভব মন্দ ॥ ৫ ॥  
ঋতুপতি রাতি উজোর বর চন্দ ।  
মলয় সমীরণ কুহুম স্বগন্ধ ॥  
ধামিনি আধ অধিক বহি গেল ।  
যতহ মনোরথ অনরথ ভেল ॥  
সো মুখ হেরি যে না রহ মান ।  
তাকর বশ ভেল কঠিন পরাণ ॥  
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস ।  
তাহে কি সমবাদব গোবিন্দদাস ॥

কীর্তনানন্দ পুথি ( ব ২৩, পত্র ২২৩ )

মন্তব্য—পদকল্পতরুর “ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ” ইত্যাদি ৩১৪ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের ৫ হইতে ১৪ পংক্তির মিল আছে । প্রথম চারি পংক্তি নূতন । সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসসার পুথিতে এই পদের প্রথম দুই পংক্তি মাত্র পাইয়াছিলেন ।



৭২১

বড়ারি

চল চল মাধব তোহে পরণাম ।  
গোয়াই সকল নিশি আওলি বিহান ॥  
প্রতি অঙ্গে রতিচিহ্ন আখি চুলু চুলু ।  
খসল কেশবেশ মালতীর ফুল ॥  
হাম বনচারি বঞ্চব একসরিয়া ।  
চাতুরি না কর চল শতধরিয়া ॥  
পুন চল মাধব কি বলিব আর ।  
দগধ শরীর দগধ কত বার ॥  
চল চল মাধব চল নিজ বাস ।  
অতয়ে নিবেদল গোবিন্দদাস ॥

কীৰ্ত্তনানন্দ পুৰি ( ব ২২, পত্র ২২২ )

মন্তব্য—রসমঞ্জরীতে ( ৩২ ) এই পদ ভণিতাহীন  
অবস্থায় আছে । পদকল্পতরুর ৪১১ সংখ্যক পদের সহিত  
ইহার অনেক মিল দেখা যায় । কিন্তু উহার ভণিতায়  
আছে—

বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর ।  
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার ॥

কীৰ্ত্তনানন্দ পুৰি ( ব ২২, পত্র ২২৪ )

৭২৩

ধানশী

কাহুক বিরহে স্বধামুখী জরজর  
রহই না পারই থির ।  
জহু ঘন শাওন বরিথয়ে ঘন ঘন  
ঐছন নয়নক নির ॥  
হৃন্দরি কাহে তুহ ভেলি বিভোর ।  
তুয়া সখাদে অবহি মধুযামিনী  
কাহু মিলাওব কোর ॥ ৫ ॥  
কালিন্দীকূলে পরাণ কাহে তেজবি  
তাহে সৌপলি মন দেহ ।  
সো পুনি পরাণ অধিক করি মানই  
শুনতহি মুরছব সেহ ॥  
ঐছন বচন শুনি পুন আকুল  
ঘন ঘন ছাড়ই খাস ।  
ধনি পরবোধি কাহু সঞ্চে মিলল  
সহচরি গোবিন্দদাস ॥

৭২৪

পঠমঞ্জরী

৭২২

সুহই

সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি ।  
ব্রজকুলনন্দন চান্দ উপেখলু দারুণ মানকি লাগি ॥  
যাকর চরণ মুখ রুচি হেরইতে মুরছই কত কোটি কাম ।  
সো মনু পদতলে ধরবি লোটাওই পালটি না হেরছ হাম ॥  
কাতর দিঠি মিঠ বচনামুত্তে কত রীতে সাধল নাহ ।  
সো হাম অবগনসীমে নাহি শুনলু হিয়া তুল-দহমকী নাহ ॥  
কৈছে হৃদয় করি কাহা সেবহ হরি দিবস লাগি মন খুরা  
গোবিন্দদাস জব মোহে মিলায়োব তব হি মনোরথপুর ॥

কীৰ্ত্তনানন্দ পুৰি ( ব ২২, পত্র ২৪৮ )

মাধব বিরহে বিয়াধিনি রাই ।  
মদন পরাভবে জিবইতে সংশয়  
অহুবাগিনি তুয়া পথ চাই ॥ ৫ ॥  
সকল বিপিন ধনী ভ্রমি ভ্রমি  
বৈঠহি তরুতলে রোদতি মন্দা ।  
পিক সব জানি বৈরিকুল ধাবই  
তুরিত কাক কদম্বা ॥  
আলিঙ্গন নিবারিতে কিশলয়দল রুচি  
কীরে দংশল যুগপাণি ।



• বদন তুলাইতে শিরে বেণি লঙ্ঘিত  
মউরে ধয়ল ফণি জানি ॥  
রিপুগণ ভয়ে ধনি আকুল জীবন  
নিরধিতে নাহিক আন ।  
গোবিন্দদাস কহ কি তোহে সঙ্গদব  
বাই ভেল বহত নিদান ॥

কীর্তনানন্দ পুঁথি ( ব ২২, পত্র ২২৩ )

৭২৫

শ্রীরাগ

পটাস্বর পরি অব নব নাগরি  
যৈছন কয়ল পয়ান ।  
শিরে সিঁধি করি কামসিন্দুর পরি  
লখই না পারই আন ।  
দেখ সখি অদভূত রঙ্গ ।  
রসিক-শিরোমণি রমণী বেশ ধরি  
আওত দূতিক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥  
আও আও পদ বাম বাম গতি  
মোহিনী চাহনি বামা ।  
ভাঙ্কহুতা মাঝে উপনীত ভেলহি  
শ্রাম পেথহু বামা ॥  
মাণিময় কঙ্কণ ছুই ভুজ শোহই  
শঙ্খ শোভই ছুহ মাঝ ।  
এ হেন চাতুরি কভু নাহি পেখলু  
এ মহীমণ্ডল মাঝ ॥  
অরুণ কিরণ শ্রামা পদতলে পেথহু  
ভেঞ্জি কয়ল অহুমান ।  
গোবিন্দদাস কহই বাই নিকট  
কাহু সে কয়ল পয়ান ॥

কীর্তনানন্দ পুঁথি ( ব ২২,  
পত্র ২৩৮ )

৭২৬

বড়ারি

মাধব ! আজু মোর শুভ দিন ভেল ।  
তুয়া মুখ দরশনে উলসিত লোচনে  
ছুখ বেদন দূরে গেল ॥  
ধনি ধনি ধনি ধনি কতক জনম ধনি  
শঙ্কু আরাধন কেল ।  
ভেঞ্জি পরসন বিহি আনি মিলাওল  
কাহু হেন হৃপুরুষ দেল ॥  
যত রূপ তত গুণ বিদগধি পুনপুন  
পুনপুন আপনা ব্যাহি ।  
কাহু হেন বল্লভ যাকর নাগর  
তাসম পুনবতি নাই ।  
ভাবে আবেশ হইয়া কাহুর সমুখে রইয়া  
গদ গদ মুহু মুহু ভাব ।  
কমলার নাথ পছ আজু মোর গৃহে  
আনন্দিত গোবিন্দদাস ॥

কীর্তনানন্দ পুঁথি ( ব ২২,  
পত্র ২২০ )

৭২৭

সখী সঙ্গে রূপের কথা কইতেছিল বসি ।  
হেনকালে বৃন্দাবনে বাজিল শ্রামের বাশি ।  
বাধা বাধা বব করি বাজিল বাশরি ।  
শুনিত পাইল ধনি রাধিকা সুন্দরী ।  
তোব লাজ নাই রে বাশী কর অহঙ্কার ।  
মর্প হয়ে দংশাইলে অবণে আমার ।  
তোরে নিবেধ করি বাশী তোরে নিবেধ করি ।  
সহনে না যায় আর অবণে মুরলী ।  
এত বলি সুন্দরী কবয়ে বোদিন ।  
গোবিন্দদাসেতে কয় স্থির কর মন ॥

পদরত্নমালা পুঁথি



নয়ানে হের রে হের যুগল মাধুরি হের রে ॥  
নর্থ নির্মল ষামুনবনে বিলসতি ব্রজাঙ্গনা সনে ॥  
মণিময় মণ্ডপে হেরি নবীন নারী সঙ্গতি করি ॥  
উজ্বর কৃষ্ণ রাধিকা তরু স্বকাকনে গোরোচনা জহু ॥

নন্দরাজ নন্দন রমে কৃষ্ণভাণ্ড-নন্দিনী বামে ॥  
প্রফুল্ল পুষ্পপঙ্কজ কিয়ে মত্তভঙ্গ মাধুরি পিয়ে ॥  
ও পদপন্নব করি আশ কহতহি গোবিন্দদাস ॥  
অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তীর পুঁথি ( ১২০০ সালে লেখা )



## পরিশিষ্ট (ক)

### গোবিন্দ আচার্যের পদ

৭২৯

হুই

কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলি গেলা  
ভেটিবারে নীলাচল রায় ।  
বিচ্ছেদে ভক্তগণ হইয়া বিষম মন  
পদচিহ্ন অহুসারে ধায় ।  
নিতাই বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ ।  
আঠারনালাতে কাদি কাদি যান পথে  
নিত্যানন্দ অবদুতচন্দ্র ।  
সিংহদ্বারেতে গিয়া মরম বেদন পাইয়া  
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায় ।  
মতে অতি অহুসারী উদ্দেশ পাবার লাগি  
নীলাচলবাসীরে শুধায় ।  
অধুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ থানি  
অরুণ চরণ পীতবাস ।  
অহুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝর ঝর  
ধারা বহত দৌ পাশ ।  
হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ মঘনে বোলত  
নুতন কিশোর বয়েস ।  
গোবিন্দদাস কহে মুই সে দেখলু  
সর্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ ।

ক. বি. ১৮৭৫

গৌরপদতরঙ্গিনী  
(২য় সংস্করণ) ২০২

মন্তব্য—ভণিতায় প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ হুইল।

৭৩০

একদিন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পূরে ।  
মঞ্চে লয়া ভক্তবৃন্দ সংকীর্ণন করে ।

সংকীর্ণন মাঝে গোরা আধ আধ হাস ।  
মনে পড়ে মহাপ্রভুর পুরব বিলাস ।  
কুলনা কুলিব বলি মনেতে পড়িল ।  
সখাগণে গোপীভাবে মনেতে করিল ।  
কুলনা কুলয়ে গোরা অতি অহুপাম ।  
আনন্দে ভরু সবে কুলনা কুলান ।  
হেরি গদাধর মুখ মন্দ মন্দ হাস ।  
দূরহি দূর রহ গোবিন্দদাস ।

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃ: ১৫৭)

হইতে ডঃ হুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়  
(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত ।

৭৩১

বিবস বদনে গোরা কেনে আছে বসি ।  
নয়নের লোবে মুখ বুক যায় ভাসি ।  
কিসের লাগিয়ে আজু ঘন ঘন কাঁপ ।  
দশনে অধর বিষ রহি রহি দাপ ।  
স্বধামাখা হরিনাম বদনে না ফুরে ।  
দেখিয়ে তোমার মুখ পরান বিদরে ।  
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ছাড়য়ে নিখাস ।  
মৈরজ ধরিতে নাবে গোবিন্দদাস ।

ক. বি. ২০০২ (ই)

৭৩২

পঠমঃ

গোলোক ছাড়িয়া পহু কেনে বা অবনী ।  
কালী রূপ কেনে হৈল গোরা বরণথানি ।



হাসবিলাস ছাড়ি কেনে পছ কান্দে ।  
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফান্দে ॥  
ধেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘন ঘন ।  
ধেনে সখি সখি বলি করয়ে রোমন ।  
মথুরা মথুরা বলি করে কি বিলাপ ।  
ধেনে বা অক্রুর বলি করে অহুতাপ ॥  
ধেনে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন ।  
ধুলায় লোটোঞা কান্দে যত নিজগণ ॥  
গদাধর কান্দে প্রাণ-নাথ করি কোলে ।  
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে ॥  
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে মোড়রি বিলাস ।  
না বুঝি না কান্দি মরু গোবিন্দদাস ॥

তরু ২২৪৭

৭৩৩

পুলক পুরল অঙ্গ নিজগুণ শুনি ।  
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥  
ধেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ।  
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মূরছিয়া ॥  
ধেনে মালমাট মায়ে ধেনে বলে হরি ।  
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকরি ফুকরি ॥  
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়িয়ে নিধাস ।  
দৈবদ্য ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

কী ২৭৮

৭৩৪

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি ।  
কতই চাঁদ নিধাড়িয়া নিরমিল বিধি ॥  
উগারই স্বধা জহু গোরা সুখের হাসি ।  
নিরখিতে গোরা রূপ রূপে বৈল পশি ॥  
আখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি ।  
হিয়ার মাঝে গাঁধি খোবো গোরারূপ খানি ॥

মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর ।  
গোবিন্দদাস বলে মুক্তি ভেল ভোর ॥

বরাহ ৭ খ.

৭৩৫

ভাটিয়ারি

সই রে বলি কি আর কুলধরমে ।  
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে ॥  
সই এবে বলি না রহে পরাণ ।  
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাশিয়ার বয়ান ॥  
সই এবে বলি তার কি ধির সন্ধান ।  
তাকিয়া মারিয়াছে বাণ যেখানে পরাণ ॥  
সই এবে বলি কি রূপ দেখিলু ।  
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলু ॥  
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি ।  
যাচিয়া যৌবন দিব স্তামরূপের নিছনি ॥  
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে ।  
গোবিন্দদাস কহে নব অমুরাগে ॥

গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, সমুদ্র ৭২  
তরু ৭৪২, কী ৭৫

৭৩৬

স্বহিনী

রাধাশ্রাম দৌহে রে বিহরে কুঙ্কবনে ।  
ছুই চন্দ্র একু ঠাম বয়ানে বয়ানে ॥  
কাজরে মিশেছে রাই নব গোবোচনা ।  
নীলমণির অন্তরে পশেছে কাঁচা সোনা ॥  
নব কুবলয় যিনি নাগর শ্রাম ।  
কষিত কাকন জিনি রাই অহুপাম ॥  
বিনোদিয়া নাগবের নাগরি রহ কোলে ।  
কাল জলে সোনার কমল খেন হেলে ॥



সোনার বরণ রাই কালিয়া নাগর ।  
সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর ॥  
বাধাশ্রামের রূপে কি দিব তুলনা ।  
কাহ্ন মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥  
গোবিন্দদাস দোহা দেখিয়া বিভোর ।  
সোনায়ে সোহাগা যেন মিলায়েছে জোর ॥

ক. বি. ৮৪১

গুরুজন আগিলে তোমার ভাল নাহি হবে ।  
মণিময় অন্তর পথে পড়া যাবে ॥  
রবাব খমক বীণা বাজে চারি ভিতে ।  
তার মাঝে চল রাই ফুলধর হাতে ॥  
দুদিকে দুঃখির কাঁধে ভুজ আরোপিয়া ।  
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥  
গোবিন্দদাস কহে দুর্ছ মন ভোর ।  
সোনায়ে সোহাগা যেন মিলন উজোর ॥

সা. প. ১২২

৭৩৭

রসের হাটে বিকে আইলাম সাজাঞা পসার ।  
গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥  
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই ।  
শ্রাম অহুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই ॥  
অরাজক দেশেরে মদন ছুরাচার ।  
আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার ॥  
বসন্ত ফুরন্ত কত অনলে পুড়ায় ।  
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায় ॥  
মাতল ভ্রমরা রে রসে মাগে তায় ।  
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায় ॥  
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায় ।  
কুহ কুহ করিয়া মধুর গীত গায় ॥  
তে না বিকে সব গেল বহি গেল কাজ ।  
যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ ॥  
ফুলশরে জর জর হিয়া চমকায় ।  
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটিয় ॥

বসন্তরত্নী ২৫

৭৩৯

চল বৃন্দাবনে ধনি চল বৃন্দাবনে ।  
সে শ্রাম নাগর ছাড়ি রয়েছ কেমনে ॥  
মন্দ মন্দ সুশীতল পবন না বহ ।  
স্বকিত যমুনা দুখিতা মনে রহ ॥  
না ফুটয়ে তরুলতা পীড়িত ভ্রমরি ।  
পিকু সহ করি গান না নাচয়ে মউরি ॥  
সব স্থখের স্থখ তুমি বুঝিলাম বিশেষ ।  
তোমা বিনে বৃন্দাবনে নাহি স্থখের লেশ ॥  
গোবিন্দদাস কহে কর অবধান ।  
তুমি গেলে তোমার শ্রাম পাইবে পরাণ ॥

ক. বি. ৮৪৮

৭৪০

ভাটিয়ারি

এত রূপের মাহুয কত নাহি দেখি ।  
যে দিকে নয়ন থুই সেই দিক হৈতে মুই ॥  
ফিরিয়া আনিতে নারি আখি ।  
কোন বিধাতা আসি রসের মুরতিখানি ॥  
তরুণে কৈল নিরমাণ ।  
বিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা ॥  
অলপ হেলিছে মন্দ বায় ।

৭৩৮

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে ।  
নয়ান সফল হবে শ্রাম দরশনে ॥  
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পর চরণে নৃপুংর ।  
বৃন্দাবন যাইতে পথে হইব উজুর ॥



কিবা সে বিনোদ চূড়া      ছুহতি মালতী বেড়া  
মত্ত মধুর নাচে তায় ॥  
অঙ্গে নানা আভরণ      যমুনা তরঙ্গ যেন  
চান্দ চলিছে হেন বাসি ।  
মিশামিশি হৈল রূপে      মজিয়া রসের কূপে  
প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী ॥  
গলায় কদম্বমালা      জিনিয়া মদন-কলা  
মন্দ মধুর মুহু হাস ।  
তাহাতে মুরলী পূরে      ইথে কি পরাণ বাচে  
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ১১৩৭

৭৪১

কি খেনে হেরিলাম শ্রামরায় ।  
মল্লিকাকলিকা কানে      রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে  
করে ধরি মুরলী বাজায় ॥  
মুরলীতে নখ পাতি      জিনিয়া চাঁদের জ্যোতি  
বাশী রঞ্জে কত সুধা করে ।  
গগন হইতে চাঁদ      বাশীতে নামিয়াছে  
মুগ-সুধা লইবার তরে ॥  
নবীন নীরদ অঙ্গ      আর তাহে রস ঢঙ্গ  
প্রেম-চাতুরী কর তায় ।  
গোবিন্দদাসের বাণী      শুন রাধে বিনোদিনী  
ভঙ্গ গিয়া সেই শ্রামের পায় ॥

বরাহ ৪ খ ১২৫

৭৪২

জলদবরণ এক যুবা ।  
যুবতীর জ্ঞাতি কুল ডুবা ॥  
দেখে এলাম যমুনার ঘাটে ।  
রূপে কোটি মদন আটে ॥

সেই রূপ আমার হিয়ার মাঝে জাগে ।  
তা বিনে সকল শূন্য লাগে ॥  
দিয়া জাতি কুলের বিদায় ।  
শরণ লইছ রাধা পায় ॥  
গোবিন্দদাসের চিতে জাগে ।  
চল রূপ দেখি গিয়া আগে ॥

মাধুরী

৭৪৩

ধানশী

বাধিতে বাধিতে চূড়া      তিলক হইল মুড়া  
অবসর নাহি বাশী নিতে ।  
নৃপুং বিহনে পায়      অমনি চলিয়া যায়  
পীত ধড়া পরিতে পরিতে ॥  
মনী জিনি স্বকোমল      ছুখানি চরণতল  
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর ।  
দয়া করি চাতকীরে      পিপাসা করিতে দূরে  
ধায় যেন নবজলধর ॥  
সেই সে রাধার ধাম      আসি উপনীত শ্রাম  
বিরহিণী জিউ হেন বাসে ।  
গোবিন্দদাসেতে কয়      মৃত তরু মূজরয়  
বসন্ত ঋতু পরকাশে ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুত্রি

৭৪৪

বিভাস রাগ

অবলা কি গুণ জানি ধরে ।  
রসিক মুকুটমণি      নাগর হইয়া গো  
এত না আদর কেন করে ॥  
মোর অঙ্গরসে      লালস হইয়া বৈসে  
বন্ধুয়া বোলয়ে জিলু জিলু ॥



বুঝি অহুগত জনে      ভাবিয়া লইছ মনে  
বন্ধুরে আপনা দিলুঁ দিলুঁ ॥  
আউলাইয়া কুন্তলভার      বেশ করে বাবে বার  
বসন পরায় কুতূহলে ।  
বসাইয়া আপন কোরে      নুপুর পরান মোরে  
চরণ পরশে করতলে ॥  
বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি      কালিয়া কন্তুরিখানি  
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি ।  
সখীর সমাজে তোঁর      ঘোষণা রহক মোর  
নিগূঢ় প্রেম তার মাখি ॥  
বিদগধ শ্রাম রায়      বসনে করেন বায়  
আপনে ঘোঁগান গুয়া পান ।  
গোবিন্দদাসের বাণী      শুন রাধা ঠাকুরাণী  
তেই তুমি শ্রামের পরাণ ॥  
সমুদ্র ৪১৮

মন্তব্য—

'মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে      লালসা পাইয়া রসে  
প্রাণনাথ বলে জিহ্বা জিহ্বা'

ইত্যাদি পদটি বঙ্গদর্শন ১৩১৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায়  
অপ্রকাশিত পদ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু  
ওটা প্রকৃতপক্ষে পদ্যমৃতসমুদ্রের একটি ভাদ্রাপদ।  
পদটি স্বাধীনভর্তৃকার বর্ণনা। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ যে কত  
আদর করেন, তাঁহার সেবা করিবার জন্য তিনি যে কত  
ব্যাকুল তাহা এই পদে ব্যক্ত হইয়াছে।

৭৪৫

আশ্র আশ্র বিনোদিনী বস্ত্র সিংহাসনে ।  
তুয়া বিনে তিমির দেখিয়ে বৃন্দাবনে ॥  
তুয়া নাম জপি আমি স্থনিয়ম করি ।  
তুয়া পুণ্যফলে আমি জগতের হরি ॥  
তোমা'র লাগিঞা আমি বৃন্দাবন করিলাম ।  
গাইতে তোমা'র গুণ মুরলী শিখিলাম ॥

চান্দ বিনে অমিয়া পরাণ বিনে তছ ।  
চিত্রের পুতলী রাই আমি তোমা বিহু ॥  
মনেতে রাখিহ রাই রাখিহ মোরে মনে ।  
ছগাছি নুপুর হব ও রাঙ্গা চরণে ॥  
সিংহাসনে বসি দৌহে দৌই মুখ চায় ।  
গোবিন্দদাস হেরি চামর ঢুলায় ।

সং ২৩৩

৭৪৬

ধানশী

সকালে গোধন লঞা      গোঠে গেল বিনোদিয়া  
দিঞা শিখা বেগুর নিসান ।  
গুরুজনা আদ্বিনাতে      না পালায় বাহির হতো  
না হেরিলাম সো চান্দ বয়ান ॥  
সজনি কোন পথে গেল শ্রামরায় ।  
বেমন করিছে মন      প্রাণ করে উচাটন  
চান্দ মুখ দেখিলে জুড়ায় ॥  
যশোমতি নন্দ ঘোষ      তাহারে কি দিব দোষ  
গোকুলে গোধন হল্য কাল ।  
আমাসতার জীবন      গোকুলের প্রাণধন  
গোঠে গেল মদনগোপাল ॥  
চল যাই সেই পথে      পসরা লইঞা মাথে  
যেখানে আছয়ে শ্রামরায় ।  
আহা মরি লুনি জিনি      হকোমল তহুখানি  
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

সং ২৪৮

৭৪৭

বড়াই আসিয়া বলে      অতি বড় কুতূহলে  
শুন ওগো রাজার নন্দিনি ।  
মথুরার পানে যাই      পসরা সাজাও রাই  
গোবিন্দ কদম্বতলে দানি ॥



মথুরার পানে দানি রসিক সে শিরোমণি  
চল তথা বৃষভানুহুতা ।

সঙ্গে লয়া প্রিয় সখি মথুরায় চলিলা হাটী  
দানছলে ভেটিবারে তথা ॥

সিন্দুরে কাজলে বেশ কুহুমে রচিত কেশ  
যতনে সাজায়া রূপভালি ।

মুখানি কনক ইন্দু লাবণ্য রসের সিদ্ধ  
মন বায় পড়েছে বিজুলি ॥

চলে বৃষভানু-কুমারি ।

রসিক বড়াই তায় দেখায়া শুনায়া যায়  
নিকট হইল মধুপুরি ॥

যাইয়া যমুনা তীরে মিলল কদম্বতলে  
যেখানে রসিকশিরোমণি ।

দানছলে কাছে আসি কহে কিছু হাসি হাসি  
গোবিন্দদাসের এই বাণী ॥

মন্তব্য—শ্রীসজ্জনীকান্ত দাসের পুথি (পৃ: ১৮১)

হইতে ডঃ স্বকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়  
(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত ।

দেখিতে দেখিতে বিনোদ নাগর  
মিলল রাইর পাশ ।

দেখিয়া জলিছে পরাণ পুড়িছে  
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

অ ২০ (পদরসসার)

৭৪৯

চল চল চকল চল তাহি যাও ।

ও চাঁদ বদন খানি সেখানে দেখাও ॥

সে হেন সুন্দরি সঙ্গে কত সুখ পেলে ।

এখন আমার কাছে কোন লাজে এলে ॥

ঘাহারে লইয়া সুখে বকিলা রজনী ।

আনন্দে বিলাস কর যেখানে সে ধনি ॥

রাইয়ের নিষ্ঠুর বাক্যে হইয়া উদাস ।

বিমুখ হইয়া চল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৪০২

৭৫০

যেই হইতে শঠ নাগর উঠিয়া চলিল ।

মানিনীর মানের কপাট ভাঙ্গি গেল ॥

উলটি পালটি কহে সখিগণে ডাকি ।

কোথা গেল প্রাণকুক্ষ কহ ইন্দুরেখি ॥

গোবিন্দদাস কহে কি কার্য্য করিলা ।

কি ছার মানের লাগি বন্ধু হারাইলা ॥

ক. বি. ১৭০০

৭৫১

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস ।

এমতি নিলাজ হাসি সেই খানে হাস ॥

বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে ।

সেই যে রমণী ধনি তোমাকে সে সাজে ॥

৭৪৮

বিভাস

রজনী-প্রভাতে উঠিয়া নাগর  
তেজল নাগরী-পাশ ।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নযুগল  
মুখে মুহু মুহু হাস ॥

কপাল উপরে সিন্দুরের বিন্দু  
অধরে কাজর দেখি ।

হিয়ার মাঝারে অলক তিলক  
নখ-চিহ্ন তাহে সাক্ষী ॥

হিয়ার ছলিছে বিনা স্তম্ভ মালা  
যুবতি দিয়াছে সাধে ।

এ সব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া  
ভেটিতে চলিছে রাধে ॥



মল্লিকা মালতি যুধি নাগেশ্বর গাঁথি ।  
 আসিবা আসিবা বলি পোহাইল রাতি ॥  
 রজনী বকিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুন ।  
 বিহানে আইলা পোড়া-ঘায়ে দিতে লুন ॥  
 বাহা বসি আছ তাঁহা তুলি ফেলি মাটি ।  
 এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া-কাঁটি ॥  
 যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ স্থখ ।  
 তাহার লাবণ্যজলে ধোও গিয়া মুখ ॥  
 হেট-মাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর ।  
 গোবিন্দদাস কহে কি কহব ওর ॥

অ ২৩ ( পদরসসার )

৭৫২

বিভাস

বাস জাগরণে                      নিকুঞ্জ ভবনে  
 আউলায় অলস ভরে ।  
 স্তম্ভলি কিশোরী                      আপনা পাসরি  
 পরাণনাথের কোরে ॥  
 সখি হের দেখসি যাবা ।  
 নিন্দ যায় ধনি                      ও চান্দবদনী  
 ক্রাম অঙ্গে দিয়া পা ॥  
 জ্বলদ বরণে                      অধিক শোভিছে  
 রাইয়ের চরণখানি ।  
 এ তিন ভুবনে                      তুলনা নাহিক  
 কোরে নব কামিনী ॥  
 নাগরের বাছ                      সিধান হয়্যাছে  
 বিধার বসন ভূষা ।  
 নিশ্বাসে ছলিছে                      নাসার বেসব  
 মুখে হাসি আছে মিশা ॥  
 পরিহাস করি                      নিতে চাহে হরি  
 সাহস নাহিক হয় ।

ধীরি করি বোল                      নাহি কর বোল  
 দাস গোবিন্দ কর ॥

কী ২২৮

মন্তব্য—পদটি তরুতে জগন্নাথদাসের ভণিতায়  
 পাওয়া যায় ।

৭৫৩

ধানশী

মুরলী শিখিলে যদি বিনোদিনী রাই ।  
 খানিক নাচহ তুমি মুরলী বাজাই ॥  
 রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর কাহাই ।  
 নাচিতে নাচিতে যায় দৌহে এক ঠাই ॥  
 তা দেখি ময়ূরীগণ নাচে ফিরি ফিরি ।  
 জয় রাধে জয় কৃষ্ণ গায় শুকসারি ॥  
 ফলফুলে তরুলতা লম্বিত হইয়া ।  
 চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া ॥  
 বৃন্দাবনে আনন্দ হিলোল বহি যায় ।  
 গোবিন্দদাস হেরি নয়ন জুড়ায় ॥

নাটুরী ৩৪৪২

৭৫৪

বরাড়ী

এইত মাধবী-তলে                      আমার লাগিয়া পিয়া  
 যোগী যেন সদাই ধোয়ায় ।  
 মো পিয়া বিন হিয়া                      কাটিয়া না যায় গো  
 নিলজ পরাণ নাহি যায় ॥  
 সখি হে বড় দুখ রহল মরমে ।  
 আমারে ছাড়িয়া পিয়া                      মধুরা রহল গিয়া  
 এই বিধি লিখিল করমে ॥  
 আমারে লইয়া সঙ্গে                      কেলি-কৌতুক-বঙ্গে  
 ফুল তুলি বিহরই বনে ।



নব কিশলয় তুলি                      শেওজ বিছায়ই  
 বস-পরিপাটীর কারণে ॥  
 আমারে লইয়া কোরে              অনিমিখে মুখ হেরে  
 যামিনী জাগিয়া পোহায় ।  
 সো হেন গুণের পিয়া              কোন খানে কিবা মনে  
 কার সনে পিরিতি বাঢ়ায় ॥  
 এতেক দিবস হৈল                      প্রাণনাথ না আইল  
 কার মুখে না পাই সখ্যাদ ।  
 গোবিন্দদাস চলু                      শ্রাম বুঝাইতে  
 বাঢ়ল বিরহ-বিষাদ ॥

তর ১৩৭৩  
 সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃ: ১৬২

৭৫৬

অকুরের মূর্তি ধরি দারুণ বিধাতা গো  
 বধিতে আইল ব্রজপুরি ।  
 রজনী পোহাইলে প্রভাতে উঠিয়া গো  
 হরিল যে যার মধুপুরি ॥  
 সখি হে বড় মনে ছিল সাধ ।  
 এই স্থখে কাহ্ন সঙ্গে জনম গৌরাইব  
 দারুণ বিধাতা কৈল বাদ ॥  
 যতেক গোপীর বধ স্থখেতে করিয়া গো  
 ইথে কাহ্নর হইবে স্থখ ।  
 গোবিন্দদাস কয় এ বড় দারুণ শেল  
 আর না হেরিব চাঁদমুখ ॥

বরাহনগর পুঁথি ৪খ

৭৫৫

ললিত

মাধব এ তোমার কেমন চরিত ।  
 জাতি কুলশীল দিয়া              যে তোমায় সঁপিল হিয়া  
 তাহে ছাড় এ নহে উচিত ॥  
 তোমার মুখ কলানিধি              রাই কঁাদে নিরবধি  
 লোরে কলেবর যায় ভাসি ।  
 কণে কণে অহুরাগে              এমতি নিঃশ্বাস ছাড়ে  
 নাসার বেশর পড়ে খসি ॥  
 যে ধনি তোমার লাগি              দিবানিশি অহুরাগী  
 জিহ্ববনে নাহিক তুলনা ।  
 বুঝিলাম তোমা হেন              পিতলে পেতেছে মন  
 পরিহরি দশবাণ সোনা ॥  
 কি দোষে ছাড়িলে রাই              শুধাইতে এলাম তাই  
 তবে কি সে প্রেমে দিয়া ডোর ।  
 গোবিন্দদাস কহে                      তাহে ছাড়া উচিত নহে  
 স্তন ওহে রসিক নাগর ॥

বরাহনগর পুঁথি ৪খ

৭৫৭

হরি নাকি যাবে মধুপুর ।  
 ছাড়িব গোকুলবাস              জীবনে কি আর আশ  
 বধভাগী হইল অকুর ॥  
 ছাড়িল গোকুলচন্দ              পরাণে মরিবে নন্দ  
 মরিবেক রোহিণী যশোদা ।  
 গোপীর মরণ দৈবে              অহুমান করি সবে  
 সভার আগে মরিবেক রাধা ॥  
 আর না শুনিব বেণু              আর না দেখিব কাহ্ন  
 আর না করিব লাস বেশ ।  
 এমন বেধিত থাকে              কাহ্নরে বুঝায়া রাখে  
 বিধি বিনে নাহি উপদেশ ॥  
 মথুরা নাগরী যত              তারা কৈল পয়ত্রত  
 বরজবনগী যে অনাথ ।  
 গোবিন্দদাস কহ                      হৃদয়ে এ দুখ সহ  
 অবশ্ত মিলিবে প্রাণনাথ ॥

অ ১২২ ( পদরসসার )

মন্তব্য—১৭৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের লেখা এক পুঁথিতে  
 চট্টগ্রামের দিয়ার গ্রামের অধিবাসী কায়স্থ কবি গোবিন্দ-



দাসের কালিকামঙ্গলে বিজ্ঞার মুখে এই গানটী দেওয়া  
হইয়াছে—

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুরে ।

ছাড়িব গোকুলবাস, জীবনের কিবা আশ, বধভাগী

হইল অকুর ॥

এই সেই বৃন্দাবন, কেলি কৈলা অহঙ্কণ, বসিয়া গাঁধিল

পুষ্পমালা ।

ক. বি. ১৭২২

যত সখীগণ এই, প্রাণহৃদয় কই, কত না সহিব দেখ জালা ॥

আর না দেখিব কাহ্ন, আর না শুনিব বেণু, আর না

করিব লাস বেশ ।

এমন বেধিত থাকে, বন্ধুরে বুকাইয়া রাখে, বিধি বিহ

নাহি উপদেশ ॥

ছাড়িব গোকুলচন্দ্র, প্রাণে না জীবক নন্দ, মরিবেক

রোহিণী যশোদা ।

গোপীর মরণ দৈবে, অহুমান করি সবে, সভার আগে

মরিবেক বাধা ॥

মথুরার নারী যত, হয় আরাধিল কত, জিনিতে কামের

ফুলধনু ।

দাস গোবিন্দ বাণী, বন্ধুর গমন শুনি, যমুনায় ছাড়িব

গিয়া তহু ॥

ক. বি. ১৮০১

কালিকামঙ্গলের কবি যমুনায় তহুত্যাগের কথা

লিখিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না ; বর্জমানের মেয়ে

বিজ্ঞার পক্ষেও যমুনায় তহুত্যাগের কথা উঠে না ।

সম্ভবতঃ গোবিন্দ আচার্য্যের পদ চট্টগ্রামে যাইয়া কিছু রূপ

বদলাইয়াছে ।

৭৫৮

পঠমঙ্গরী

বধুর পিরিতে আমার না পুরিল সাধে ।

কোন দেশে গেল পিয়া কোন অপরাধে ॥

মনে সাধ শুনহ বন্ধু হিয়াতে রাখিব ।

ছাড়িয়া রহিলে আমি পরাণে মরিব ॥

মিনতি করিয়ে বন্ধু দস্তে তুণ ধরি ।

শ্রাম বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥

সঙরি বন্ধুর গুণ হৃদয় বিদরে ।

মনে করি বুক চিরি রাখিব অন্তরে ॥

হৃদয়ে রাখিতে চাহি নয়ান মোর কান্দে ।

গোবিন্দদাস কহে পিরিতের কান্দে ॥

৭৫৯

কোথা যাও পরাণ রাখার ।

মুখ তুলি চাহ একবার ॥

কি কহিলে নিরুৎকৃষ্টারে ।

তুটী হাত দিয়া রাখার শিরে ॥

পাথারে ভাসালে ব্রজবালা ।

দাড়াইবার নাহি গাছেব তলা ॥

তোমার সোহাগে মাতিলাম ।

গুরু গরবিত না মানিলাম ॥

গোবিন্দদাসের ঘোরে প্রাণ ।

পুন কিয়ে মিলব কান ॥

৭৬০

অনাথ সমান রাই রহিলা পড়িয়া ।

নিশ্বাস ছাড়িয়ে ঘন হা কুক বলিয়া ॥

উচ্চস্বরে কান্দে রাই বিলাপ করিয়া ।

কোথা গেলে অহে শ্রাম অনাথ ছাড়িয়া ॥

দেখা দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবার ।

জনমিয়া হেন কত না করিব আর ॥

গোবিন্দদাসেতে বলে শুন বিনোদিনী ।

অন্তরে ভাবিয়া দেখ শ্রাম গুণমণি ॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি ( পৃ: ১২৬ )

হইতে ড: হুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়

( ৩৬ খণ্ডে ) প্রকাশিত ।



## পরিশিষ্ট (খ)

### গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ

৭৬১

হুই রাগ

লাথবান কাঞ্চন জিনি ।  
রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের সু খাউ নিছনি ।  
কি কাজ শারদ কোটি শশী ।  
জগত করিলে আলো গোরা মুখের হাসি ।  
দেখিয়া বন্ধি মাধব কীতি ।  
মল্য মল্য অহুসারে এ বর যুবতি ।  
জদশন শিখর মুরতি ।  
মরমে ভরমে জাগে পিরিতি আরতি ।  
ভাউ গছে মদন ধুকী ।  
কুলবতী উনমতি কৈলে দুটি আঁখি ।  
অলকা তিলকা ভালে শোভে ।  
বদ্বিনীর মনে বঙ্গ রাঢ়ে ঐ লোভে ।  
চাঁচর চিকুর কবরী ।  
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ।  
চন্দন-কেশর মাখা তহু ।  
বদ্বিনীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জহু ।  
মদনবিজয়ী দোলে মালা ।  
ইথে কি পরাণে জিয়ে কামিনী অবলা ।  
রাজ্য প্রাপ্ত পীত পটবান ।  
পহিরণ নিভবিনি রস-অভিলাষ ।  
অরুণ চরণে নখচান্দ ।  
পামরি গোবিন্দদাসের চিতবাঙ্কা ফান্দ ।

সমুদ্র ৩১, তর ২৬৭  
ঐতচ্ছ্রোদয় ৩২

পাঠান্তর—(১) সমুদ্রে—রসে ঢর ঢর অঙ্গ মুক্তি বাও  
নিছনি ।

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় এই  
পদটিকে গোবিন্দ চক্রবর্তী কৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন  
—“ততঃ প্রকারান্তরেণ বিষয়ালম্বেন তদ্ভাবর্ণনং  
শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তীঠাকুরকৃত ‘লাথবান কাঞ্চন জিনি’  
ইত্যাদিনা করোতি ।”

৭৬২

ধানশী

মো মেনে মলু মো মেনে মলু ।  
কি খেনে গোরাঙ্গ দেখিয়া আলু ।  
সাত পাঁচ সখী ঝাইতে ঘাটে ।  
শচীর ছলল দেখিলু বাটে ।  
হাসিয়া রসিয়া মদিয়া সঙ্গে ।  
কৈল ঠারঠোরি কি রস-রঙ্গে ।  
খীর বিজুরি করিয়া একে ।  
সেহো নহে গোরাঙ্গ অঙ্গের বেথে ।  
আখির নাচনি ভাড়ুর দোলা ।  
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা ।  
চান্দ মলিন বদন ছান্দে ।  
দেখিয়া যুবতি কুরিয়া কান্দে ।  
চাঁচর কেশে ফুলের খুঁটা ।  
যুবতি উমতি কুলের খোঁটা ।  
তাহে তহু সুখ বসন পরে ।  
গোবিন্দদাস তেজি সে কুরে ।

ঐতচ্ছ্রোদয় ৩২, সমুদ্র ৩৬  
তর ২৭৭

মন্তব্য—এই পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর  
লিখিয়াছেন—



"বক্ষ্যমাণস্ত সখীঃ প্রতি শ্রীমত্যাঃ প্রত্যুত্তররূপগীত-  
শ্রোচিৎগৌরচন্দ্রে দাতব্যে তত্র শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তি-  
ঠাকুরকৃতে সাহাজিকগোপীভাবাকান্তকতিচিন্নবদীপনাগ-  
যুক্তিবর্ণনময়ে "মো মেনে মলু" ইত্যাদি" গীতদ্বয়ে  
সংগ্রহকারেণোদাহ্রিয়েতে।"

গীতচন্দ্রোদয়ে আবস্থ—

ঢল ঢল কাঁচা কাকুন মণি ।  
কি ছার চাঁপার কলিকা গণি ॥  
খির বিজুরি করিয়া একে ।  
সেহ নহে গোরা অঙ্গের বেধে ॥  
সই সই মো মেনে মৈলু ।  
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আয়লু ॥

৭৬৩

শ্রী বাগ

শচীর কৌয়র                      গৌরাঙ্গ জ্বলর  
দেখিলু আখির কোণে ।  
অলপিতে চিত                      হরিয়া লইল  
অরুণ নয়নের বাণে ॥  
সই সরমে কহিলু তোরে ।  
এতেক দিবসে                      নদীয়া নগরে  
নাগরী না হবে ঘরে ॥  
রমণী দেখিয়া                      হাসিয়া হাসিয়া  
রসময় কথা কয় ।  
ভাবিয়া চিন্তিয়া                      মনে দঢ়াইলু  
পর্যণ রহিবার নয় ॥  
কোন কুলবতী                      যুবতী ইহার  
বুঝয়ে রসবিলাস ।  
তাহার চরণ                      হৃদয়ে ধরিয়া  
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

সমুদ্র ৩৩, তরু ৩৩

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর এই পদের টীকাতে গৌর  
নাগরীভাবের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—

"নহু কলিযুগ-পাবনাবতারস্ত তদধ্বক্লিষ্টনিখিলনবনারীণাং  
সংসারহেতু-শৃঙ্গারাত্তনর্ধ-নিবৃত্তিপূর্বককেবলপ্রেমবিতরণ-  
কাণ্ডারানাপ্রকারেণ তৎকালীনতদ্ব্যমগতানাং নাটিকা-  
নাঞ্চ পরনারীপরপুরুষবিষয়কশৃঙ্গারহৃৎককটাকাঁদিধাষ্ট্যাং  
কথং সম্ভবতি । অত্রোচ্যতে পূর্নাবতারেহয়মেব বিষয়  
আলখনম্ ইতি জানতীতদাশ্রয়ালখনভাববতী কাচিন্নবদীপ-  
নাগরী শ্রীমদগৌরচন্দ্রকৃতকটাকাঁতান্ স্বশ্রিত্তিযোগায়ত্ত-  
মানা নিজসখীঃ প্রতি লালসামেবাবেদয়তি । বস্তুতঃ  
শ্রীমদগৌরচন্দ্রস্ত সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকৃর্ত্বা তৎপ্রেমত এব তে  
জ্ঞেয়া অস্ত্রাবতারস্ত মুখ্যরূপেণাশ্রয়ালখনভাবনিদানত্বাং ।  
অতো ন দ্বয়ম্ । তাসাং তু তত্ত্বাশ্রয়ালখনভাবাজ্ঞানমপি  
ন দোষঃ । কিন্তু স্বভাবব্যত্যয়াভাবাং গুণ এবৈতি সর্ব-  
সমঞ্জসং বৃত্তম্ । এবং সর্বত্রাপি জ্ঞেয়ম্" ।

৭৬৪

ধানশী

সকল্য কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে ।  
তাহে তহুস্থখ বসন পরে ॥  
কৌচার শোভায় মদন তুলে ।  
যুবতি-জীবন ঘুরিয়া বলে ॥  
শচীর ছুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে ।  
বাঙ্কল রঙ্গিণী ভুরুব কাঁদে ॥  
আখির বিলোল মুচকি হাসি ।  
কুলবতী-ত্রত নাশিল বাসি ॥  
লবঙ্গ ছুলাল চাঁপার ফুলে ।  
কি দিয়া বাঙ্কল কুন্তল-মূলে ॥  
চাঁচর কেশের লোটন দেখি ।  
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥  
কপালে চন্দন-ফোটোর ছটা ।  
রসিয়া-যুবতি কুলের কাঁটা ॥  
নিতম্ব-মণ্ডলে কাম বহি ।  
ইছিয়া নিছিয়া পর্যণ দি ॥





গোবিন্দদাসের মরমে আগে ।  
তাঁহে কোন ছাঁর যৌবন লাগে ॥

শ্রীচন্দ্রোদয় ৭০, তরু ২১৩৭

৭৬৫

ভাটিয়ারি

রসিয়া রমণী যে ।

মদন-মোহন গৌরাঙ্গ বদন

দেখিয়া জীয়ে কি সে ॥

যে ধনী রঙ্গিণী হয় ।

ভাঙ ধনুয়া মদন-বাণে

তার কি পরাণ হয় ॥

যে জানে পিরিত্তি বেথা ।

সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে

শুনিয়া মুখের কথা ॥

বিলাসিনীর মনে ছুথ ।

আজ্ঞাভুলখিত বাহু হেরি কান্দে

পরিসর গোরা-বুক ॥

কামিনী কামনা করে ।

গুরুয়া নিতম্ব বিলাস-বসন

পরশ পাবার তরে ॥

গোবিন্দদাসের চিতে ।

গৌরাঙ্গ চাঁদের চরণ-নখর

তাঁহার মাধুরী পিতে ॥

ক. বি. ২৩২২

শ্রীচন্দ্রোদয় ৬৮, তরু ২১৩১

৭৬৬

হুইয়া রাগ

শুন শুন শই গৌরাঙ্গ চাঁদের কথা ।

না কহিলে মরি কহিলে থাকারি

এ বড় মরমে বাধা ॥

হুইয়া রাগ গৌরাঙ্গ হৃদয়

সিনান করয়ে নিতি ।

কুলবধুগণ নিমগন মন

ডুবিল সতীর মতি ॥

ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ

লাবণি জ্বলেতে ভাসে ।

যুবতী উমতি আউদড় কেশে

রহই পরশ আশে ॥

আধ কুন্তল লোটন পীঠে

সোনার কুণ্ডল কানে ।

মুখ মনোহর বুক পরিসর

কে না কৈল নিরমাণে ॥

সজল বসন নিতম্ব লখন

আই কি হেরিছ যে ।

কামের পাট রতির বিলাস

কহি মুরছিল সে ॥

সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝা

উলটি কদলী উরু ।

গোবিন্দদাস কহই বিষম

কামের কামান ভুরু ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী

৭৬৭

ধানশী

গৌরাঙ্গপদ সদাই পড়িছে মোর মনে ।

নিরবধি থুইয়া বৃকে সে রস-ধাধস স্বখে

অনিমিখে দেখেই নয়ানে ॥

পরিসর পাটের জোড় বান্ধিয়া চিকুর-ওর

তাঁহে নানা ফুলের সাজনি ।

পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন

দেখিয়া জিউ করিলু নিছনি ॥

মৃগমদ চন্দন কুসুম চতুঃ সম

সাজিয়া কে দিল ভালে কোটা ।



আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল  
বহল যুবতীকুলের খোটা ।  
প্রাণ সববস দেহ অবশ সকল সেহ  
না পালটে মোর আখি পাপ ।  
হিয়ার গৌরাঙ্গ-রূপ- কেশর লেপিয়া গো  
ঘুচাইব যত মনের তাপ ।  
কামিনী হইয়া কামনা করিয়া  
কাম-সায়রে মরি ।  
গোবিন্দদাস কহয়ে তবে সে  
হুথের সাগরে তরি ।

তরু ২১৩৪

৭৬৮

তথ্যবাগ

দেখ দেখ নাগর গৌর স্বধাকর  
জগত-আহ্লাদন-কারী ।  
নদীয়া-পুরবর রমণী-মণ্ডল  
মণ্ডন গুণ-মণি-ধারী ।  
সহজেই রসময় সহচর উদ্ভগণ  
মাঝে বিরাজিত নাগর-রাজ ।  
মদন পরাভব বদন-হাস দেখি  
বিরসই রদিগিগণ ভয়লাজ ।  
ভকতবৃন্দ-চিত কৈরব কলিত  
নিশি দিশি উদিত হিয়াক বিলাসে ।  
রসিয়া-রমণি-চিত রোহিণী-নাগর  
অমুখন পুরল না রহ হাসে ।  
ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদই  
বিলসই উলসই ভাবিনি-ভাব ।  
পদ-পঙ্কজ পর গোবিন্দদাস-চিত  
অমরী কি পাওব মাধুরি-লাভ ।

তরু ২১৩৫

৭৬৯

কল্যাণী

শারদ কোটি চাঁদ সঞ্চে স্বন্দর  
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ ।  
হেরইতে যুবতি পিরিতি-রসে মাতল  
ভাগল গুরুজন-গৌরব-লাজ ।  
সজ্ঞনী কিয়ে আছু পেখলু গোরা ।  
মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল  
চাহনি ভৈ গেলু ভোরা ।  
মুহু মুহু মধুর মধুর দ্বিত-শোভিত  
লোহিত অধর বিনোদ ।  
কত কুল-কামিনি রসের ষামিনি  
ভেল অহুরাগিণি পরশ-আমোদ ।  
কেশবি-শাবক জিনি ভদ্র মাক-ধিনি  
তাহে বিলসে মন-মোহন বাস ।  
হেরি কুলবতিগণ নিধুবন-গত মন  
মুগধে মাতল কত কর অভিলাষ ।  
কুটিল স্বকেশ কুহুম লোটন  
ঘোটন রসবতি রস-পরিণাম ।  
গোবিন্দদাস কহে ঐছে বর রসিয়া  
নাগর হেরি কহয়ে গুণ-গাম ।

তরু ২১৩৬

৭৭০

ধানশী

যতিধনে গোরা-রূপ আয়লু হেরি ।  
মাজল মুকুর আনলু তনি বেরি ।  
মহি হে সরসহ আনন অনূপ ।  
ইথে লাগি মুকুরে হেরিলু নিজ মুখ ।  
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ ।  
উয়ল দরপণে গোরা-মুখ-চন্দ ।



মকু মুখ মো মুখ যব ভেল সঙ্গ ।  
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ ॥  
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর ।  
পুলকিত চমকি চমকি ভেলু ভোর ॥  
করইতে আলিঙ্গন বাহু পাসরি ।  
অবশে আরিশি করে খসল হামারি ॥  
বহুত পরশ-রস অদরশ কেলি ।  
গোবিন্দদাস শুনি মূরছিত ভেলি ॥

তরু ২১০৮

৭৭১

গৌর নটবর হেরি গত দিবাকর  
খেলারস তেজিল রঙ্গে ।  
তেজি জাহ্নবিকুল নগর মুখে ধাওল  
নব নব যিঙ্গ শিশু সঙ্গ ॥  
কিয়ে ধূলিধূসর গৌর কলেবর  
সুচাক তিলক ভাল ।  
আপাদিলম্বিত সঘনে ঘন দোলত  
হিয়ার বনি বনমালা ॥  
হেরত বারি বারি নদিয়া নাগরি  
সুধুনি বারি ভরি কুস্তে ।  
গৌর সুধাকর হেরিয়ে জর জর  
তেজল গতি অবিলম্বে ॥  
মন উনমত কোই কোই জায়ত  
শ্রীচরণে যৌবন মনভার ।  
গোবিন্দদাস কহে জীবনে মন মোহে  
গৃহে পহু কর আগুসার ॥

ক. বি. ২৪০৩

৭৭২

তথা রাগ

বিহরি কি রীতি পিরিতি-আরতি  
গোরা রূপে উপজিল ।

যাহার এ পতি সেই পুণবতী  
আনে সে সুরিয়া মৈল ॥  
সজনি কাহারে কহিব কথা ।  
নিরবধি গোরা বদন দেখিয়া  
ঘুচাব মনের বেথা ॥  
সে গোরা গায় ঘাম-কিরণে  
মিন্দয়ে কতেক চাঁদে ।  
গলায় রঙ্গণ-কলিকার মালা  
নারী-মন-বাঁধা কান্দে ॥  
বাহর বলনি অঙ্গের হেলনি  
মহর চলনি-ছান্দে ।  
আছুক আনের কাজ কি মদন  
বিনিয়া বিনিয়া কান্দে ॥  
শ্রবণে সোনার মকর-কুণ্ডল  
রঙ্গিণী-পরান গিলে ।  
গোবিন্দদাস কহয়ে নাগর  
হারাই হারাই তিলে ॥

তরু ২১০৯

৭৭৩

সুহই রাগ

মরিব মরিব শই নিচয়ে মরিব ।  
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥  
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার ।  
বিধি-পায়ে মাগো মুক্তি এই বর সার ॥  
হিয়ার মাকায়ে মোর রহি গেল দুখ ।  
মরণ-সময়ে পিয়ার না দেখিলু মুখ ॥  
গোবিন্দদাসিয়া কর চরণেত ধরি ।  
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ-হরি ॥

তরু ১২৪৬

সমুদ্র ৩৭১





মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের ঢিকায়  
লিখিয়াছেন—আভোগে তু শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তী তব প্রাণ-  
বল্লভঃ হরিম্ আনয়িত্বামীতি নিশ্চয়েন স্মৃতিধারিতা ।

৭৭৪

নিম্ন আপন পরভাগ ।  
ভৈ গেল আশিন মাস ॥  
মাস গবি গবি আশ গেলহি  
খাস রহ অবশেষিয়া ।  
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন  
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ॥  
সময় শারদ চাঁদ নিরমল  
দীঘ দীপতি রাতিয়া ।  
ফুটল মালতি কুণ্ড কুন্দিনি  
পড়ল ভ্রমরক পাতিয়া ॥

তর ১৮০৮

৭৭৫

পাতিয় শমনক লাই ।  
আওল কাতিক ধাই ॥  
ধাই ষটপদ লাই পছমিনি  
পাই কিয়ে রস-মাধুরি ।  
ওহি নিশঙ্কহি সঘনে চুখই  
কোন বুঝে অছ চাতুরি ॥  
যবহঁ পিয়া মনু নেহ করলহি  
মেহ চাতক রীতিয়া ।  
পিয়াদে দূরহি রোয়ে পাপিনি  
ওই রহল কি রীতিয়া ॥

তর ১৮০৯

৭৭৬

কি রিতি করব অব হামে ।  
আওল আঘণ নামে ॥  
নাম শুনইতে উছল অন্তরে  
সো রস-সায়রে পেশলি ।  
কোন বিহি মনু নাহলে গেও  
হাম সে পড়ি রহ একলি ॥  
শিশির নব নব তরুণ নব নব  
তরুণি নবি নবি হোই রি ।  
নেহ নব নব তেজি দারুণ  
দেহ ধরু জনি কোই রি ॥

তর ১৮১০

৭৭৭

কোই করয়ে জনি রোখে ।  
আওল দারুণ পোখে ॥  
পেঠে দিনমাহা হুবজ-আতপ  
পরশে কম্পন হোতিয়া ।  
রজনী হিমকর দরশে দহ দহ  
হেরি সহচরি রোতিয়া ॥  
কপট কাহুক পিরিতি-আওনি  
দরশ কনি জনি হোই রি ।  
অতয়ে কুল শিল জিবন যৌবন  
সখিক সদহি খোই রি ॥

তর ১৮১১

৭৭৮

খোই কলাবতি মানে ।  
আওল মাঘ নিদানে ॥  
নিদানে জীবন রহল সো পুন  
মাঘ সমুঝাল যাবই ।



মদন ধাহুকি                      ফেরি আওল  
সবহঁ মঙ্গল গাঁবই ॥  
বসাল নব নব                      পল্লব-চাপহিঁ  
মুকুল-শরে কত জোই রি ।  
ভ্রমর কোকিল                      ফুকরি বোলত  
মার বিরহিনি ওই রি ॥

তর ১৮১২

সংখ্যক রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহের ১২টী গীত উদ্ধৃত  
করিয়া লিখিয়াছেন—

অত্র চাতুর্দশঃ বিজ্ঞাপতিষ্ঠকৃৎ ততো মাসদ্বয়ঃ  
গোবিন্দদাসকবিরাজঠকৃৎ ততোহবশিষ্টঃ মাসদ্বয়ঃ  
গোবিন্দচক্রবর্তিঠকৃৎ বর্ণনম্ ।

রাধামোহন ঠাকুর-উল্লিখিত গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছয়টি  
কবিতা বর্তমান সংকলনের ৭৭৪—৭৭৯ সংখ্যায়ুক্ত ।

৭৭৯

ওই দেখহ অহরাগে ।  
আওল ফাওন আগে ।  
আগে মঝু কছু                      আশ আছিল  
নিচয় নাগর আওবে ।  
বরিখ গেলহি                      অবধি ভেলহি  
পুন কি পামরি পাতবে ॥  
সোই নিরমল                      বদন-মাধুরী  
দরশ কথি জনি হোয় ।  
অতয়ে নিরঙণ                      জিবন তেজব  
মরণ উথদ মোয় ।  
মোয় হেরি সখি সব কোই ।  
চোঠ মাস বহ বোই ॥  
রোই ঝর ঝর                      নিঝর লোচন  
বিষম অব দৌ মাস ।  
কতিহঁ অন্তর                      ততহি রহলিহ  
হামারি গোবিন্দদাস ॥  
আধ বরিখহি                      তহি পামরি  
দাস গোবিন্দদাসিয়া ।  
অবহঁ তব অব                      কবহঁ না পাওব  
রহল করমক নাশিয়া ॥

তর ১৮১৩

৭৮০

বিহগড়া

নন্দ-নন্দন                      সঙ্গে শোহন  
নওল গোকুল-কামিনি ।  
তপন-নন্দিনি                      তীরে ভালি বনি  
ভুবন-মোহন লাবণি ॥  
তাতা থৈয়া থৈয়া                      বাজে পাখাওজ  
মুখর কদণ কিঙ্কিণি ।  
বিলসে গোবিন্দ                      প্রেম-আনন্দ  
সঙ্গে নব নব রঙ্গিনি ॥  
চাক্র চিত্রিত                      দুহঁক অধর  
পবনে অঞ্চল দোলনি ।  
দুহঁ কলেবর                      ভরল শ্রমজল  
মোতি মরকত হেম মণি ॥  
উরহিঁ লোলনি                      বাজত কিঙ্কিণি  
নুপুর-ধনি অহুবাঙ্গিয়া ।  
গীম-দোলনি                      নয়ন-নাচনি  
সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া ॥  
রসে মাধব                      বিবিধ বিলমই  
সঙ্গে সঙ্গিনি মাতিয়া ।  
নীল দরপণ-                      শ্রাম-মুরতি  
হেরত গোবিন্দদাসিয়া ॥

তর ১২৮০



৭৮১

ঐশাখ ধানশী

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা ।  
 পিরা বিহু মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥  
 মো যদি জানিতাম পিরা বাইবে ছাড়িয়া ।  
 হিয়ার ভিতরে প্রাণ দিয়া রাখিতো বেরিয়া ॥  
 কেমন দারুণ বিধি মোর পিরা নিল ।  
 এ ছার পরাণ কেনে অবহ' রহিল ॥  
 মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ ।  
 নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥  
 ঐখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ ।  
 কে বা নিল কি বা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥  
 সে পিয়ার প্রেমসী আমি আছি একাকিনী ।  
 এ ছার শরীরে আছে নিলজ পরাগী ॥  
 চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দদাসিয়া ।  
 মুক্তি অভাগিয়া আগে বাইত মরিয়া ॥

সমুদ্র ২২৫, তর ১৩৫৫

৭৮২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর ছলল ।  
 এই সে পুরবে ছিল গোকুলের গোপাল ॥  
 কেহ কহে জানকী-বল্লভ ছিল রাম ।  
 কেহ বলে মন্দলাল নব-ঘন-শ্রাম ॥  
 পুরবে কালিয়া ছিল গোপী-প্রেমে ভোরা ।  
 ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা ॥  
 ছল ছল অরুণ নয়ান অহুরাগী ।  
 না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী ॥  
 সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে ।  
 তবু না পাইল রাধা-প্রেমের উদ্দেশে ॥  
 গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা ।  
 স্বরূপ রামের সনে সেই রঞ্জে ভোরা ॥

তর ২০৮৭

৭৮৩

তথা রাগ

তিল এক শয়নে সপনে ঘো মকু বিনে  
 চমকি চমকি করু কোর ।  
 ঘন ঘন চুষনে গাঢ় আলিঙ্গনে  
 নিবরে স্বরয়ে বহ লোর ॥  
 সজনী সো যদি করু নিঠুরাই ।  
 না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল  
 সো স্থখ করি বিছুরাই ॥  
 তুহ' কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি  
 ভারসি শোককি কূপে ।  
 মুরছিত জনে দাত নহে সমুচিত  
 অগজনে কহব বিরূপে ॥  
 ভাবল মান সবহ' জন-গগন  
 পিরিতি পিরিতি করি বাধা ।  
 রসিক স্থনাহ আপনে দুখ পায়ব  
 এ বড়ি মরমে মকু সাধা ॥  
 সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব  
 কালিন্দ-বিষ-হৃদ নীরে ।  
 পামরি গোবিন্দ-দাস মরি যায়ব  
 শাজি আনল তছু তীরে ॥

ক. বি. ১৭২৮

সমুদ্র ১৮৭, তর ৪৪০

সং ৪২৩

মন্তব্য—এই পদের ভণিতায় 'পামরি' গোবিন্দদাসের উল্লেখ থাকায় ইহাকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ বলিয়া ধরা হইল। রাধামোহন ঠাকুর 'লাখবাণ কাকন জিনি' ইত্যাদি পামরি গোবিন্দদাসের পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'করি বিছুরাই', 'মরমে মকু সাধা', 'শাজি আনল তছু তীরে' ইত্যাদি শব্দ ভাষার উপর অধিকারের অভাবের নিদর্শন। এই পদের উত্তরটিও গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিতে হয়। উহা নিরে প্রদত্ত হইল।



৭৮৪

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি  
 শুনইতে কাঁপই দেহা ।  
 ঐছন বচন কাহ্ন ঘব শুনব  
 জিবনে না বান্ধব থেহা ॥  
 তাহে তুহঁ বিদগধ নারী ।  
 অহুচিত মানে দেহ যদি তেজবি  
 মরমহি বিরহ বিথারি ॥  
 কাহ্নক চীত রীত হাম জানত  
 কবহঁ নহত নিঠুরাই ।

তুহঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি  
 তবহঁ বহত পথ চাই ।  
 ঐছন বোল না বোলবি হুন্দরি  
 কাহে পরমাদসি এহ ।  
 গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত  
 যদি উদবেগ বাঢ়াহ ॥

ক. বি. ১৭২৭

তাল ৪৪১

মন্তব্য—এই পদটীতেও ‘জিবনে না বান্ধব থেহা’,  
 ‘কবহঁ নহত নিঠুরাই’, ‘কাহে পরমাদসি এহ’ প্রভৃতি  
 ভাষার দৈন্তের পরিচায়ক ।



## পরিশিষ্ট ( গ )

### গোবিন্দদাস নামধারী একাধিক অর্কাচীন কবির পদ

৭৮৫

বেহাগ

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে ।  
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে ॥  
বোহিণীকে বোলাও তুলা তুঙ্গ করবি ।  
হের দেখিয়া আসি বালকের ছবি ॥  
এ কথা শুনিয়া মন্দ আনন্দিত মন ।  
একে একে চলিলেন স্মৃতিকা ভবন ॥  
কত কোটী চন্দ্রের হইল উদয়ে ।  
হেরিয়ে বালকের রূপ আনন্দ হৃদয়ে ॥  
হেরিয়ে অপরূপ আনন্দ উল্লাস ।  
কৃষ্ণচন্দ্র-জন্ম কহে গোবিন্দদাস ॥

বরাহ ৭৭ ১৫

৭৮৬

শ্রী রাগ

বৃষভাসু-পুরেতে আনন্দ কলরব ।  
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব ॥  
ধাইয়া আইল সব ব্রজের রূপসী ।  
দেখে বৃষভাসুহতা জিনি কত শশী ॥  
দেখিয়া গোপিকা সব আনন্দে ভরিল ।  
নাহিক নয়ান ছুটি কীটিকা দেখিল ॥  
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি ।  
গোবিন্দদাস কহে নিদাক্ষণ বিধি ॥

বরাহ ৭৭ ১৬

৭৮৭

ধানশ্রী

কান্দয়ে কীটিকা রাণী হৃদয়ে বহে পানি  
ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায় ।

এমনি সুন্দর কত্তা

এরূপ জগতে ধন্য

বিধি চক্ষু নাহি দিল তায় ॥  
হায় বিধি কি দশা করিল ।  
দিয়ে গো রতন নিধি হাত নাহি দিল বিধি  
ধন আবরণ না হইলা ॥  
কান্দি বৃষভাসুনারী ভূমে যায় গড়াগড়ি  
তেজিল অন্ধের অলঙ্কার ।  
কেশপাশ নাহি বাঞ্ছে ভূমে যায় গড়াগড়ি  
হু নয়নে বহে পানি-ধার ॥  
আসি যত সহচরী উঠাইল হাত ধরি  
বসাইল আপনার কোলে ।  
কহয়ে মধুর বাণী আর না কান্দিহ রাণী  
ভালো মন্দ কপালের ফলে ॥  
কত্তা কোলে কয় দেবী ঐ হোক চিরজীবি  
বাহু মেলি কত্তা লহ কোলে ।  
বাঁচিয়া থাকিলে এই শতক কোঁড়ের সহ  
আশীষ করহ কুতুহলে ॥  
শোক দুঃখ পবিহরি কত্তা নিল কোলে করি  
ছাড়ে রাণী দীর্ঘ নিখাস ।  
দাসিগণ সারি সারি সেচই বাসিত বারি  
মর্ম্ম জানে গোবিন্দদাস ॥

বরাহ ৭৭ ১৭

৭৮৮

কামোদ

গোঠেবে সাজিল বিনোদিয়া ।  
আভীর বালকগণ গায় রামকৃষ্ণগুণ  
গোপী বৈল চাঁদমুখ চাঁকা ॥  
আনন্দিত মন্দরাণী সাজাইয়া যত্মনি  
নানা আভরণ পীত বাস ।



রূপ হেরি ব্রজনারী      আখির নিমিষ ছাড়ি  
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস ॥  
সো পদপল্লব      বিরিকির জ্বলন্ত  
যোগীর ধ্যানে অতি দূর ।  
ভাগ্যবতী নন্দরাণী      পাইয়া পরশমণি  
পায় ধরি পরায় নৃপুংস ॥  
গোষ্ঠে যায় শ্রীহরি      চূড়া বাধে মস্ত পড়ি  
পীঠে দিল পাটকি ডোর ।  
ধড়র আচল ভরি      খাইতে দিল ক্ষীর ননী  
কাদে বাণী হইয়া বিভোর ॥  
আহীর বালক সঙ্গী      কতজন কত রঙ্গী  
তার মাঝে শ্রাম নটরায় ।  
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন      ঘোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন  
গোবিন্দদাস তাঁহা চায় ॥

গহ্বরী ১১৮

৭৮৯

যমুনাক তীরে      তরুতল শ্রীতল  
আসিয়া মিলিল দোন ভাই ।  
সভে বলে ভাল ভাল      কী খেলা খেলিবে বল  
আজু খেলা খেলিব এক ঠাই ॥  
কাক কাছে ভেঁটা কড়ি      রাম চাক দাঁড়াগুলি  
কেহ কেহ পাচনি কিরায় ।  
রাম কানাই কুতূহলে      দাঁড়াইল দুই দলে  
শিশুগণ ধরি ধাওয়া ধাই ॥  
সাতলি করিয়া পণ      খেলায় রাখালগণ  
হারিলে লইব কাঞ্চি করি ।  
বাশিঘটের তলে      রাখিয়ে আসিতে হবে  
সভে মিলি এই পণ করি ॥  
খেলিতে লাগিল সভে      বলাই জিনিল তবে  
ডাকিয়া সাতলি বলাই ভাঙ্গে ।  
সাতলি ভাঙ্গিল বলি      ডাকে মহামত্ত করি  
মালসাট মাঝে নিজ অঙ্গে ॥

কেহ ধায় ছুরাহরি      কেহ তরু লক্ষ্য করি  
পিছে ধায় মত্ত বলাই ।  
এক শিশু বলে ভাই      সাতলি পাতিতে যাই  
মার যদি নন্দের দোহাই ॥  
দূরে হইতে মারি ফেলি      বিষম গৌড়য়ার বাড়ি  
ঠাই ঠাই ফুলিল কানাইয়ের পা ।  
কান্দিয়া কানাই বলে      পড়িয়ে ধরনিতলে  
এমন সময় কাছে নাহি মা ॥  
বলার ভয়েতে হরি      ছিদামের করে ধরি  
বলে ভাই চল যাই দূরে ।  
গোবিন্দদাস কয়      এত কি পরাণে সয়  
দাদা কেন মারিলেক মোরে ॥

ক. বি. ১০২

৭৯০

খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে ।  
হেন বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥  
বেহু সঙ্গে নিয়োজিয়া সব সখাগণ ।  
যমুনার ঘাটে গিয়া দিলা দরশন ॥  
ঠাই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে ।  
ঘাটের গলায় মালা দান লবার ছলে ॥  
হেন কালে লাস বেশে সাজাইয়া পসরা ।  
সেই মথুরার বিকে যায় গোপিকারা ॥  
হের কে দেখ গো বড়াই কদম্বের তলে ।  
যে দেখি সে ঘোর ঘটা ভাসাইবে জলে ॥  
কেন বা আইলাম বিকে আপন খাইয়া ।  
ঐ দেখ ডাকে বাশি রাধার নাম লইয়া ॥  
শ্রামচাঁদের উপরে ধবল চাঁদা মেলা ।  
তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা ॥  
তাহার উপর মত্ত-মউরপুচ্ছ সাজ ।  
হেন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছ ॥  
তাহার উপরে মত্ত মউরের পাখা ।  
আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥



নীল মেঘ উপরে কিবা নব ইন্দ্রধনু ।  
তড়িত-জড়িত রূপ নবধন তহু ।  
শিরে চূড়া পীত ধড়া বনমালা গলে ।  
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ কদম্বের তলে ।  
কত কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের ছটা ।  
গোবিন্দদাসের মন কেন লাটাপাটা ॥

ক. বি. ১৯২

৭৯১

স্ববল মিলন

দেবি কহে জটিলারে শুনহ বচন ।  
নিশিতে দেখিছি হাম কঠিন স্বপন ॥  
শ্রাম বামে বসিয়ে আছয়ে কমলিনী ।  
ইহার মঙ্গল লাগি আইহু তখনি ॥  
জটিল প্রণাম করি কহে দেবি-পায় ।  
যাহাতে মঙ্গল হয় করহ উপায় ॥  
দেবি কহে আয়োজন করহ তুরিতে ।  
দিনমণি পূজি রাধাকৃষ্ণের তীরে ॥  
অরুণপূজার আয়োজন দেওল রাণি ।  
আখি ঠারি স্ববলে কহে স্ববদনি ॥  
স্ববল আইল তবে যমুনাক তীরে ।  
রায়েব আনন্দ হইল স্ববলে হেরে ॥  
আপন আপন বেশ পরি দৌহ জন ।  
জল ভরি কুণ্ডে ধনি কয়ল পয়ান ।  
গোবিন্দদাস করু হুহ গুণ গান ॥

ক. বি. ২৭৮

৭৯২

ললিতা বিশাখা সঙ্গে ক্রীড়া করে নানা বঙ্গে  
বসিয়া আছেন বিনোদিনী ।  
এমন সময়ে আসি বাজিল সঙ্কেত বাশি  
সঙ্গে মাত্র রাধা রাধা ধনি ॥

বাশিরব লাগি কানে চিত না ধৈর্য মানেন  
অমনি উঠিল রসবতি ।  
কে ধাবে আমার সাথে ফুলধনু লে গো হাতে  
ভেটি গিয়ে গোলোকের পতি ॥  
ললিতা বলেন রাধে সাজাব মনের সাথে  
অমনি ঘাইবি কেন ধনি ।  
সৈ সে সব রাধি সঙ্গে নাগরে ভেটিব বঙ্গে  
যেতে হবে তাও আমরা জানি ॥  
রাইকে সাজাইছে ভালে লবঙ্গ মল্লিকার মালে  
গোরোচনার বিন্দু তাহে দিল ।  
কপালে সিন্দূরের বিন্দু রবি-কোরে যেন ইন্দু  
হেরি সন্তে বিমুখ তেজিল ॥  
দোসতি-মুকুতার মালা গাধি এক ব্রজবালা  
পর্যাইল শ্রীমতির গলে ।  
অহুমান বুকি হেন বিধুপাশে তারা যেন  
উদয় করিল মেঘের কোলে ॥  
অভিনব কামিনি তহু যেন সৌদামিনি  
সৌদামিনি ভূষণে ভূষিত ।  
নিজ অঙ্গ দরশনে প্রতিবিম্ব বিলোকনে  
ধনি ভেল আপনে মোহিত ॥  
রাই মোর ভূষণ পবে মনোহরের মন হবে  
ধৈর্য ধরিতে নারে আনে ।  
গোবিন্দদাস কয় তুলনা দিবার নয়  
চাঁদ যেন নামিয়াছে ভূমে ॥

ক. বি. ৩১২, ৭৯২

৭৯৩

রাই চল চল আর কেন বিলম্ব  
ললিতা লহ লহ বলে ।  
শ্রীহরি বলি উঠিল ধনি  
ধরি সখি-ভুজ-মূলে ॥



মণিদরপণ জলভাজন ধূপশক লেল ।  
 সম্পূট করি তাহুল পুরি  
 গুণ চূড়ি দেল ॥  
 চামর বিজন লেই কাদিনি চলি যায় ।  
 স্বকমল জিনি রাইপদ আছে  
 কণ্টক ফুঁকে তায় ॥  
 রূপমঞ্জরি ভূষয়ুগ মেলি  
 ভয়ে চলে কাছে কাছে ।  
 কেশরি জিনি মাঝা অতি কিনি  
 ভয়ে ভাঙ্গে জনি পাছে ॥  
 লোকালয় যব পরিহরি বনে  
 পৈঠলি বালা ।  
 গোবিন্দদাস কহে অব সব  
 মথিনির ভয় ভেলা ॥

ক. বি. ৩১৭

৭৯৪

কড়খা ধানশী

ললিতা উল্লাস প্রাণী স্ববর্ণের চিকণী আনি  
 মনসাধে আঁচরিল চুল ।  
 বিশাখা কবরী বাধে করি মনোহর ছাদে  
 সারি সারি দিল নানা ফুল ॥  
 চিত্রা সময় জিনি স্ববর্ণের সীঁথি আনি  
 যতনে দেয়ল সীঁথিমূলে ।  
 চম্পকলতিকা ধনি অপূর্ণ সিন্দূর আনি  
 যতনে পরাওল ভালে ॥  
 নানারত্ন কর্ণমূলে বদ্বদেবী পরাইলে  
 শোভা অতি কহনে না যায় ।  
 স্বদেবী হরিশ হইয়া গজমোতি হার লইয়া  
 গলে দিয়া নিরখিয়া রয় ॥  
 বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গবিজ্ঞা পরাইল  
 ইন্দুরেখা পরায় নুপুর ॥

গোবিন্দদাস অভিলাষি হইতে রাধার দাসী  
 তবহি মনোরথ পুর ॥

মাধুরী ১১৪৬৭

৭৯৫

গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয় ।  
 ভেটিব নাগর শ্রাম দড়াইল নিশ্চয় ॥  
 অভরণ পাড়ি আনি করিল সাজন ।  
 গলায় পরিল বাজু হাতের কঙ্কণ ॥  
 পায়ে নুপুর কেহ তুলি পার করে ।  
 গজমতি হার পরে কটীর উপরে ॥  
 কপালের হিয়ার পাতি পায়ে পরে ভালে ।  
 ক্ষুদ্র ঘটিকা কেহ পরয়ে কপালে ॥  
 কপালে কাজর পরে নয়নে সিন্দূর ।  
 তুলিল সকল গোপী হইল অথির ॥  
 আর এক গোপবধু যাইতে না পাইল ।  
 কুজন হইল তার পতি ধরিয়া রাখিল ॥  
 কৃষ্ণ অহুরাগে গোপী পরাণ তেজিল ।  
 আগে যাই সেই ধনি কৃষ্ণচরণ চাইল ॥  
 গোবিন্দদাস কহে অহুরাগ সার ।  
 নিশ্চয় হইলে মিলে নন্দের কুমার ॥

ক. বি. ৭৩৭

৭৯৬

নুপুরের রুহু রুহু পড়ে গেল সাড়া ।  
 নাগর উঠিয়া বলে কে রাই হেন পারা ॥  
 ও কে এলে হে ধনী প্রেমময়ী রাধা ।  
 তব দরশনে দূরে গেও মনসিজ বাধা ॥  
 তুমি আমার সববস ছনয়ানের তারা ।  
 তুয়া বিনা সবদিগ লাগে আন্ধিয়ারা ॥  
 তুমি মোর জপতপ তুমি ব্রত দান ।  
 তুমি আমার মূলমন্ত্র তুমি হরিনাম ॥



তখন আনিয়া যমুনার বারি ধোয়ায় ছই পায় ।  
পীত বাসে মুছে পদ অনিমিখে চায় ॥  
তা দেখি ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ।  
গোবিন্দদাস ভাসে আনন্দ সাগরে ॥

ক. বি. ৭৮৪

মন্তব্য—পদ্যমৃতমাধুরী ১।৫১২ পৃঃ জ্ঞানদাসের  
ভণিতাযুক্ত একটি পদে

“দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা ।  
তুমি মোর সববস নয়নের তারা ।  
তোমা বিনে দশদিগ হেরি আন্ধিয়ারা ॥  
তুমি মোর অপতপ তুমি মোর ধ্যান ।  
তুমি মোর মস্ততত্ত্ব তুমি হরিনাম ॥”

ইত্যাদি চরণ মিলে ।

৭৯৭

একে সে লোকের কথা সহনে না যায় ।  
মোর নাম ধরি বাঁশি অবিরত গায় ॥  
গুরুজনা পরিজনার যখন থাকি কাছে ।  
মোর নাম ধরি বাঁশি সঘনে গরজে ॥  
রাধা রাধা বলিয়ে ডাকয়ে বাঁশি সদা ।  
মা বাপ ছাড়াইল ঘর নাম থুঞ্চে রাধা ॥  
মন ছুপে থাকি আমি মরমে মরিঞা ।  
আপনা মজাইলাম আমি পিরিতি করিঞা ॥  
গোবিন্দদাস কহে শুন ধনি রাধা ।  
শ্রাম যে তোমার তহু তুমি তহু আধা ॥

ক. বি. ৮১০

৭৯৮

বুঝিয়া গোপিকা-অঙ্গ দহিছে অনঙ্গে ।  
রসিক নাগর পাশ প্রেমের তরঙ্গে ॥  
আঁচরে অঁচাক করি অবেশক লাই ।  
বয়ানে বয়ানে মিলি নয়ানে মিলাই ॥

দৃঢ় পরিব্রজ্যে হৃদয় জুড়াই ।  
পয়োধর-শিখরেতে নখর বসাই ॥  
এইরূপে যত গোপী তত রূপ ধরি ।  
বিহরে অনঙ্গ বঙ্গে রসিক মুরারি ॥  
এলোথেলো গোপিগণ কবরি খসিল ।  
জলধর আড়ে যেন শশি লুকাইল ॥  
অধর মাধুরি পানে বিক্ষিপ দশনে ।  
নারী বিমোচন চির হরল জঘনে ॥  
শ্রমজল গলিত সকল অঙ্গরাগে ।  
মুকুতা কবরি ভাব কুহুম ভূমি ভাগে ॥  
মুখরিত মঞ্জির বলয়া বসনে ।  
হার হরল অঙ্গে নামি সত্বরণে ॥  
গোপীর বদন চাঁদ চকোর কানাই ।  
সিন্দূরের বিন্দু কাজরে বানাই ॥  
বিপরীত সুরতি কুটিল ঘন দিঠি ।  
লহ লহ অহাস্ত বচন ভেল মিঠি ॥  
শ্রামল নাগরবর গোয়ালিনি গোরি ।  
গান শ্রীগোবিন্দদাস মেঘেতে বিজুরি ॥

ক. বি. ৮০১

৭৯৯

ত্রৈলোক্য-আধার কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ।  
কেমনে গোপিকাগণ সহিবে রমণ ॥  
সহিতে না পারি গোপী মাগে পরিহার ।  
নিবেদন করি হরি না কর বিহার ॥  
সহজে রমণকৈলি করহ গোয়াব ।  
নাগর-সমাজে বড় হইবে খাখার ॥  
আর মোর সাধ নাই শুনহ লম্পট ।  
আজি সে বুঝিহ মোর বড়ই সঙ্কট ॥  
ছাড় ছাড় লম্পট আমার নাহি কাজ ।  
ভালে ভালে বলিতে কী থাইয়াছ লাজ ॥  
তুমি মত্ত হস্তী যত আমি ফুল থিনি ।  
দৃঢ় এই বিহার কত সহে কমলিনি ॥



কে বলে দয়াল তোরে নিষ্ঠুর মুরারি ।  
যে বুঝি প্রকার আজি বধ গোপনারি ॥  
নিষ্ঠুরতা তেজ হরি রাখ ওহে তহু ।  
ধীরে ধীরে রমণ সহজ কর কাহু ॥  
নথাঘাতে বিদরে নব পয়োধর ।  
নিরবধি দহে তহু বিয়ের সোসর ॥  
অধর নিরস হৈল ঘন বহে খাস ।  
কখন না যায় প্রাণ তখন আয়াস ॥  
কহেন গোবিন্দ প্রাণ যাউক নাহি দুখ ।  
সবে না দেখিব আর তুয়া চাঁদনুখ ॥

ক. বি. ৮০২

ফুলের ফুলেতে রচিত গেডু ।  
সকল গোপিনী গোপাল খেডু ॥  
হরিষ হইয়ে উনমত অলি ।  
সঘন সম্মুখে গুল্লরে ভেলি ॥  
কুহুম পরিয়া কবরী পরে ।  
রঞ্জেতে গোপিকা কাড়াকাড়ি করে ॥  
কুহুমে কুটীর নির্মাণ করি ।  
কুহুম সাজায়ে লুটেয়ে পড়ি ॥  
ফুল তুলি ফুলের করিছে বাণ ।  
মদনে মাতিল গোবিন্দ গান ॥

৮০০

এতক বচন যদি গোপীগণ বৈল ।  
শুনিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল ॥  
পরিহারি রমণ রসিক-রাজ ধীর ।  
অমিয়া বচনে সব সেচিল শরীর ॥  
আপনে কবরি হরি ধরি ধরি বাঞ্চে ।  
বসনে বসনে বিগলিত নিবিবঞ্চে ॥  
গাঁথিয়া গাঁথিয়া পুন গজমতি হার ।  
পুনরপি কণ্ঠে মালা দিল সভাকার ॥  
এতক দেখিয়া নন্দ-সুত-অনুগতি ।  
গোবিন্দদাস কহে সভাকার প্রতি ॥

ক. বি. ৮০০

৮০১

ফুলের কুণ্ডল ফুলের হার ।  
ফুলে বাজিয়াছে কুন্তলভার ॥  
ফুলে সাজিয়াছে মুরলিবর ।  
ফুলের ধনুক ফুলের শর ॥

৮০২

জয় রে জয় বুধভাষ-কল্লা ।  
ভালে বসি ডাকে সারি প্রেমে বহে বলা ॥  
সারি বলে ওহে শুক তোমার কৃষ্ণ কালো ।  
আমাদের শ্রীরাধার রূপে জগত করে আলো ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন ।  
সারি কহে আমার রাইয়ের সঙ্গে বতঙ্গণ ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে ধরে গিরি ।  
সারি বলে আমার রাধা হৃদে ধরে গিরিধারি ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণ হুথ-সিন্ধু-সার ।  
সারি বলে আমার রাধা প্রেমের ভাণ্ডার ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বামে চূড়া টলে ।  
সারি বলে আমার রাইয়ের চরণ পাবে বলে ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মুরলির ধ্বনি ।  
সারি বলে আমার রাইয়ের হুমধুর বাণি ॥  
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চন্দনের বিন্দু ।  
সারি বলে আমার রাধার সিন্দূরের বিন্দু ॥  
সারি শুকের ঘন শুনি কোকিলা কোকিলি ।  
উলসিত জয় জয় রাধাকৃষ্ণ বলি ॥  
তা শুনি আনন্দে ভাসে ভ্রমরা ভ্রমরী ।  
রাই ক্রাম বেড়ে তারা গুণ গুণ করি ॥



তা দেখি মউরী নাচে মউরের সঙ্গে ।  
গোবিন্দদাস ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥

ক. বি. ৮৪৫

স্বপ্নী আমি তুমি রাই প্রেমের মহাজন ।  
কলিযুগে শুধিব ঋণ করিয়া কীর্তন ॥  
রাই কহে তোমার সঙ্গে নবদীপ ঘাব ।  
গোবিন্দদাস কহে প্রেমের ধার শুধিব ॥

ক. বি. ৮৪৬

৮০৩

ভাল হইল আইলা গোপী দেখ বনশোভা ।  
ঘরে যাঞা নিজ নিজ পতি কর সেবা ॥  
দুরজন চোর যদি হয় নিজ পতি ।  
তাহা ছাড়ি রমণীর নাহি কোন গতি ॥  
কাহ্নর এতেক বাণী শুনি সব গোপী ।  
অধোমুখ হইয়া চরণে লিখে ক্রিতি ॥  
থঙ্কননয়নে সুরধুনিধারা বয় ।  
ধর্ম তোমাতে রহ গোপীগণে কয় ॥  
করিব অধর-পান মনে মনে রুখে ।  
পতিব্রতা ধর্মটাকা শিখাও কাহাকে ॥  
পত্নীর পরম গতি তুমি অভিরাম ।  
তুমি না থাকিলে পতি অগতি প্রমাণ ॥  
কত কত পদ্মিনি গায়ত মধুকর ধর স্মৃতিভাস ।  
পদ্মিনি গায়ত মৃগধল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ৮৪৮

৮০৪

ভালই হইল রাই ভালই হইল ।  
আমি হইলাম গৌররূপ তুমি হইলে কাল ॥  
নিজরূপ দেখি মোর মনে হইল ক্ষোভ ।  
তোমার স্বরূপ হইতে হইল বড় লোভ ॥  
বড় মনে সাধ ছিল হব তোমার রূপ ।  
আপনি করিলে তুমি আপনা স্বরূপ ॥  
চূড়া বাধি দিয়াছি রাই আর না লইব ।  
তোমার ভাবের মালা গাঁথিয়া পরিব ॥

৮০৫

বাধাশ্রাম পাশা খেলে অতি মনোহর ।  
কাঞ্চনের পাটী লয়ে দিল ধর ধর ॥  
রাই নিল কাল গুটি গোরি নিল শ্রাম ।  
কাঞ্চনের পাটী লয়ে খেলে অমৃপাম ॥  
শ্রাম কহে বিনোদিনী আগে কর পণ ।  
হারিলে হারিবে তুমি যত আলিঙ্গন ॥  
বিনোদিনী কহে স্তন বিদগধ রায় ।  
এ কথা কহিতে মুখে লাজ নাহি পায় ॥  
হারিলে লইবে টার কঙ্কণ আমার ।  
জ্বিনিলে লইব আমি মুরলি তোমার ॥  
একথা শুনিয়া দৃঢ় প্রমাণ করিয়ে ।  
ললিতার সাক্ষী রাখে করচা পাড়িয়ে ॥  
পাশা খেলে ব্রজরাজ দশ দশ বলি ।  
বিপু বিপু বলি ডাক দিল চন্দ্রাবলি ॥  
দশ না পড়িল শ্রামের বৈরি হৈল সার ।  
গোপীগণ মাঝে শ্রাম পাইল বড় লাজ ॥  
খেলিতে না পারে শ্রাম করিছেন চুরি ।  
বাধা ও বিশাখা সব দিছে টিটকারি ॥  
দাস গোবিন্দ কহে শ্রাম না খেলিহ আর ।  
হেন বুঝি যায় পাছে মুরলি তোমার ॥

ক. বি. ৮৪৯

৮০৬

আপন জানিয়া স্তম্ভন দেখিয়া পিরিতি করিয়ে তায় ।  
পিরিতি রতন করিয়ে যতন তবে সে সমান যায় ॥



সই পিরিতি বিষম বড়।

পর্যণে পর্যণে মিশাইতে পারে  
তবে সে পিরিতি দড়।

ভ্রমরা সমান আছে কত জন  
মদুলোভে করে প্রীতি।

মধুপান কর্যা উড়িয়া পালায়  
এমতি তাহার রীতি।

কুঞ্জে হুঞ্জে পিরিতি করিলে  
সদাই দুখের ঘর।

আপনার স্থখে পিরিতি করয়ে  
সে পুন বাসয়ে পর।

হুঞ্জে হুঞ্জে অথও পিরিতি  
দে জন করয়ে আশ।

তাঁহার পর্যাণের নিছনি লইয়া  
কহে ত গোবিন্দদাস।

বরাহনগর পুদি ৩ (৮)

মন্তব্য—বোধ হয় কোন এক চণ্ডীদাসের পদে  
গোবিন্দদাসের ভণিতা যুক্ত হইয়াছে।

৮০৭

রাইক মানে বিকল মন-মানসে  
নিজ মন্দিরে চলি গেল।

যশোমতি কর লহ বেশ নব বিজই  
গমনে অহুমতি দেল।

যমুনাক তীরে এক নীপমূলে  
পড়ি রহ নাগর কান।

রাই নিজ মন্দিরে মরম সখি সঞে  
এই দুখ করি অহুমান।

ধিক্ ধিক্ জীবনে হায় গোয়ারিনি  
বোধ শোধ নাহি হোয়।

গোবিন্দদাস কহে শুন সতি ভামিনি  
যব হরি সাধল তোয়।

ক. বি. ১৩২৮

৮০৮

কহে বৃন্দা সহচরি শুন ওহে বংশিদারি  
যদি তুমি হতে পার নারি।

মুকুট উতারি শিরে বান্ধ কবরি  
তবে নারি মিলাইতে পারি।

চূড়া আপনি নামাও হে  
মুকুট উতারি শিরে বান্ধ কবরি

সিন্দুরের বিন্দু পর ভালে।  
তেজি মকর-কুণ্ডল কর্ণে পর কর্ণকুল

কুণ্ডল পড়িল ভূতলে।  
দেখতে পেলাম না নারীর মিলনে হরি

বলয়া পরিহরি কঙ্কণ কিঙ্কিণি পরি  
বক্ষে পরে বিচিত্র কাঁচলি।

বাহমূলে বাজুবন্ধ জ্যোতিতে মলিন চন্দ্র  
গলে পরে বিচিত্র হাঁসলি।

তেজ্য করি পীতাম্বর পরিধান রক্তাম্বর  
চন্দ্রহার শোভে তছু পরে।

সোনার নুপুর পাতা মল বাঙ্গা পায়ে ঝলমল  
কৃতার্থ দাস গোবিন্দ হেরে।

ক. বি. ১৩০২

৮০৯

শ্রী রাগ

নারীরূপ ধরি যদি যেতে পার স্তাম।  
তবে সে ভাদ্রিতে পারে মানিনীর মান।

নাগর কহত বৃন্দে ক্ষতি কিহে তায়।  
নাগরী বেশ তবে বনাহ আমায়।

নাগরে সাজায়ে দিল নাগরী বেশ।  
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশ।

কুণ্ডল থুলি কর্ণে ফুল পরাইল।  
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু শোভা ভালে হইল।



কেশর মুক্তিকা আনি মাখাইল অঙ্গে ।  
 স্বর্ণচূড়ি হাতে দিল কঙ্কণ সঙ্গে ॥  
 পয়োধর করি দিল কদম্ব-কেশরে ।  
 নীলদাড়ী পরাইল ধড়া করি দূরে ॥  
 চরণে আলতা পাতা নৃপুংস বাজে ।  
 রাধানামে বিদেশিনী বীণাযন্ত্র মাজে ॥  
 গোবিন্দদাসে কহে যাই বলিহারি ।  
 মনে লাগি বিদেশিনী মাজল মুরারি ॥

মাদুরী ২।৪.০৪

৮১০

কেশর মুক্তিকা আনি অঙ্গে মাখাইল ।  
 শ্রাম অঙ্গ ঘুচিয়া অমনি গৌরাঙ্গিণী হইল ॥  
 বীণাযন্ত্র করে বীণা প্রতি বলে ।  
 উচ্চৈঃস্বরে বাজ বীণা রাধা রাধা বলে ॥  
 যতনে তোমায় করে ধরিয়াছি বীণে ।  
 হারিয়েছি রাই যদি পাই তব গুণে ॥  
 রাধা রাধা রাধা বলে হয় বীণাধনি ।  
 নিকুঞ্জ থেকে শুনে রাধা বিনোদিনী ॥  
 কাহুর বেণুর মত শ্রবণে শুনি যে ।  
 আকুল হইয়া কয় সখিরে চাহিয়ে ॥  
 বীণা-ধনি শুনি ধনি অধৈর্য্য অন্তরে ।  
 কে বাজায় বীণা উহার আন সমাদরে ॥  
 অহুমতি পেয়ে তখন ললিতা চলিল ।  
 গোবিন্দদাসের দুখ দূরে গেল ॥

ক. বি. ১৩৩৩

৮১১

বালাধানশী

বাম পদ বাড়াইল নারীর স্বভাবে ।  
 দাঁড়াইয়া বৃন্দাদেবী চেয়ে দেখে তবে ॥

রাধার নিকটে যান বীণা বগলেতে ।  
 রাধে রাধে বলি গান করিতে করিতে ॥  
 একে তো হুতান তাথে রাধা নাম শুনি ।  
 কর্ণ-ভুকা ক্ষোভ করে জুড়ায় পরানি ॥  
 বীণার হুতান শুনি হবে নিল চিত ।  
 দেখি নখি রাই পাশে কহেন তুরিত ॥  
 ললিতা আসিয়া বলেন শুন ওগো রাই ।  
 কি অপূর্ণ বীণা এমন শুনি নাই ॥  
 কোথা হইতে বিদেশিনী আইল এক জন ।  
 বীণার হুতান শুনি জুড়াইল মন ॥  
 রাধা বলে আন গিয়ে আমার নিকটে ।  
 বীণাযন্ত্রে গান করে সে কেমন বটে ॥  
 শুনিয়া বোনের কথা ললিতা চলিল ।  
 গোবিন্দদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

মাদুরী ২।৪.০৪

৮১২

তুড়ি

অপূর্ণ বীণার গান শুনিয়া শ্রবণে ।  
 সব পাশরিল রাধা হরিল গেমানে ॥  
 অঙ্গের খুলিয়ে দিছে যত আভরণ ।  
 হাসি হাসি বিদেশিনী ফিরাইল বদন ॥  
 কমলিনী বলে ধনি কোন বর চাও ।  
 যাহা চাবে তাহা দিব বদন ফিরাও ॥  
 শুনিয়া বিদেশিনী ফিরায়ে বদন ।  
 জোড় কর করি তবে কহয়ে বচন ॥  
 নন্দের নন্দনে যত করিয়াছ মান ।  
 ঐ মান রতন ধন মোরে দেহ দান ॥  
 শুনিয়া বচন মুখে বদন কাপিল ।  
 সব ছুঃখ দূরে গেল আনন্দ বাড়িল ॥  
 নারী হয়ে দাসী হতে এলে আমার স্থানে ।  
 তোমার উপর আর কখন না করিব মানে ॥



ছুঁ' মুখ দরশনে ছুঁ' ভেল ভোর ।  
মিলল তৈখন যুগল কিশোর ॥  
দাঁড়াল শ্রামের বামে নওলকিশোরী ।  
গোবিন্দদাস বলে যাই বলিহারী ॥

মাধুরী ২।৪১০

৮১৩

খেতরক্ত নীলোৎপল আদি পুষ্প যত ।  
মল্লিকা মালতী যুধি আর পুষ্প কত ॥  
বনে বনে ফুল তুলি আইলা সহচরি ।  
কবে অব হার গাঁধি দেহ হে কিশোরি ॥  
বিনিহতা বনমালা রাধিকা গাঁধিল ।  
বিশাখার হস্তে আনি সযতনে দিল ॥  
আগে গিয়া বনমালা দিহ তার গলে ।  
মিলিব কুঞ্জেতে নিজ কহিও সঙ্কেত ছলে ॥  
মালা লইয়া সহচরি করিল পয়ান ।  
গোবিন্দদাস তছু পদে গান ॥

ক. বি. ১০৭৫

৮১৪

চেন বা না চেন তুমি হইয়াছ ভূখামি  
নাম বৃন্দে থাকি ব্রজপুরে ।  
পাঠাইলেন রাই আমারে  
খতেক খাতক ধরিবারে  
তাই এলাম যমুনার পারে ॥  
দিয়েছ হে লিখে যত  
এই দেখ দস্তখত  
স্বহস্তে লেখা শ্রাম তোমার ।  
তোমার লেখা স্পষ্ট স্পষ্ট

জগতে আছয়ে রাষ্ট্র  
কর দৃষ্টি চক্ষে আপনার ॥  
কর নাকো বরাজোড়  
রাইবাজার হকুম জোর  
জোর করি লব বৃন্দাবনে ।  
তেজিয়া মথুরাধাম  
চলহ ওহে শ্রাম  
চল এখন রাধার সদনে ॥  
ভেবো না শ্রাম ভাবনা কি  
তোমার তো সকলি বাকী  
উত্তল কিছুমাত্র নাই ।  
গেলেই হবে বন্দোবস্ত  
কেনে আর ঋণগ্রস্ত  
স্বদের দফা রফা দিবেন রাই ॥  
তার রাজ্যে কোটাল নাই  
খেটে খোলসা হইও ঋণে ।  
যদি আসলে হয় অস্থিত  
করিব স্থিত তোর জন্ত ধরিব রাই চরণে ॥  
রাই রাজার করে ধরি এলে হে যমুনার পার  
শ্রাম তোমার নাহিক নিস্তার ।  
সূর্য্য হয় অন্তগামী শীত্ৰ হও অগ্রগামী  
পশ্চাদগামী আমি হই তোমার ॥  
বিলখে কি কলোদয়  
ধার করিলে ধার শুধিতে হয়  
চিরকাল এই ধার... নিস্তার ।  
সূর্য্য হয় অন্তগামী  
শীত্ৰ হও অগ্রগামী  
পশ্চাদগামী আমি হই তোমার ॥  
নত জনের আছে ধারা  
দ্বিগুণে খোলসা করা  
তোমার ধারা করিব রাধার কাছ ।  
গোবিন্দদাসে কর এই যুক্তি রসময়  
বৃন্দাবনে কর অগ্রসর ॥

ক. বি. ১০৭৬



৮১৫

রাই তমু পিরিতি পদার ।  
 তোহারি স্বরণজলে লুটাইল জগজনে  
 এত নহে ধরম বিচার ॥  
 কোকিলা লইল বেশ বিজ্ঞানধরী নিল বেশ  
 মুখশোভা নিল শশিকলা ।  
 মৃগ নিল দুটা আখি ভুরু নিল খঞ্জন পাখি  
 মৃদু হাসি লয়েছে চপলা ॥  
 বিশ্ব নিল অধর নাসা নিল খগবর  
 দশন জ্যোতি লয়েছে মুকুতা ।  
 কাঞ্চন লয়েছে বর্ণ গৃধিনি লয়েছে কর্ণ  
 তোমার রাইয়ের এতেক বিতথা ॥  
 কুচযুগ কনয়া গিরি শ্রীফলে করেছে চুরি  
 ভুজ নিল পদ্মের মৃণালে ।  
 রামরস্তা নিল উরু চরণ মাধুরি চাক  
 রাজহংসে চুরি কৈল ভালে ॥  
 রাইকে ব্রজে একা পাইল সন্তে মিলে লুটি নিল  
 শুন শুন নিষ্ঠুর মাধাই ।  
 গোবিন্দদাস ভণে ধরি শ্রামের শ্রীচরণে  
 একবার ব্রজে চল যাই ॥

ক. বি. ১২১১

বনে থাক দেখু রাখ রাখালিয়া মতি ।  
 তুমি কী রাখিতে পার রাখার পিরিতি ॥  
 ধরে তোমায় লয়ে যাব কে রাখিবে দেখি ।  
 গোবিন্দদাস কহে চল চল আখি ॥

ক. বি. ১২১৩

৮১৭

দুতি তুমি বৃন্দাবনে হও আগুসার ।  
 মাতা পিতায় কহিও কুশল নমস্কার ॥  
 প্রবোধিয়ে কহিও বিশেষ বিবরণ ।  
 ব্রজপুরী তেজ্য হরি নহে কদাচন ॥  
 মিনতি কহিও আমার শ্রীরাধিকার পাশ ।  
 জন্মে জন্মে শ্রীরাধার আমি নিজ দাস ॥  
 অজ্ঞাপি ব্রজেতে আমি করিয়ে গমন ।  
 শ্রীরাধার দর্শন করিব সন্মিলন ॥  
 এতেক বলি ঘোই নন্দের নন্দনে ।  
 এ বোল শুনিয়া দুতি এলো বৃন্দাবনে ॥  
 দুতি অম্বুসরি ব্রজে আইল পীতবাস ।  
 গোবিন্দদাস কহে ভাবের উপাস ॥

ক. বি. ১২১২

৮১৬

নিরদয় হে তুমি আর কি ব্রজে যাবে না ।  
 মাছোড় মা ফেলে পাশরিলে বাণি ।  
 নন্দ যশোমতি অন্ধ লোটার ধরনি ।  
 মথুরাতে রাজা হৈলে রাজছত্র মাথে ।  
 ছিদাম আদি বেড়ায় কেন্দে শিরে দিয়ে হাথে ॥  
 কি স্থখে শয়ন কর রতন পর্বাঙ্কে ।  
 বিধুমুখি পড়ে আছে যমুনার পঙ্কে ॥  
 কি স্থখে শয়ন কর রতন মন্দিরে ।  
 যমুনা তরঙ্গ বহে রাইয়ের নয়নের নীরে ॥

৮১৮

পতিতপাবনী ধনি শ্রীরাধা ঠাকুরাণী  
 বারেক রূপা করিতে জুয়ায় ।  
 দূরে না ফেলিহ মোরে রাখিহ সখির মেলে  
 মিছা কাজে এ জনম যায় ॥  
 কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা  
 ব্রজেন্দ্র-নন্দন-মন-মোহিনী ।  
 এতেক মহিমা শুনি স্বরণ লইহ পুনি  
 ব্রজকুল-উদ্ধার-কারিণী ॥  
 মোর কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব  
 সখি সঙ্গে কুঞ্জে কর বাস ॥



অন্ধকূপ গৃহ-মাঝে      ভুবি বৈহু মিছাকাজে  
নিবেদিল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১০

পদকল্পলতিকা পৃ: ৩৬

৮১৯

জয় শচীনন্দন কর অবধান ।  
ভোজন-মন্দিরে প্রভু করল পয়ান ॥  
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসনে ।  
শীতল জলেতে প্রভুর ধোয়াইল চরণে ॥  
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই ।  
আনন্দে ভোজন করেন চৈতন্য গোসাঞি ॥  
অদ্বৈত ঘরনি আর শাস্তিপুর নাহি ।  
উলু উলু জয় দিয়া প্রভু-মুখ হেরি ॥  
ছয় গোসাঞি বলিলেন ছাদশ গোপালে ।  
অষ্ট কবিরাজ আর মহাস্ত সকলে ॥  
শাক শুকতা ভাজি আর লফরা ব্যঞ্জন ।  
যাহা খায়ে তুষ্ট হইলা শ্রীশচীনন্দন ॥  
দধি ছুট ঘৃত চিনি নানা উপহার ।  
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীকুমার ॥  
দধি ছুট ঘৃত চিনি করতের পানি ।  
যাহা খেয়ে তুষ্ট হইলা সন্ন্যাসি চূড়ামণি ॥  
স্বর্ণ খড়িকা দিয়া করে দস্ত ধাবন ।  
আচমন করিয়া প্রভু বৈদ্য সিংহাসনে ।  
কপূর তাধুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥  
কপূর তাধুল খেয়ে পালকে শয়ন ।  
গোবিন্দদাস করে চরণ সেবন ॥

ক. বি. ২০২১

৮২০

ছিদামে লইয়া সঙ্গে      বিপিনে বিহার বঙ্গে  
আমি তখন ছুয়াবে দাঁড়ায়ে ।  
মনে করি সঙ্গে যাই      গুরুজনার ভয় পাই  
আখি রৈল তুয়া পথ চেয়ে ॥

রত্নশালাতে যাই      তুয়া বন্ধু গুণ গাই  
ধোয়ার ছলনা করি কান্দি ।

যখন তোমায় পড়ে মনে      চাই বৃন্দাবন পানে  
এলাইলে কেশ নাহি বান্দি ॥

মানিক নও মুকুতা নও যে      গলায় পরিব হে  
ফুল হইলে বেশ বনাইতাম ।

নারী না করিত বিধি      তুয়া হেন গুণনিধি  
দেশে দেশে লইয়া ফিরিতাম ॥

অগুরু চন্দন হতেম তুয়া অঙ্গে  
লেপা যেতাম ঘামিলে পড়িতাম রাঙ্গা পায় ।

গোবিন্দদাস কয়      যত সব মনে হয়  
বচনে কি তাহা কথা যায় ॥

ক. বি. ২০৪৮

৮২১

নিকড়ে নাগরবর তুমি সে আমার ।  
নিকড়িয়া দাসী ভাল আমি সে তোমার ॥  
নিকড়ে বাশের বাশী থাকে তোমার মুখে ।  
নিকড়ে বাধার নাম ঘন ঘন ডাকে ॥  
নিকড়িয়া মুখে তোমার নিকড়িয়া হাসি ।  
কড়িয়া কাঁথের কুন্ত জলে গেল ভাসি ॥  
নিকড়ে গোবিন্দদাসের পদ নিকড়িয়া ।  
যেবা গায় যেবা শুনে সেই নিকড়িয়া ॥

ক. বি. ২০৬২

৮২২

ব্রজের পুঞ্জিতা পৌর্ণমাসী ভগবতী ।  
ললিতাদি সহ আইলা জটীলা-বসতি ॥  
দেবীয়ে জটীলা দেখি উঠিয়া দাঁড়াইল ।  
পাদ প্রক্ষালন করি আসনে বসাইল ॥



জটীলা কুটীলা কহে কেন আগমন ।  
 দেবী কহে আইলাম আমি আশিস্ কারণ ॥  
 কালিকার নিশি শেষে দেখেছি স্বপন ।  
 রাধার দক্ষিণে শোভে নন্দের নন্দন ॥  
 জটীলা কুটীলা কহে ভগবতি মাই ।  
 অন্তঃপুরে বধূরে আশিস্ করে যাই ॥  
 ললিতা করিয়া সঙ্গে যাও রে গমন ।  
 রাধার সদনে যায়ে দিল দরশন ॥  
 দেবীর শব্দ শুনি হবল সত্বরে ।  
 সলজ্জ সঙ্গমে যেরে প্রবেশিলা ঘরে ॥  
 রাই বেশে হবল সে না দেখায় মুখ ।  
 গোবিন্দদাস কহে এ রস কৌতুক ॥

ক. বি. ২৫১২

৮২৩

মতে মনে মনে                      করয়ে ভাবনে  
                                          কেন বুঝভাঙ্গ-ঝি ।  
 নাহি আসে হেথা                      নাহি কয় কথা  
                                          ইহার কারণ কি ॥  
 হুচিরা হুন্দরি                      জানয়ে চাতুরি  
                                          রায়ের যতক কলা ।  
 তবে ধীরে ধীরে                      ভবন ভিতরে  
                                          প্রবেশিল করি ছলা ॥  
 চতুর হবল                              দধি দ্বত ঘোল  
                                          ক্ষীর্মা মাখন ছানা ।  
 এ ভাও হইতে                              ও ভাওতে ঢালে  
                                          ঘন করে আনাগোনা ॥  
 হুচিরা হুন্দরি                              হুস্থির চাতুরি  
                                          চরণ চলনে চিনে ।  
 উলটি উড়ানি                              উড়িতে তথনি  
                                          উঘার হইল অঙ্গ ।  
 স্থলপদ্ম-কলি                              উজ্বর যুগলি  
                                          সব সখি দেখে রঙ্গ ॥

রাই বেশ ধরি                              হবল হুন্দর  
                                          ঈশং মধুর ভাসে ।  
 সব সখি মেলি                              হাসি কুতূহলি  
                                          ভণয়ে গোবিন্দদাসে ॥

ক. বি. ২৫১০

৮২৪

এ কোন রঙ্গ তোর দেবি জিজ্ঞাসিল ।  
 পূর্বে বৃত্তান্ত কথা হবল কহিল ॥  
 হবল বলেন দেবি তোমায়ে নিবেদি ।  
 কি করে আসিবে ঘরে বুঝভাঙ্গ-ঝি ॥  
 যোগমায়া করে তবে যুক্তি যোজনা ।  
 মৃত্যু আরাধন লাগি করিল মন্ত্রণা ॥  
 চতুর ললিতা সখি বুদ্ধি উপাঞ্জিল ।  
 হুধ্যপূজার ভাব তখন মনেতে রচিল ॥  
 ললিতা করিয়া সঙ্গে সত্বরে গমন ।  
 জটীলা কুটীলা পাশ দিল দরশন ॥  
 জটীলা কুটীলা পাশ পুন কহে যাই ।  
 তোদের হয়ে বধূ লয়ে পূজিব দেব রায় ॥  
 কুটীলা কহে ভগবতি মাই ।  
 হুধ্যপূজায় কিবা হয় কহ কিবা চাই ॥  
 মোড়শ উপচার কিবা পঞ্চ উপচারে ।  
 লাড়ু দ্বত নবনীতে পূজি সব বরে ॥  
 জটীলা কুটীলা শুনি আনন্দিত মন ।  
 গোবিন্দদাস কৈল দীন আয়োজন ॥

ক. বি. ২৫১১

৮২৫

রাই বেশে হবল এসে দেবি পাশে দাঁড়ায় ।  
 দেবি আখি ঠায়ে কহে বেলা বয়ে যায় ॥



নব নব নাগরি কলা ।  
যেছন চান্দ কি মালা ॥  
বসনে ভূষণে উজোর ।  
শব্দ শব্দ ঘন ঘোর ॥  
শ্রীকৃষ্ণ দরশন ভাব ।  
ঘন তহি জয় জয় রব ॥  
শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত ।  
গোবিন্দদাস ভণিত ॥

ক. বি. ২৫১২

৮২৬

স্বলে দেখিয়া রাই বহু প্রশংসিল ।  
ছজন্য গলার মালা স্বল-গলে দিল ॥  
স্বলের বেশভূষা স্বলেগে দিল ।  
আপনার বেশভূষা আপনি পরিল ॥  
স্ব্যপূজার আয়োজন যত কিছু ছিল ।  
রাধাকৃষ্ণের অগ্রেতে তাহা নিবেদিল ॥  
শ্রীকৃষ্ণের অকূলে কেলি-কদম্ব কুটীরে ।  
কাহ্ন সহ কিশোরি কুসুম কেলি করে ॥  
হেনকালে ঘোর ঘণ্টা শব্দের ঘোষণে ।  
শুনহৈতে রাই শ্রাম চমকিত মনে ॥  
দেবী দূরে দেখে রাই স্বল বেশে আছে ।  
সভে মেলি কুতূহলি গেলা তার কাছে ॥  
শঙ্কশূক্কা হইলা রাই কাহ্নর সহিতে ।  
প্রণাম করিল রাই দেবীর সাক্ষাতে ॥  
সব সখি পাশরিল পূজার পসার ।  
স্বধের সাগরে মগ্ন মন সভাকার ॥  
রাধিকা সুন্দরী বেশ রাখিলেন খুলি ।  
নিজ নিজ বেশ দৌহে করে কুতূহলি ॥  
রাধিকা সম্মুখে দেবি সহাস সম্ভাষে ।  
আখি ঠারি স্বলেগে করে পরিহাসে ॥  
স্বল স্থিষ্ট পূর্বে জ্ঞান ছিল মোর ।  
চোরের সহিতে থাকি সেহ হইল চোর ॥

উত্তর না করে দৌহে মুখে মুছ হাস ।  
মনে মনে স্ব্য ভেল গোবিন্দদাস ॥

তত্ত্ব ২৫১৩

৮২৭

স্ব্য পূজার স্থানে নারিকেল কদলি ।  
পূর্ণ কুম্ভ আর আলিপনা বলি ॥  
পৌর্ণমাসি বলে আন পূজা প্রকরণ ।  
সাক্ষাৎ এই মৃত্যু দেব করহ পূজন ॥  
সহস্র ধার যশোদা কৃষ্ণের হয় রয় ।  
দেবাদি দেবতা ইহ সর্বদেবময় ॥  
গোপীগণ কহে মোরা ইহা নাহি জানি ।  
তৌহ কি আমাদের ঘরে চুরি করে ননি ॥  
অল্ল ননি লাগি রাণী উদুথলে বান্ধে ।  
বান্ধডোর উত্তরোলে মা বলিয়া কান্দে ॥  
এই নাকি এক না সর্বদেবময় ।  
আতীর-মনন কেন বাধা সিঁড়ি বয় ॥  
বস্ত্রহরা ননিচোরা ভাও ভাঙ্গি ধর্য ।  
সাঁঝ সকালে গরু চরায় সেকি পরম ব্রহ্ম ॥  
বিফুর মাধুৰ্য্য ভাব যত ব্রজনারি ।  
গোবিন্দদাস তছু যাও বলিহারি ॥

ক. বি. ২৫১৪

৮২৮

কৃষ্ণ লাগি উপায় না বাধ মনে মনে ।  
অবশেষে দিল দেবি স্ব্যপূজার স্থানে ॥  
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য রসময় ।  
আচমন দিয়া দিল তাহুল সঞ্চয় ॥  
সভে মেলি বর মাগ পূজা পূর্ণ হৈল ।  
গলবস্ত্রে জোড় হস্তে হরি হরি বল ॥



প্রণাম করহ সন্তে পূজা হৈল সাগ ।  
এ গোবিন্দদাস কিছু ইহ রস গায় ॥

ক. বি. ২৪১৫

৮২৯

শঙ্খের শব্দ ঘন ঘণ্টার কলিত ।  
শ্রীমধুমঙ্গল গুনি আইল আচরিত ॥  
পৌর্ণমাসি প্রতি মধু কহে কর চালি ।  
কনক পুতলি প্রায় দেখিয়ে সকলি ॥  
একটি প্রতিমা যদি মধু বটু পায় ।  
সদনে স্থাপন করি দৈন্ত দশা চায় ॥  
কৌতুক কথায় সন্তে হৈলা আনমন ।  
আগু নিল ভক্ষ্য ভোজ্য যে সব প্রকরণ ॥  
হাথ নাড়ি দস্ত করি মধু বটু বলে ।  
ভূদেবে ভূজাহ সব হইবে সফলে ॥  
ব্রাহ্মণ বদনে বিষ্ণু করেন ভোজন ।  
বিপ্র তুষ্টে বিষ্ণু তুষ্ট অভীষ্ট পূরণ ॥  
বিদ্যুৎখে বলে ব্যস্ত না হইও বটু ।  
চিরকাল জানি বিপ্র ব্যবসায় পটু ॥  
অদষ্টা ইচ্ছার দ্রব্য দেবি হাথে দেও ।  
রাখ রাই ছাড় ভাই স্বস্থে বসি খাও ॥  
মাধব স্ববল মধু বৈসে এক সারি ।  
পৌর্ণমাসি প্রতি কৃষ্ণ কহে আখি ঠারি ॥  
বটু বড় পটু পেট ভরা ব্যবসায় ।  
গোবিন্দদাস বলে দেহ যত খায় ॥

ক. বি. ২৪১৬

৮৩০

বটুকে পেটুক কহ গুন দেবি আই ।  
আপন কলঙ্ক কাহু কিছু জানে নাই ॥

আপনা ঘাই কথা ভাই পরকে কয় পাছে ।  
মাটি খাওয়াইয়ে অন্ন পরিচয় আছে ॥  
দীন দ্বিজে পেটুক যে বলিতে পার বটে ।  
যুবরাজ কেনে ব্রজে ননিচোরা বটে ॥  
পুন্দর পূজিবার যে উপকরণ ।  
শৈল-পূজা-ছলে কেনা সকলি ভক্ষণ ॥  
স্বর্গ-পূজার বিধি যদি কুটিলার কই ।  
ভারি ডুরি ভাদ্রি যায় দণ্ড দুই বই ॥  
হরি কহ পরিবেশ সহিত মিষ্টার ।  
বটুরে সাদরে দেহ করি পরিপূর্ণ ॥  
পরস্পর হান্তরসে করিলা ভোজন ।  
আচমন করি কৈল তাহুল ভক্ষণ ॥  
বটু সহ হরি সদা হাস পরিহাস ।  
ব্রজে বিহরই হেবে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪১৭

৮৩১

দেবি রাই শ্রাম সাধি মনস্কাম  
আনন্দ হইল যত ।  
অমরা উপাই তবে তাহা গাই  
মুখ হয় শত শত ॥  
রাই হেনকালে বংশি বটতলে  
শিখা ধরি বিদ্যাদরে ।  
হারে রে রে ভাই কানাই কানাই  
বিষণ শব্দ করে ॥  
অমিয়া মিশাল কর্ণ-রসায়ন  
গুনি শিখা মান কাহু ।  
রাধাভাব ভাবি দাদা সহ জোরি  
উত্তরোল মন তহু ॥  
রাধার নয়ান কটাক্ষ মোহন  
বন্ধন পিরিতি শ্রাম ।  
খুলিবার নারে গৌরি আখি ঠারে  
পরিতোষ পীতবাস ॥



মাধব হবল                      এ মধুমঙ্গল  
চলিলা বলাই পাশ ।  
তবে গোপীগণ              ভবনে গমন  
ভণয়ে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১৮

৮৩২

তবে ভগবতি              বলে শীঘ্রগতি  
চল বেলা গেল ব্যা ।  
চলে গোপীগণ              হরষিত মন  
যতনে উথারি লয়া ॥  
ভুক্ত ভাঙ্গ শেব              কদলি মনেশ  
তুল কুতুম-মালা ।  
কুটিলার ভয়              নৈবেদ্য সঞ্চয়  
যতনে সাজায়ে থালা ॥  
যেন পূর্ববত              শঙ্খ আদি যত  
ঘোর শব্দ হলাহলি ।  
আগে ভগবতি              মাঝে রসবতি  
পাশ গোপাদনা বলি ॥  
দেবী ভগবতী              গোপিকা সঙ্গতি  
মিলিলা জটিল-বাস ।  
কৃষ্ণ লীলাসিদ্ধ              তার এক বিন্দু  
পরশে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১৯

৮৩৩

এতেক মঙ্গলা করি সব সখি মেলি ।  
নিকুঞ্জ মন্দিরে সভে চলে কুতুহলি ॥  
নিকুঞ্জ কাননে সভে রহিল গোপনে ।  
রসবতি রাই কাছ সখিরে যতনে ॥

যেবা মনে আইসে তোর কর মোর বেশ ।  
উভ করি গুণা হারে বান্ধি দেহ কেশ ॥  
মৃগমদকঙ্করি দিয়ে অঙ্গ কর কালা ।  
গলায় গাঁথিয়া দেহ চম্পকের মালা ॥  
কপালে অলকা দেহ সিন্দুর মুছায়ে ।  
কটিতে পীতধড়া দেহ পরাইয়ে ॥  
রাধার বচন শুনি সাজাইল সখি ।  
গোবিন্দদাস দেখে জুড়াইল আখি ॥

ক. বি. ২০২২

৮৩৪

করিয়ে পুরুষ বেশ রাধারে যতনে ।  
নিকুঞ্জ কাননে যায় নাগর বেখানে ॥  
শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরি সখি তাহুল জোঁগায় ।  
শ্রীরসমঞ্জরি সখি চামর ঢুলায় ॥  
ঐছন বিবিধ রঙ্গে রাই চলি যায় ।  
প্রবেশ করিল গিয়া নাগর যথায় ॥  
রাধাকাম জয় বলি দেয় সখিগণ ।  
দেখি চমকিত হৈল নাগর মোহন ॥  
একি অপরাধ আজি দেখি সখি মাঝে ।  
কোথা হৈতে আইল এই নাগর রাজে ॥  
চমকিত হয়ে শ্রাম চারি পাশে চায় ।  
হাসিয়ে ললিতা দেবী শ্রামেরে শুধায় ॥  
তুমি কেবা বট কোন বনের দেবতা ।  
কি কারণে কি লাগিয়ে আসিয়াছ এথা ॥  
সখির বচন শুনি বিমম নাগরবরে ।  
গোবিন্দদাস কহে বাক্য নাহি স্মরে ॥

ক. বি. ২০২৩

৮৩৫

বনদেবী নহি আমি নন্দের তনয় ।  
শ্রাম নাগর বলি মোর নাম হয় ॥



রাধার দরশন লাগি আসিয়াছি এথা ।  
কি লাগি যে বল মোরে বনের দেবতা ॥  
এই মোর নন্দহৃত সখি যার মনে ।  
ছলিতে আমারে বৃষ্টি এসেছে এখানে ॥  
অহুসরে বিজয় কহে বনদেবা ।  
নন্দের নন্দন সৈ আমরা করি সেবা ॥  
সখির বচন শুনি বিমন হইয়ে ।  
চমকিত হয়ে শ্রাম রহে দাঁড়াইয়ে ॥  
সখির বচন শুনি ইন্দ্রিতে ললিতা ।  
ধরেছে তোমার বেশ বৃষভাঙ্গ-হুতা ॥  
বুঝিলা নাগর শ্রাম কপট রাধার ।  
গোবিন্দদাস কহে কিশোরি তোমার ॥

ক. বি. ২৫২৪

৮-৩৬

দেখ দেখি ওহে নাগর এস মোর কাছে ।  
দৌহে এক অঙ্গ হব বড় সাধ আছে ॥  
এত বলি শ্রাম নাগর ধরিল রাধারে ।  
সন্তোষ মিলনে দৌহে আলিঙ্গন করে ॥  
সব সখীগণ দেয় জয় জয় ধনি ।  
আঁটিয়ে ধরহ নাগর রাধা বিনোদিনী ॥  
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি লয়ে মুখে ।  
আপনা আপনি গুণ গান করে স্থখে ॥  
বৃন্দাবন মাঝে দৌহার কেলি-বিলাস ।  
যুগল চরণ হেরি কহে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৫২৫

৮-৩৭

গিরি পরিহরি করিলেন শ্রীহরি ।  
মদনকুঞ্জে মদনমোহন বাজান বাঁশরি ॥  
অসময় রসময় বাজায় বাঁশরি ।  
শুনিয়া অধৈর্য্য হইল ভাঙ্গ রাজকুমারি ॥

৪৭

শ্রামের মুরলি-ধ্বনি শ্রবণে লাগিল ।  
নিবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিকটে রহিল ॥  
দিবসে বাঁশির গান শুনিয়া শ্রবণে ।  
মণিহারি কণির মত চাহে সখি পানে ॥  
কে যাবি আমার সঙ্গে শ্রাম দরশনে ।  
সঙ্কেতে বাজিছে বাঁশি সঙ্কেত বিপিনে ॥  
আয় সহচরি বলে হেরি গিয়ে হরি ।  
গোবিন্দদাস বলে লহ সঙ্গে করি ॥

ক. বি. ২৫৬২

৮-৩৮

রাধারে উতল দেখি কহিছে ললিতা সখি  
বিধুমুখি ধৈর্য্য ধর মনে ।  
গৃহে গুরুজন আছে গল্পনা দিবেক পিছে  
সময়ে যাইব নিধুবনে ॥  
ভূষণে ভূষিত হয়ে ভুবনমোহিনী ।  
হরি দরশনে যায় কুঙ্কর-গমনী ॥  
বৃষভাঙ্গ-নন্দিনী রমণীর শিরোমণি  
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গে ।  
নুপুর পাতা পাদমল করিতেছে কলমল  
নিরখিতে চলিল ত্রিভঙ্গে ॥  
সজোজাত ক্ষীর ননী লইল যতনে ।  
ক্ষীরতাণ্ড ছানা আদি আনন্দিত মনে ॥  
ভুঙ্গবিজ্ঞা সখি নিল ফুলসাজি সঙ্গে ।  
পথে পথে ফুল ফেলি যায় নানা রঙ্গে ॥  
ললিতা বিশাখা স্বন্ধে হস্ত আরোপিয়ে ।  
বাড়াইল বাম পদ শ্রাম জয় দিয়ে ॥

যাইতে যাইতে পথে অবশ অঙ্গ প্রেমেতে  
অধীরা হইয়া ধনি বলে ।  
নিরখিতে কৃষ্ণনিধি পদ মোর হলো বাদি  
অচল হইল নাহি চলে ॥  
যে বনে প্রাণকান্ত আছে সে বন এত দূর আছে  
বল মোরে মরমিয়া সখি ॥



শুনি গুণে কহে পুন নিকট হইল বন  
গ্রাম অঙ্গের সৌরভ হৃদামুখী ।  
তখন ঘাইতে ঘাইতে কুটিলার সঙ্কেতে  
আচণ্ডিতে দেখা হইল পথে ।  
দেখি ধনি শশব্যস্ত চক্রে ঘন বাহ্যস্ত  
কিরণ মলিন ভয়েতে ।  
কহে গোবিন্দদাস হেরিয়ে মন উদ্বাস  
ঘন ঘাস বহিছে নাসাতে ।

ক. বি. ২৪৬২ খ

৮৬৯

কুটিল। কুমতি তখন হেরিয়া রাধারে ।  
বলে কোথা যাক রাই লাস বেশ করে ।  
প্রবেশ করিয়ে অঙ্গে চলিছ রূপসি ।  
বিকার ঘটিল বুঝি শুনিয়াছ বাণি ।  
দেবের দুর্ভাগ্য ব্রহ্ম কাপড়েরে ঢাকি ।  
বিপিনে ঘাইয়া দিবে রাখালেরে ঢাকি ।  
বড়াই বুড়ির ভাঙ্গিব জারি আয়ানেরে বলি ।  
ঐতো আন্দেরে কুলে চড়াইল কালি ।  
পরের বনশি লয়ে যে ঘাইয়ে বিপিনে ।  
অনায়াস মিলায়ে দেয় রাখালের সনে ।  
কেমনে করিল প্রেম রাখালের সনে ।  
গোচারণে গত দিন পিরিত্তি কী জানে ।  
চন্দ্রাবলি আদি সব বস্তুনি গণে ।  
অনায়ে মজিয়া গেল রাখালের প্রেমে ।  
গোবিন্দদাস কহে কুটিল। হৃদয় ।  
চিনিতে নাহিলে তুমি কাকন সে হরি ।

ক. বি. ২৪৬০

৮৮০

মনদি মোর কৃষ্ণ নিধি ভাবে যারে মহেশ বিধি  
হেন নিধি চিনিলা না নয়নে ।

সমুদ্রে করিয়া বাস তবু না হলো বিধাস  
শিখাসাতে মরিলি পরাণে ।  
মনদি মোরে ছাড়ি দেহ মিথ্যা ধনুবে দেহ  
অগ্রগামী হয়েছে পরাণ ।  
এত শুনি কুটিলে কোণে অগ্নি হেন অলে  
নিজ গৃহে করল পয়ান ।  
মন দুখে মৌন হয়ে লয়ে সহচরি ।  
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা বসের মজরি ।  
বিনোদ-বিহারী ধনি বিনোদিনীর করে ।  
কি হেতু মলিন দেখি শু মুখ ইন্দুরে ।  
সুর্গদ। চকল অতি না জানি কারণ ।  
বিশেষে করিয়া বল শুনি সে কারণ ।  
শুনিয়া কহেন রাই নিবেদি চরণে ।  
আদিবার কালে দেখা কুটিলার সনে ।  
না জানি কপালে আজি কি আছে আমার ।  
তে কারণে ভাবি আমি কি বলিব আর ।  
শুনিয়া কহেন গ্রাম সহ্যস্ত বরনে ।  
কি হেতু করহ চিন্তা সামান্ত আয়ানে ।  
গোবিন্দদাস দেখি হইল বিম্বয় ।  
যে নামে ভবভয় বায় তার আয়ানে কি ভয় ।

ক. বি. ২৪৬০ (খ)

৮৮১

দেখা কুটিল। কুচকি ব্রজে আপি নিকেতনে ।  
কহিল সকল কথা নির্জনে আয়ানে ।  
দেখাতে না পারি মূখ লোকের কাছেতে ।  
কালার সঙ্কেত রাই বসিয়া নিকুড়ে ।  
অগ্নি হেন অলি উঠে শুনিয়ে আয়ান ।  
করেতে লইল এক খণ্ডা খরদান ।  
করেতে লইয়ে খণ্ডা মনে দেয় পাক ।  
তুই চক্ষু ঘুরে ঘেন কুমারের চাক ।



শবন গমনে বীর গমন করিল ।  
গোবিন্দদাস কহে কুজে প্রবেশিল ।

ক. বি. ২১৩৪

৮৪২

বিলাস করেন রাই কুজে শ্রাম গনে ।  
হেনকালে দূরে দূর হইল আয়ানে ।  
কম্পিত হইল রাই দেখিয়া আয়ান ।  
শ্রামপদ ধরি বলে আজ হাবাইলাম প্রাণ ।  
মোর প্রাণ যায় যদি খের নাহি করি ।  
আমার লাগিয়ে প্রাণ হাবালে মরাবি ।  
শুনি কহে বাশি-বয়ান কোন ময়ে দীক্ষা আয়ান  
বল বল শুনি কমলিনী ।  
শুনি কহে বিনোদিনী শুন ওহে চিত্তামনি  
কালী-ময়ে দীক্ষা আয়ান জানি ।  
হাসি হাসি কালো শবী বাশিরে করেন অসি  
বনমালা মুণ্ডমালা হয় রে ।  
দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামত  
মোহন চূড়া মুকুট হইল শিরে ।  
অঙ্গেতে রুদ্রির বিন্দু ললাটেতে অর্ধ ইন্দু  
শোভে যেন ইন্দুবর জিনি ।  
মরশির কটী পরে মরি কিবা শোভা ধরে  
মরশিরধারিণী রুদ্রাঙ্গী ।  
শোভে লোলরসনা ঘোররবা বিবদনা  
সাধকেরে বর-প্রদায়িনী ।  
হেরিয়ে গোবিন্দদাস গলেতে নিয়ে বাস  
পূর্ণ আশ পূর্বালেন ভবানী ।

ক. বি. ২১৩৪ (খ)

৮৪৩

হাসি হাসি কালো শবী বাশিরে করেন অসি  
মোহন চূড়া মুকুট হইল শিরে ।

দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামতে  
ময়ন ললাট উপরে ।  
লোল জিহবা লহ লহ ভালে অগ্নি অহরহ  
কটমট বিকট দশন ।  
ছিল মকর-কুণ্ডল প্রতি করি উল্লসি  
নবদিশু হইল হুশোভন ।  
আছিলেন বিবুজ হইলেন চতুর্ভুজ  
যজ্ঞ ধরা বাম উর্ধ্ব করে ।  
আর বাম অধ করে মরশির শোভা করে  
বনমালা মুণ্ডমালা হইল ।  
রাবাতর নাশিতে শ্রাম হইল আশিতে  
মরি মরি কিবা সে উজ্জল ।  
দেখিতে দেখিতে সে শাধপদ্যতে  
শিবরূপ শব হল হর ।  
কহে দাস গোবিন্দ শ্রামা হইল শ্রীগোবিন্দ  
ওরে ময়ন হের অনিবার ।

ক. বি. ২১৩৪

৮৪৪

কালি রূপ দেখি তখন যত সবিগণ ।  
আনন্দে করয়ে সতে পূজার আয়োজন ।  
গজাজল বিঘবল জবাবল আদি ।  
মহামায়া পূজিবার আছে যেই দিবি ।  
বক্স বহু আদি করি বক্স চন্দন ।  
নানাবিধ সতে কবে পূজার আয়োজন ।  
শ্রাম শ্রামা হইল দেখি ভাঘর কুমারী ।  
যোগেতে যেলেন ধনি যোগের ঈশ্বরী ।  
হেড়িয়ে কালিকা রূপ ভাঘর চহিতে ।  
বসিলেন যোগাঙ্গনে শ্রীশাধ পুজিতে ।  
বিধিমত ভূতভুজি হুবিধান যত ।  
ময়ন মুদিয়া ধনি বসিল যোগেত ।



জবাদল গদ্বাজল বিবদল লয়ে ।

চরণে অর্পণ করেন আনন্দিত হয়ে ।

হেন কালে আয়ান আসি নিকট হইল ।

কৈলাস তেজিয়া কালি নিকুঞ্জে দেখিল ।

অমনি হস্তের খড়্গ ফেলি ধরাসনে ।

দণ্ডাকার পড়িলেন কালিকা চরণে ।

গলগলরক্তবাস চক্ষে বহে নীর ।

বলে আমি কি জানিব অ...বিধির ।

আমি অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি ।

কমলিনীর গুণে যদি দেও চরণ ছুখানি ॥

মা তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিব্যরাতি ।

কণীক্স মণীক্স আদি তোমাতে উৎপত্তি ।

আমি অতি মূঢ়মতি অতি সে অজ্ঞান ।

দয়া করি চরণেতে দেহ মোর স্থান ॥

গোবিন্দদাস এই অভিলাষ করে ।

শ্রাম শ্রামরূপ জাগে হিয়ার মাঝারে ॥

ক. বি. ২৫৩৬

৮৪৬

জটিলার ঘরে বসে শুভি রহু শ্রাম অঙ্গে

চমকি উঠিল বিনোদিনী ।

বিষম সঙ্কট মর শুন শ্রাম স্ত্রনাগর

গুরুজনা জানিবে এখনি ॥

হাসিবে সব ঘরে পরে সঙ্কটে পড়িয়া গেলেম মরে

অলস তেজিয়া দেখি করে কয়ালিয়া আঁধি

ধাইয়া চলিল বনমালী ।

পরিতে পরিতে বস্তু চলি গেল অতি দ্রুত

রাই শয্যায় ফেলিয়া মূরলি ॥

খনেক সময়ে আসি কুটীলা পাইলা বাশি

প্যারী ছিল শয্যার উপরে ।

বাশরি লইয়া যায় যথা আছে জটিলায়

কি বলিব বাহু নাহি স্বরে ॥

লোকেতে বলে জা নয়নে দেখিল তা

জানা গেল রাই কলঙ্কিনী ।

গোবিন্দদাস কয় গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত হয়

আর কি করিবে গুণমণি ॥

ক. বি. ২৭২

৮৪৫

রে কুটিলে দেখা আমার এত নয় নীলমণি ।

হেরি প্রত্যক্ষিতে নিকুঞ্জেতে শঙ্করদয়বাসিনী ॥

রাধারে অসতি জ্ঞান সদা কর মনে ।

কালি-পদ পূজে রাই আসিয়া নির্জনে ॥

করিতে কুস্তুর তব পেলেন পরামর্শ ।

সতি সাধ্য রাই আমার হলেম রাই হতে কৃতার্থ ॥

আর যদি কলঙ্কিনি বলহ রাধার ।

খড়্গেতে কাটিয়া মাথা দিব জয় মার ॥

ধরসান দেখি ধনির উড়িল পরাণ ।

স্তব সাঙ্গ করি গৃহে চলিল আয়ান ॥

স্তব করি আয়ান তখন ভবনে চলিল ।

গোবিন্দদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

ক. বি. ২৫৩৭

৮৪৭

কুটীলা চলিল গোপীদের ঘরে ডাকিয়া আনিতে সভে ।

কুটীলা দেখিয়া ব্রজগোপী সব মনে মনে তারা ভাবে ॥

পৌর্ণমাসি ভালে গোপীর মণ্ডলে সাক্ষাত করে আসি ।

এত শুনি সভে মনে মনে ভাবে জটীলা নিকটে আসি ॥

জটীলার ঘরে গোপীগণ আইল তথা ।

তোমা সভাকারে আমি কব ছাংখের কথা ॥

গোপী বলে তোমার কথা পারিলাম বুঝিতে ।

ঘরের কন্দল বটে শুনিব পশ্চাতে ॥

আমাদের ঘরে এক আশ্চর্য্য কথন ।

কইলে কথা লাজে মরি একি বিবরণ ॥

এত দিন করি বাস এ ব্রজ মণ্ডলে ।

শুতিছিলাম আচম্বিতে মূরলি পরে কোরে ॥



সোনা দিয়া মুখ বাঁধা দেখিতে হৃন্দর ।  
 বিশাখা বলেন মোর শুনহ উত্তর ॥  
 ওগো আরো সন্ধ্যায় এক পেয়েছি মুরলি ।  
 বিনা দোষ হয় পাছে কলঙ্কের ডালি ॥  
 চিত্রা চম্পকলতা সখিগণ কয় ।  
 আমরা পেয়েছি বাঁশি কে কে লাগে ভয় ॥  
 মকর-মুখ বাঁশি সেই ছিত্র আছে গায় ।  
 তোদের ঘরে কিবা কথা জটিল শুধায় ॥  
 সভাকার কথা শুনি অন্তরে গুমরে ।  
 আমাদের ঘরের কথা মিটিয়াছে ঘরে ॥  
 গোবিন্দদাস কহে কে বুঝিতে পারে ।  
 কখন দিলেন কৃষ্ণ মুরলি ঘরে ঘরে ॥

ক. বি. ২৭২২

৮৪৮

যশোদা বলেন বাণী সেথে ইন্দু নীলমণি  
 করে কেন না দেখি মুরলি ।  
 কহ যাঁহু আমাদের গিয়াছিলি কার ঘরে  
 বদন মলিন বনমালী ॥  
 থাইয়া আমার মাথা মুরলি হারালি কোথা  
 হায় গোপাল কি কাজ করিলে ।  
 মায়ের কপালে লেখা হেদে গো রামের মা  
 না জানি কি আছে কপালে ॥  
 সোনা যে হারাতে নাই কি করিলি কানাই  
 কান্দিয়া কান্দিয়া বাণী বলে ।  
 হায় আমি কি করিব দেশান্তরি হয়ে যাব  
 তুমি বাস ঘূচালে গোকুলে ॥  
 কৃষ্ণ বলে কান্দ কেনে আমি যাই গোচরণে  
 মুরলি লইয়া নিজ করে ।  
 জটিলার খন্দ থাইল কুটিল মুরলি নিল  
 আমি যাই আনিবার তরে ॥  
 করিয়া কিবা এক ছল চলিল গোপাল  
 পর্ত্তন নিকট তহি যায় ।

দেখিয়া মকটী পাল ডাকি কহে নন্দলাল  
 গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥

ক. বি. ২৪০০

৮৪৯

শুন রে বানর আমার উত্তর জটিলার ঘরে বাও ।  
 সোনার বাঁশরি এসেছি পাসরি আমারে আনিয়া দাও ॥  
 কীর সর ননী থাওয়াইব আমি শুন রে বানরগণ ।  
 এত শুনি সতে মনে মনে ভাবে যাবট পুরেতে জান ॥  
 জটিলার ঘরে চালের উপরে ছয়ার বসিয়ে কত ।  
 অগ্ন্যকার করে সহিতে না পারে গালি দেয় অবিরত ॥  
 ঘরের ভিতর শিকার উপরে তাও ভাদ্রি ননি খায় ।  
 দস্ত কিড়িমিড়ি করয়ে বানর দেখিয়ে তরাস পায় ॥  
 অনেক কালের পুরাণ বেসালি ভাদ্রিয়া ফেলিল তারে ।  
 কুটিলার হাতে আছিল মুরলি কুলুপ ফেলিয়া মারে ॥  
 মুরলি পাইয়া আনন্দিত হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ত্ততে যায় ।  
 মুরলি পাইয়া আনন্দিত হইয়া হাসয়ে গোবিন্দ রায় ॥  
 মুরলি লইয়া শ্রীবদনে দিয়া ধবলি বলিয়া ডাকে ।  
 হৈ হাথা করি উঠেঃস্বরে হরি দাঁড়াইল গোবিন্দ নিকটে ॥

ক. বি. ২৮০১

৮৫০

ভাটিয়ারী

হৃন্দরি তুয়া গুণ গণিতে গণিতে ।  
 মনে করি কতবার শুধিতে তোমার ধার  
 পুন আমায় হইল জনমিতে ॥  
 কলিতে পুরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি  
 খুদিলাম নিজ হাতে লিখি ।  
 খত রইল তব হাতে খাতক হইল নন্দহুতে  
 খত ছাড়াই বল কিসে দেখি ॥



খত ছাড়াইতে যদি নাহি দেয় বিধি  
 ব্যাজ লাগি কি বৃদ্ধি করিব ।  
 জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লুটাইয়া মাখিব ধূলি  
 ইহা বই ব্যাজ নাহি দিব ।  
 এত কহি শ্রামরায় ধনির বদন চায়  
 গদ গদ কহে আধ ভায় ।  
 ও চাঁদ বদনখানি বগনে মুছান ধনি  
 কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ১।৫২২

৮৫১

সুন্দরি ঝটকার মনোহর বেশ ।  
 সময় হইলে আসি বাজিবে সঙ্কেত বাশি  
 ধৈর্যের নাহি রবে লেশ ॥  
 গমন মনুর ভাবে কবরী আউলাইয়া যাবে  
 ঝটকর বেণীর রচনা ।  
 শ্রমজলে যাবে ভাসি মলিন হবে মুখশশী  
 কাজর পরিতে করি মানা ॥  
 নীল অট্ট পট্ট শাড়ী আটিয়া পরহ গোরি  
 থসিয়া না পড়ে সেই কালে ।  
 কাঁচুলি পরিয়া হার ভিতরে রাখহ তার  
 ছিঁড়িলে থাকয়ে যেন গলে ॥  
 নুপুর পরিতে বলি পুন তা নিবেদ করি  
 চলিতে চরণ হবে তারি ।  
 আর এক ভয় আছে গুরুজনে আগে পাছে  
 কলরব শুনিয়া তাহারি ॥  
 দূতীর চাতুরী কথা শুনে বুঝতাহ-সুতা  
 বদনে বসন দিয়া হাসে ।  
 দিয়া প্রসাদী পান দূতীর রাখয়ে মান  
 কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ২।৩১

৮৫২

সিন্ধুড়া

সখি আমার কি কাজ ভূষণে ।  
 আমার মন যা করে শ্রামের তরে  
 আমার পরণ তা জানে ॥  
 আমার নয়ন ভূষণ শ্রাম-দরশন  
 শ্রবণ ভূষণ শ্রাম-শ্রবণ ।  
 আমার করের ভূষণ শ্রাম-প্রেম-মণি  
 শ্রাম নামে ঝরে পানি ।  
 হিয়ার ভূষণ শ্রামাঙ্গ পরশন  
 গলার হার ( শ্রাম ) রতন মণি ॥  
 আমার কণ্ঠের ভূষণ কনকের মালা  
 নাসার ভূষণ ( শ্রাম ) অঙ্গগন্ধ ।  
 আমার পিরীতি ভূষণ শ্রাম-প্রতি তনু  
 ( শ্রামের ) অঙ্গগত দাস গোবিন্দ ॥

মাধুরী ২।৩৩

৮৫৩

বেহাগ

মন মন মধুর তান  
 বাশী কোন বা কুঞ্জে বাজিল রে ।  
 নব নাগরী ও শ্রীরাধে  
 ধনি অনঙ্গ রঙ্গে মাতিল রে ॥  
 বাশী না জানে অঙ্গ পর কি আপন  
 তনু মন সব দহিল রে ।  
 মখি বাশী বাজে বেগি বেগি ।  
 আর ত ঘরে রইতে নারি ॥  
 মুরলী গান পঞ্চম তান  
 যমুনা উজান ধাইল রে ।  
 বাশী অন্তরে সরল উগারে গরল  
 কুলবতীর কুল নাশিল রে ॥



বাশী তোদের বাজে কানের কাছে ।

আমার বাজে হিয়ার মাঝে ॥

তোরা সবাই ত শুনিলি বেণু ।

( বল গো ) আমার কেনে আউলাইল তহু ॥

গোবিন্দদাসের তহু জর জর

পাঁজরেতে শর ফুটিল রে ।

মোর বোল ধর না বাজিহ আর

জীবনের আশা মিটিল রে ॥

মাধুরী ২।৩৪

৮৫৪

শ্রী রাগ

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে ।

হিয়াতে সাধ মোর চরণ সেবিত্তে ॥

দাস করি লেহ মোরে ও রাধা চরণে ।

সখির সমাজে মোর রহক ঘোষণে ॥

এক দিঠে চাহে ধনি বধু-মুখ-পানে ।

কত শত ধারা বহে ও ছুই নয়ানে ॥

চিত পুতলী ধনি ধুলায় লোটায় ।

হেরি মুরছিত ভেল বিদগধ রায় ॥

চৌদিকে সখিগণ করে হায় হায় ।

কোন সখি কহে অব কি করি উপায় ॥

কান্দিয়া ললিতা কহে উঠ প্রাণ রাই ।

সহচরীগণ তবে স্তামেরে জাগাই ॥

সখিগণ যুগতি করিল অহুপাম ।

হুঁহাকার শ্রবণে কহয়ে হুঁ নাম ॥

বহুক্ষেণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল ।

আখি মিলে হুঁজন উঠল তহু মোড় ॥

অচেতন ছিলা দৌহে সচেতন ভেল ।

সহচরীগণ-মন-হুধ দূরে গেল ॥

বসিল নিকুঞ্জ বনে রাই বাম পাশ ।

হুঁ রূপ নিরখই গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ৩।৩৪৩



## পারিশিষ্টে (ঘ)

মৈথিল গোবিন্দদাসের পদ

৮৫৫

সাএ সাএ কা লাগি      কৌতুকে দেখল  
নিমেষে লোচন আধে ।  
মোর মন মৃগ      মরল বেধল  
বিষম বান বেআধে ॥  
গোরস বিরস      বাসি বিশেষল  
ছিকেছ ছাড়ল গেহা ।  
মুরলি ধুনি স্থনি      মন মোহল  
বিকেছ ভেল সন্দেহা ॥  
তীর তরঙ্গিনি      কদম্ব কানন  
নিকট জমুনা ঘাটে ।  
উলটি হেরৈতে      উবটি পরল  
চরণ চৌরল কাটে ॥  
স্বকৃত স্বকল      স্বন্দহ স্বন্দরি  
গোবিন্দ বচন সায়ে ।  
সো রম রমন      কংস নরাএন  
মিলত নন্দ-কুমারে ॥

রাগতরঙ্গিণী ১০০

৮৫৬

অগর উগর      গারি মৃগমদরস  
কএ অহুলেপন দেহ ।  
চললি তিমির মিলি      নিমিষে অলখ  
ভেলি কাচকসনি মসিরেহ ॥  
হে মাধব ! হেরহ হরখি ধনি      চান উগল জনি  
মহিতলে মেটি কলঙ্ক ।  
ঘর গুরুজন হেরি      পলটতি কত বেরি  
সসিমুখি পরম সঙ্গ ॥  
তুঅ গুণ গণ কহি      আনলি অ সাহি টারি  
দৈএ স্বমুখি বিসবাস ।  
তে পরি পরাহস      জে পুহু পাবিঅ  
পরধন বিহু পরয়াস ॥  
জপল জনম সত      মদন মহামত  
বিহি স্বকলিত কর আজ ।  
দাস গোবিন্দ ভন      কংস নরাএন  
সোরম দেবি সমাজ ॥

রাগতরঙ্গিণী ১০১



# গোবিন্দদাসের যুগ



## প্রথম অধ্যায়

### কবির জীবনী ও কাল-নির্ণয়

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা লেখেন। উহাতে বীরভদ্র, গঙ্গাদেবী, বৃন্দাবনদাস, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে যাহারা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামী রামকলিতে অত্যন্ত শিশুকালে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিবক্তাকরে একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে (পৃ: ৪৫)। সে সময়ে তাহার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর হইলেও, প্রভুর তিরোভাবের সময় তাহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর হয়; অথচ তিনি কখনও শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীজীবের নাম আছে, কারণ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বৃন্দাবনদাস ও বীরভদ্রের মতন তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কবিখ্যাতি লাভ করেন নাই; করিলে তাহার নাম ঐ গ্রন্থে থাকিত। তাহার পিতা চিরঞ্জীব যে শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত অহরন্তর ভক্ত ছিলেন এবং মহন্তর ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা ঐ গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

খণ্ডবাসী নরহরে: সাহচর্য্যাহন্তরৌ।

গৌরান্ধকাস্তশরণৌ চিরঞ্জীবস্থলোচনৌ। (২০২)

অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী নরহরির সাহচর্য্যহেতু গৌরবান্বিত চিরঞ্জীব ও স্থলোচন এই দুইজন একান্তভাবে শ্রীগৌরান্ধকের শরণ লইয়াছিলেন। এই শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অহমান করেন যে, চিরঞ্জীব দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি শাক্ত ছিলেন (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ: ৬৩-৬৪)।

যাহা হউক, (কবি একদিকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণব কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন নাই; অন্যদিকে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন

যে, শাক্ত হইয়াও যশোহরের প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে আদৃত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রতিদানে কবি অন্ততঃ দুইটি পদের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত করিয়াছেন (পদসংখ্যা ৪৬৪ ও ৬০৩)।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামরাম বহুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' (পৃ: ২৭) লিখিত এক কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্য আগ্রায় বাদশাহের সামনে একটি সমস্তা পূরণ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

সো বরকামিনী নীর নাহারতি

রিত ভালি হৈ।

চিরমচরকে গচপর বারিকে

ধীরেছু চল চলিহৈ।

রায় বেচারি আপন মনমে

উপমা ও চারিহৈ।

কৈছন্দ মরোরতি সেত ভুজধিনী

জাত চলিহৈ।

পাঠীর পাঠ বিকৃত—ইহার বিস্তৃত পাঠ উদ্ধার করা প্রয়োজন; আপাততঃ ইহার মানে বুঝা কঠিন। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্যেরও কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল, কাজেই তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাদ্যলী কবি গোবিন্দদাসকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন মনে হয়। (প্রতাপাদিত্য শক্তি-উপাসক হইলেও তাহার প্রাসাদে গোবিন্দমূর্তিও ছিল) রামরাম বহু লিখিয়াছেন যে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে চকের 'মধ্যস্থলে নানাবর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চতর দিবা মঞ্চ তাহার উপরে শ্রীমূর্তির বার হয় বিশেষতঃ পূর্ণ উজ্জ্বল সময়ে গোবিন্দদেব তাহার উপরে বিরাজমান হইত' (পৃ: ৩৮)। তিনি আরও বলেন যে, অভিষেকের উৎসবের সময় 'রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্থ ও বৈজ্ঞ



আর ব্রাহ্মণ লোকেরদের আগমন পাঁচদিন থাকিতে আরম্ভ হইল' (পৃ: ৪২)। এরূপ সমারোহের সময় গোবিন্দদাসও হয়তো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। (গোবিন্দদাস তাঁহার 'প্রেম আগুনি মনহি' ও 'নি ওনি' ইত্যাদি পদের শেষে ত্রিরাধার মানজনিত বিরহে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ কষ্ট পাইতেছেন বর্ণনা করিয়া ভণিতায় লিখিয়াছেন—

প্রতাপআদিত্য ও রস গাহক  
দাস গোবিন্দ ভান। (৪৬৪)

আবার 'শুন নিরদয়-জদয় মাধব' ইত্যাদি পদে রাধার বিরহ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এতহি বিরহে আপহি মুরদই  
শুনহ নাগর কান।

প্রতাপআদিত্য এ রসে ভাসিত  
দাস গোবিন্দ গান। (৬৩৩)

দুইটি পদেই বিরহরসের রসিক বলিয়া প্রতাপাদিত্যকে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

আমরা যে ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার পাঠান্তরও আছে। এইরূপ পাঠান্তর আসিল কিরূপে? প্রথম পদটির ভণিতা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্বলিত দীনবন্ধুদাসের সংকীর্ণনামৃত হইতে দেওয়া হইল। সম্ভবতঃ পদকল্পতরুর পূর্বেই সংকীর্ণনামৃত সম্বলিত হইয়াছিল। ইহার পাঁচ বছর পরে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথির ভণিতায় আছে—

রায় গোবিন্দ ও রায় গাহক  
দাস গোবিন্দ ভণেরে।

পদকল্পতরুর ভণিতা—

প্রাত আদিত্য ও রস গাহক  
দাস গোবিন্দ ভণে। (৫৬৮)

আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সম্বলিত ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে আছে—

রায় চম্পতি এ রস গাহক  
দাস গোবিন্দ ভণে। (২১৩)

শাস্তিনিকেতনের একটি পুথিতে যে প্রতাপাদিত্য ও

রায় চম্পতি এই ডবল নাম আছে তাহা ৪৬৪-সংখ্যক পদের টিকায় দেখাইয়াছি। দ্বিতীয় পদটির ভণিতা আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির ৫৩৭-সংখ্যক পদ হইতে দিলাম। বৈষ্ণবপদলহরীতেও (৪৪২) ঐ ভণিতা আছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে (১৭২০) ও পদামৃতসমূহে (৩১২ পৃ:) ভণিতা—

দাস গোবিন্দ এ রস গাহক  
ভাওয়ে রায় বসন্ত।

(প্রতাপাদিত্যের নাম গোবিন্দদাস যদি পদে উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে অল্প কেহ যে পরে বসাইয়া দিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন; তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি কেহ রাজ্য পান নাই। সুতরাং তাঁহাদের খুসী করিবার অল্প কেহ প্রতাপাদিত্যের নাম জুড়িয়া দেন নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলী বাহারা গান করিতেন ও পুথিতে লিখিয়া রাখিতেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব; আর প্রতাপাদিত্য যে শাক্ত ছিলেন তাহা সকলেই জানিতেন। সে দিক দিয়াও গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নাম জুড়িয়া দেওয়ায় কাহারও স্বার্থ ছিল না। আমার ধারণা যে, কবি প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম দিয়াছিলেন; পরে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতন হইলে জাহাঙ্গীরের রোষ হইতে নিজে কে বাচাইবার অল্প তিনি ঐ নাম পরিবর্তন করিয়া রায় চম্পতি, রায় গোবিন্দ ও রায় বসন্তের নাম দিয়াছিলেন। রায় চম্পতি ও রায় বসন্ত কবি; রায় গোবিন্দ কে ছিলেন তাহা জানা যায় না।) কবির ৪৬৪-সংখ্যক কবিতার ভণিতার মৌলিক পাঠ সংকীর্ণনামৃত ও পদকল্পতরুর সম্বলয়িতারা পাইয়াছিলেন, আর পরিবর্তিত পাঠ পাইয়াছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩-সংখ্যক পুথির লেখক। এই অসুখ্যমান যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গোবিন্দদাস ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের পরেও কিছুকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি কোন এক বৎসরের আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তিরোধান করেন।

(গোবিন্দদাস কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা



নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। অগ্গম ভদ্রমহাশয় গৌরপদ-  
তরঙ্গিনীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—“গোবিন্দ কবিরাজ  
১৪৫২ শকে ( ১৫৩৭ খ্রীঃ ) জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে ( ১৫৭৭  
খ্রীঃ ) দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাবিন  
কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।  
এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন” ( পৃঃ  
৭০ )। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া  
তিনি লেখেন, “রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপে ‘ভজন’  
ও বর্ণন করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্ত্তন গান করেন।”  
ভদ্র মহাশয় অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির মত উদ্ধৃত না করিয়া  
প্রেমবিলাসের বিবরণ তুলিয়া দিলে তাঁহার মতের গুরুত্ব  
বৃদ্ধি পাইত। প্রেমবিলাসের বিবরণ এইরূপ :—

গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে শাক্ত ছিলেন। তাঁহার  
বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট  
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞগ্রামে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন  
করিতেছিলেন এমন সময়ে গোবিন্দ গ্রহণী রোগে পীড়িত  
হন।)

এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য করণ।  
গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন।  
তাঁর দেবী-উপাসনা শাক্ত মহামায়া।  
সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তাঁর দয়া।  
মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাফাৎ।  
মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত।

১৪শ বিলাস, পৃঃ ১০৭

(দেবী তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলেন।  
গোবিন্দদাস এই নির্দেশ শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া  
পড়েন।)

হেট মুণ্ডে রহে কারে কিছু না বলিয়া।  
নিজ পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া।  
জন্ম গোড়াইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে।  
আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে।  
আচার্য্য ঠাকুর বাহা আছেন বসিয়া।  
পাচজন শীঘ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়া।

ঐ, পৃঃ ১০৮

(রামচন্দ্র কবিরাজের অহরোধে শ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়ার  
নিকটস্থ যাজ্ঞগ্রাম হইতে ভগবানগোলা স্টেশনের নিকটস্থ  
তিলিয়াবুধুরি গ্রামে আসিলেন। তাঁহার আসিবার সংবাদ  
পাইয়া গোবিন্দদাস দিব্যসিংহকে পাঠাইলেন তাঁহাকে  
অভ্যর্থনা করিয়া অনিবার জন্ত।)

পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর।  
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দ প্রচুর।  
গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ বোপাইয়া।  
আম্রের পল্লব রাশি চৌদিগে বেঢ়িয়া।  
অহুত্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রভুরে।  
প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে।

ঐ, পৃঃ ১০৮

(তাঁহার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দ কবিরাজকে দীক্ষা  
দিলেন।)

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।  
কিবা আছিল তাঁর হইতে মরণ।  
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।  
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন।

ঐ, পৃঃ ১১০

এই বিবরণে দেখা যায় যে, (গোবিন্দদাস যখন দীক্ষা  
গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পুত্রের এমন বয়স হইয়াছে  
যাহাতে তাহার সঙ্গে যুক্তিপরাশর্ম করা যায়, গৃহকার্য্যের  
ভার দেওয়া যায় ও সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া  
আনিবার ভার দেওয়া চলে। দিব্যসিংহের বয়স তখন  
১৮।১৯এর কম হইতে পারে না। গোবিন্দদাসের বয়স  
তাঁহা হইলে সে সময়ে চল্লিশের কাছাকাছি হয়। ইহার  
পর তিনি ছত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।)

প্রেমবিলাস গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ পয়ারাদি  
চুকিয়াছে। কিন্তু উদ্ধৃত অংশটি আমরা সাহিত্য-পরিষদের  
২৬২-সংখ্যক পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি—  
মোটামুটি ঠিক আছে। ঐ পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের  
মহারাজা গোপালসিংহদেবের মহিষী ক্ষত্রিয়পতি পটমহাদেবী  
স্বহস্তে লিখিয়াছেন।

(প্রেমবিলাসের গ্রন্থকারের নাম বলরামদাস; নিত্যানন্দ



প্রভুর পুত্র বীরভদ্র তাঁহাকে নিত্যানন্দদাস নাম দিয়া-  
ছিলেন।) ইনি শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব আশ্চর্য্যাম দাসের পুত্র ও  
জাহ্নবা ও বীরভদ্রের কৃপাপাত্র ছিলেন। স্বতরাং তিনি  
গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ব্যক্তি। গোবিন্দদাস যে  
প্রথমে শাক্ত ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।  
প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের 'চরণের একান্ত আশ্রিত' চিরঞ্জীব  
সেনের পুত্র হইয়াও গোবিন্দদাস তাঁহার পুত্রের নাম  
রাখিয়াছিলেন দিব্যসিংহ। এটা বৈষ্ণবীয় নাম নহে।  
দিব্যসিংহ স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের  
নাম ঘনশ্যাম। ভক্তিরত্নাকরে (নবম তরঙ্গ, পৃ: ৫৭২-  
৫৭৩) লিখিত আছে যে, গোবিন্দের মাতামহ দামোদর  
শক্তি-উপাসক ছিলেন।) "ভগবতী তাঁর বশীভূত নিরন্তর"।  
তাঁহার কন্যা সুনন্দা গর্ভস্বর্ণায় কষ্ট পাইতেছিলেন  
বলিয়া তিনি দাসীকে দুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখাইয়া আবার  
পূজায় মন দিলেন। দাসী সুনন্দাকে ঐ যন্ত্র-ধৌত জল  
পান করাইলে গোবিন্দদাস ভূমিষ্ঠ হন। (সম্ভবতঃ  
গোবিন্দদাসের অল্প বয়সেই চিরঞ্জীব পরলোকগমন করেন।  
গোবিন্দ মাতামহের গৃহে লালিত-পালিত হন এবং সেই  
প্রভাবেই শাক্ত হন। এই প্রবাদ যে সত্যের উপর  
প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ দিবার জন্য প্রেমবিলাসে  
গোবিন্দদাসের শক্তি-বিষয়ক একটি পদের দুইটা চরণ যুত  
হইয়াছে।) যথা—

না দেব কামুক                      না দেবী কামিনী

কেবল প্রেম পরকাশ।

(গৌরীশঙ্কর                      চরণে কিঙ্কর  
কহই গোবিন্দদাস।

১৪শ বিলাস, পৃ: ১০২

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত 'রস-  
নির্ধ্যাস' নামক পদসংগ্রহের এক পৃষ্ঠিতে এই পদের প্রথম  
অংশে পাইয়াছেন—

হেম হিমগিরি                      দুই তনু-ছিরি

আধনর-আধনারী।)

আধ উজ্বর                      আধ কাজর

তিনই লোচন ধারী।

দেখ দেখ দুহু মিলিত এক গাত।

ভকত (পূজিত)                      ভুবন বন্দিত

ভুবন-মারতি তাত (?)।

আধ-কণিময়                      আধ-মণিময়

হৃদয়ে উজোর হার।

আধ-বালাধর                      আধ পট্টাধর

পিঙ্কন দুহু উজিয়ায়।

না দেব কামিনী                      না দেব কামুক

কেবল প্রেম পরকাশ।

গৌরীশঙ্কর                      চরণকিঙ্কর

কহই গোবিন্দদাস।

অধ্যাপক হুকুমার সেন—বঙ্গশ্রী, ১৩৪০ মাস, পৃ: ১৫৪

(এই পদটি হইতে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দদাস বৈষ্ণব-  
ধর্ম অবলম্বনের পূর্বেও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় নৈপুণ্য  
লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের বর্ণনা অল্পসারে দেখা  
যায় যে, কবি শ্রীনিবাস আচাৰ্য্যের কৃপা পাইবার পর  
স্বস্থ হইয়া "ভজহু" রে মন নন্দনন্দন" (৬৮৫) ইত্যাদি  
পদ রচনা করেন।) যথা—

সেইদিন হইতে স্বস্থ হইলা গোবিন্দ।

প্রভুর নিকটে আইসেন পরম স্বচ্ছন্দ।

আপনার পূর্ব রীতি কহে প্রভু আগে।

কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দ শরণ মাগে।

কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র।

প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাঁহার সখদ্বন্দ্ব।

আপনার নিজ দোষ কহিব বা কত।

অস্পৃশ্য পামর মুক্তি সহজে অসত।

কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায়।

শ্রীনিবাস যার প্রভু কার আর আছে দায়।

এবে নিবেদন করৌ শুন প্রভুবর।

নিবেদিতে বাসি ভয় কাপয়ে অন্তর।

তথাহি পদঃ—

ভজহু রে মন                      শ্রীনন্দনন্দন

অভয় চরণারবিন্দ রে।



দুঃখ মানব- দেহ সাধুসঙ্গ  
তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥  
নীত আতপ বাত বরিখত  
এ দিন ধামিনী জাগি রে ।  
বিকলে সেবিছ রূপণ দুঃজন  
চপল স্থলব লাগি রে ॥  
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন  
ইথে কি আছে পরতীত রে ।  
নলিনী দল জল জীবন টলমল  
ভজহঁ হরিপদ নিতি রে ॥  
(শ্রবণ কীর্তন শ্রবণ বন্দন  
পদ সেবন দাসী রে ।  
পূজহঁ সখীগণ আশ্রয়নিবেদন  
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥)

প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস, পৃ: ১০২-১১০

পদকল্পতরু-ধৃত পাঠের অপেক্ষা প্রেমবিলাস-ধৃত পাঠ ছই  
এক স্থানে ভাল। 'তরু'তে "ভজহঁ রে মন নন্দনন্দন"  
আছে। পদরসসারে 'শ্রীনন্দনন্দন' থাকা সত্ত্বেও সতীশবাবু  
কেন শুধু 'নন্দনন্দন' পাঠ ধরিলেন জানি না। তরুতে  
আছে—

দুঃখ মাণ্ডুয় জনম সত্যসঙ্গে  
তরহ এ ভব-সিন্ধু রে ।

তরুর পাঠে এই 'রে'র জের শেষ ছই চরণে নাই—  
প্রেমবিলাসের পাঠে আছে। তরুতে "ভজহঁ হরি-পদ  
নীত রে" পাঠ থাকায় 'নীত' শব্দের মানে করা খুব কঠিন  
হয়। প্রেমবিলাসে "ভজহঁ হরিপদ নিতি রে" পাঠ অর্থকে  
সহজবোধ্য করিয়াছে। গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত  
হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১৬২) নবধা  
ভক্তির কথা বলিলেন তাহা হয়তো শ্রীনিবাস আচার্যের  
মৌখিক উপদেশের ফল। নবধা ভক্তির নয়টি রূপ শ্রীরূপ  
উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, (২) কীর্তন,  
(৩) শ্রবণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্জুন, (৬) বন্দন,  
(৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আশ্রয়নিবেদন। কবি স্বীয়

প্রতিভাবলে 'পদসেবন দাসী রে' ও 'পূজহঁ সখীগণ' শব্দে  
দাস্য ও সখ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দদাসকে শ্রীরূপ গোস্বামি-  
লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি ভাল করিয়া  
অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।) শ্রীনিবাস  
বলিতেছেন—

স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা ।  
আনন্দে মগন হইয়া এই আশ্রয় দিলা ॥  
(পড়হ গোবিন্দদাস রসামৃতসিন্ধু ।  
সর্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি এক বিন্দু ।  
উজ্জল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণলীলা ।  
সর্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা ॥  
শুভক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা ।  
বিষয় বিভাগ তার সকল কহিলা ।  
শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস ।  
অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ ॥

প্রেমবিলাস, চতুর্দশ বি: পৃ: ১১০

(গোবিন্দদাস এই ছই গ্রন্থ কখন পড়িয়াছিলেন?  
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। উজ্জলনীলমণি  
তাহার কয়েক বৎসর পরে লিখিত হয়। শ্রীনিবাস আচার্য  
অসংখ্য অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে ঐ ছইখানিও বৃন্দাবন  
হইতে গোড়দেশে আনিয়া প্রচার করেন। তিনি যে  
বৈষ্ণব গ্রন্থ একসঙ্গে আনেন নাই তাহার প্রমাণ গোবিন্দ  
কবিরাজকে লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র) ভক্তিরসাকর,  
পৃ: ১০৩৫-৩৬), যাহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রামদাস  
মাদ্ভিকের (খোলবাদকের) হাতে শ্রীনিবাস আচার্যের  
জন্ম বৃহদ্রাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; উহা তিনি পাইলেন  
কিনা, "তত্ত্ব প্রবিষ্টো ন বেতি" তিনি উহা পড়িয়া বুঝিলেন  
কিনা জানিতে চাহি। যদি বৃহদ্রাগবতামৃতের মতন  
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রথমবারে শ্রীনিবাস না লইয়া যাইয়া থাকেন,  
তাহা হইলে গোপালচন্দ্র (বাহার পূর্বভাগ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে  
ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়) যে লইয়া যান  
নাই তাহা নিশ্চিত। অথচ গোপালচন্দ্র রচনাকালের



উপর নির্ভর করিয়া (ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১৫২২-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গমন করেন ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাথীরকে উদ্ধার করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা)। তাহারও পরে তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজকে দীক্ষা দেন।) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য যে পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস নহে। অথচ শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্বন্ধে ঐ ঘটনাটির মতন বিশ্বাস অল্প কোন ঘটনা নহে। কেননা শ্রীনিবাসের দুইজন শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ এবং কর্ণপুর কবিরাজ সংস্কৃত শ্লোকে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্তী-লিখিত নরোত্তমবিলাসের দ্বিতীয় বিলাসে কর্ণপুর কবিরাজকৃত ‘শ্রীনিবাস-ওণলেশহৃচক’ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কর্ণপুর কবিরাজ যে শ্রীনিবাসের শিষ্য অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন কবিকর্ণপুর নহেন—তাহা ভূমিকায় দেখাইয়াছি। বেঙ্গল এমিয়াটিক সোসাইটির G 38-সংখ্যক পুঁথিখানিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণনা আছে। পুঁথিখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত। উহাতে আছে—

কর্ণপুরো নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।

বল্লবীদাসকবিরাজো শ্রীগোপীরমণগোকুলো।

কর্ণপুর কবিরাজ লিখিয়াছেন—

আবিকৃৎ কুলে বিজ্ঞেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়ঘটেখরো  
নানাশাস্ত্রস্ববিজ্ঞনির্মলধিয়া বাল্যে বিজ্ঞতা দিশাঃ।  
নীলাশ্রো প্রকটঃ শচীসুতপদং শ্রদ্ধা ত্যজন্ সর্বকং  
সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥  
গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্যসম্বোপনং  
মূর্ছাভূয় কচান্ লুনন্ বশিরসো ঘাতং দধাক্লিতঃ।  
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবারীলাচলং যঃ স্বয়ং  
সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

নরোত্তমবিলাস, পৃঃ ৮০—বহনতীর বৈকুণ্ঠস্বামী সংস্করণ

ঐ হৃচকে শ্রীনিবাসের সহিত নরহরি সরকার ও রঘু-  
নন্দনেরও দেখাসাক্ষাতের কথা আছে।

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞনগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ঃ  
মত্মা শ্রীসরকারঠাকুরবরং নীত্বা তদাস্তাং তথা।  
তৎপশ্যাদ্ রঘুনন্দনশ্চ চরণং নত্যাগতো যন্তরন  
সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় একশত বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্তী যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিম্বদন্তী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু শ্রীনিবাসের শিষ্যের কথা না মানিলে চলিবে কেন?

শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের ‘নবপঞ্চে’ লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম যাইতে কৃতসংকল্প হইলে, লোকের মধ্যে কৃপাধূষি চৈতন্যপ্রভুর তিরোধানবার্তা শুনিয়া মহাভূখে পুনঃপুনঃ মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে সাধুনা দিয়াছিলেন। কর্ণপুর কবিরাজ বলিতেছেন যে, শ্রীনিবাস পুরীতে যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার সংবাদ শুনিলেন; আর নৃসিংহ কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইতে কৃতমতি হইলে প্রভুর তিরোধান-সংবাদ শুনিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পুরীর পথে কতটা আগাইয়া যাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের সম্বোপন হওয়ার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন তাহা জানা না গেলেও একথা নিশ্চিত যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর হইয়াছিল। উহার অপেক্ষা কম বয়সের লোক সেকালে আত্মীয়স্বজন ছাড়া পুরী যাইবার কথা কল্পনা করিতে পারিত না। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অম্বরগবলীতে আছে (পৃঃ ৮) যে, শ্রীনিবাস পৌগণ্ডে (পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে) বিজ্ঞা জ্ঞানস্ত করিয়া ‘কথোক দিবসে’ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন ও মহাপ্রভুর নিকট ভাগবত পড়িবার জন্য পুরী যাত্রা করেন। ১৫।১৬ বছর বয়সের কমে ভাগবত পড়িতে ইচ্ছা হইবার কথা নয়। এই তিনটি সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীনিবাস ১৫১৭।১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীশ্রদ্ধাময় মুখোপাধ্যায় কর্ণপুর কবিরাজের হৃচক ও অম্বরগবলী না দেখিয়া কেবলমাত্র নৃসিংহ কবিরাজের নবপঞ্চে হইতে অনুমান করিয়াছেন,



"চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ( ১৫৩৩ খ্রীঃ ) সময় শ্রীনিবাস কিশোরবয়স্ক। ঐ সময় তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছর ধরিলে ১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যাইতে পারে" ( প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৮২ )।

✓ শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন তখন প্রয়াগ হইতে কিছুদূরে যাইবার পর শুনিতে পান যে, সনাতন গোস্বামী "চারিমাংস হইলেন তিষ্ঠে অপ্রকট" ( প্রেমবিলাস — পঞ্চমবিলাস )। তারপর মথুরায় যাইয়া শুনিলেন—

"প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।

তাহা বহি কতকদিন রথুনাথ ভট্ট।

শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।

শরীর না রহে প্রাণ করে ছটফট।

প্রেমবিলাস—পঞ্চমবিলাস

রাধাকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত "বৈষ্ণব ত্রয়োংসব নির্ণয়পত্র" হইতে জানা যায় যে, সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব আড়াই মাসের পূর্ণিমায় ( গুরু পূর্ণিমায় ) এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে। দুই তিথির ব্যবধান ২৭ দিন মাত্র; অথচ প্রেমবিলাস চার-ছয় মাস বলেন কেন? ✓

ভক্তিরত্নাকারে আছে ( চতুর্থ তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৩ ) যে, রূপ সনাতন অল্পদিনের ব্যবধানে অপ্রকট হন; যথা—

এই কথো দিনে শ্রী গোসাঞি সনাতন।

মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন।

এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।

দেখিয়া আইসু সে দুঃখের সীমা নাই।

সনাতন গোস্বামী ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবতোষণী টাকা সমাপ্ত করেন। তাহার পর বছর দশেক রূপ সনাতন জীবিত ছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনে কিঞ্চিদন্তী আছে। ✓ সেই-জন্ম বৈষ্ণবদিগদর্শিনীতে উভয়ের তিরোধান ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল লিখিত হইয়াছে। ১৫১৭।১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিলে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছান তখন তাঁহার বয়স হয় ৪৬।৫৭ বৎসর। তিনি গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব তাঁহার সমবয়সী

ছিলেন অথবা দুই এক বছরের ছোট ছিলেন। তাই দেখি সমস্ত পত্রে তিনি শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাবে সম্বোধন করিতেছেন; যথা—প্রথম পত্রে "বন্তি মদীয়সমস্তস্ব-প্রদপদকন্দ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেবু"; দ্বিতীয় পত্রে স্থম্পষ্ট-ভাবে 'বন্তি সমস্তগুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-মহন্তমেবু'; তৃতীয় পত্রে রামচন্দ্র কবিরাজকে লেখা "শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাম্ উপদেক্ষান্তি, এতে হি অদ্বাকং সূর্য্যস্বমেবেতি" (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩১-১০৩৫)।

✓ শ্রীনিবাসাচার্য্য তিনবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন।

সংক্ষেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন।

অনুয়াগবলী, ষষ্ঠমঞ্জরী, পৃঃ ৩২

শ্রীনিবাসের জীবনীগ্রন্থগুলিতে একবারের ঘটনা অল্পবারে আরোপিত হওয়া বিচিত্র নহে। প্রথমবারে শ্রীনিবাস বেশ কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মনোহরদাস অনুয়াগ-বলীতে লিখিয়াছেন—

কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পঢ়িল।

সিদ্ধান্ত-সার রস-সার সকল জানিল।

পৃঃ ২৪

শ্রীনিবাস ৪৬।৪৭ বৎসর বয়সে যখন প্রথম বৃন্দাবনে আসেন তখন তাঁহার বিবাহাদি হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল ভট্ট বিবাহিত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবেন না আশঙ্কা করিয়া তিনি সেকথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণের বহু বৎসর পরে যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন দর্শনে যান তখন তাঁহার নিকট গোপাল ভট্ট সমস্ত ব্যাপার শুনিতে পান। তিনি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।

কোন্ বর্ষ বুকিয়াছ বুকিব বিচারে।

শ্রীনিবাস সরলভাবে সমস্ত দোষ স্বীকার করিলেন।

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন।

গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন।

শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।

সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস।



এত লভা হয় এক অসত্য বচনে ।  
এই লোভে কহিয়াছে সঙ্কোচিত মনে ।  
এত কহি তাঁকুর দণ্ড-প্রণাম করিল ।  
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঁঞি আলিঙ্গন কৈল ।  
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জানিলে আমারে ।  
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে ।

অদুরাগবলী, ৪ঠমঙ্গলী, পৃ: ৪০

মনোহরদাসের এই বিবরণটি শ্রীনিবাসের জীবনের কয়েকটা ঘটনার কাল নির্ণয়ে সহায়তা করে। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১০১১ বৎসর বুদ্ধাবনে বাস করিয়া ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মধ্য বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থগুলি বীর হাধীরের লোকজনের দ্বারা অপহৃত হয়। এই উপলক্ষ্যে বীর হাধীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মানে এমত যে, তিনি যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। স্রার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন (History of Bengal II, পৃ: ২০৮) যে, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাধীর জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দেন। তিনি আরও বলেন (ঐ, পৃ: ২৪০) যে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাধীর জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দেন এবং ইসলাম ধানের নিকট বশতা স্বীকার করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একরকম স্বাধীনই ছিলেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম ধানের প্রতিনিধি শেখ কামিল চেষ্টা করিয়াও বীর হাধীরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই (History of Bengal II, পৃ: ২২১-২২)।

বীর হাধীর কখন রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন? এ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। ডাঃ বাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বাঁকুড়া গেজেটীর সঙ্কলিত L. S. S. O'Malleyর মত মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন যে, বীর হাধীর ১১২১ হইতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (Bankura Gazetteer, পৃ: ২৬), কিন্তু

Elliot ও Dowson প্রদত্ত (যষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৬) বিবরণ মতে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে বীর হাধীর জগৎসিংহকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই তারিখ খণ্ডন করিয়া স্রার যদুনাথ সরকার যখন ঐ তারিখ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করিয়াছেন তখন বীর হাধীর ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করিবেন কি করিয়া? আরও বিবেচ্য যে, O'Malley তাঁহার নিজের নির্দ্ধারিত তারিখের উপরও আস্থা রাখিতে পারেন নাই; কেননা, তিনি বাঁকুড়া গেজেটীর ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মল্লেশ্বর মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাধীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন, তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির স্থাপন করিবেন কিরূপে? Archaeological Survey of Indiaর ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে (বাঙ্গলা দেশ) পাওয়া যায় যে, ঐ মন্দির বীরসিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়—The oldest dated temple in Bishanpur is known as the Mallesvara temple, which has long been regarded as the oldest in Bishanpur and as dating back to near the beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription of which Bishanpur enjoys its fame as a very ancient city, the inscription is dated clearly in Saka 928, but this is a mistake, the word 'Saka' having through some oversight been put instead of Mallabda, as the proof of it is to be seen in the next few lines, where the temple is stated to have been built by Vira Simha in the year "Vasu Kara Hara Malla Sake" i.e. in 928 of the Malla era (পৃ: ২০৩)। ডাঃ ব্রজ বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাব্দ ও ১৬০০ শক পাইয়া স্থির করেন যে, ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ শুরু হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ব্রজের মত মানিয়া লইয়া ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দের আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন (Indian



Historical Quarterly, 1927, পৃ: ১৮০-৮১)। 'বিশ্বকোষে' বিষ্ণুপুর শব্দে তুল করিয়া মল্লাদের আরম্ভ ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং বীর হাদীরের রাজত্বের আরম্ভ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হইয়াছে। ৬২৪ ও ৭১৫র মধ্যে তফাত ২১ বছরের; ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২১ বাদ দিলে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাদীরের সিংহাসনে অধিরোহণের কাল পাওয়া যায়। ঠিক ঐ বৎসরকেই অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দকে হাট্টার সাহেব রাজত্ব আরম্ভের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার Statistical Account of Bengalএর চতুর্থ খণ্ডে (পৃ: ২৩৫) লিখিয়াছেন যে, বীর হাদীর ৮৬৮ মল্লাদে (১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮১ মল্লাদে (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাজ্যাধিরোহণ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হাট্টারের ৮৮১ মল্লাদ মানিয়া লইয়া বিশ্বকোষ অমুসারে ৭১৫ মল্লাদ আরম্ভ ধরিয়া স্থির করেন যে, বীর হাদীর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন (Vaisnava Literature, পৃ: ১০২)। প্রকৃতপক্ষে হাট্টারের মতের সহিত বিশ্বকোষের ও দীনেশচন্দ্র সেনের মতের কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং আমরাও এই মত মানিয়া লইতেছি। হাট্টার সাহেব ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঐ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর কাগজপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহপূর্ণ। অধিক ছিল, কেননা বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ দেব ইহার ৮৯ বৎসর পূর্বে (বাংলা ১২৭৩ সালে) পরলোকগমন করিয়াছেন।\*

শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

\* অধ্যয়ন মন্ডিক ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে History of Bishnupur Raj গ্রন্থে যে সন তারিখ দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তাঁহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হাট্টারের দ্বারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত তারিখ আমরা বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করি। "বাংলায় ভ্রমণ" নামক গাইড বুকের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ: ১৫২) লিখিত হইয়াছে যে, "১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় নবাব শ্বেলমান কররানির পুত্র দাখু বা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু বীর হাদীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে।" এই উক্তি সত্য নহে, কেননা গুর যদুনাথ সরকার History of Bengalএর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন যে, শ্বেলমান কররানি ১৫৬৭ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার পর যখন বৈষ্ণব গ্রন্থাদি সহ যাজিগ্রামে ফিরিতেছিলেন তখন বিষ্ণুপুরে তাঁহার পূর্ণগ্রন্থ গোকর গাড়ী লুট হয়। সম্ভবতঃ এই ঘটনা বীর হাদীরের রাজ্যাধিরোহণের অল্প পরেই ঘটিয়াছিল। শ্রীনিবাস গ্রন্থের অমুসন্ধান করিতে করিতে বিষ্ণুপুরের রাজসভায় যান এবং তথায় ভাগবত পাঠ করিয়া বীর হাদীরকে মুগ্ধ করেন। বীর হাদীর পরে সম্রাট তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কালাচাঁদের মন্দির অবশ্য পরে ১৬২২ মল্লাদে বা ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় (Cunningham—Arch. Survey VIII, পৃ: ২০৪)।

বীর হাদীর হৃদয় পদ রচনাও করিতেন। কালাচাঁদের শরণাগততা প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত পদটি লেখেন—

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| শুন গো মরম সখি            | কালিয়া কমল আঁখি   |
| কিবা কৈল কিছুই না জানি।   |                    |
| কেমন করয়ে মন             | সব লাগে উচাটন      |
| প্রেম করি খোয়াই পয়ানি।  |                    |
| শুনিয়া দেখিছু কালা       | দেখিয়া পাইছু জালা |
| নিবারিতে নাহি পাই পানি।   |                    |
| অণ্ডক চন্দন আনি           | দেহেতে লেপিছু ছানি |
| না নিবায় হিয়ার আঁওনি।   |                    |
| বসিয়ে থাকিয়ে যবে        | আসিয়া উঠায় তবে   |
| লৈয়া যায় যমুনার তীর।    |                    |
| কি করিতে কি না করি        | সদাই খুরিয়া মরি   |
| তিলেক নাহিক রহি থির।      |                    |
| শান্তী নন্দী মোর          | সদাই বাসয়ে চোর    |
| গৃহপতি কিরিয়া না চায়।   |                    |
| এ বীর হাদীর চিত           | শ্রীনিবাস-অমুগত    |
| মজি গেলা কালাচাঁদের পায়। |                    |

ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ১৮২

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের তিনচার বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস প্রথমে রামচন্দ্র কবিরাজকে ও পরে গোবিন্দদাসকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের পুত্র



দিবাসিংহ সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক। স্ততবাং গোবিন্দদাসের বয়স তখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি। প্রেমবিলাস মতে গোবিন্দদাস দীক্ষা গ্রহণের পর ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে গোবিন্দদাসের তিরোধান ১৫৮০ + ৩৬ = ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে কোন সময় হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে।

কবি বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিয়া অর্ধেক জীবন অতি-বাহিত করিলেও, তিনি কখনও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। প্রেমবিলাস, অহুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে তাঁহার বৃন্দাবন-যাত্রার কোন উল্লেখ নাই; থাকিবার কথাও নহে—কেমনা, ঈশব গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও প্রসঙ্গক্রমে রামচন্দ্র কবিরাজের জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে—কবির নহে। গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে তাঁহার রচিত পদাবলী শ্রীজীব গোস্থামীর নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে বীর হাঙ্গীরের রাজধানীতে যাইতেন। কিন্তু গোবিন্দদাস কখনও বিষ্ণুপুরে গিয়াছিলেন এমন কথা পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের সঙ্গে বীর হাঙ্গীরের বেশী ঘনিষ্ঠতা থাকিলে তাঁহার কোন না কোন পদে বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজার নাম সংযুক্ত থাকিত।

বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি আর একটি প্রাচীন রাজবংশের রাজ্য ছিল পঞ্চকোট। পুরুলিয়া হইতে ৩৫ মাইল ও সাউথ ইষ্টার্ন রেলওয়ের আদ্রা স্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে রামকানালি নামক স্টেশনের নিকট পঞ্চকোটের রাজধানী ছিল। সেই বংশের ৬৭তম রাজা হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ (১৫৮২-১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার পিতার নাম জগমোহন শেখর বা গুরুদানারায়ণ (১৫৬০-১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। ঐ বংশের রাজাদের একটি করিয়া নাম, আর একটি করিয়া উপনাম থাকিত। হরিনারায়ণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তাঁহার নাম “জয় জয় রাম রাম রঘু-নন্দন” ইত্যাদি ৪১-সংখ্যক পদের শেষে রহিয়াছে—

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল  
হরিনারায়ণ অধিদেবা।

হরিনারায়ণ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ।  
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন ॥  
তেহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মস্ত্রেতে।  
স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে ॥

নবমতরঙ্গ, পৃ: ৫৮৬

রামভক্ত এই রাজার প্রীত্যর্থ গোবিন্দদাস এই রামস্তবটা রচনা করেন।

এই হরিনারায়ণ রাজা মুর্শিদাবাদ জেলার নশিপুরের (উহার প্রাচীন নাম কি পঞ্চপল্লী?) রাজা নৃসিংহ গঙ্গপতিকে অহুরোধ করেন যে, তিনি যেন রসিক মুরারিকে দর্শন করেন। রসিক তাঁহাকে দর্শন দেন। রসিকের বংশীবাদন শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হন।

রসিক মহিমা জানে হরিনারায়ণে।  
বহুরূপে কহিলেন গঙ্গপতি স্থানে ॥  
শুনিয়া নৃসিংহদের আনন্দিত মনে।  
যাইতে করিল মন চরণ দর্শনে ॥

রসিকমঙ্গল, পৃ: ১২০-২৭

এই নৃসিংহ গঙ্গপতির উপনাম ছিল রূপনারায়ণ। গোবিন্দদাস তাঁহার “নবনীল তলু তড়িতলতা জহু” ইত্যাদি ১৬০-সংখ্যক পদে ইহার নাম করিয়াছেন; যথা—

রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।

গোবিন্দদাস অহুমান ॥

অন্ত একটি পদে (১৬৮) তিনি নরসিংহের নাম না করিয়া শুধু রূপনারায়ণের নাম করিয়াছেন; যথা—

গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ন।

রসরত্ন ভূপতি রূপনারায়ণ ॥

বিজাপতির অহুরাগী কবি গোবিন্দদাস পঞ্চকোটের ও নশিপুরের ক্ষত্রিয় (ছত্রি) রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া খুব খুশি হইয়াছিলেন কেমনা তিনিও বিজাপতির ছায় ‘নারায়ণ’ উপনাম-যুক্ত রাজাদের নাম পদের ভণিতায় দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মুগ্ধ হইয়াছে এই যে, কোন কোন অত্যাংসাহী মৈথিল পণ্ডিত এই দুইটা



পদকে (১৬০ ও ১৬৮) গোবিন্দদাসের মৈথিল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কোন মৈথিলার রাজার উপনাম হরিনারায়ণ বা রূপনারায়ণ ছিল না।\*

গোবিন্দদাস আর একজন রসিক ভক্তের নাম পদে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন রায় রামচন্দ্র। 'নন্দনন্দন রাজভূষণ' ইত্যাদি (৪৫৬) পদটির পদরসসারগত (অপ্রকাশিত পদরসাবলী ৬৬) পাঠে ভণিতায় আছে—

(রায়) রামচন্দ্র বচন মানহ

দাস গোবিন্দ ভণে।

'রসিকমঙ্গলে' রসিকানন্দের শিষ্যদের কথা বলিতে যাইয়া লেখা হইয়াছে—

নৃপ রামচন্দ্র চিত্রেশ্বর শ্রীচন্দন।

কায়মনোবাক্যে সবে রসিক শরণ ॥

পশ্চিম বিভাগে ১ লহরী, পৃ: ১৪৩

এই পদের ভণিতার পাঠান্তরে সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩-সংখ্যক পুথিতে 'রায় চম্পতির' নাম আছে। আমরা কবির ৫৩৮-সংখ্যক পদের পাঠান্তরেও 'রায় চম্পতির' নাম পাইয়াছি। তা ছাড়া 'তু বিহু স্থখময় শেজ তেজল' ইত্যাদি ৪৬২-সংখ্যক পদে 'রায় চম্পতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভণে' পাওয়া গিয়াছে। রায় চম্পতি কে? রাধামোহন ঠাকুর 'কি করব জপতপ দান ব্রত' ইত্যাদি চম্পতি ভণিতাযুক্ত (পৃ: ১২২) ও

মাধুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।

বড় মনে সাধ লাগে কাহ্ন দেখিবারে ॥

\* জগদ্ধকু ভক্ত মহাশয় "রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস পরমাণ" সন্ধক্ষে লিখিয়াছেন যে, "এ স্থলে তিনি (গোবিন্দদাস) পঞ্চপদীর কবি নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন (গৌ. প. ত. ভূমিকা, পৃ: ৩৮, প্রথম সংস্করণ)। কিন্তু তিনি যদি ১৬০ ও ১৬৮-সংখ্যক পদের ভণিতা মিলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে রূপনারায়ণকে সভাপণ্ডিত বলিতেন না। শেষোক্ত পদে ভূপতি রূপনারায়ণ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, এই ভূপতির আসল নাম যে রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ তাহা ১৬০-সংখ্যক পদ হইতে জানা যায়।

আর তো গোকুলচন্দ্র না করিব কোলে।

পাইয়া পরশ মণি হারাইল হেলে ॥

পৃ: ৩০১

ইত্যাদি পদটির ভণিতায় 'চম্পতি পতি বিহু তহু ভেল শেষ'এর টিকায় লিখিয়াছেন—“চম্পতি শ্রীগৌরচন্দ্রভক্ত: শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্ত মহাপাত্র: চম্পতিরায়নামা মহা-ভাগবত আসীং, স এব গীতকর্তা” (পৃ: ১২২) এবং “চম্পতিপতি চম্পতিরায়নামা দাক্ষিণাত্য: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্তরাজ: কচ্চিদাসীং স এব গীতকর্তা” (পৃ: ৩০১)। কিন্তু কোন উৎকলবাসী যে “মাধুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে” পদ লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। গোবিন্দদাস বল্লভ, রায় বসন্ত, হরিনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, রায় সন্তোষ, রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি যে সকল লোকের নাম পদের ভণিতায় করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কবির সমসাময়িক। একমাত্র বিজ্ঞাপতির নাম পূর্ববর্তী কবির। চম্পতি এমন কিছু খ্যাতিসম্পন্ন কবি নহেন যে, গোবিন্দদাস তাঁহার পদের ভাব পরিপূরণ করিবার জন্ত প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িকের নাম করিবেন। চম্পতির 'কি করব জপতপ' পদে অবশ্য 'পৈড়' শব্দ পাওয়া যায় এবং রাধামোহন ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ওড়িয়ারা কাঁচা নারিকেলকে 'পৈড়' বলে। কিন্তু গোবিন্দদাসের সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়া শব্দের প্রচুর প্রচলন ছিল। ঐ জেলায় শ্যামপুর্ন ও রসিকানন্দের অনেক শিষ্য ছিলেন এবং রসিকমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবি বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের সমসাময়িক এইরূপ কোন কবির নামই চম্পতি রায় ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। গোবিন্দদাসের দ্বায় তিনিও বিজ্ঞাপতির অহু করণে পদ লিখিতেন।

গোবিন্দদাসের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃব্য পূর্বোক্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্ত। কবি ইহার নাম “মরকত মঞ্জু মুকুর” ইত্যাদি ১৫২-সংখ্যক পদের ভণিতায় করিয়াছেন। তিনি এই সন্তোষ দত্তের অহুপ্রেরণায় সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব



নাটক রচনা করেন। ঐ নাটকটি আজ পর্যন্ত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; তবে নরহরি চক্রবর্তী ইহা হইতে ভিত্তিরূপকরের ১২ পৃষ্ঠায় দুইটি ও ৩৩৩৪ পৃষ্ঠায় চারিটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ঐ নাটকের প্রথমেই গোবিন্দদাস কবিরাজ সন্তোষ দত্তের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড়ধিরাজের মহামাত্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র এবং তিনি পদ্মাবতী-তীরবর্তী গোপালপুর নগরবাসী ছিলেন। সন্তোষ দত্তের অর্থায়কুলোই খেতরির সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব অর্ঘ্যস্ত হইয়াছিল।

গোবিন্দ কবিরাজের কৌতুকপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রেমবিলাসের অপ্রামাণিক উনবিংশ বিলাসে লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরের পটমহাদেবী ধ্বজামণি দেবীর হাতের লেখা ষোড়শবিলাসাত্মক প্রেমবিলাস শেষ হইয়াছে মুদ্রিত পুস্তকের অষ্টাদশ বিলাসে। সুতরাং এই উনবিংশ বিলাসের কথা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। তবে গল্পটি নরোত্তমবিলাসের দশম বিলাসেও আছে। রূপচন্দ্র বা রূপনারায়ণ নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নরোত্তম ঠাকুরের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন; কেননা তিনি কার্যস্থ হইয়া ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দেন। সেইজন্য তিনি পঞ্চপল্লীর রাজা নরসিংহের সাহায্যে নরোত্তমের সঙ্গে বিচারের জন্তে আসিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া খেতরির নিকটস্থ কুমরপুর গ্রামে—

রামচন্দ্র, গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ ।  
হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ এই কয়জন ।  
তেলি, শুড়ি, সাঙ্গে আর বারৈ, কুমার ।  
নানা জিনিষ লৈঞা তথি জমায় বাজার ।  
কতক পড়ুয়া আইলা জিনিষ কিনিতে ।  
মূল্য পুছিলে তাহা কহে সংস্কৃতে ।  
দর্প করি পড়ুয়াবা সংস্কৃত কয় ।  
কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয় ।  
তেলি শুড়ি কহে মূর্খ তোরা কিবা জান ।  
যদি লজ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে আন ।

দশদানন্দন ভাগুবতার সংস্করণ, পৃ: ১২৪

রূপনারায়ণও আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইলেন

এবং পরে তিনি ও নরসিংহ নরোত্তমের রূপা পাইলেন। পরারে উল্লিখিত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী-উপাধিক পণ্ডিত।

গোবিন্দ কবিরাজ ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতামহ দামোদর কবি ছিলেন; পিতা চিরঞ্জীব শ্রীচৈতন্তের একান্ত ভক্ত ও কবি ছিলেন; তাঁহার একটা শ্লোক পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কবির বড় ভাইও কবি। তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহও কবি ছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।

প্রভুর পাদপদ্মে যিহৌ হয় মত্ত ভূদ ।

কর্ণানন্দ, পৃ: ১২০

কর্ণানন্দের শেষে লেখা আছে যে, কবি যদুনন্দন বৃধাই পাড়াতে শ্রীমতীর নিকটে অর্থাৎ তাঁহার গুরু হেমলতা ঠাকরাণীর নিকটে থাকিয়া ১৫২৯ শকে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লেখেন। গোবিন্দদাস যদি ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দীক্ষা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রেরও বয়স ৪৬৪৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের দীক্ষার সময় দিব্যসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা তিনি স্বয়ং তাঁহার 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে চার পুরুষ কবি ও পণ্ডিত—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কর্ণানন্দ লিখিত হয়, তখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্রেরাও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, কেননা কর্ণানন্দে (পৃ: ২৮) লিখিত আছে—

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয় ।  
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গভীর হৃদয় ।  
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর ।  
তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর ।

এই কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাধামোহন ঠাকুর। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর।



তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের বয়স সে সময়ে ২০।৬০ হওয়া বিচিত্র নহে এবং পৌত্রদের বয়স ২৫।৩০ হইতে পারে। স্রুতবাং ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের কথা। হেমলতার শিষ্য যদুনন্দনের পক্ষে কর্ণানন্দ লেখা বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে। অবশ্য, কর্ণানন্দে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি মত গোবিন্দদাসের কাল নির্ণয় উপলক্ষে শ্রীনিবাস আচার্য্যের যে সময় নির্দেশ করিলাম তাহাতে নৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপূর কবিরাজের উক্তির সঙ্গে বীর হাদীরের রাজ্যাধিবোধ ও কর্ণানন্দে উল্লিখিত শ্রীনিবাসের পুত্র-পৌত্রাদির কথার সামঞ্জস্য হয়। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরিতে যাইয়া শ্রীনিবাসের সাংক্ষাংশিক নৃসিংহ ও কর্ণপূর কবিরাজের কথা অবিশ্বাস করিতে ও কর্ণানন্দের উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত

রাধামাধব তর্কতীর্থ দুই তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত কলেজে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, “শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্তী কালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়” ( Our Heritage II, Part I. ১২৫৪, পৃ: ১২৭-২৮ )। এই মত স্থাপনের জন্য তাহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য নহেন ( ই, পৃ: ২০১ )। কিন্তু শ্রীনিবাস তাহার পদে ( তরু ৩০৭২ ও ৩০৭৩ ) নিজেকে গুণমঞ্জরীর অতুগত বলিয়াছেন এবং কবিকর্ণপূর গৌরগণোদেশদীপিকায় গোপাল ভট্টকে অনঙ্গমঞ্জরী বা গুণমঞ্জরী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজও নবপঞ্চে (ভক্তি-রত্নাকর, পৃ: ১৩৫) শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্টের মহশিষ্য বলিয়াছেন। গবেষণার সার্থকতা সেইখানে যেখানে উপস্থিত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গবেষকের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### কবির সাংস্কৃতিক পরিবেশ

গোবিন্দদাস কবিরাজ সেক্সপীয়রের ( ১৫৬৪-১৬১৬ ) প্রায় সমসাময়িক কবি। উভয়েরই শ্রেষ্ঠ রচনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়। সেক্সপীয়র যেমন ইংলণ্ডের বহনক্ষত্রশোভিত সাহিত্যাগগনের পূর্ণচন্দ্র, গোবিন্দদাসও তেমনি গোড়বৃদ্ধের বহুজ্যোতিঃশোভিত কাব্যাকাশের অকলঙ্ক শশধর। সেক্সপীয়রের যুগের অগ্রদূত যেমন Sidney ও Spencer ( ১৫৫২-৯৯ ), গোবিন্দদাসের যুগের অগ্রদূত তেমনি মরহরি সরকার, বাহু ঘোষ, বহু রামানন্দ, হুয়ারি গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক কবিবৃন্দ। তাহাদের ও গোবিন্দদাসের যুগের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাড় করিতেছেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভু ও তাহার পত্নী জাহ্নবাদেরী কৃপাপাত্র ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত ( পৃ: ৬৩৩, দশম তরঙ্গ ) বিবরণ অনুসারে জ্ঞানদাস যখন জাহ্নবাদেরীর সঙ্গে

খেতুরির মহোৎসবে আগমন করেন তখন গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল। নরোত্তমবিলাসে ( ষষ্ঠ বিলাস ) দেখা যায় যে, জাহ্নবাদেরীর সঙ্গে বাহারি আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে—

কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মুখ চাঞা।

আনিদ্বিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঁকা ॥

হট্টবিলাস, পৃ: ১২৮

গোবিন্দদাস খেতুরির মহোৎসবে কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

শ্রীযদুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥

ই, পৃ: ১২৮

জ্ঞানদাস যেভাবে নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি তাহাকে নিজের চোখে



দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন।

চোখে না দেখিলে কবি “দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী” ইত্যাদি পদে “লীলা বুঝই না পারি” লিখিবেন কেন? আর নিতাইয়ের কটিতে যে এক রংয়ের বস্ত্র থাকিত না, “বিবিধ বরণ পট পহিরণ” এতো প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মনে হয়। এই পদটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের “জয় জগ-তারণ কারণ ধাম” শীর্ষক পদটি (৪০) মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নাই। জ্ঞানদাসের ব্রজবুলির পদ গোবিন্দদাসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ‘জ্ঞানদাসের পদাবলীতে’ দ্রুত হয় নাই এমন একটি পদ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

নিজঘর মাঝহি বৈঠলি স্থন্দরী  
দিনকর ছুপর ঠামে।  
যব হাম পুছলো পিরীতি সন্তাবণ  
প্রেম-জলে ভরল নয়নে।  
মাধব! বড় অহুরাগিলী রাধা।  
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত  
না মানয়ে গুরুজন-বাধা।  
ভাবে ভরল তহু কম্পিত পুন পুন  
পুন পুন শ্রামরী গোরী।  
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত  
ভূমে শুতলি কত বেরি।  
মুয়ল কবরী উরহি লোটায়েল  
কোরে ধওল তুয়া ভাগে।  
জ্ঞানদাস কহে তুহু ভালে সমুখহ  
কোন করব পরমাণে।

কণ্ঠা, ২৩৪

জ্ঞানদাসের এই ভাব-সমৃদ্ধ পদটির ভাষা ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাই গোবিন্দদাসে—

লোচন শ্রামর বচনহ শ্রামর  
শ্রামর চার-নিচোল।

শ্রামর হার হৃদয়ে মণি শ্রামর  
শ্রামর সখি করু কোর।  
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।  
অপ্রচল কুলবতি- মতি উত্তরচলি  
কিয়ে তুহু মোহিনি জান।  
মরমহি শ্রামর পরিজন পামর  
কামর মুখ-অরবিন্দ।

(১২০)

জ্ঞানদাসের রাধার স্তায় গোবিন্দদাসের রাধারও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে “কামর মুখ অরবিন্দ,” কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা সামান্ত কবরীকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হন না—তিনি শ্রামবর্ণা সখীকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে ভাবেন যে, শ্রামকেই বুঝি কোলে পাইয়াছেন। তিনি শ্রামের রূপ নয়নে দেখিবার লালসায় কাজল পরিয়া চোখকে শ্রামর করিয়াছেন, কথায় কথায় শুধু শ্রামের নাম লইতেছেন, আর শ্রামবর্ণের সাদী পরিয়াছেন। জ্ঞানদাসের রাধা শ্রামের প্রসঙ্গ উঠিলে নিজের দেহের বোমাক সঘরণ করিতে পারেন না, গুরুজনের সমক্ষেও প্রেমবিহ্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর গোবিন্দদাসের রাধা প্রগল্ভা হইয়া তাঁহার শাকসজ্জায়, আচার-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় তাঁহার শ্রাম-ভাবগততা যেন জগতের সমক্ষে ঘোষণা করেন।

জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সাদা বাংলায় লেখা। গোবিন্দদাসও কয়েকটি পদ সহজ সরল বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত।

বল্লাভাচার্যের (১৪৭৮-১২৩০) শিষ্য কুন্তনদাস, হরদাস, পরমানন্দদাস এবং কৃষ্ণদাস ও বিট্ঠলনাথের (১৫১৫-১৫৮৫) শিষ্য গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস, চতুর্ভূজদাস ও ছীতস্বামী এই অষ্টছাপের পদাবলীর প্রভাবও গোবিন্দদাসের পদের উপর পড়িয়াছে মনে হয়। এই অষ্টছাপের কবিতার প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ব্রজমণ্ডলে খুব প্রবল ছিল। আর সে সময়ে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গৌড়বঙ্গ হইতে প্রায়শঃই ব্রজমণ্ডলে যাতায়াত করিতেন।



হুতরাং অষ্টছাপের কিছু পদ গোবিন্দদাসের হাতে আসা অসম্ভব নহে। ইহাদের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষার মূলগত পার্থক্য দেখা যায় না। দুই চারিটা উদাহরণ দিয়া সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। কুস্তনদাস লিখিয়াছেন—

রূপ দেখি টলন নি পলক লাগে নহী ।  
গোবরধন-ধর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি  
জই হী পরতি দৃষ্টি রহতি তহী  
কহা কহৌ কছু কহত ন আয়ৌ,  
চোরৌ মন মাগিয়ে দহী ।  
কুস্তনদাস প্রভুকে মিলন কো  
সুন্দরি বাত সখীহু সৌ কহী ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ১০৭

অর্থাৎ রূপ দেখিয়া নয়নে আর পলক পড়ে না। গোবর্ধনধারীর যে অঙ্গে নয়ন পড়ে সেই অঙ্গেই যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কি বলিব! কোন কথাই মনে আসিতেছে না! মন যেন দই চাহিতে চাহিতে চুরি করিয়া লইল। কুস্তনদাস প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্ত সুন্দরী সখীকে এই কথা বলিলেন।

ইহার সহিত তুলনা করুন গোবিন্দদাসের—

‘হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী  
কিরণহি ভুবন উজোর’ ইত্যাদি ২৬৬-সংখ্যক পদের—  
দারুণ দৈব কয়ল ছহঁ লোচন  
তাহে পলক নিরমাই ।  
তাহে অতি হরিষে এ ছহঁ দিটি পুরল  
কৈছে হেরব মুখ চাই ।  
তাহে গুরু দুকজন লোচন-কণ্টক  
সঙ্কট কতহঁ বিধার ।  
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত  
ধৈরজ লাজ বিচার ॥

রূপ দেখিয়া নয়নে পলক দেওয়ার জন্ত বিধাতাকে নিন্দা করার কথা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় গোপীগীতে আছে। কিন্তু কুস্তনদাস যেখানে শুধু বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের যে অঙ্গে নয়ন পড়ে সেই অঙ্গেই দৃষ্টি লাগিয়া থাকে, গোবিন্দদাস

সেখানে বলিতেছেন “আরে সখি, ভাল করিয়া কৃষ্ণকে যে দেখিতেই পারিলাম না। একে তো বিধাতা দুটা মাত্র নয়ন দিয়াছেন। এ রূপ কি শুধু দুই নয়ন দিয়া দেখা যায়! বিজ্ঞাপতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে স্বরপতির নিকট সহস্র নয়ন মাগিতে চাই। কিন্তু সেই দুটা নয়নে আবার নিমেষ পড়ে। তার উপর আবার একটু দর্শন করিয়াই এমন আনন্দাশ্রিতে নয়ন পরিপূর্ণ হইল যে, মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিলাম না। কুস্তনদাসের রাধার মনে রূপ দেখিয়া একটা পরিতৃপ্তির ভাব, আর গোবিন্দদাসের রাধার মনে অসীম অপরিতৃপ্তি—ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত দুবস্ত আকাজ্ঞা। নিজের চোখের উপর দোষ আরোপ করার পর গোবিন্দদাসের রাধা বাহিরের প্রতিকূলতার কথা বলিতেছেন। গুরুজন ও দুর্জনদের চোখ এড়াইয়া তবে কৃষ্ণকে দেখিতে হয়, তাহারা যেন কৃষ্ণদর্শনের পথের কাটা। আবার শুধু তাহাদিগকে ঠাকি দিলেই তো চলিবে না। নিজের মনের সঙ্গেও তো লড়াই করিতে হয়। আমি কুলবতী, আমার একটা সন্মম আছে, মর্যাদা আছে; হুতরাং কৃষ্ণদর্শনের আগ্রহের সঙ্গে ধৈর্য ও লজ্জার বিবাদ বাধিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রেমেরই জয় হয়, কেননা রাধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছেন—

সবহঁ উপেখি যাই বন পৈঠব  
কাহু গীমে করি হার ।

—আমি সব কিছু উপেক্ষা করিয়া বনে যাইয়া প্রবেশ করিব; সেইখানে কাহাকে আমার গলার হার করিয়া রাখিব। একই ঘটনা, একই ভাব লইয়া রচিত দুই কবির দুইটা পদের মধ্যে ব্যঙ্গনার কি পার্থক্য!

অষ্টছাপের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ হুতদাসের (মৃত্যু ১৫৮৩) একটা পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনা করা যাউক—

ধেহু হুহত অতি হী রতি রাঢ়ী ।  
একধার দোহনী পহঁ চাবত, একধার জই প্যাবী ঠাঢ়ী ।  
মোহন করতৈ ধার চলত পথ, মোহনি মুখ অতিহী ছবি  
গাঢ়ী ।



মহু জলধর জল-ধার বৃষ্টি লঘু, পুনি পুনি প্রেমচন্দ পর  
চাটী ।  
সখীমঙ্গ কী নিরখত যহ ছবি, মন ব্যাকুল মনমথ কী জাটী ।  
স্বরদাস প্রভুকে বস ভই সব, ভবন-কাজতে ভই উচাটী ॥  
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ খুব মন দিয়া গোক দুহিতেছেন । দুধের  
এক ধারা দুধের পাত্রে পৌছিতেছে ; আর এক ধারা  
যেখানে প্যারী পাড়াইয়া আছেন । মোহনের হাত হইতে  
দুধের ধারা পড়িতেছিল, সেই সময় মোহিনীর মুখের  
শোভাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল । মনে হইতেছিল যে,  
যে যেন লঘু বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে আর রাধার  
মুখচন্দ্রের উপর যেন বারবার পড়িতেছে । সখীরা এই  
শোভা দেখিতেছেন, মন ব্যাকুল ও মনমথবশে জড়তা-প্রাপ্ত  
হইতেছে । স্বরদাসের প্রভুর সবাই বশ, তাহার গৃহকর্মে  
উদাসীন ।

গোবিন্দ গো-দোহনের ক্রুর ছবি আঁকিয়াছেন তাহা  
দেখুন—

রাধা বদনচাঁদ হেরি ভুলত  
শ্রামর-নয়ন-চকোর ।  
ছন্দ-বদ্ধ বিহু ধবলী ধাওত  
বাছুরি কোরে আগোর ।  
শুনহি দোহত মুগধি মুরারি ।  
কুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি  
হেরি হসত ব্রজনারি ॥

লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত  
পুন লেই ছান্দন ভোর ।  
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে চান্দল  
গোবিন্দদাস হেরি ভোর ॥ (২২)

স্বরদাসের কৃষ্ণ খুব ধৈর্যশীল, শ্রীরাধার মুখের পানে  
চাহিয়াও তাঁহার গোক দোহাইবার মতন মনের জোর  
থাকে । আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ কর্তব্যবোধে গোক  
দোহাইবেন ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু ধবলী গাইকে বাধিতে  
ভুলিয়া গিয়াছেন, সে পলাইয়া গিয়াছে ; প্রথমত তাহার  
বাছুরটিকে কোলে আগলাইয়া রাখিয়াছেন । বাছুর যখন  
কাছে আছে তখন দুধ দোহাইতে হইবে বই কি ? সুতরাং

গরু কাছে না থাকিলেও তিনি শুধু আঙ্গুল দিয়া দুধ  
দোহানোর ভঙ্গি করিতেছেন । নয়ন ও তার সঙ্গে সঙ্গে  
মন শ্রীরাধার মুখের উপর নিবদ্ধ । সুতরাং হাত দিয়া কি  
যে তিনি করিতেছেন তাহা নিজেই জানেন না । সহসা  
সখীরা ব্রজরমণীদের দিকে তাকাইয়া দেখেন যে, তাঁহারা  
হাসিতেছেন । তখন নিজের ভুল বুদ্ধিতে পারিয়া নয়ন  
কুঞ্চিত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিলেন । এবার আর তিনি  
ভুল করিবেন না ঠিক করিয়া হাতে ছান্দন দড়ি তুলিয়া  
লইলেন । কিন্তু মনে যে রাধার বদনচন্দ্রের উপর । তাই  
ধবলীর বদলে যও ধবলের পায়ে ছান্দন দড়ি দিলেন—যেন  
বাড়ের কাছ হইতেই দুধ পাওয়া যাইবে । এতো শুধু  
ঘটনা বর্ণনা করা নয়, কিম্বা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা নয়,  
কবি যেন কলম দিয়া শ্রীকৃষ্ণের “লাজহি লাজ হাসি দিঠি  
কুঞ্চিতের” একখানি মনোব্রত আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন ।

এইবার ব্রজভাষার কবি পরমানন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ  
বর্ণনার একটি পদ দেখুন—

কুঞ্চিত অধর পীতবজ্রমণ্ডিত, জহু ভবরনি কী পাতি ।  
কমল কোম মে' তেঁ ডিংগ বৈঠে, পতুর বরণ সুজাতি ॥  
চন্দ্রক চাক, মুকুট সিরশোভা, বীচ-বীচ মণি গুজা ।  
গোপীমোহন অভিনব মুরতি, প্রগট প্রেম কে পুজা ॥  
কণ্ঠ কণ্ঠমণি শ্রাম মনোহর, পীতাম্বর বনমাল ।  
'পরমানন্দ' শ্রবণ-মণি মঙ্গল, কুজত বেণু রঙ্গাল ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ১২৭

—বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত অধরে পীতবর্ণের  
ধূলি পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন ভ্রমরপংক্তি  
পদ্মফুলের কোষের নিকট বসিয়াছে, তাহার স্বন্দর পাণ্ডুর  
বর্ণ । তাঁহার মাথায় স্বন্দর চাঁদ (গহনা-বিশেষ) মুকুট  
শোভা পাইতেছে, মাঝে মাঝে মণি ও গুজা । এই নূতন  
গোপীমোহন মূর্তি দেখিয়া মনে হয় যেন মূর্তি ধরিয়া  
প্রেমপুঞ্জ আনিয়াছেন ।

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের এই পদটির তুলনা  
করুন—

চাঁচড় চিকুর-চুড়পরি চন্দ্রক  
গুজা-মঞ্জুল মাল ।



পরিমল-মিলিত ভ্রমরি-কুল আকুল

সুন্দর বকুল গুলাল ।

নিকে বনি আয়ে হো নন্দহুলাল

মনমথ-মথন ভঙ-যুগ ভঙ্গিম

কুবলয়-নয়ন বিশাল ।

বিধাধর পরি মোহন মুরলী

পঞ্চম বমই রসাল ।

গোবিন্দদাস পছ নটবর-শেখর

শ্রামর তরুণ তমাল ॥ ( ১৬৫ )

উভয় পদেই গুণমালা, চন্দ্রচিহ্নিত ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, ভ্রমর ও বেণু আছে । কিন্তু গোবিন্দদাস কেবলমাত্র ভ্রমর পংক্তি উপমা হিসাবে ব্যবহার করেন নাই ; শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বকুল গুলালের ( আবির্ ) পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া সত্য সত্যই যাহারা আসিয়াছে তাহারা ভ্রমর নহে ভ্রমরী । গোবিন্দদাসের পদের প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে উপমা—কুবলয় নয়ন, বিধ অধর ; শ্রীকৃষ্ণের ভ্রুযুগলের ভঙ্গী দেখিয়া মন্থাধের মন মগ্নিত হয় । শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটি শ্রামল বর্ণের তরুণ তমাল । অষ্টছাপের 'কুন্তনদাস প্রভু', 'স্বরদাস প্রভু' প্রভৃতি দেখিয়া গোবিন্দদাসও 'গোবিন্দদাস পছ' লিখিয়াছেন মনে হয় ।

কৃষ্ণদাসের রাসলীলার একটি পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের অমুরূপ পদের তুলনা করুন—

নাচত রাস মে' গোপাল সঙ্গ, মুদিত গোকুল কী নারী ।

তরুণ তমাল শ্রামলাল, কনক বেলি প্যারী ॥

চলি নিতম্ব নৃপুং কটি, লোল বকু গ্রীবা ।

রাগ তাল মান সহিত, বেণু গান সীবা ॥

শ্রমজল কন কন ভরত, স্তম্ভগ রঙ্গ বেণু সোহে ।

'কৃষ্ণদাস' প্রভু গিরিবর ধর, ব্রজজন মন মোহে ॥

এই পদে গোবিন্দদাস কর্তৃক ব্যবহৃত 'তরুণ তমাল শ্রামলাল' পাওয়া যাইতেছে । এই সব উপমা তখন আকাশে-বাতাসে ঘুরিতেছে । সুতরাং একজন যে অন্তের নিকট হইতে ইহা ধার করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই । কৃষ্ণদাসের এই পদে শ্রাম ও রাই দুইজনে দুইটি বৃক্ষের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন । তমাল ও কনক

বেলিফুলের গাছের উপমার মধ্যে একটি স্থাবরস্তব ( static ) ভাব আছে ; তবে কবি বলিতেছেন যে, অবস্থা স্থাবর নহে—কেমনা নিতম্ব, নৃপুং ও কটি চলিতেছে ও গ্রীবা বকিম হইয়া চলিতেছে । ইহার সহিত গোবিন্দদাসের 'বাজত ভঙ্ক রবাব পাখোয়াজ' ইত্যাদি ( ৫৫৮ ) তুলনা করিলেও দেখা যাইবে তাহার বর্ণনায় কিছুই এক মুহূর্ত্ত সময়ের জ্ঞাত ও স্থির হইয়া নাই ।

নাচত শ্রামসঙ্গে ব্রজনারি ।

জলদ-পুঞ্জ জহু তড়িত-লতাবলি

অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিধারি ॥

নটন-হিলোল-লোল মণিকুণ্ডল

শ্রমজল ঢল ঢল বদনহ' চন্দ ।

রসভরে গলিত ললিত কুচ-কক্ক

নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ ॥

মেঘসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎপুঞ্জের উপমায় এক অসীম গতিবেগ সূচিত হইতেছে । কৃষ্ণদাসের পদে যেখানে মাত্র নিতম্ব, কটি ও গ্রীবা চলিতেছে, গোবিন্দদাসের পদে সেখানে মণিকুণ্ডল এমনভাবে হিলোলিত হইতেছে যে, শ্রীরাধার কাঁচুলি ও নীবিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কবরি ও খুলিয়া যাইতেছে । উভয় পদেই নৃত্যশ্রমে ধর্ম্মবিন্দু দেখা দেওয়ার কথা আছে ।

অষ্টছাপের অন্যতম কবি গোবিন্দস্বামীর একটি কুলনের পদের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দদাসের ঐ বিষয়ের একটি পদ তুলনা করুন । গোবিন্দস্বামী লিখিয়াছেন—

দম্পতি কুলত স্বরঙ্গ হিঙোরৈ ।

গৌর-শ্রাম তন অতি ছবি রাজত

মনো ঘন দামিনি জাতি ভোরৈ ॥

বিজ্রমঘস্ত জটিত নগ পটলী

কনিক ভাঁড়ী শোভা দেত চহ' ঔরৈ ।

'গোবিন্দ প্রভু' কো দেখি ললিতা দিক

নিরখি ইসত বন নবল কিসোরৈ ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ২২৩

এখানে মেঘ বিজুৱীর উপমা দেওয়ায় খুব জোরে কুলনা কুলান হইতেছে জানা যাইতেছে । কৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতাদি সখীরা হাসিতেছেন । কিন্তু গোবিন্দদাস ঠিক



ঐ বর্ণনা দিয়া অতি স্বকোশলে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

নবধন কানন শোভন পুঞ্জ ।  
বিকশিত কুসুম শোভিত কুঞ্জ ॥  
নূতন পল্লব-শোভিত ডাল ।  
শারি শুক পিক তহি বোলত রসাল ॥  
তঁহি বনি অপরূপ রতন-হিন্দোল ।  
তাপর বৈঠল কিশোরি কিশোর ॥  
ব্রজরমণী মেলি দেত ঝকোর ।  
গীরত জনি ধনি করতহিঁ কোর ॥  
কত কত উপজত রস-পরসদ ।  
গোবিন্দদাস দেখত তহিঁ রদ ॥

গোবিন্দদাস কথা দিয়া ছবি আঁকিতে কত নিপুণ তাহার একটু পরিচয় এই ছোট্ট পদটিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই পটভূমিকায় রহিয়াছে নূতন মেঘের মতন শ্রামল কানন; তাহার মধ্যে কুঞ্জে নানা রংয়ের ফুল ফুটিয়াছে। যে গাছটিতে নূতন পাতা দেখা গিয়াছে, সেই গাছের ডালে বসিয়া শারি শুক পিক মধুর গান করিতেছে। সেই গাছেই বস্তুচিহ্নিত এক হিন্দোলা টাঙ্গানো হইল। সখীরা ছলাইতে লাগিলেন। শ্রাম ভাবিলেন গতিবেগে বুঝি রাধা পড়িয়া যাইবেন তাই তিনি তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন—

গীরত জনি ধনি করতহিঁ কোর ।

এখানেই গোবিন্দ কবিরাজের বৈশিষ্ট্য।

বর্ণাঙ্কতুর শোভা বর্ণনায় বসন্ত ও চৈতন্ত-মঙ্গলদায়ক কবিতা অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ছীতস্বামী এই পদটি দেখুন—

বাদর সুম সুম বরসন লাগে ।  
দামিনি দমকতি, চৌকি চমকি শ্রাম,  
ঘন কী গরজ শুনি জাগে ॥  
গোপীজন ঘাটৈ ঠাড়া, নারি-নর  
ভীজন্ত মুখ দেখতি অহুবাগে ।  
ছীতস্বামী গিরি ধরণ শ্রীবিঠল ওতপ্রোত রস পাগে ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ২৬৮

পদটি খুব সুন্দর। অল্পকথার মধ্যে অনেক ব্যঙ্গনা। বিদ্যা চমকাইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, ইহার মধ্যে গোপীরা দাঁড়াইয়া অহুবাগভরে শ্রামের মুখ দেখিতেছেন; তাঁহারা যে ভিজিয়া যাইতেছেন সেদিকে খেয়াল নাই। ইহার সঙ্গে তুলনা করুন গোবিন্দদাসের

যব ধনি ঘর সঞ্চে ভেল বাহার  
ঝরঝর বরিখে জলদ অনিবার । (৩৬৮)

পদের

ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চক ।  
চলতহিঁ খলত সঘন মহিপঙ্ক ॥  
উঠাইতে কনি-মণি উজর হেরি ।  
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥

বিদ্যা এমন ভাবে চমকাইতেছে যে ভয়ে তাকানো যাইতেছে না। রাধা চলিতে চলিতে বারবার কাদার মধ্যে পড়িয়া যাইতেছেন। সেখানে সাপের মণি দেখিয়া তিনি উহাকে কনকদণ্ড মনে করিয়া উহা ধরিয়া উঠিতে যান। এরকম তুল এক আধবার নহে বার বার হইতেছে (ধরু কত বেরি)। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের আতিশয্য হইয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু তা ছাড়া রাধার কৃষ্ণমিলনের ব্যাকুলতা বুঝানো যায় কি করিয়া?

প্রাক্-চৈতন্তযুগের গুজরাতি কবি নরসিংহ মেহতা (১৪১৪-১৪৮০) দানলীলা লইয়া একখানি ছোট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে দেখি রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

গোকুল মথুরা যাউ আবুনে, শুংরে যথা অজান ।  
হঁরে গোকুলনী গোবালনী, প্রভু না আপু  
মহীনাং দান ॥

নরসিংহ মেহতাকৃত কাব্যসংগ্রহ, পৃ: ১৫৪

এই ভাবের কথাই অষ্টছাপের অগ্রতম কবি চতুর্ভূজদাসের রাধা বলিতেছেন—

কহো কিনি কীর্নে দাম দহী কো ।  
সদা সর্বদা বচত ইহি মগ হৈ মারগ নিতে হী কো ॥  
ভাঞ্জন দহী সমেত দীস নে, লেত ছীন সব হী কো ।  
এসে কবহু সুনৌ নহি দেখৌ, নগৌ জাব অব হো কো ॥



কমল নৈন মুসকরায় মন্দ হাসি, অশ্রু পকর যৌ জব হী  
কৌ।

দাস চতুর্ভুজ প্রভু গিরিধর মন, চোরি লিগৌ সব হী  
কৌ।

অষ্টোপ-পরিচয়, পৃ: ২৮১

গোবিন্দদাসের দানলীলার

যদি হাতে করি লৈয়ে সোনা।

তুমি কে না বোলে একজনা। (৫৩০)

ইত্যাদি পদ ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।  
গোবিন্দদাস দানলীলার বর্ণনায় শ্রীরাধার চরিত্রের বৈচিত্র্য  
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি সামনাসামনি কৃষ্ণের  
সঙ্গে কথা না বলিয়া বড়াইকে বলিতেছেন—

তুমি দেখি পুছহ বড়াই।

কিসের দান চাহেন কানাই।

কিন্তু অশ্রুর মারফৎ কথাবার্তা চালাইয়া সুবিধা হইল না।  
দেখিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আভিজাত্যের কথা তুলিয়া  
তাঁহাকে কুকাঙ্ক হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছেন—

তুমি ত বরজ যুবরাজ।

তুমি কেনে করিবে অকাজ।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এসব কথায় কান না দিয়া শ্রীরাধার মীথার  
সিন্দুর, নয়নের কাজল, পায়ের আলতার উপরও দান  
( শুক ) চাহিতে লাগিলেন। তাহার উত্তরে রাধা  
বলিলেন—

যদি দানের হেন গতি তুমি ত গোকুলপতি

দান সাধহ ঘরে ঘরে। (৫৩১)

কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে—

তুমি আগ্রানের রানি

কেমনে জানিবা দান সহজে আগ্রানি। (৫৩২)

আগ্রানি শব্দ এখানে অজ্ঞানী, জ্ঞানহীন এই অর্থে ব্যবহৃত  
হইয়াছে। এইবার রাধা গর্ভভরে বলিলেন—

ছুঁইও না ছুঁইও না নিলজ কানাই,

আমরা পরের নারী।

পরপুরুষের পবন পরশে

সচেলে সিনান করি।

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ  
পান কনক ধূমে।

কামনাগরে কামনা করহ

বেগী বদরিকাশ্রমে।

সূর্য উপরাগে সহস্র স্তম্ভরী

ব্রহ্মনে করহ সাত।

তত্ব হয়ে নহে তোমার শক্তি

রাই অঙ্গে দিতে হাত। (৫৩৩)

প্রশ্নে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এই অহুপ্রাসঙ্গিক সদস্ত উক্তি-প্রত্যুত্তরে নিবৃত্ত  
না হইয়া

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম

উন্নত কুচগিরি জোর। (৫৩৪)

ইত্যাদি বলিলেন। গোবিন্দদাসের দানলীলায় বিদগ্ধ  
নায়ক-নায়িকার উচ্চস্তরের কৌতুকলীলা বর্ণিত হইয়াছে।  
গ্রাম্য গোপ-গোপীর নিঃসঙ্গ উক্তি-প্রত্যুত্তির কোন স্থান  
ইহাতে নাই।

এইবার অষ্টোপের অষ্টম কবি নন্দদাসের রচনা হইতে  
একটি অহুপ্রাসঙ্গিক পদের সহিত গোবিন্দদাসের অহুরূপ  
পদের তুলন করা যাউক—

কৃষ্ণনাম জব তে অবণ হুনৌ রী আলী,

তুলী রী ভবন, হৌ তৌ বাবরী ভই রী।

ভরি-ভরি আথে নৈন, চিত হ ন পরত চৈন

মুখ হ ন আবে বৈন, তনকো-দসা কচ্ছু ঔরে ভই রী।

জেতেক নৈন-ধরম-ব্রত কোনে বী মৈ বহু বিধি,

অঙ্গ-অঙ্গ ভই হৌ তৌ অবণ ভই রী।

নন্দদাস জাকে অবণ হুনে রে গতি

মাধুরী মুরতি কৈ ধৌ কৈসী দইরী।

অষ্টোপ-পরিচয়, পৃ: ৩২২

গোবিন্দদাসও রাধার কৃষ্ণনাম অবণের ফল বর্ণনা করিতে  
যাইয়া লিখিয়াছেন—

অবণে শুনলু হাম কানক নাম।

ধায়ল চপল নয়ন তছু ঠাম।

চিরদিন ফনি মণি-মণ্ডল ঠাম।

পেখলু নটবর সো ঘনশাম।



এ সখি! কো জানে পুন কখি লাগি।

তদবধি হৃদয়ে জ্বলত মনু আগি ॥

( ইত্যাদি ২০১ ক )

অষ্টছাপের পদের ভাবের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাবের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। 'নয়ন'কে 'নৈন', 'শুনলু'কে 'সুনৌ' ইত্যাদিতে পরিবর্তন করিলে এই সাদৃশ্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়। গোবিন্দদাস কেবলমাত্র বিজ্ঞাপতির পদের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজবুলিতে পদ লেখেন নাই। তিনি অষ্টছাপের পদাবলীর জনপ্রিয়তা দেখিয়া ভাবিয়া থাকিবেন যে, ব্রজবুলিতে পদরচনা না করিলে তাঁহার কবিতার রস আশ্বাদন করিতে উত্তরভারতের পণ্ডিতজনের কোন কষ্ট হইবে।

গোবিন্দদাসের সমসময়ে হিন্দীভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসও (১৫৩২-১৬২৩) সাহিত্যসাধনায় রত ছিলেন। বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তিরসের কাব্য রচনার এক প্রবল প্রেরণা আসিয়াছিল। উড়িয়া ভাষায় 'রসকল্লোল' নামে রাধাকৃষ্ণের বিলাসাত্মক কাব্য, তেলুগু ভাষায় পোতনামাত্যের ভাগবতের অহুবাদ, অসমীয়া ভাষায় মাধব কন্দলীর ভজনাবলী ও ভাগবত কাহিনী, কন্নড় বা কর্ণাটা ভাষায় বৈষ্ণবদাস নামে পরিচিত কবিগণের পদসমূহ বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গদাসের (মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রিঃ) পদাবলী ও কনকদাসের মোহন-তরঙ্গিণী ও গুজরাতি ভাষায় মহাকবি মালনের ভাগবতের দশম স্কন্ধের হৃদয় পঙ্খানুবাদ এই সময়ে লিখিত হয়।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রচনার যুগকে মোটামুটি ১৫৭৬ হইতে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মতন গৌরবোজ্জ্বল যুগ শুধু বাংলাদেশের নহে পৃথিবীর যে কোন দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাযুদ খাঁ চূড়ান্তরূপে মুঘলদের হস্তে পরাজিত হইলেন ও বাংলাদেশে মুঘল অধিকার স্থাপিত হইল এবং ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল বলিয়াই যে সংস্কৃতির ইতিহাসে এই অর্ধ শতাব্দীর (১৫৭৬-১৬২৭) গুরুত্ব তাহা নহে। পরে দেখাইব যে মুঘল সম্রাটেরা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে

বাংলায় শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টচৈতন্য-

চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং

তাঁহার অন্ত পয়েই কবিরাজ গোস্বামীর দেহাবসান ঘটে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও রামচন্দ্র কবিরাজের বিয়োগে সম্ভব হইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল

হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।

ওণের রামচন্দ্র ছিল সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেল

শুনিতে না পাই মুখের কথা।

পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব

এই জন্ম মিছা বহি গেল।

যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক

তবে যদি পাও সেই ভাল।

ধরুণ রূপ সনাতন রঘুনাথ সাক্ষর

ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।

আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস রামচন্দ্র যার দাস

পুনঃ না কি মিলিব আমারে।

না দেখিয়ে সে না মুখ বিদরিয়া যায় বুক

বিবশরে কুবিন্দী যেন।

আচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল

নরোত্তমের হেন দশা কেন।

নরোত্তমবিলাস—১১শ বিঃ, পৃঃ ১২০

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খ্রীষ্টচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ

করিয়াছিলেন; কেননা তিনি 'প্রার্থনা'য় লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্তত মাঝ

যে হৌ কৈল চৈতন্যচরিত।

গৌর গোবিন্দলীলা শুনিতো গলয়ে শিলা

তাঁহাতে না হৈল মোর চিত।

'প্রার্থনা'র অন্ত একটা পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্ভানে ব্যথিত হইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।

হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর।



কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন ।

কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন ॥

কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ ।

এক কালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ॥

তখন

এত কহিতেই সবে কবিতা অবগণ ।

রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদর্শন ॥

ঐ, পৃ: ১৮৬

এখানে আচার্য ঠাকুর বলিতে অদ্বৈত আচার্যকেও বুঝাইতে পারে, শ্রীনিবাস আচার্যকেও বুঝাইতে পারে ; কিন্তু 'কবিরাজ' বলিতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বুঝাইতেছে। কেননা বৃন্দাবনের পাঁচ গোপমীর সঙ্গে তাঁহার নাম করা হইয়াছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে শ্রীজীবের তিরোধানের উল্লেখ নাই। অল্প একটি প্রার্থনার পদে নরোত্তম অন্তান্ত গোপমীদের সঙ্গে শ্রীজীবের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন—

হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ।

ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥

দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস ।

রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

এখানে 'হা হা' এই শোকবাচক শব্দ এবং 'রামচন্দ্রের' সঙ্গ প্রার্থনা করায় মনে হয় শ্রীজীব ও রামচন্দ্র উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই কয়েকটি পদ হইতে বুঝা গেল যে ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোধান ঘটে। তাহার পর রামচন্দ্র কবিরাজের পরলোক গমন। নরোত্তমবিলাসে আছে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসের বিয়োগে কাতর হইয়া যখন বিলাপ করিয়া পদ রচনা করিতে-ছিলেন—

আচার্য শ্রী শ্রীনিবাস আছিহু বাহার দাস

কথা শুনি জুড়াইতে প্রাণ ।

তঁহ মোরে ছাড়ি গেল। রামচন্দ্র না আইলা

ছুখে জিউ করে আনচান ॥

যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা

এ ছার জীবনে নাহি আশ ।

অঙ্গজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই

ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

নরোত্তমবিলাস, ১১ শ বি: পৃ: ১৮৬

নরোত্তম অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন এবং

রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ ।

শ্রীরাজা গোবিন্দ সন্তোষাদি কথোজ্ঞন ॥

দূরে থাকি দিল হইয়া নেত্রজলে ॥ (ঐ)

তাহা দেখিতেছেন।

তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে যে নরোত্তম ঠাকুর ও গোবিন্দ কবিরাজ ১৫১২ বা ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেও জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্রের দেহাবসানের পর অল্প দিনের মধ্যেই নরোত্তম ঠাকুর তিরোহিত হন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের মহোৎসবে গোবিন্দ কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ ।

সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন ॥

ঐ, পৃ: ১২১

আমরা নিতুল হইবার আশায় গোবিন্দদাসের পদাবলীর রচনার যুগ ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ না ধরিয়া ১৬২৬ ধরিতেছি। খুব সম্ভব তিনি ১৬২৬ অপেক্ষা ১৬১৬র কাছাকাছি সময়ে তিরোহিত হইয়াছিলেন।

এইবার গোবিন্দদাসের যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাংলা দেশে কিরূপ ছিল তাহা দেখাইতেছি। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগেও স্বর্গ রঘুনন্দন বাচিয়া ছিলেন। তাঁহার 'জ্যোতিষ্মত্বে' রবি সংক্রান্তি গণনায় লিখিত হইয়াছে—

'নবাষ্ট শক্রহীনে শকাব্দাধেন পুরিতা'

অর্থাৎ শকাব্দা হইতে ১৪৮২ বিয়োগ করিয়া তদ্বারা পূরণ করিবে। ইহা হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ গ্রন্থ ১৪৮২ শকে অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালের লোক তাহা তাঁহার একাদশী-তবে হরিতত্ত্ববিলাসের মত উদ্ধার করায় বুঝা যায়। তাস্ত্রিকচূড়ামণি পূর্ণানন্দ পরমহংস ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'শাস্ত্রক্রম'



এবং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' লিপিবদ্ধ করেন। চন্দ্রশেখর-নামক আর এক জন তাত্ত্বিক সাধক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'পুস্তকচরিত্রাঙ্গীক' লেখেন। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মহাদেব বিজ্ঞানবিশেষের 'আনন্দলহরী' ও ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'শারদাতিলকের' পুঁথি আছে। সুতরাং এই যুগে তাত্ত্বিক প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে শ্রুতির উপদেশ মানিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের রীতি প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সব ছেলের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হইত তাঁহারা ছাত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই যুগে নৈয়ায়িকদের মধ্যে নবদ্বীপের রামভদ্র সার্কভোম 'পদার্থধ্বংস'-নামক কুহুমালির টীকা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণির' ভাষ্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের অন্ততম গৌরব জগদীশ তর্কালঙ্কার ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ ও সপ্তদশের প্রথম পাদে রঘুনাথ শিরোমণির অহুমানদীপ্তির টিপ্পনী, প্রশস্তপাদের দ্রব্য ভাষ্যের টিপ্পনী প্রভৃতি লেখেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাঁহার লেখা 'কাব্যপ্রকাশ-রহস্য-প্রকাশ'-নামক টীকা তাঁহার ছাত্রালঙ্কার উপাধিক এক ছাত্র ১৫৭৯ শকে অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে রবিবারে লিখিয়া শেষ করেন। রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র রঘুনাথ তর্কবাগীশও এই যুগের লোক। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পঞ্চধর মিশ্রের মণ্যালোকে, বর্ধমান উপাধ্যায়ের গুণ-কিরণাবলীর ও বলভাচার্য্যের ছাত্রলীলাবতীপ্রকাশের টীকা রচনা করেন। তিনি প্রচণ্ড নৈয়ায়িক হইয়াও 'বৌদ্ধধিকার-বিবৃতি'র প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বন্দর স্তব লিখিয়াছেন—

হৃকিতাধরপুটেন পুরয়ন্  
বংশিকাং প্রচলদল্লিপঙক্তিঃ।  
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ  
পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ ॥

এই সময়ের আর একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিতও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা লইয়া অমরদূতম্ ও বৃন্দাবন-বিনোদ কাব্য লেখেন। তাঁহার নাম রত্ন ছাত্রবাচস্পতি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যখন তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইনি মানসিংহের পুত্র ভবসিংহের কীটিকাহিনী লইয়া 'ভববিলাস' গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। মানসিংহ ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতেছেন শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে ( বর্তমান নৈহাটিতে ) বসবাস স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা পাঁচপুরুষ ধরিয়া বাংলার বাসিন্দা।\* সেইজন্য আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলার মনীষীই বলিব। শ্রীজীব ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুবেষ্ণবতোষণী, ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল-চম্পূর পূর্বভাগ ও ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহার উত্তরভাগ রচনা করেন; তাঁহার সাহিত্যিক জীবন অন্ততঃ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধবমহোৎসব রচনার সময়ে আরম্ভ হয়। তিনি বটসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী নামক দার্শনিক গ্রন্থ কোন্ তারিখে লেখেন তাহা জানা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসেও এই পঞ্চাশটি বৎসরকে ( ১৫৭৬-১৬২৬ ) স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কালীরাম দাস ও কৃষ্ণদাস এই চারিজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহাদের

\* পদ্মনাভ

মুকুন্দ

কুমার

সনাতন, রূপ, অরূপ

শ্রীজীব

( শ্রীজীবকৃত লঘুবেষ্ণবতোষণীটীকার প্রবৃত্ত বাণলতিকা )

বিহারের ভূতপূর্ব রাজাপাল শ্রীআর. আর. দিবাকর যে Glory That was Karnataka গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক কর্ণাটী গ্রন্থকারের নাম থাকিলেও রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নাম নাই।



গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দরাম যে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় তাঁহার কবিকল্প চণ্ডী রচনা করেন তাহা তাঁহার আত্মকাহিনীতে 'ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাধ্বজ-ভূষণ গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ' হইতে জানা যায়। মুকুন্দরাম চণ্ডীর গান করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে হরির অবতার এবং 'প্রেমভক্তিকল্পতরু, অধিলজীবের গুরু'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলা মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাসও সম্ভবতঃ এই যুগেরই লোক। শ্রীস্বপ্নময় মুখোপাধ্যায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (পৃ: ২০২-১০) লিখিয়াছেন যে, ১২৩৬ সালে লেখা একটা বিরাট পর্কের পুথিতে ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের স্ফোতক একটা পয়ার পাওয়া যায়। উহার সমর্থন পাওয়া যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৩১-সংখ্যক পুথি হইতে, যেখানে লেখা আছে যে কাশীদাস—

আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।

যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥

কাশীরাম দাসের ছোট ভাই গদাধর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করেন। কাশীরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুদেব দীক্ষাকালে—

সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম ধূয়া।

আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভঙ্গ গিয়া ॥

এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া কাশীরামের ছোট ভাই গদাধর জগন্নাথমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

বচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥

এই স্বর্ণযুগে একসঙ্গে তিন ভাইকে কবি পাইতেছি। মনসামঙ্গলের লেখক বংশীদাস (১৫৭৫-৭৬) ও তাঁহার কন্যা রামায়ণরচয়িত্রী চন্দ্রাবতী দুইজনই কবি। গোবিন্দ দাসেরা চার পুরুষ ধরিয়া কবিত্বশক্তির অধিকারী। তখনকার বাংলাদেশের সংস্কৃতির নমুনা ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে। এই যুগেই ১৫৭২-৮০ খ্রীষ্টাব্দে মগধগ্রামের কবি দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। ইনিই যে

কৃষ্ণমঙ্গল ও গদ্যমঙ্গল রচনা করেন তাহা স্বপ্নময় মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পুথি হইতে দেখাইয়াছেন। ঐ পুথিতে আছে—

পরশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।

নানাগুণে পরিপূর্ণ তাহার কুমার।

মাধব তাহার নাম বিদিত সংসারে।

শ্রী কবি বলভাচার্য্য করি খ্যাতি তারে ॥

এই কবিও শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব। কেননা, তিনি গদ্যমঙ্গলের ভণিতায় লিখিয়াছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল।

দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥<sup>১</sup>

এই যুগেই আর এক বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের আত্রের গোত্রীয় কায়স্থ সম্ভান। তাঁহার কাব্যের নাম কালিকামঙ্গল। শ্রীস্বপ্নময় মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিতে 'মুনি মক্ষর বাণ

১ মাধবের যদি 'কবি বলভাচার্য্য' কবিখ্যাতি থাকে, তবে কি রসকদম্ব ইহারই রচনা? কালের দিক হইতে এতদূর হওয়া অসম্ভব নহে, কেননা রসকদম্বের রচনাকাল 'বিশতি অধিক পঞ্চাশত শক' দ্বাদশী পূর্ণিমা বা ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলের মাধব পরাশরাস্বজ ও মগধগ্রামের লোক আর কবি বলভের—

পিতা রাজবরভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।

করতোয়া তীর মহাধানের সমীপে।

অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি ধরপে ॥

কবি বলভের গুরু নাম উদ্ধবদাস, আর তাঁহার কাব্যরচনার উৎসাহদাতার নাম মুকুট রায়—

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।

সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে। (পৃ: ৮০)

এই নরহরিদাস খুব সম্ভব নরহরি সরকার। কিন্তু 'রসকদম্ব' গ্রন্থের মধ্যে সহজিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রথম দিকে কবি লিখিয়াছেন—

চৈতন্য করক নিতা চৈতন্য মকর।

নিতানন্দ আনন্দ করক অতিশয়।

অধৈতে অধৈত যেন করে প্রেমদগ্ন।

গদাধর ধারা যেন রাসব তরঙ্গ।

চৈতন্যের গিরি যত বৈষ্ণব হুজনে।

তা সভাতে চিত্ত যেন রাহে অশূন্য ॥



শশী সকল পরিমিত। এই কালে রচিত কালিকা চণ্ডীর গীত।<sup>১</sup> এই পয়ার পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি ১৫২৭ শকাব্দে বা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই কাব্যে হুন্দর দেশে ফিরিতে উদ্ভূত হইলে বিজ্ঞা যে গানটি করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ১২১-সংখ্যক পদের অনেক মিল দেখা যায়। আমরা ঐ পদটি গোবিন্দ আচার্য্যের অহুমান করিয়া ৭৩৮-সংখ্যক পদরূপে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদের টীকায় উভয় পদের পার্থক্য দর্শিত হইয়াছে। যদি পদটি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা হয় তাহা হইলে উহার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে চট্টগ্রামে পৌছানো সম্ভব নহে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এটি কালিকামঙ্গলের কবিরই রচনা—কিন্তু কালিকা-মঙ্গলের কোথাও এই পদের অহরূপ রচনাভঙ্গী দেখা যায় না।

গোবিন্দ কবিরাজের যুগে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমরা পাইতেছি রঘুনন্দন-শিখা রায়শেখর, শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্য বীর হাদীর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নৃসিংহ, কর্ণপুর কবিরাজ, গোপালদাস, গতিগোবিন্দ, গতিগোবিন্দের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্য রায় বসন্ত, বল্লভদাস, উদ্ধবদাস এবং দীনচণ্ডীদাস।<sup>২</sup> শ্রীনিবাস নরোত্তমের বন্ধু শ্রীমানন্দ উৎকলবাসী হইয়াও বাংলা পদ লিখিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বংশীবদন ও বংশীদাসকে একই লোক মনে করিয়াছেন। 'তরু'র ৪৭৪, ৫৪৩, ১১৫৪, ১১৫৮, ১৩৮৭-সংখ্যক পদে শুধু বংশী ভণিতা। বংশীদাস নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্যের কথা নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে (পৃ: ৬২৯-৬৩০) বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

১ নরোত্তম বিদ্যাসে (১২শ বিলাস) আছে—  
জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে।  
পায়ত্রী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে।

শ্রীআচার্য্য প্রভু মহা আনন্দ-আবেশে।

বাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল বংশীদাসে।

||বংশী-নামাঙ্কিত অধিকাংশ পদ ইহার রচনা মনে হয়। এই বংশীদাস বদুরির নিকটস্থ বাহাদুরপুর গ্রামের শ্রীমানদাসের ভ্রাতা।

এই পর্য্যন্ত আমরা এই যুগের (১৫৭৬-১৬২৬) বাংল দেশের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ৩৬ জনের নাম উল্লেখ করিলাম। এই ৩৬ জনের সঙ্গে সেক্সপীয়রের যুগের ৩০ জন সাহিত্যিকের তুলনা করিতে পারি।<sup>৩</sup>

ইংলণ্ডের আবহাওয়া গ্রন্থরক্ষার পক্ষে অহুকুল; সেখানকার লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহী; তাছাড়া মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে ঐ যুগে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। তাই এই ৩০ জনের গ্রন্থাদি পাইতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক প্রথমশ্রেণীর রচনা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। সেক্সপীয়রের যুগে ইংরাজেরা স্পেনের আর্মাডাকে পরাজিত করিয়া নূতন নূতন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অভিযান করিতে আরম্ভ করে। বেনারসীর সংস্কৃতি এই সব অভিযানের নব উন্মাদনায় বিচিত্র

১ Francis Beaumont (১৫৮৪-১১৬৬), Robert Burton (১৫৭৭-১৬৪০), Thomas Campian (১৫৬৭-১৫২০), George Chapman (১৫৫৯-১৬৩৪), Samuel Daniel (১৫৬২-১৬১৯), Sir John Davies (অ: ১৫৬৯-১৫২৬), Michael Drayton (১৫৬০-১৬৩১), Thomas Dekker (অ: ১৫৭২-১৬০২), Thomas Deloney, John Ford (অ: ১৫৮৬-১৬৪০), John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫), John Marston (১৫৭৬-১৬৩৪), Philip Massinger (১৫৮৩-১৬৪০), Thomas Nasha (১৫৬৭-১৬০১), Robert Greene (অ: ১৫৬০-১৫৯২), Benjamin Jonson (১৫৭২-১৬৩৭), Thomas Kyd (১৫৫৮-৯৮), Thomas Lodge (১৫৫৮-১৬২৫), John Lyly (১৫৫৪-১৬০৬), Christopher Marlowe (১৫৬৪-৯৩), Thomas Middleton (১৫৮০-১৬২৭), John Webster (অ: ১৫৭০-১৬৩৮), দার্শনিক Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬), ইতিহাসিক Sir Walter Raleigh (১৫৫২-১৬১৮), ধর্ম-সম্বন্ধীয় লেখক Richard Hooker (অ: ১৫৫৩-১৬০০) ও মনস্তত্ত্ববিদ Robert Burtonএর (১৫৭৭-১৬৪০) তুলনা করিতে পারি।



রূপে ও রসে সমৃদ্ধ হয়। ঐ যুগে বাংলা সাহিত্যে সেই বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যেখানে বাহিরের জগৎ জয় করিয়াছে সেই স্থানে বাঙ্গালীরা চৈতন্যচন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে মনোজগতের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ত্রিরূপ গোপামী শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া নবোত্তম তাঁহাকে স্বব করিয়াছেন। সেই ত্রিরূপ ও তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গীদের গ্রন্থরাজি গোড়বন্দে প্রচার করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য বাঙ্গলার মনোভূমিকে উর্বরতর করিয়া তুলিলেন।

শ্রীনিবাস শুধু পণ্ডিত ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহার কবিত্বও ছিল অসাধারণ। পদকল্পতরুতে তাঁহার দুইটি ব্রজবুলি ( ৩০৭২, ৩০৭৩ ) ও একটি বাংলা ( ৭২০ ) পদ উদ্ধৃত আছে। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গোড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে ( পৃ: ১৩৯২ ) লিখিয়াছেন যে, 'আচার্য প্রভু মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।' বর্ণানন্দে ( ষষ্ঠ নির্ঘাসে ) যে তিনটি পদ আছে তাহাই 'তরুতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। আর দুইটি পদ কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বাবাজীমহাশয় কিছু লেখেন নাই। বাংলা পদটি যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনার সমকক্ষ। আমরা পদটি ভক্তিব্রতাকরে দ্রুত ( ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃ: ৪৮২-৮৩ ) পাঠ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল<sup>১</sup> গো  
কেনা কুন্দিল<sup>২</sup> ছুটি আখি।  
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে  
সেই সে পরাণ তার সাথী ॥  
রতন কাটিয়া কেবা<sup>৩</sup> যতন করিয়া গো  
কেনা গটাইয়া দিল কানে।  
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে<sup>৪</sup> গো  
যোগী হৈল<sup>৫</sup> উহারি বিয়ানে ॥  
নাসিকা উপরে শোভে<sup>৬</sup> এ গজ মুকুতা গো  
সোনায়ে মণ্ডিত<sup>৭</sup> তার পাশে।  
বিজুড়ি জড়িত কিবা<sup>৮</sup> চান্দের কলিকা গো  
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥

হৃন্দর কপালে শোহে সিন্দুর তিলক গো  
তাহে শোভে অলকার পাতি।  
হিয়ার মাঝারে মোর বলমল করে গো  
চান্দে যেন ভ্রমরার পাতি<sup>৯</sup> ॥  
মদন কাছিয়া ওনা<sup>১০</sup> চূড়ার টালনি গো  
উহা না শিখিয়াছিল<sup>১১</sup> কোথা।  
এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পায় গো<sup>১২</sup>  
এ বড়ি মগ্নমে মোর ব্যাধা ॥  
কেমন মধুর সে না বোল খালি খালি গো  
হাতের উপরে লাগি পাড়।  
তেমন করিয়া যদি বিদাতা গড়িত গো  
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ ॥<sup>১৩</sup>  
করিবর<sup>১৪</sup> কর জিনি বাহর বলনী গো  
হিন্দুলে মণ্ডিত তার আগে।  
যৌবন বনের পাণী পিয়াসে মরয়ে গো  
তাহারি পরশ রস মাগে ॥  
ঠমকি ঠমকি যায়<sup>১৫</sup> তেরছ নয়নে চায়<sup>১৬</sup>  
যেন মত গজরাজ মাতা<sup>১৭</sup> ॥  
শ্রীনিবাস দাসে কয় ওরূপ লখিল নয়<sup>১৮</sup>  
রূপসিদ্ধ গঢ়িল বিদাতা ॥\*

\* ডাঃ প্রকুমার বেন কর্ণানন্দদ্রুত পাঠ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দিয়াছেন। উহা অনেকটা তরুর অশুরূপ। তরুতে পাঠান্তর—  
(১) কুন্দিলে (২) কুন্দিলে (৩) কাড়িয়া অতি (৪) পরাণি (৫) হবে (৬) নাসিকার আগে বোলে (৭) মণ্ডিত (৮) যেন (৯) 'হৃন্দর কপালে শোহে' হইতে 'চান্দে যেন ভ্রমরার পাতি', তরুতে নাই (১০) মদনকান্দ ওনা (১১) শিখিয়া আইল (১২) এ বুক ভরিয়া মুখ উহা না দেখিল গো

(১৩) অমিয়া মধুর বোল হুখা খালি খালি গো  
হাতের উপর নাহি পাড়।

এমন করিয়া যদি বিদাতা গড়িত গো  
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥

(১৪) করভের (১৫) নাটুয়া ঠমকে যায় (১৬) রহিয়া রহিয়া চায় (১৭) চলে যেন গজরাজ মাতা (১৮) লখিলে লখিল নয়।

ভক্তিব্রতাকরের পাঠে অনেক উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশেষ করিয়া 'হৃন্দর কপালে শোহে' ইত্যাদি একটি ত্রিপদী সম্পূর্ণ নূতন পাওয়া গাইতেছে। ত্রিকূলের সিন্দুর-তিলকশোভিত কপালের উপর কয়েকটি অলকপ্রসঙ্গ



এই পদটি সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র বায় মহাশয় লিখিয়াছেন—  
সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা সরল ও  
আন্তরিকতাপূর্ণ রূপবর্ণনার পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে  
না (‘তরু’র ভূমিকা, পৃ: ২২০)। সৌভাগ্যক্রমে খুঁজিতে  
খুঁজিতে ইহা অপেক্ষাও সুন্দর শ্রীনিবাস আচার্য্যের এই  
পদটি আমরা পাইয়াছি—

অহুক্ষণ কোলে থাকি বসনে আপনা ঢাকি

দুয়ার বাহিরে পরবাস।

আপন বলিয়া বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে

হেন ছারে হেন অভিলাষ।

নজনি, তুয়া পায় কি বলিব আর।

সে ছলহ জনে অহু- রকত ঘাহার মন

কেবল মরণ প্রতিকার।

কি করিতে কিবা করি আপনা দড়াইতে নারি

রাতি দিবস নাহি যায়।

পড়িয়াছে; শ্রীরাধার মনের ভিতর সেই রূপ ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, আর  
মনে হইতেছে যে কৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রের উপর যেন ভ্রমরার পাক্তি বসিয়াছে।  
চাঁদে ভ্রমর বসারূপ অসম্ভব কিছু কল্পনা না করিলে যেন সে রূপের শোভা  
বর্ণনা করা যায় না। তরুর পাঠে কৃষ্ণের বাক্যই যেন অনিয়া মধুর, কিন্তু  
তাঁহা হইলে আবার ‘হুখা খানি খানি’ বলায় পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

ভক্তিরত্নাকরের পাঠে এখানে দেখা যাইতেছে রাধা রূপ দেখিয়াও  
আক্ষেপ করিতেছেন, বুক ভরিয়া দেখা হইল না। বাহা বাহিরে রহিয়াছে  
তাহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিবার লাগনার রাধা বলিতেছেন—সে যে  
কেমন মধুর তা তোমরা ভাল করিয়া বল না গো সখি! সেই মাধুর্যকে  
যদি বিদ্যাভা এমন করিয়া গড়িত যে তাহাকে হাতে করিয়া চাখিয়া চাখিয়া  
আপন করা যাইত! রাধার যৌবন-বনের পাখীর ঢুকায় ছাতি কাটিয়া  
যাইতেছে। শুধু দগ্বিতের স্পর্শরসেই সে তৃপ্তা মিটিতে পারে।

১ পুন্নি লেখার দোষে পদটি ছাপা হইয়াছে—

অহুক্ষণ কোলে থাকে বসনে আপনা ঢাক।

যদি এটি সখীর প্রতি রাধার উক্তি হয় তাহা হইলে তৃতীয় পুরুষ বাচক  
‘থাকে’ ও ‘ঢাকে’ আসিতে পারে না। পদের সর্গের উক্তন পুরুষের ক্রিয়া  
‘কিবা করি,’ ‘দড়াইতে নারি,’ ইত্যাদি আছে। সুতরাং উহার পাঠ হইবে  
‘থাকি’ ও ‘ঢাকি’। কিন্তু ‘অহুক্ষণ কোলে থাকি’ বলা রাধার পক্ষে  
অসম্ভব, ‘ন’ পড়িতে ‘ল’ পড়ায় ঐ বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

গৃহে যত বন্ধুজন

সব মোর বৈবীগণ

কি করিব কি হবে উপায়।

এই পদটি অহুবাগবলীর ষষ্ঠ মন্তব্যে উদ্ধৃত করিয়া মনোহর  
দাস লিখিয়াছেন—

শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়।

যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাঁহার আশায়।

শ্রীবিশাখা প্রতি রাধা অহুবাগে কহে।

রসের নির্ঘাস রসিকের মন মোহে।

রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আমি কেন  
ভালবাসিলাম, আমার পক্ষে তাঁহার মতন ছল্লভ জনের  
ভালবাসা পাওয়া অসম্ভব। আমি সব সময়ে ঘরের  
কোনাতে থাকি, তাও আবার লোকে মুখ দেখিতে না  
পায় এমন করিয়া দেহ ঢাকিয়া। আমি অভিসারেও যাইতে  
পারি না, কেননা আমার কাছে ঘরের দুয়ারও প্রবাসের  
মতন দূর। পৃথিবীতে আমাকে কেহ আপনার বলিবার  
নাই। ভাব এই যে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছি সে  
তো আমাকে আপন করিয়া লইল না। আমার মতন  
ছাব প্রাণীর একি অদ্ভুত অভিলাষ যে তিনি আমাকে  
ভালবাসিবেন। সখি, তোমাকে আর কি বলিব! সেই  
ছল্লভ দগ্বিতের প্রতি যাহার অহুবাগ তাহার প্রেমব্যাপির  
একমাত্র প্রতীকার হইতেছে মরণ। আমি যে কি করি  
তাঁহা জানি না; আমার নিজের মন আমার বশে নাই  
তাই কিছুই স্থির করিতে পারি না। এমন করিয়া যে আর  
রাতদিন কাটানো যায় না। লোকের বাড়ীতে থাকে তাহার  
বন্ধু আত্মীয়জন, কিন্তু আমার এমন কপাল যে সবাই আমার  
শত্রু—কেমনা, তাঁহারা আমাকে প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা  
করিতে দেয় না। আমি জানি না আমার কি উপায় হইবে।

মনোহর দাস সত্যই লিখিয়াছেন যে, এই পদটি যেন  
অহুবাগের আকরস্বরূপ—

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন।

প্রবণ-সর্কর কিবা কণ্ঠ-আভরণ।

কিথা রসের সার অহুবাগখনি।

মধুরিমা-সীমা কিবা সুধার স্বধুনী।





ভগবৎকৃপায় গোবিন্দদাস কবিরাজের গুরু পঞ্চম পদটীও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪-সংখ্যক পুথিতে পাইয়াছি। সেটি এই—

ধনি রুদ্রিণি ভোর ।  
ভোলল কাহ্ন গরবে করি কোর ।  
ধনি মন মাতল স্থখে ।  
তাহুল দেই চুখই চাঁদমুখে ।  
ধনি মন মানয়ে বাধা ।  
কাহ্ন পরাভব জিতল রাধা ।  
ভূমে গড়ি যায় মোহন বেণু ।  
রতিরস অলসে অবশ ভেল কাহ্ন ।  
ভণে শ্রীনিবাস দাস ।  
রাই কাহ্ন রদ্র দেখি সখিগণ হাস ।

৬২০৪ পুথি, পৃ: ২০

পদটী সন্তোগের ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ গোবিন্দদাসের সমসাময়িক। তাঁহার সঙ্গীত ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।<sup>১</sup> রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে লিখিয়াছেন—“শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভূবি সর্বতঃ”। তিনি যাহাকে দেশের সর্বত্র পরিচিত বলিয়াছেন, তাঁহার একটীও পদ উদ্ধৃত করেন নাই দেখিয়া একজন লেখক গতিগোবিন্দের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন।

১ শ্রীনিবাসের বড় ছই ছেলে বৃন্দাবনবল্লভ ও রাধাকৃষ্ণ বৃহস্পতি পতিত হইলে।

তবে ঠাকুর-পুত্র সব অগ্রকট হইলা ।  
পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা ।  
সকল মহাস্ত্র মেলি পুন বিবাহ দিলা ।  
তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ।  
শ্রীবীরভয় গোপসাইর করে জন্ম হৈল ।  
তাহা হৈতে সন্তে মেলি আনন্দ পাইল ।

অমরাগবতী, পৃ: ৪৩

বীরভয়ের করে যিনি জন্ম লইয়াছেন তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দের জগদান করা স্বাভাবিক।

পদকল্পতরুতে তাঁহার 'নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ, বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে' ইত্যাদি পদটী (২৩১৮) উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বগদাগীতচিন্তামণিতে ঐ পদটী ছাড়া নিম্নলিখিত পদটীও (১৫১২) আছে—

নিতাই হৃন্দর, অবনী উজ্জোর, চরণে নৃপূর বাজে ।  
গৌর অঙ্গ হেরি, পূর্বব সোঙরি, যেন বৃন্দাবন মাঝে ।  
নিতাইর নিছনি লইয়া মরি ।  
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুলভবন অতি-চুরাচার-তারী ।  
বহুধা-জাহ্নবা, সঙ্গিতে লইয়া, শীতল চরণ বাজে ।  
হেলায় তারিল, এ গতিগোবিন্দ, এ তিন লোকের মাঝে ।  
তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলার পদও লিখিয়াছেন। একপ একটী পদ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদব্রতাবলীতে (৪৩৯) প্রকাশ করিয়াছেন। পদটীতে শ্রীরাধার বিরহের নূতন ধরনের বর্ণনা। সখী যাইয়া মাধবকে শুনাইতেছেন—

রাই-তহু শোভার ভাণ্ডার ।  
তোহারি শরণ জনে লুটল জগ-জনে  
এ তো নহে ধরম-বিচার ।  
কপিলা লইল কেশ বিজ্ঞাধরী নিল বেশ  
মুখ-শোভা নিল শশি-কলা ।  
মুগী নিল দুটি আঁখি ভূক নিল খড়্গন পাণী  
মুহু হাসি লইল চপলা ।  
বিধ লইল অধর নাসা নিল খগবর  
দস্ত জ্যোতি লইল মুকুতা ।  
কাঁকনে হরিল বর্ণ গৃধিণী লইল কর্ণ  
তোমার রাইয়ের এতেক বিতথা ।  
শ্রীকটি লইল সিংহ কুচ নিল গজকুন্ত  
ভুজ নিল পদ্মের মণালে ।  
রাম-রস্তা নিল উক্ত চলন-মাধুরী চাক  
রাজহংস চুরি কৈল ভালে ।  
রাধা ব্রজে একা ছিল মত্তে মিলি লুটি নিল  
শুন শুন নিষ্ঠুর মাধাই ।  
শ্রীগতিগোবিন্দ ভণে ধরি তোমার শ্রীচরণে  
একবার চল ব্রজে যাই ।



গোবিন্দদাস যে রায় বসন্তের নাম দুই তিনটি পদে সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনি নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নরোত্তমবন্দনা ভক্তিবন্ধাকরে (পৃ: ২২) দ্রুত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে তাঁহার ৫১টি পদ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'বসন্তরায়' নামে একটি প্রবন্ধে তাঁহাকে বিভা-পতির অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন। কবিগুরু বসন্তরায়ের নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শ ব্যাখ্যা হিসাবে নীচে দিতেছি—

আলো ধনি স্বন্দরি কি আর বলিব।  
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব।  
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জরাশি।  
(না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি।  
বদন-কমল তোমার সম্পূর্ণ শরী।)  
মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি।  
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান-শক্তি।  
বাহ্যকল্পলতা মোর কামনা-মুরতি।  
সদ্বৈর সঙ্গিনী তুমি স্বধর্মর ঠাম।  
পানবিব জীবনে রাধা নাম।  
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।  
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর।

তরু ২২৫৫

(বঙ্কনীর মধ্যকার দুই চরণ হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে, পৃ: ১১০৬তে নাই)। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—  
"এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিভাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার কয়েকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্তি, আমার মূর্তিমতী কামনা, অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ। ইহা কি স্বন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই; না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া বাহ্য

রহিয়াছে, বাহার আবির্ভাবে শরীর বাচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বৃষ্টি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বৃষ্টি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে 'মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি'—ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি স্বন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, স্বদূর বাণীর ধনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম-মৃণাল কাপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি—মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের

'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি  
তোমা বিনে মন করে উচাটন  
কে জানে কেমন তুমি।' ইত্যাদি

তরু ২২৫৩

পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "ইহার প্রথম দুটি ছন্দে, ভাবের অধীরতা, ভাবার বাধ ভাবিবার জন্ত ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি'—ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে। আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছুই বৃষ্টিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে 'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!' বিভাপতি বলিয়াছেন—

লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখছ  
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

১ 'লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে' প্রকৃতি 'গবি হে কি পুছনি অমৃতব মোর' ইত্যাদি পদে (তরুতে ২২৭) 'কহ কবি বাসন্ত জনর জুড়াইতে মিলার কোটিমে এক' পাঠ আছে, কিন্তু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিভাপতির পদাবলীর পাঠ মানিয়া লইয়া কবিগুরু উহা বিভাপতির রচনা বলিয়াছেন।



বিজ্ঞাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।”

গোবিন্দদাস তাঁহার দুইটি পদে ( ৭ ও ২০৪ ) বঙ্গভের নাম করিয়াছেন। তরুতে বঙ্গভ ভণিতায় যে ২৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, রাধাকৃষ্ণলীলার শ্রীরাধার পূর্বরাগ বিষয়ে একটি ( তরু ২৭ ), একটি মান-ভবের ( ৬০৩ ), ছয়টি অভিসারোৎকর্ষার, দুটি প্রেম-বৈচিত্র্যের ( ৭৬২, ৭৭০ ), একটি যুগলরূপের এবং পাঁচটি নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের বন্দনার এবং বাকী কয়টি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অত্মকরণে প্রার্থনা। বঙ্গভও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার একটি পদ হইতে জানা যায় যে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বিজ্ঞাপতির পদের খুব অত্মরাগী ছিলেন।

অত্মকণ গোরা-রঙ্গে      বিলাস বৈষ্ণব সঙ্গে  
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া।  
শ্রীভাগবত আদি      গ্রন্থ গীত বিজ্ঞাপতি  
নিজ পছ গুণ আশ্বাদিয়া।

তরু ২৩৮৩

বিজ্ঞাপতির পদের রস আশ্বাদনে আগ্রহ দেখাইলেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের রচনাশৈলীরই অত্মসরণ করিয়াছেন। বঙ্গভ আর একটি সংবাদ দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী নরোত্তমকে ‘ঠাকুর মহাশয়’ উপাধি দেন—

নিত্যানন্দ ঘরণী      জাহ্নবা ঠাকুরাণী  
ত্রিভুবনে পুজিত চরণ।  
যাহার কীর্তন কালে      কথির পুলক-মূলে  
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ।  
ভাব দেখি আপনি      জাহ্নবা ঠাকুরাণী  
নাম খুইল ঠাকুর মহাশয়।

তরু ২৩৮৪

বঙ্গভের লীলাবর্ণনামূলক পদে প্রেমবৈচিত্র্যের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। একসঙ্গে থাকিয়াও বিরহবেদনাত্মকভূতির

চিত্র তিনি সুন্দর ভাবে দুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অভিসারোৎকর্ষার একটি পদে ( তরু ১০০৭ ) রাধার ভাবাবেগ সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রাধা

কহইতে চল চল রহ রহ বোল।  
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল।  
শাজহ কহইতে ভাজহ ভাব।  
আনহ বানি জানহ পরকাশ।

নরোত্তমের আর একজন শিষ্য ছিলেন উদ্ধবদাস। এক দ্বিতীয় উদ্ধবদাস এই প্রথম উদ্ধবদাসকে ঠাকুর মহাশয়ের এক মুখ্য শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ( তরু ৩০২২ )। দ্বিতীয় উদ্ধবদাস ভণিতায় বলেন,

শ্রীরাধামোহন পদ      যার ধন সম্পদ  
নাম গায় এ উদ্ধবদাস।

তাহা হইলে ইনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য এবং টেঞা বৈষ্ণবপুত্র নিবাসী ছিলেন। আমার মনে হয় পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাস নামাঙ্কিত ২২টি পদের কোন কোন পদ প্রথম উদ্ধবদাসের রচনা। এই প্রথম উদ্ধবদাস ‘রসকদম্ব’-রচয়িতা কবি বঙ্গভের গুরু মনে হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ সংস্কৃতেই বেশী পদ রচনা করিতেন। তাঁহার দুইটি মাত্র পদ তরুতে পুত হইয়াছে। পদ দুইটি রত্নস্বরূপ। উভয় পদই সংস্কৃতির ধরণে কৃষ্ণদীর্ঘ বাক্যে রাখিয়া পড়িতে হইবে।

ব্রজনন্দ কি মনন নীলমণি।  
হরি-চন্দন-তীলক ভালে ধনী।  
শিখি পুচ্ছকি বন্ধনি বামে ঢলী।  
ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলী।

ইত্যাদি ( তরু ১৩২৪ )

নব নীরদ-নীল স্থান তহ।  
কলমল ও মুখ চান্দ জহ।  
শিরে কুঙ্কিত কুন্তল-বন্ধ সুটা।  
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোটা।

ইত্যাদি ( তরু ১৩২৫ )

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে যে জামানন্দ বৃন্দাবন



হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিয়াছিলেন তিনি উৎকলবাণী হইলেও বৃন্দাবনে ও অধিকা কালনায় বাঙ্গালীদের সাহচর্যে দীর্ঘদিন বসবাস করায় বাঙ্গলা পদ লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পদ পদকল্পতরুতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি আরতির, একটি প্রার্থনার এবং একটিমাত্র লীলার পদ। শেষোক্ত পদটি সুন্দর—

साहे कनक-मुकुट कीर्ति ।

শ্রীম বিলাসিত্ত                      সুন্দর তত্ত্ব

সাজিয়ে কতক ভাতি ॥

ନୀଳାମ୍ବର                      ବ୍ରତନ ଭୂଷଣ

জ্বলদে দামিনী সাজে ।

টাইচৰ কেশৱ                      বিচিত্ৰ বেণী

हुलिछे शिग्रान भावे ॥

उत्तर ३.२४

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-ধৃত শ্রীমদান-নামাঙ্কিত পদগুলি  
( ৩০০-৩০২ ) সম্ভবতঃ ইহার রচনা নহে।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোপালদাস 'বাহার কীর্তনে  
 যায় পাষণ গলিয়া' ( কর্ণানন্দ ১ ) ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে  
 বসিয়া 'রাধাকৃষ্ণরসকল্লতা' রচনা করেন।

ত্রিনিবাস আচার্যের কল্প। হেমলতার শিল্প যত্নমন্দন  
'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃতের' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের'  
অনুবাদ ও কর্ণানন্দ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি  
পদকল্পতরুদ্বিত যত্নমন্দন-নামাঙ্কিত ৭১টা পদ রচনা  
করিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্তী নিত্যানন্দভক্ত দাস গদাধর ঠাকুরের  
শিষ্য যত্ননন্দন চক্রবর্তীর ( পৃ: ২০৪ ) যে আটটি  
পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সবগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক ।  
যথা—

(১) গৌরান্দ চরিত্র আজু কি পেখলু মাই (তর  
১২৪৬)। কিন্তু 'তর'তে নিম্নলিখিত ভণিতা  
নাই—

দেখি দাম গুদাম্বর লহ লহ হামে ।

এ যত্নবান কহে ওই বসে ভাসে ।

সুতরাং মতীশবাবু এটি 'অজ্ঞাত' পদকর্তার বলিয়াছেন।

(২) মজনি সেই! শুন গোরা অপরূপ গাথা (পৃ: ৯০৬)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভণিতা।

(৩) মই গো নদীয়া জাহুবীর কূলে ( পৃ: ২০৮ ) ।  
'তরু'তে নাই । যত্নমন্দভণিতা ।

(৪) দেখ গোরা রক্ত মই দেখ গোরা রক্ত (পৃ: ৯০৯)।  
'তক'তে নাই। যদুভণিতা।

(৫) দেখ দেখ গোরা চান্দে। কাকুন বকুন  
(পৃ: ২০২)। 'তরু'তে নাই। বহুমননভণিতা।

(৬) গৌর বরণ সোনা, ছটক টাঁদের জোনা।  
(পৃ: ৯১০)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভগিনী।

(৭) গোয়া মোর বড়ই বদ্বিয়া (পৃ: ২২৫, তরু ২১০১)। যত্নভগিতা।

(৮) জলের জীব কীদে দেওয়া প্রতিবিম্ব ( পৃ: ২৫৭, তরু ২১৪৭ )। যদুনন্দনভণিতা।

সতীশবাবু যহু ও উপরে উক্ত ছই যত্ননন্দনের সমস্ত। সমাধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এই দাস-গদাধর-শিষ্য যত্ননন্দন যহুভণিতাতেও কবিতা লিখিতেন। ইহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী বলেন—

যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত ।

ଦ୍ରବେ ନୀଳ ପାଷାଣ ଗୁନିয়া ବାର ଗୀତ ॥

যত্নন্দনভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার স্বমধুর পদগুলি হেমলতা দেবীর শিষ্য যত্নন্দনের রচনা। কিন্তু যত্ননাথ ভণিতার ১৬টা পদ শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক এক কবির। ইহার সম্বন্ধেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ( ১।১।৩৫ ) বলা হইয়াছে—  
'মহাভাগবত যত্ননাথ কবিচন্দ্র।

যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥

গোবিন্দদাসের যুগে অল্প যে সব কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পদ পাওয়া যায় রায়শেখরের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত রায়শেখরের পদ বলিয়া ২৫২টী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪-সংখ্যক 'শৈশব যৌবন দরশন ভেল' ইত্যাদি নব কবিশেখর ভণিতা যুক্ত পদ এবং ২৫২-



সংখ্যক 'আমন লোলএ বচন বোলএ হাসি' ইত্যাদি  
বিজ্ঞাপতির পদের বিকৃত পাঠান্তর মাত্র।

শেষোক্ত পদটি যখন মৈথিল কবি লোচনের 'বাগ-  
তরঙ্গিনী'তে ( পৃ: ৪৪-৪৫ ) পাওয়া যাইতেছে তখন উহাকে  
রায়শেখরের পদাবলীতে স্থান না দিলেই ভাল হইত।  
আর পূর্বোক্ত পদটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীত-  
চিন্তামণিতে ( ১৫ )

বিজ্ঞাপতি কহে কর অবধান।

বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ ॥

ভণিতায় ধরিয়াছেন। রায়শেখর দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে  
কবিশেখর নামেও দুই চার জায়গায় ভণিতা দিয়াছেন।  
অধ্যাপক স্বথময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন এই রায়শেখর  
গোপালবিজয়ের রচয়িতা। গোপালবিজয়ের একখানি  
প্রতিলিপি ১৬১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দের। উহা শিবরত্ন মিত্র  
মহাশয়ের গ্রন্থালয়ে ছিল ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃ: ৫৬ )।  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০-সংখ্যক পুথির আদর্শের  
লিপিকাল ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গোপালবিজয়ের কবি

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।

শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন ॥

রায়শেখরের কোন কোন পদে যেমন তাঁহার গুরুর নাম  
উল্লেখ আছে, গোপালবিজয়ে সেক্ষেপ নাই।<sup>১</sup> ডাঃ স্বকুমার

সেন কবিশেখর রায় ও কবিরঞ্জনকে একই লোক মনে  
করেন। কবিরঞ্জনের দুইটি পদে 'ত্রিপুরাচরণে মন' ও  
'ত্রিপুরা-চরণকমল মধুপান' আছে ( সাহিত্য-পরিষৎ-  
পত্রিকা, ১৩৪০, পৃ: ২৩ )।

কি পদের সংখ্যার দিক্ দিয়া, কি ভাব ও ভাষার  
বৈচিত্র্যের ও সমৃদ্ধির দিক্ দিয়া গোবিন্দদাস তাঁহার  
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে  
তাঁহার কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব।  
তিনি কাশীরাম দাস বা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ত্রায় সর্ব-  
সাধারণের জন্য কবিতা লেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্য,  
অলঙ্কার ও বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে  
তাঁহার পদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। তিনি  
নিজে তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রসনা-রোচন শ্রবণবিলাস

রচই কচির পদ গোবিন্দদাস ॥

তাঁহার পদ পড়িতে সকলেই ভাল লাগুক বা না  
লাগুক, তাঁহার শব্দমাধুর্য প্রত্যেকেরই 'শ্রবণবিলাস' বটে।  
গোবিন্দদাস বিশেষ করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন রসিক  
বৈষ্ণব সাধকদের জন্য। শ্রীজীব গোপামৌ, শ্রীনিবাস,  
নরোত্তম, শ্রীমাননোর যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ও  
গোবিন্দদাসের পদাবলীর শ্রোতা ও পাঠকের অভাব ছিল  
না। বাচদেশ সে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য, স্থিতি ও  
ভ্রাম্যশাস্ত্রের চর্চায় মুগ্ধ। মধুরানাথ তর্কবাগীশ ও কৃত্ত  
ভ্রাম্যচম্পতির ত্রায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণলীলার  
রস আশ্বাদনে উন্মুগ্ন ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে  
যাইয়া যে কবিগণ শ্রীচৈতন্যকে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাও  
যে গোবিন্দদাসের কাব্যের রসআশ্বাদন করিতে সমর্থ ছিলেন  
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশে  
গোবিন্দদাসের পদ আজকার মতন দুর্লভ মনে হইত না।

১. শ্রীরত্ননন্দন পতি তাহা বিধু নাহি গতি

যার গুণে ভব-ভয় নাই।

তরু ২৩৭২

পাপিরা শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায়

শ্রীরত্ননন্দন প্রার্থেধর।

তরু ২৩৭৪

শ্রীকৃষ্ণাবন অভিনব হৃদয়ন শ্রীরত্ননন্দন রাজে

তরু ২৩৭৬



## তৃতীয় অধ্যায়

### আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী

গোবিন্দদাসের পদাবলী মুখ্যতঃ লিখিত হইয়াছিল সাধক বৈষ্ণবদের জন্য। সেইজন্য কবির আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী না বুঝিলে তাঁহার পদের মর্মোদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না। গোবিন্দদাস রাগামুগা ভক্তির সাধক। মঞ্জরীভাবের তিনি উপাসক। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় লেখেন যে, পুরাকালে বৃন্দাবনে যিনি রূপমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন তিনি এখন রূপ গোবামী, রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী হইতেছেন সনাতন। শিবানন্দ চক্রবর্তীও লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ। গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে গুণমঞ্জরীও বলেন। রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন রাগমঞ্জরী, রঘুনাথদাস রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী; ভৃগুর্ভ ঠাকুর প্রেমমঞ্জরী ও লোকনাথ লীলামঞ্জরী। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার গুরু লোকনাথকে মঞ্জুলালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রঘু মিশ্র কর্ণবমঞ্জরী, জিতা মিশ্র শ্রামমঞ্জরী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্বেতমঞ্জরী, বল্লভাঙ্কুর জীব বিলাসমঞ্জরী, ঈশানাচার্য্য মৌনমঞ্জরী, নয়ন মিশ্র (ইনি গদাধরের ভ্রাতৃপুত্র) নিত্যমঞ্জরী (শ্লোক ১৮৫ হইতে ২০৭)। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর কেহ মঞ্জরীভাবের সাধক বলিয়া বিখ্যাত হন নাই।

ইহার প্রায় শকাব্দ বছরের মধ্যে গোপাল গুরু ও তাঁহার শিষ্য ধ্যানচন্দ্রের রচিত পদ্ধতিতে মঞ্জরীভাবের উপাসনা প্রচারের ইতিহাস লুপ্তায়িত আছে। গোপাল গুরুর আসল নাম মকরধ্বজ পণ্ডিত। তিনি বজ্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। বজ্রেশ্বর পণ্ডিত ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরা ছিল তাহার সেবার তার পান। গোপাল গুরুর পর ধ্যানচন্দ্র এই সেবা করেন। গোপাল গুরু গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনার ইতিহাসে যে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মনোহর দাসের অমুরাগবল্লী হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভুর পার্শ্বদ পণ্ডিত বজ্রেশ্বর।  
তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুবর ॥  
শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদানির্গর।  
আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয় ॥  
তাঁর পাট নীলাচলে রাখাকান্তের সেবা।  
অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা ॥

ইহার পর গোপাল গুরু-কৃত হরিনামের ব্যাখ্যায়ুক্ত এই চারিটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্ত্বং চিদ্বন্দনানন্দবিগ্রহম্।  
হরতাবিভাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি শ্বতঃ ॥  
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাঙ্কাদম্বরূপিণী।  
অতো হরত্যানেনৈব শ্রীরাধা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥  
আনন্দৈকমুখস্বামী শ্রামঃ কমললোচনঃ।  
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষ্যতে ॥  
বৈদগ্ধ্যসারসর্কসমুষ্টিং লীলাধিদেবতাম্।  
রাধিকাং রময়েরিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ হরিকে 'হরি' বলা হয় এইজন্য যে তিনি চিদ্বন্দনানন্দ বিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়া অবিভা ও অবিভার কার্য্যসমূহকে হরণ করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আঙ্কাদম্বরূপিণী (হ্লাদিনী শক্তি)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এইজন্য 'হরা' শব্দে শ্রীরাধাই পরিকীৰ্ত্তিতা হন। কেবলানন্দ স্বথের স্বামী শ্রামবর্ণ কমললোচন গোকুলের আনন্দম্বরূপ নন্দনন্দনই 'কৃষ্ণ' শব্দে কথিত হন। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি বৈদগ্ধ্যের (রসিকতার) সারসর্কস-রূপ। তিনি লীলার অধিদেবতা (অধীশ্বরী)। যিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই 'রাম' শব্দে অভিহিত হন। মনোহর দাস লিখিয়াছেন যে—

এই অর্থ হয় ভক্তবর্গ প্রাণধন।  
কিন্তু তহু মহোৎসব কর্ণরসায়ন ॥



‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি এই মহামন্ত্রে চারবার কৃষ্ণ, চারবার রামকে এবং আটবার হরিকে সন্মোদন করা হইয়াছে। কৃষ্ণ শব্দে যিনি আনন্দস্বরূপ অথবা আকর্ষণ করেন, রাম শব্দে শ্রীরামচন্দ্র অথবা যিনি রমণ, ভালবাসার ধন, এবং হরি শব্দে যিনি আমাদের মনকে হরণ করিয়া লন বুদ্ধি। কিন্তু গোপাল গুরুর ব্যাখ্যা অনুসারে রাম হইতেছেন শ্রীরাধার রমণকারী, আর হরে বলিতে—

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন।

হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন ॥

হরিশব্দে সন্মোদনে হয় হরে।

হরা শব্দে সন্মোদনেহ হয় হরে ॥

অনুসারগী, পৃঃ ৪৭

ব্রজমণ্ডলের ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াও ‘হরিনামে’র এই ব্যাখ্যাই পাইয়াছি। সহজবোধ্য আপাতপ্রতীয়মান ভাবে কৃষ্ণ, রাম ও হরিকে সন্মোদন করা হইলে শ্রীরাধাকে স্মরণ করা হয় না। আর নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তহু  
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।

রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়  
তারে মুই যাই বলিহারী ॥

জয় জয় রাধানাম বৃন্দাবন দার ধাম  
কৃষ্ণস্থখ বিলাসের নিধি।

হেন রাধা গুণগান না শুনিল মোর কাণ  
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥

(১০০, ১০৩)

‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’র স্থান বৈষ্ণব-সাধনায় কত উচ্চে সে সন্দেহ নবদীপে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ একবার নবদীপে যাইয়া সিদ্ধ ভগবান্দাস বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, “কি করিয়া ভক্তি হয় দয়া করিয়া বলুন।” বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলেন, “বাবু, দুইটি পয়সা খরচ করিলে ভক্তি পাইবেন।” শিশির বাবু তাঁহার কথা শুনিয়া বড়ই হুঃখিত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে উপহাস করা হইল। বাবাজী মহারাজ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মনের হুঃখ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “বাবুজী, আমি আপনাকে ঠাট্টা করি নাই, আপনি দুইটি পয়সা খরচ করিয়া প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কিনুন, আর উহা নিত্য পাঠ করুন; ভক্তি আপনিই আপনার নিকটে আসিবেন।”

মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে, জগন্নাথ মিশ্র ও মুরারি স্বয়ং রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন; আর শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥

বলিতে বলিতে ক্রতবেগে চলিয়াছিলেন। এখানে আর কিছুতেই ‘রামকে’ অত্র কোন অর্থে লওয়া যায় না, কেননা স্পষ্ট ‘রাঘব’ অর্থাৎ ‘রঘুকুলসম্বৃত’ শব্দ আছে। গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনার বিবর্তনের ইতিহাসে সেইজন্য গোপাল গুরুর ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীবৃন্দাবনের রূপাসিদ্ধ দাস বাবাজী ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে যোগপীঠের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী সংলিখিত ‘শ্রীশ্রীভাবনাসারসংগ্রহ’ গ্রন্থে ও হরিদাস দাস বাবাজীর গোড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের প্রথম খণ্ডে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত মঞ্জরীদের নাম পাওয়া যায়।

যোগপীঠের মধ্যে ষড়্‌দল পদ্মে ১৫৯৭ দিন বয়সের শ্রীকৃষ্ণ ও ১৫৯৭ দিন বয়সের শ্রীরাধা। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্মে পূর্ক হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে (বয়স বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল) —

সনাতন গোস্বামী—লবঙ্গমঞ্জরী (১৩৬১)

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—রসমঞ্জরী (১৩৭০)

গোপাল ভট্ট—গুণমঞ্জরী (১৩৮১৭)

লোকনাথ গোস্বামী—মণ্ডলীমঞ্জরী (১৩৮৭)

শ্রীজীব গোস্বামী—বিলাসমঞ্জরী (১২১১২৬)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—কন্তুরীমঞ্জরী (১৩০০)

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী (১৩৬০)

রঘুনাথদাস গোস্বামী—রতিমঞ্জরী (১৩২০)



ইহাতে ছয় গোস্থামীর সঙ্গে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে নরোত্তমের গুরু লোকনাথকে ও চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজকে। কবিকর্ণপুরের মতে লোকনাথ সনকাদি চতুষ্টয়ের একজন (১০৭)। অষ্টদলের বাহিরে আবার এক অষ্টদল, তাহার আবার আটটি উপদল প্রথমে দল ও পরে উপদলের পরিচয় দিতেছি।

গোবিন্দানন্দ—চিত্রা (১৪৭।১৪)

বজ্র রামানন্দ—ইন্দুলেখা (১৪২।১০)

শিবানন্দ সেন—চম্পকলতা (১৪২।১৩)

(শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুর তাঁহাকে বীরা দূতী বলিয়াছেন—১৭৬ শ্লোক)

গোবিন্দ ঘোষ—রত্নদেবী (১৪২।৪)

বজ্রেশ্বর পণ্ডিত—তুঙ্গবিজ্ঞা (১৪২।২২)

বাসুঘোষ—সুদেবী (১৪২।৪)

স্বরূপ গোস্থামী—ললিতা (১৪৮।২৭)

রামানন্দ রায়—বিশাখা (১৪২।১৫)

কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে বজ্রেশ্বর পণ্ডিত ভগবানের চতুর্থ বাহ অনিরুদ্ধতত্ত্ব (৭১), রামানন্দ রায় পাণ্ডব অর্জুন বা অর্জুন নামে কোন গোপাল, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে ললিতা বলেন (১২১-২৪)।

স্বরূপ গোস্থামী বিশাখা (১৬০), বাঘব গোস্থামী চম্পকলতা (১৬২), কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ইন্দুলেখা (১৬৩), গঙ্গাধর ভট্ট সুদেবী (১৬৫) ও রামানন্দ বজ্র কলকল্লী (১৭০)।

উপদলে আছেন—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ছাড়া আর সাত কবিরাজ।

গোবিন্দ কবিরাজ—কলাবতী (১২।১০)

কর্ণপুর কবিরাজ—শুভাঙ্গদা (১২।১০)

নৃসিংহ কবিরাজ—হিরণ্যাদী (১২।১০)

ভগবান্ কবিরাজ—রত্নলেখা (১২।১০)

বল্লভীকান্ত কবিরাজ—শিখাবতী (১২।১০)

গোপীরমণ কবিরাজ—কন্দর্পমঞ্জরী (১২।১০)

গোকুল কবিরাজ—ভূমমল্লিকা (১২।১০)

জাহ্নবা দেবী—অনঙ্গমঞ্জরী (১৩।৬।৪)

যোগপীঠের পনের চারিদিকে আছেন

মুকুন্দ ঠাকুর—বৃন্দাদেবী

শিবানন্দ চক্রবর্তী—বৃন্দাবিকা

মাধব চক্রবর্তী—মেনাদেবী

জগন্নাথ চক্রবর্তী—মুরলীদেবী

গোবিন্দ কবিরাজ ১৬২০।২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যোগপীঠে আসন পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যোগপীঠে কবিকর্ণপুর, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের কোন আসন নাই।

মঞ্জরীদের মধ্যে সনাতন গোস্থামীকে গণনা করা হইলেও তাঁহার রচিত বৃহত্তাগবতামৃতে মঞ্জরীভাবের উপাসনার কোন ইঙ্গিত নাই। ঐ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্বে রচিত হয়, কেননা শেখোক্ত গ্রন্থে আছে—

শ্রীমৎপ্রভুপদাস্তোত্রৈঃ সর্ব্বা ভাগবতামৃতে।

ব্যক্তীকৃতান্তি গৃঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধাস্তমাধুরী।

(১।৪।২০)

গৃঢ় হইলেও যে ভক্তিসিদ্ধাস্তমাধুরী সনাতন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে গোপকুমার ঐ গ্রন্থের নায়ক। তিনি স্বর্গলোক, কল্পলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক, দ্বারকা প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে পুরুষবেশেই আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আদর করিয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিলেন (বৃহত্তাগবতামৃত ২।৬।১২৭)। শ্রীরাধার প্রদত্ত লাড়ুও তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, “হে শ্রীরাধে, তোমার ভ্রাতৃবংশজাত এই স্বরূপেরই ইহা খাওয়ার যোগ্য” অর্থাৎ “উহা ধারাপ, আমি খাইতে পারিব না” (ঐ ১৩০); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাড়ু খুবই সুস্বাদু ছিল। স্বকৃত টীকায় সনাতন গোস্থামী ঐ গোপকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তস্তাঃ শ্রীরাধিকায় ভ্রাতুঃ শ্রীদামো বংশে জাতস্ত অয়ং ভাবঃ”—অর্থাৎ আমি শ্রীরাধিকার ভ্রাতা শ্রীদামের বংশজাত বলিয়া। সাধককে যে সখীর অঙ্গগা হইয়া অন্তর্নিহিত নারীদেহেই ভজন করিতে হইবে এক্ষণে কোন ইঙ্গিত বৃহত্তাগবতামৃতে নাই।

হরিভক্তিবিলাসের (৫০৫) ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থার টীকায়



সনাতন লিখিয়াছেন যে, "সাধক মনে করিবেন চিৎস্বরূপ ভগবানের চিৎ-রূপ অংশ বলিয়া আমিও চিত্তস্বরূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন। এমত অবস্থায় আমিও সেই কি? না, আমি 'তদংশভেদে তদধীনো নিত্যসেবকোহস্মী'তি অর্থঃ।" এখানে মঞ্জরীভাবের কোন কথা উঠে না।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা দেখা যায়; যথা—

পরকীয়াভিমানিন্তুত্থা তন্ত প্রিয়া জনাঃ।  
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥  
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাঙ্গাং মধো মনোরমাম্।  
রূপযৌবনসম্পরাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥  
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগাতুরূপিণীম্।  
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাশ্রয়ীম্॥  
রাধিকাতুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।  
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকাসাং প্রকুর্ষতীম্॥  
প্ৰীত্যাচুদ্রিসং যত্নাত্নয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্॥  
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যেত তত্র সেবাং সমাচরেৎ।  
ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমাবতা যাবৎ স্তাত্ত্ব মহানিশা॥

পাতালখণ্ড, বঙ্গবাসী সা., অধ্যায় ২২, পৃ: ৪১০; আনন্দাশ্রম সংস্করণ, অধ্যায় ৮৩, পৃ: ৬২৪

অর্থাৎ তাঁহার প্ৰীতিপাত্ররা পরকীয়া অভিমানে গোপনে নিজ প্রিয়ের সহিত রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিকা রমণীদের মধ্যে রূপ-যৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনা-ঘরা নিজেই বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের ভোগের উপযোগিনী করিতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ভোগে পরাশ্রয়ী বলিয়া চিন্তা করিবে। সব সময়ে রাধিকার অতুচরী ও তাঁহার সেবা-পরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধাতে অতি প্ৰীতি রাখিবে। প্ৰীতির সহিত প্রতিদিন (মানসে) রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে যত্ন করিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।

এই অংশ বঙ্গবাসী সংস্করণে পাঠ করিয়া আমার মনে

সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে এই অংশ ছুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের আনন্দাশ্রম সংস্করণেও শ্লোকগুলি রহিয়াছে। ঐ সংস্করণ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের পুণ্ডি দেখিয়া তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু নিজের চোখে পুণ্ডিগুলি না দেখা পর্য্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। হরিভক্তিবিলাসে আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ের কোন উদ্ধৃতি নাই বটে, কিন্তু ৮৪ হইতে ২৪ অধ্যায় ও ২৬ অধ্যায়ের শ্লোক উহাতে ধরা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ঐ অংশ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই।

যদি পদ্মপুরাণের ঐ অংশ অকৃত্রিম হয় তাহা হইলে মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড খ্রীষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপামীই যে মঞ্জরী-ভাবের সাধনার প্রবর্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লেখেন—

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্ব হি।  
তদ্ভাবলিপ্সুতা কার্ণা ব্রজলোকাত্মসারতঃ॥

(১৫৪১)

ইহার টীকায় শ্রীজীব বলেন—ব্রজে অবস্থিত নিজের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরিবারগণের ভাবে লিপ্সু সাধক সেই ব্রজপরিকরদের অহুসরণ করিয়া সাধকরূপে (যেমন দেহে বর্তমান আছে সেই দেহেই) এবং সিদ্ধরূপে (নিজের ভাবের অহুকূল শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী অন্তর্নিহিত অর্থাৎ মনে মনে ভাবা দেহঘরা) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও গোবিন্দ কবিরাজ এই সাধনা-প্রণালীতে কি ভাবে লীলা শ্রবণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে শ্রীজীবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন। ঐ পত্রের উত্তরে শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় "কবির খ্যাতি ও পরিচয় শীর্ষক" অংশে





পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ একটি বিশেষ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 'বিরাসাং স্বপ্ন কুর্কন' ইত্যাদি শ্লোকে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১২।১৫৭) তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যদি সাধকের সম্বোগের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তিনি ব্রজের ভাব পাইবেন না, দ্বারকার মহিষীদের ভাব পাইতে পারেন। ব্রজের ভাবে নিজের স্বপ্নের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্ভব। কিন্তু জীব তটস্থা শক্তিবৃদ্ধ কৃষ্ণের অংশ, তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস অসম্ভব।

✓ আজকাল বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির লেখায় দেখিয়াছি ও মুখে শুনিয়াছি যে, নিজেকে রাধাভাবে অথবা সখীভাবে ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। অনেকেই রসকীর্তন শুনিবার সময় অথবা পদাবলী পাঠ করিবার কালে নিজেকে শ্রীরাধা বা তাঁহার সখী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে যেমন অপরাধ জন্মে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত নিজের অভিন্ন জ্ঞান করিলেও সেইরূপ অপরাধ হয়।

মঞ্জরীভাবে কিরূপ সেবার কথা সাধক চিন্তা করিবেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর রচনা হইতে দেখাইতেছি। ঐ প্রকারের সেবার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে গোবিন্দদাসের পদের আভোগে (ভণিতা অংশে) যে সেবার কথা আছে তাহার মর্থ উপলব্ধি করা যাইবে না। সেইজন্য একটু বিশদভাবে বিষয়টি আলোচনা করিতেছি।

✓ চাটুপুষ্পাজলিতে (স্তবমালা, পৃ: ১৭৪) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

আং সাধু সাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।

প্রসাধ্যমানাং বিজ্ঞস্তীং বীজয়িগাম্যহং কদা ॥

কলাবিদু মাধব কর্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তোমার কলেবর তাঁহার স্পর্শের জন্ত সাধিকভাবে উদয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, এক্ষণ অবস্থায় তোমাকে আমি কবে বীজন করিব?

কেলিবিদ্যাসিনো বক্রকেশবৃন্দস্তা শূন্দরি।

সংসারায় কদা দেবী জনমেতং নিদেক্ষ্যামি ॥

কেলিবিলাসের ফলে তোমার কুটিল কেশপাশ বিশদ হইলে তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্ত এই জনকে কবে আদেশ করিবে?

কদা বিদ্যোষ্টি তাধূলং ময়া তব মুখাদুজে।

অর্প্যমাণং ব্রজাধীশস্বহৃদাচ্ছিত্ত ভোক্ষ্যতে ॥

হে বিদ্যোষ্টি! আমি তোমার মুখকমলে তাধূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা খাইবেন, তোমাদের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দেখিব?

নামধূগাষ্টকে (স্তবমালা, পৃ: ১৭৭) তিনি লিখিয়াছেন—

তাং প্রচ্ছদেন মৃদিরচ্ছবিদা পিধায়

মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।

কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানাং

নক্সং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥

নীলাধরে তোমাকে ঢাকিয়া, তোমার চরণ হইতে নুপুর খুলিয়া লইয়া কবে তোমাকে কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়ের সহিত রাত্রিতে অভিসার করাইব?

কুঞ্জে প্রস্থনকুলকলিতকেলিতলে

সংবিষ্টয়োর্মধুরনখবিলাসভাজোঃ।

লোকত্রয়াভরণয়োঃচরণাদুজানি

সংবাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোহয়ম্ ॥

এই জন কবে নানারিধ কুহনে রচিত শয্যায় শয়ান মধুর নখকেলিবিলাসে রত তোমাদের উভয়ের ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ চরণ-কমলের সেবা করিবে?

স্বংকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেণ

শ্বেদাদ্ধূচুদ্বিবদনাদ্রুহশ্রিণো বাম্।

বুন্দাবনেধরি কদা তরুমূলভাজো

সংবীজয়ামি চমরীচম্ভামরেণ ॥

স্বরবিলাসের পরিশ্রমহেতু বদনাদ্রুহ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার জন্ত অদীয় কুণ্ডের তীরবর্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে। আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা বীজন করিব?



কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে ( স্ববমালা, পৃ: ১২৩ ) লিখিয়া-  
ছেন—

ওর্কায়ত্ততয়া কাপি ছুর্তাভ্যোজবীকর্ণো ।

মিথঃ সন্দেশশীঘ্রভ্যাং নন্দয়িত্যামি বাং কদা ॥

তোমরা ওর্কজনের অধীন হওয়ায় তোমাদের পরস্পর দর্শন  
ছুর্ত । অতএব পরস্পরের সংবাদবাক্যরূপ অমৃত দান  
করিয়া আমি কবে তোমাদিগকে আনন্দিত করিব ?

গবেষয়স্তাবস্তোক্তং কদা বৃন্দাবনান্তরে ।

সদমর্য্যং তু বাং লপ্যো হারিণং পারিতোষিকম্ ॥

বৃন্দাবনে তোমরা পরস্পরকে খুঁজিতেছ, ঐ সময়ে  
তোমাদের মিলন করাইয়া দিয়া কবে আমি মনোহর পারি-  
তোষিক পাইব ?

কুণ্ডে কুসুমশয্যায়াং কদা বামপিভাঙ্গয়োঃ

পাদসংবাহনং হস্ত জনোহয়ং রচয়িত্যতি ।

কন্দর্পকলহোলট্টকটিতানাং লতাগৃহে

কদা ওন্দায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিষোক্ত্যতঃ ॥

কুণ্ডে কুসুমশয্যায় শায়িত তোমাদের পাদসংবাহন কবে  
করিব ? লতাগৃহে কন্দর্পকলহে তোমাদের কণ্ঠভূষণ  
ছিঁড়িয়া গেলে কবে উহা গাথিবার জন্ত আমাকে নিযুক্ত  
করিবে ?

কেলিকল্লোলবিশ্রান্তান্ হস্ত বৃন্দাবনেখরৌ ।

কর্হি কর্হি পতন্ত্রৈবাং মণ্ডয়িত্যামি কুন্তলান্ ॥

কন্দর্পজীড়ায় তোমাদের কেশপাশ আলুলায়িত হইলে  
আমি কবে উহা ময়রপুচ্ছদ্বারা ভূষিত করিব ?

কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্লয়োবহম্ ।

কদা কমলিকব্ধং করিণ্ডে তিলকোজ্জলম্ ॥

কন্দর্পজীড়ায় তোমাদের পরস্পরের বেশভূষা বিগলিত  
হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্বার তিলক দিয়া কবে আমি  
তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ?

দেখোরস্তে বনশ্রগ্ভিদৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ ।

অয়ং জনঃ কদা কুণ্ডমণ্ডপে মণ্ডয়িত্যতি ॥

হে দেব ! তোমার বনমালাশূন্য বক্ষে বনমালা পরাইয়া,  
ও হে দেবি ! তোমার কজ্জলশূন্য নয়নে কজ্জল পরাইয়া  
কবে তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ?

জাধুনদাভতাত্বলীপর্ণাতবদলখ্য বাম্ ।

বদনাপুঞ্জয়োরেখ নিধাক্ততি জনঃ কদা ॥

দ্বর্ণবর্ণ তাত্বলপত্র খদির চূর্ণাদি উপকরণে সজ্জিত করিয়া  
তোমাদের বদনকমলে কবে আমি অর্পণ করিব ?

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলে লিখিত উৎকলিকাবল্লরীগ্রন্থে  
সখীর অমুগা হইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে—

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ

ললিতে দেবি সদা তবাস্রবৌ ।

ইতি তে কিল নাস্তি দুঃখঃ

কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ম্ ॥

হে ললিতা দেবি ! নিকুঞ্জনাগর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সব সময়ে  
তোমার কথা শুনে। অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমাকে  
স্বয়ং অঙ্গীকার কর ।

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে

গৌরনীরবপুষ্যোঃ প্রণয়ানাম্ ।

ত্বং নিজপ্রণয়িনোর্ময়ি তেন

প্রাপয়ত্ব করুণার্জকটাকম্ ॥

হে বিশাখে ! বৃন্দাবনে তুমি শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ প্রণয়-  
পাত্র । অতএব তুমি নিজ প্রণয়ী সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের  
করুণা-কটাক আমাকে লাভ করাও ।

এই উৎকলিকাবল্লরীর ৪৭ শ্লোকে বনবিহারে শ্রান্ত  
রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম নিজের কেশপাশ দ্বারা মুছাইবার  
কথা আছে । উহার পরবর্তী শ্লোকে উভয়ের বিলাসের  
জন্ত ফুলশয্যা তৈয়ারী করিবার কথা আছে ।

৪৮-শ্লোকের সখী নহেন, সখীর অমুগা । সখীরা শ্রীকৃষ্ণের  
নিভাসিত্ত পরিকর । তাঁহার স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গ  
শক্তির প্রকাশ । জীব ভগবানের তটস্থ শক্তির প্রকাশ ।  
দুইকে এক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে । সখীর সঙ্গে  
শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাস সম্ভব । গীতাবলীর ৩৮-সংখ্যক পদে  
আছে 'নবশশিরেখা-লিখিতবিশাখাতম্বুধ ললিতাসদী' ।  
উজ্জলনীলমণির সখীপ্রকরণে (২০) 'প্রিয়সখি বিদিতঃ  
তে কর্ম' ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে, সখী শ্রীকৃষ্ণ  
কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছেন । গোবিন্দদাসও ঐভাবে  
'এ ধনি জনি কহ কাহ্নক সন্দেশ' (৪০০) ইত্যাদি পদে



সখীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। সখীদের কার্যাদির যে তালিকা উজ্জলনীলমণিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে মঞ্জরীদের কাজের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় (উজ্জলনীলমণি, পৃ: ৩৬৬-৩৮৪), যেমন সখী ও মঞ্জরী উভয়েই আশ্বাস প্রদান করেন, মিলন ঘটাইয়া দেন, নায়ক-নায়িকার বেশ করাইয়া দেন, চামরাদির দ্বারা সেবা করেন, দৌত্য করেন। কিন্তু কেলিবিলাসের সময় সখীরা উপস্থিত থাকিতে পারেন না, মঞ্জরীরা পারেন। ঐ সময়েও মঞ্জরী যে পাদসেবন করেন, চমরব্যঞ্জন করেন, কেশ-বিক্রাস করিয়া দেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার গুরু গুণমঞ্জরীর (গোপাল ভট্টের) নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।

কিশোর-কিশোরী-পদ সেবন-সম্পদ

তুয়া সনে মীলব মোয়।

তর ৩০৭২

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ললিতা-বিশাখার কাছে সেবা করিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীনিবাস সেইরূপ তাঁহার গুরুর নিকট বলিতেছেন—

তুহঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি

মধুর মধুর গুণ-ধামা।

ব্রজনব-দুব-বন্দ প্রেমসেবা পরবন্দ

বরণ উজ্জল তহু শ্রামা।

কি কহিব তুয়া বশ তুহঁ সে তোমার বশ

হৃদয়ে নিশ্চয় মনু মানো।

আপন অহুগা করি করুণা কটাক্ষে হেরি

সেবা-সম্পদ কর দানে।

তর ৩০৭৩

গোবিন্দদাস 'বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা' ইত্যাদি পদের ভিত্তিতে এই 'অহুগা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—

অহুগা হইতে সাধ লাগে চিতে

কহয়ে গোবিন্দদাসে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকেও মঞ্জরীভাবে

সেবা করিতে উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ তিনি ও বিশেষ করিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রজমণ্ডল হইতে এই মঞ্জরী-ভাবের সাধনাই গোড়ে আনিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রভাবের ফলে শ্রীনিবাসের শিষ্য বীর হাদীরের মতন দুর্দান্ত যুদ্ধশীল রাজাও বলিতেছেন—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মনের আশ

তুয়া পদে কি বলিব আর।

আছিলুঁ বিষয়-কীট বড়ই লাগিত মীঠ

ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার।

করিলু গরলপান রহিল ডাহিন বাম

দেখাইলা অমিয়ার ধার।

পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন

এমতি তোমার ব্যবহার।

বাধা-পদ স্বধারামি সে পদে করিলা দাসী

গোরা-পদে বান্ধি দিলা চিত।

শ্রীরাধা-রমণ সহ দেখাইলা কুঙ্ক-গেহ

জানাইলা তুহঁ প্রেম-রীত।

কালিন্দীর কূলে যাই সখীগণে ধাওয়া দাই

রাই কাহ্ন বিহরই স্থখে।

এ বীর হাদীর হিয়া ব্রজভূমি সদা ধোয়া

যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে।

তর ২৩৭৮

শ্রীনিবাসের প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাবের সাধনার রহস্য বর্ণনা করিয়া স্বরূপ-দর্পণ নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উহার ১০৬৬ সালের অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক অহুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় (সংখ্যা ২৮৮১) আছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনায়' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় শ্রীকৃষ্ণ গোপালমীর সেবা-অভিলাষের যথার্থ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; যথা—

(১) কবে হেন দশা হবে সখীসঙ্গ পাব।

বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দৌহাকে পরাব।

সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।

অগুরু-চন্দনগন্ধ দৌহ অঙ্গে দিব।



সখীর আঁজায় কবে তাম্বুল যোগাব ।  
 দিন্দুর তিলক কবে দৌহাকে পরাব ॥  
 (২) হরি হরি হেন দিন হইবে আমার ।  
 দুই অঙ্গ পরশিব দুই অঙ্গ নিরখিব  
 সেবন করিব দৌহাকার ॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে  
 মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে ।  
 কনক সম্পূট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি  
 যোগাইব অধর যুগলে ॥

তর ৩০২২

(৩) যমুনা পুলিন কেলি কদম্বের বন ।  
 রতন বেদীর পর বসাব দুইজন ।  
 শ্রাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ ।  
 চামর ঢুলাব সে হেরব মুখ-চন্দ ॥  
 মালতি ফুলের মালা গাঁথিয়া দিব গলে ।  
 অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥

সমুদ্র ১২৭

(৪) শ্রীমণিমঞ্জরী কবে সেবায় নিমুক্তি দিবে  
 সময় বুঝিব অল্পমানে ।  
 লীলা-পরিশ্রম জানি মলয় চন্দন আনি  
 লেপন করিব দুইজনে ॥

পদরত্নসার, অঃ ৩৪৭

(৫) হরি হরি কতদিনে হেন দশা হব ।  
 শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী রঙ্গে  
 রূপের অল্পগা পদ পাব ॥  
 সুশীতল বৃন্দাবন বড়বেদী সুশোভন  
 তাহে মণিময় সিংহাসন ।  
 হেমনীল কান্তিধর রাই কাহ্ন হৃন্দর  
 তাহাতে বসাব দুইজন ॥  
 সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে  
 তাম্বুল খাওয়াব চান্দ মুখে ।  
 আনন্দিত হব তথা ভগ্নমগি প্রেমকথা  
 দৌহার পিরিত্তি-রস সুখে ॥

মল্লিকা মালতী যুধি নানা ফুলে মালা গাঁথি  
 পরাইব দৌহার গলায় ।  
 রসের আলাপ কালে বসিব চরণ-তলে  
 সেবন করিব দৌহাকার ॥

পদরত্নসার, অঃ ৩৪৮

(৬) হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে ।  
 গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত স্থল  
 রাই কাহ্ন করাব শয়নে ॥  
 ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে  
 সুখময় রাতুল চরণে ।  
 কনক সম্পূট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি  
 যোগাইব বদন-কমলে ।  
 মণিময় কিঙ্করী রতন নুপুর আনি  
 পরাইব চরণযুগলে ॥  
 কনক কটোরা ভরি অগন্ধি চন্দন বুরি  
 দৌহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব ।  
 গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে  
 চামরের বাতাস করিব ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪২৭

ঠাকুর মহাশয়ের একটা পদে দেখা যায় যে, মঞ্জরীও  
 বিবাহিতা রমণী—

কবে বৃন্দভাঙ্গপুরে আইর গোপের ঘরে  
 তনয়া হইয়া জনমিব ।  
 যাবটে আমার কবে এ পানি গ্রহণ হবে  
 বসতি করিব কবে তার ।  
 যাবটে শ্রীরাধিকার শূন্তরবাড়ী । নন্দগ্রামের দুই মাইল  
 দূরে অবস্থিত ।

(৭) জল স্বাসিত করি রতন ভূঙ্গারে ভরি  
 কর্পূর-বাসিত গুয়া পানে ।  
 এসব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতী মালা  
 ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অল্পপাম ॥  
 সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে  
 যোগাইব ললিতার কাছে ।



নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়  
দাড়াইয়া বহৌ সখীর পাছে ॥

তর ৩০৩৭

(৮) ললিতা কবে মোরে বীজব দেওব  
বীজব মারুত মন্দে ।  
শ্রমজল সকল মিটব দুহু কলেবর  
হেরব পরম আনন্দে ॥

তর ৩০৩৮

মঞ্জরীভাবের সেবা কি তাহা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিবাস ও  
নরোত্তমের রচনা হইতে দেখা গেল । এখন গোবিন্দদাসের  
পদের আভোগগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক কবি রাধা-  
কৃষ্ণের সেবা কিভাবে করিতেছেন । প্রথমেই বলা  
প্রয়োজন যে, গোবিন্দদাস লীলাবর্ণনার পদে ব্রজমণ্ডলের  
এক অন্তরঙ্গ সেবিকারূপেই ভগিনী দিয়াছেন । বন্দনার  
পদের অধিকাংশ স্থলেই 'গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল' এইরূপ  
আক্ষেপ করিয়াছেন । আমার মনে হয় এই আক্ষেপের  
কারণ এই যে, গোরাধ-নিত্যানন্দের প্রকট লীলা তিনি  
দর্শন করিতে পারিলেন না । বন্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য-  
ভাগবতে ঐরূপ আক্ষেপ বহু স্থলে করিয়াছেন । গোবিন্দ-  
দাস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে—

গোবিন্দদাস হৃদয় মণিমন্দির  
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ । ( ১৬৭ )

সে ত্রিভঙ্গ মূর্তি কবির হৃদয়ের মণিমন্দির হইতে এক  
মুহূর্তের জন্তও অস্ত্রা যান না । অস্ত্রা কবি বলিয়াছেন—  
'গোবিন্দদাস কহে শুন শ্রামরায় ।

তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥' ( ৬২২ )

'গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভায় ।' ( ১৭০ )

এই অবিচলিত রাগাহুগা ভক্তি লইয়া কবি রাধামাধবের  
সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তিনি নানারকমে ব্রজের  
কিশোর-কিশোরীর সেবা করেন, কিন্তু কয়েকটি পদে  
বিশেষ করিয়া তিনি হাতমুখ ধুইবার জল জোগাইতেছেন  
দেখা যায় ।

রাধাগোবিন্দ কুণ্ডে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রি শেষ

হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করা  
হইতেছে । এই সময়ে—

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়াই  
হেরত গোবিন্দদাস । ( ৪২ )

গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়া দাড়াইয়া আছেন ।  
মন্দিরের কাছে ঝারি হাতে দাড়াইয়া থাকার মানে যে  
রাধাগোবিন্দ নিদ্রান্ত হইবার পর যেন মুখ ধুইবার জল  
পান ।

শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন—

গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়াই  
চামর চুলাওত খোরি । ( ৬৪ )

রাধামাধব রতিরসজনিত আলস্তে শুইয়া আছেন,  
আর কবি—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত  
মন্দিরে দুহুজন পাশ ।

মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি  
অহুচরি গোবিন্দদাস । ( ১১৩ )

বিলাসের পর পীতবাস একটু নিদ্রা দিয়া উঠিলেন—  
জল সেবন কর গোবিন্দদাস ।

ভোরবেলা গোবিন্দ দুধ দোহাইতেছেন ; এক এক  
গাভীর অনেক অনেক দুধ হইতেছে ; কলসী ভরিয়া  
যাইতেছে ; এমন একটা কলসী মাথায় করিয়া গোবিন্দদাস  
চলিতেছেন—

গোবিন্দদাস মটুকি লই ধায় । ( ৬১ )

শ্রীরাধা প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্ত  
অভিসারে যাইতেছেন । তাঁহার মনে কত শঙ্কা, কত  
সন্দেহ, কত অধীরতা । কবি সেইজন্য রাধাকে অহরোধ  
করিতেছেন যে, তাঁহাকে যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যান—  
তাহা হইলে তিনি মনে একটু জোর পাইবেন ।

পহিল মিলনে রহ অবনত মাথ ।

গোবিন্দদাস তুহু করি লেহ সাথ ॥ ( ৩৫৬ )

শ্রীরাধার আকার-প্রকার দেখিয়া সখীরা সন্দেহ  
করিতেছেন যে, তিনি বুঝি প্রেমে পড়িয়াছেন । তাঁহারা  
নানা রকম প্রশ্নে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া



তুলিতেছেন। রাধা লজ্জায় উত্তর দিতে পারিতেছেন না।  
কবি বলিতেছেন—আহা! বেচারাকে এত জেরা কর  
কেন? সেতো 'মৌনঃ সন্দ্বিলক্ষণং' চায়ে তোমাদের  
অভিযোগ মানিয়াই লইতেছে—

গোবিন্দদাস কহই অব বিরমহ

মৌনহি সন্মুখল কাজ। ( ৫৮৪ )

রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ  
রাধাকে ভালবাসিয়াছেন। তবে নারী তাহার ভালবাসাকে  
যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া রাখিতে চায়, পুরুষে অতটা  
করে না। রাধা স্নান করিতে যমুনা যান, পথে তাঁহার  
পায়ের ছাপ পড়ে, আর কানাই সেই পদচিহ্নকে চূষন  
করেন। রাধা চোখ ফিরাইয়া এই অঘটন ঘটনা দেখিয়া  
ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন, তিনি কৃষ্ণকে মানা করিবার জন্ত  
সঙ্কত করেন, 'লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে'; কিন্তু  
রাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া—

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।

তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস।

সাধারণ বৈষ্ণব কবি হইলে শেষ চরণের পরিবর্তে  
লিখিতেন, "হলুধ্বনি দেওল গোবিন্দদাস।" রাধাকৃষ্ণের  
মিলন হইল, আনন্দেরই কথা। কিন্তু ঘাটের পথে দিনের  
আলোতে কৃষ্ণের এই অসমসাহসিকতা দেখিয়া গোবিন্দ-  
দাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কেহ যদি দেখিয়া ফেলে,  
তাহা হইলে শ্রীমতীর কলঙ্কের ও লাজনার যে সীমা  
থাকিবে না!

একদিন রাধা কাননে ফুল তুলিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ  
বলিলেন, তুমি আবার ফুল দিয়া কি করিবে? তোমার  
অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তো ফুল। মুখখানি সোনার কমল, নয়ন-  
যুগল নীল উৎপল, নাসা যেন তিলফুল, অধর বাঁদুলি,  
হাসিতে কুল ও কুমুদ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে, দেহের বর্ণে  
মনে হয় সাদা চাঁপা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, হাতের আরক্ত  
শোভা যেন স্থলপদ্ম। কবি তখন বলিতেছেন—এত ফুল  
কি শুধু শুধু নষ্ট করিবে? পূজায় লাগাও। কাহার পূজা?  
পশুপতির। সাদা ভাষায় শিবের, ব্যঞ্জনার্থে গোষ্ঠে যিনি  
পশুপাল চরাইতে আসিয়াছেন তাঁহার—

পূজহ পশুপতি নিজ তহু দান। ( ৩২৪ )।

গোবিন্দদাস গোবিন্দের সেবা করেন বটে, কিন্তু রাধার  
প্রতিই তাঁহার আত্মগত্য বেশী। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে  
যাইতেছেন; ব্যগ্র হইয়া রাধা পথে বাহির হইয়া  
প্রিয়তমকে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে সখী রাধাকে  
কোনমতে প্রবোধ দিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।  
গোবিন্দদাসও রাধাকে সাহসনা দিবার জন্ত তাঁহার পিছে  
পিছে যান—

সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে

গোবিন্দদাস পিছে যান। ( ৭২ )

তিনি মিলনের জন্ত ব্যাকুলা রাধাকে আশ্বাস দেন—

গোবিন্দদাস কতহ আশোয়াসব

মিলাহ নন্দকিশোর। ( ১২০ )

তিনি রাধাকে দৃঢ়তার সহিত জানান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে  
খুব ভালবাসেন—

গোবিন্দদাস ভালে জান।

কাহুক জলত পরাণ। ( ২০০ )

সেইজন্ত তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দেন—

গোবিন্দদাস আশোয়াসে জীবই তুয়া অভিলাষে।

( ২০৫ )

কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও  
শ্রীকৃষ্ণ সময়মত আসেন না।

গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল

অবহ না মৌল কান। ( ১২২ )

তখন গোবিন্দদাস নিজেও লজ্জিত ও শঙ্কিত হন। তিনি  
প্রতিজ্ঞা করেন—

আজুক রজনী

দুহ জনে মিলায়ব

কহতহি গোবিন্দদাস। ( ২৪০ )

রূপাহরণে অধীরা রাধা হয়তো বলিতেছেন যে,  
শ্রীকৃষ্ণের নয়নে কি বিষ গো, তাঁহার নয়ন নয়নে মিলিত  
হইলে অঙ্গ যে জলিয়া যায়। গোবিন্দদাস তখন 'বিষম  
বিষমৌষধং' চায় প্রয়োগ করিয়া বলেন যে তিনি যদি দশন  
ঘরা তোমার অধরোষ্ঠ দংশন করেন তবে এক বিষে আর  
এক বিষের ক্ষয় হইবে। তিনি যে কালিঘনাগকে দমন



করিয়াছেন, হুতরাং বিষ দূর করায় তাঁহার হাতযশ আছে।

গোবিন্দদাস কহে সে না দিষ্টি-বিষে।

না পিলে অধরস্বধা কেবা জীয়া আইসে ॥ (১২৫)

এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাকর

মেটেই দশনক দংশে।

ও বিষ-ঔষধ বিষ অবধারল

গোবিন্দদাস পরশংসে ॥ (১২৬)

ইথে বিহু নাগদমন রসপান।

গোবিন্দদাস মণিময় না জান ॥ (১২৭)

নাগদমন বলিতে সোজা কথায় 'নাগদানার' রস খাওয়া কিন্তু গুঢ়ার্থে কালিয়নাগকে যিনি দমন করিয়াছেন তাঁহার অধররসপান। এছাড়া যে ঐ নয়নবিষের অস্ত্র কোন ঔষধ বা মন্ত্র আছে তাহা গোবিন্দদাস জানেন না।

কবি বর্ষার দুর্দিনাভিসারে শ্রীরাধাকে একা পথে ঘাইতে দিবেন না, তাই গোপনে রাধাকেও জানিতে না দিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন—“গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গৌর” (৩৪৬)। পথ অত্যন্ত অন্ধকার, পাছে রাধা দিশাহারা হন তাই গোবিন্দদাস তাঁহাকে অহরোধ করিতেছেন—

তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।

গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ ॥ (৩৪৮)

পথে কটক ছড়াইয়া আছে; শ্রীমতীর পায়ে যাতে কাঁটা না ছুটে তাই—

গোবিন্দদাস পন্থ দরশাওব

জাহা নাহি কটক আচোর ॥ (৩৮২)

বর্ষার ঝগাময় রাত্রিতে শ্রীরাধা কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ আর আসেন না। তখন গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঘাইয়া ঝগড়া করিয়া বলিলেন—বৃষ্টি পড়িতেছে তাতে কি? ‘ঝন ঝন বজ্র নিদান’—বজ্রের ঝনঝন শব্দেই বা কি? এদিকে যে শ্রীরাধা মদনপীড়ায় অস্থির হইয়াছেন। হুতরাং কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি অভিসারে ঘাইতেই হইবে—

কটকি চলহ ধনিপাশ।

ঝগড়াহি গোবিন্দদাস ॥ (১২৭)

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন তখন গোবিন্দদাস সঙ্গে থাকেন—

রসিক রমনি রসে ভাস।

সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস ॥ (১২৮)

মিলনের সময় সখীরা দূরে চলিয়া যান—গোবিন্দদাস রাধামাধবকে বাতাস করেন এবং লীলা প্রত্যক্ষ করেন।

নিতি নিতি ঐছন ছুঁক বিলাস।

বীজন করতহি গোবিন্দদাস ॥ (৮০)

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।

নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥ (২২৫)

কখনও কখনও তিনি শয়নকক্ষের বাহিরেও শুইয়া থাকেন, যাহাতে কিশোর-কিশোরীর প্রয়োজন হইলেই ঘাইয়া সেবা করিতে পারেন।

মন্দির নিকটে আন ধলে হুতলি

সহচরি গোবিন্দদাস ॥ (৩১৪)

নিকুঞ্জ-দ্বার বাহির নিকটে

গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥ (৩০৩)

একদিন রাধা মান করিয়া বসিয়া আছেন, কৃষ্ণ নারীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্পর্শের সময় শ্রীরাধা বুঝিলেন যে উনি কৃষ্ণই। তখন তাঁহার মুখে হাসি আসিতেছে, অথচ মনের অবস্থায় হাসা উচিত নয় তাবিয়া তিনি হাস্তবেগ বোধ করিবার জন্য নাসিকা স্পর্শ করিলেন ও নয়ন কুঞ্চিত করিলেন। গোবিন্দদাস ইহা দেখিলেন—

নাসা পরশি হাসি দিষ্টি কুঞ্চিত

হেরত গোবিন্দদাস ॥ (৪৬৩)

চোখে না দেখিলে কি এমন ছবিখানি কেহ আঁকিতে পারে?

মিলনের পর শ্রীরাধা ঘরে ফিরিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রসাধন করিয়া দিতেছেন। তিনি যে শ্রীমতীর



পা দুখানি কোলের উপর লইয়া আলতা পরাইয়া দিলেন  
তাহা গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষ দেখিলেন—

মেটল যাবক পদে পুন লেখ ।

গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক ॥ ( ১১১ )

মিলনের রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া  
গোবিন্দদাস রাত্রিকে পাপ বলিয়া গালি দিতেছেন—

গোবিন্দদাস ভণ হুহ রসধারণ

পাপ রজনী অবসান ॥ (৩২২)

তারপর শেষরাতে রাধা যখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে  
বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে  
পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন । কিন্তু পথ দেখাইবেন কি,  
রাধা ও মাধবের পরস্পর ছাড়াছাড়ি হওয়ায় তাঁহার মনে  
এমন দুঃখ হইয়াছে যে, চোখের জলে তিনি নিজেই পথ  
দেখিতে পাইতেছেন না—

গোবিন্দদাস চল কান্দিতে কান্দিতে ধোঁজে

লোরে পথ দেখিতে না পায় ॥ ( ৫৪ )

শ্রীরাধা প্রতীক্ষায় আছেন, শ্রীকৃষ্ণ আর আসেন না ।

শ্রীরাধার উদ্বেগ প্রশমন করিবার জন্ত গোবিন্দদাস তাঁহাকে  
বলিলেন—আচ্ছা আমি যাইয়া জানিয়া আসি কাহ্ন কি  
তাহার এই নবীন প্রেমও ত্যাগ করিল ? প্রেম যদি বেশী  
দিনের পুরাতন হইত তাহা হইলে না হয় অল্প কথা !

গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানউ

কাহ্ন কি তেজল নব নেহ ॥ ( ৪০৮ )

বিপ্রলক্সা রাধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধিকার  
দিয়া বলিতেছেন, এই কি প্রেমের রীতি ?

গোবিন্দদাস ভন ও নন্দ-নন্দন

ইহ কি পিরিতিক রীত ॥ ( ৪২৬ )

অল্প নারী সন্তোষ করিয়া সকালবেলায় কৃষ্ণ রাধার  
কাছে আসিয়াছেন । গোবিন্দদাস তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়া  
বলিতেছেন, তোমাকে ছোঁয়া যায় না, তোমাকে স্পর্শ  
করিয়া কাহারও আনন্দ হইতে পারে না—

গোবিন্দদাস কহ পরশ তুল নহ

পরশনে রস নাহি হোই ॥ ( ৪৩২ )

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ছলেবলে রাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে

চান । গোবিন্দদাস অমনি আগাইয়া আসিয়া বলিতেছেন—  
না, না, আমাদের রাইকে তুমি ছুঁইতে পাইবে না ।  
তাহার সাথে অমন ঢং করিও না । তুমি সেই সব  
নাগরীদের কাছে যাও বাহারা সহজলভ্যা, তোমার সঙ্গে  
ঝং ঢং করিতে তাহারা আগাইয়া আসিবে ।

গোবিন্দদাস বচন মানহ

না কর এমন ঢং ।

যোই নাগরী ও রসে আগরি

করহ তাকর সঙ্গ ॥ ( ৫৩০ )

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরও যখন অসহায় অবস্থা হয় তখন  
গোবিন্দদাস তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত আগাইয়া  
আসেন । কাহ্ন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও রাধার  
মান ভাঙ্গাইতে পারিলেন না । তখন কবি তাঁহাকে  
আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—চল, আমার সঙ্গে রাইয়ের  
কাছে চল, আমি তোমার হইয়া রাইকে সাধিব—

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব

আগে চলহ মকু সাধ ॥ ( ৫০২ )

কিন্তু রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সহজে ক্ষমা করিতে চাহেন না ।  
তিনি মাধবকে স্নেহ করিয়া বলিলেন যে, তুমি তো  
বলিতেছ আর একপ করিবে না ; কিন্তু চন্দ্রাবলী যদি  
তোমাকে প্রেম দেখাইয়া তোমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া  
তাহার ঘরে ফের বাধিয়া রাখে ? গোবিন্দদাস তখন  
কৃষ্ণের সদ্যবহারের জন্ত জামীন হইয়া বলিতেছেন—এই  
রকম যদি ঘটে তাহা হইলে আমাকে তুমি বরখাস্ত করিয়া  
চন্দ্রাবলীর দাসী করিয়া দিও ।

গোবিন্দদাস কহে তাকর পদ-তলে

দাসি করই মুখে লেহ ॥ ( ৫২৭ )

গোবিন্দদাস রাধার দাসী হইয়াও কোন কোন সময়ে  
তাঁহাকেও একটু ঠাট্টা করিবার লোভ ছাড়িতে পারেন  
না । সন্তোষের আনন্দে রাধা দিন কি রাত্রি যখন বুঝিয়া  
উঠিতে পারিতেছেন না, তখন কবি বলিতেছেন—যেমন  
ছট্টু মেয়ে তুমি তেমনি উপযুক্ত শান্তি হইয়াছে—

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শান্তি ॥ ( ৪২৭ )

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দদাস ও নরোত্তম ঠাকুর কেবল মিলনের



সময়েই শ্রীরাধার সেবা করিতেছেন দেখা যায়। তাঁহার বোধ হয় নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উহাতে মথুর বিরহের কোন স্থান নাই। গোবিন্দদাসের সেবার ভাব শ্রীরাধার বিরহের সময়ে প্রগাঢ়। রাধা যখন বলিলেন—‘আমার সঙ্গে কাহর দেখা হইল, তখন তাহাকে যেন কি বকম মন-মরা দেখিয়াছিলাম; সে সজল নয়নে আমার পানে চাহিয়া ছিল, নিবিড় আলিঙ্গনেও স্তব্ধ হইয়া ছিল। এখন বুঝিতেছি যে, সে মথুরা চলিয়া যাইবে জানিয়াই ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু সে এমন কপট যে, একথাটা নিজের মনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আমাকে বলে নাই,’ গোবিন্দদাস তখন ক্রোধের হইয়া বলিতেছেন—সে মুখে না বলিলেও ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিল মথুরা যাইতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে। কাহু আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল—‘গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই’ (৬১৮)। কানাই মথুরায় চলিয়া যাইবেন শুনিয়া রাধা মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন—

হাহা প্রাণ রাই ভেল অচেতন  
গোবিন্দদাস করু কোর ॥ (৬১৯)

শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে রাখিবার জন্ত গোবিন্দদাস তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রজনারীরা তোমার বিরহের অনলে জলিতেছে; তুমি চলিয়া গেলে তাহার মারা যাইবে এবং তুমিই তাহাদের বধভাগী হইবে। কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত নন্দ মহারাজের সঙ্গে শ্রীদাম, সুদাম যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহারা কি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? তাই ব্যাকুল হইয়া গোবিন্দদাস বলরামকে সঙ্গে যাইতে অহরোধ করিলেন। বলরামের কথা কৃষ্ণ খুব শোনেন, আর না শুনিলে গায়ের জোরেও শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার ক্ষমতা বলরামের আছে।

গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ  
আগে চলহি বলরাম ॥ (৬২১)

মথুরা হইতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। তখন গোবিন্দদাস নিজেই মথুরায় চলিলেন—

জানইতে কাহুক সো আশোয়াস।  
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥ (৬২৮)

রাধাবল্লভ আনিতে ছল্লভ  
সাজল গোবিন্দদাস ॥ (৬৪৪)

যাইবার পূর্বে গোবিন্দদাস রাইকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন যে সত্যই তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস এখনও পড়িতেছে কিনা—

জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ  
পরিখত গোবিন্দদাসে ॥ (৬৬২)

ধিন তহু তনিক নিশাস  
খোজত গোবিন্দদাস ॥ (১২০)

রাধার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে; অল্প একটু নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহা গোবিন্দদাস খুঁজিয়া দেখিতেছেন। তিনি দেখিলেন অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে—

লহ লহ বহত নিশাস।  
লখতহি গোবিন্দদাস ॥ (১৪৫)

গোবিন্দদাস মথুরায় যাইয়া রাধার অবস্থা সব মাধবকে জানাইয়া শেষে বলিলেন, তাহার যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে এতক্ষণে তাহার কি হইয়াছে কে জানে?—

গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিথণে  
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥ (৬৫২)

সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস।

ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস ॥ (৬৬৫)

গোবিন্দদাস জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো রাধার অবস্থার এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাই তিনি বলিতেছেন—‘যাহা বলিলাম তার একটুও অস্তরকম নহে। তুমি নিজেই আমার সাথে বৃন্দাবনে যাইয়া দেখিবে চল।’

গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ  
যাই দেখহ মনু সাধ ॥ (৬৬৬)

তোমার দর্শন ছাড়া শ্রীরাধাকে আর প্রাণে বাঁচাইবার উপায় নাই, তাই তাঁহাকে এমন অবস্থায় ছাড়িয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি—



তোহারি চরণে

এতহঁ কহিতে

ধাওল গোবিন্দদাস ॥ (৬৭১)

না আসিয়া উপায় কি? 'এই আসিতেছে, এই আসিতেছে'  
করিয়া আর কত মিথ্যা আশ্বাস তাহাকে দেওয়া যায়?

মিছা অশোয়াসে

কতহঁ পরবোধব

নিছনি গোবিন্দদাস ॥ (৬৭৬)

গোবিন্দদাস যে সখীর সঙ্গে মথুরায় গিয়াছিলেন তিনি  
মাধবকে বলিলেন, কোন্ হৃন্দরীকে পাইয়া তুমি রাধাকে  
ভুলিলে? গোবিন্দদাস তখন ক্রুদ্ধকে বিজ্ঞপ করিয়া  
বলিতেছেন—

গোবিন্দদাস কহ

এতহঁ না জানহ

কুজা অব নব রাণী ॥ (৬৮০)

ক্রুদ্ধ সখীদের কাছে বৃন্দাবনের সখাদের, গোপীদের,  
নন্দ, যশোদা ও বিশেষ করিয়া তাঁহার কিশোরীর কথা  
জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গদগদ হইলেন। তাহা দেখিয়া  
গোবিন্দদাস মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এহ সব পুছইতে গদ গদ ভাষ।

মুর্ছি পড়ল তহি গোবিন্দদাস ॥

পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া অন্ত কোথাও কবি বা  
ঔপন্যাসিকের সহিত তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার এরূপ  
নিবিড় একাত্মতার প্রকাশ দেখা যায় না। মহাজনগণের  
মধ্যেও গোবিন্দদাসের মঙ্গলীভাবের সাহচর্য সেবা অনন্ত-  
সাধারণ। বৈষ্ণব মহাজনেরা কখনও একথা ভাবেন নাই  
যে, রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদেরই সৃষ্ট চরিত্র; তাঁহারা বরং ভাবনা  
করিয়াছেন যে, রাধামাধবই তাঁহাদের দিয়া লীলা প্রকাশ  
করাইতেছেন। যে ঋষিদের হৃদয়ে বেদমন্ত্র স্মৃতি হইয়াছিল  
তাঁহারাও বোধ হয় ঐ ভাবেই অশ্রুপ্রাণিত হইয়া বেদকে  
অপৌকুষেয় বলিয়াছেন।

//গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ  
হইতেছে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা শ্রবণ করা।  
তাঁহারা বলেন যে, উপনিষদের উপদিশে নিদিধ্যাসনই শ্রবণ।  
'তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অতীষ্ট বস্তুর অহুচিন্তনই  
শ্রবণ।' সেই শ্রবণের সুবিধার জন্ত তাঁহারা অষ্টকালীয়  
লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্যপুর্ণাণের পাতালখণ্ডের বঙ্গ-

বাসী সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ে  
বৃন্দাদেবী নারদকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার যে  
বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-  
লীলামৃতের বর্ণনার মূল বিষয় হুবহু মিলিয়া যায়। পদ্য-  
পুর্ণাণের ঐ অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহা হইলে  
উহাকেই অষ্টকালীয় লীলাধ্যানের মূল বলিয়া ধরা যাইতে  
পারে। অনেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ গোপামীর রচনা বলিয়া  
কথিত 'শ্রবণমঙ্গল-স্তোত্র' গোড়ীয় বৈষ্ণবদের এই বিষয়ে  
রচনার উৎসস্বরূপ। উহাতে এগারটি মাত্র শ্লোক আছে।  
প্রথম শ্লোকে বন্দনা, দ্বিতীয়ে লীলাসূত্র ও বাকী নয়টি  
শ্লোকে নিশান্ত, প্রাত, পূর্বাঙ্ক, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন,  
প্রদোষ, নিশালীলা বর্ণিত হইয়াছে। 'শ্রবণমঙ্গল'-নামক  
গ্রন্থে এক কবি ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া স্বাধীন বর্ণনা  
করিয়াছেন। ঐ কবি নরোত্তম ঠাকুর কি না সে বিষয়ে  
আমার সন্দেহ আছে। দশশ্লোকীভাঙ্গ-প্রণেতা রাধাকৃষ্ণ  
গোপামীর মতে শ্রবণমঙ্গল-স্তোত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজে লেখেন  
নাই, তাঁহার ইচ্ছিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন।  
শ্রীকৃষ্ণের স্তবমালায় 'শ্রবণমঙ্গল' পাওয়া যায় না।

শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ কাব্যকর্ণপুর 'কৃষ্ণাঙ্কিক-  
কৌমুদী' নামে ছয় সর্গে বিভক্ত ৭০২টি শ্লোকের এক  
কাব্য রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয়  
পদাবলী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের পূর্বে  
রচিত হয়। উহাতে রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের  
মধুপানলীলা এবং কেবলমাত্র রাধা নহে, সকল গোপীদের  
সঙ্গে সম্মোগ বর্ণিত হইয়াছে।

সর্বা এব প্রতিবিদধিরে পুষ্পবাণং কৃতার্থম্। (৬৮২)

গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় লীলার একাদশপদের  
নির্ধাচন কে করিয়াছিলেন জানা যায় না। উহার  
ষাটশ-সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, সকালবেলা গো-দোহন  
করিতে করিতে রাধাকে দেখিয়া সবকিছু ভুলিয়া যাইয়া  
শ্রীকৃষ্ণ ধবল-নামক ষণ্ডের পায়ে দড়ি বাধিতেছেন।  
ত্রয়োদশ পদে দুধ দোহান ছাড়িয়া 'রাইক প্রেমজলে  
ভাসল রে'। তারপর 'দোহ তহু মিলল উপজল প্রেম'।  
চতুর্দশ পদে 'বিপিনহি' কেলি করত হুঁ মেলি'।



সকালবেলা দুধ দুহাইবার পরই সন্তোগ ও বিপিনে যাওয়া এবং 'জল মাহা পৈঠি করত জলকেলি'র বর্ণনা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদীতে গো-দোহনের পর শ্রীকৃষ্ণের মল্লজীড়া অভ্যাস বর্ণিত হইয়াছে (২।২০)। গোবিন্দলীলামৃতে আছে যে, কৃষ্ণ যখন সকালে গো-দোহন করিতেছিলেন সেই সময়ে শ্রীরাধা জটিলার সঙ্গে নিজের বাড়ীতে কথোপকথন করিতেছিলেন (২।৪২-৫০)। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে যেভাবে অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলার পদ সাজাইয়াছেন তাহাতেও সকালবেলা গো-দোহনের পরই সন্তোগ ও বিপিনে গমনের কোন প্রকার ইঙ্গিত নাই। সেইজন্য আমি 'বিপিনহি' কেলি' পদ (৭২) মধ্যাহ্নলীলার সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। যদুনন্দন দাসও মধ্যাহ্নলীলার স্বরূপে লিখিয়াছেন—

বংশী-স্বতি ফাগু-খেলা তবে কৈল দোললীলা  
তবে মধুপান লীলাগণ।  
তবে টহল রতিলীলা তার পাছে অশ্বলীলা  
অঙ্গবেশ ভোজন শয়ন ॥  
শুকপাঠ পাশাখেলা স্বর্ঘ্যপূজা আদি লীলা  
আনন্দ-সমুদ্রে নিমগন।

তরু ২৮৫৪

সকালবেলা মা যশোদা শ্রীরাধাকে জটিলার গৃহ হইতে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ত রন্ধন করাইতেছেন—কেননা, শ্রীরাধার হাতের রান্না খাইলে আয়ুর্ভুজি হয়। গোবিন্দদাস এই বিষয়ে ছোট দুইটা পদ লিখিয়াছেন (২৭ ও ২৮) ; কিন্তু রায়শেখর উহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন (তরু ২৫৫৬-২৫৬০)। এখানে শেখরেরও মঞ্জরীভাবের সেবা দেখা যায়—

রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে  
বসিয়া রাজ্যার বী।  
সব সখীগণ যোগায় যোগান  
শেখর যোগায় ঘী ॥

তরু ২৫৫৬

শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পর—

চরণ সেবন করে দাসগণ  
শেখর করয়ে বা।

তরু ২৫৫৯

শেখর সেবা করিবার পর পুরস্কার পাইলেন।—

রাইয়ের ইঙ্গিতে যে ছিল ধালীতে  
তুঙ্গল শেখর গিয়া।

তরু ২৫৬০

অনেক ভাল জিনিস রান্নার কথা শেখর বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রসাদ পাওয়াটাও খুব ভালই হইয়াছিল। শেখরের হাতে বাৎসল্যবস খুব ভাল ফুটিয়াছে—গোবিন্দদাসের চেয়েও ভাল। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে ঘাইতেছেন, মা দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া মার পানে চাহিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। একপ করিতে থাকিলে আর সারা দিনেও গোষ্ঠে যাওয়া হইবে না। তাই শেখর বলিতেছেন—তোমরা কর কি? মাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাও না!

রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়  
জননী প্রবোধে বারে বারে।  
শেখর শুনহ বোল কি লাগিয়া কর রোল  
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে ॥

তরু ২৫৬৫

ইহার পরের পদে দেখি যশোদা ঘরে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন—

হিয়ায় আঙনি ভরা আঁধে বহে বহ ধারা  
দুগ্ধে বুক বিদরিয়া যায়।  
ঘরপর যে না জানে সে জনা চলিল বনে  
এ তাপ কেমনে হবে মায় ॥  
ও মোর যাদব ছালালিয়া।

কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা ঘাইবে বন  
রাখালে রাখিবে দেখ লৈয়া ॥

মায়ের নানারূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্ত শেখর বলিতেছেন—



বিবাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি রনে  
ইথে সাধী এ শেখর রায় ॥

তত্ত্ব ২৪৬৬

শেখর ব্রজবলিতেও কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন, কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহা গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। একটা মিলনের পদে তিনি লিখিয়াছেন—

নাসা খগপতি খাস হিলোরি।  
জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজোরি ॥  
রতি অতি বিপরিত বিলম্বে কামিনি।  
মন-সিধি সাধই আগই যামিনি ॥  
দুর্জ-মন-মানস পূরণ ভেলি।  
হরষি সরোজ-মুখি সমাধল কেলি ॥  
বিলাসে অলস ভেল দুর্জ-জন-গায়।  
শ্রম দূর করতহি শেখর রায় ॥

তত্ত্ব ২৭২৭

ইহার সহিত অস্বরূপ বিষয়ের গোবিন্দদাসের “কুটিল-কটাপ-বিশিষ্ট ঘন বরিধণে, ছুর কর বিবিধ তরঙ্গ” ইত্যাদি (২২৬) পদ তুলনা করিলে রায়শেখর অপেক্ষা কবিরাজ যে কত বেশী পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা ও কবিপ্রতিভার নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে। উপরে উদ্ধৃত রায়শেখরের পদে ‘শ্রম দূর করতহি শেখর রায়’ ভণিতা হইতে তাহার মঞ্জরীভাবের অন্তরঙ্গ সেবার পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ রায়শেখরকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু শ্রীনিবাস ও নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে মঞ্জরীভাবের সাধনা বাংলাদেশে আনিয়া প্রচার করার পূর্বে ঐরূপ ভণিতা দেওয়া সম্ভব মনে হয় না। রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীনিবাসকে বলিয়াছিলেন—

তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ বহিমুখগণ।  
হইবে সমুখ লৈয়া তোমারি শরণ ॥

ভক্তিরত্নাকর, অঙ্গদেশ তরঙ্গ

তিনি খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাহার শিষ্য রায়শেখরের পক্ষে গোবিন্দদাসের সম-সাময়িক হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতির অঙ্গসরণ করিয়া

গোবিন্দদাস ও রায়শেখর যে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের সময়েও মঞ্জরীভাবে সেবা করিবার ভাবনা করিয়াছেন, তাহার ভিতর বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাসের এক পরম রহস্য লুকাইয়া আছে মনে করি। বৌদ্ধ তাত্ত্বিক সাধনার “যুগনন্দ” রূপের ধ্যান ও নায়িকাসাধন অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। চর্যাপদের আচার্যগণ ভোখিনীর সঙ্গ করিতেন। আধ্যাত্মিক চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, ধোপা যেমন মল-ব্যবহার করিয়াই বস্ত্রকে নির্মল করে বিজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ ভোগরূপ মলদ্বারাই মনকে নির্মল করিবেন। কিন্তু নারীর সঙ্গে অনেক অনেক সাধকেরই পতন ঘটিয়াছে। সেইজন্য নারীসঙ্গ পরিহারপূর্বক নিজেকেই নারীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবিকারূপে চিন্তা করার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপস্বামী মঞ্জরীভাবের সাধনার দ্বারা কামকে বিদূরিত করিবার উপায় করিয়াছেন। সাধক যদি এই দেহটাকে ভুলিয়া রাধাকৃষ্ণের দাসীর দেহকে আপনার বলিয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা হইলে দেহাভিনিবেশ দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বহুদেব বলিয়াছেন যে, ‘দেহিগণের দেহে অহংবুদ্ধি অজ্ঞানতা হইতে জন্মে। অহংবুদ্ধি হইতেই দেহিগণের পার্শ্বভৌতিক দেহে এই দেহ আমার, এই দেহ অপরের এই ভেদদৃষ্টি হয়। এইরূপ ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন দেহিগণ অজ্ঞানমূলক অহংকারের দ্বারা শোক, ভয়, ঘেব, লোভ, মোহ ও গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া সেই অহংকারের দ্বারাই পরস্পর যে নিজেকে বিনষ্ট করিতেছে তাহা দেখিতে পায় না’ (১০।৪।২১-২৭)। যদি নিজেকে সখীর অঙ্গমাত্র মঞ্জরীরূপে ভাবনা করা যায় তাহা হইলে আমার দেহটাই আমি এই বুদ্ধি বিদূরিত হয়। ঐ দেহাভিনিবেশই সকল অনিষ্টের মূল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে সন্তোষ গোণ—মুখ্য হইতেছে প্রেমভাব। শ্রীকৃষ্ণ উজ্জল-নীলমণিতে লিখিয়াছেন—বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং ন তথা সম্প্রয়োগেন স্ত্রাদেবং রসিকা বিহুঃ। রসিকগণ বলেন—বিদগ্ধদিগের পরস্পর লীলাবিলাসে যে সুখ হয় তাহা সন্তোষে হয় না। শ্রীজীব গোপস্বামীও প্রীতি-সন্দর্ভে (৩৭৭) লিখিয়াছেন—বিদগ্ধানাং যথা বনিতা-হুয়াংগাখাদনে বাহ্য, ন তথা তৎসম্পর্শাদাবপি। রসিকজন



বনিভাদের স্পর্শাদি অপেক্ষা অহুরাগের বর্ণনার আত্মদানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কবিকর্ণপুর অলঙ্কার-কৌস্তুভে ( ৫১২ ) দেখাইয়াছেন যে, প্রেম হইতেছে অঙ্গী রস এবং শৃঙ্গার অঙ্গরস মাত্র। প্রেমরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে চিত্তব্রব। ভ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নাই; কামোন্মাদনার অবকাশ নাই। স্বতন্ত্রপে এই কয়টি কথা স্বরণ রাখিয়া গোবিন্দদাসের পদ আত্মদান করা কর্তব্য।

গোবিন্দদাস সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদের রস আত্মদানের জন্ম মঞ্জরী-ভাবের উপাসনার মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন। সাধকের গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যে, মঞ্জরীদের মধ্যে তাঁহার কি নাম, কি বয়স, কেমন রূপ। গুরু উপদিষ্ট সেই মঞ্জরীদেহকেই সাধক তাঁহার সিদ্ধদেহ বলিয়া জানিবেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই সিদ্ধদেহকে অস্বচ্ছিত্তিত তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগী দেহরূপে নির্দেশ করিয়া নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজকে পত্রদ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধদেহের ভাবনা সম্বন্ধে গোপাল গুরুর পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে—

সখীনাং সঙ্গিনীকুপামাস্থানং বাসনাময়ীম্ ।  
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্ত্বজপালঙ্কারভূষিতাম্ ।  
কৃষ্ণং স্বরন্ জনক্যাস্ত্র প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।  
তত্ত্বংকথাবতচ্চাসৌ কুর্ধ্যাদাসং ব্রজে সদা ॥

অর্থাৎ নিজেকে সখীদের সঙ্গিনী, তাঁহাদের আজ্ঞায় রাধা-কৃষ্ণের সেবাপরায়ণা ও তাঁহাদের মতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা রূপে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পরিজনকে স্বরণ করিতে করিতে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন-বৃত্ত হইয়া সদা ব্রজে ( দেহে কিম্বা মনে ) বাস করিবে।

ব্রজমণ্ডলে মঞ্জরীভাবের সাধনা নাম প্রচলিত হইলেও গোস্বামীদের রচনায় ঐ নাম দেখা যায় না। নরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাদিতেও উহার ঐ নাম নাই।

নরোত্তমদাসে কয় এই যেন মোর হয়

ব্রজপুরে অহুরাগ বাস ।

সখীগণ গণনাতে আমারে লিখিবে তাতে

তবহি পূরব অভিলাষ ॥

তবে তাঁহার 'রাগমালা'-নামক গ্রন্থে আছে "মঞ্জরীগণ সর্বক্ষণ থাকে রাধা সঙ্গে"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ত্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

সখীর বভাব এক অকথ্য কথন।

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি স্থখ পায় ॥

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা।

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে শিকয়।

নিজ সেক হইতে পল্লবাত্তের কোটি স্থখ হয় ॥

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম এই ভাবের সাধনা ব্রজমণ্ডল হইতে আনিয়া গোড়বন্ধে প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সামঞ্জস্যের (synthesis) যুগের আবির্ভাব হয়। ঐ ধর্মের আদ্যযুগে গৌর-পারম্যবাদ ঘোষিত হয়। গৌরান্দই কৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র উপাস্ত এই মতবাদ নবহরি সরকার, বাসু ঘোষ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রচার করেন। গৌরান্দ যখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন তখন তাঁহাকে নাগর-রূপেও উপাসনা করা যায় এই মত তাঁহাদের দ্বারা ঘোষিত হয়।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

গৌর নাগর হেন স্তব নাহি বোলে।

চৈ. ভা., ১১১৪১৩০

কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যচন্দ্রামৃতে "গৌর-নাগরবরের" ধ্যানের কথা লিখিয়াছেন ( ১৩২ )। বাসু ঘোষ নাগরভাবের পদ রচনা করিয়া আভোগে লিখিয়াছেন—

বাসু ঘোষ কহে এমন নাগর

দেখি কে দৈরজ ধরে।

ধন্য সে দুবতী ও রূপ দেখিয়া

কেমনে আছয়ে ঘরে ॥

ভক ২১৭১

দেবকীনন্দনের পদে পাই—



দেবকীনন্দনে বলে শুন লো আজুলি।

তুমি কিনা জান গোরা নাগর বনমালী।

তরু ২০৮৩

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ও পদাবলীতে গোরাঙ্গের নাগর-  
ভাবের বহু কথা আছে। শ্রীনিবাসের যুগে গোবিন্দ  
চক্রবর্তী নাগরভাব লইয়া পদ রচনা করেন। রাধামোহন  
ঠাকুর ঐ ভাবের কয়েকটি গোবিন্দদাস ভণিতায়ুক্ত পদকে  
গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ বলিয়াছেন। সেইজন্য আমরা  
গোরাঙ্গ নাগরভাবের প্রায় সব পদই ঐ কবিতে আরোপ  
করিয়াছি। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা  
প্রচার করেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য উপায়, শ্রীকৃষ্ণ  
উপেয়। নরোত্তম ঠাকুর উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য  
করিয়া পাশাপাশি কৃষ্ণ ও গোরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন করেন।  
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে খেতুরীর উৎসবে ঐ সব শ্রীমূর্তির  
প্রতিষ্ঠা উৎসব নিষ্পন্ন হয়। গোড়মণ্ডলের সমস্ত প্রধান  
বৈষ্ণব ঐ উৎসবে যোগ দিয়া শ্রীনিবাস-নরোত্তমের  
সামঞ্জস্যকে মানিয়া লইলেন। আর এক দিক্ দিয়াও এযুগে  
সামঞ্জস্য দেখা যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের  
ভক্তদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহারই নিকট  
শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত  
লিখিয়াছেন। এহেন দাস গোস্বামী তাঁহার কোন গ্রন্থে বা  
কবে নিত্যানন্দ প্রভুর নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার

পাল্টা জবাব হিসাবে বোধ হয় বৃন্দাবনদাস কোথাও  
রঘুনাথদাসের নাম করেন নাই। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের  
যুগে বোধ হয় জাহ্নবীদেবীর ত্রৈলোক্য প্রচারের ফলে ব্রজমণ্ডলে  
ও গোড়মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রভু সকল বৈষ্ণবের দ্বারা স্বীকৃত  
হইলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কণদাগীতচিন্তামণিতে প্রত্যেক  
দিনের গীতে গৌরচন্দ্রিকার পর নিত্যানন্দচন্দ্রিকার পদও  
দিয়াছেন। পরবর্তী মতলয়িতারা ঐ রীতি অহসরণ  
করেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নরোত্তমের সাধনার  
উত্তরাধিকারী। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও শুভানুতলহরীতে  
কায়স্থ নরোত্তমকে প্রণাম জানাইয়াছেন—

স্বস্ত্যেগানপ্রথিতায় তথৈ

নমো নমঃ শ্রীনরোত্তমায়।

ভক্তিব্রতাকর, পৃ: ৩৫২

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মণ শিষ্যদের মধ্যে বিজয়  
বসন্ত, গোপীরমণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ আচার্য্য, গঙ্গানারায়ণ  
চক্রবর্তী, রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য,  
জয়কৃষ্ণ আচার্য্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম নরোত্তম-  
বিলাসে (১২ বি:) লিখিত আছে। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব  
নবহরি সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতিরও বহু  
ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। সীতাদেবী, জাহ্নবা, হেমলতা  
প্রভৃতি মহিলারাও পুরুষদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ  
করেন।



## চতুর্থ অধ্যায়

### সামাজিক পটভূমিকা

গোবিন্দদাস যে গোবিন্দের গান গাহিয়াছেন গোধন  
লইয়া গোষ্ঠে গেলেও তিনি একজন সামন্ত রাজার  
ছেলে। স্বতবাং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবির পটভূমিকায়  
তাহার পদাবলী আধাদন করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের  
কৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলায় রাজসভাতে যাইয়া বসেন। সেখানে—

বিচিত্র সিংহাসন                      রত্ন পটাস্বর  
লঙ্ঘিত মুকুতা-দাম।  
শোভা বনি অপরূপ।

গোপ গোপাল                      সভাজন বিজগণ  
বৈঠল ব্রজকে ভূপ ॥ ( ১০২ )

সেই রাজসভায় মামলা-মোকদ্দমার বিচার হইত কিনা  
জানি না; তবে আনন্দ-উৎসবের হিরোল বহিয়া যাইত।

কোই কোই গায়ত                      কোই বাজায়ত  
নাচত ধরতহিঁ তাল।  
কোই চামর লই                      বীজন করতহিঁ  
উজ্জর দীপ রসাল।

কনক সম্পূট পর                      কর্পূর তাড়ুল  
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ ॥ ( ১০২ )

বৈদ্যাতিক হাওয়া ও আলো সেখানে ছিল না; কিন্তু  
বহু দানদাসী ছিল। তাহারা চামর লইয়া বীজন করিত;  
আর দীপও উজ্জল ছিল। রায়শেখরের একটা পদে  
নন্দমহারাজের সভার বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া  
হইয়াছে। দরবারে যাইবার সময় কৃষ্ণের বেশভূষা  
একবার দেখুন। রায়শেখর বলেন—

শিরপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ।  
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ।  
নাসিকায় নথিনি মোতি ললকায়।  
স্বস্ত্র স্তল পুন দেওল গায়।  
মণিময় হার শেহ কণ্টক মাঝ।  
উরপর রতনক পদক বিরাজ।

কটিহঁ কাটারি পটুকা কঙ্ক বন্ধ।  
ভালহিঁ শোভিত চন্দন-চন্দ ॥  
হলধর ধর কর চলু দরবার।  
আগে পাছে যায় কাছে দাস পরিবার ॥

তর ২০২২

শ্রীকৃষ্ণ যদি মাথায় লাল জরির পাগড়ী বাধিয়া কোমরে  
কাটারি বা দা ( তরবারির বদলে ) লইয়া অনেকগুলি  
কীতদাস আগে পাছে করিয়া আমাদের সামনে আসিয়া  
উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমরা সম্মুখে তাঁহাকে কুনিশ  
করিব বটে, কিন্তু আমাদের কানাই বলিয়া চিনিতে  
পারিব না। রায়শেখর-বর্ণিত রাজসভায় ওণী কালোয়াতেয়া  
গান করিতেছেন, সুন্দর বাজ বাজিতেছে, নর্তকেরা থলন-  
গতিতে নাচিতেছে। তাহার পর—

পেটমোটা ঠেটা ভাট                      গান বাজ রাধি নাট  
কায়বার পড়ে তড়াবড়ি।

কায়বার মানে কায়বার্তা বা জ্ঞতি। তার পর বিদুষকের  
মজা করিবার পালা।

আসিয়া ভাঙের ঠাট                      জুড়িয়া বিনোদ নাট  
দোহে মিলি করে হড়াহড়ি।

ভাটে ভাটে কাঢ়াকাঢ়ি                      মারামারি পাড়াপাড়ি  
কৌতুক দেখয়ে সভাজন ॥

এই সভা শুধু কৃষ্ণ-বলরামের মনস্তত্ত্বের জন্ত। কেননা,  
রাজপ্রাসাদের ভিতর হইতে যেই খবর আসিল যে রাজি  
হইয়া যাইতেছে, অমনি রাজসভার সমাধান অর্থাৎ সমাপ্তি  
ঘটিল।

তবে ত দেখিয়া রাতি                      রক্তক আসিয়া তথি  
কহিল রাজার কানে কানে।

মাতা পাঠাইল মোরে                      নিতে রাম দামোদরে  
তুরিতে করহ সমাধানে ॥

তর ২০২৩



রায়শেখর ঐ যে রক্তকের নাম করিলেন, তিনি হইতেছেন একজন চোট; তাহার পরিচয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় দিতে পারেন নাই। তাহার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের ১৫৫-ঐষ্টাঙ্কে লিখিত কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়। ঐ গ্রন্থখানির সারাংশ নীচে দিতেছি। দেখিবেন রূপ সনাতন হসেন শাহের মন্ত্রীরূপে সামন্ত রাজাদের পরিবারে যেমনটা দেখিয়াছেন ঠিক তেমন পরিবেশেই শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐ গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার বলিতে বুঝাইয়াছেন (১) গোপবল্লভ পর্যায়ভূক্ত (ক) বৈশ্ব, বাহারা গোবস বা দুহু দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, (খ) আভীর, বাহারা শূত্রজাতীয় ঘোষ-উপাধিক, গো-মহিষ পালন করেন, ও (গ) গুর্জর—বাহারা আভীর হইতে কিছু নিয়ন্তরের, ছাগাদি পশু চরাইয়া জীবিকা অর্জন করে—তাহারা গোষ্ঠের প্রান্তসীমায় থাকে; (২) বিপ্র; এবং (৩) বহিষ্ঠ অর্থাৎ কাকশিল্পের দ্বারা বাহারা রোজগার করে। ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে বাহারা ব্রজে বাস করেন তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। কিন্তু সঙ্গীর্ণ অর্থে উহা আট শ্রেণীর ব্যক্তিকে বুঝায়—পিতামহ প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি, ভ্রাতা ভগিনী, স্তবনীয় ব্যক্তি, দাস, শিল্পী, দাসী, বয়স্ক ও প্রেমসী। নন্দ মহারাজার দাড়ি বা কুর্জ তিলত ডুলিত অর্থাৎ কাঁচা-পাকা। তাহার দুইজন বড় ভাই আছেন, নাম—উপনন্দ ও অভিনন্দ। ছোট ভাই দুইজন—নাম সন্নদ ও নন্দন। সন্নদের অস্ত্র নাম সুনন্দ, তিনি ফ্যাশনেবল লোক, কেননা শ্রীকৃষ্ণ তাহার লম্বা দাড়ির বর্ণনা করিয়াছেন। সে যুগে যেসব হিন্দু রাজপুরুষদের অহঙ্করণে বড় দাড়ি রাখিতেন তাহারাই নিশ্চয়ই ফ্যাশন-ওয়াল লোক। কৃষ্ণের মাতামহ যশোদার পিতা স্নগুণ ও লম্বা দাড়ি রাখিতেন। কতখানি লম্বা তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—দীর্ঘ শঙ্খবৎ খেতশৃঙ্গ। এই স্নগুণের ছোট ভাই চাকুশ—তাহারই পত্নী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জটীলা।

শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসীদের একটু খবর দেওয়া যাক। প্রথমে তাহার বিট হইতেছেন কড়ার, ভারতীবড়, গন্ধভেদ

প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুইটা নাম উজ্জলনীলমণিতে আছে (পৃ: ৫০) এবং বিটের কি কাজ তাহাও বলা হইয়াছে। বিটেরা বেশ-রচনায় পটু। আর তাহার চেয়েও বড় গুণ এই যে তাহারাই কানতত্ত্বকলাবেদী অর্থাৎ স্ত্রীবশীকরণের জ্ঞান মস্তৌষধি প্রয়োগ করেন। এরূপ সেবক না থাকিলে কৃষ্ণের পক্ষে গোপীসমাজের একাধিপত্য করা চলে কি করিয়া! তারপর ব্রজের সুব্রাজের অনেকগুলি চোট ও চর আছে। চোটেরা চর নহেন, তবে চরের মতন গুচ্ছকর্মী। শ্রীকৃষ্ণের চরদের নাম চতুর, চারণ, কীমান ও পেশল। ইহারা নানাবিধ বেশ ধরিয়া গুপ্তভাবে গোপ-গোপীদের মধ্যে বিচরণ করেন। চোটদের কাজ হইতেছে গুচ্ছরূপে গোপনীয় কাজ করা—‘সন্ধানচতুরশ্চোটো গুচ্ছকর্মী প্রগল্ভধীঃ’ (উজ্জল, পৃ: ৪২)। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় ভদ্র, ভদ্রার, সাদিক, গাদিক, রক্তক, পত্রক, পত্নী, মধুকর্ষ, মধুরত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর ও মালাধর—এই এতগুলি চোটের নাম পাওয়া যায়। এতগুলি গুপ্তচর না থাকিলে সময়-মতন সব দরকারী খবর জানিয়া অভিসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাইবে কি করিয়া! ষোড়শ শতাব্দীর সামন্ত-শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তির নিশ্চয়ই খুব বেশী পান খাইতেন। গোবিন্দদাসের রাধা শেষ রাত্রিতে বিদায় লইবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ‘কপূর তাবুল বদন ভরি দেয়লি’ (৫৬) দেখিয়া আমার খুব আশ্চর্য্য মনে হইয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণগণোদ্দেশে দেখিলাম যে শ্রীকৃষ্ণের তাবুল-সেবায় নিযুক্ত লোকদের মধ্যে দশ জনের নাম দিয়া প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সে যুগের সাধারণ লোকের নাম কেমন ধরনের হইত ইহাদের নাম হইতে ধারণা করা যাইবে—পন্নব, মঙ্গল, ফুল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী, জখুল। ষোড়শ শতাব্দীতে জল যোগাইবার জ্ঞান বড়লোকেরা অনেকগুলি দাস রাখিতেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ছিল পয়োধ, বারিদ প্রভৃতি দাসেরা। রাজপুত্র বাড়ীর অস্ত্র লোকদের সঙ্গে এজমালি ধোপা দিয়া কাপড় কাচান না। তাহার খাসরজক বা বস্ত্রসেবক দুইজনের নাম সারদ ও বকুল। তাহার নাপিতও আলাদা। শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত, স্থলীল ও



প্রগুণ নামে তিনজন নাপিত ছিলেন। ষোড়শ শতকে নাপিতের কাজ শুধু চুলদাড়ি কামানো ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে, তিনজন নাপিত শ্রীকৃষ্ণের কেশসংস্কার, দেহমর্দন, দর্পণদান, কেশসজ্জা প্রভৃতি কার্য্য করেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় সব সময় দেখিবেন যে, তাঁহার চাঁচর চুল বা কুঞ্চিত কেশ। এটা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা ঐ তিনজন নাপিতের অন্ততম কর্তব্য কেশসজ্জা হইতে অহুমান করা যায়।

সেকালে বড়লোকদের খাওয়া বা অন্য কাজে বসিবার জন্ত পিঁড়ি বহিয়া লইয়া যাইবার খাস চাকর থাকিত। শ্রীকৃষ্ণের ঐ কাজের চাকর দুইটির নাম বিমল ও কমল। যুবরাজের মহলে গৃহমার্জ্জন, গৃহসংস্কার, গৃহলেপন, দুগ্ধাদি আনয়ন প্রভৃতি কাজের জন্ত কয়েকটা পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা, রস্তা প্রভৃতি।

গৃহলেপন কথাটা বিশেষ মূল্যবান। ইট বা পাথর দিয়া যে সব বাড়ী তৈয়ারী করা হইত তাহাতে লেপন করিবার দরকার হইত না। অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার Bengal under Akbar and Jahangir গ্রন্থে লিখিয়াছেন—‘The stone mansions described in Bengali literature do not seem to have existed in our period except in relics of earlier architecture or oftener still only in imagination’ (পৃ: ১২১)। তিনি কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কালকেতুর পাথরের প্রাসাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কবি ভুল করিয়া সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—পাথরের প্রাসাদের উপর

“চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট” (পৃ: ৬৪)  
অর্থাৎ কবি খড়ের ঘরের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, কাজেই পাথরের রাজবাড়ীরও খড়ের ছাদ। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য গোড় নগরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে হসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ যে সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন তাহার দৈর্ঘ্য ১৭০ ফিট, প্রস্থ ৭৬ ফিট এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তাহার দেওয়াল

৮ ফিট বা দেড় মাহুচ চওড়া (Imperial Gazetteer II, পৃ: ১২২)। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিবাষ্টিয়ান ম্যানরিক গোড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইয়া শুনিতে পান যে, একটি ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে তিনটা তামার পাত্রে তিন কোটি টাকা মূল্যের জহরত পাওয়া গিয়াছিল (Memoirs of Gour and Pandua, পৃ: ৪৩)। মুকুন্দরামের সমসাময়িক মানসিংহ রোহটাসে পাথরের বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন। সুতরাং তপনবাবু যে বলিয়াছেন আকবরের যুগে পাথরের বাড়ী বাংলাদেশে তৈয়ারী হইত না তাহা অস্বাস্থ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মহলে কোন কোন ঘর হয়ত কাঁচা ছিল; তাই সেগুলি লেপন করার প্রয়োজন হইত।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ত যাহারা স্বগন্ধ দ্রব্য জোগাইত তাহাদের নাম করিয়াছেন—সুমনা, কুসুমোন্মাস, পুষ্পহাস, হর, স্ববন্ধ, কর্পূর, স্বগন্ধ ও কুসুম। এই আটজন লোক দিনরাত পরিশ্রম করিত নানানকম ফুলের নির্ঘাস হইতে স্বগন্ধি তৈল, আরক প্রভৃতি তৈয়ারীর কার্য্যে। বড়লোকদের বাড়ী এই শ্রেণীর লোকেরা নিযুক্ত হইত। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকেরা বাজারের গন্ধবণিকের নিকট হইতেও স্বগন্ধি দ্রব্য খরিদ করিতেন। নিমাই পণ্ডিত বাজারে বেড়াইবার সময় গন্ধবণিকের ঘরে যাইয়া

প্রভু বোলে আরে তাই! ভাল গন্ধ আন।

দিব্যগন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ।

‘দিব্যগন্ধ’ কিরূপ তাহাও গন্ধবণিক্ বলিতেছেন—

আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।

কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর।

ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।

তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥

চৈ. ভা, ১৮৮১২৪-৫

স্বগন্ধি হিসাবে মুগমদকল্পরীর ব্যবহার হইত। গোবিন্দদাস বহু স্থলে মুগমদের দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষস্থল ও চিবুক চিত্রিত করিবার কথা লিখিয়াছেন—

উরপর লেখই মুগমদ চিত্রক পাতে (৫৬)



চিবুকহি যুগমদ-বিন্দ ( ৫৬ )

উপর লেখই যুগমদ চিত্র নিশান ( ৮৫ ) ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের খাস দর্জি বা বেশকারী ছিল। তাহাদের নাম—প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিক্ত, মধু, কন্দল ও মকরন্দ। তাঁহার কাপড়-চোপড় দুইবার জুত স্নম্ব, দুর্লভ, রজন প্রভৃতি নিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের দুইজন খাস হুডিপ বা মেথরও ছিল—তাহাদের নাম দুইটা খুব ভাল—পুণ্যপুণ্ড এবং ভাগ্যরাশি। তাঁহার স্বর্ণকারও আলাদা। বোধ হয় গোপীদিগকে প্রায়ই উপহার দিতে হইত বলিয়া তাহাদের হাতে সব সময়ই কাজ থাকিত। স্বর্ণকারদের নাম রত্ন ও টঙ্কন। তাঁহার কুস্তকারদের নাম পবন ও কর্ণঠ। বর্দকী ও বর্দমান তাঁহার খটা, শকট ও আসবাব-পত্র তৈয়ারী করিতেন—নিশ্চয়ই তাঁহারা স্বত্বধর বা ছুতার। কুণ্ড, কাঠোল, কবণ, কটুল প্রভৃতি ভূত্যাগণের দ্বারা কারু-শিল্পের কাজ, যথা—দড়ি তৈয়ারী, মখনদণ্ড, কুড়ুল, পেটি, শিকা প্রভৃতি তৈয়ারী করান হইত।

সামন্ত-সমাজের বড়লোকেরা চাকু-শিল্পেরও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের নিজের নিজের গায়ক, নর্তক, চিত্র-অঙ্কনকারী প্রভৃতি থাকিত। শ্রীকৃষ্ণের কলকর্প, সুকর্প, সুধাকর্প, ভারত, সারদা, বিজ্ঞাবিলাস, রসদ প্রভৃতি সেবকেরা সঙ্গীতের তান ধরিয়া থাকিতেন। সুধাকর, সুধানন্দ, মানন্দ প্রভৃতি সেবকেরা চতুঃষষ্টি কলাতেই কুশল, তবে বিশেষ করিয়া ইহারা মৃদঙ্গবাদনে পারদর্শী। চন্দ্র-হাস, ইন্দুহাস, চন্দ্রমুখ প্রভৃতি নর্তনকার্যে নিযুক্ত। এতগুলি কলাকার কখন কখন নাটক অভিনয় করিতেন কিনা তাহা শ্রীকৃষ্ণ লেখেন নাই। তবে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় প্রচলিত না থাকিলে তিনি দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব লিখিতেন না। রঘুনাথদাস গোস্বামী 'দানকেলি-চিন্তামণি', কবিকর্ণপুর 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক' ও গোবিন্দদাস কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। এসব নাটক নিশ্চয়ই অভিনীত হইত। নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অশ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তকে লইয়া

তাঁহার মেসোমশাই চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে 'কল্পলীহরণ' অভিনয় করিয়াছিলেন। ( চৈ. ভা., ২১২৮ )

ষোড়শ শতাব্দীর সামন্তশ্রেণীর অভিজাতবর্গ এত যে সেবক-পরিচারক প্রভৃতি রাখিতেন, তাহাদের বেতন দিতেন কি করিয়া? নগদ মাসিক বেতন দেওয়ার রেওয়াজ যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। শ্রীমন্ত তাঁহার শিক্ষক জনার্দন পণ্ডিতকে মাসিক বেতন দিতেন। তাই তিনি বলিতেছেন—

ছয়মাস আছি আমি জীবিকা না দিলে।

নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে।

চৈ. ভা., ৩৪

কিন্তু অধিকাংশ সেবকের জমি নির্দিষ্ট ছিল। তাহারা সেই জমি চাষ করিয়া বা ভাগে চাষ করাইয়া যাহা পাইত তাহা দিয়া তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন যে—

রাজা বলে কোটালিয়া খাও বৃত্তিভূমি।

দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের ছোটবেলাতেও দেখিয়াছি যে, আমাদের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতির সেবা পাইতে পরস্যা লাগিত না; কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাদিগকে জমি দিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে একজন করদ রাজার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন একথা শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর দিন নন্দ অলঙ্কারে পরিশোভিত নিযুতসংখ্যক গাভী ও বরুসমূহ ও স্বর্ণবর্জলে রঞ্জিত বস্ত্রসমূহের দ্বারা আবৃত সাতটা তিলপর্কত ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিলেন ( ১০।৫।৩ )। ব্রজধামের গাভী, বৃষ ও বংশসকল হরিদ্রা ও তেলে উপলিপ্ত এবং বস্ত্র ও স্বর্ণবর্মণ মাল্যের দ্বারা পরিশোভিত হইল। ব্রজবাসী গোপেরা মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঙ্কুক ( জামা ) ও উকীঘের ( পাগড়ী ) দ্বারা বিভূষিত হইয়া নানাপ্রকার উপহার হাতে লইয়া নন্দের ভবনে আসিলেন ( ১০।৫।৭-৮ )। তাবপর একদিন নন্দ গোপগণকে গোকুল রক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়া কংসকে “বার্ষিক্যং করং দাতুং”—বার্ষিক দেয় কর



দিবার জন্ত—মথুরায় গমন করিলেন ( ১০৫১২ )। এই বর্ণনা পড়িয়া আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, নন্দ একজন ছোটখাটো করদ রাজা ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ আর একটা বিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের আচার-ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় আরোপ করিয়াছেন। এটা হইতেছে শ্রীপুরুষে মিলিয়া একত্রে পানোন্নত হওয়া। দেশের জনসাধারণ, এমন-কি মধ্যবিত্ত লোকেরাও, মত্তপান করা দোষাবহ মনে করিত না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখি ছষ্ট পাষণ্ড লোকেরা নিমাই পণ্ডিতকে অপবাদ দেওয়ার জন্ত বলিতেছে—

কেহো বলে,

আরে ভাই! মদিরা আনিয়া

সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥

চৈ. ভা., ২৮

প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় আত্মহানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রায়কে হত্যা করার দিন মত্তের শ্রোত বহিয়া গিয়াছিল ( H. B. II, পৃ: ২২১ ) ; জগাই মাধাইয়ের ‘মত্তপান বিনে আর নাহি যায় কাল’ ( চৈ. ভা., ২১৩ )। তান্ত্রিকেরা মত্তপান করিতেন ( ঐ, ২১২ )। বাংলার মুসলমান আমীর ও ওমরাহেরা প্রচুর মত্তপান করিতেন ( Schonten Voyages an Indes Orientales, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৭০ প্রভৃতি )। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ খুব বেশী মত্তপান করিয়া মৃত্যুস্থলে পতিত হন ( H. B., পৃ: ২১৩ )।

শিবানন্দ সেন প্রতিবৎসর বহু গোড়ীয় যাত্রীকে রাস্তা-ধরচ দিয়া পুরীতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুরের বড়লোকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কবিকর্ণপুর তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে—আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পু ( ২০১৬৫ ), অলঙ্কারকৌস্তভ ও কৃষ্ণাঙ্কিক-কৌমুদীতে—শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ-সহ মধুপানলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কারকৌস্তভের একটা শ্লোকের ( ৫১৫ ) অতুবাদ দিতেছি—রাধাযাত্রার মধুমদজনিত ক্রীড়া কি পরম উৎকর্ষই না পাইল! তখন উভয়ে উভয়ের কোলে চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অপ্রয়োজনীয় কথাও কানে

কানে বলিবার সময় গালে একসঙ্গে একশটা চুষন করিতে লাগিলেন। একের স্বপ্নে অপরের তুচ্ছঘর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়ের মুখে উভয়ে মাধ্বীক প্রদানপূর্বক পানকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণাঙ্কিককৌমুদীতে তিনি বিস্তৃতভাবে পানলীলা বর্ণনা করিয়াছেন ( ৬০৮-৭০ )। উহাতে আছে যে, বৃন্দাদেবী বৈদূর্য্যমণিখচিত এক বেদীতে জ্যোৎস্নার মতন শুভ্র এক চীনবস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর ক্ষটিকময় পানপাত্রগুলি ও মধুকুন্ত রাখিলেন। মধুর সঙ্গে উপদংশ অর্ধাং চাটও আনা হইল ( ৬১০২ )। কর্ণপুরের কাব্যে দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধুর চষকটি ধরিয়া শ্রীরাধার মুখের কাছে লইয়া বলিলেন, “তুমি পান করিয়া আমাকে দাও” ( ৬৫০ )। গোপীরা মধু পান করিবার পর তাঁহাদের অস্থানে লজ্জা, অবিস্ময়ে বোদন, হেতুশূন্য বিবাদ, নিকারণ ভয়, অহেতুক বিবাদ, সঙ্গতিশূন্য বাক্যপ্রয়োগ, উদ্দেশ-শূন্য দর্শন ইত্যাদি উপস্থিত হইল ( ৬৫৭ )। বাক্য-সমূহের বর্ণচ্যুতি, বাক্যবোধ, চিন্তের অস্থিরতা, অলস চক্ষু-সমূহের সময় সময় প্রসারণ, অঙ্গের কম্পন, বুদ্ধিভ্রম, পুনঃ পুনঃ হাস্ত, ক্রোধ, সন্তোষ, জড়তা, মৌন ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহও তখন প্রকাশ পাইতেছিল ( ৬৫৮ )।

গোবিন্দলীলামৃতেও মধুপানের বিশদ বর্ণনা আছে। তবে কবিকর্ণপুর ঐ লীলা-রাত্রিকালের-বলিয়া লিখিয়াছেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নে মধুপানের ফলে গোপীদের বাক্যে গদগদতা, গমনে খলিততা, কেশ ও বসনে শ্রুততা, নেত্রকোণে অরুণতা, বদনে স্থগন্ধিতা, নয়নে উদ্বীর্ণতা, পরিহাসবচনে প্রক্ষুটতা, দৃষ্টিনিষ্কপে ভ্রমিততা দেখা দিল ( ১৪১০১ )। একজন নবীনা কিশোরী মধুপান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ললল ললিতে পপপ পশু রাধাচ্যুতো

সসস সহ বো মমম মণ্ডলভ্রাম্যতঃ।

বিবিবি বিপিনং মমম মহীচতাত্যাং সমং

গগগ গগনং ললল লথতে হা কথম্ ॥



ইহার অবিকল অম্ববাদ পদকল্পতরুর ২৬৩১ পদে করা হইয়াছে—

নবীন কিশোরী সখী নব মধু-পানে ।  
মদোদ্রেকে ভ্রাস্ত নেত্র প্রলপে তখনে ॥  
ললল ললিতে পপ পশু রাধাচ্যুতে ।  
মসস স সকল মণ্ডল সামাইতে ॥  
বিবিবি-বিপিন মম-মহির সহিতে ।  
গগগ গগন কেনে ললল-ললিতে ॥

পদটীতে ভণিতা নাই; তবে মনে হয় যখননন্দ দাসের অম্ববাদ—কেননা তিনি গোবিন্দলীলামৃতের অম্ববাদ করিয়াছিলেন। উজ্জলনীলমণির (১১৮৮) একটি শ্লোকেও দেখা যায় যে, রাধা মুরলী বলিতে বলিতে রলী রলী, হনুধন বলিতে খন খন, ললিতার লিতা লিতা ও ভজতের জতে জতে শব্দ অত্যন্ত প্রয়াসের সঙ্গে উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু এরূপ যে মধুপানের ফলে হইয়াছে এমন কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। গোবিন্দদাসের (৭৮) পদে মধুপানের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—

সহজেই প্রেম মধুর মধুবাধিক  
তাহে পুন মধুপান বাদ ।  
চুলি চুলি পড়ত খলত অবলাগণ  
ধু-ধুমে ব-বধ না পারি। ইত্যাদি

কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মধুপানের কথা না মিলাইলে এই পদের ব্যঙ্গনা বুঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ গোদামী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্ববৃহৎ যৌথ-পরিবারভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দ তাঁহার চার ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-কন্যাদের নাম—রেমা, রোমা ও সুবেমা। শ্রীরাধার পিতা বৃষভাচার তিনটি ভাই—বত্তভাচার, সুভাচার ও ভাচার। শ্রীরাধার বড় ভাই হইতেছেন শ্রীদাম, ছোটবোন অনঙ্গমঞ্জরী। রাধার স্বশুরের নাম বৃক, পতির নাম অভিমত্মা, দেবরের নাম হর্ষদ। নন্দদের নাম কুটিল। 'সদা ছিত্রবিধায়িনী'। শ্রীকৃষ্ণের কায় শ্রীরাধারও দাসী আলাদা। তাঁহাদের নাম রত্নলেখা, কলাকেলী ও মঞ্জুলা (১৮১)। দুইটি নাপিতের মেয়ে—সুগন্ধা ও নলিনী, দুইটি রত্নকল্প

—মঞ্জিষ্ঠা ও রত্নরাগা, দুইটি দৈবজ্ঞা—মাত্মিকী ও তাত্মিকী, দুইটি হৃদিপকল্পা বা মেথরাগী—ভাগ্যবতী ও মধুপুণ্যা শ্রীরাধার সেবা করেন। সেকালে প্রত্যেক বড়লোকের বাড়ী দুই-একজন করিয়া জ্যোতিষী বা দৈবজ্ঞ থাকিতেন। 'মানসোল্লাসে' রাজার দৈবজ্ঞ প্রতিপালন করার কথা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কোন কোন সম্রাট মহিলাদের যেমন নিগ্রো দাসদাসী থাকিত, তেমনি শ্রীরাধার তিনটি পুলিন্দ নামক অসভ্য পার্শ্বতাজাতির সেবিকা ছিলেন। তাঁহাদের নাম ভূদী, মল্লী ও মতল্লী। গোবিন্দলীলামৃতে (১০১২২) মল্লী ও ভূদীর উল্লেখ আছে। ইহারা ছাড়া ভূদী, পিশাদী, কনকন্দলা নামে কিস্করী সবসময়ে রাধার কাছে থাকিতেন। রাধারও চেচী ও বিটা ছিলেন। চৈত্রিণী নামে চিত্রকারিণী রাধার জ্ঞাত ছবি থাকিতেন। রসোল্লাস, গুণতুঙ্গা ও স্ববন্ধুরা বিশাখার রচিত গীতসকল গান করিয়া রাধাকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিতেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অম্ববাদে শ্রীরাধার সখীদের কথা লিখিতেছি। গোবিন্দদাস শ্রীরাধার মানলীলায় ললিতা (৪৮৬), বিশাখা (৪৮৭), চিত্রা (৪৮৮), চম্পকলতা (৪৮৯), রত্নদেবী (৪৯০), সুদেবী (৪৯১), ভূদ-বিজ্ঞা (৪৯২) ও ইন্দুরেখার (৪৯৩) মান ভাঙ্গাইবার প্রয়াস বর্ণনা করিয়া পদ লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রত্যেকের রূপ, গুণ ও বয়সের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা সকলেই বিবাহিতা। ললিতা প্রভৃতির পতির নাম ভৈরব, বাহিক, পীঠর, চন্দ্রাঙ্গ, বজ্রেশ্বর, বালিশ ও দুর্জল। বালিশ (মুখ), দুর্জল প্রভৃতি নামগুলি উপভোগ্য।

সখীদের মধ্যে ললিতাই শ্রেষ্ঠা। তিনি রাধার চেয়ে সাতাশ দিনের বড়। ইনি প্রেমযুদ্ধের সন্ধিবিগ্রহে, ইন্দ্রজালাদি প্রদর্শনে ও প্রহেলিকা-কাব্য রচনায় তৎপর। সেকালে প্রহেলিকা কাব্য সৃষ্টি করা ও তাহার মর্মোদ্ঘাটন করার রাজসভার লোকদের একটি প্রিয় আমোদ ছিল। বিজ্ঞা-পতির অনেক প্রহেলিকার অর্থ আমরা করিতে পারি নাই। চম্পকলতার চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (১৭০-১৭২) যে, তিনি বাক্যদুষ্টিতে দক্ষা, নানারকমের



মুক্তিকার ভ্রব্য নির্মাণ করিতে সিদ্ধহস্তা এবং বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুতে পটু। সন্ধ্যাবতী নামে এক সখী রসশাস্ত্রে, নাটক ও আখ্যানিকা-কথনে নিপুণা ও গান্ধর্ববিজ্ঞায় শিক্ষয়িত্রীর পদে আকৃতা। বিশেষ করিয়া তিনি সঙ্গীতে ও বীণাবাদনে পণ্ডিতা (১৮২-৮৩)। তুঙ্গ-বিজ্ঞাকে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ বিজ্ঞায় অর্থাৎ চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকরু, জ্যোতিষ, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে পারগামিনী বলিয়াছেন (১৮১)।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সাপের অভ্যাচার খুব বেশী ছিল। গোবিন্দদাস বহু পদে (৩০১, ৩০২, ৩৩০, ৩৩১, ৩৬৭, ৩৯২) সর্পদংশনের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোখামী বলেন যে, ত্রিরাধার সখীদের মধ্যে একজন সাপের ওয়া ছিলেন। তাঁহার নাম ইন্দুলেখা; তিনি সামুদ্রিক শাস্ত্রেও পণ্ডিত, এবং সৌভাগ্যবস্তুর লিখন-কৌশলে নিপুণা। তিনি রত্নদমুহের পরীক্ষাতেও সূক্ষ্মা ছিলেন (১৮৭)। শ্রীকৃষ্ণ খুব সম্ভব অভিজাত গৃহে একরূপ গুণসম্পন্ন মহিলা দেখিয়াছিলেন। রাজারাজড়ার দরবারে প্রায়ই অনেক দামী দামী রত্ন কেনা হইত। মহিলাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ কেহ রত্ন চিনিতেন। রত্নপরীক্ষা সহজে সংস্কৃতে গ্রন্থের অসম্ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের রত্নদেবী বাণ্যবস্ত্রে স্বরসংযোগে সমর্থ ছিলেন। সূদেবী (১২২-২০০) কেশসংস্কার, নেত্রে অঞ্জনদান, অঙ্গসংস্কারাদি, শারিকাদের কথা বলিতে শেখানো, নৌকাখেলা, কুকুট-খেলা, শাকুনশাস্ত্র, পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞান প্রভৃতিতে কৌশল অর্জন করিয়াছিলেন।

ত্রিরাধা ও তাঁহার সখীরা ফুল দিয়া নানারূপ অলঙ্কার, শয্যা, চন্দ্রাতপ প্রভৃতি তৈয়ারী করায় খুব নিপুণ ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঐ সব অলঙ্কারের নাম ও কি করিয়া উহা বানাইতে হয় তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। গোবিন্দদাসের অনেক পদে ফুলের গহনার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা হইতে ইহার বিবরণ দিতেছি—

১। কিরীট—সুবর্ণ কেতকী পুষ্পের কোরক এবং

পত্র ও পাঁচ রংয়ের ফুল দিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। ইহাতে সাতটি ছিদ্র ও পাঁচটি চূড়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই কিরীট মাথায় পরিতে ভালবাসিতেন। ত্রিরাধা ও ললিতা ইহার রচনায় পটু।

২। বালপাশা—ইহা সীঁথিতে পরিতে হয়। বিচিত্র কোরকাদি দ্বারা ইহা গ্রথিত হয়।

৩। কানের ফুলের অলঙ্কার পাঁচটি—

(ক) তাড়ক—ময়ূরপিঙ্গ, মকরমুখ, পদ্ম এবং অর্দ্ধ-চন্দ্রের মতন আকার-বিশিষ্ট ভূষণকে তাড়ক বলে।

(খ) কুণ্ডল—ফুল দিয়া কুণ্ডলের আকারে তৈয়ারী।

(গ) পুস্পী—ইহার মধ্যে বহু গুচ্ছা থাকে। ইহা কতিপয় স্তবক দ্বারা রচিত হয়।

(ঘ) কর্ণিকা—অমরকোষ অহুসারে গোলাকার তালপত্র দিয়া কর্ণিকা তৈয়ারী হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পদ্মের কর্ণিকার আকারে পীতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ইহা গঠিত হয় এবং ইহার মধ্যে একটি দাড়িমের ফুল থাকে—যেন পদ্মে ভৃঙ্গী বসিয়াছে।

(ঙ) কর্ণবেষ্টন—যে কুণ্ডল কর্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকে অথচ গোল আকারের।

৪। ললাটিকা—অমরকোষের মতে ‘পত্রপাশা ললাটিকা’। সামান্য বিস্তৃত বলিয়া পত্রের দ্বারা যাহাকে গ্রথিত করা যায় তাহাকে পত্রপাশা বলে। ললাটিকা দুই রংয়ের ফুল দিয়া তৈয়ারী হয়। ইহার দুইটি পাশ, মধ্যে রক্তবর্ণ; অলকাবলীর মূলদেশে পরিধান করিতে হয়।

৫। গ্রৈবেয়ক—কর্ণভূষণ সমষ্টিতে গোলাকার অথচ মধ্যে পুষ্পরচিত চতুর্দোণ কোষ্ঠিকা (লতাপত্রাদি-শোভিত ক্ষুদ্র গুণিপাত) থাকিবে।

৬। অঙ্গদ বা তাড়—লতার তন্তু দিয়া গ্রথিত পুষ্প দ্বারা ইহার মধ্যভাগ রচিত। তিন বর্ণের ফুল ইহার উপরে উপরে বিস্তৃত থাকে।

৭। কাকী—পাঁচ রংয়ের ফুল দিয়া রচিত কটিদেশের ভূষণ। ইহাতে ছোট ছোট কালর থাকে। অমরকোষের এক টীকায় ৬১ প্রকারের কাকী ও ৬৭ প্রকারের মেখলার উল্লেখ আছে।



৮। কটক—পায়ের মল। ফুলের কুঁড়ি ও বোটা-গুলিকে পাতার স্তরে একটা একটা করিয়া গাঁথিয়া কটক রচিত হয়। ইহাতে নানা রকমের ফুল থাকে।

৯। মণিবন্ধনী—হাতের অলঙ্কার। চার রকমের ফুল দিয়া রচিত গুচ্ছ; ইহার তিনটা ধার লম্বমান থাকে।

১০। হংসক—পায়ের একরকম মল। ইহা চরণকে ঢাকিয়া থাকে, আকার গোল শিংয়ের মতন। আশেপাশে পুষ্পরচনা।

১১। কপুলি বা কাঁচুলি—ছয় রংয়ের ফুল বিস্তার করিতে হয়। ইহাতে কতুরীর গন্ধ থাকে। কণ্ঠদেশে ইহার গুচ্ছ ঝুলানো থাকে।

১২। ছত্র—হৃদয় শলাকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুল গাঁথিতে হয় এবং স্বর্ণযুগিকার দ্বারা বিচিত্র দণ্ড নির্মাণ করিতে হয়।

১৩। শয়ন—চম্পক, অশোক ও প্রচুর মল্লিকা ফুল দিয়া গের্দ্দুয়া তৈয়ারী করিতে হয়। নবমল্লিকার ফুল দিয়া লম্বা লম্বা বালিশ তৈয়ারী করিয়া শয্যা সাজাইতে হয়।

১৪। উল্লোচ—(একপ্রকার চন্দ্রাতপ) বিচিত্র পুষ্পবিষ্ঠাসে খণ্ড খণ্ড কেতকীর (কেয়াফুল) পাতা দিয়া তৈয়ারী।

১৫। চন্দ্রাতপ—ইহার পাশে মুক্তাতুল্য সিদ্ধুবার পুষ্পসকল দীপ্তি পায় এবং মধ্যভাগে নূতন ফোটা পদ্ম লম্বমান থাকে।

১৬। বেশ—পুষ্পরচিত চতুঃখণ্ডী স্থানকে বেশ বলে। নলখাগড়ার দণ্ড দিয়া ইহার স্তম্ভ নির্মিত হয়। ঐ স্তম্ভগুলির সর্বোচ্চ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা আবৃত থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবাসী উজ্জলনীলমণিতে (৪৯-১০) শ্রীরাধার বেশভূষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে দেখি শ্রীরাধার চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলায় স্বর্ণপদক, কর্ণোষ্ঠে দুইটা স্বর্ণশলাকা, কব্জে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, গলদেশে নক্ষত্রতুল্য হার, ভূজে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্নময় নূপুর ও পদাঙ্গুলি সকলে উত্তম অঙ্গুরীয়ক।

তাহার পরিধানে নীলবসন, কটিতে নীবি, মস্তকে বেণীবন্ধ, কর্ণে উত্তম, অঙ্গে চন্দন, চিকুর-মধ্যে স্তরে স্তরে পুষ্পবিষ্ঠাস, গলদেশে স্বকৃ হস্তে কমল, মুখে তাম্বুল, চিকুরে কতুরীবিন্দু, নয়নযুগলে কজ্জল; গণ্ডস্থলে মকরীপত্রভদ্রাদি, চরণে অলঙ্ক-রাগ ও ললাটে তিলক।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে রত্ন-স্বর্ণ-রজত-অলঙ্কারের কথা আছে (২।২)। মুকুন্দরাম গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন, বোধ হয় বেশী গহনার নাম জানিতেন না। তাই ধনপতির মতন ধনী সদাগরও “পাঁচ পল দিল সোনা গড়িবারে চুড়ি” (পৃ: ১২১)। কবিকর্ণপুর বড়লোকের ছেলে; তাই তাহার কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদীতে (২।৬৮-৭২) অনেক গহনার উল্লেখ আছে। তাহার রাধাকে সখীরা মাথায় ফুলের গর্তক ও একটি মণিরাজ, অলঙ্কারে মণিমুক্তাখচিত জ্যোতির্ময়ী পত্রপাঞ্জা, কর্ণে মণীন্দ্রময় কুণ্ডল ও চক্রিকা-বকুলিকা নামক চক্রশলাকা, নাসিকায় মুক্তা, গলদেশে মুক্তামালা, প্রগণ্ডদেশে মণি-খচিত অঙ্গদ, প্রকোষ্ঠদেশে মণিকঙ্কণ, দক্ষিণ অনামিকায় ও বা হাতের চারিটা আঙ্গুলে চারিটা রত্নাঙ্গুরীয়ক, বক্ষস্থলে সোনার হার ও দোলকমণি, উদর-সমীপে তুন্দবন্ধ (কোমর-পাটা) ও তাহার নীচে মণিরাজি-বিরাজিত কাঞ্চীদাম (চন্দ্রহার), পদাঙ্গুলীতে রত্নময় আংটি ও গুলফ-দ্বয়ে স্বন্দর হংসক-যুগল এবং পাদপদ্মের উপরিভাগে রত্নভূষিত মঞ্জীরযুগল পরাইলেন। গোবিন্দদাস মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। তাহার রাধা অত গহনা প করেন না। তাহার সীঁথায় একটি উজ্জল মতি; হাতে মণিবলয়, আর

অবগহি টাটক মণিময় হাটক  
কণ্ঠে বিরাজিত হার। (৬৩)

পায়ে অবশ্য নূপুরও আছে। এই অলঙ্কার বেশ শোভন মনে হয়। কবিকর্ণপুরের অলঙ্কারের চাপে শ্রীরাধা যেন নিপীড়িত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীরাধার সখীরা সকলেই বিহুখী ও কলাবিজ্ঞায় পারদর্শিনী। মুকুন্দরামের বর্ণনায় মেয়েদের লেখাপড়ার কথা বিশেষ কিছু নাই। [ষোড়শ



শতাব্দীর বাংলাদেশে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী মহিলার যে আবির্ভাব হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন জাহ্নবা দেবী। কবি জ্ঞানদাস তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া প্রবাদ আছে; জাহ্নবা দেবী নবোত্তম ঠাকুরকে 'মহাশয়' উপাধি দেন এবং নিত্যানন্দদাসকে 'প্রেমবিলাস' রচনা করিতে অতুপ্রাণিত করেন। খেতুরির মহোৎসবের বর্ণনায় তাঁহার ব্যক্তিত্বই সর্বাঙ্গের ভাব্য। তিনি কবি গোবিন্দদাসের আগ্রহে বধুরি গ্রামে গিয়াছিলেন। তিনি ছুইবার শ্রীকৃষ্ণাবনে গমন করিয়াছিলেন। সেযুগে ইহা সহজ ব্যাপার ছিল না। রাধাকৃষ্ণে তাঁহার পদার্পণের স্বরণ উৎসব আজও প্রতিবৎসর অতুষ্টিত হয়। আর একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা হইতেছেন শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবী। যত্নন্দন দাস তাঁহার শিষ্য। শ্রীনিবাসের পত্নী ঈশ্বরী দেবী তাঁহার বড় পুত্রবধূ সত্যভামাকে দীক্ষা দেন। সত্যভামা সনাতন গোষ্ঠ্যমীর ও শ্রীকৃষ্ণবের সংস্কৃত রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা রামায়ণের পালা গান লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। খুন্নার বয়স ছয় বৎসর হইলেই তাহার পিতা তাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর জুটিতে জুটিতে বার বৎসর বয়স হইল দেখিয়া ধনপতিকে গজনা সহিতে হইয়াছিল। বার বছরের মেয়ে যদি সহসা কাহাকেও দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিত!

নয় দেখি অভিগ্রাম যদি কন্যা করে কাম

পায় পিতা নরকে যন্ত্রণা ॥

মধ্যবিত্ত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণতঃ পর্দার আড়ালে থাকিতেন। গোয়ালাদের মেয়েদের অবস্থা বাহিরে যাওয়া নিষেধ ছিল না। বড়লোকেবা একাধিক বিবাহ করিতেন। অষ্টমের দুই স্ত্রী—সীতা ও শ্রী; নিত্যানন্দের দুই পত্নী—বহুধা ও জাহ্নবা। ভাট্টদত্তেরও 'দুই মাগু চারি শালা', কিন্তু সাধারণ লোকে একসঙ্গে একটা স্ত্রী লইয়াই ঘর-সংসার করিত। শ্রীকৃষ্ণকে বহুবল্লভ বলিয়া বৈষ্ণব কবিরা অঙ্কন করিয়াছেন। বহু-বিবাহের

যুগে কবিরা খণ্ডিতা বিষয়ে কবিতা লিখিতেন—শ্রোতারা উহা উপভোগ করিতেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত সতুজ্জি-কর্ণামৃতের শ্রীধরদাস অমর, ধর্মযোগেশ্বর, আচার্য্য গোপীক বহুদেব ও একজন অজ্ঞাতনামা কবির পাঁচটা এইরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্মযোগেশ্বরের শ্লোকটির ভাবার্থ এই—হে শঠ! তোমার এই সকল কথায় কি প্রয়োজন? কাছের আমগাছের কোকিলের আলাপ শুনিতে শুনিতে নিরঞ্জা আমি রাত জাগিয়া কাটাইয়াছি। হে পাণ্ডুলাদের উচ্ছিষ্ট! তোর-বেলায় তোমাকে আমি ছুঁইব না। (সতুজ্জিকর্ণামৃত ২৩১) ইহারই ভাব লইয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

বচন রচন কবি কিয় পর্ববোধসি

নিরবধি অন্তরে সোই।

গোবিন্দদাস কহ পরশ-তুল নহ

পরশনে রস নাহি হোই ॥ (৪৩২)

সেকালের সামাজিক পটভূমিকায় যাহা প্রতিদিনের ঘটনা ছিল বলিয়া শ্রোতার সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়া দিত না, একালের একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শে তাহা ক্রটিবিগহিত বলিয়া মনে হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিতায় দেখি নায়িকা রাত্রিকালে তাহার দুর্গে দোতলায় একটা ঘরে শুইয়া আছে, আর নায়ক বাশী বাজাইয়া তাহার প্রেম আকর্ষণ করিতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া প্রেমিকার ঘরে ঘাইয়া মিলিত হইতেছে। শিভ্যালুরির যুগের নায়িকারা বড় বড় সামন্তদের মেয়ে; তাহারা দুর্গে বাস করিত; স্বতন্ত্র ঘরে থাকিত। স্বতরাং নায়কের পক্ষেই অভিসারে যাওয়া সেখানে স্বাভাবিক। বৈষ্ণব কবিতায় নায়িকা অভিসারিকা হয়, কেননা যৌথ পরিবারের অন্তঃপুরে অভিসারে আসা সম্ভব নয়। ইউরোপের দুর্গগুলি সাধারণের বাসগৃহ হইতে দূরে তৈয়ারী হইত এবং তাহার আশেপাশে অনেক জমি থাকিত। আর এ দেশের লোক চোর, ডাকাত ও সৈন্যদলের ভয়ে গ্রামের মধ্যে পরস্পরের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিত। তাই নায়িকাকে নদীকূলে কোন কুণ্ডবনে



অভিনায়ে যাইতে হইত। যদি কখনও মনের ব্যাকুলতা-  
বশে নাটক নাট্যকার বাড়ী অভিনয় করিতেন তবে  
তাহার দশ। কি হইত গোবিন্দদাস তাহার 'কি কহব বে  
মথি রাইক মোহাগি' ইত্যাদি ( ৩৭৭ ) পদে বর্ণনা  
করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বর্ষার বারিধীর মধ্যে ফুলগাছের  
তলায় দাঁড়াইয়া কাটাইতে হইল। তিনি চাতকের মতন  
বা পাঠান্তরে কোকিলের মতন শব্দ করিলে, রাধা দরজা  
খুলিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে যাইবেন, এমন সময়ে  
বাধার কঙ্কণের বনবনানিতে শাস্ত্রভী আগিয়া উঠিলেন।  
কৃষ্ণকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রীত্ৰাতির অবস্থার বর্ণনা শেষ  
করিবার পূর্বে সহমরণপ্রথা সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিব।  
বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও সতীদাহের কথা নাই। শচীদেবী  
বিধবা হইয়াছেন, কিন্তু সহমরণে যান নাই। অদ্বৈতপত্নী  
সীতা, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা, ত্ৰিনিবাসের পত্নী ঈশ্বরী ও  
বিষ্ণুপ্রিয়া কেহই বিধবা হইয়া সহমরণে যান নাই।  
কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখি নীলাম্বরের মৃত্যুর পর ছায়া  
সহমরণে যাইতেছেন—

দুইকুলে দিয়া বাতি      জীবন ত্যজিল সতী

५३ ८४

কিন্তু সাধারণতঃ মেয়েরা এইরূপে দুই কুলে বাতি দিত না।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা দেশ সম্ভ্রান্ত-মুখরিত ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বুদ্ধাবনদাসের মতন শ্রীচৈতন্যকে কীর্তনের স্রষ্টিকর্তা বলিয়াছেন—“কীর্তন সিদ্ধা কৈল খোল করতাল” (পৃ: ৫, বঙ্গবাসী সং.)। কবিকল্পণের গুজরাটপুরের বৈষ্ণবেরা—

मदा लय हरिनाम,      भूमि पाहेया ईनाम,

বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে ।

कौथा कथन नाठि,      गनाग्र तुलमी काठि,

সদাই গোয়ায় গীতনাটে ।

সেখানে

শ্রুতি বাড়ী দেবস্থল      বৈষ্ণবের অন্নজল

दुई भक्षा। इति संकीर्तन ।

3. 9: 28

নবোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্তনের নতন রীতির প্রবর্তন করেন বলিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহাকে “স্বশেষগান-প্রথিতায় তথৈ” বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। নবোত্তমের যুগে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া পরে কৃষ্ণলীলা কীর্তনের রীতি প্রচলিত হয়।

গৌরগুণ গীতারস্ত্রে অধৈর্য্য সকলে

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেমজলে ।

কেহ কহে এছে গীতবাহাদুরি না হয়

না জানিয়ে নবোত্তম কৈছে প্রকাশয় ॥

अक्षिरात्राकर, पृ: ५१३

নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে নরোত্তম  
বাস্তু ঘোষের—

সখি হে তাই দেখ গোরা কলেবর ।

କତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିନି ମୁଖ ଅନନ୍ଦର ଅଧର ॥

ਭਾਗ ੨: ੨੨੨

ইত্যাদি পদটী গাহিয়াছিলেন। নরোত্তমের সময় গোবিন্দদাস  
একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে শুধু যে কৃষ্ণকীর্তন গানই হইত তাহা নহে। মনসার ভাসান, চণ্ডীমঙ্গল গান, জয়ানন্দ ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গান, রামায়ণ গান, ধর্মমঙ্গল গান প্রভৃতিও হইত। কিন্তু এসব লৌকিক মঙ্গীত ছাড়া মার্গমঙ্গীতেরও যথেষ্ট আলোচনা হইত। তাহার পরিচয় দিয়াছেন কবিকর্ণপুর। তিনি আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূতে লিখিয়াছেন—মার্গ ও দেশীয় ভেদে গীত দুই প্রকার। মার্গের ভেদ চৌত্রিশ প্রকার ও তাহাদের চচ্চংপুট, চাচপুট প্রভৃতি পাঁচ প্রকার তাল এবং দেশী গীতে ৪২ প্রকার ভেদ। ঐ গ্রন্থে গোপীদের গীত ও মধ্বে মধ্বে নৃত্যের যে বিশদ বর্ণনা আছে তাহা বাস্তবের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার অহুবাদ নীচে দিতেছি।

“অনন্তর ধৈর্য তথতথ ধৈর্য তথতথ ধৈর্য তথন্তি তথ  
 ধৈর্য ধৈর্য তথতথ ধৈর্য থগ থগ থগ থগ থ্যন্তি থ্যন্তি  
 থদিগন ধৈ—এই শব্দ গ্রহণ করিয়া সেই তালধারিণী



কাংশময় করতাল গ্রহণপূর্বক দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নিম্নদিকে করকমল নিক্ষেপ করিতে করিতে অনির্কচনীয় ভাব লঘু, গুরু, স্তুত, ক্ষত ও বিবাম মাত্রা-বিধিতে মশক ও নিঃশব্দে ষড়ঙ্গাদি সপ্তস্বরের দ্বারা তাহার তাল একটি স্বর বলিয়া তালধরূপ সেই অষ্টম স্বরই আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গমুখে মৃদঙ্গবাদিনী হস্তদ্বারা যে সকল শব্দ উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন, সেই শব্দ সকল উপাঙ্গ-বাদিনীও কম্পিতকণ্ঠে নিজ অধরতলশোভী উপাঙ্গে উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন এবং গায়িকাগণ হংক্রিয়াকলা-সমূহের সহিত সম্যোচিত রাগসকল যত্নে স্বরকার করিতে করিতে সমস্ত শব্দের মিলনে কর্ণ প্রদানপূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন। (২০১৫-৬০)

কবিকর্ণপুর ঐ গ্রন্থে যে ভাবে নৃত্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নিছক কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। বর্ণনাটী নীচে তুলিয়া দিলাম। এদেশে ঐহারা নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা ইহার প্রয়োগ করিতে পারেন।

“সেই সুন্দরী রমণীমণ্ডলী অতিশয় উজ্জাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণন সহিত জাহ্নবীর উর্দ্ধে ক্ষেপণ, ভূজঘয়ের কম্পন এবং চরণযুগলের চালনা দ্বারা ক্ষতগতি নৃত্য করিতে লাগিলেও মধবর্তী মুকুন্দের কান্তিতরঙ্গমালা-রূপ সূত্রসমূহে গ্রথিত হইয়াই যেন তাঁহারা বাম ও দক্ষিণ-ক্রমে ভঙ্গ অথবা বক্রতা প্রাপ্ত হন না। ধী ধী ধী ধী তক্ষী ধী এই অল্পম মধুর তাল পাঠের সহিত মিশ্রিত মুহু শব্দায়মান মণিময় নৃপুত্রের ধ্বনিদ্বারা রমণীয় মশক চরণ-বিক্রাস এবং বামে ও দক্ষিণে অঙ্গ-দোলন-সহকারে অতিশয় ক্লেশ মধ্যদেশের যেন ভঙ্গ বিষয়ে নিঃশব্দ হইয়া সেই স্থলোচনাগণ বলি-সহিত কুচপট ও বাহুলতা কম্পিত করিতে করিতে আনন্দ-ভরে বামাবর্তে ও দক্ষিণাবর্তে তুল্যরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যাহরোধে নর্তকীগণের অহসরণ করিয়া বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনী রমণীগণ পদবিক্রাস মাত্র সহকারে মুহু মুহু নৃত্য করিতে লাগিলেন; গানকারিণী ও তালধারিণী স্তব ও তালের অহসরণপূর্বক সেইরূপ অনির্কচনীয় ভাবেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ-

বাদিনীগণও মৃদঙ্গে শব্দ সকল উদ্ঘাটিত করিতে করিতে সেই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। তদর্শনে বোধ হইল যেন তাঁহারা নর্তকীগণের সঙ্গে একটি সূত্রগ্রথিত দেহকেই ধারণ করিয়াছেন (২০১৬-৭১)। অত্র পাঁচটি গ্লোকে (২০১৭-১০১) নৃত্যের বর্ণনায় আছে—

“অনন্তর সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে বাম জাহ্ন অর্দ্ধেন্দুর দ্বারা, অপর অর্ধাংশ দক্ষিণ জাহ্ন প্রফুল্ল পদ্মকোষের দ্বারা আকৃষিত করিয়া (অথবা সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে জাহ্ন আকৃষিত করিয়া বামহস্তে অর্দ্ধেন্দু-নামক হস্তক অর্ধাংশ হস্তভঙ্গি ও দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পদ্মকোষ-নামক হস্তক অভিনয় করিয়া) কোমল ও সূচক ভাবে কফোনি (কহুই) উত্তোলন পূর্বক অবস্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল, বলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, স্তনভার সমাক্ষীত হইল এবং তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অলসভরে শোভমান নেত্রভারকা বাম ও দক্ষিণভাগে পতিত হইতেছিল।

অঙ্গের প্রকৃষ্ট ঘর্ষদ্বারা স্নিগ্ধ নবীন জতুর (লাঙ্গার) দ্বারা প্রতি অঙ্গ স্পর্শকারী নর্তকদিগেরও হ্রাসাধ্য বিষম গতিভেদ অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে করিতে অভিনয়-কুশল সেই সখী লীলাভরে উৎসর্গ ও অপসর্গ-ক্রমে কম্পিতভূজের চালন ও আকৃষ্টন দ্বারা হংসাস্ত্র, পদ্মকোষাদি হস্তভঙ্গি-সহকারে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে তাঁহার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, কুচভার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, পার্শ্ব (গোড়ালি) যুগলের উপর বেণী লুপ্তিত হইতে লাগিল ও ত্রিভলি বিলুপ্ত হইল। তালমোক্ষণ সময়ে তিনি বিপরীত-ক্রমে পৃষ্ঠভাগে বক্রীভূতা হইয়া যখন করদ্বয় কম্পিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কন্দর্পের সজ্জীভূত চম্পকধনুকেও যেন জয় করিয়াছিলেন।

তিনি জাহ্নযুগলদ্বারা ভূমিতল অবলম্বনপূর্বক বাহুদ্বয় বিস্তারিত করিয়া কন্দর্পের বেগক্ষিপ্তা কাঞ্চনময়ী চক্রিকার দ্বারা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। ঘূর্ণন সময়ে তাঁহার বদন-সৌরভে অলিকূল মুখের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বক্ষঃস্থিত হার ও কর্ণভূষণ দোহুলামান হইল, তাঁহার



গায়েব গৌরিমা, হারাদির খেতিমা, বিঘদরাদির অকুনিমা এবং ভ্রমরাদির শ্রামলিমা প্রভৃতি কাস্তির মণ্ডলসমূহ বিরাজ করিতে লাগিল এবং অঙ্গনুত অলঙ্কার ঘন ঘন রবে শব্দ করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি পদাঙ্গুলির দ্বারা ক্ষিত্তিতল অবলম্বন-পূর্বক ধীরে ধীরে কুচঘর ও জাহ্নবুগল ক্ষীত করত পার্শ্বদ্বয় উন্নত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার বলি হাসপ্রাপ্ত হইল; নীবি শিখিল হওয়ায় নমিত হইল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইল। এই অবস্থায় তিনি মুষ্টিবদ্ধ কর-যুগলের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কুচাগ্রে বিস্তৃত করিয়া তালের অঙ্গুসরণে অলঙ্কার সকল ধ্রুত করিতে করিতে 'তথ তথৈ ধৈ তথৈ ধৈ তিথ' এই প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন।

কবিকর্ণপুর শুধু যে একরূপ নৃত্য দেখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নৃত্য-বিজ্ঞার রহস্যও অবগত ছিলেন। অন্তথা একরূপ বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। গোবিন্দদাসের 'গৌরি আলাপি শ্রামনট মঞ্চক' (৩২০) ও 'নটন হিলোল লোলে মণিকুণ্ডল' (৫৫৮) প্রভৃতি পদ বুঝিতে হইলে সে যুগের নৃত্যগীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন—তাই এত কথা লিখিলাম।

নৃত্যগীত ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পারাবতের খেলা (কবিকর্ণ চণ্ডী, পৃ: ২৬, বসুমতী সং) ও পাশা-খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল (কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদী—পৃ: ২৩৬)। পাশাখেলায় শ্রীকৃষ্ণের কৌশল ও রাধার হার পূর্ণ রাখা হইত।

ষোড়শ শতাব্দীর কলাবিজ্ঞাগুলির মধ্যে যে কলায় নারী ও পুরুষ নিপুণতা লাভের জন্ত সমান চেষ্টা করিতেন সেটা হইতেছে বন্ধনবিজ্ঞা। কবিকর্ণ মুকুন্দরাম, কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেকোন বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা ঐ বিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন। নিরামিষ বন্ধনে এযুগে বিপ্লব ঘটয়াছে—কেমনা ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালীর বাড়ীতে অপরিহার্য আলু ছিল না, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি টমেটো প্রভৃতিও ছিল না। তবুও সে যুগে নিরামিষ ভোজনের কি পারিপাট্য ছিল।

কবিকর্ণচণ্ডীতে যে যে তরকারীর উল্লেখ আছে তাহার তালিকা দিতেছি। শিম, বেগুন, কুমড়া, কাঁকড়ি, মূলা, ধোড়, ডুম্বর, লাউ, মূখীকচু, কাঁঠালবীচি, আলু (অর্থাৎ মেটে আলু), খাম আলু, মান, ওল, কলা, মোচা। এই তালিকায় পটোল, ঝিঙ্গা, ঢাড়াডস, ধোঁধল পাওয়া যাইতেছে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে পটোল কুম্ভাও বড়ি মানকচু আর' (২১৩) আছে। কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদীতে তরকারির তালিকা এই—কুম্ভাও, আলু, মান, ওল, লাউ, বেগুন, মূলা, পটোল, শিম, ডিঙীশ, ঢাড়াডস, কাঁচাকলা, নবীন গর্ভমোচা, ধোড় (২১৮৬)। এখানে পটোল ও ঢাড়াডস পাওয়া গেলেও ঝিঙ্গে দেখা গেল না। ঝিঙ্গের সংস্কৃত নাম হইতেছে জ্যোৎস্নিকা। গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহার নাম করিয়াছেন—কর্কাক-জ্যোৎস্নিকালাবুফলান্যালি পৃথক পৃথক (৩১৭)। কর্কাক মানে কুম্ভাও—তবে ঐ কুম্ভাও বোধহয় চালকুমড়া। ঐ গ্রন্থে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বকচুল দিয়ে ভাজিয়া খাইতে ভালবাসেন।

শাকের মধ্যে গোবিন্দলীলামৃতে নালীত বা পাটের শাক, মেথীর শাক, শতপুষ্পী বা মলুকা, মিষি বা মন্দরী, পটোলের শাক যাহাকে আমরা নতি বা পলতার পাতা বলি, বাস্তুক বা বাথুয়া শাক, বিতুর বা শুশুনীর শাক, মারিষ বা নটে শাক, কলহী বা কলমি শাকের নাম আছে। মুকুন্দরাম ইহার চেয়ে বেশী নাম করিয়াছেন—সরিষার শাক, পালঙ্গ বা পালঙ্গ, লাউ শাক, ছোলার শাক, হেলকা শাক, গিয়াবোদালি, পুঁই, বনতা, ঝপুঁই, ভদ্রপলা, হিজলী, জাদি, ডাড়াপলা, ধনের শাক। এই স্ববৃহৎ তালিকাতে পদিনার নাম নাই। উহা কর্ণপুর বলিয়াছেন। পরিচিত শাকগুলির নাম সংস্কৃতে শুধু—

বাস্তুক-মারিষ-পটোলশিখা: কলায়-

বল্লীশিখাশ্চনকাগ্রশিখা: প্রধায়।

তুদীশিখাশ্চ মুহুলা: সহপোদিকাগ্রা-

প্যালোক্য সৈক্ষত সখী সরসা: সমগ্রা:। ৩১৭

অর্থাৎ বাস্তুক, মারিষ বা নটে শাক, পটোল শাকের ডগা, কলায় লতার (বোধ হয় মটরের) শাক, ছোলার শাক,



কোমল লাউ শাক, পদিনার অগ্রশিখা ইত্যাদি দেখিয়া তিনি সখীদের প্রতি ইঙ্গিতে উহা বর্ণিতে বলিলেন।

সে যুগে নিয়ামিষ আহারের সঙ্গে নানা রকম টক খাওয়া হইত। গোবিন্দলীলামতে আছে (৩২১) যে তেঁতুল, আমড়া, আমরুল ও আম এই চার রকমের অন্ন দ্বারা যুগের বড়া ও একটু শর্করা দিয়া দ্বাদশ প্রকারের অন্ন তৈয়ারী হয়। তা ছাড়া পাকা তেঁতুলের রসে কলমির শাক ও কাঁচা আম দিয়া নালতের শাক বঁধা হইত (৩১০৬)। কবিকর্ণপুর আরও কয়েক প্রকার অন্নের বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—কাঁচা আমসির মধ্যে গরম দিবে ভাজা সবুজ চূর্ণ করিয়া এক প্রকার অন্ন। প্রচুরতর জলে বা রসে মিষ্ট আম মর্দন করিয়া আদা বাটা দিয়া চিনি ও দুধ সহযোগে অন্ন এক প্রকারের মিষ্ট অন্ন। আমচুরে ভাজা তিল বাটিয়া এক রকমের অন্ন; চালতা ও ভাজা তিল দিয়া অন্ন এক রকমের। পাকা আমড়া দিয়া এক রকম ও কাঁচা আমড়া দিয়া অন্ন ধরনের অন্ন করিয়া উভয়টাতেই দুধ চিনি ও হিং মেশান হইত (কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদী ২।১১০)। কবিকর্ণপুর তাঁহার কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদীতে আরও অনেক রকম ব্যঞ্জনাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—ভালো কাহুন্দি, আদাবাটা ও নারিকেল-বাটা দিয়া কাঁঠালের বাঁচির এক রকম ব্যঞ্জন তৈয়ারী হইল। উত্তম কাহুন্দি ও আদাবাটা সহযোগে গরম তেলে তিক্তপত্র দিয়া এক প্রকার ব্যঞ্জন হইল। বেগুনগুলির ছোট ছোট খণ্ডের সহিত উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র মুগবড়া দেওয়া হইল; আদাখণ্ড ও নারিকেলবাটা তাহাতে দিয়া কটু তেলে ভাজিয়া স্বাদ আর এক ব্যঞ্জন হইল। বেগুন ওল, মান, কাঁকরোল, গর্ভমোচার কলাগুলি, কচু, পটোল এবং কুমড়াগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া স্বস্ত্র হুচীসমূহে বিদ্ধ করিয়া রস নিকাশন পূর্বক ভাজী প্রস্তুত হইল। বেগুন, কাঁচা-কলা, নারিকেল এবং ছানা ও অত্যাৎকৃষ্ট মাষকড়াইয়ের বড়ী ভাল করিয়া মিশাইয়া মরিচ ও চিনি সংযোগে কটু ও মধুর এই দুই প্রকার ছানাবড়া প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইল। ভাল করিয়া বাছা, তুষহীন, স্বন্দর দিলে (ডালে)

প্রচুর ঘৃত, হিং, আদাবাটা ও গুড় দিয়া উৎকৃষ্ট নারিকেল ও পুরু মুলার চাকা দিয়া স্বন্দর স্বগন্ধি মাসস্থপ নামে এক ব্যঞ্জন করা হইল। উৎকৃষ্ট নারিকেল-শস্তকে ভাল করিয়া পিষিয়া লইয়া তাহার দুধে এবং শর্করারসে ও গব্য দুধে মুগভাল দিয়া তাহাতে উত্তম নারিকেলবড়া এবং এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও ভাল হিং ও আদা প্রভৃতি দিয়া মদ্যস্থপ প্রস্তুত হইল। গোটা অথচ স্বক্বেহীন মুগভাল কিছু জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অনেকটা দুধ, এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও ভাল হিং ও চিনি মিশাইয়া অন্ন একটি স্থপ হইল। বঙ্গলশূণ্ড বরষা দালে মূল-শূণ্ড মুলার খণ্ডগুলি দিয়া প্রচুরতর ঘি, হিং ও মরিচ দিয়া বঁধা চতুর্থ একটি স্থপ তৈয়ারী করা হইল। কাঁচা কাঁঠালের টুকরার সহিত ছোলার বড়া, হিং ও মরিচ দিয়া অন্ন এক ব্যঞ্জন হইল। লাউকে স্বস্ত্র জিয়ার মত করিয়া জলে ও দুধে সিদ্ধ করিয়া হাতা দিয়া বারংবার নাড়িয়া কর্পূর সহ চিনি, মরিচ, জীরা হিং প্রভৃতি দিয়া মনোহর দুগ্ধলাবু প্রস্তুত করা হইল। পাকা কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কটু তেলে ভাজিয়া ঘোল আদা ও হিং ও মোরী সহযোগে ছানা ও বড়ার সহিত কোমল এক অথল তৈয়ারী হইল। মিষ্ট, পুরু, কোমল মুলার উপরের অর্ধেকাংশ অথও বলয়াকারে কণ্ঠিত করা হইল। তাহার খণ্ডগুলিতে ঘোল ও গুড় এবং অন্ন তেঁতুল ও উৎকৃষ্ট পাকা চালতার খণ্ডগুলি দিয়া অপর একটি উৎকৃষ্ট অন্ন হইল। সজল ঘোলে ছোলার বেসন, হলুদ, দারুহরিদ্রা-চূর্ণ একত্র করিয়া টক লেবুর রস, আদা ও হিংয়ের প্রক্ষেপ করিয়া তাহাতে বড়া দিয়া কাক্সিক বটা (দইবড়া কি?) তৈয়ারী হইল (৩২৫-১১০)। বড় লোকেব ছেলে কবিকর্ণপুর রায়ার যে রকম বিশদ বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন, দরিদ্র কবিকর্ণ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা পারেন নাই। তবে গোবিন্দলীলামতে কয়েক প্রকার পিষ্টক যথা পীযুষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি, অমৃতকেলি প্রভৃতি তৈয়ারীর প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপুরের বোধ হয় পিঠে খাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না; তিনি হিং ও মশলা দেওয়া নোনতা জিনিষ খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া উহার বর্ণনাই বেশী করিয়া লিখিয়াছেন।



এখন বাংলাদেশে নিরামিষাশী লোকের সংখ্যা খুব কম। ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টতন্ত্রের ধর্মপ্রচারের ফলে অনেকে মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র জপ করিতেন 'মীন মাংস ত্যজি বহুকাল।' বৈশাখ ও মাঘ-মাসে অনেকেই আমিষ বর্জন করিতেন। তমলুকের রাজা মাছ-মাংস খাইতেন না; তিনি Maurique-কে নিমন্ত্রণ করিয়া নিরামিষ ভোজ্য দিয়াছিলেন (তপনকুমার রায়চৌধুরী—Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ১২০-১২৪)।

আমিষভোজনের বর্ণনা কবিকল্পণ করিয়াছেন। মাছের মধ্যে ইলিশ, চিংড়ি, সফরী বা পুঁটি, চিতল, বোয়াল, শোল, পোনা, কই, খরহুলা, রোহিত, পাকাল প্রভৃতি মাছের নাম তিনি করিয়াছেন (পৃ: ১২২-১৩০)। হংস-ভিষ্মের কথাও তিনি লিখিয়াছেন (পৃ: ৪৪)। মাংসের মধ্যে এমন অনেক জীবের নাম আছে যাহাদের মাংস এখন খাওয়া হয় বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। যথা, নকুল বা বেজি, গোধিকা বা গোসাপ, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি। তবে সে যুগের মতন একালেও ছাগ, মেঘ, কমঠ (কচ্ছপ), হরিণ, শশ, শজার প্রভৃতির মাংস খাওয়া হয়।

বড়লোকদের খাবার অনেক রকমের ছিল মনেহ নাই। কিন্তু গরীবেরা 'আমানি' বা পাস্তা ভাত, ক্ষুদ্রজাউ প্রভৃতি খাইত (কবিকল্পণ পৃ: ৪০)। শাক সবজির মধ্যে—

ঝুড়ি ছুই তিন খায় বন-ওল পোড়া।

বন-পুঁই ভার দুই কলমি কাঁচড়া ॥ —(পৃ: ৪০)

খুল্লনাকে লহনা খাইতে দিত—

পুঁরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ।

সকল বাগানে বাগি নাহি দেয় লোন ॥

যেহেছে পাজাতা শাক কলমী কাঁচড়া।

কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া ॥

বার্তাকুর খাড়া কচু কুমড়া বেকলা

কাঠ শিমের বাগান পুরিয়া দিল খালা ॥—(পৃ: ১১৭)

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সতীনকে খুব কষ্ট দিতে যাইয়াও লহনা তাহাকে বড়াতাজা ও অনেকগুলি তরকারি খাইতে দিয়াছে। সেকালে দেশে তরকারির অভাব ছিল না।

গোবিন্দদাস মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন। তিনি খাবার জিনিষের বেশী ফর্দ দেন নাই। গোবিন্দদাস একটা পদে বলিয়াছেন—

“স্বাসিত করি খীর দধি শাকর  
সেবন বহু পরকার। (৮৮)

অগ্রজ—

বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল

চিনি কদলী উপহার।

খির সর নবনীত দধিকর শাকর

বহুবিধ রস পরকার (২৬)

আর একটি পদে—

স্বাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি স্বমধুর

পাক কয়ল তহিঁ গোই। (১০১)

তাহার তুলনায় রায়শেখর অনেক রকমের খাজ্ঞবোর নাম করিয়াছেন (তরু ২৫৭-৮)।

রায়শেখর ষোড়শ শতাব্দীর গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

গ্রামহি জাবট বৈছন পাবক

তৈছন স্বজন রীত।

পর-চরচা বিনে আনহি নাহি জানে

না বুঝিয়ে কৈছন চীত ॥

মখি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার।

কুটিল কুমতিজন পিশুন পরায়ণ

নিদ্রুক গলে ধরু হার ॥

নিজ নিজ যশগুণ ঘোষণে পুন পুন

কেহ কাহ হিত না মানে।

(তরু ২৫৮)



## পঞ্চম অধ্যায়

### আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

গোবিন্দদাস কবিরাজের জীবনকালের অধিকাংশ সময়েই বাংলা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠরাজ ও অসহায় প্রজাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চলিয়াছিল। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ সুরের যুদ্ধের পর বাংলা দেশে যে দুর্দিন আরম্ভ হয় তাহা ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহান কর্তৃক হুগলীর পর্তুগীজদের দমন পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ আশি বছরের মধ্যে কচিং কদাচিং দুই চার বছর বিনাযুদ্ধে কাটিয়াছিল।

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্বর শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করেন। তিনি দুই বছরের বেশী রাজত্ব করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই অল্প সময়েই আরাকান আক্রমণ ও জোনপুর অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আদিলের হাতে পরাজিত ও নিহত হইলে আদিল একজন শাসনকর্তা বাংলায় পাঠাইলেন, কিন্তু শামসুদ্দিনের পুত্র ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর তাহার ভাই তিন বছর কাল মাত্র রাজত্ব করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় কররানি বংশের প্রভু প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা বাংলার (বাখরগঞ্জ) রাজা পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে এমন এক সন্ধি করেন যে, তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। তাহারা সর্বপ্রথমে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে সপ্তগ্রামে (অধুনা বাশবেড়ে-ত্রিবেণী) আসেন। ঐ সময়েই তাহাদের নৌশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাহারা দুইখানি আরব জাহাজকে সপ্তগ্রামে বেচাকেনা করিতে মানা করেন (Campoc—History of the Portuguese in Bengal)। সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ (১৫৩৩-৩৪) তাহাদিগকে সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে কারখানা খুলিতে ও শুভ আদায়ের কাছারি স্থাপন

করিতে অহুমতি দেন। এই সময় হইতে বাংলা দেশে পর্তুগীজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির দ্বারা তাহারা বাকলা ও অন্ধাঙ্গ বন্দরে জাহাজ আনিবার ও বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। শুধু তাহাই নহে। পর্তুগীজেরা রাজা পরমানন্দকে তাহার শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও প্রতিদানস্বরূপ রাজা তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল, মাখন, তেল, চিনি ও তাঁতের কাপড় করস্বরূপ দিতে রাজী হইলেন (History of Bengal, পৃ: ৩৫৮)। পরমানন্দ অল্প কোন শক্তির সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু পর্তুগীজেরা অহুরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ওয়েলসলির প্রায় আড়াই শ বছর পূর্বেই Subsidiary Alliance-এর স্বরূপাত হইয়াছিল। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি হইতে আর একটি গুরুতর তথ্য জানা যায়। পর্তুগীজেরা প্রতিবৎসর রাজা পরমানন্দের চারখানি করিয়া বাণিজ্যপোতকে গোয়া, ওরমুজ ও মালাকায় যাইবার জগ্গ লাইসেন্স বা অহুমতিপত্র দেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পর্তুগীজেরা ঐসব স্থানে যাইবার নৌপথের উপর এমন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের বিনা অহুমতিতে যেসব জাহাজ চলাফেরা করিত সেগুলি লুণ্ঠ হইবার আশঙ্কা থাকিত। বলা বাহুল্য ইহার ফলে বাঙ্গালীদের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের বন্দরেও এ সময়ে নদী শুকাইয়া যাওয়ায় বড় বড় জাহাজের পক্ষে বন্দরে আসা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই এই দৈব দুর্ভাগ্য ঘটে, কেননা ঐ সালে সিঙ্গার ফ্রেডরিক লেখেন যে, বেতড়ের চেয়ে আগে আর সপ্তগ্রামের দিকে পর্তুগীজদের বড় জাহাজ যাইতে



পারে না, কেননা নদীতে জল বড় কম থাকে। সেইজন্য প্রতিবৎসর জাহাজ আসার সময়ে বেতড়ে গ্রাম বসে; খড়ের চালায় দোকান বসান হয়। নিজার ক্রেতরিক মণ্ডগ্রামে যাইবার সময় এইরূপ সাময়িক গ্রামে বহু লোক-জন, অসংখ্য জাহাজ ও বাজার (an infinite number of ships and bazars) দেখিতে পান; কিন্তু সেখান হইতে ফিরিবার পথে দেখেন যে, বেতড়ে কিছুই নাই, শুধু ঘরবাড়ী দোকান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ আছে (History of Bengal, পৃ: ৩৬২)। ইহার কারণ এই যে, জাহাজ চলিয়া গেলে যে ঘাহার ঘর পুড়াইয়া ফেলিত, সেখানে আর কিছুই থাকিত না।

বেতড় হাওড়ার সালিখা ও কলিকাতার কাছাকাছি।  
কেননা, কবিকল্প বলেন—

চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়।  
কলিকাতা এড়াইল বেগিয়ার বালা।  
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা ॥

(পৃ: ১০২)

মণ্ডগ্রাম হইতে বেতড় বেশ খানিকটা দূর বলিয়া পর্তুগীজেরা মণ্ডগ্রামের দুই মাইল পূর্বে ব্যাঙেলও হুগলিতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্মরণ যত্ননাথ সরকার বলেন যে, পর্তুগীজেরা হিজলি (খড়গপুর) হইতে জাহাজ ভাড়া করিয়া লবণ আনিয়া হুগলিতে নামাইত, সেই জাহাজ ঐ স্থানে গোলা স্থাপিত হয়; পর্তুগীজেরা গোলার পূর্বে নির্দেশ-বাচক (their মতন) 'ও' বসাইয়া o-golin বলিত। তাহা হইতে ওগোলি বা হুগলি নামের উৎপত্তি হয় (History of Bengal, পৃ: ৩১২)। সেইরূপ বন্দর হইতে ব্যাঙেলের উৎপত্তি।

ক্রমে ক্রমে মণ্ডগ্রামের বাণিজ্য হুগলিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ মিশনারী ফাদার কাতাল লেখেন যে, হুগলিতে চীন, মালাক্কা, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু জাহাজ আসিত এবং উত্তর ভারতের লোকেরা এবং মোগল, পারসিক, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি সেখানে জিনিষ কিনিতে যাইত। হুগলিতে কেনাবেচার পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহার ধারণা করিতে হইলে জানা প্রয়োজন

যে, শুধু হিজলি হইতে আনীত লবণের উপর এক লক্ষ টাকা শুদ্ধ মুঘল সরকারকে দেওয়া হইত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Fitch হুগলিকে পর্তুগীজদের হাতে দেখিতে পান। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতে মণ্ডগ্রামকেও পর্তুগীজ-অধিকারভুক্ত বলা হইয়াছে।

হুগলিতে যে পর্তুগীজেরা থাকিত তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হুদাদাও গুণ্ডা প্রকৃতির। তাহারা গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের নিকট দণ্ড পাইবার ভয়ে পলাইয়া হুগলিতে আসিত। হুগলিতে তাহারা জোর করিয়া হিন্দু রমণীদিগকে ধরিয়া লইয়া নিজেদের কাজে লাগাইত। কেহ বা রাধিত, কেহ বা জামা সেলাই করিত, কেহ বা নাচগান করিত আর কেহ বা উপপত্নীরূপে থাকিত (অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরী-কৃত Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ১৬৭)। হুগলি ও মণ্ডগ্রামের নিকটস্থ গদার উভয় তীরে পর্তুগীজেরা ভবিষ্যৎ কিনিয়াছিল।

চট্টগ্রামের মগ ও আরাকানবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্তুগীজেরা দাস-ব্যবসায় চালাইত। বাংলার নানা স্থান হইতে হতভাগ্য লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া হুগলি ও হিজলিতে বিক্রয় করা হইত। যে সময়ে তাহাদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিত সে সময়ে বাংলার যেসব গ্রাম তাহাদের পথে পড়িত সেখান হইতে লোকজন পলাইয়া যাইত। স্মরণ যত্ননাথ সাহিবুদ্দিন আহমদ তালিস লিখিত বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন (J.A.S.B., ১৯০৬-৭) যে, "As these raids continued for a long time, Bengal became day by day more desolated. Not a house was left inhabited on either side of the rivers lying on the pirates' track from Chitagaon to Dacca. The prosperous districts of Bakla was swept clean with the broom of plunder and kidnapping, so that none was left to occupy any house or kindle a light in that region." পর্তুগীজেরা যখন চাটগাঁ হইতে আক্রমণ করিতে আসিত তখন তাহারা দক্ষিণদিকে হুগুয়া



ও বামদিকে সন্দীপ রাখিয়া ঢাকা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে সংগ্রামগড়ে পৌছিয়া তাহার পর গঙ্গা বাহিয়া যশোহর, হুগলি ও ভূষণা লুণ্ঠ করিত। অথবা ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া বিক্রমপুর, সোনারগাঁ ও ঢাকা লুণ্ঠন করিত। কখন কখন আরাকানীরাও লুণ্ঠনের জন্ত আসিত। তালিশ কতিয়িমা ইবরিয়াতে লিখিয়াছেন (পৃ: ১২২খ-১২৩) যে, আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্গিরা প্রায় সব সময়ই বাংলা লুণ্ঠ করিত। উহারা যেসব হিন্দু বা মুসলমানকে ধরিতে পারিত, তাহাদের হাতের চেটোতে ছুটা করিয়া তাহার মধ্যে বেত ঢুকাইয়া একসঙ্গে কতকগুলিকে বাধিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে রাখিয়া দিত। সকালবেলা তাহারা জাহাজের ডেকের উপর হইতে কাঁচা চাল ফেলিয়া দিত, যেন তাহারা মুরগিকে খাবার দিতেছে। তাহারা দক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের কাছে ঐ বন্দীদেরকে বেচিয়া দিত। কখন কখন বেশী দামে তমলুক ও বালেশ্বরেও বিক্রয় করিত। ফিরিঙ্গিরাই শুধু বন্দীদের বেচিত, মগেরা তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া চাষবাস করাইত অথবা চাকর বা রক্ষিতা-রূপে রাখিত (History of Bengal, পৃ: ৩৭২)।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে যে সহর ছিল তাহা পর্তুগীজেরা ধ্বংস করিয়া ফেলে বলিয়া আমার বিশ্বাস। হুগলির পতনের পর তাহারা সাগরদ্বীপে পলায়ন করে, সেখানে তাহারা গোয়া ও দিয়াঙ্গা হইতে প্রেরিত তাহাদের জাহাজে চড়ে (History of Bengal, পৃ: ৩২৭)। সাগরসঙ্গমে বহু প্রাচীন কাল হইতে একটি তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার দেখাইয়াছেন (১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দের History Congress এর Proceedings, পৃ: ২১-২৮) পেরিপ্লাসের বিবরণে পাওয়া যায় যে সাগরসঙ্গমে একটি গঞ্জ ছিল যেখানে মণিমুক্তা ও সুন্দর মসলিন বিক্রয় হইত। বাংলা দেশে একটি মাত্র তীর্থস্থান ছিল, যেখানে সকল ভারতবর্ষের লোক তীর্থযাত্রায় আসিত—সেটা হইতেছে এই সাগরসঙ্গম। মহাভারতের বনপর্বে (৩৮৫:১৪-৫), কুর্ধপুরাণে ও অলবেঙ্গনির বিবরণে (১১২০১ পৃ: ২৬১ পৃ:) এইখানকার তীর্থ ও সহরের বর্ণনা আছে।

মধ্যযুগের বিজ্ঞাপতির গঙ্গাবাক্যাবলীতেও এই তীর্থের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের লুটপাটের ফলে ইহার অবনতি ঘটে। লোকে সাহস করিয়া গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে আসিত না। তারপর সমুদ্রও সহরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের Friend of India (পৃ: ৭১) তে দেখা যায় সাগরসঙ্গমতীর্থ এক মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া বালুকাস্থপে ও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কপিলমুনির মন্দির দেখিয়া ঐ পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন, এখনও ভাটার সময় দেখা যায় এখানে এক বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। তিনি ৪০০ বা ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এক শিলালিপিও দেখিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে মগ ও ফিরিঙ্গিরাই শুধু বাংলার শাস্তি নষ্ট করে নাই। পাঠান ও মুঘলদের যুদ্ধেও বাঙ্গালীদের ধনপ্রাণের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সুরবংশের পতন ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর পাঠানেরা উত্তর ভারতের অজ্ঞাত স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জায়গায় জমিদাররূপে বসবাস করে। তাহারা নিজেদের স্বত্বস্ববিধার জন্ত প্রজাদের উপর নানা রকমের জুলুম চালাইত। ১৫৬৫ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলেমান কররানি খানিকটা শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৫৬৫ বা তাহার দুই তিন বছর আগে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব, যিনি ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, বাংলা আক্রমণ করিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসেন এবং তথায় একটি ঘাটি তৈয়ারী করেন। সম্ভবতঃ ইহারই পান্টা আক্রমণ হিসাবে সুলেমান কররানি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজু বা কালাপাহাড় নামে তাহার কুখ্যাত সেনাধ্যক্ষকে লইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। জগন্নাথের বিগ্রহসহ অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় এবং যেসব ত্রীলোক প্রাণভয়ে পুরীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনা হয়। সুলেমান কররানি যখন মনের স্থখে উড়িষ্যা জয় করিতেছেন, সেই সময়েই (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) কুচবিহারের দ্বিতীয় নৃপতি



রাজা নরনারায়ণ স্থলেমানের বাংলা রাজ্য আক্রমণ করেন। উড়িষ্যাজয়ের পর কালাপাহাড় যে তাহার মৃত্যুস্থানের স্মৃতিস্মারক। বাংলা দেশে মিটাইয়াছিল তাহা অসম্ভব করা কঠিন নহে। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পতনের পর তাহাকে আমরা ধোবাঘাটে ( দিনাজপুর-বগুড়া ) দেখিতে পাই।

স্থলেমানের মৃত্যুর পর ( ১৫৭২, অক্টোবর ) তাহার বড় ছেলে বায়জিদ কয়েকদিন ও তাহার জামাতা হানুস দিন-কয়েক রাজত্ব করেন। উভয়েই নিহত হন। তারপর তাহার ছোট ছেলে দাউদ সিংহাসনে অধিরোধন করেন। কিন্তু দাউদের ভ্রাতৃপুত্র বিহার অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই সময়ে ( ১৫৭৪, আগষ্ট ) আকবর গুজরাট-জয় শেষ করিয়া পাটনায় আসিলেন। মুঘলেরা পাটনা অধিকার করিয়া একে একে স্বরাজগড়, মুন্সের, ভাগলপুর, কলহাণী হস্তগত করিলেন। তারপর স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পাহাড় পার হইয়া বাংলার তদানীন্তন রাজধানী তান্দায় ( মালদহ জেলা ) আসিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দাউদ পরাজিত হইয়া সপ্তগ্রামের ভিতর দিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। আফগান সেনানীদের অনেকে বাংলার দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অংশে ছড়াইয়া পড়িলেন। দাউদের প্রধান অমাত্য শ্রীহরির ছেলেই স্বপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হইলে বাংলা দেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

কিন্তু বাংলা দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। আকবরের প্রতিনিধি খান-ই-জাহান (১৫৭৫-৭৮) সপ্তগ্রামে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দাউদের মা ধনরত্নসহ মুর্শিদাবাদের উত্তরে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহাকে ভাওয়ালে পাঠানদের সঙ্গে ও এগার-সিন্দুরেইসা খাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে মুঘলেরা বাংলার সন্ধিত ধনরত্নের লোভে পরস্পরের মধ্যে কলহ ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাহারা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৫৮৩ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহের জের চলিতে থাকে। এই

সময়ে বাঙ্গালীদের ধনসম্পত্তি যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু মৌভাগ্যের বিষয়ে যে, ভাল রাস্তাঘাট না থাকায় বিদ্রোহীরা কিংবা পাঠান সেনানীরা বাংলার কোন কোন অংশের—বিশেষতঃ রাঢ়ের—পল্লী অঞ্চলে পৌছিতে পারেন নাই।

সাহেবগঞ্জের কাছে তেলিয়াগাতি ও মকরগলির ভিতর দিয়া একটা রাস্তা ছিল। আর বর্ধমান হইতে সপ্তগ্রাম ও তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গড় মন্দারন (আরামবাগ) হইয়া কটকে বাইবার একটা বনপথ ছিল। উত্তর ভারত হইতে বাংলা বা বাংলা হইতে পশ্চিমে যাতায়াত করিতে হইলে দিনাজপুর-মালদা হইয়া গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া হাজীপুর, ছাপড়া, জোনপুর দিয়া যাওয়া সহজ ছিল। সনাতন গোস্থামী যখন গোড় হইতে বুদ্ধাবনে পলাইয়া যান, তখন হাজীপুর হইয়া গিয়াছিলেন ( চৈ. চ., ২১২৭৩৬ )। এইসব রাস্তার দুইধারে যেসব গ্রাম ছিল, সেখানকার জীবনযাত্রা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতার সময় দুর্বল হইয়া উঠিত।

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবেদার শাহাবাজ খান বিক্রমপুরে ইসা খাঁকে আক্রমণ করেন; কিন্তু দুই বছর যুদ্ধ করিয়াও কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নূতন শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেক সুবায় সিপাহ-সালার ও তাহার সহকারী, দেওয়ান, বজী, কাজী, সদর, কোতোয়াল প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলেও ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলায় যুদ্ধবিগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিহারের শাসনকর্তারূপে মানসিংহ পাঠানদের হাত হইতে উড়িষ্যা জয় করিতে অগ্রসর হন। তাহার পুত্র জগৎসিংহ ভাগলপুর হইতে বর্ধমান ও সেখান হইতে জাহানাবাদ বা আরামবাগে পৌছেন। পাঠানেরা সেখান হইতে প্রায় পকাশ নাইল পশ্চিমে বিরাট মৈত্রদল সমাবেশ করে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে জগৎসিংহ পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাধীর তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন ( History of Bengal,



পৃ: ২০৮)। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সম্ভবতঃ পরের বৎসরই পাঠানেরা বীর হাঙ্গীরকে আক্রমণ করেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইসা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যান। খাজা হুসেমান লোহানি ও কেদার রায় ভূষণা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে উহা ফের মুঘল-অধিকারভুক্ত হয়। এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরে বর্ষাকালে মানসিংহ গুরুতর ভাবে পীড়িত হন। সেই সুযোগে ইসা খাঁ, মাহুম খাঁ কাবুলি প্রভৃতি তাঁহার বাসস্থান খোরাঘাটের ২৪ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহারা মুঘল সেনাদলকে বিক্রমপুরের নিকটে ঘিরিয়া ফেলিয়া মানসিংহের পুত্র দুর্জয়সিংহকে নিহত করেন ও অনেককে বন্দী করেন। তার পর ইসা খাঁ অবশ্য আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ছুটি লইয়া আজমীরে যান, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ প্রচুর মত্তপান করার দরুণ অক্টোবর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং জগৎসিংহের অল্পবয়স্ক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে বাংলা শাসন করিতে আসেন। এই সুযোগে উসমান প্রভৃতি পাঠানেরা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্রোহ করিয়া মহাসিংহকে পরাজিত করেন ও উত্তর উড়িষ্যা দখল করিয়া লন। এইসময় বিদ্রোহীদের শক্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ফের বাংলায় আসিয়া বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে কেদার রায়কে আকবরের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় জালাল খাঁ নামক পাঠান মালদহ ও আকরা লুণ্ঠ করেন। মানসিংহ অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তার পরই তাঁহাকে পুণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতে হয়। এদিকে উসমান ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ময়মনসিংহের মুঘল থানাদারকে ভাওয়ালে বিভাড়িত করেন। মানসিংহ তাড়াতাড়ি ঢাকা হইতে ঘাইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। তার পরই তাঁহাকে ইসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ ও কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়—কেননা তাঁহারা

মুঘল-শক্তি উৎখাত করিবার জন্ত ছোট বাদিতেছিলেন। এই সময়েই একদল আধাকানের জলদস্যু ঢাকার নিকটস্থ নদীতে প্রবল উপদ্রব আরম্ভ করে। তাহাদের ভয়ে ঢাকার মুঘল সেনাপতি পলায়ন করেন। কেদার রায় মগদের সহিত যোগ দিয়া শ্রীনগরে মুঘলদিগকে আক্রমণ করেন। বিক্রমপুরের নিকট যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর মানসিংহ ফের উসমানকে দমন করিতে অগ্রসর হন।

এ যুগে মুঘলেরা কেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার নমুনা দেখাইবার জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সেনাপতি ও শাসনকর্তা মানসিংহের শাসনকালের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার শাসনকর্তা ইমলাম খাঁ মুঘল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত খুব চেষ্টা করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম, পঞ্চকোট ও হিজলির জমিদারেরা পুনরায় বঙ্গতা স্বীকার করেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার সত্রজিৎ, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসা খাঁ ও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। ইহার পর মুঘল-শাসন বড় বড় সহরে, করতোয়ার দক্ষিণতীরে অবস্থিত খোরাঘাট (রংপুর), ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর, ভাওয়াল, এগার সিন্দুরের অপর পারে টোক, নারায়ণগঞ্জের নিকট ত্রিমোহানি প্রভৃতি কয়েকটি থানায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রব যত্নাথ বলেন—“The effective control of the Mughal Emperor was, however, confined to the very narrow limits, and did not stretch far beyond the capital city and the few fortified posts set up by the imperial faujdars throughout the country” (History of Bengal, পৃ: ২৩৫)। শাস্তির উল্লিখিত নমুনা ও রাজশক্তির এই অবস্থা সত্ত্বেও শ্রব যত্নাথের গ্রাম ইতিহাসিক আমাদের আলোচ্য যুগের নবজাগরণকে মুঘল শাসনের সুফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া লিখিয়াছেন: “The renaissance which we owe to English rule early in the 19th century had a precursor



—a faint glimmer of dawn no doubt—two hundred years earlier. These were the fruits, the truly glorious fruits of Mughal rule" (History of Bengal, পৃ: ১৮২)। অবশ্য তিনি নিজেই অন্তত এই উক্তির বিপরীত কথাও বলিয়াছেন —"The renaissance was the work of the people themselves" (ঐ, পৃ: ২২৩)। ১৫৭৫-৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা দেশ আকবর কর্তৃক নামে মাত্র বিজিত হওয়ার একমাত্র ফল এই দেখিতে পাই যে, রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণবেরা অবোধে বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে পারিয়াছিলেন, কেননা পাটনার পশ্চিম হইতে মথুরা পর্যন্ত ভূ-ভাগের মধ্যে রাজনৈতিক শান্তি ছিল। তাহার ফলে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট মাঝে মাঝে গোবিন্দদাসের পদাবলী প্রেরণের সুবিধা হইয়াছিল; শ্রীজীবের পক্ষেও সাধনভজন সম্বন্ধে নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া পত্র লেখা সম্ভব হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনা অতি সম্ভব গোড়দেশে পৌছিতে পারিয়াছিল। অন্ততঃ ১৫১৬ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য অতঃ কোন বকমে বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কোন সম্ভব কারণ দেখি না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ও নবীন রাজবংশ, তথাকথিত বার-ভুইয়া ও ছোটবড় অনেক জমিদারের শাসন অব্যাহত ছিল। বনবিষ্ণুপুরের রাজবংশ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মল্লাদ প্রবর্তন করেন। ত্রিপুরার মানিক্যবংশও খুব প্রাচীন। এই বংশের রাজা অমরমাণিক্য মুঘল-অধিকার স্থাপনের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে (১৫৭৭-৮৬) ভুলুয়া, বাকলা ও শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা স্বাধীনতা হারায়। ত্রিপুরার দক্ষিণে আরাকান রাজ্যে স্বাধীন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক নূতন বাংলা সাহিত্য রচিত হইতেছিল। কুচবিহারের রাজারা পশ্চিমে কবতোয়া হইতে পূর্বে মক্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর রাজত্ব করিতেন।

১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহারা মুঘলের বশতা স্বীকার করেন। ময়মনসিংহ জেলার সুন্দের রাজবংশও প্রাচীন। সুন্দের রাজা রঘুনাথ ও ভূষণার রাজা সত্বজিৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুসা খাঁর বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য করেন। মুসা খাঁ সুন্দ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ, ঢাকার অর্ধেক ও ত্রিপুরার কিয়দংশের উপর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, ত্রিপুরা জেলার সরাইলের সুনী গাজী, সরাইলের উত্তরে মাতঙ্গের পালোয়ান, হবিগঞ্জের আনোয়ার খান, খলসির জমিদার মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায় প্রভৃতি সাহায্য করিতেন।

ভুলুয়ায় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, বাকলায় রাজা রামচন্দ্র ও যশোহরে তাঁহার শত্রু রাজত্ব করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে পাচোটের সামন্ট খাঁ, হিজলির সালিম খাঁ, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বীরভান বা চন্দ্রভান, বড়দা ও বকড়ার দলপতের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন মেদিনীপুর জেলার আড়রার রাজা রঘুনাথ, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। শ্রব বহুনাথ পুটিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ পীতাম্বর, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অনন্ত ও পুটিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে আলাইপুরের ইলাবন্ধকেও এই যুগের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজা জমিদারেরা শুধু যে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়িতেন তাহা নহে, নিজেদের মধ্যেও তাঁহারা মারামারি করিতেন। তাঁহাদের বিরোধ ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে প্রজাদের প্রাণান্ত হইত। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে Ralph Fitch বাংলা পরিদর্শন করিয়া লেখেন যে, উত্তর ভারত হইতে বাংলায় আসিবার পথ চোর-ডাকাতে ভর্তি আর বাংলা দেশে অনেক বিদ্রোহী। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রব টমাস রো ও স্বর্গাতের কারখানার কর্মচারীরা স্থির করেন যে, বাংলা দেশে এত বেশী হাঙ্গামা চলিতেছে যে সেখানে কারখানা না খোলাই ভাল। মির্জা নাথান বাহারিস্তানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভাই ম্বাদ



যশোহরের যুদ্ধের সময় চার হাজার যুবতী ও বৃদ্ধাকে উলঙ্গ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান।

এ রকম কথা শুনিয়া কবি গোবিন্দদাস যদি নিজের পদ হইতে প্রতাপাদিত্যের নাম হটাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ দেওয়া যায় না। মুঘল-শাসন স্থাপিত হইবার পরও ইব্রাহিম খানের শাসনকালে (১৬১৭-২৪) পর্তুগীজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৫০০ নর ও নারীকে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার জন্ত লইয়া যায়। যশোহরে যাইবার পথে কোন লোকালয় ছিল না এবং কোন বণিকও যাতায়াত করিত না—“There was neither any inhabited place, nor any traffic of merchants on the route of Jessore” (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ৪০)।

এইরূপ অশান্তি ও অত্যাচার হইতে রাত্রে অভ্যস্তরভাগ রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ দুইটি—প্রথম, ঐ অঞ্চলে জলপথে বা স্থলপথে এমন ভাল বাতা ছিল না যাহা দিয়া মুঘল-পাঠানদের সৈন্যদল বা ফিরিঙ্গীদের জল-দ্বারা যাতায়াত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অঞ্চলে কোন বড় জমিদার ছিল না। গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। রাত্রে পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার প্রণালী খুব সাধাসিধে। সেখানে অভাববোধ কম। তাই এহেন যুগেও সেখানকার লোকের পক্ষে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমরা যেসব কবিকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহের, কালিকামঙ্গলের কবি গোবিন্দদাস চট্টগ্রামের ও কবি বল্লভ বগড়ার করতোয়াতীরের লোক। আর বাকী সব কবি নবদ্বীপের একশত মাইলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ছিল এই যুগের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। শুধু বৈষ্ণব কবিরা নহেন, শ্রায়, স্থিতি ও তত্ত্বের পণ্ডিতেরাও নবদ্বীপ হইতে অহুপ্রেরণা লাভ করিতেন। স্বর্গ রঘুনন্দন, রামভদ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপের লোক। কালীরামদাস ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ও গদাধরদাসের বাড়ী নবদ্বীপ হইতে

২৫ মাইল দূরে ইজ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে। ষোড়শ শতাব্দীতে কাটোয়া অপেক্ষা ইজ্রাণীর নাম বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। নিমাই বলিতেছেন—

ইজ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।

চৈ. ভা., ২২৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম নবদ্বীপ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল ও কাটোয়া হইতে দশ মাইল দূরে কামটপুরে। শ্রীনিবাস আচার্য ও গতিগোবিন্দ থাকিতেন কাটোয়া হইতে দুই মাইল ও শ্রীখণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে শাজিগ্রামে। শ্রীখণ্ড রায়শেখরের গুরুস্থান এবং বহু কবি ও ভক্তের বাসস্থান। কাটোয়ায় এই সময়ে আর একজন কবি থাকিতেন, তিনি হইতেছেন দাস গদাধরের শিষ্য যত্ননন্দন চক্রবর্তী।

রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস ও তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ থাকিতেন নবদ্বীপ হইতে প্রায় আশী মাইল উত্তরে ভগবান্গোলা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল দূরে তেলিয়াবুধুরি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজ (যাঁহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, ‘শুনি তাঁর কাব্য কেহো হইতে নারে স্থির’—ভক্তিরত্নাকর, ১০।১৩৭) বুধুরির নিকটে বাহাছরপুরে থাকিতেন। শ্রীনিবাসের আর একজন শিষ্য বংশীদাস চক্রবর্তী, যিনি সম্ভবতঃ শুধু বংশী ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিতেন—বাহাছরপুরের অধিবাসী। নৃসিংহ কবিরাজের বাড়ী কামটপুরের কাছেই—বাজারসোহা স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে কাকনগড়িয়া (কান্দী মহকুমা)। গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির অমূল্যদ্রব্য যত্ননন্দনদাসের বাড়ী কাটোয়া হইতে তের মাইল দূরে বর্দ্ধমানের কেতুগ্রাম থানার অধীন (আমোদপুর-কাটোয়া রেল লাইনের রামজীবনপুর স্টেশনের নিকটে) কান্দা গ্রামে, যেখানে সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুর বুধুরির খুব কাছেই খেতরিতে থাকিতেন। ভগবান্গোলা হইতে ১২ মাইল দূরে লালগোলা ঘাট। সেখানে ধীমারে পদ্মা নদী পার হইলে গোদাগাড়ির পর প্রেমতলি পৌছানো যায়। খেতরি



প্রেমতলি হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে। এখন বুধুরি মুর্শিদাবাদ জেলায় ও খেতরি অঞ্চল রাষ্ট্রের রাজসাহী জেলায়। গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রেমতলির পূর্বের সীমার স্টেশন পাতিবোনা হইতে চার মাইল দূরে বোরাগুলি গ্রামে থাকিতেন। বীর হাদীর ও বল্লবীকান্ত কবিরাজ বনবিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। কবীন্দ্র গোকুলানন্দ পঞ্চকোটের অন্তর্গত সেরগড়ে থাকিতেন। রায় বসন্তের বাড়ী ঠিক কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে তিনি যখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এবং

‘শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে।

গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥’

ভক্তিরসাকর, পৃ: ৪১৫

তখন তাঁহাকে খেতরি ও বুধুরির কাছাকাছির লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উল্লিখিত গীত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মোটামুটি নবদ্বীপের একশত মাইলের বা কাটোয়ার ৭৫ মাইলের মধ্যে এ যুগের সকল কবিরই উদ্ভব হইয়াছিল। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুরকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক তবে বয়সে কিছু বড় বলা যায়। তিনি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ লেখেন বটে, কিন্তু তাহার অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্বে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ মহাকাব্য রচনা করেন। তাহার বাড়ী কাঁচড়াপাড়া—নবদ্বীপ হইতে ৪১ মাইল দূরে। সুতরাং কবিকর্ণপুরকে আমরা সপ্তগ্রামের সহরতলীর বাসিন্দা বলিতে পারি। গোবিন্দদাসের যুগে সপ্তগ্রামে মাধবাচার্য্য বাস করিতেন। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমানের দামুড়ার লোক, কাব্য লেখেন নাড়াছোলের উত্তরে আরড়ায় বসিয়া।

আমাদের আলোচ্য যুগে পাঠানেরা রাজ্য ও বড় বড় রাজ্য-জমিদারেরা ধনপ্রাণ হারাইলেন দেখিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

রাজ্যর যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট

দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

বণিকের ঐশ্বর্য্যও এ যুগে রাজাদের প্রতাপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। মুকুন্দরাম বলেন—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।

ঘরে বস্ত্রে স্বপ্ন মোক্ষ নানা ধন পায়।

হঠাৎ সপ্তগ্রামের বণিকেরা এমন অলস হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ জলপথের বাণিজ্য পর্তুগীজদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপৎসম্মুল হইয়াছিল। পর্তুগীজদের বন্দর হুগলিই বেচাকেনার প্রধান বন্দর হইয়াছিল। সুতরাং সপ্তগ্রামের বণিকেরা বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া সর্বদা হুগলা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া কড়িগিরি করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু ধনপতি সদাগরের মত দুঃসাহসিক বণিকও তখন বাংলা দেশে কিছু কিছু ছিল। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে Pyrard de Laval Maldivis বহু বাঙ্গালী বণিককে কড়ি ও নারিকেলের দড়ির জিনিষপত্র কিনিতে দেখিতে পান (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ৬৭)। সুতরাং সিংহলে ধনপতির বাণিজ্য করিতে যাওয়া কবিকল্পনামাত্র নহে। পর্তুগীজদের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, বাংলা হইতে খাজদ্রব্য নিয়মিতভাবে বিক্রয়ের জন্ত সিংহলে যাইত। কিন্তু বাঙ্গালী বণিকদের হুদ্দিন ঘনাইয়া আসে। ইংরাজ কুঠিয়ারালদের কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালীরা নৌকায় করিয়া কার্পেট লইয়া মহলিপত্তনে বিক্রয় করিতে যাইবার সময় পর্তুগীজেরা ঐগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহাদের ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে যে রেশম বাংলা হইতে পাঠানো হয় তাহা পর্তুগীজেরা দখল করিয়া লয়।

কাশিমবাজারে প্রচুর-পরিমাণ রেশম তৈয়ারী হইত। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনিয়ার লিখিয়াছেন যে, ওলন্দাজদের কাশিমবাজারের রেশমের কুঠিতে সাত আট শত বাঙ্গালী রেশম তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত ছিল; ইংরাজ এবং অগ্রাণ্ড বণিকেরাও অল্পরূপ সংখ্যায় লোক নিযুক্ত করিত। টাভানিয়ের লেখেন যে, এক কাশিমবাজারেই প্রতিবৎসর বাইশ হাজার গাঁট রেশম উৎপন্ন হইত এবং এক এক



গীটে পঞ্চাশ সের করিয়া রেশম থাকিত (History of Bengal, পৃ: ২১২ পাদটীকা)। বাংলা দেশের হুতির জিনিষপত্র, নীল, সোডা, লাফা, চিনি, ঘি, চাউল, লেপ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইত (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ৬৩)। কবিকর্ণণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ধনপতি সদাগর সিন্দূর, পাট, শণ, লবণ, রেশম, গোধূম, যব, তিল, ছোলা প্রভৃতি সিংহলে বিক্রয় করেন এবং লবঙ্গ, জায়ফল, হিঙ্গুল, প্রবাল, নীলা, মুক্তা, হীরা, চন্দন প্রভৃতি কিমিতে চাহেন (পৃ: ১৬৬-১৬৭)। এই বর্ণনা একেবারে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কুঠিয়ারল পিটার ক্লোরিস টমাস অ্যান্ডওয়ার্থকে লেখেন যে, বাংলার উৎকৃষ্ট কাপড় বিক্রয় করা অপেক্ষা মোটা কাপড় ও হুতা বিক্রয়ে অধিক লাভ হয়। ঐ বছরই টমাস কেরিজ আজমীর হইতে লেখেন যে, সেখানে ২০০ টাকা মণ দরে সিন্দূর বিক্রয় হয়, কিন্তু বাংলা দেশে এর চেয়ে সস্তাদরে সিন্দূর পাওয়া যায়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লেখা পত্র হইতে জানা যায় যে, বাংলা দেশে ক্রীত দত্তা, টিন, পারা ও হস্তীদন্ত গুজরাটে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ হয় (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ৫৭)। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

শুণে ধরি গজবর আছাড়িয়া মাঝে ।  
দস্তা উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে ॥  
চূপড়ি মুলিয়া হাতে বেচয়ে ফুলরা ।  
কুবকে ঘেমন বেচে মুলার পসরা ॥

পৃ: ৩০

কবিশূলভ অতিশয়োক্তি এই বর্ণনায় থাকিলেও, ঐ সময়ে যে বাংলা দেশে প্রচুর গজদন্ত বিক্রয় হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। গজদন্ত বিক্রয় মানেই দেশের অনেক জায়গায় এমন জঙ্গল ছিল যে, হাতীরা অবাধে চলাফেরা করিতে পারিত। মহিষের শিঙ্গ বেচার কথাও মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন।

এই যুগে বাংলা দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বস্ত্র। Francesco Pellsart জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা

দেশে ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত সকল গ্রামেই লোকে তাঁতের কাপড় তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করে এবং ঐ জিনিষের যথেষ্ট স্থান আছে। মীর্জা নাথান মালদহে একখানি বস্ত্র সেকালের চার হাজার টাকা দিয়া কিনিয়াছিলেন। কবিকর্ণণের ভাঙ্গু দত্ত দুইপণ দামের ভাল কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইত। এই প্রসঙ্গে এই যুগের বাঙ্গালীদের পরিধেয় বসন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। কবিকর্ণপূর কৃষ্ণাঙ্কিকৌমুদীতে (২।৩১) লিখিয়াছেন, “কোনও দাস স্তব্ধবৎ পীতবর্ণ নূতন কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী ‘চেলঘুগলং’ বস্ত্রভূষ আনিলেন। অপর এক দাস শ্রীকৃষ্ণের হাতে ঐ দুইখানি বস্ত্র দিলে তিনি পূর্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঐ দুইখানি বসন পরিধান করিলেন।” দুইখানি কাপড় একে একে দেওয়া হইল এবং কৃষ্ণ দুইখানিই পরিলেন। আমার মনে হয় একখানি বস্ত্র নিম্নাঙ্গে ও অগ্র বস্ত্র উর্দ্ধাঙ্গে পরিলেন অথবা কাপড় অত্যন্ত পাতলা বলিয়া একের উপর আর একখানি পরা হইত। মোরল্যাও সাহেব তাঁহার India at the Death of Akbar গ্রন্থে কোন প্রমাণ না দেখাইয়াই শুধু বিশ্বস্তহুত্রে শুনিয়াছি বলিয়া লিখিয়াছেন, “Jute clothing was the ordinary wear of the poorer classes” (পৃ: ১১২)—গরিব লোকেরা পাটের তৈয়ারী কাপড় পরিত। অথচ তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, সে সময়ে পাটের চাব বাংলা দেশে বিশেষ ছিল না। আমার মনে হয় প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘কাল পাটের শাড়ী’ (তরু ৮১৭) ও মুকুন্দরামে ‘পাটের জাদ’ (পৃ: ৭৬) ইত্যাদি দেখিয়া কেহ মোরল্যাও সাহেবকে ঐরূপ লিখিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে ‘পাট’ মানে পটু অর্থাৎ রেশমী তাহা তিনি জানিতেন না। Ralph Fitch দেখিয়াছিলেন, “People go naked with a little cloth bound about their waist”—কোমরে এক টুকরা কাপড় ছাড়া লোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিত। তিনি পথ চলিবার সময়ে মাঠে চাষীদের দেখিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন মনে হয়। গরম দেশে লোকে আপাদমস্তক



চাকিয়া থাকিতে পারে না; বিশেষ করিয়া কাদামাটির মধ্যে কাজ করিবার সময় পুরা কাপড় পরা অবিধাজনক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা দেশে কলের চিনি তৈয়ারী একরূপ হইত না বলিলেই চলে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার গম, ধান ও চিনি ভারতের সর্বত্র বিক্রীত হইত। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রাব টমাস রো-কে সুরাটের কুঠিওয়ালেরা লেখেন—“We deny not but that Berigalla brings wheat, rice and sugar to India, makes fine cloths etc., which showeth the fertility of the country and the quality of the inhabitants, who bring tillers of the earth and tradesmen by their sales in India reap the fruit of their labour and sustain life, and some no doubt get wealthy by merchandising.” মোরল্যাও সাহেব (পৃ: ১২০) মনে করেন যে, বাংলা দেশে গম বোধ হয় হইত না, পাটনার কাছাকাছি হইত। কিন্তু বাংলাদেশে তখন গম উৎপন্ন হইত। কবিকঙ্কণের দুর্কলা হাটে যাইয়া “বিশা দরে কিনে আটা”।

‘মুগ তিল ওড় মাঘে                      গম সরিষা কাপাসে  
সবার পুণিত নিকেতন।’

বাংলায় চিনির উৎপাদন সম্বন্ধেও মোরল্যাও সাহেবের সন্দেহ ছিল। তবে মুকুন্দরামের এক গৃহস্থ বস্তার পর বলিতেছেন, “সর্ব্বথ ভাসিয়া গেল সাত মণ চিনি”। শর্করা-শিল্পের অতি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় রাগশেখরের এই পদে—

বিশ্বস্তর গাছ তার কাতরি<sup>১</sup> গদাধর।  
নিত্যানন্দ জাতি তার ফিরে নিরস্তর।

১ ‘কাতরি’ হইতেছে ঘানিগাছের সহিত কাত করিয়া লাগানো কাঠ, বাহা ঘুরিতে থাকে। ‘জাতি’ মানে ইণ্ডু মাড়াই করার সেই লম্বা কাঠ বাহা ইণ্ডুকে পেষণ করে। ‘প্রম-নড়ি’ মানে বলদ চালাইবার প্রেমরূপ লাঠি। ‘কেহ না আলায়’ মানে কেহই আলে না, অর্থাৎ বিতৃষ্ণা বোধ করে না। ইণ্ডুশিল্পের খুব প্রচলন না থাকিলে এরূপ ধরণের পদ লিখিত হইত না।

অভিরাম সারঙ্গ তার বলদ এক জুড়ি।  
চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেম-নড়ি।  
গুণ-বান্ধা গায়ের বায়েন সব ফিরে।  
হরিনাম-ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে।  
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলায়।  
যত তত খায় তমু পেট না ভরয়।  
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ই।  
নানা মতে করে পাক যার যে রুচই।  
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।  
বিনিমুল্যে দেয় রস গাগরী গাগরী।  
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কান্দাল।  
মাগিয়া খাচিয়া শালে খায় সর্ব্বকাল।

তর ২২০০

মোরল্যাও সাহেব (পৃ: ১০৩) কোন্ জমির কিরূপ খাজনা দিতে হইত তাহা দেখাইবার জন্ত আইন-ই-আকবরী হইতে দেখাইয়াছেন যে, একর প্রতি গমের জমির জন্ম ২৬ হইতে ৩০ টাকা ও ইক্ষুর জমির জন্ম ৩৬ হইতে ৪২ টাকা খাজনা দিতে হইত। চাল ও গমের জমি হইতে কার্পাস চাষের জমির যে বেশী খাজনা ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রঘুনাথদাস গোস্বামীর ‘মুক্তা-চরিত্র’ হইতে। ঐ গ্রন্থে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহার গাভীদের গলায় মুক্তা পরাইবেন বলিয়া মুক্তা চাহিলে তাঁহাকে উহা দেওয়া হইল না দেখিয়া তিনি মাগের কাছ হইতে কয়েকটি মুক্তা চাহিয়া তাহা একটি জমিতে বুনিলেন। তিনি গোপীদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন ঐ জমিতে দুধ ঢালেন, তাহা হইলে মুক্তা ফলিবে। গোপীরা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কয়েক-দিন পরে যখন ঐ জমিতে কতকগুলি লতা দেখা দিল তখনও গোপীরা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন যে, ওগুলি কাটার লতা। তারপর একদিন সত্য সত্যই এসব লতায় ওজ্জ্বল মুক্তা ফলিল। এই ব্যাপার দেখিয়া গোপীরা নিজেদের ঘরে যেখানে যে মুক্তা পাইল তাহা বাড়ীর লোকদিগকে না বলিয়া মাঠে আনিয়া বুনিল। কিন্তু তাহাদের জমিতে কোন লতা তো জন্মাইল না—উপরন্ত



মুক্তাগুলিও খোঁয়া গেল। তখন তাহার শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তা চাহিল, কেননা ইতিমধ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে মুক্তার খোঁজ চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তার এমন মূল্য চাহিলেন যাহা গোপীরা দিতে রাজী হইল না। তখন শ্রীরাধা এক উপায় বাহির করিলেন। তিনি পত্র লিখিয়া লোক মাঝে কৃষ্ণের উপর পরওয়ানা জারী করিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সুতরাং বৃন্দাবনে যে জমি চাষ করিবে, তাহাকেই খাজনা দিতে হইবে।

রাধার হইয়া ললিতা কৃষ্ণকে বলিলেন, ‘শ্রামাক্ষেত্র হইতে ধাতুক্ষেত্রের কর অধিক, তাহা হইতে কার্পাস-ক্ষেত্রের, তাহা হইতে বাস্তভূমির, আবার তাহা হইতে অপূর্ণ মুক্তাক্ষেত্রের কর পরাধীন বোধ।’ এই হিসাবে যদি শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে না পারেন, তাহা হইলে কিছু মুক্তা মিলেই চলিবে। কোন্ হিসাব মতন মুক্তা দেওয়া হইবে তাহা লইয়া কিছু বাদবিতণ্ডা হইল। নান্দীমুখী বলিলেন, এই ক্ষেত্রের কসল দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ক্ষেত্রাধিপতি ও এক ভাগ কৃষক কৃষ্ণ পাইবেন, কেননা “তথায়ঃ পর-গ্রামাদাগত্য কৃষিবৃত্তিং কুর্ব্বমাণে”—এই ব্যক্তি পরগ্রাম হইতে আসিয়া কৃষিবৃত্তি করিতেছে। কিন্তু রত্নমালা বলিলেন, এ ব্যক্তি পরগ্রামবাসী কৃষক নহে, অধুনা এই বনে বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষিকর্ম্ম করিতেছে। অতএব ইহার ফসলের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তব্য, সমান ভাগ কিরূপে লাভ হইবে? (মুক্তাচরিত্র, পৃঃ ২০৬)। রঘুনাথ-দাস বড় জমিদারের ছেলে, “সপ্তগ্রাম মূলকের মজুমদারের ছেলে”, “বারো লক্ষ দেন রাজার সাথে বিশ লক্ষ” (চৈ. চ. ৩৬)—অর্থাৎ প্রজাদের নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাকা কর আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ টাকা বার্ষিক দিতেন। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে, আকবরের সময়ে সপ্তগ্রামের বার্ষিক রাজস্ব ছিল চার লক্ষ আঠার হাজার একশ আঠার টাকা। এত বড় ঘরের ছেলে জমির রাজস্ব সম্বন্ধে ঠিক খবরই দিয়াছেন আশা করা যায়। সে সময় ছোটবড় অনেক জমিদার ছিলেন—যদি অল্প জমিদারের প্রজা আসিয়া জমি-চাষ করিত তবে তাহাকে অর্ধেক ফসল

দিতে হইত; কিন্তু সে যদি যেখানে চাষ করে সেইখানেই বাসিন্দা হয়, তাহা হইলে তাহাকে এক-ষষ্ঠাংশ কর দিতে হইত।

কবিকল্প রাজস্ব আদায় বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অমর হইয়া আছে। দুই কর্ম্মচারী প্রথমে তো কুড়ি কাঠার জায়গায় কোনাকুনি দড়ি দিয়া মাটিয়া পনের কাঠার বিঘা স্থির করিয়া তাহার উপর কর লয়, উপরন্তু অমূল্যের খিল ভূমি উর্ব্বর জমি বলিয়া লেখে। তাহাকে ‘ঘুঘু’ দিয়াও কাজ পাওয়া যায় না, উৎকোচস্বরূপ ধুতি লইয়াও কোন উপকার করে না। মুকুন্দরাম ঐরূপ অত্যাচারে নিখ্যাতিত হইয়াছিলেন বলিয়া কালকেতুকে আদর্শ রাজারূপে অঙ্কন করিয়া তাহাকে দিয়া বলাইতেছেন—

আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ  
তিন মন বই দিও কর।

হাল পিছে এক তফা না করো কাহার শকা  
পাটায় নিশান মোর ধর ॥

খন্দে নাহি নিব বাড়ি যয়ে বসে দিও কড়ি  
ডিহিদার না করিব দেশে।

সেলামী কি বাশগাড়ী নানা বাবে যত কড়ি  
না লইব গুজরাট বাসে।

পার্কণী পঞ্চক যত গুড়া লোণ সানা ভাত  
ধানকাটি কলম-কসুরে।

যত বেচ চালধান তার না লইব দান  
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।

বিক্রীত বস্তুর উপর দান বা শুদ্ধ লওয়া হইত বলিয়াই বৈষ্ণব কবিরা দানলীলা লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ভাগে জমি চাষ করাইতেন। তাই গৌরী তাঁহার মাতাকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।

তখি ফলে মস্তুর কাপাষ মাষ দান ॥

শিব নিজে নিশ্চয়ই চাষ করিতেন না। তবুও তিনি সে যুগের ভদ্রলোকদের মতন জমি হইতে ধান, মাষকলাইয়ের



ডাল, মসুর ও কাপাস পাইতেন। তাহাতে ডাল-ভাত ও কাপড়ের অভাব মিটিয়া যাইত। একটু লবণ কিনিতে হইত। কালকেতু 'লবণের তরে চারি কড়া' ঋণ লইয়া ছিলেন। তিনি যখন রাজা হইলেন তখন কায়স্থেরা আসিয়া বলিলেন যে তাঁহারা লক্ষ্যের প্রজার সঙ্গে কলিক হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন যে, "প্রজাগণে দেহ দান, ভূমিবাড়ী করিয়া চিহ্নিত" এবং "কিছু দিবে ধাতু বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি।" তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ সব প্রজাদের দ্বারা ভাগে চাব করাইতেন। আমার ধারণা যে রাতের অধিকাংশ কবিরই জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত এইরূপ প্রজাদের নিকট হইতে শস্তাদি কর লইয়া। অগ্রচিন্তা থাকিলে তাঁহারা কাব্যরচনায় এতদূর কৃতকার্য হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

কবিকর্ণণের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে তাঁহার সময়েও বাংলাদেশের মরজা অত্যন্ত প্রদেশের লোকের জন্ম খোলা ছিল। মারাঠারা বাংলায় চক্ষুচিকিৎসকের কাজ করিতেন। রাজপুতেরা ক্ষত্রি বা ছত্রি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরের বীর হাধীর, নসিপুরের রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ, পঞ্চকোটের হরি-নারায়ণের মতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দোসর যমের দূত                      বৈসে যত রাজপুত  
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্তী।  
কৃষ্ণ সেবে অহুক্ষণ                      দান করে নানা ধন  
দেশে দেশে ঘাহার স্বকীর্তি ॥

এই মল্লরাজা নিশ্চয় বীর হাধীর। বিষ্ণুপুরের রাজা-দিগকে মল্ল এবং তাঁহাদের স্থাপিত অঙ্গকে মল্লাঙ্গ বলা হইত। মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ চন্দ্রকোণার কাছে রাজত্ব করিতেন, আর চন্দ্রকোণা হইতে বিষ্ণুপুর মাত্র ২৩ মাইল দূরে। গরীব রাজপুতেরা মল্লযুদ্ধ করিতেন, কেহ বা শিকারী ছিলেন।

কবিকর্ণণের বিভিন্ন জাতির পেশার বিবরণ উপ-ভোগ্য। কায়স্থরা কথাবার্তায় খুব ভদ্র, এবং সকলেই শিক্ষিত—'প্রসন্ন সবার বাণী লেখাপড়া সবে জানি'। গঙ্গার দুইকূলে রাঢ়ী কায়স্থদের বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার

ভাদ্র দত্ত কায়স্থকুলের কলহ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রচর্চা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন, তাঁহারা ধনীদের নিকট প্রচুর দান পাইতেন। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ শস্ত্রোপজীবীও ছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ 'ভারত ও পুরাণ' পাঠ করিতেন। পুরাণের মধ্যে ভাগবতই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। লহনার কোলে থাকিয়া শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিতেন।

একালের মত সেকালেও পুরোহিতের কাজ করিতেন মূর্থ বিপ্র। তাঁহারা বজ্রমানদের কাছ হইতে প্রচুর প্রণামী পাইতেন—

চাউলের বোচকা বাড়ে টান।

ময়রাঘরে পায় থণ্ড                      গোপঘরে দধিভাণ্ড  
তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি।  
কোথাও মাসবা কড়ি                      কেহ দেয় দালি-বড়ি  
গ্রামধাক্কী আনন্দে সীতরি।

কোন কোন ব্রাহ্মণ ঘটকালি করিতেন, কেহ বা গ্রহবিপ্র ছিলেন।

বৈষ্ণবদের মধ্যে গুপ্ত ও সেন ছাড়া, দাস, দত্ত ও কব উপাধিও ছিল। তাঁহারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেন।

গোয়ালারা শুধু গোপালন করিতেন না, তাঁহারা ক্ষেতে নানা ধন জন্মাইতেন। তাঁহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল।

মুগ তিল ওড় মাষে                      গম সরিষা কাপাসে  
সবার পূর্বিত নিকেতন।

তেলিরা তৈল তৈয়ারী করিতেন, কামারেরা কোদাল, কুড়ালি ও কৃষিকর্মের উপযোগী অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেন। তামুলীরা পান সাজিয়া বিক্রয় করিতেন ও বাকুইরা পানের চাষ করিতেন। তন্তুবায়েস সংখ্যা সম্বন্ধে কবি বলেন যে—

শত শত একজায়                      গুজরাটে তন্তুবায়ে  
ভূনি ধুতি বোনে জোড় গড়া।

এখনকার দিনে কলিকাতাতে দুই চারিটি ফুলের দোকান আছে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে কোন জেলা সহরে



সেরকম দোকান দেখা যায় না। কিন্তু সেকালে সব  
সহরেই এমনকি গ্রামেও মালীরা থাকিতেন। তাঁহারা  
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি ভরে লয়ে কাঙ্গে  
ফিরে তারা নগরে নগর।

আগরি বা আণ্ডরিয়া (উগ্রকত্রিয়) কোনরূপ উগ্রতা  
প্রকাশ করিতেন না—

‘অনুচিত না করে কখন।’

মোদকেরা নানারকম মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া ফিরি  
করিতেন। জৈনধর্মাবলম্বী সরাকেরা রেশমের কাপড়  
বুনিতেন—“বুনে নেত পাট শাড়ি”। গন্ধবণিকেরা  
সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারী করিতেন। কাঁসারিরা নানাধরনের  
বাসনপত্র তৈয়ারী করিতেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে  
(পৃ: ১০) সবচেয়ে বেশী বাসনের নাম আছে; যথা—  
ডাবর বাটা, গুবাকসম্পুট, দর্পণ রসবাটিকা।

তাম্র হাণ্ডিরস, পিত্তল কলস, বারাগলীর ত্রিপাদিকা।

শঙ্খ বাটাবাটি, সরঙ্গী খাল, রসময় রসখুরী।

তিরোহিতা গাডু, তাম্র মুখারসমণ্ডল, শীতল পিত্তল ঝারি।

কবিকরণ ইহার উপর—

ডাবর চুনাতি বাটা সাপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা

সিংহাসন গড়ে পঞ্চ দীপ।

স্বর্ণবণিকদের সম্বন্ধে কবির ভাল ধারণা ছিল না। কবির  
ভাড়া দত্তের মতন মুরারি শীলও অমর।

কবি জেলে, কলু, বাইতি, বাগ্দী, কোচ, ধোবা, দরঙ্গী,  
সিউলি (যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করে),  
ছুতার, পাটনি, চণ্ডাল, পুলিন্দ, কিরাত, বেহার, চামার,  
ডোম প্রভৃতি নানা জাতির ও নানা জীবিকার লোকের  
বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে  
বাগ্দীরা যাহারা “নানা অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি  
সঙ্গে” চলিত। লবণ বিক্রয় করা চণ্ডালের কাজ ছিল।

মুকুন্দরামের সময়তক মুঘলেরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা  
হন নাই। তাঁহারা ইংরাজদের মতন এদেশে পয়সা  
বোজগার করিতে আসিতেন। যত শীঘ্র পারেন যে  
কোন ভাবে কিছু বিত্ত সংগ্রহ করিয়া বাংলা দেশ, যাহাকে  
তাঁহারা “রুটিভরা নগর” বলিতেন, ছাড়িয়া উত্তর প্রদেশে

চলিয়া যাইতেন। তাই দেখি কালকেতুর রাজ্যে মুসলমান  
প্রজাদের মধ্যে সকলেই পাঠান—

সাবোনি লোহানি আর লোদানি স্বরয়ানি চার  
পাঠান বসিল নানা জাত।

তাঁহারা “মাথায় না রাখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়া রাখে  
দাড়ি।” তাঁহাদের মাথায় ‘দশ রেখ টুপী’ আর তাঁহারা  
যারে দেখে খালিমাথা তা সনে না কহে কথা  
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ী।

এই ঢিল ছুড়িয়া মারিবার ভয়েই হউক বা রাজার কাছে  
খাতির পাইবার লোভেই হউক, কোন কোন হিন্দু ভদ্র-  
লোক মাথায় পাগড়ী বাধিতেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প  
শুধু মুসলমানদের হাতেই ছিল; যথা—তীর তৈয়ারী করা,  
কাগজ বানানো, কাপড় রং করা, দরজির কাজ প্রভৃতি।

দেশে স্বর্ণমুদ্রা, রূপার টাকা, তামার পয়সা ও কড়ির  
মুদ্রার প্রচলন ছিল। র‍্যাল্ফ কিচ্ কুচবিহারে দেখিতে  
পান যে বাদাম (almond) দিয়া জিনিষপত্র কেনাবেচা  
হইতেছে। কিন্তু বাংলার অন্তত্ব সাধারণ লোকে কড়ি  
দিয়াই ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চালাইত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে  
দেখি দোকানীরা কড়ির হিসাবে দাম বলিতেছেন—“কড়ি  
বিহু কিছু দিব ক্ষমা কর মোরে” (চৈ. ভা., পৃ: ২২৪)।  
কালকেতু গরীব অবস্থায়—

‘তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি’ (পৃ: ৪৮)।

দুর্দলা দাসী অনেক জিনিষপত্র কিনিলেও হাটের হিসাব  
কড়িতেই দিয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবন অঞ্চলে অর্থাৎ রাজধানী  
আগ্রার কাছে কড়ির পরিবর্তে পয়সাই বোধ হয় ক্ষুদ্রতম  
মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হসেন  
শাহের ভূতপূর্ব অমাত্য সুবুদ্ধি বায়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—  
রায় শুদ্ধ কাষ্ঠ আনি বেচে মধুরাতে।

পাঁচ ছয় পয়সা পাণ একেক বোঝাতে।

আপনে রহে এক পয়সার চানা চিবাইয়া।

আর পয়সা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া।

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে কয়ান ভোজন।

গোড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দন।



মথুরায় অশ্বাশু ভিনিয়ের তুলনায় জালানি কাঠের দাম বেশী ছিল দেখা যাইতেছে। এক পয়সার চানা খাইলে একটি লোকের পেট ভরিত, কিন্তু এক বোঝা কাঠের দাম পাঁচ ছয় পয়সা। গোড়দেশের লোক বৃন্দাবনে গেলে, মহাপ্রভু স্ববুদ্ধি রায়কে তাঁহাদের দেখাশুনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাই স্ববুদ্ধি রায় তেল কিনিয়া তাঁহাদিগকে মাখাইয়া দিতেন, কেননা গোড় হইতে বৃন্দাবনের পথে অনেকের তেলমাখার সুবিধা হইত না। আর ঐ কাঠবেচার পয়সায় তাহাদিগকে দুই ভাত খাওয়াইতেন। ব্যাঙ্গারের কাজ করিতেন বণিকেরাই। শ্রীকৃষ্ণ গোড় হইতে পলাইবার সময়—‘গোড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। সনাতন ব্যয় করে, রয়ে মুদি ঘরে।’ (চৈ. চ., পৃ: ২৬৩)। মীর্জা নাথানের যখন কিছু টাকা ধার লইবার দরকার হইয়াছিল, তখন টাকার বণিকেরা অবিলম্বে তাঁহাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরা কিন্তু টাকা-পয়সা পুঁতিয়া রাখিতেন বা চালে গুজিয়া রাখিতেন। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

‘চালের সহিত ধন ভাসি গেল জলে’ (পৃ: ৮৩)।

গোড়ে টাকারও প্রচলন ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেন যে গঙ্গাদাস যখন রাজভয়ে নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিতেছিলেন তখন নৌকায় পার হইবার জন্ত পাটনীকে পুরস্কার দিতে রাজী হইয়াছিলেন—

‘এক তছা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার’।

চৈ. ভা., পৃ: ২২২

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাণিজ্যের লিখিয়াছেন যে বাংলাদেশে মোনা প্রবেশ করিবার শত দরজা খোলা, কিন্তু উহা বাহির হইবার একটা পথও নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখি সনাতন গোস্বামী সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বন্দীশালা হইতে মুক্তি পান। তাঁহার অহুচরের হাতে ইহার পরও আটটা স্বর্ণের মোহর ছিল (চৈ. চ., ২১২০)। আইন-ই-আকবরীতে আছে যে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় হইত তক্ষায় ও স্বর্ণ মোহরে।

বাংলাদেশে সহরের সংখ্যা কম ছিল। পল্লী অঞ্চলেই

বেশীর ভাগ লোক বাস করিত। চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের বাজারের ও ঘাটের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় সেখানে বেশ বড় সহর ছিল। আমাদের আলোচ্য যুগে গোড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি মুনিম খাঁ নূতন রাজধানী তাঁড়াতে তাঁবুর মধ্যে বাস করা অসুবিধাজনক বলিয়া লোকজন লইয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত গোড়ের প্রাসাদে বাস করিতে আসেন। কিন্তু গোড় নগরীর আবহাওয়া খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই ঐ বৎসর বর্ষা ও শরৎকালে সেখানে প্রবল মহামারী দেখা দেয়। বহু মুঘল সৈন্য সেখানে প্রাণ হারায় ও বাকী লোকেরা বিহারে পলায়ন করে। জয়ানন্দ বলেন যে পানিহাটী বেশ ভাল সহর ছিল—

ইষ্টকা-রচিত হাটবাট রম্যস্থান।

দেউল দেহরা মঠ প্রপা পুষ্পোচ্ছান ॥

হালিসহর তখন সতাই একটা নূতন সহর—বোধ হয় আজকাল যেমন কলিকাতার অপর পাড়ে হাওড়া, তেমনি সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর অপর পায়ে হালিসহর বসিয়াছিল। কবিকঙ্কণ বলেন—

বামভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।

ছুকলের কোলাহলে কিছুই না শুনি।

লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্থান।

বাস হেম তিল দেখু কত করে দান ॥

রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ।

গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে গুণন ॥

সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষেও জাকজমক বজায় রাখিয়াছে—যদিও বন্দর সেখান হইতে দূরত্ব স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বাড় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অল্পপাম।

দুইদিন সাধু তথা করিল বিশ্রাম ॥

কিনে বেচে নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভরা।

আমরা পূর্বে গোবিন্দদাসের যুগের সঙ্গে দেবপীরবের যুগের তুলনা করিয়াছি। দেবপীরবের ইংলও স্পেনের আর্মাডাকে পরাজিত করিবার গৌরবে উৎফুল্ল বিজয়োন্মত্ত। ইংলণ্ডের অসমসাহসিক নাগরিকেরা পৃথিবীর নানা দেশে



ব্যবসায়িক জীবন আরম্ভ করেন; দেশে প্রচুর ধনের  
আমদানী হয়। তাহারই আবহাওয়ায় Renaissance-এর  
বা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রবাহ প্রবলতর হইল। নব  
নব কাব্যে, নাটকে ইতিহাসে ও দর্শনে সেই যুগের ছাপ  
গভীর ভাবে মুদ্রিত হইল। আর বাংলাদেশে দেখি  
পাঠানমুঘলের, প্রাচীন ও নবীন রাজশক্তির সংঘর্ষ এবং  
ভূঁইয়াদের ও পুরাতন রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী  
বিবাদ-বিসংবাদ। তাহার উপর মগ ও ফিরিঙ্গিদের অকথ্য  
অত্যাচার। পর্তুগীজদের কাছে আমরা কেদারা, মেজ,  
জানলা প্রভৃতি শব্দ ও পেপে, পেয়াবা, আনারস,  
ক্যান্টাট প্রভৃতি ফলমূল পাইয়াছি জানাইয়া দিয়া  
আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ  
হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন (History of Bengal, পৃ:  
৩৬৮)। কিন্তু পর্তুগীজেরাই আমাদের দেশে মারাত্মক  
ফেরদা রোগের (সিফিলিস) আমদানী করেন তাহা বলিতে  
ভুলিয়া গিয়াছেন। 'ভাবপ্রকাশে' ফেরদা রোগের বিবরণ  
আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে ডাঃ হরেন্দ্রনাথ  
সেন কামরাস্ত্রাকেও পর্তুগীজদের আমদানী বলিয়াছেন।  
কিন্তু কর্মরতের নাম রামায়ণেও আছে এবং সিলভা  
লেভি উহাকে আখ্যায়িকার আগমনের পূর্বেরও ভারতীয়  
গাছ বলিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য যুগে কবিকর্ণপুর  
কুকাহ্নিক-কৌমুদীতে (পৃ: ১২৩) উহার উল্লেখ করিয়াছেন  
ও মুকুন্দরামের দুর্দলা দাসী "কামরাস্ত্রা কিনে বুড়ি  
হুই।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এত অশান্তির মধ্যে রাঢ়ে বা  
বঙ্গে কাব্য লেখা ও নাট্য, স্মৃতি, তত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনা  
করা সম্ভবপর হইল কি করিয়া? সম্ভব হইল প্রথমতঃ  
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ের ফলে বাঙ্গালীর মানসগঙ্গা উথলিয়া  
উঠিয়াছিল বলিয়া। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার সম-  
সাময়িকেরা যে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সহজ,  
সরল, অলঙ্কারবিহীন অথচ সুতীক্ষ্ণ শরৎ মর্মস্থলে আসিয়া  
বৈধে। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অহুসারে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী ও

তাঁহার সহচরবৃন্দ শ্রীকৃন্দাবনে বসিয়া যে রসশাস্ত্র ও ভক্তি-  
শাস্ত্র রচনা করেন, তাহা গৌড়দেশে আসিয়া আমাদের  
আলোচ্য যুগের বৈষ্ণব-পদাবলী সৃষ্টি করিল। শ্রীচৈতন্যের  
যুগের জ্ঞান এ যুগের রচনা অনাড়ম্বর ও অলঙ্কারবর্জিত  
নহে। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল রাখিয়া রচনা  
করিতে গেলে খানিকটা কৃত্রিমতা না আসিয়া পাবে না।  
এই যুগের নবজাগরণের দ্বিতীয় কারণ এই যে ভারতবর্ষের,  
বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, রাজশক্তি কখনই  
totalitarian বা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক হয় নাই।  
রাজা আসে, রাজা যায়, কিন্তু পল্লী অকলের লোকেবা  
চাষবাস করে, খায়, খুঁমায়, যে রাজা হয় তাহাকেই কর  
দেয়। বাংলার মাটি অসম্ভব রকম উর্বরা ছিল। তাই  
লোকের খাওয়া-পরাই অভাব হইত না। তৃতীয়তঃ  
গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি তাঁহাদের জ্ঞান পদ রচনা করিয়া-  
ছিলেন, ও তাঁহারা তাঁহাদের পদাবলী গ্রামে গ্রামে গাইয়া  
বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের আর্থিক প্রয়োজন ছিল  
খুবই অকিঞ্চিৎকর। বৈষ্ণবেরা সন্তোষকে জীবনের  
মূলমন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহারা প্রার্থনা করেন—

করদ কোপীন লৈয়া ছিঁড়া কাঁথা গায় দিয়া  
ভোগ্যগিব সকল বিষয়।  
হরি অহুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে  
যাইয়া করিব নিজালয়।  
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন  
ফলমূল বৃন্দাবনে খাওয়া দিবা অবসানে  
অমিব হইয়া উদাসীন।

(নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা  
—তপ্ত ৩০৪০)

কৌপীন পরিয়া দিনান্তে ফলমূল খাইয়া বসেহে বা  
অনিশ্চিত মানসদেহে ব্রজে বাস করাকেই তাঁহারা সুদিন  
বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে রাজনৈতিক অশান্তি ও  
আর্থিক অনটন কাব্যরচনা হইতে বিরত করিবে  
কিভাবে?